নিবেদন

রহস্য গল্প পড়তে কে না ভালোবাসে? গল্প পড়তে?

গল্প বলার আদিযুগে রাজপুত্র-রাজকন্যা-রাক্ষস-খোক্কসের যে সরল উত্তেজক রূপকথা প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল তার মোহ এখনও কাটল না। কত আঁকাবাঁকা পথে চলে, মনের জটিল গলিতে সন্ধিতে ঘুরে, মনস্তত্ত্বকে সর্বস্ব করে এবং গল্পকে 'গল্পত্বে'র বন্ধন থেকে মুক্ত করে পৃথিবীর সাহিত্য আকাশপাতাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুলীন সাহিত্যচিত্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্তুতে জট পাকাচ্ছে আর খুলছে। অবচেতনা-শ্রয়ী ঘটনাবর্জিত অতি আধুনিক উপন্যাস ও গল্প শিল্পের নতুন দরজা খুলে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু গল্পের সেই আদিম খিদে মেটায় কে? তাবড় পণ্ডিত থেকে অতিসাধারণ পড়ুয়া সকলের পেটের খিদের মতো গল্পের এই চাহিদাটা মেটানো চাই। সকলের মধ্যে রূপকথাজীবী বালক বেঁচে আছে। তাকে খুশি করার আয়োজনটা পাকা হোক।

পশ্চিমদেশ বয়স্ক গল্পভোজীদের কোনোকালেই অতৃপ্ত রাখেনি। কুলীন উপন্যাস-গল্পের রবরবার যুগেই সেখানে বুদ্ধিমান শক্তিশালী লেখকেরা নব্যরীতির 'রূপকথা' লেখায় জুটে গেলেন। মোটামুটি প্যাটার্নটা ঐ একই। রাক্ষসের প্রাণভোমরা কোথায় সে রহস্য খুঁজে পেতে হবে, বন্দিনী রাজকন্যার মুক্তি চাই, শয়তান পাপীটার পতন হবেই—এই সরল খাত ধরে জটিল গল্প গড়ে উঠল। অলীক কল্পনার রাজ্য থেকে বাস্তবতার মাটিতে তাকে বিশ্বাস্য করে তোলা হল। মনস্তত্ত্বের ঠেকনা লাগিয়ে তাকে পাঠকের মনের কাছাকাছি আনা হল।

রহস্য গল্পের কুশলী লেখকেরা সমাজজীবন আর মানুষের বাস্তব পরিচয়ে প্রায় কোনো ফাঁক রাখতে চান না। অনেক সময়ে দেশকালের উত্তপ্ত সত্য উপভোগকে নিবিড় করে তোলে। আর বিচিত্র বিশ্বপরিক্রমায় এঁরা ভূগোলকে এড়িয়ে যেতে চান না। কোথাও ইংলণ্ডের পল্লীসমাজ, কখনও অতি ব্যস্ত মার্কিন নগরী কিংবা নির্জন কোনো পার্বত্য মোটেল-মানুষ এবং প্রকৃতিকে না মেনে, জীবনকে প্রত্যক্ষে ধরবার চেষ্টা না করে ওদেশী রহস্য গল্পকারেরা বাজীমাৎ করেন না,—যদিও শুদ্ধ রহস্য উদ্ঘাটনের উত্তেজনায় এসব অনেকটাই বাড়তি।

ভালো লিখিয়ে তাঁর প্রতিটি অপরাধীকে মানসিক যুক্তিতে দুর্ভেদ্য করে তোলেন, তাঁর সত্যান্বেষীকে নিশ্চিত 'জীবনদর্শনে এবং অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বে জাগ্রত রাখেন। পাপের পরাভবের মতো অতি সহজ ও বহু উচ্চারিত নীতিবাক্যকে দুর্লভ পথে অপ্রত্যাশিতভাবে চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। যে আগ্রহ কৌতূহল উৎকণ্ঠা পাঠকের মনে সুপ্ত, রহস্য-লেখক তাকে জাগিয়ে তোলেন, প্রতিরুদ্ধ করে দুর্বার গতি দান করেন এবং আকস্মিকের চমকে নাটকীয় উপভোগে সমাপ্ত করেন। লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণে পূর্ণ কাহিনী মোটেই উচ্চাঙ্গের রহস্যকাহিনী নয়। যদিও এ-জাতের উপাদানের প্রয়োগে কোনো বাধা নেই।

আসলে শ্রেষ্ঠ রহস্য উপন্যাসের একপ্রান্তে সর্বদাই বুদ্ধির তীক্ষ্ণাগ্র তলোয়ারের

খেলা চলতে থাকে। সাদামাঠা খুনখারাপির গল্প নিয়ে তাই চতুর লেখক কাজ করেন না।

রহস্য গল্পকার গল্পের জোরে আমাদের মুগ্ধ করেন, ভাষায় জোরে আমাদের মনে স্থায়ী আসন পাতেন। অনেক কাহিনী ভুলে যাই কিন্তু কৌতুকমিশ্র ব্যঙ্গ-বক্র ভাষার গন্ধটুকু মনে লেগে থাকে। আর অমর করে রাখেন তাদের মানসপুত্র সত্যান্বেষীদের।

প্রথম খণ্ডে আমরা বিশ্ববিখ্যাত শার্লক হোমস, ফাদার ব্রাউন, ট্রেন্ট, লুপিনের মতো গোয়েন্দাদের কীর্তি-কাহিনী পরিবেশন করেছি। পৃথিবীতে মানুষের হাতে গড়া যে-সব মানুষ অমর হয়ে আছেন, এঁদের আসন তাঁদের বাইরে নয়।

এ গ্রন্থ প্রকাশে জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী, অনিল দাস, অমলকুমার বসু, সৌরীন গুহ, দীপঙ্কর মজুমদার, নন্দন দত্ত, চন্দন দত্ত এবং গঙ্গারাম মাইতির সহায়তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

সম্পাদকমণ্ডলী

সূচী

লেখক

অনুবাদক

অসিত সরকার
গোপাল শর্মা
বাবু মুখোপাধ্যায়
অসিত মৈত্র
দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

আর্থার কোনান ডয়েল

দি হাউণ্ড অফ্ দি বাস্কারভিল

(বাস্কারভিলের কুকুর)

অনুবাদক

অসিত সরকার

র. উ. (১) গ্রী. গু.—১

বিশ্ব রহস্য-সাহিত্যের অবিস্মরণীয় নাম—স্যর আর্থার কোনান ডয়েল; কাহিনী-বিন্যাসে, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ভঙ্গিতে, বিষয়বস্তু নির্বাচনের বৈচিত্র ও চরিত্র্য-চিত্রণে যিনি আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। স্যর আর্থার কোনান ডয়েলের জন্ম ১৮৫৯ সালে, এডিনবরায়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করার পর প্রথম জীবনে ডাক্তারি শুরু করেন সাউথসীতে। কিন্তু পসার জমানোর দিক থেকে তেমন কিছু সুবিধে করতে পারেননি, তাই রুগী দেখার ফাঁকে ফাঁকেই অবসর সময়ে লিখতে শুরু করেন। অজস্র উপন্যাস ও ছোট গল্পের মধ্যে শখের গোয়েন্দা শার্লক হোমস আর তাঁর সহকারী ডাক্তার ওয়াটসনকে নিয়ে লেখা কাহিনীগুলোই সব চাইতে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। শুধু বিশ্বজোড়া খ্যাতিই নয়, আধুনিক রহস্য-সাহিত্যে শার্লক হোমসকে এক কথায় বলা যায় কিংবদন্তীর নায়ক। মেরে ফেলার পরেও জনপ্রিয়তার চাপে স্যর আর্থার কোনান ডয়েল আবার যাঁকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিলেন, যাঁর জন্যে '২২১ বি বেকার স্ট্রীট'-এ সত্যি সত্যিই গড়ে তোলা হয়েছে শার্লক হোমসের স্মারক-নিবাস।

শার্লক হোমস আর ডাক্তার ওয়াটসনকে নিয়ে লেখা গ্রন্থের সংখ্যা যে খুব একটা বেশি তা নয়—উপন্যাস মাত্র চারখানা, 'এ ষ্টাডি ইন স্কারলেট' (১৮৮৭) 'দি সাইন অফ্ ফোর' (১৮৯০), 'দি হাউণ্ড অফ্ দি বাস্কারভিল' (১৯০৩), 'দি ভ্যালি অফ্ ফিয়ার' (১৯১৫); আর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ—'দি অ্যাডভেঞ্চ্যারস অফ্ শার্লক হোমস' (১৮৯২), 'দি মেমোয়্যারস অফ্ শার্লক হোমস' (১৮৯৪), 'দি রিটার্ন অফ্ শার্লক হোমস' (১৯০৫), 'হিজ লাস্ট বাও' (১৯১৫) এবং 'দি কেস বুক' অফ্ শার্লক হোমস' (১৯২৭)—মাত্র এই ন'টি গ্রন্থের দৌলতেই স্যার আর্থার কোনান ডয়েল আজ আধুনিক রহস্য-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক।

শার্লক হোমসের গোয়েন্দা-কাহিনী ছাড়াও স্যার আর্থার কোনান ডয়েল আরও নানান রসের ও স্বাদের (ইতিহাসাশ্রয়ী, রোমাঞ্চকর, অলৌকিক) গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। অনন্যসাধারণ এই কথাশিল্পীর মৃত্যু ঘটে ১৯৩০ সালে।

শার্লক হোমস সকালে সাধারণত ঘুম থেকে উঠত অনেক দেরিতে, কখনও কখনও সারাটা রাত ওর কেটে যেত নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে। সেদিন ও বসে ছিল প্রাতরাশের টেবিলে, আর আমি তাপচুল্লির এক পাশে দাঁড়িয়ে একখানা ছড়ি নেড়েচেড়ে দেখছিলাম। গত রাতে এক ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে ছড়িখানা এখানে ভুলে ফেলে গিয়েছিলেন। ভারি সুন্দর, ঝকঝকে পালিশ করা, মাথার দিকটা গোল। সাধারণত যাকে বলা হয় 'পেনাং-লইয়ার,' এটা সেই ধরনের ছড়ি। মাথার একটু নিচে প্রায় ইঞ্চিখানেক চওড়া একটা রুপোর পাত মোড়া। তাতে খোদাই করা রয়েছে—'জেম্স মর্টিমার, এম. আর. সি. এস. বন্ধুবরেষু, সি. সি. এইচ-এর সহকর্মীবৃন্দ।' নিচে তারিখ লেখা '১৮৮৪'। বনেদী আমলের গৃহ-চিকিৎসকরা যে-রকম ছড়ি ব্যবহার করতেন, এটা সেই ধরনের ছড়ি— বেশ ভারি, মজবুত আর রুচিসম্মত।

'কি বুঝছ, ওয়াটসন?'

আমার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল হোমস। আমি কি করছি না করছি ওর জানার কথা নয়। তাই অবাক না হয়ে পারলাম না। 'আমি কি করছি তুমি জানলে কেমন ক'রে? আশা করি নিশ্চয়ই তোমার মাথার পিছনে এক জোড়া চোখ নেই?'

হোমস মুচকি মুচকি হাসল। 'পিছনে কি আছে জানি না, তবে আমার সামনে রয়েছে ঝকঝকে একটা রূপোলী কফির পেয়ালা। যাই হোক, ছড়িটা দেখে কি বুঝলে, বল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়নি বা তার আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি। সুতরাং যা-কিছু জানার এই সামান্য নিদর্শনটার থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। এখন তোমার মুখ থেকেই শুনি, ছড়িটা দেখে ভদ্রলোক সম্পর্কে তোমার কি ধারণা হল'?

'আমার মনে হয়,' এত দিনের অভিজ্ঞতালব্ধ আমার বন্ধুরই বিশ্লেষণ-পদ্ধতিকে অনুসরণ করে যতটা সম্ভব ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। 'ডাক্তার মর্টিমার একজন প্রবীণ চিকিৎসক এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়। কেন না তাঁর বন্ধুরা শ্রদ্ধার চিহ্ন স্বরূপ এটি তাকে উপহার দিয়েছেন।'

'বাঃ, চমৎকার।'

'আমার মনে হয়, তিনি গ্রামের দিকে কোথাও ডাক্তারি করেন এবং বেশির ভাগ সময় পায়ে হেঁটেই রোগী দেখতে যান।'

'কেন?'

'যেহেতু এই ছড়িটা, যদিও নতুনের মতো দেখতে তবু নিচের বাঁধানো লোহাটা ক্ষয়ে গেছে। সুতরাং কল্পনা করে নিতে অসুবিধে হয় না যে শহুরে কোনো লোক এটাকে হাতে নিয়ে এত হাঁটাহাঁটি করবেন।'

'চমৎকার, ওয়াটসন, চমৎকার!' হোমসের দরাজ গলায় চলকে উঠল খুশির আমেজ।

'তারপর এই 'সি. সি. এইচ-'এর সহকর্মীবৃন্দ। আমার মনে হয় এটা 'হান্ট' শব্দেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। হয়তো স্থানীয় কোন শিকার-সংস্থার সদস্যদের উনি এক সময়ে উপকার করেছিলেন, আর ওঁরা তার প্রতিদানে এই সামান্য উপহারটি দেন।'

'সত্যিই, তোমার কোন জবাব নেই, ওয়াটসন!' সোল্লাসে চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিয়ে হোমস লাফিয়ে উঠল। তারপর পাইপে নতুন করে তামাক ঠেসে অগ্নি সংযোগ করল। 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওয়াটসন, আমার ছোটখাট কয়েকটা কৃতিত্বের কথা লিখতে গিয়ে তুমি তোমার পারদর্শিতাকেই অত্যন্ত খাটো করে দেখিয়েছ। হতে পারে তোমার নিজের আলো নেই, অথচ আলোক বহন করে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তোমার অপরিসীম। প্রতিভা না থাকলেও অনেকের প্রেরণা দেবার ক্ষমতা থাকে অপরিসীম। এবং স্বীকার করতে এতটুকু সংকোচ নেই, এ দিক থেকে আমি সত্যিই তোমার কাছে ঋণী, ডাক্তার।'

আমার সম্পর্কে এমন সুখ্যাতি এর আগে ও আর কখনও করেনি, তাই মনে মনে বেশ আনন্দ অনুভব করলাম। কেন না ওর বিশ্লেষণ-পদ্ধতি, ওর অনন্য প্রতিভা সম্পর্কে এতদিন যে-প্রশংসা করেছি সে-সম্পর্কে ওর উদাসীনতা আমাকে ক্ষুণ্ণই করেছে। তাই বাস্তবক্ষেত্রে ওর কলাকৌশলকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা যে আমারও আছে, এই স্বীকৃতি ওর মুখ থেকে শুনে বুকের মধ্যে নিঃশব্দ একটা গর্ব অনুভব না করে পারলাম না।

হোমস এবার আমার হাত থেকে ছড়িটা নিয়ে দু-এক মিনিট খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। তারপরেই মুখ থেকে তামাকের নলটা নামিয়ে রেখে অধীর আগ্রহে ছড়িটা জানালার সামনে নিয়ে এল। আতস-কাঁচ দিয়ে আর একবার ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল।

'যদিও খুব সাধারণ, তবু ছড়িটাতে দু-একটা কৌতূহলোদ্দীপক ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এ থেকে মৌলিক কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসা যায়।'

হোমস আবার তার প্রিয় আসনটিতে ফিরে এল।

'কেন, কিছু বাদ গেছে কি?' রীতিমতো উদ্‌গ্রীব হয়েই জিজ্ঞেস করলাম। 'আমার তো মনে হয় না তেমন কিছু আমার নজর এড়িয়ে গেছে।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ওয়াটসন, তোমার অধিকাংশ সিদ্ধান্তই ভুল। অকপটেই স্বীকার করছি, তোমার কাছ থেকে প্রেরণা পাই বলতে বোঝাতে চেয়েছি তোমার ভ্রান্ত ধারণাগুলোই আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে অবশ্য তোমার যে সবটাই ভুল হয়েছে তা নয়। ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে গ্রাম্য-চিকিৎসক, এবং হাঁটেনও প্রচুর।'

'তাহলে তো ঠিকই বলেছি।'

'শুধু ওই পর্যন্তই।'

'কিন্তু ওই পর্যন্তই তো সব।'

'না, ওয়াটসন, না—আদৌ তা নয়। যেমন এক্ষেত্রে আমি বলব তোমার ডাক্তারটির শিকার-সংস্থার চেয়ে কোন হাসপাতাল থেকে আসার সম্ভাবনাটা

বেশি। বিশেষ করে 'সি. সি.' অক্ষর দুটো 'এইচ'-এর আগে থাকায় 'চেয়ারিং ক্রশ-'এর কথাই স্বাভাবিক ভাবে মনে আসে।'

'হয়তো ঠিক।'

'সম্ভাবনাটা ওই দিকেই ইঙ্গিত করছে। যদি এটাকে একটা সাধারণ প্রকল্প হিসেবে ধরে নিই, তাহলে আমাদের অজানা অতিথিটি সম্পর্কে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।'

'বেশ, যদি ধরেই নিই সি. সি. এইচ. বলতে চেয়ারিং ক্রশ হাসপাতালকে বোঝাচ্ছে, তাহলে তা থেকে আর নতুন কি অনুমান করতে পারি?'

'কেন, আর কি কিছুই অনুমান করতে পারছে না? তুমি তো আমার পদ্ধতি জান। প্রয়োগ করে দেখ।'

'আমি কেবল একটাই সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারছি যে ভদ্রলোক গ্রামে যাওয়ার আগে শহরে ডাক্তারি করতেন।'

'আমার মনে হয়, আর-একটু অগ্রসর হওয়া যায়। অন্তত কোন্ উপলক্ষে এমন একটা উপহার দেওয়া সম্ভব? স্বাভাবিক ভাবেই কি মনে আসে না, ডাক্তার মর্টিমার যখন হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে ডাক্তারি শুরু করেন? সুতরাং কল্পনা করতে অসুবিধে কোথায় যে সদর হাসপাতাল ছেড়ে দিয়ে মফঃস্বলে ডাক্তারি করতে আসার বিদায়ক্ষণেই শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা ওঁকে এই ছড়িখানা উপহার দেন?'

'খুবই সম্ভব বলে মনে হচ্ছে।'

'তা যদি হয়, তাহলে উনি হাসপাতালের স্থায়ী কোন বড় ডাক্তারও ছিলেন না। কেন না লণ্ডনের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তাররাই কেবল ওইসব পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁরা সাধারণত কখনও মফস্বলে যান না। তাহলে উনি কি ছিলেন? হাসপাতালে কাজ করেন, অথচ স্থায়ী ডাক্তার নন, তাহলে উনি নিশ্চয় সবে পাস-করে বেরুনো কোন হাউস সার্জন। এবং ছড়ির গায়ে তারিখ দেখে বোঝা যায় উনি মাত্র পাঁচ বছর আগে বিদায় নিয়েছেন। তাহলে দেখ, ওয়াটসন, তোমার মাঝামাঝি বয়েসের ভারিক্কি চেহারার গৃহ-চিকিৎসকটি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, তার বদলে ফুটে উঠেছে তিরিশের নিচে উচ্চাভিলাষবিহীন, অমায়িক স্বভাবের একজন আপন-ভোলা তরুণের ছবি। টেরিয়ারের চাইতে বড়, ম্যাসটিফের চাইতে একটু ছোট ধরনের তাঁর একটা প্রিয় কুকুরও আছে।'

কুর্সিতে গা এলিয়ে দিয়ে হোমস পর পর কয়েকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছুঁড়ে দিল ছাদের দিকে।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে আমি ঠোঁট টিপে মুচকি মুচকি হাসলাম। বললাম, 'তোমার শেষের কথাগুলো মিলিয়ে নেবার সুযোগ না থাকলেও, ভদ্রলোকের বয়েস, পেশা ইত্যাদি সম্পর্কে খবর যোগাড় করা খুব একটা কঠিন কিছু হবে না।' কথা বলতে বলতেই তাক থেকে ডাক্তারি অভিধানটা নামিয়ে নিয়ে আমি পাতা ওলটাতে শুরু করলাম। বেশ কয়েকজন মর্টিমারের নাম পাওয়া গেল। কিন্তু এঁদের মধ্যে

কেবল একজনই আমাদের আগন্তুক হতে পারেন। তাঁর বর্ণনা আমি হোমসকে পড়ে শোনালাম।

'জেমস মর্টিমার, এম. আর. সি. এস., ১৮৮২, গ্রিম্পেন, ডার্টমুর, ডিভন। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত চেয়ারিং ক্রশ হাসপাতালের হাউস-সার্জন। 'ব্যাধি কি পূর্বানুবৃত্ত?' এই মৌলিক নিবন্ধের জন্যে জ্যাকসন পুরস্কার বিজয়ী। সুইডিশ প্যাথলজি সংস্থার সভ্য। প্রকাশিত রচনা: 'পূর্বানুবৃত্তির কিছু উদ্ভট খেয়ালখুশি' (ল্যানচেট, ১৮৮২), 'আমরা কি এগিয়ে চলেছি?' (জর্নাল অফ. সাইকলজি, মার্চ ১৮৮৩)। গ্রিম্পেন, থরস্‌লি এবং হাই ব্যারোর চিকিৎসক।'

'তাহলে বুঝতেই পারছ, ওয়াটসন, তোমার স্থানীয় শিকার সংস্থার কোথাও কোন উল্লেখ নেই।' দুষ্টুমিভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হোমস হাসল। 'অবশ্য অন্যদিকে, গ্রাম্য-চিকিৎসক হিসেবে তোমার অনুমান অভ্রান্ত। তবু আমার যতটা মনে পড়ছে, যদি একান্ত ভুল না করি, ওঁর সম্পর্কে যে যে বিশেষণ ব্যবহার করেছিলাম—উচ্চাভিলাষবিহীন, অমায়িক এবং আপনভোলা, এগুলো নিতান্ত অর্থহীন নয়, ওয়াটসন। উচ্চাভিলাষবিহীন ব্যক্তিরাই লণ্ডনের মোহ কাটিয়ে গ্রামে বাস করতে পারেন; নিরহঙ্কার অমায়িক মানুষরাই কেবল পারেন এ পৃথিবীর প্রশংসা কুড়োতে। আর আপনভোলা স্বভাবের মানুষ না হলে কেউ দেখা করতে এসে কার্ড না রেখে ছড়িখানা ভুলে ফেলে যান?'

'আর কুকুরটা?'

'প্রভুর পিছন পিছন এই ছড়িখানা ওর বয়ে নিয়ে বেড়ানো স্বভাব। ছড়িটা ভারী বলে মাঝামাঝি জায়গায় ও শক্ত করে কামড়ে ধরে, এতে সেই দাঁতের দাগ সুস্পষ্ট। দু দাগের মাঝের দূরত্ব দেখে আমার ধারণা—কুকুরটার চোয়াল টেরিয়ারের চাইতে চওড়া, কিন্তু ম্যাসটিফের মতো অত চওড়া নয়। এটা সম্ভবত, সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই কোঁকড়ানো লোমওয়ালা একটা স্প্যানিয়েল।'

কুর্সি থেকে উঠে কথা বলতে বলতেই হোমস ঘরময় পায়চারি করছিল, এবার সে জানালার সামনে চুপটি করে দাঁড়াল। ওর কণ্ঠস্বরে এমন একটা দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না।

'কিন্তু হোমস, তুমি এতটা সুনিশ্চিত হলে কেমন করে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!

'যেহেতু কারণটা খুবই সহজ। আমি যে কুকুরটাকে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সদর-দরজার সামনে। ওই শোন, তার মনিবের ঘণ্টি বাজানোর শব্দ। উঁহু, কেটে পড় না ওয়াটসন। তোমার মতো উনিও একজন ডাক্তার, এবং এক্ষেত্রে তোমার উপস্থিতি আমার একান্ত প্রয়োজন। সিঁড়িতে যখন কারুর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে এবং সেটা ভালো না খারাপের জন্যে সে-সম্পর্কে তুমি যখন কিছুই জান না, এ এক দুর্ভাগ্য, চরম নাটকীয় মুহূর্ত, ওয়াটসন। বিজ্ঞানের মানুষ ডাক্তার জেমস মর্টিমার অপরাধ বিশেষজ্ঞ শার্লক হোমসের কাছে কেন আসছেন, কে জানে! হ্যাঁ, ভেতরে আসুন।'

আগন্তুককে দেখে রীতিমতো বিস্মিত হলাম। কেননা আশা করেছিলাম সাধারণত গ্রাম্য-চিকিৎসকরা যেমন দেখতে হন, সেই রকম চেহারারই কোন ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠবে। কিন্তু না, ভদ্রলোক খুব লম্বা, ছিপছিপে চেহারা, পাখির ঠোঁটের মতো টিকলো নাক। ঈষৎ পিঙ্গল, ঝকঝকে উজ্জ্বল দুটো চোখ। চোখে সোনার ফ্রেমে বাঁধানো চশমা। পোশাক-আশাক ডাক্তারেরই মতো, অথচ এলোমেলো। খাটো-কোটটা মলিন, পা-জামাটার জীর্ণ দশা। যদিও তরুণ, তবু দীর্ঘ দেহটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে হাঁটেন। ভিতরে প্রবেশ করেই হোমসের হাতে ছড়িটা দেখে অবাধ হাসিতে প্রসন্ন হয়ে উঠল ওঁর সারা মুখ।

'সত্যি কি যে খুশি হলাম আপনাদের বোঝাতে পারব না! এখানে না, জাহাজ-অফিসে, কোথায় যে ছড়িখানা ফেলেছিলাম, কিছুই মনে করতে পারছিলাম না। অথচ ছড়িটাকে আমি কোনমতেই হারাতে রাজি নই।'

ছড়িটা টেবিলের উপর রেখে হোমস ছোট্ট করে হাসল। 'নিশ্চয়ই, এ রকম সুন্দর একটা উপহার—'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।'

'নিশ্চয়ই চেয়ারিং ক্রশ হাসপাতালের বন্ধুদের দেওয়া?'

'হ্যাঁ, আমার বিয়ের সময় দু-একজন বন্ধু এটা উপহার দিয়েছিলেন।'

'ইশ, তাহলে তো হল না', হোমস যেন নিভে গিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

চশমার মধ্য দিয়ে ডাক্তার মর্টিমার স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকালেন। 'কি হল না!'

'আমাদের সিদ্ধান্তের সুশৃঙ্খল ধারাটাকেই আপনি এলোমেলো করে দিলেন, ডাক্তার মর্টিমার। উপহারটা আপনার বিয়ের উপলক্ষে বললেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। বিয়ের পরেই হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দিয়ে গ্রামে চলে আসি স্বাধীন ভাবে প্র্যাক্‌টিস করব ব'লে। তাছাড়া নিজের ছোটখাট একটা বাসারও প্রয়োজন ছিল।

'যাক, এ পর্যন্ত তাহলে আমরা খুব একটা ভুল করিনি।' চাপা খুশিতে হোমস যেন চলকে উঠল। 'এবার বলুন ডাক্তার জেমস মর্টিমার—'

'সামান্য একজন এফ. আর. সি. এস. মাত্র, আমাকে আর ডাক্তার বলে লজ্জা দেবেন না।'

'আপনি অত্যন্ত উদার স্বভাবের মানুষ।'

'বলতে পারেন বিজ্ঞানের অসীম অজানা সমুদ্রবেলায় দু-একটা ঝিনুক-শামুক কুড়াই মাত্র। যদি নিতান্ত ভুল না করি, আমি নিশ্চয়ই মিস্টার শার্লক হোমসের সঙ্গে কথা বলছি?'

'হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছেন। আর উনি আমার বন্ধু ডাক্তার ওয়াটসন।'

'কি সৌভাগ্য আমার! আপনার নাম আমি বহুবার শুনেছি, ডাক্তার ওয়াটসন। চাক্ষুষ পরিচয় পেয়ে সত্যিই খুব খুশি হলাম। যদি কিছু মনে না করেন মিস্টার হোমস, সত্যি অবাক হচ্ছি আপনার করোটির এমন দুর্লভ আকৃতি দেখে। না,

মিস্টার হোমস, আজেবাজে বকা স্বভাব আমার নয়। তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, এমন অনন্ত ছাঁদের করোটি সত্যিই নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় রেখে দেওয়ার মতো।'

'আপনি তো দেখছি আমারই মতো অদ্ভুত লোক মশাই। বসুন, বসুন—সামনের একটা আসন নির্দেশ করে হোমস চাপা ঠোঁটে হাসল। 'আপনার তর্জনী দেখে বুঝতে পারছি নিজের সিগারেট নিজেই পাকিয়ে নেন। নিন, সংকোচ না করে একটা ধরিয়ে নিন।'

কাগজ আর তামাক বের করে গঙ্গাফড়িংয়ের মতো দীঘল আঙুলে ভদ্রলোক নিপুণ তৎপরতায় একটা সিগারেট পাকিয়ে নিলেন।

হোমস নীরবে চুপচাপ বসেছিল, অথচ ওর চঞ্চল চোখের চাউনি দেখে আমার বুঝতে অসুবিধে হল না অদ্ভুত স্বভাবের এই মানুষটা সম্পর্কেও মনে মনে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

একটু নিস্তব্ধতার পর হঠাৎ গম গম করে উঠল হোমসের ভরাট কণ্ঠস্বর। 'কিন্তু আশা করি, গত কাল রাতে, এমন কি আজ নিশ্চয়ই শুধু আমার করোটি পরীক্ষা করার জন্যে এখানে অনুগ্রহ করে আসেননি?'

'না, মশাই, না', ভদ্রলোকের চোখের কোণে চাপা এক টুকরো হাসি।

'তবে সে সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই খুব খুশি হতাম। ভয়ংকর এবং অবিশ্বাস্য রকমের জটিল একটা সমস্যায় পড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, মিস্টার হোমস। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, সারা ইউরোপে সেরা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আপনি দ্বিতীয়—'

'তাই নাকি? তা আমাদের প্রথম সম্মানীয় সেই ব্যক্তিটি কে, জানতে পারি কি?' হোমসের কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন একটা বিদ্রূপ।

'প্রকৃত বৈজ্ঞানিক-ভাবাপন্ন মানুষের কাছে মঁসিয়ে বার্তিলোঁর গবেষণার মূল্য নিশ্চয়ই সবচেয়ে বেশি।'

'তাহলে কি তাঁর সঙ্গেই আপনার পরামর্শ করা উচিত ছিল না?'

'না, না, আমি ওঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথাই বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ব্যবহারিক কর্মদক্ষতায় আপনিই একমেবাদ্বিতীয়ম্। বিশ্বাস করুন, আমি এতটুকু অতিরঞ্জিত করছি না।'

'তা একটু করছেন বই কি,' হোমস তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করল। 'আমার মনে হয়, ডাক্তার মর্টিমার, মিছেমিছি সময় নষ্ট না করে ঠিক কোন্ ধরনের সমস্যায় আপনি আমার সাহায্য চান, খোলাখুলি আলোচনা করলে সত্যিই খুব খুশি হব।'

দুই

'আমার পকেটে একটা পাণ্ডুলিপি আছে, মিস্টার শার্লক হোমস।'

'জানি, ঘরে ঢোকার সময়েই সেটা লক্ষ্য করেছি।'

'বেশ পুরনো একটা পাণ্ডুলিপি।'

'হ্যাঁ, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম দিকের, অবশ্য যদি জাল না হয়।'

'আপনি কেমন করে জানলেন, মিস্টার হোমস?' স্তম্ভিত বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন ডাক্তার মর্টিমার।

'আপনি যখন কথা বলছিলেন, প্রায় সারাক্ষণই কিছু অংশ বেরিয়ে-থাকা পাণ্ডুলিপিটা আমি কয়েক ঝলক দেখে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আর রং দেখে যদি দলিলের তারিখ বলে দেওয়া না যায়, তাহলে আর কিসের বিশেষজ্ঞ বলুন? এ সম্পর্কে আমার প্রকাশিত নিবন্ধটা হয়তো পড়েও থাকতে পারেন। আমার অনুমান ওটা ১৭৩০ সালের।'

'ঠিকই বলেছেন। ওটার প্রকৃত তারিখ ১৭৪২ সাল।' ডাক্তার মর্টিমার ভাঁজ করা পাণ্ডুলিপিটা টেনে বের করলেন তাঁর বুক-পকেট থেকে। 'মাস তিনেক আগে স্যর চার্লস বাস্কারভিলের আকস্মিক এবং মর্মান্তিক মৃত্যুতে ডিভনসায়ারে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তিনিই এই পারিবারিক পাণ্ডুলিপিটা আমার কাছে রাখতে দেন। আমি ছিলাম তাঁর একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পারিবারিক চিকিৎসক। চার্লস বাস্কারভিল ছিলেন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ, যেমন বিচক্ষণ তেমনি বাস্তববাদী। আমার মতো কল্পনা-প্রবণ ছিলেন না কোন কালেই। তবু তিনি এই পাণ্ডুলিপির অদৃষ্ট লিখনকে মনে মনে বিশ্বাস করতেন, আর পরিণামে হলও ঠিক তাই।'

হাত বাড়িয়ে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে হোমস হাঁটুর উপর মেলে ধরল। আমি ওর কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি মারলাম। প্রায় জীর্ণ হয়ে-আসা হল্‌দে রংয়ের কাগজ। মাথার দিকে লেখা: 'বাস্কারভিল প্রাসাদ', নিচে '১৭৪২'।

'দেখে মনে হচ্ছে এটা বিবরণ জাতীয় কিছু।'

'হ্যাঁ, বাস্কারভিল-পরিবারে প্রচলিত একটা কিংবদন্তীর বিবরণ।'

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি সাম্প্রতিক কালে এবং বাস্তব কোন ব্যাপারে আমার পরামর্শ চাইতে এসেছেন, তাই নয় কি?'

'ঠিক তাই। সাম্প্রতিক কালের এবং অত্যন্ত জরুরী একটা ব্যাপারে আপনার মতামত চাইতে এসেছি, মিস্টার হোমস। আর সেটা ঠিক করতে হবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই। পাণ্ডুলিপিটা খুব ছোট এবং এই ঘটনার সঙ্গে এর নিবিড় একটা যোগসূত্রও আছে। অনুমতি পেলে আপনাদের পড়ে শোনাতে পারি।'

ইঙ্গিতে সম্মতি জানিয়ে হোমস তার আসনে গা এলিয়ে দিয়ে বসল। আঙুলে আঙুল জড়িয়ে অলস একটা ভঙ্গিতে মুদিয়ে দিল চোখের পাতা। ডাক্তার মর্টিমার পাণ্ডুলিপিটা তুলে নিয়ে আলোর দিকে মেলে ধরলেন। তারপর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের পড়ে শোনাতে লাগলেন আশ্চর্য সেই প্রাচীন কাহিনী:

"বাস্কারভিলদের শিকারীকুকুর সম্পর্কে নানাবিধ লোককাহিনী প্রচলিত আছে। যেহেতু আমি হিউগো বাস্কারভিলের সাক্ষাৎ বংশধর, এবং আমি যেমন আমার পিতার নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম, উনি আবার উক্ত কাহিনীটি শুনিয়াছিলেন তাঁহার পিতার নিকট হইতে। অতএব পূর্ণবিশ্বাসের সহিত আমি তাহা যথাযথভাবে বর্ণনা করিতেছি। পুত্রগণ, আমি তোমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলি—যে ন্যায়-বিচার পাপের শাস্তিবিধান করে, তাহাই আবার করুণায় পাপকে ক্ষমা করিতে পারে। কোন অভিশাপই এমন গুরুতর হইতে পারে না, যাহা প্রার্থনা অথবা অনুতাপের দ্বারা দূর করা সম্ভব নহে। এই কাহিনী পড়িয়া তোমরা শিক্ষালাভ কর যে অতীতের কর্মফলকে ভয় না করিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক হও, যাহাতে যে সকল জঘন্য কাম-প্রবৃত্তি আমাদের পরিবারে অভিশাপ স্বরূপ নামিয়া আসিয়াছে, তাহা যেন পুনরায় প্রবল হইয়া আমাদের ধ্বংস-সাধন করিতে না পারে।

"মহাবিপ্লবের সময়ে (প্রখ্যাত লর্ড ক্লেয়ারেণ্ডন এ সম্পর্কে যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহা অবশ্যই তোমাদিগকে পাঠ করিয়া দেখিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি) এই বাস্কারভিলের জমিদার ছিলেন হিউগো বাস্কারভিল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিত—উনি অসম্ভব লম্পট, দুর্ধর্ষ এবং নাস্তিক। নিষ্ঠুর, পাশবিক প্রবৃত্তির জন্য সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলে হিউগো বাস্কারভিলের নাম কিংবদন্তীর মতো ছড়াইয়া পড়ে। ঘটনাক্রমে এই হিউগো এক কৃষক-তনয়াকে ভালোবাসিয়া ফেলেন (অবশ্য জানি না—এই কলুষিত কাম-প্রবৃত্তিকে ভালোবাসা বলিয়া অভিহিত করা উচিত হইবে কিনা)। এদিকে বুদ্ধিমতী সংস্বভাবা তরুণী হিউগোকে এড়াইয়া চলিত, কারণ তাঁহার দুর্নামের জন্য সে তাঁহাকে ভয় করিত। একবার সেণ্ট মাইকেলের পরব-উৎসবে হিউগো তাঁহার অপকর্মের পাঁচ-ছয়জন সঙ্গীকে লইয়া তরুণীটিকে তাহার বাসগৃহ হইতে অপহরণ করিয়া আনেন। সে সময়ে তরুণীর পিতা বা ভ্রাতারা কেহই উপস্থিত ছিলেন না। তরুণীকে প্রাসাদের উপরের তলার একটি কক্ষে বন্দী রাখিয়া সঙ্গীরা পান-উৎসবে সমবেত হয় এবং নৈশবিলাস-অবগাহনে নিজদিগকে মত্ত রাখে। নিম্ন হইতে পানোন্মত্ত হিউগোর কদর্য উল্লাসধ্বনি তরুণীকে বিহ্বল করিয়া তোলে। অবশেষে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তরুণীটি যারপর নাই একটি দুঃসাহসিক কার্য করে যাহা দুঃসাহসীতম কোন পুরুষও কল্পনা করিতে পারে না। দক্ষিণের দেওয়ালাচ্ছিত আইভিলতার সাহায্যে গবাক্ষ হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করে। প্রাসাদ হইতে গৃহের দূরত্ব বিস্তীর্ণ জলাভূমি অতিক্রম করিয়া প্রায় দশ মাইলেরও অধিক পথ হইবে।

"দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার ক্ষণকাল পরে, সঙ্গীদের পরিত্যাগ করিয়া হিউগো বাস্কারভিল খাদ্য ও পানীয় লইয়া বন্দিনীর কক্ষে আসিয়া দেখিলেন—শূন্য পিঞ্জর, পাখি পলায়ন করিয়াছে। সহসা অশুভ শয়তান তাঁহার স্কন্ধে ভর করিল। তড়িৎ-পদে সিঁড়ি অবতরণ করিয়া পানপাত্রসমূহ অদূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং প্রচণ্ড ক্রোধে তিনি অপকর্মের সঙ্গীসাথীদের উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। সর্বসমক্ষে চিৎকার করিয়া ঘোষণা করিলেন—যামিনী শেষ হইবার পূর্বেই পলাতকাকে ধরিতে না পারিলে

শয়তানের হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিবেন। তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া সর্বাধিক পানোন্মত্ত, সর্বাপেক্ষা ধূর্ত সঙ্গীরা তাহাকে শিকারী কুকুরের সাহায্যে অনুসন্ধানের পরামর্শ দিলেন। হিউগো বাস্কারভিল তৎমুহূর্তে সহিসদিগকে অশ্ব সজ্জিত এবং শিকারী কুকুরদের রজ্জুমুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। কামিনীর একখণ্ড রুমাল কুকুরদের প্রদান করিয়া, সঙ্গীদের লইয়া জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরাভিমুখে দ্রুত অশ্ব ধাবিত করিলেন। ভয়ঙ্কর কুকুরেরা তীরবেগে অদৃশ্য হইয়া গেল, উহাদের পিছনে তেরজন অশ্বারোহী।

"দুই-এক মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর সেই নির্জন জলা-ভূমিতে এক মেষ-পালকের সহিত তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। সঙ্গীরা উত্তেজিত হইয়া মেষপালককে জিজ্ঞাসা করিল উক্ত পলাতকাকে সে দেখিয়াছে কিনা। ভয়ে মেষপালকটি এমনই বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল যে প্রথমে একটি কথাও বলিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য বেচারি স্বীকার করে যে সে কন্যাটিকে দেখিয়াছে এবং শিকারী কুকুরেরা উহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। লোকটি আরও বলিল, আমি উহার চেয়ে আরও এক অত্যাশ্চর্য জিনিস দেখিয়াছি। কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের পৃষ্ঠে চড়িয়া হিউগো বাস্কারভিল আমাকে দ্রুত অতিক্রম করিয়া গেলেন, এবং তাঁহার অনতিবিলম্বে নরকের বিভীষিকাময় এক অতিকায় শিকারী কুকুর তাঁহাকে নিঃশব্দে পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।

"মেষপালকের এই প্রলাপ-উক্তিকে ভর্ৎসনা করিয়া উন্মত্ত অশ্বারোহীরা সম্মুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু অচিরেই তাহাদের শরীর হিম হইয়া গেল—দেখিল সুদূর প্রান্তর হইতে আরোহী-হীন, কৃষ্ণবর্ণ ঘোটকী ফিরিয়া আসিতেছে, শুভ্র ফেন-লিপ্ত মুখমণ্ডল, সাজ-সজ্জা লাগাম ভূলুণ্ঠিত। ভীত সন্ত্রস্ত সঙ্গীরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। যদিচ প্রত্যেকেই গৃহ প্রত্যাবর্তনে অভিলাষী, তথাপি নিঃসঙ্গ হিউগোর কথা স্মরণ করিয়া ধীরে ধীরে প্রান্তরাভিমুখে অগ্রসর হইল। অবশেষে শিকারী কুকুরগুলির সহিত সাক্ষাৎ হইল। কুকুরগুলি সন্দেহাতীতভাবে সাহসী এবং উৎকৃষ্ট জাতের, তথাপি পরস্পরে সমবেত হইয়া করুণ আর্তনাদ করিতেছে। কতকগুলি পলায়নের চেষ্টা করিতেছে, কেহ বা সম্মুখস্থ সংকীর্ণ উপত্যকার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকাইয়া রহিয়াছে।

"স্তম্ভিত অশ্বারোহীদের অধিকাংশই সম্মুখে অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক, কেবল তিনজন দুঃসাহসী কিংবা সর্বাধিক উন্মত্ত সঙ্গী উপত্যকাভিমুখে অগ্রসর হইল। উপত্যকার প্রশস্ত এক প্রান্তে বিশাল দুই প্রস্তরখণ্ড দণ্ডায়মান, হয়তো বিস্মৃত অতীতে কোন প্রাচীন গুহাবাসীদের ধ্বংসাবশেষ, যাহা আজও দেখিতে পাওয়া যায়। উপত্যকার সেই প্রশস্ত আঙিনায় প্লাবিত চন্দ্রালোকে হতভাগিনী কন্যাটি ত্রাসে ক্লান্তিতে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বেই হিউগো বাস্কারভিলের মৃতদেহ। লাবণ্যময়ী কামিনী বা হিউগো বাস্কারভিলের মৃতদেহ দেখিয়া নয়—অন্য আর-একটি ভয়ংকর দৃশ্য দেখিয়া দুঃসাহসী তিনসঙ্গীর কেশরাশি খাড়া হইয়া উঠিল। শিকারী কুকুরের ন্যায় বিকট, অতিকায় এক জন্তু হিউগোর উৎপাটিত কণ্ঠনালীর মধ্যে জিহ্বা প্রবিষ্ট করিয়া রক্ত পান করিতেছে। শিকারী কুকুরের ন্যায় দেখিতে হইলেও এমন

ভয়ংকর চেহারার অতিকায় কুকুর কেউ কখনও দেখে নাই। এক সময় ভীষণ প্রজ্বলিত দুই চক্ষু এবং রক্তমাখা চোয়াল তুলিয়া সে যখন তাকাইল তিনসঙ্গী ভয়ে আত্মহারা হইয়া প্রাণপণে সেই নির্জন জলাভূমির উপর দিয়া অশ্বচালনা করিল। শুনা যায়, সেই ভয়ংকর বিভীষিকায় পথি মধ্যেই একজনের মৃত্যু হয়, অপর দুই সঙ্গী আজীবন ভগ্নহৃদয় যাপন করে।

"পুত্রগণ, ইহাই হইল শিকারী কুকুরের আবির্ভাব কাহিনী। তদবধি সে এই বাস্কার-ভিল বংশের কাল-স্বরূপ হইয়া আছে এবং এই পরিবারের অনেকেরই আকস্মিক রহস্যময় শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছে। তথাপি আমরা অসীম করুণাময় ঈশ্বরের আশ্রয় লইতে পারি এবং শাস্ত্রের বিধানানুসারে পবিত্রাচারের মধ্যে জীবনযাপন করিয়া আমরা এই অভিশাপ স্খালন করিতে পারি। হে আমার পুত্রগণ, অপার করুণাময়ের নামে শপথ করিয়া আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে গভীর নিশীথে বিদেহী আত্মারা যখন জাগ্রত হইয়া উঠে, তোমরা তখন কোনমতেই সেই জলাভূমির দিকে যাইবে না।"

এক নিশ্বাসে এই অলৌকিক কাহিনী শেষ করে চশমা জোড়া কপালে তুলে ডাক্তার মর্টিমার সরাসরি শার্লক হোমসের দিকে তাকালেন। তামাকের নলটা ছাইদানির উপর রেখে হোমস আড়মোড়া ভেঙে বেশ বড় একটা হাই তুলল।

'তারপর ?'

'আগে আপনার কেমন লাগল, বলুন ?'

'অনেকটা রূপকথার মতো।'

ডাক্তার মর্টিমার পকেট থেকে একটা ভাঁজকরা খবরের কাগজ বের করলেন। 'এবার আর রূপকথা নয়, মিস্টার হোমস, এখন আপনাকে খুব সাম্প্রতিক একটা ঘটনা শোনাব। এটা চোদ্দই মে তারিখে 'ডেভন কাণ্টি ক্রনিকল' পত্রিকার একটা পৃষ্ঠা। অল্প কয়েকদিন আগে স্যার চার্লস বাস্কারভিলের আকস্মিক মৃত্যু-সংক্রান্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।'

সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হোমস বসল। নিঃশব্দ ব্যাকুলতায় চিক চিক করে উঠল তার চোখের মণি দুটো। কপাল থেকে চশমাটা নামিয়ে নিয়ে আগন্তুক আবার পড়তে শুরু করলেন।

"সম্প্রতি স্যার চার্লস বাস্কারভিলের আকস্মিক মৃত্যু সমগ্র মিড-ডেভন অঞ্চলে গভীর বিষাদের ছায়া ফেলিয়াছে। আগামী নির্বাচনে লিবারাল পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসাবে তাঁহার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও স্যার চার্লস বাস্কারভিল প্রাসাদে খুব অল্প কয়েকদিনই বসবাস করিতেছিলেন, তবু চরিত্রের স্নিগ্ধ মাধুর্য ও অসীম ঔদার্যে তিনি সবার হৃদয় জয় করিয়াছিলেন এবং সকলের স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। তথাকথিত এই ধনকুবেরদের যুগে তাঁহার মতো ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের দৃষ্টান্ত সত্যিই খুব বিরল। অভিশপ্ত বনেদী একটি বংশের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্যে তিনি এখানে ফিরিয়া আসেন। অনেকেই জানেন, স্যার চার্লস দক্ষিণ

আফ্রিকায় টাকা খাটাইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন, এবং বছর দুই আগে সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া স্থায়িভাবে বসবাসের জন্য ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসেন। বাস্কারভিল প্রাসাদের আমূল সংস্কারের পরিকল্পনা তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে ব্যাহত হয়। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। জীবদ্দশাতেই সমগ্র গ্রামাঞ্চলের তিনি বিপুল উন্নতিসাধন করেন। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে অনেকেই ব্যক্তিগত কারণে গভীর মর্মাহত হন। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁর অকৃপণ দান-সংবাদ আমাদের পত্রিকায় বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে।

"প্রাথমিক অনুসন্ধানে স্যর চার্লসের মৃত্যু সংক্রান্ত সকল ঘটনা যে সম্পূর্ণরূপে জানা গিয়াছে, একথা বলা না গেলেও—স্থানীয় কুসংস্কার হইতে যে কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে দূর হইয়াছে। স্বাভাবিক ভাবে ছাড়া, সন্দেহজনক বা অন্য কোন কারণে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, এরূপ অনুমানের কোন অবকাশ নাই। স্যর চার্লস ছিলেন বিপত্নীক, এবং একদিক হইতে বলা যায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত খেয়ালী মনের মানুষ। প্রভূত ধন-সম্পদের কথা বাদ দিলেও, ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন আশ্চর্য সরল এবং অনাড়ম্বর। বাস্কারভিল প্রাসাদে তাঁহার খাস-ভৃত্যদের মধ্যে ছিল কেবল ব্যারিমোর-দম্পতি। বাহিরের যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনা করিত ব্যারিমোর নিজে, গৃহস্থালি দেখাশোনা করিত তাহার স্ত্রী। ব্যারিমোর-দম্পতি এবং কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাক্ষ্য-প্রমাণে জানা যায় যে স্যর চার্লসের স্বাস্থ্য কিছু দিন যাবৎ ভালো যাইতেছিল না, বিশেষ করিয়া শ্বাসকষ্ট এবং অত্যন্ত কঠিন ধরনের স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগিতেছিলেন। স্যর চার্লসের পারিবারিক চিকিৎসক এবং সুহৃদ ডাক্তার মর্টিমারের সাক্ষ্যেও এই যুক্তির সমর্থন মেলে।

"স্যর চার্লস বাস্কারভিল সাধারণত প্রতি রাতে শয্যাগ্রহণের পূর্বে তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় প্রাসাদসংলগ্ন ইউবীথির রম্যউদ্যানে ভ্রমণ করিতেন। ব্যারিমোরদের সাক্ষ্যে জানা যায় ইহা তাঁর বহুদিনের অভ্যাস। ৪ঠা মে স্যর চার্লস মনস্থ করেন, পরের দিন লণ্ডন যাত্রা করিবেন এবং সেই মতো ব্যারিমোরকে জিনিসপত্র গোছগাছ করার আদেশ দেন। অভ্যাস মতো সেদিন রাতেও নৈশ ভ্রমণে বাহির হন এবং ধূমপান করেন। তারপর সেই ভ্রমণ হইতে আর ফিরিয়া আসেন নাই। রাত্রি বারটায় হলঘরের দরজা খোলা দেখিয়া ব্যারিমোর শঙ্কিত হয় এবং লণ্ঠন লইয়া প্রভুর সন্ধানে বাহির হয়। দিনের বেলায় বৃষ্টি হইয়াছিল, তাই উদ্যানে স্যর চার্লসের পদচিহ্ন খুব সহজেই আবিষ্কৃত হয়। ইউবিথীর মাঝামাঝি কাঠের একটা ফটক আছে যাহা দিয়া বাহির হইলে জলাভূমির দিকে যাওয়া যায়। এখানে যে তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইউবীথি ধরিয়া তিনি আরও কিছু দূর অগ্রসর হন এবং এই পথের প্রায় শেষ প্রান্তেই তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

"ব্যারিমোরের বিবৃতি হইতে জানা যায় উদ্যানের ফটক অতিক্রম করার পর স্যর চার্লস খুব সতর্ক ভঙ্গিতে, প্রায় পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়াই অগ্রসর হন। ইহার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায় নাই। মার্ফি নামে একজন জিপসি

অশ্ব-ব্যবসায়ী সে-সময় প্রান্তরের অদূরে উপস্থিত ছিল এবং একটা আর্ত চিৎকার শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ মাতাল অবস্থায় থাকায় সে স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারে নাই চিৎকারটা কোন্ দিক হইতে আসিয়াছিল। স্যর চার্লসের শরীরে আঘাত বা ধস্তাধ্বস্তির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। যদিও ডাক্তার মর্টিমারের সাক্ষ্যে জানা যায় যে তাহার মুখমণ্ডল এমন অবিশ্বাস্যভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে তিনি প্রথমে স্যর চার্লস বলিয়া তাঁহাকে চিনিতেই পারেন নাই। অবশ্য শ্বাসকষ্ট এবং হৃদ্-দৌর্বল্য যেখানে মৃত্যুর কারণ, সেক্ষেত্রে এই ধরনের বিকৃতি আদৌ অস্বাভাবিক নয়। শব-ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষাতেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। তদন্তকারী বিচারক-মণ্ডলীও ডাক্তার মর্টিমারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রায় দান করেন। ইহা একরূপ শুভই বলিতে হইবে, কেন না এ সম্পর্কে যে কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, তদন্তকারী বিচারকমণ্ডলীর রায় দানে তাহা সমাপ্ত না হইলে স্যর চার্লসের উত্তরাধিকারীদের পক্ষে বাস্কারভিল প্রাসাদে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিত, এবং তাঁহার সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। সম্ভবত স্যর চার্লসের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র মিস্টার হেনরি বাস্কারভিল, অবশ্য যদি এখনও জীবিত থাকেন, তিনিই হইবেন এই বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। শোনা যায়, এই তরুণ বাস্কারভিল সম্প্রতি আমেরিকা কিংবা কানাডায় বসবাস করিতেছেন, এবং এ বিষয়ে তাঁহাকে সংবাদ দিবার জন্য অনুসন্ধান চলিতেছে।"

ডাক্তার মর্টিমার আবার সযত্নে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলেন। 'স্যর চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু-সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনি এগুলোকে সদ্য প্রকাশিত তথ্য হিসেবে ধরতে পারেন, মিস্টার হোমস।'

'নিঃসন্দেহে এমন একটা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ডাক্তার মর্টিমার। কোন কোন পত্রিকায় সংবাদটা লক্ষ্য করেছিলাম বটে, কিন্তু সে সময়ে ভাটিকানের দুর্লভ রত্নমূর্তিগুলো উদ্ধারের ব্যাপারে এত ব্যস্ত ছিলাম যে ঠিক মনোযোগ দিতে পারিনি। তারপর প্রকাশিত কাহিনী না কি যেন একটা বলছিলেন?'

'হ্যাঁ, মিস্টার হোমস, সংবাদপত্রে প্রকাশিত কাহিনী।'

হোমস সোজা হয়ে বসল। আঙুলে আঙুল জড়িয়ে শান্ত অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোজা ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাল। 'তাহলে এবার আসল কাহিনীটা বলুন, ডাক্তার মর্টিমার।'

মুহূর্তের মধ্যে ডাক্তার মর্টিমারের মুখের অভিব্যক্তি বদলে গিয়ে ফুটে উঠল একটা চাপা উত্তেজনা। টেবিলের দিকে উনি সামান্য একটু ঝুঁকে এলেন। 'কাউকে বলিনি, শুধু আপনাকেই বলব, মিস্টার হোমস। এমন কি তদন্তকারী বিচারক-মণ্ডলীকেও কিছু বলিনি, কেন না বিজ্ঞানে বিশ্বাসী কোন মানুষের এমন কিছু বলা উচিত নয় যাতে জনসাধারণের মনে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবটা আরও বেশি করে প্রশ্রয় পায়। অবশ্য অন্য একটা কারণও আছে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত মন্তব্যের সঙ্গে আমিও একমত—এ ধরনের কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিলে বাস্কারভিল প্রাসাদের

দুর্নামই আরও বেড়ে যাবে, কেউ আর বাস করতে চাইবে না। এই দুটো কারণেই আমি যা জানি তার চাইতে কম বলতে বাধ্য হয়েছিলাম। আর বললেও বিশেষ কিছু লাভ হত না, মিস্টার হোমস; তাই কাউকে কিছু বলিনি। কিন্তু এখন আপনাকে আমি সব খুলে বলতে চাই।'

'আমিও ঠিক তাই আপনার কাছ থেকে আশা করি, ডাক্তার মর্টিমার।'

'বিস্তীর্ণ জলাভূমিটাতে লোকবসতি প্রায় নেই বললেই চলে। আর দু-চার ঘর যাও বা আছে পরস্পরের খুব ঘেঁষাঘেষি। ফলে স্যর চার্লস বাস্কারভিলের সঙ্গে প্রায় সবারই দেখা হত। লাফটার হলের মিস্টার ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড আর মিস্টার স্টেপলটন নামে একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী ছাড়া কয়েক মাইলের মধ্যে আপনি আর-কোন শিক্ষিত ব্যক্তির টিকিরও সন্ধান পাবেন না। স্যর চার্লসের অখণ্ড অবকাশ আর তাঁর অসুস্থতা উপলক্ষেই আমরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসি, বিজ্ঞানের প্রতি উভয়ের গভীর আকর্ষণই আমাদের অন্তরঙ্গ করে তোলে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আনা বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য, এবং বুসম্যান ও হটেনটটদের শারীরিক গঠন-প্রণালী নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনায় অজস্র সন্ধ্যা আমাদের অনাবিল আনন্দে কেটে গেছে।

'গত কয়েক মাস ধরে বেশ বুঝতে পারছিলাম, স্যর চার্লসের স্নায়বিক অবস্থা এমন স্তরে পৌঁছেছে, হয়তো বা কোন্‌দিন ভেঙেই পড়বেন। একটু আগে যে কিংবদন্তী আপনাকে পড়ে শোনালাম, উনি সেটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন; বাগানে ঘুরে বেড়ালেও রাত্তিরে কোনক্রমেই ওই জলাভূমির দিকে যেতেন না। আপনার কাছে হয়তো অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে মিস্টার হোমস, কিন্তু উনি আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাস করতেন যে ভয়ংকর দুর্ভাগ্য ওঁর মাথার ওপরে ঝুলছে, এবং উনি যেভাবে পূর্বপুরুষদের অপমৃত্যু বর্ণনা করতেন, তা থেকে সান্ত্বনা পাওয়া সত্যিই খুব কষ্টকর। অশরীরী একটা-কিছুর উপস্থিতি যেন ওঁকে পেয়ে বসেছিল। বহুবার উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন রোগী দেখতে যাওয়া-আসার পথে রাত্তিরে আমি রহস্যময় কোন ডাক শুনেছি কিনা। এবং উনি যখনই এসব প্রশ্ন করতেন, ওঁর দুচোখে ফুটে উঠত একটা স্তব্ধ আতংক, উত্তেজনায় গলার স্বর কাঁপত।

'আমার স্পষ্ট মনে আছে, ওই মর্মান্তিক ঘটনার সপ্তাহতিনেক আগে এক সন্ধ্যায় আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এলাম। উনি নিচের হলঘরের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। টমটম থেকে নেমে আমি সোজা ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, দেখলাম বিস্ফারিত চোখে উনি আমার কাঁধের ওপর দিয়ে একদৃষ্টে কি যেন দেখছেন। আমি চকিতে পিছন ফিরে তাকালাম, ঠিক সেই মুহূর্তে অস্পষ্ট দেখতে পেলাম কালো বাছুরের মত বেশ বড় কি যেন একটা চট করে প্রান্তরের দিকে চলে গেল। উনি এমন ভীত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে বাধ্য হয়ে আমাকে সেই জায়গাটা খুঁজে দেখতে হল। কিন্তু সেটা ততক্ষণে চলে গেছে। অথচ এই ঘটনা স্যর চার্লসের মনে গভীর একটা আতংকের ছাপ ফেলে গেল। সারাটা সন্ধ্যে আমি ওঁর সঙ্গে কাটালাম। সেই দিনই ওঁর উত্তেজনার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উনি আমাকে এই প্রাচীন লিপিটা দেন। এটা আপনাকে পড়ে শোনালাম, তার কারণ

মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক রয়েছে। অথচ তখন আমার মনে হয়েছিল ব্যাপারটা নিতান্তই তুচ্ছ এবং ওঁর এত উত্তেজিত হবার যথেষ্ট কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।

'আমারই পরামর্শে স্যর চার্লস লণ্ডনে যাবার আয়োজন করেন। আমি জানতাম উনি হৃদরোগে ভুগছেন, এবং প্রতিনিয়ত যে উৎকণ্ঠার মধ্যে বাস করছেন, তার কারণ যত তুচ্ছই হোক না কেন, তাতে ওঁর মনের ওপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে বাধ্য। তাই ভাবলাম, কয়েক মাস শহরের নানান বৈচিত্র্যের মধ্যে কাটাতে পারলে হয়তো কিছু লাভ হবে। আমাদের উভয়ের বিশিষ্ট বন্ধু মিস্টার স্টেপলটনও ওঁর শরীরের অবস্থায় খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন, উনিও আমার এই পরামর্শ সমর্থন করলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করা গেল না, ঠিক যাবার মুখেই চরম সর্বনাশটা ঘটে গেল।

'সেদিন রাতে বাড়ির চাকর ব্যারিমোরই প্রথম স্যর চার্লসের মৃতদেহ আবিষ্কার করে, এবং ও-ই সহিস পার্কিনস্‌কে আমার কাছে পাঠায়। আমি তখন জেগেই ছিলাম, ফলে ওই ঘটনার প্রায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বাস্কারভিল প্রাসাদে পৌছে যাই। প্রথমে প্রতিটা ঘটনা, পরে মৃতদেহ আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখি। পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে আমি কাঠের ফটক পর্যন্ত আসি, তারপর থেকে পায়ের চিহ্ন যে বদলে গেছে সেটাও লক্ষ্য করি। নরম কাঁকর-মাটিতে ব্যারিমোর ছাড়া আর অন্য কারুর পায়ের চিহ্ন ছিল না। সব শেষে আমি মৃতদেহটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি। আমি আসার আগে পর্যন্ত মৃতদেহটা কেউ ছোঁয়ওনি। দেখলাম, স্যর চার্লস মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছেন, হাত দুটো দুপাশে ছড়ানো, আঙুল দিয়ে মাটি খামচে ধরেছেন। চোখ-মুখের অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠেছে এমন এক বীভৎস আতংক যে প্রথমে আমি চিনতেই পারিনি। সারা শরীরে আঘাতের কোথাও কোন চিহ্ন নেই। অথচ তদন্তের সময় ব্যারিমোর যে বিবৃতি দিয়েছিল তা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। ও বলেছিল মৃতদেহের আশেপাশের জমিতে কোথাও কোন চিহ্ন ছিল না। হয়তো ও ঠিক লক্ষ্য করেনি, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি—কিছুটা দূরে সদ্য আর স্পষ্ট একটা চিহ্ন।'

'পায়ের?'

'হ্যাঁ, পায়েরই।'

'স্ত্রী, না পুরুষের?'

ডাক্তার মর্টিমার চকিতে আমাদের মুখের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন, তারপর প্রায় স্বগত স্বরে ফিসফিস করে বললেন, 'না, মিস্টার হোমস, ওগুলো বিরাট একটা শিকারী কুকুরের পায়ের চিহ্ন!'

স্বীকার করতে আপত্তি নেই, এই একটিমাত্র কথায় আমি শিউরে উঠলাম। ডাক্তারের কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল উনি যেন এতক্ষণ মগ্ন ছিলেন নিজেরই সত্তার গহন গভীরে। চাপা উত্তেজনায় হোমস সামনের দিকে ঝুঁকে এল, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল শাণিত চোখের দৃষ্টি। ভঙ্গি দেখে বুঝলাম মনে মনে ও অসম্ভব কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

'আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, ঠিক যেমন আপনাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

'তবু আপনি কাউকে কিচ্ছু বলেন নি?'

'বলে কি লাভ?'

'কিন্তু আর কেউ দেখল না, সেটা কেমন করে সম্ভব?'

'ছাপগুলো ছিল মৃতদেহ থেকে প্রায় কুড়ি গজ দূরে। তাছাড়া ওগুলোকে কেউ গুরুত্ব দেয়নি। কিংবদন্তিটা জানা না থাকলে আমিও হয়ত দিতাম না।'

'প্রান্তরে ভেড়া পাহারা দেবার বুঝি অনেক কুকুর আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে। তবে এটা সে জাতের কুকুর নয়।'

'আপনি বলছেন ওটা তার চেয়ে বড়?'

'বড় মানে—প্রকাণ্ড!'

'কিন্তু, ও তো ছিল মৃতদেহ থেকে প্রায় কুড়ি গজ দূরে?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, সেদিন রাতটা কেমন ছিল?'

'অনেকটা বাদলা ধরনের বলতে পারেন। প্রচণ্ড কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল।'

'আসলে বৃষ্টি পড়েনি?'

'না।'

'আর বাগানের পথটা কেমন?'

'দুধারে প্রায় বারো ফুট উঁচু সারি সারি প্রাচীন ইউ গাছের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। মাঝখানে আট ফুট চওড়া পথ।'

'প্রাচীর ও পথের মাঝখানে অন্য আর কিছু আছে?'

'হ্যাঁ, দুপাশে প্রাচীরের গা ঘেঁষে চলে গেছে সবুজ ঘাসের চওড়া দুটো পাড়।'

'যতটা মনে পড়ছে—কাঠের ফটকটা ইউ-বীথির মাঝামাঝি একটা জায়গায়, তাই না?'

'হ্যাঁ, প্রান্তরের দিকে যাবার জন্যে ছোট্ট একটা ফটক আছে।'

'এছাড়া বেরুবার আর অন্য কোন পথ নেই?'

'না।'

'তাহলে ইউ-বীথিতে যেতে গেলে—হয় বাড়ির দিক থেকে আসতে হবে, না হয় জলার দিক থেকে ঢুকতে হবে, তাই না?'

'অবশ্য পথের প্রায়-প্রান্তে গ্রীষ্মাবাসের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাবার একটা দরজা আছে।'

'কিন্তু স্যর চার্লস কি অতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন ?'

'না, প্রায় পঞ্চাশ গজ এপারে পড়েছিলেন।'

'এবারে ডাক্তার মর্টিমার, আপনাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করব—পায়ের ছাপগুলো আপনি কোথায় দেখেছিলেন ? পথের ওপর, না ঘাসে ?'

'ঘাসের ওপর এ ধরনের ছাপ কি লক্ষ্য করা সম্ভব, মিস্টার হোমস ?'

'নিশ্চয়ই না। তাহলে ছাপগুলো আপনি পথেই দেখেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, পথের যেদিকে ফটক, সেই দিকে।'

"আপনি আমাকে দারুণ কৌতূহলী করে তুলেছেন, ডাক্তার মর্টিমার। আর একটা প্রশ্ন—ফটকটা কি বন্ধ ছিল ?

'হ্যাঁ, বন্ধ এবং তালা দেওয়া।'

'কতটা উঁচু হবে ?'

'প্রায় ফুট চারেক।'

'তাহলে তো যে-কেউ অনায়াসেই ডিঙিয়ে আসতে পারে ?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, ছোট ফটকটার সামনে আপনি কি কি দেখেছিলেন ?'

'বিশেষ কিছুই না।'

'সে কি ! ওটা কি কেউ ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেনি ?'

'আমি নিজেই পরীক্ষা করে দেখেছিলাম, মিস্টার হোমস।'

'এবং কিচ্ছু পাননি ?'

'এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। তবে স্যর চার্লস যে ওখানে মিনিট পাঁচ-দশ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিলেন, এটা স্পষ্ট।'

'কেমন করে বুঝলেন ?'

'যেহেতু প্রায় সম্পূর্ণ একটা সিগারেটেরই ছাই ওখানে পড়ে ছিল।'

'চমৎকার ! বুঝলে ওয়াটসন, এতদিন পর আমরা একজন মনের মতো সহকর্মী পেয়েছি ! কিন্তু অন্য কোন চিহ্ন ?'

'কাঁকর-বিছানো পথে কেবল ওঁরই পায়ের চিহ্ন ছিল। অন্য কোনো চিহ্ন খুঁজে পাইনি।'

'ইস্, আমি যদি তখন সেখানে উপস্থিত থাকতাম !' অধীর উত্তেজনায় হোমস চঞ্চল হয়ে উঠল। 'ঘটনাটা নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক, এবং বৈজ্ঞানিক-বিশেষজ্ঞের কাছে এটা একটা মস্ত বড় সুযোগ। ওই কাঁকর-বিছোনো পথে হয়ত আমি অনেক কথাই পড়তে পারতাম। আঃ, ডাক্তার মর্টিমার, তখন যদি একবার আমাকে ডাকতেন !'

'চেঁচিয়ে পাড়া না জাগিয়ে আপনাকে ডাকা সম্ভব ছিল না, মিস্টার হোমস।

এবং কেন তা করতে চাইনি তার কারণ তো আপনাকে আগেই বলেছি। তাছাড়া—'

'থামলেন কেন, বলুন!'

'এ এমনই একটা পরিবেশ যেখানে সবচেয়ে চতুর এবং অভিজ্ঞ সত্যান্বেষীও অসহায়।'

'আপনি কি বলতে চান—এটা কোন অলৌকিক ঘটনা?'

'না, তা আমি স্পষ্ট করে বলব না।'

'কিন্তু মনে মনে সে রকম ধারনাই পোষণ করেন।'

'দেখুন, মিস্টার হোমস, ওই শোচনীয় দুর্ঘটনার পর নানান কানাঘুষো আমার কানে এসেছে—যেগুলোকে ঠিক প্রাকৃতিক ঘটনা বলে মেনে নেওয়া খুব কঠিন।'

'যেমন?'

'স্যর চার্লসের মৃত্যুর আগেও অনেকে সেই নির্জন জলাভূমিতে এমন একটা প্রাণীকে দেখেছে যার সঙ্গে বাস্কারভিলের এই শয়তানটার মিল আছে এবং যেটা জীববিদ্যার পরিচিত কোন শাখাতেই পড়ে না। ওরা সবাই স্বীকার করেছে—জন্তুটা বিরাট, ভয়ংকর, জ্যোতির্ময় এবং ভৌতিক। একজন কৃষক, ঘোড়ার নাল বাঁধে এমন একটা লোক এবং একজন মেষপালককে আমি নিজে জেরা করেছি—ওরা সবাই ভয়ংকর প্রাণীটা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছে, কিংবদন্তির শয়তানটার সঙ্গে তার যথেষ্ট মিল আছে। সারাটা অঞ্চল জুড়ে যে কি আতঙ্কের রাজত্ব চলছে, তা আপনাকে বোঝাতে পারব না, মিস্টার হোমস। রাত্তিরে পারতপক্ষে কেউ জলার ধারে-কাছেও ঘেঁষে না।'

'আপনি একজন শিক্ষিত লোক ও বৈজ্ঞানিক হয়েও এইসব ভূতুড়ে ব্যাপার বিশ্বাস করেন?'

'কি যে বিশ্বাস করব আর করব না, আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না, মিস্টার হোমস।'

হতাশ ভঙ্গিতে হোমস কাঁধ ঝাঁকাল। 'এতদিন আমার যা-কিছু অনুসন্ধান এই জাগতিক পরিবেশেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম, কখনও কখনও শয়তানির বিরুদ্ধেও লড়েছি। কিন্তু সাক্ষাৎ শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিলাষ, কিছুটা অতিরেকই হয়ে পড়বে, ডাক্তার মর্টিমার। তবু আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না—পায়ের ছাপটা বাস্তব।'

'কিংবদন্তির কুকুরটাও মানুষের টুঁটি কামড়ে ধরার মতো বাস্তব, মিস্টার হোমস, তবু সেটা কম অলৌকিক নয়।'

'নাঃ, আপনিও দেখছি একেবারে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন, ডাক্তার মর্টিমার! এই যদি আপনার মনোভাব হয়, তাহলে আর মিছিমিছি আমার পরামর্শ নিতে এসেছেন কেন?'

'আপনার কাছে একটা উপদেশ চাইতে এসেছি, মিস্টার হোমস।' ডাক্তার মর্টিমার ঘড়ি দেখলেন। 'আর সোয়া একঘণ্টার মধ্যে স্যর হেনরি বাস্কারভিল

ওয়াটারলু স্টেশনে এসে পৌছবেন। ওঁর সম্পর্কে কি করা উচিত আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'উনিই তো উত্তরাধিকারী, তাই না?'

'হ্যাঁ। স্যর চার্লসের মৃত্যুর পর আমরা কানাডায় খোঁজখবর নিয়ে যতটুকু জানতে পেরেছি—সবদিক থেকেই উনি বেশ চমৎকার মানুষ। শুধু পারিবারিক চিকিৎসক হিসেবেই নয়, স্যর চার্লসের উইলের ট্রাস্টি এবং একজিকিউটার হিসেবেও বলছি।'

'আশা করি, আর অন্য-কোন দাবিদার নেই?"

'না। তিন ভাইয়ের মধ্যে স্যর চার্লস বড়, হেনরির বাবা মেজ। উনি অল্প বয়সে মারা যান। ছোট ভাই রজার বাস্কারভিল ছিলেন পরিবারের কলঙ্ক। অসম্ভব উচ্ছৃঙ্খল আর দুর্দান্ত প্রকৃতিতে উনি ছিলেন প্রায় হিউগোরই যোগ্য প্রতিনিধি। ইংল্যাণ্ডে বাস করা যখন অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন উনি মধ্য-আমেরিকায় পালিয়ে যান এবং ১৮৭৬ সালে পীতজ্বরে মারা যান। এ-দিক থেকে হেনরিই বাস্কারভিল-বংশের শেষ উত্তরাধিকারী। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমাকে ওয়াটারলু স্টেশনে পৌছতে হবে। তারবার্তায় জানিয়েছে—আজ সকালেই উনি সাউদামটনে পৌছবেন। এখন মিস্টার হোম্‌স, এ সম্পর্কে আমার কি করণীয় শুধু তাই বলুন।'

'পৈত্রিক ভিটে বাস্কারভিল-প্রাসাদে উনি যাবেন না কেন?'

'বাস্কারভিল বংশের যাঁরাই যাবেন তাঁদেরই যদি এমন বিপদ ঘটে তাহলে না যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক, তাই নয় কি? আমার মনে হয় স্যর চার্লস যদি আমাকে বলার সুযোগ পেতেন, তাহলে এই বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী হেনরিকে অবশ্যই এখানে আসতে বারণ করতেন। তবু অস্বীকার করার কোন উপায় নেই, দারিদ্র্য-জর্জর এই অনুন্নত অঞ্চলে ওঁর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। প্রাসাদ শূন্য পড়ে থাকলে স্যর চার্লস যে সব ভালো ভালো কাজ শুরু করেছিলেন তার কোনটাই সম্পূর্ণ হবে না। নিজের স্বার্থে পাছে একদেশদর্শী হয়ে পড়ি, সেই ভয়ে আপনার কাছে উপদেশ চাইতে এসেছি, মিস্টার হোমস।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হোমস কি যেন ভাবল। 'তার মানে—সোজা কথায়, কতকগুলো অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের জন্যে ডার্টমুরের বাস্কারভিল-প্রাসাদে বসবাস করাটাকে আপনি নিরাপদ মনে করছেন না, তাই তো?'

'অন্তত এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে, মিস্টার হোমস।"

'নিশ্চয়ই। তবে এটাও ঠিক, আপনার ধারণা অনুযায়ী যদি ভৌতিক ব্যাপারটা সত্যি হয়, তাহলে যেমন ডিভনশায়ারে স্যর হেনরির ক্ষতি করতে পারে, তেমনি সাউদামটনেও পারবে। কেন না অশরীরী আত্মার প্রভাব কেবল কোন-একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, এমনটা মনে করা ভুল।'

'সমস্ত ব্যাপারটাকে আপনি খুবই হালকা করে দেখছেন, মিস্টার হোমস। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি নিজে এসবের সংস্পর্শে থাকলে এমনটা বলতে

পারতেন না। তাহলে আপনার পরামর্শ হচ্ছে—স্যর হেনরি বাস্কারভিলের পক্ষে লণ্ডন এবং ডিভনশায়ার দুই-ই সমান নিরাপদ! আর পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যেই উনি এসে পড়বেন। এখন আমি কি করব শুধু তাই বলুন।'

'আমি বলব, একটা গাড়ি ডাকুন, আপনার স্প্যানিয়েলটা দরজা আঁচড়াচ্ছে। ওটাকে সঙ্গে নিন, তারপর স্যর হেনরি বাস্কারভিলকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে সোজা ওয়ালটারলু স্টেশনে চলে যান।'

'তারপর?'

'তারপর এ ব্যাপারে আমি মনঃস্থির না করা পর্যন্ত ওঁকে কিছু জানাবার দরকার নেই।'

'আপনার মনঃস্থির করতে কতটা সময় লাগবে?'

'চব্বিশ ঘণ্টা। কাল সকাল দশটায় একবার কষ্ট করে আমার এখানে এলে সত্যিই খুব খুশি হব ডাক্তার মর্টিমার, আর স্যর হেনরি বাস্কারভিলকে যদি সঙ্গে নিয়ে আসেন, তাহলে আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে খুবই সাহায্য করা হবে।'

'তাই করব, মিস্টার হোমস।'

ছড়িটা তুলে নিয়ে ডাক্তার মর্টিমার আনমনে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। সিঁড়ির মুখে পৌঁছবার আগেই হোমস ওঁকে থামাল।

'আর একটা প্রশ্ন করব, ডাক্তার মর্টিমার। আপনি বলেছেন স্যর চার্লসের মৃত্যুর আগে অনেকে জলাভূমিতে সেই অলৌকিক জন্তুটাকে দেখেছে?'

'হ্যাঁ, তিন জন দেখেছে।'

'আচ্ছা, ওঁর মৃত্যুর পরে কি কেউ দেখেছে?'

'না, তেমন কিছু আমি শুনিনি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ। নমস্কার।'

হোমস আবার তার আসনে ফিরে এল। চোখমুখের পরিচ্ছন্ন ভাব দেখে বোঝা গেল এতদিন পরে সে মনের মতো একটা কাজ পেয়েছে।

'তুমি কি বাইরে বেরোচ্ছ, ওয়াটসন?'

'হ্যাঁ—অবশ্য যদি আমোকে তোমার তেমন দরকার না থাকে।'

'না, তেমন কিছু নয়! এ ব্যাপারটাতে এমন সুন্দর কতকগুলো দিক আছে, যেগুলো বিশ্লেষণ করতে পারলে—ঠিক আছে, সন্ধ্যের আগে আর তোমাকে দরকার হবে না। যাবার সময় তুমি বরং ব্রাউনির দোকান থেকে এক পাউণ্ড খুব কড়া তামাক কিনে পাঠিয়ে দিও।'

আমি জানি, গভীরভাবে মনোনিবেশের জন্যে বন্ধুবর হোমসের পক্ষে নির্জনে একা থাকা একান্তই প্রয়োজন, যাতে সে প্রতিটা তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারে, বিকল্প সিদ্ধান্তগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করতে পারে, স্থির করতে পারে মূল ঘটনা প্রসঙ্গে কি কি বিষয় অত্যন্ত জরুরী আর কোন্ গুলো অবান্তর। তাই সন্ধ্যে না হওয়া পর্যন্ত সারাটা দিনই আমি ক্লাবেই কাটিয়ে লাম, তারপর ন-টা নাগাদ বেকার স্ট্রীটে ফিরে এলাম।

বসার ঘরের দরজা ঠেলে খুলতেই মনে হল বুঝি ঘরে আগুন লেগেছে। কেন না সারা ঘর ধোঁয়ায় এমন ভরে গেছে যে টেবিলের উপর বাতিটাকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য ঘরের ভিতরে ঢুকতেই যে-ভয় কেটে গেল, তামাকের উগ্র ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় তখন আমার প্রায় দমবন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। ঘন ধূম্রজালের ভিতর দিয়ে অস্পষ্ট দেখলাম—ঢিলে বহির্বাসে হোমস আরামকেদারার মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে—দাঁতের ফাঁকে তামাকের নল, আর একরাশ কাগজ ছড়ানো রয়েছে তার চারপাশে।

'কি ব্যাপার ওয়াটসন, ঠাণ্ডা লেগেছে ?'

'এমন বিষাক্ত ধোঁয়ায় আমার কাশি আসছে।'

'ভাগ্যিস বললে। সত্যিই ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে গেছে।'

'ভরে গেছে মানে—একেবারে অসহ্য !'

'তাহলে জানালাটা খুলে দাও। সারাদিন ক্লাবেই কাটিয়েছ বলে মনে হচ্ছে !'

'কেমন করে বুঝলে ?'

আমার অবাক হবার ভঙ্গি দেখে হোমস হেসে ফেলল। 'বুঝলাম তোমার ঝকঝকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাব দেখে। বৃষ্টি-বাদলার দিনে প্যাচপ্যাচে কাদায় সকালে কোন ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন, সন্ধ্যেবেলায় ফিরলেন—একেবারে পরিপাটি, মাথার টুপিটা শুকনো খটখটে, পায়ের জুতোটা চকচকে। কাছে-পিঠে যখন তাঁর ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধু নেই, তখন তিনি কোথায় থাকতে পারেন, তুমিই বল !'

'ইস্‌, সমাধানটা এত সহজ আমি ভাবতেই পারিনি হোমস !'

'আসলে কি জান, সহজ জিনিসটাকে আমরা সহজ করে দেখতে চাই না, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় ত্রুটি। আচ্ছা, বল তো—সারাদিন আমি কোথায় ছিলাম ?'

'কোথায় আবার যাবে, ঘরেই বসেছিলে।'

'ঠিক তার উলটো, আমি ছিলাম ডিভনশায়ারে।'

'মানে, মনে মনে ?'

'ঠিক বলেছ। আমার শরীরটা ছিল এই চেয়ারে, এখনও আছে। এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে আমার মন অজান্তেই বড় বড় দুপট ভর্তি কফি আর যথেষ্ট পরিমাণ তামাক সাবাড় করেছে। তুমি চলে যাবার পর আমি স্ট্যামফোর্ডের কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম জরিপ-বিভাগের এই মানচিত্রটা আনার জন্যে। সারাদিন আমার মন ঘুরে বেড়িয়েছে এরই ওপরে। আশা করি এখন আমি নিজেই পথ খুঁজে পাব।'

'বড় স্কেলের ম্যাপ বুঝি ?'

'খুবই বড়।' বিরাট মানচিত্রের খানিকটা অংশ খুলে সে হাঁটুর উপর বিছাল। 'এইটে হচ্ছে আমাদের প্রয়োজনীয় জেলাটা। আর বাস্কারভিল-প্রাসাদটা হচ্ছে ঠিক এর মাঝখানে।'

'এর চারপাশে এটা কি জঙ্গল ?'

'নাম উল্লেখ না থাকলেও আমার মনে হয় এটা ইউ-রীথি, ডানদিক দিয়ে জলার মধ্যে নেমে গেছে। পরস্পরের গায়ে হুমড়ি-খেয়ে-পড়া এই ছোট ছোট বাড়িগুলো গ্রিম্পেন গ্রাম—যেখানে বাস করেন আমাদের বন্ধু ডাক্তার মর্টিমার। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছ, ছাড়া-ছাড়া দু-একটা বাড়ি মাইল পাঁচেকের মধ্যে, আর কোথাও কোন লোকবসতি নেই। এটা লাফটার হল, পাণ্ডুলিপিতে যার উল্লেখ আছে। আমার মনে হয় এটা প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর বাড়ি—স্টেপলটন না কি যেন নাম। জলাভূমির এ দুটো খামারবাড়ি—হাইটের আর ফাউলমায়ার। এর পর চোদ্দ মাইল দূরে প্রিন্স টাউনের জেলখানা। আর এই সবটা নিয়ে জনপ্রাণীহীন বিস্তীর্ণ ধু ধু প্রান্তর। এতদিন ধরে যেখানে বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হয়েছে, সেই রঙ্গমঞ্চে আবার আমাদের অভিনয় করতে হবে, ওয়াটসন।'

'জায়গাটা কেমন যেন আদিম আর দুর্গম মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ আর পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাও ঠিক অনুরূপ। এখন শয়তান যদি মানুষের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায়—'

'তুমিও তো দেখছি তাহলে অতিপ্রাকৃতিক ব্যাখ্যার দিকেই ঝুঁকছ!'

'কিন্তু সেই শয়তানের দূত তো রক্ত-মাংসেরও হতে পারে! প্রথমেই আমাদের দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রথমত—আদৌ কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা? দ্বিতীয়ত—যদি হয়ে থাকে সেটা কি এবং কেমন করে সেটা ঘটল? অবশ্য ডাক্তার মর্টিমারের অনুমান যদি ঠিক হয় এবং আমাদের যদি প্রকৃতির নিয়ম-বহির্ভূত কোন শক্তির সঙ্গে লড়তে হয়, তাহলে এখানেই আমাদের অনুসন্ধান-পর্বের সমাপ্তি। কিন্তু এইরকম কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে আমাদের অন্যান্য তথ্যগুলো যাচাই করে দেখতে হবে। যদি কিছু মনে না কর, ওই জানালা আবার বন্ধ করে দাও, ওয়াটসন। সীমিত জায়গার মধ্যে নিজের মনকে গুটিয়ে নিতে না পারলে আমার একাগ্রতা আসে না।—হ্যাঁ ঠিক। আচ্ছা, তুমি কি এই ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু ভেবেছ?'

'হ্যাঁ, প্রায় সারাদিনই এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে ভেবেছি।'

'কি বুঝলে?'

'বড্ড গোলমেলে।'

'তবু ঘটনাটা খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিশেষ করে এমন কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে—যেমন পায়ের চিহ্নের পরিবর্তন। এ সম্পর্কে তুমি কি কিছু ভেবেছ?'

'কেন, ডাক্তার মর্টিমার তো নিজেই বলেছেন, জলার দিকের বাকি পথটুকু ভদ্রলোক আঙুলের ওপর ভর দিয়ে খুব সন্তর্পণে হেঁটে গিয়েছিলেন!'

'অনুসন্ধানের সময় কোন মূর্খের কাছ থেকে শুনে উনি শুধু তার পুনরাবৃত্তিই করেছেন। নইলে কোন মানুষ মিছিমিছি সন্তর্পণে হাঁটতে যাবেন কেন?'

'তাহলে?'

'ছুটছিলেন, ওয়াটসন—উনি তখন প্রাণের ভয়ে মরিয়া হয়ে ছুটে পালাচ্ছিলেন। ছুটতে ছুটতে একসময়ে হৃৎপিণ্ড ফেটে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যান।'

'কিন্তু কার ভয়ে উনি ছুটছিলেন ?'

'সেটাই তো আমাদের প্রধান সমস্যা। তবে ছোটার আগে উনি যে ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন, এমন অনুমান করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।'

'কেমন করে বুঝলে ?'

'ধরে নিচ্ছি যে-কারণে উনি ভয় পেয়েছিলেন, সেটা এসেছে জলাভূমির দিক থেকে। যদি তাই হয়, এবং সম্ভবত তাই-ই, তাহলে কেবল মতিভ্রষ্ট মানুষই পারে বাড়ির দিকে না ছুটে তার বিপরীত দিকে ছুটতে। যদি জিপসিদের সাক্ষ্য সত্যি বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে আর্তনাদ করে উনি এমন এক দিকে সাহায্যের জন্যে ছুটছিলেন, যেখানে তা পাবার সম্ভাবনা খুবই কম। তাছাড়া, সেদিন রাত্তিরে উনি কার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ? নিজের বাড়িতে অপেক্ষা না করে ইউ-বীথিতেই বা অপেক্ষা করছিলেন কেন ?'

'তার মানে তোমার ধারণা উনি কারুর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ?'

'নইলে বয়স্ক অসুস্থ একটা মানুষ বৃষ্টি-বাদলার রাতে মিছিমিছি দশ-পনেরো মিনিট ফটকের সামনে অপেক্ষা করতে যাবেন কেন ? চুরুটের ছাই পড়ে-থাকা প্রসঙ্গে ডাক্তার মর্টিমারের সাক্ষ্যে কি সেটাই প্রমাণিত হয় না ?'

'কিন্তু উনি তো রোজ রাত্তিরেই বেড়াতেন ?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু তা বলে ফটকের সামনে অপেক্ষা করতেন না। বরং সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে যতটুকু জানা গেছে, রাত্তিরে পারতপক্ষে উনি জলার ধারে-কাছেও ঘেঁষতেন না। অথচ সেদিন রাত্তিরে উনি অপেক্ষা করছিলেন এবং সেটা ছিল লণ্ডন যাবার ঠিক আগের দিন রাত্রি। ব্যাপারটা ক্রমশ আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ওয়াটসন। আমি যেন এর মধ্যে একটা সংগতির আভাস খুঁজে পাচ্ছি। নাঃ, আমার বেহালাটা দাও তো, ওয়াটসন—কাল সকালে ডাক্তার মর্টিমার স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে সঙ্গে নিয়ে না-আসা পর্যন্ত আমি আর এসব কিছু ভাবব না।'

চার

তরুণ ব্যারনকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার মর্টিমার যখন এসে পৌছলেন, ঘড়িতে তখন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটা। প্রাতরাশ আমাদের অনেক আগেই সারা হয়ে গিয়েছিল, হোমস মনে মনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল ওঁদেরই জন্যে। ব্যারনের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি—বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ, ঘন ভ্রূ, কুচকুচে কালো চোখ, কিছুটা রুক্ষ তীক্ষ্ণ মুখের রেখা। সব মিলিয়ে বেশ পোড়-খাওয়া অথচ আভিজাত্য-পূর্ণ চেহারা। পরনে গাঢ় বাদামী রঙের পশমী স্যুট।

ডাক্তার মর্টিমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনিই স্যর হেনরি বাস্কারভিল।'

'হ্যাঁ, মিস্টার হোমস,' গমগম করে উঠল স্যর হেনরির ভরাট কণ্ঠস্বর। 'আজ ডাক্তার মর্টিমার যদি সঙ্গে করে নিয়ে না আসতেন, আমি নিজেই এসে আপনার সঙ্গে আলাপ করতাম। শুনেছি আপনার প্রতিভা অসাধারণ এবং যে-

কোন রহস্যের সমাধান করতে পারেন। আজ সকালেই একটা অদ্ভুত জিনিস পেয়েছি, যার অর্থ আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কিছুই ঢুকছে না।'

'অনুগ্রহ করে বলুন, স্যর হেনরি।' গলার স্বর শুনেই বুঝতে পারলাম হোমস মনে মনে খুশিতে ভরে উঠেছে। 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, লণ্ডনে পৌঁছতেই অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা ঘটতে শুরু করেছে?'

'না, ঠিক ততটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও—আমার মনে হয় কেউ ঠাট্টার ছলেই কাণ্ডটা করেছে।'

খামখানা টেবিলের উপর রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সবাই ঝুঁকে পড়লাম। ধূসর রঙের খুব সাধারণ একটা খাম। ঠিকানা লেখা—'স্যর হেনরি বাস্কারভিল, নারদম্বারল্যাণ্ড হোটেল।' চেয়ারিং ক্রস ডাকঘরের ছাপ মারা, ফেলা হয়েছে আগের দিন সন্ধ্যেবেলায়।

একটু চুপ করে থেকে হোমস সরাসরি স্যর হেনরির মুখের দিকে তাকাল। 'আপনি যে নরদাম্বারল্যাণ্ড হোঠেলে যাচ্ছেন, একথা কে কে জানতেন?'

'কেউ না। ডাক্তার মর্টিমারের সঙ্গে দেখা হবার পরেই আমরা ওখানে যাওয়া স্থির করি।'

'সম্ভবত ডাক্তার মর্টিমার, আপনি আগে থেকেই ওখানে বাস করছিলেন, তাই না?'

'না,' ডাক্তার প্রতিবাদ করলেন। 'আমি এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছিলাম; এবং আকার-ইঙ্গিতেও স্যর হেনরি'র ওই হোটেলে ওঠার ইচ্ছা প্রকাশ করিনি।'

'হুম্! মনে হচ্ছে আপনাদের গতিবিধির ওপরে কেউ কড়া নজর রেখেছে।'

খামের ভিতর থেকে হোমস চারভাঁজ করা একটা চিরকুট বের করে টেবিলের উপর রাখল। কাগজের মাঝামাঝি জায়গা থেকে শুরু করে ছাপানো অক্ষর সেঁটে সেঁটে সৃষ্টি করা হয়েছে এক লাইনের একটা বাক্য:

'যদি প্রাণের মায়া থাকে, জলাভূমির ছায়াও মাড়াবেন না।'

'জলাভূমি' শব্দটা কেবল কালি দিয়ে লেখা।

'এখন বলুন তো, মিস্টার হোমস, এসবের অর্থ কি, আর আমাকে নিয়েই বা কার এমন মাথা ব্যথা পড়ল?'

স্যার হেনরির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হোমস্ ডাক্তারকে পালটা প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, ডাক্তার মর্টিমার, এ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? আশা করি আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করেন—আর যাই হোক, এই চিঠিটা অন্তত ভৌতিক নয়?'

'তা ঠিক, কিন্তু যারা ব্যাপারটাকে ভৌতিক বলে বিশ্বাস করে, তাদের কাছ থেকেও তো চিঠিটা আসতে পারে?'

'কোন্ ব্যাপারটার কথা বলছেন, বলুন তো!' স্যর হেনরি বাস্কারভিল রীতিমতো অবাক হয়েই শার্লক হোমসকে প্রশ্ন করলেন। 'আমার ব্যাপারে আপনারা আমার চাইতে অনেক বেশি জানেন বলে মনে হচ্ছে?'

'ভয় নেই, স্যর হেনরি, আমরা যা জানি সবই আপনাকে বলব। কিন্তু

তার আগে কৌতূহল-জাগানো এই চিঠিটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা যাক। চিঠিটা দেখছি কাল ডাকে দেওয়া হয়েছে। ওয়াটসন, কালকের টাইমস পত্রিকাটা এখানে আছে ?'

'হ্যাঁ, এই তো রয়েছে।'

'অনুগ্রহ করে মূল সংবাদের পাতাটা আমাকে দাও না।'

পাতাটা এগিয়ে দিতেই ও দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল। 'হুঁ, যা ভেবেছি ঠিক তাই। এই যে ওয়াটসন, এই সম্পাদকীয়টা দেখ—'যদি প্রেম থাকে, প্রাণের মায়াকে তুচ্ছ করে সে হয়ে উঠবে অনাবিল। আর তখন স্বয়ং যমরাজও মাড়াবেন না তার পবিত্র ছায়া—'

'কিন্তু চিঠির সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ?'

স্যর হেনরির প্রশ্নে হোমস অদ্ভুত ভঙ্গিতে মুচকি মুচকি হাসল, 'ঠিক দেহের সঙ্গে মনের যে-সম্পর্ক। বিশেষ ধরনের কাগজ আর ছাপা অক্ষর দেখে কেন আপনি বুঝতে পারলেন না, স্যর হেনরি, যে কোন্ সংবাদপত্র থেকে কেটে কেটে এই বাক্যটাকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে ?'

'তাই তো—আপনি ঠিকই বলছেন, মিস্টার হোমস !' স্যর হেনরি যেন খুশিতে চমকে উঠলেন।

'শুধু তাই নয়। 'যমরাজও' শব্দ থেকে যেভাবে 'ও'-টাকে কেটে 'ছায়া'র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং 'প্রাণের মায়াকে' এই যুগ্ম শব্দ থেকে 'কে'-টাকে যেভাবে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, মনে হচ্ছে নখ-কাটা ছোটফলার কোন কাঁচি দিয়েই শব্দগুলো কাটা হয়েছে। এবং একটু ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবেন-'কে' টাকে খুব সন্তর্পণে কেটে বের করতে গিয়ে দুবার কাঁচি চালাতে হয়েছে।'

এতক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে ডাক্তার মর্টিমার সব শুনছিলেন, এবার উনি আর কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। উল্লসিত স্বরে বলে উঠলেন, 'সত্যিই আপনার কোন তুলনা হয় না, মিস্টার হোমস। সংবাদপত্রের শব্দ সাজিয়ে যে-কোন চিরকুট বানানো যায়, সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু কবে-কার কোন্ পত্রিকা থেকে শব্দগুলো নেওয়া হয়েছে, আপনি কেমন করে বুঝলেন, মিস্টার হোমস ?'

'ঠিক যেমন করে আপনি করোটির আকৃতি দেখে তাদের পার্থক্য বুঝতে পারেন, ডাক্তার মর্টিমার, আমার এটাও ঠিক সেই ধরনের অভিজ্ঞতা।'

'তা না হয় হল,' স্যর হেনরি প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু জলাভূমি শব্দটা হাতে লেখা কেন ?'

'যেহেতু ওই শব্দটা সচরাচর ছাপার অক্ষরে পাওয়া যায় না, তাই।'

'হুঁ, তা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা, মিস্টার হোমস, এ চিঠিটা থেকে আর কি কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ?'

'অন্তত একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, যাতে কোনরকম সূত্র না পাওয়া যায়, তার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে। হাতে লেখা ঠিকানাটা দেখলেই বুঝতে পারবেন

বড় বড় কাঁচা অক্ষরে লেখা। কিন্তু টাইমস পত্রিকা সাধারণত উচ্চশিক্ষিত লোকের হাতে ছাড়া বড় একটা দেখা যায় না। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি চিঠিটা একজন শিক্ষিত লোকের লেখা, কিন্তু দেখাতে চান যেন একজন অশিক্ষিত। এবং ওঁর হাতের লেখা গোপন করার ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে কেউ হয়ত চিনে ফেলবে, এমন কি আপনিও হয়ত চিনতে পারবেন। আবার দেখুন, কাটা শব্দগুলো সব একই সমান্তরাল রেখায় সাঁটা হয়নি, বিশেষ করে 'ছায়াও' শব্দটা লক্ষ্য করে দেখুন, অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। এই অসাবধানতা উত্তেজনা বা ব্যস্ততারও কারণ হতে পারে। শেষের সম্ভাবনাটাই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে কিসের জন্যে এই ব্যস্ততা? সম্ভবত চিঠিটা খুব ভোরে ডাকে না দিলে, স্যর হেনরি হোটেল থেকে বেরিয়ে যাবার আগে সেটা পাবেন না। তাহলে কি পত্র-প্রেরক কারুর কাছ থেকে বাধা পাবার ভয় করছিল? তা যদি হয়, তাহলে কার কাছ থেকে?'

'কিন্তু এ সব কিছুই তো আপনার অনুমান, মিস্টার হোমস?' ডাক্তার মর্টিমার প্রশ্ন করলেন।

'বরং বলতে পারেন কল্পনার এটা একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যার বাস্তব ভিত্তির ওপর শুরু করতে পারি আমাদের পর্যবেক্ষণ। যেমন এটাকেও আপনি হয়ত বলবেন অনুমান, কিন্তু আমি প্রায় সুনিশ্চিত যে এই চিঠির ঠিকানাটা লেখা হয়েছে কোন হোটেল থেকে।'

'কেমন করে বুঝলেন?'

'একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন—কালি এবং কলম উভয়ই লেখককে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে। একটা শব্দ লিখতে গিয়ে দুবার কালি ছিটোতে হয়েছে, ছোট ঠিকানাটা শেষ করার আগে তিনবার নিব শুকিয়েছে। সুতরাং এটা খুব স্পষ্ট—দোয়াতে কালি প্রায় ছিল না বললেই চলে। কিন্তু কোন লোকের নিজস্ব কলম বা কালির দোয়াতের অবস্থা এমন হয় না, আর একসঙ্গে দুটোর এরকম দুরবস্থা খুব কমই ঘটে। এবং সেটা ঘটা সম্ভব একমাত্র হোটেলেই। বলতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই, যদি চেয়ারিং ক্রস অঞ্চলের হোটেলগুলোর ছেঁড়া-কাগজের ঝুঁড়ি পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হত, টাইমস পত্রিকার বাকি কাটা অংশগুলো অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যেত এবং পত্র-প্রেরককে হাতে-নাতে ধরা সম্ভব হত। কিন্তু—আরে এটা আবার কি?'

যার উপর শব্দগুলো সাঁটা সেই কাগজটা চোখের সামনে তুলে ধরে হোমস উল্লসিত স্বরে চিৎকার করে উঠল।

'কি ব্যাপার, মিস্টার হোমস?

'নাঃ, কিছু নয়!' চিঠিখানা আবার সে সযত্নে খামের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। 'কাগজখানায় কোন জল-ছাপ পর্যন্ত নেই। আমার মনে হয় এই চিঠিটা থেকে যা-কিছু জানা সম্ভব সবই আমাদের জানা হয়ে গেছে। এখন বলুন তো, স্যর হেনরি, লণ্ডনে আসার পর থেকে অদ্ভুত কোন ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন কি না!'

'কই না, তেমন কিছু মনে পড়ছে না।'

'কেউ আপনার ওপর নজর রেখেছে বা অনুসরণ করছে ?'

'বাঃ, এ যে দেখছি রীতিমত কোনো সস্তাধরনের উপন্যাস! না, মিস্টার হোমস। কেউ আমার ওপর মিছিমিছি নজর রাখতে যাবে কেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'এ প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি। তার আগে বলুন, এখানে আসার পর দৈনন্দিন জীবনের বাইরে উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি তো ?'

স্যার হেনরি মুচকি হাসলেন। 'ইংল্যাণ্ডের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমি প্রায় কিছুই জানি না, আমার জীবনের অধিকাংশ দিনই কেটেছে আমেরিকা আর কানাডায়। তবে একপাটি বুট হারিয়ে যাওয়াটাকে নিশ্চয়ই এ দেশে দৈনন্দিন ব্যাপার বলে গণ্য করা হয় না।'

'কেন, আপনার একপাটি বুট হারিয়ে গেছে না কি ?

'না স্যর হেনরী', ডাক্তার মর্টিমার দ্রুত বলে উঠলেন।

'আমার মনে হয় ওটা ভুলে কোথাও রেখেছেন। হোটেলে ফিরে গিয়েই হয়তো খুঁজে পাবেন। এ সব ছোটখাটো ব্যাপারে মিস্টার হোমসকে মিছিমিছি কষ্ট দিয়ে কি লাভ ?'

'তা আমি কি করব, উনিই তো আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।'

'নিশ্চয়ই, ঘটনা যতই তুচ্ছ হোক না কেন, মাঝে মাঝে তার গুরুত্ব অপরিসীম। কথাটা বলে হোমস অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল! 'তা, স্যর হেনরি, বুটটা হারালেন কি ভাবে ?'

'কাল রাত্তিরে বুট জোড়াটা আমি দরজার বাইরে রেখেছিলাম, ভোরে দেখি একটা পাটি নেই। সবচেয়ে আফশোষের কথা, কালই সন্ধ্যেবেলায় আমি বুট-জোড়াটা স্ট্যাণ্ড থেকে কিনেছিলাম, একবারও পায়ে দিইনি।'

'যদি একবারও পরেই না থাকেন, তাহলে বাইরে রেখেছিলেন কেন ?'

'কষ লাগান ছিল, পালিস করব বলে বাইরে রেখেছিলাম।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে, কাল লণ্ডনে পৌঁছেই আপনি একজোড়া নতুন বুট কিনেছেন ?'

'শুধু বুট কেন, অনেক কিছুই কেনাকাটা করেছি! ডাক্তার মর্টিমারও আমার সঙ্গে ছিলেন। পশ্চিমে থাকার সময়ে পোশাক-আশাকের ওপর আমার তেমন কোনো যত্ন ছিল না, কিন্তু এখন, বুঝতেই পারছেন জমিদার হিসেবে থাকতে গেলে উপযুক্ত পোশাকের কত প্রয়োজন। এই দেখুন না, ছ ডলার দিয়ে একজোড়া বুট কিনলাম, অথচ পরার আগেই তার এক পাটি চুরি হয়ে গেল।'

'এ ধরনের চুরির কোনো অর্থই হয় না। ডাক্তার মর্টিমারের ধারণার সঙ্গে আমিও একমত, হারানো বুটটা হয়তো খুব শিগগিরই পাওয়া যাবে।'

'তা না হয় হল। কিন্তু আমার সম্পর্কে আসল ব্যাপারটা কি আমি তা-ই জানতে চাই

'নিশ্চয়ই,' স্যর হেনরির দৃঢ়তা দেখে হোমস খুশিই হল। 'ডাক্তার মর্টিমারই এ সম্পর্কে আমাদের আলোকপাত করবেন।'

প্রতিশ্রুতি পেয়ে ডাক্তার মর্টিমার পকেট থেকে পাণ্ডুলিপিটা বের করে আগের দিনের মতো সম্পূর্ণটা পড়ে গেলেন। স্যর হেনরি বাস্কারভিল স্তব্ধ বিস্ময়ে খুব মন দিয়ে আগাগোড়া সবটা শুনলেন। তারপর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'হ্যাঁ, ভালো ওয়ারিসানই বটে! অবশ্য শিকারী-কুকুরের গল্প আমরা খুব ছোট-বেলা থেকেই শুনে এসেছি, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনদিনই বিশ্বাস করিনি। তবু জ্যাঠামশাইয়ের আকস্মিক মৃত্যু আমার সব-কিছু ওলট-পালট করে দিয়েছে এবং কি করা উচিত এখনও আমার কাছে সবটা স্পষ্ট নয়। তার ওপর আবার হোটেলে পাওয়া এই চিঠিটা। আমার মনে হয় এই ঘটনার সঙ্গে চিঠিটার কোথায় যেন একটা যোগ রয়েছে।'

ডাক্তার মর্টিমার বললেন, 'এতে একটা জিনিসই প্রমাণিত হচ্ছে, জলাভূমিতে কি হচ্ছে সে খবর আমরা যতটা জানি অন্য কেউ তার চাইতে বেশি জানে।'

'এবং এটাও ঠিক,' স্যর হেনরির দিকে তাকিয়ে হোমস মুচকি মুচকি হাসল। 'কেউ যখন আপনাকে বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছে, সে আপনার শুভানুধ্যায়ী।'

'কিংবা এমনও তো হতে পারে, নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে আমাকে ভয় দেখিয়ে ভাগাতে চাইছে।'

'হ্যাঁ, সেটাও সম্ভব। এরকম একটা অদ্ভুত সমস্যা উপস্থিত করার জন্যে আমি ডাক্তার মর্টিমারের কাছে সত্যিই ঋণী। কিন্তু স্যর হেনরি, যে বাস্তব ব্যাপারটা আপনাদের স্থির করতে হবে, সেটা হচ্ছে বাস্কারভিল প্রাসাদে আপনার যাওয়া উচিত, কি উচিত নয়।'

'কেন, ওখানে আমার না যাবার কি কারণ থাকতে পারে?'

'বিপদের সম্ভাবনা আছে।'

'কোন্ ধরনের বিপদ—শয়তান না মানুষের?'

'সেটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।'

'কারণ যাই হোক না কেন, আমি মনঃস্থির করে ফেলেছি, মিস্টার হোমস। নরকের এমন কোন শয়তান, কিংবা এ পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যে আমাকে নিজের বাড়িতে যেতে বাধা দিতে পারে। জেনে রাখবেন, এটাই আমার শেষ জবাব।' কথা বলতে বলতেই স্যর হেনরির ঘন ভ্রূজোড়া কুঁচকে ছোট হয়ে গেল, টানটান হয়ে উঠল মুখের প্রতিটা রেখা। স্পষ্ট বোঝা গেল, বাস্কারভিল পরিবারের তীব্র ক্রোধও এই শেষ উত্তরাধিকারীর মধ্যে বর্তমান। 'অবশ্য আপনারা যা বললেন, এখনও ভেবে দেখার সময় পাইনি। এবং এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—এই মুহূর্তে সেটা ভেবে দেখা সম্ভবও নয়। এখন প্রায় সাড়ে এগারোটা, আপনারা যদি অনুগ্রহ করে দুটোর সময় আমার হোটেলে মধ্যাহ্ন-

ভোজে আসেন, সে সময়ে আপনাকে এ ব্যাপারে আরও পরিষ্কার করে জানাতে পারব।'

'ওয়াটসন, তোমার কি কোন অসুবিধা হবে?'

'না, অসুবিধে আর কি।'

'তাহলে আমরা দুটোর সময়েই যাব। আপনাদের জন্যে কি একটা গাড়ি ডেকে দেব, স্যর হেনরি?'

'না, আমার মনে হয় এটুকু পথ হেঁটে যেতে পারলেই আমি সবচেয়ে খুশি হব, কেন না সমস্ত ব্যাপারটা আমি একটু তলিয়ে দেখতে চাই।'

'হেঁটে যেতে পারলে আমিও খুশি হব, স্যর হেনরি।' ডাক্তার মর্টিমার সানন্দে ঘোষণা করলেন।

'তাহলে এখন চলি, মিস্টার হোমস, দুটোর সময় আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। নমস্কার।'

'নমস্কার।'

সিঁড়িতে একটু একটু করে মিলিয়ে গেল পায়ের শব্দ। নিচ থেকে ভেসে এল সদর দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ। পলকের মধ্যে স্বপ্ন-জড়ানো ভাবটা কাটিয়ে হোমস তৎপর হয়ে উঠল।

'তাড়াতাড়ি টুপিটা মাথায় চাপিয়ে নাও, ওয়াটসন! একটুও দেরি করো না।'

কথাটা বলেই ও পাশের ঘরে ছুটে গেল এবং কোটটা চাপিয়ে আবার পর-মুহূর্তেই ফিরে এল। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে দুজনে রাস্তায় নেমে এলাম। ডাক্তার মর্টিমার এবং স্যর হেনরি বাস্কারভিলকে তখনও দেখা যাচ্ছে, প্রায় দুশ গজ দূরে অক্সফোর্ড স্ট্রীট ধরে হেঁটে যাচ্ছেন।

'ছুটে গিয়ে আমি কি ওঁদের থামাব?'

'না ওয়াটসন, না। আমাকে নিতান্ত অসহ্য না মনে হলে তোমার সঙ্গই আমার সবচেয়ে ভালো। তবে আমার বন্ধুদের পছন্দ আছে বলতে হবে, এমন রোদ-ঝলমলে সকাল হাঁটার পক্ষে সত্যিই মনোরম।'

কথা বলতে বলতেই আমরা দ্রুত এগিয়ে চলেছি, ব্যবধান ক্রমশ কমে আসছে। একশ গজের মত দূরত্ব রেখে আমরা অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট পর্যন্ত ওঁদের অনুসরণ করলাম, তারপর রিজেন্ট ষ্ট্রীটে গিয়ে পড়লাম। একবার আমাদের বন্ধুরা সাজানো একটা দোকানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই আমাদেরও তাই করতে হল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই হোমসের অস্ফুট বিস্ময়ধ্বনিতে আমি চমকে উঠলাম। ওর উৎসুক চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, ও একটা ভাড়াটে হ্যানসম-গাড়ির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে। গাড়ির মধ্যে একজন আরোহী। পথের অন্যধারে গাড়িটা এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এখন ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

'মনে মনে এতক্ষণ একেই খুঁজছিলাম, ওয়াটসন! জলদি পা চালাও! আর কিছু না পারি অন্তত একঝলক ভালো করে দেখে নিই।'

কিন্তু সে কেবল পলকেরই জন্য। ঘন কালো দাড়ি, একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ

গাড়ির পাশ-জানালা দিয়ে সোজা আমাদের দিকে তাকাল। পরমুহূর্তে কোচোয়ানের, সামনের ছোট ঘুলঘুলিটা খুলে চালককে কি যেন নির্দেশ দেওয়া হল, আর গাড়িটা রিজেন্ট স্ট্রীট ধরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল।

হোমস অন্য একটা গাড়ির খোঁজে চারদিকে তাকাল, কিন্তু একটাও খালি গাড়ি চোখে পড়ল না। কোন উপায়ন্তর না দেখে সে গাড়ি-ঘোড়ার মধ্যেই দ্রুত অনুসরণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, আপ্রাণ চেষ্টা করেও হ্যানসম-গাড়িটার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না।

'নাঃ, সব পণ্ড হয়ে গেল!' হাঁপাতে হাঁপাতে হোমস বলল, কণ্ঠস্বরে বিরক্তিকে সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না। 'বরাতই খারাপ, নইলে একটা খালি গাড়ি ধরতে পারলাম না!'

'লোকটি কে?"

'কিছুই জানি না।'

'কেউ নিশ্চয়ই?'

'লণ্ডনে আসার পর থেকে স্যার হেনরিকে যেভাবে ছায়ার মতো অনুসরণ করা হচ্ছে, তাতে কেউ হওয়াই স্বাভাবিক। তা না হলে, উনি যে নরদাম্বারল্যাণ্ড হোটেলে থাকবেন, এত তাড়াতাড়ি এ খবর জানল কেমন ক'রে? মনে মনে ভাবলাম, প্রথম দিন যদি কেউ ওদের অনুসরণ করে থাকে, দ্বিতীয় দিনেও করবে। তুমি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে, ডাক্তার মর্টিমার যখন পাণ্ডুলিপিটা পড়ে শোনাচ্ছিলেন, আমি তখন বারদুয়েক জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে।'

'আসলে লক্ষ্য করতে চেয়েছিলাম রাস্তায় কেউ ঘোরাফেরা করছে কিনা, কিন্তু কাউকে দেখতে পাইনি। তবু আশা আমি ছাড়িনি। আমাদের এখন অত্যন্ত ধূর্ত লোকের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে হবে, ওয়াটসন। লোকটা এমনই চতুর যে হেঁটে যেতে ভরসা পায়নি, তাই চারদিকে-ঢাকা ভাড়াটে গাড়ি নিয়েছে, যাতে ইচ্ছে করলে পেছিয়ে থাকতে পারে, আবার প্রয়োজন পড়লে সামনে এগিয়ে যেতে পারে। এই ব্যবস্থার আর-একটা সুবিধে ছিল, বন্ধুরা যদি কোন গাড়ি ধরতেন, তাহলেও তার অনুসরণ করতে কোন অসুবিধে হত না। অবশ্য এতে একটা বিশেষ ত্রুটিও আছে।'

'লোকটা কোচোয়ানের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে।'

'ঠিক বলেছ, ওয়াটসন।'

'কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয়—গাড়ির নাম্বারটাই রাখা হয়নি।'

'আনাড়ীর মতো কাজ করে ফেলেছি বলে গাড়ির নাম্বারটাও নিতে ভুলে যাব, একথা তুমি কেমন করে ভাবলে, ওয়াটসন? গাড়ির নাম্বার ২৭০৪।'

'ব্যস্, আপাতত এর চেয়ে বেশি তুমি আর কি করতে পারতে, হোমস?'

'গাড়িটাকে দেখামাত্র আমার রাস্তার উলটো দিকে চলে যাওয়া উচিত ছিল। তাহলে অবসরমতো দ্বিতীয় গাড়ি ভাড়া করে দূর থেকে ওকে অনুসরণ করতে

পারতাম। তার চাইতে আরও ভাল হত, যদি নরদাম্বারল্যাণ্ড হোটেল পর্যন্ত গিয়ে অপেক্ষা করতাম। বাস্কারভিলকে অনুসরণ করে অচেনা লোকটা যখন হোটেলে পৌছত, তখন আমরা তার চালটা তার ওপরেই চালাবার সুযোগ নিতাম এবং জানতে পারতাম লোকটা কোথায় যায়। কিন্তু অহেতুক অনুসন্ধিৎসু হওয়ার সুযোগ প্রতিদ্বন্দ্বী পুরোপুরি গ্রহণ করেছে। এতে আমরাও ধরা পড়ে গেলাম, লোকটাকেও বোকার মতো হারালাম।'

এই সব আলোচনা করতে করতে আমরা রিজেন্ট স্ট্রীট ধরে এগিয়ে চলেছি। ডাক্তার মর্টিমার আর তাঁর সঙ্গী অনেক আগেই চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

হোমস বলল, 'এখন আর ওঁদের মিছিমিছি অনুসরণ করে কোন লাভ নেই। যে-ছায়া উধাও হয়ে গেছে সে আর ফিরবে না। এখনও হাতে যে ক-টা তুরুপের তাস আছে, অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো সে ক-টার সদ্ব্যবহার করতে হবে। আচ্ছা, লোকটার মুখ সম্পর্কে তুমি কিছু বলতে পার?'

'আমি কেবল ওর দাড়িটাই দেখেছি।'

'আমিও তাই, এবং সম্ভবত ওটা মেকী। চতুর লোকের পক্ষে আত্মগোপন করার জন্যে দাড়িটা একান্তই প্রয়োজন। উহু, ওদিকে নয়, ওয়াটসন, এদিকে এস।'

রাজপথ ছেড়ে আমরা পাশের গলিতে প্রাদেশিক বার্তা ও জনসংযোগ বিভাগের দপ্তরে প্রবেশ করলাম। দপ্তরের পরিচালক হোমসকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

'এইযে উইলসন, তাহলে তুমি এখনও আমাকে ভোলনি দেখছি?'

'কি যে বলেন, স্যর! আপনি আমার সুনাম, এমনকি আমার জীবনও রক্ষা করেছেন।'

'এটা কিন্তু তুমি বাড়িয়ে বলছ। আচ্ছা উইলসন, তোমার এখানে কার্টরাইট নামে একজন ছোকরা ছিল, সেই অনুসন্ধানের সময়ে যে খুব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল—সে কি এখনও তোমাদের এখানে আছে?

হ্যাঁ, স্যর, আমাদের এখানেই আছে।'

'ওকে একবার ডাকতে পার? আর পাঁচ পাউণ্ডের এই নোটটা যদি ভাঙিয়ে দাও, খুব উপকার হয়।'

পরিচালকের নির্দেশ পেয়ে বছর চোদ্দো বয়সের উজ্জ্বল সপ্রতিভ চেহারার এক জন কিশোর আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। হোমসকে চিনতে পেরে ছোকরা মহা সম্ভ্রমে সেলাম ঠুকল।

'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, কার্টরাইট। হোটেলের নির্দেশ-নামাটা দাও তো। ধন্যবাদ! হ্যাঁ এবার মন দিয়ে শোন......চেয়ারিং ক্রসের আশে পাশে এই তেইশটা হোটেল আছে। এর সবকটাতে তুমি যাবে, বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, স্যর।'

'হোটেলে গিয়ে প্রথমেই বাইরের দারোয়ানকে এক শিলিং করে দেবে। এই নাও তেইশ শিলিং। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'দারোয়ানকে বলবে, তুমি কালকের ফেলে-দেওয়া ছেঁড়া কাগজগুলো একবার দেখতে চাও—খুব জরুরী একটা তারবার্তা গোলমাল হয়ে গেছে, যেন তুমি সেটা খুঁজছ। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আসলে তোমাকে যেটা খুঁজতে হবে, সেটা হল টাইমস্ পত্রিকার এই মাঝের পাতার কাঁচি দিয়ে কাটা অংশগুলো। লেখাগুলো এই—তুমি চিনতে পারবে না?'

'পারব, স্যার।'

'এমনও হতে পারে, বাইরের দারোয়ান হয়ত হলঘরের দারোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে—তাদেরও এক শিলিং করে দেবে। এই নাও তেইশ শিলিং। অধিকাংশ হোটেলেই গিয়ে হয়তো শুনবে, আগের দিনের কাগজ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে কিংবা কাগজওয়ালা নিয়ে গেছে। না পাবার সম্ভাবনাই বেশি, তবু সুযোগ পেলে টাইমস পত্রিকার এই পাতাটা একটু ভালো করে খুঁজে দেখবে। যদি বিশেষ কোন প্রয়োজন পড়ে, সেজন্য এই নাও দশ শিলিং। সন্ধ্যার আগেই তার করে বেকার স্ট্রিটে আমাকে খবর পাঠিও। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'চল, ওয়াটসন, এবার ২৭০৪ নং গাড়ির কোচোয়ান সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিতে হবে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে নরদাম্বারল্যাণ্ড হোটেলে পৌছানোর আগে সময়টুকু কাটানো যাবে বণ্ড স্ট্রীটে কোন ছবির গ্যালারিতে।'

পাঁচ

ইচ্ছেমত নিজেকে নির্লিপ্ত রাখার ক্ষমতা শার্লক হোমসের অপরিসীম। প্রায় দু ঘণ্টা ধরে যে অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপারটার সঙ্গে আমরা জড়িত ছিলাম, নামজাদা আধুনিক বেলজিয়ান শিল্পীদের আঁকা ছবির মধ্যে ও এমন তন্ময় হয়ে রইল যে সে-কথা ও সম্পূর্ণ ভুলে গেল। ছবি সম্পর্কে জ্ঞান ওর নিতান্তই ভাসা ভাসা, তবু এ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গে ও কোন কথাই বলল না। গ্যালারি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার খানিকটা পরেই আমরা নির্দিষ্ট সময়ে নরদাম্বারল্যাণ্ড হোটেলে গিয়ে হাজির হলাম।

হোটেলের একজন কর্মী জানাল, 'স্যর হেনরি বাস্কারভিল আপনাদের জন্যে ওপরের তলায় অপেক্ষা করছেন। আমার ওপর নির্দেশ আছে আপনারা এসে পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গেই যেন সেখানে নিয়ে যাই।'

'আচ্ছা, আপনাদের হোটেলের খাতাটা কি একবার দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

এগিয়ে-দেওয়া খাতাখানায় হোমস দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল। দেখা গেল, বাস্কারভিলের নামের পর আর দুটো মাত্র নাম যোগ হয়েছে—নিউক্যাসেলের থিও-ফিলাস জনসন আর তাঁর পরিবার এবং অন্যটা, অ্যালটন হাই লজের মিসেস ওল্ড-মোর আর তাঁর দাসী।

'নিশ্চয়ই ইনি সেই জনসন ভদ্রলোক যাঁকে আমি চিনতাম,' উৎসুক চোখে হোমস কর্মচারীর মুখের দিকে তাকাল। 'ইনি তো একজন উকিল—পাকা চুল, একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন, তাই না?'

'না, স্যর, উনি একজন কয়লাখনির মালিক, আর বয়সও খুব একটা বেশি নয়।'

'আপনি ঠিক জানেন?'

'নিশ্চয়ই। বহু বছর ধরে উনি আমাদের হোটেলের সঙ্গে পরিচিত। ওঁকে আমরা খুব ভালো করেই চিনি।'

'ওঃ, তাহলে আমিই বোধ হয় ভুল করেছি! আর মিসেস ওল্ডমোর? ওঁর নাম-টাও খুব চেনা চেনা লাগছে। অহেতুক কৌতূহলের জন্যে ক্ষমা করবেন। মাঝে মধ্যে এমন আমার প্রায়ই হয়, একজন বন্ধুর নাম মনে করতে গিয়ে অন্য একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।'

'উনি কিন্তু পঙ্গু, একজন বয়স্কা মহিলা, স্যর। ওঁর স্বামী ছিলেন গ্লাসস্টারের নগরপাল। শহরে এলেই উনি আমাদের হোটেলে ওঠেন।'

'নাঃ, তাহলে দেখছি পরিচিত হবার কোন সম্ভাবনা নেই।'

'এই প্রশ্নে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ একটা সংবাদ পাওয়া গেল, ওয়াটসন,' সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে হোমস আমার কানে কানে বলল। 'অন্তত একটা জিনিস আমরা জানতে পেরেছি, যে-বন্ধুটি সম্বন্ধে মাথা ঘামাচ্ছি, সে এই হোটেলে ডেরা নেয়নি। তার অর্থ, সে যাদের ওপর নজর রাখছে, তাদের কেউ যেন তার ওপর চোখ না দেয়—এ-সম্পর্কে সে খুবই সচেতন। —কিন্তু, কি ব্যাপার, ওয়াটসন?'

সিঁড়ির মাথায় এসে সবে ঘুরে দাঁড়িয়েছি, স্যর হেনরি বাস্কারভিলের সঙ্গে মুখো-মুখি দেখা। রাগে সারা মুখ থমথম করছে, হাতে একপাটি পুরনো বুট।

'এ হোটেলের সবাই দেখছি আমাকে বোকা পেয়েছে!' অসম্ভব ক্রোধে পশ্চিমা টানে স্যর হেনরি চিৎকার করে উঠলেন। 'তবে এই আমি বলে রাখছি, কেউ যদি আমার সঙ্গে বাঁদরামি করতে আসে, তার চালাকি আমি ঘুচিয়ে দেব। যেখান থেকেই হোক হারানো জুতো আমার খুঁজে পাওয়া চাই-ই। একটু-আধটু ঠাট্টা-তামাসা সহ্য হয়, মিস্টার হোমস, কিন্তু এরা দেখছি একেবারে মাত্রা ছাপিয়ে উঠেছে।'

'কি ব্যাপার, স্যর হেনরি, হারানো বুটটা এখনও খুঁজছেন ?'

'হ্যাঁ, মশাই, ওটা খুঁজে বের করে তবে ছাড়ব ।'

'কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন কষ লাগানো একপাটি নতুন বুট হারিয়েছেন ?'

'সেটা তো গেছেই । এখন আবার গেছে একপাটি কালো বুট ।'

'তার মানে ! আপনি কি বলতে চান—'

'হ্যাঁ, মশাই, হ্যাঁ', হোমসকে বাধা দিয়ে স্যর হেনরি দ্রুত বলে উঠলেন । 'সবশুদ্ধ আমার তিনজোড়া জুতো । কষ লাগানো নতুন বুট, পুরনো কালো বুট আর বার্নিশ-করা এই জোড়া, যা আমি পরে আছি । গত রাত্তিরে একপাটি নতুন বুট নিয়েছে, আজ সরিয়েছে কালো জোড়ার একটা ।'

এমন সময় একজন ছোকরা জার্মান চাকর এসে দাঁড়াতেই স্যর হেনরি ধমকে উঠলেন, 'অমন চোখ বড় বড় করে হাঁ-করে তাকিয়ে আছ কেন, পেয়েছ ?'

'না, স্যর, সারা হোটেল আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, কোথাও পাইনি ।'

'দেখ বাপু, সন্ধ্যের আগেই আমার দু-পাটি বুট খুঁজে পাওয়া চাই-ই, নইলে সোজা ম্যানেজারকে গিয়ে বলব, হোটেল ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি ।'

'একটু ধৈর্য ধরুন, স্যর, কথা দিচ্ছি—নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে ।'

'তাই যেন হয়, নইলে মনে রেখ—চোরের আড্ডায় এই আমার শেষ ।' পর মুহূর্তেই যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে স্যর হেনরি বলে উঠলেন, 'সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে আপনাকে এভাবে বিব্রত করার জন্যে আমি সত্যিই লজ্জিত, মিস্টার হোমস ।'

'না, না, ব্যাপারটা আদৌ সামান্য নয়, স্যর হেনরি ।'

'আপনার কি তাই মনে হয়, মিস্টার হোমস ?'

'দেখুন, সত্যি বলতে কি, ব্যাপারটা আমি এখনও ঠিক স্পষ্ট বুঝতে পারিনি, এবং স্যর চার্লসের মৃত্যুর সঙ্গে যদি এটাকে সংশ্লিষ্ট বলে ধরে নিই, তাহলে ব্যাপারটা সত্যিই খুব জটিল, স্যর হেনরি । জীবনে আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শ-পাঁচেক ঘটনায় অংশ গ্রহণ করেছি, এটি দুরূহতম । তবু আমাদের হাতে যে-কটি সূত্র আছে, তার যে-কোন একটিকে অনুসরণ করেও আমরা সত্যে উপনীত হতে পারি । তেমনি আবার ভুল সূত্রকে অনুসরণ করলে বৃথা সময়ই নষ্ট হবে । তবে একথা ঠিক, আগেই হোক আর পরেই হোক, প্রকৃত সত্যে আমরা পৌঁছবই ।'

রীতিমত রাজকীয় সম্মানেই আমরা আহার পর্ব শেষ করলাম । যে ব্যাপারে আমরা মিলিত হয়েছি, সে-সম্পর্কে কোন কথাই হল না । মধ্যাহ্ন ভোজের পর স্যর হেনরি আমাদের তাঁর বসার ঘরে নিয়ে গেলেন । সেখানেই হোমস তাঁকে তাঁর অভিপ্রায়ের কথা জিজ্ঞেস করল ।

স্যর হেনরি বললেন, 'বাস্কারভিল প্রাসাদেই যাব, স্থির করেছি ।'

'কবে ?'

'এই হপ্তার শেষের দিকে ।'

একটু চুপ করে থেকে হোমস কি যেন ভাবল । 'মোটামুটিভাবে আপনার

সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমিও একমত। লণ্ডনে যে আপনাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করা হচ্ছে, সে-সম্পর্কে আমি সুনিশ্চিত। কারা আপনার পেছনে লেগেছে, কি তাদের উদ্দেশ্য—এমন বিরাট শহরে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে খুঁজে বের করা খুব কঠিন। তাদের উদ্দেশ্য যদি অসৎ হয় আপনাদের ক্ষতি করতে পারে, এবং তাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের খুবই সীমিত। আজ সকালে আমার ঘর থেকে বেরুবার পরেই যে আপনাদের পেছনে লোক লেগেছিল, সে-কথা আপনারা নিশ্চয়ই জানতে পারেননি, ডাক্তার মর্টিমার?'

ডাক্তার মর্টিমার ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। 'লোক লেগেছিল! সে কি! কে সে?'

'দুর্ভাগ্যবশত সেটা এখনও জানতে পারিনি। ডার্টমুরে আপনার প্রতিবেশী কিংবা পরিচিতের মধ্যে কি কারুর কালো চাপ-দাড়ি আছে?'

'কই, না তো—দাঁড়ান, একমিনিট—হুঁ, স্যর চার্লসের পরিচারক ব্যারিমোরেরই তো কালো চাপ-দাড়ি আছে!'

'তাই নাকি! সে এখন কোথায়?'

'বাস্কারভিল প্রাসাদে। প্রাসাদটা এখন তারই জিম্মায় রয়েছে।'

'সে এখন সত্যিই সেখানে রয়েছে কিনা, কিংবা কোন কারণে হয়তো লণ্ডনে এসেছে—ব্যাপারটা জানা দরকার।'

'কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা কেমন করে জানবেন, মিস্টার হোমস?'

'এমন একটা কঠিন কিছু নয়। অনুগ্রহ করে আমাকে একটা টেলিগ্রাম-ফর্ম দিন তো। ধন্যবাদ! ডাক্তার মর্টিমার, ফর্মটা আপনি নিজেই লিখুন—স্যর হেনরির জন্য সব প্রস্তুত তো?—ঠিকানা লিখুন, মিস্টার ব্যারিমোর, বাস্কারভিল প্রাসাদ। সবচেয়ে কাছের টেলিগ্রাম অফিসটা কি? গ্রিমপেন। ঠিক আছে, আমরা গ্রিমপেন পোস্ট- মাস্টারের নামেও একটা তারবার্তা পাঠাব—টেলিগ্রাম যেন মিস্টার ব্যারিমোরের হাতেই দেওয়া হয়। অনুপস্থিত থাকলে, অনুগ্রহ করে টেলিগ্রামটা স্যর হেনরি বাস্কারভিল, নরদাম্বারল্যাণ্ড হোটেলে ফেরৎ পাঠান।—হ্যাঁ, ঠিক আছে, সন্ধ্যের আগেই আমরা জানতে পারব—ব্যারিমোর সত্যিই বাস্কারভিল প্রাসাদে ছিল কিনা।'

স্যর হেনরি জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ব্যারিমোরটি কে, ডাক্তার মর্টিমার?'

'আগে যে লোকটি বাস্কারভিল প্রাসাদ দেখাশোনা করত, এ তারই ছেলে। চার পুরুষ ধরে ওরা বাস্কারভিল প্রাসাদের পরিচারক। আমি যতটুকু জানি, ব্যারিমোর আর তার স্ত্রী খুবই বিশ্বস্ত।'

'আবার এটাও ঠিক', বাস্কারভিল মুচকি মুচকি হাসলেন, 'মনিব-পরিবারের কেউ যদি ওখানে না থাকে, ওরা বেশ আরাম করে প্রাসাদে বাস করতে পারবে আর কাজকর্মও কিছু করতে হবে না।'

'তা অবশ্য ঠিক', ডাক্তার মর্টিমার ছোট্ট করে জবাব দিলেন। একটু নীরবতার

পর হোমস হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ডাক্তার মর্টিমার, স্যর চার্লসের উইল অনুসারে ব্যারিমোরের কি কিছু প্রাপ্য আছে?'

'হ্যাঁ, ও আর ওর স্ত্রী প্রত্যেকেই পাঁচশো পাউণ্ড করে পাবে।'

'টাকাটা যে পাবে, এ-কথা ওরা জানে?'

'হ্যাঁ, উইলের সর্ত সম্পর্কে স্যর চার্লস সবার সঙ্গেই খোলাখুলি আলোচনা করতে ভালোবাসতেন!'

'দারুণ মজার ব্যাপার তো!'

'দোহাই, মিস্টার হোমস', অনুনয়ের ভঙ্গিতে ডাক্তার মর্টিমার ম্লান স্বরে বললেন, 'স্যর চার্লসের উইলের সর্ত অনুযায়ী যারাই কিছু পাবে, সবাইকে আপনি সন্দেহের চোখে দেখবেন না। কেন না উইলে উনি আমাকেও এক হাজার পাউণ্ড দিয়ে গেছেন।'

'তাই নাকি! আর কাউকে কি কিছু দিয়েছেন?'

'সামান্য সামান্য টাকা উনি অনেককেই দিয়েছেন, বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠানকেও দিয়েছেন অনেক টাকা। বাকি সমস্তটা স্যর হেনরির পাওনা।'

'সেটার পরিমাণ কত টাকা হবে?'

'সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড।'

স্তব্ধ বিস্ময়ে হোমসের ভ্রূ-দুটো কুঁচকে আপনা থেকেই ছোট হয়ে গেল। 'এত বিশাল সম্পত্তি যে এর সঙ্গে জড়িত, এর আগে আমার কোন ধারণাই ছিল না।'

'স্যর চার্লস যে কত বড় ধনী ছিলেন, ওঁর দলিলপত্র পরীক্ষা করে দেখার আগে পর্যন্ত আমারও কোন ধারণা ছিল না। সব মিলিয়ে ওঁর সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় দশ লক্ষ পাউণ্ড।'

'সত্যি, কল্পনারও অতীত! এমন ছোটখাটো একটা সাম্রাজ্যের জন্য অনেকেই মারাত্মক খেলায় মেতে উঠতে পারে। আর একটা ছোট্ট প্রশ্ন করব, ডাক্তার মর্টিমার,' হোমস মোলায়েম সুরেই বলে উঠল। 'ধরুন, আমাদের এই তরুণ বন্ধুটির যদি কিছু হয়, অপ্রীতিকর এই উক্তির জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন, স্যর হেনরি, তাহলে এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবেন?'

'যেহেতু স্যর চার্লসের পরের ভাই রজার বাস্কারভিল অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান, তখন এই সম্পত্তির মালিক হবেন ডেসমণ্ডরা—ওঁরা এ-পরিবারের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। জেমস ডেসমণ্ড একজন বয়স্ক পাদ্রি, থাকেন ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডে।'

'গুরুত্বপূর্ণ এসব তথ্যের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, ডাক্তার মর্টিমার। আচ্ছা, আপনি কি কখনও মিস্টার জেমস ডেসমণ্ডকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, স্যর চার্লসের সঙ্গে দু-একবার দেখা করতে এসেছিলেন। সত্যিকারের সাত্ত্বিক মানুষ। আমার বেশ মনে আছে, স্যর চার্লস একবার ওঁকে বাৎসরিক একটা বৃত্তি গ্রহণ করার জন্যে খুবই পীড়াপীড়ি করেছিলেন, কিন্তু উনি কিছুতেই রাজি হননি।'

'তাহলে এই সাদাসিধে মানুষটিই হবেন স্যর চার্লসের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ?'

'হ্যাঁ, কেননা ভূ-সম্পত্তি কেবল আত্মীয়দের দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। টাকাকড়িও উনি পাবেন, তবে বর্তমান উত্তরাধিকারী যদি এ-সম্পর্কে অন্য রকম উইল করেন তাহলে অবশ্য আলাদা কথা, কেননা টাকা-পয়সা সম্বন্ধে তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন।'

'আপনি নিশ্চয়ই এখনও উইল করার কোন অবকাশই পাননি, স্যর হেনরি, তাই না ?'

'না, মিস্টার হোমস। সবে মাত্র কালই আমি মোটামুটি ব্যাপারটা জানতে পেরেছি।'

'খুব স্বাভাবিক। তাহলে আপনি ডেভনসায়ারে যাওয়াই মনস্থ করেছেন, স্যর হেনরি ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এ-প্রসঙ্গে আমার একটা শর্ত আছে। আপনি সেখানে একা যেতে পারবেন না।'

'না, না, একা কেন যাব ? ডাক্তার মর্টিমারও আমার সঙ্গে যাবেন।'

'কিন্তু ডাক্তার মর্টিমারের রুগী দেখার ব্যাপার আছে, তাছাড়া ওঁর বাড়িও আপনার বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে। ইচ্ছে থাকলেও উনি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন না। না, স্যর হেনরি, আপনার সঙ্গে এমন একজন লোক নেওয়া দরকার যিনি খুব বিশ্বাসী এবং সব সময় আপনার পাশে পাশে থাকতে পারবেন।'

'আপনার নিজের পক্ষে কি আসা সম্ভব, মিস্টার হোমস ?'

'তেমন কোন সংকটজনক মুহূর্ত এলে আমি নিশ্চয়ই সেখানে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করব। কিন্তু আপনি বুঝতেই পারছেন, এত কাজের চাপ, ঠিক এই মুহূর্তে লণ্ডন ছেড়ে বাইরে কোথাও গিয়ে বেশিদিন থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নামে দুর্নাম দিয়ে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা চলছে। একমাত্র আমিই পারি এই কলঙ্কের হাত থেকে ওঁকে মুক্তি দিতে। তাই ঠিক এই মুহূর্তে আমার পক্ষে ডার্টমুরে যাওয়া সম্ভব নয়, স্যর হেনরি।'

'তাহলে আপনি কি অন্য কারুর কথা ভেবেছেন, মিস্টার হোমস ?'

'আমার বন্ধু যদি এই প্রস্তাবে রাজি হন, তাহলে বিপদের সঙ্গী হিসেবে এঁর চাইতে উপযুক্ত লোক আপনি আর একজনও খুঁজে পাবেন না। এবং আমার এ মতামতকে আপনি যে কোনভাবে যাচাই করে নিতে পারেন।'

হোমসের আকস্মিক এই প্রস্তাবে আমি এমন বিস্মিত হয়ে গেলাম যে মতামত প্রকাশ করার কোন অবকাশই পেলাম না। স্যর হেনরি বাস্কারভিল নিজে উঠে এসে আমার হাতটা নিবিড় আন্তরিকতায় জড়িয়ে ধরলেন।

'আমার প্রতি সত্যিই বিশেষ অনুগ্রহ করা হবে, ডাক্তার ওয়াটসন। আপনি তো নিজের চোখেই দেখছেন আমার অবস্থা ? এবং এ-ব্যাপারে আমি যতটা জানি

আপনি হয়তো ঠিক ততটাই জানেন। অনুগ্রহ করে বাস্কারভিল প্রাসাদে আপনি যদি আমার সঙ্গী হন, আপনার ঋণ আমি কোনদিন ভুলতে পারব না।'

অ্যাডভেঞ্চারের সম্ভাবনা থাকলেই আমি আকৃষ্ট হই। তার উপর হোমসের সুখ্যাতি, স্যর হেনরির সনির্বন্ধ অনুরোধে নিজেকে সম্মানিত বোধ না করে পারলাম না। তাই আপ্লুত গলায় বললাম, 'খুশি হয়েই যাব। এর চেয়ে ভালো কোন কাজে সময় কাটনোর পন্থা আমার জানা নেই।'

'কিন্তু খুব সাবধান, ওয়াটসন', হোমস সতর্ক করে দিল। 'সব সময় চোখ কান খোলা রাখবে, প্রয়োজন বোধে আমাকে খবর পাঠাবে। আর অবস্থা তেমন সঙ্গীণ হলে (আমার ধারণা তা হবেই) কর্তব্য সম্পর্কে আমি তোমাকে তখন নিজে নির্দেশ পাঠাব। আশা করি, স্যর হেনরি, শনিবারের মধ্যেই আপনার যাবার সব আয়োজন সারা হয়ে যাবে ?'

'তাতে ডাক্তার ওয়াটসনের কোন অসুবিধে হবে না তো ?'

'কিছুমাত্র না।'

'তাহলে, আমার কাছ থেকে যদি অন্য কিছু না শোনেন, শনিবার সকাল সাড়ে দশটার ট্রেনে যাবার জন্য আমরা প্যাডিংটন ষ্টেশনে মিলিত হব।'

সবে বিদায় নেব বলে উঠে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ স্যর হেনরি বাস্কারভিলের উল্লাস-ধ্বনিতে আমরা চমকে উঠলাম। চকিতে উনি ঘরের কোণে ছুটে গিয়ে আলমারির নিচ থেকে একপাটি নতুন বুট টেনে বের করলেন।

'এই দেখুন, আমার হারানো বুট!'

'আমাদের সব সমস্যাও যেন এমন সহজে মিটে যায়!' অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে হোমস মন্তব্য করল।

সবচেয়ে বিস্মিত হলেন ডাক্তার মর্টিমার। অস্ফুট স্বরে উনি বললেন, 'ভারি তাজ্জব ব্যাপার তো! খাবার আগেও আমি এ-ঘরটা খুব ভালো করে খুঁজে দেখেছি, তখন কিন্তু পাইনি।'

বাস্কারভিল বললেন, 'সারা ঘরে আমিও কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি।'

'তাহলে আমরা যখন খেতে বসেছিলাম, ওই ছোকরাই তখন এখানে রেখে দিয়ে গেছে।'

তখনি জার্মান পরিচারককে ডেকে আনা হল। ও কিন্তু এ-সম্পর্কে কিছুই বলতে পারল না। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও এ-রহস্যের কিনারা করা গেল না। দ্রুত ঘটে-যাওয়া উদ্দেশ্যবিহীন অথচ রহস্যময় কতকগুলো ঘটনার সঙ্গে এটাও যুক্ত হয়ে রইল। স্যর চার্লস বাস্কারভিলের আকস্মিক মৃত্যুর কথা বাদ দিলেও, এ দুদিনে পরপর যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো ঘটে গেছে, তা হল ছাপানো অক্ষর-বসানো চিঠি, চারদিক-ঢাকা গাড়িতে কালো চাপ-দাড়িওয়ালা অনুসন্ধানকারী, কষ-লাগানো নতুন বুটের অন্তর্ধান, পুরনো কালো বুটের অন্তর্ধান, এখন আবার অপহৃত নতুন বুটের পুনরাবির্ভাব।

গাড়িতে বেকার স্ট্রিটে ফিরে আসার পথে হোমস একটা কথাও বলেনি, সারাক্ষণ

চুপচাপ এক কোণে বসেছিল। নির্নিমেষ চোখ, ভ্রূ কুঁচকে থাকার ভঙ্গি দেখেই আমি বুঝেছিলাম, ও-ও আমার মত উদ্ভট অসংলগ্ন ঘটনাগুলোকে কোন একটা পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বিকেল থেকে সারাটা সন্ধ্যে ও তামাক আর গভীর মগ্নতার মধ্যে কাটিয়ে দিল।

সন্ধ্যের পর দুখানা তারবার্তা এল। প্রথমটাতে লেখা :

'এই মাত্র খবর পেলাম ব্যারিমোর প্রাসাদেই আছে।

—হেনরি বাস্কারভিল।'

অন্যটা :

'নির্দেশ মত তেইশটা হোটেলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, টাইমসের কাটা পাতাটা কোথাও পাইনি। —কার্টরাইট।'

'তিনটের মধ্যে দুটো সূত্রই আমার ছিন্ন হয়ে গেল, ওয়াটসন। অবশ্য সব সমস্যা যখন তোমার বিরুদ্ধে, তার মত কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা আর নেই। শেষের সূত্রটা দেখা যাক, নইলে সমস্ত ঘটনাকে অন্যদিক থেকে বিচার করে দেখতে হবে।'

'এখনও ফোনের ব্যাপারটা জানা বাকি রয়েছে।'

'ঠিক বলেছ। অফিস রেজিস্ট্রি থেকে ওর নাম ঠিকানা জানাবার জন্য আমি তারবার্তা পাঠিয়েছি। ওই বুঝি ওর জবাব এল!'

স্পষ্ট শুনতে পেলাম নিচের তলায় ঘন্টি বেজে ওঠার আওয়াজ। জবাবের চেয়ে আরও জীবন্ত বিস্ময় তখনও আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। দু-এক মিনিট অপেক্ষা করার পরেই ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল কাঠ-খোট্টা চেহারার একজন লোক। বুঝতে অসবিধে হল না, জবাবের পরিবর্তে কোচোয়ান স্বয়ং উপস্থিত।

'কি ব্যাপার, মশাই! সদর অফিস থেকে খবর পেলাম, এই ঠিকানার এক ভদ্রলোক ২৭০৪ নম্বর গাড়ির কোচোয়ানকে খোঁজ করছেন। আমিই সেই কোচোয়ান। সাত বচ্ছর ধরে গাড়ি হাঁকাচ্ছি মশাই, কেউ কখনও দোষ ধরেনি। আস্তাবলে গাড়ি তুলে সোজা এখানে জানতে এলাম, কি অন্যায় করেছি।'

কোচোয়ানের বলার ভঙ্গি দেখে হোমস হেসে ফেলল। 'তুমি কোন অন্যায় করনি। বরং আমার প্রশ্নের যদি ঠিক ঠিক জবাব দাও, তোমায় আধ গিনি বকশিশ দেব।'

'আজকের দিনটা আমার খুব ভালোই কাটছে দেখছি!' ছোপছোপ দাঁতে কোচোয়ান হাসল। 'বেশ, কি জানতে চান, বলুন।'

'সবার আগে তোমার নাম ঠিকানা বল। বলা যায় না, যদি কখনও দরকার হয়।'

'আমার নাম জন ক্লেটন, ঠিকানা ৩ নম্বর টার্পি স্ট্রিট, দি বরো। ওয়াটারলু স্টেশনের কাছে শিবালের আস্তাবলে আমার গাড়ি থাকে।'

কথাগুলো শার্লক হোমস দ্রুত টুকে নিল।

'এবার, ক্লেটন, আজ সকাল দশটা নাগাদ তোমার যে সওয়ারিটি এই বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছিলেন, পরে দুজন ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর তাঁদের

অক্সফোর্ড থেকে রিজেন্ট স্ট্রিট পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে সব কথা আমাকে বল।'

লোকটা স্পষ্টই ঘাবড়ে গেল। 'আমার তো মিছিমিছি বলার কোন দরকার দেখছি না, স্যর; আমি যতটুকু জানি আপনিও তাই জানেন। সত্যি বলছি স্যর, ভদ্রলোক বলছিলেন, উনি একজন গোয়েন্দা এবং আমি যেন ওঁর সম্পর্কে কাউকে কিছু না বলি।'

'শোন, ক্লেটন, তোমাকে স্পষ্ট বলি, ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার কাছে কিছু গোপন করার চেষ্টা করলে পরে কিন্তু তোমাকেই ঝামেলায় পড়তে হবে। তোমার সওয়ারি বলেছিলেন বুঝি উনি একজন গোয়েন্দা ?'

'হ্যাঁ, স্যর।'

'এ-কথা উনি কখন বলেছিলেন ?'

'আমার গাড়ি ছেড়ে দেবার সময়।'

'উনি কি আর কিছু বলেছিলেন ?'

'ওঁর নামটাও বলেছিলেন।'

'তাই নাকি!' বিস্ময়ের রেশটুকু কাটিয়ে হোমস আমার মুখের দিকে বিজয়ীর ভঙ্গিতে তাকাল। 'তাহলে নামটা উনি বলেছিলেন? কাজটা কিন্তু আদৌ বুদ্ধিমানের মত হয়নি। তা নামটা কি বলেছিলেন ?'

'মিষ্টার শার্লক হোমস।'

কোচোয়ানের জবাব শুনে হোমস চমকে উঠল। ওকে এমন ভাবে চমকে উঠতে আমি আর কখনও দেখিনি। স্তব্ধ বিস্ময়ে মুহূর্তের জন্যে ও চুপচাপ বসে রইল, তারপরই হো হো করে হেসে উঠল।

'যাই বল, ওয়াটসন, লোকটা মোক্ষম এক হাত নিয়েছে। একেই বলে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা। তাহলে লোকটা তার নাম বলেছে—শার্লক হোমস, তাই তো ?'

'হ্যাঁ, স্যর!'

'বাঃ, চমৎকার! আচ্ছা, এবার বল—কোথা থেকে তাকে প্রথম তুললে এবং তারপর কি ঘটল।'

'সাড়ে নটার সময় ট্রাফালগার স্কোয়ারে উনি আমাকে ডাকেন। বলেন যে উনি একজন গোয়েন্দা, সারাদিন যা বলবেন তাই যদি করি এবং কোন প্রশ্ন না করি, তাহলে আমাকে দু-গিনি দেবেন। আমি খুশি হয়েই রাজি হলাম। প্রথমে আমরা নরদাম্বারল্যাণ্ড হোটেলে গেলাম, সেখানে দুজন ভদ্রলোক হোটেল থেকে বেরিয়ে অন্য একটা খালি গাড়ি ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর তাঁদের গাড়িটার পেছন পেছন আসি। আগের গাড়িটা এখানে কোথায় যেন থামে।'

'ঠিক এই বাড়িটার সামনে।'

'তা হবে, আমার ঠিক স্পষ্ট মনে নেই, কেননা অনেকটা দূরে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়েছিলাম। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে ওই ভদ্রলোক দুজন হাঁটতে হাঁটতে

যখন আমাদের গাড়িটা পেরিয়ে যান তখন আমরা আবার বেকার স্ট্রিট ধরে ওঁদের পেছন পেছন যাই।'

'হ্যাঁ, এটা আমি জানি।'

'রিজেণ্ট স্ট্রিট ধরে অনেকটা পথ যাবার পর সওয়ারি ভদ্রলোক হঠাৎ আমাকে বলেন খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে ওয়াটারলু স্টেশনে যেতে। আমি জোরসে চাবুক হাঁকিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। গাড়ি থেকে নেমে আমার হাতে দুটো গিনি গুঁজে দিয়ে তিনি স্টেশনে ঢুকে পড়লেন। যাবার আগে শুধু বললেন, 'শুনলে তুমি নিশ্চয় খুশি হবে যে এতক্ষণ শার্লক হোমসকে নিয়েই ঘুরে বেড়িয়েছ।' তাতেই ওঁর নামটা আমি জানতে পেরেছি, স্যর!'

'বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, তারপর আর ওঁকে দেখতে পাওনি?'

'না, স্যর!'

'তোমার ওই শার্লক হোমস ভদ্রলোকটিকে দেখতে কেমন বলতে পার?'

কোচোয়ান মাথা চুলকাল। 'কেমন দেখতে বলা খুব মুশকিল স্যর। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, লম্বায় আপনার চেয়ে দু-তিন ইঞ্চি ছোট-ই হবেন। সাজ-পোশাক ভদ্রলোকেরই মতন, কালো চৌকো চাপদাড়ি, ফ্যাকাশে মুখ। এর বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, স্যর।'

'চোখের রঙটা কেমন ছিল তোমার মনে আছে?'

'না, স্যর।'

'আর কিছু তোমার মনে পড়ছে না?'

'না, স্যর, আর কিছুই মনে পড়ছে না।'

'ঠিক আছে, এই নাও তোমার আধ গিনি। এরকম আর একটা পাবে, যদি আরও নতুন কোন সংবাদ আনতে পার। আচ্ছা, এখন যেতে পার।

'শুভ রাত্রি, স্যর, অসংখ্য ধন্যবাদ।'

হাসিমুখে জন ক্লেটন বিদায় নেবার পর হোমস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিষন্ন চোখে আমার দিকে ফিরে তাকাল। 'আমাদের তৃতীয় সূত্রটাও ছিঁড়ে গেল, ওয়াটসন। হতভাগা মহা ধূর্ত! স্যর হেনরি বাস্কারভিল যে আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, ব্যাটা জানতে পেরেছে। রিজেণ্ট স্ট্রিটে ও লক্ষ্য করেছে আমি গাড়ির নম্বর জেনেছি। পাছে কোচোয়ানকে পাকড়াও করি তাই এই বদমাইসি। তবে যা-ই বল, ওয়াটসন, এতদিন পর মনের মতো একজন প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছি। লণ্ডনে ও কিস্তিমাৎ করেছে ঠিকই, আশা করি ডেভনসায়ারে আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন হবে। কিন্তু একটা ব্যাপারে মনে মনে আমি এখনও অস্বস্তি বোধ করছি, ওয়াটসন।'

'কি ব্যাপারে, হোমস?'

'তোমাকে ওখানে পাঠানো সম্পর্কে। যতটা ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা তার চাইতে বিপজ্জনক, তার চাইতেও জটিল বলে মনে হচ্ছে। কি ব্যাপার, তুমি হাসছ, ওয়াটসন! কিন্তু বিশ্বাস কর, সুস্থ শরীরে নিরাপদে তুমি বেকার স্ট্রিটে ফিরে এলেই আমি সব চাইতে খুশি হব, ওয়াটসন।'

ছয়

পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী আমরা ডেভনসায়ারের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। স্টেশনে আসার পথে গাড়িতে হোমস আমাকে শেষ নির্দেশ দিল।

'আগে থেকে অনুমান আর সন্দেহের কথা বলে তোমার মনটা ভারাক্রান্ত করতে চাইনা, ওয়াটসন। তুমি শুধু চেষ্টা করবে যতটা সম্ভব পূর্ণ বিবরণ পাঠাতে, তা থেকে অনুমান যা করার আমিই করব।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ ধরনের ঘটনার ওপর তুমি বেশি জোর দিতে চাইছ?'

'যে কোন ঘটনা, তা সে যত তুচ্ছই হোক না কেন ; বিশেষ করে স্যর হেনরির সঙ্গে সে ব্যাপারে প্রতিবেশীদের একটা সম্পর্ক আছে। গত কয়েক দিন ধরে স্যর চার্লসের মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি নতুন কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি, কিন্তু তেমন সন্তোষজনক কোন ফল পাইনি। কেবল একটা ব্যাপারে সুনিশ্চিত হতে পেরেছি: যে পরবর্তী উত্তরাধিকারী মিস্টার জেমস ডেসমণ্ড—ভারি মিষ্টি স্বভাবের এই বৃদ্ধটিকে জঘন্য শয়তানির চক্রান্ত থেকে বাদ দেওয়া যায়। তাহলে বাকি থাকে জলাভূমির সেইসব বাসিন্দারা যারা চারদিক থেকে স্যর হেনরিকে ঘিরে রয়েছে।'

'আচ্ছা, এই ব্যারিমোর দম্পতিকে বাস্কারভিল প্রাসাদ থেকে আগে-ভাগেই সরিয়ে ফেললে ভালো হয় না?'

'না, ওয়াটসন, না, এ কাজ করার চাইতে মূর্খামি আর কিছু নেই। ওরা যদি নির্দোষ হয় ওদের প্রতি নির্মম অবিচার করা হবে, আর ওরা যদি সত্যিকারের দোষী হয় তাহলে সে অপরাধ প্রমাণ করার কোন উপায়ই থাকবে না। না, ওয়াট-সন, সন্দেহভাজনদের তালিকায় ওদের নামও আপাতত যুক্ত থাক। এছাড়া যতটা মনে পড়ছে, প্রাসাদে একজন সহিসও আছে, আর আছে জলাভূমির দুতিন-জন কৃষক। আমার ধারণা, ডাক্তার মর্টিমার সম্পূর্ণ নিরপরাধ, কিন্তু ওঁর স্ত্রীর সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনা। এ ছাড়া রয়েছেন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ স্টেপলটন আর তাঁর বোন। ভদ্রমহিলা নাকি অসামান্যা সুন্দরী। লাফটার হলের মিস্টার ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড আছেন, ওঁর সম্পর্কেও আমরা কিছু জানি না। আশেপাশে এই সব প্রতিবেশীর ওপর তুমি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।'

'আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

'আশা করি, তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই অস্ত্র আছে?'

'হ্যাঁ, রিভলভারটি সঙ্গে আনাই উচিত বলে মনে করলাম।'

'নিশ্চয়ই। দিন রাত ওটাকে তোমার সঙ্গে রাখবে, আর মুহূর্তের জন্যেও অসতর্ক হবে না।'

আমাদের বন্ধুরা আগে থেকেই প্রথম শ্রেণীর একটা কামরা সংরক্ষিত করে রেখেছিলেন এবং আমাদের জন্যে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলেন।

প্রশ্নের জবাবে ডাক্তার মর্টিমার জানালেন, 'না, মিস্টার হোমস, নতুন আর কিছু ঘটেনি। একটা কথা আমি শপথ করে বলতে পারি, গত দুদিন কেউ আমাদের

অনুসরণ করেনি। কেননা আমি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলাম, এবং সে দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার সাধ্য কারুর ছিল না।'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার মর্টিমার।' কথাটা বলে হোমস কি যেন ভাবল, তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমনি ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, স্যর হেনরি, আপনার কালো পুরনো বুটটা কি খুঁজে পেয়েছেন ?'

'না, মিস্টার হোমস, চিরকালের জন্যেই ওটাকে খোয়াতে হল।'

'সত্যি ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত তো !'

বাঁশি বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। প্ল্যাটফর্ম ধরে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে হোমস বলল, 'ডাক্তার মর্টিমার যে প্রাচীন কিংবদন্তীটা আমাদের পড়ে শুনিয়েছেন, সেটা মনে রাখার চেষ্টা করবেন, স্যর হেনরি। গভীর নিশীথে অশুভ শক্তি যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন তো বটেই, এমন কি দিনের বেলাতেও কখনো একা বেরুবেন না। বলা যায় না, যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার হোমস ! বিদায়।'

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, প্ল্যাটফর্মে হোমসের দীর্ঘ শীর্ণ মূর্তিটা আমাদের দিকে তাকিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ট্রেনের গতি দ্রুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাবটাও বেশ হালকা হয়ে গেল। দুই বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে উঠল আরও নিবিড়। নানা গল্প গুজবের মধ্য দিয়ে ডাক্তার মর্টিমারের স্প্যানিয়েলটার সঙ্গে খানিকক্ষণ খেলা করে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেল, টেরই পেলাম না। এক সময়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম মাটির রঙ পালটে লালচে হয়ে গেছে ; ইটের পরিবর্তে গ্র্যানাইট পাথরের তৈরি ঘর-বাড়ি চোখে পড়ল। বড় বড় ঘাস আর সতেজ গাছপালা থেকে বোঝা যায় এখানকার মাটি অনেক উর্বর।

স্যর হেনরি এতক্ষণ জানালা দিয়ে উদগ্রীব চোখে তাকিয়ে দেখছিলেন, ডেভনসায়ারের পরিচিত দৃশ্যাবলী। হঠাৎ একসময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পৃথিবীর বহু দেশ আমি ঘুরেছি, ডাক্তার ওয়াটসন, কিন্তু এর সঙ্গে কোথাও কারুর তুলনা হয় না।'

'নিশ্চয়ই, আজ পর্যন্ত ডেভনসায়ারের এমন কোন লোক আমার চোখে পড়েনি যে তার জন্মভূমি সম্পর্কে প্রশংসা করে না।'

ডাক্তার মর্টিমার জিজ্ঞেস করলেন, 'শেষবারের মতন যখন বাস্কারভিল প্রাসাদ দেখেন, তখন আপনি খুব ছোট ছিলেন, তাই না, স্যর হেনরি ?'

'বাস্কারভিল প্রাসাদ আমি কখনও দেখিনি, ডাক্তার মর্টিমার। কেননা বাবা যখন মারা যান, আমি তখন একেবারে শিশু। সেখান থেকেই আমরা সোজা আমেরিকায় চলে যাই। তাই বলতে পারেন, ডাক্তার ওয়াটসনের মতই এসব কিছু আমার কাছে একেবারে নতুন। এবং সত্যি বলতে কি, জলাভূমিটা দেখার জন্যে মনে মনে আমি উৎসুক হয়ে রয়েছি।'

'তা যদি হয়, আপনি এখনই দেখতে পারেন, স্যর হেনরি।' ডাক্তার মর্টিমার

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। 'ওই দেখুন, দূরে এখান থেকে জলাভূমিটা শুরু হয়েছে।'

দুজনই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম—সবুজ শ্যামল প্রান্তর, ঘন ঝোপঝাড় ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে, আর দূরে প্রায় দিগন্তের গায়ে শ্রীহীন উঁচু নিচু পাহাড়ি চূড়ার সারি, যেন স্বপ্নিল খেয়ালে রচিত কোনো কাল্পনিক দৃশ্যাবলী।

অস্পষ্ট ধূসর সেই দৃশ্যের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে স্যর হেনরি বাস্কারভিল দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। ওঁর সে উন্মুখ চোখের দৃষ্টি দেখে আমার বুঝতে কোন অসুবিধে হল না, এতকাল ধরে যে পূর্বপুরুষেরা অসীম দাপটে এখানে প্রভুত্ব করে গেছে, সেই অচেনা অঞ্চল গভীরভাবে ওঁর মনকে আলোড়িত করছে। জানালার ধারে এক কোণের আসনে উনি বসে রয়েছেন, পরনে পশমী স্যুট, উচ্চারণে আমেরিকান টান, তবু ওঁর ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক রোদে-পোড়া তামাটে মুখ দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম—প্রবল প্রতাপশালী উদ্ধত প্রাচীন একটা বংশের যোগ্য উত্তরাধিকারীই বটে। পূর্বপুরুষদের মত ওঁর ঘন ভ্রূ, বাঁকানো নাক, পিঙ্গল চোখের মণিতেও সেই একই আত্মমর্যাদা, দুর্জয় সাহস আর অমিত শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। এরকম কোন সঙ্গী পাশে থাকলে জলাভূমির মতো ভয়ংকর জায়গায় অসম্ভব বিপদের মধ্যেও ঝুঁকি নেবার সাহস পাওয়া যায়।

ছোট একটা স্টেশনে আমরা সবাই নেমে পড়লাম। বাইরে স্টেশনের নিচু সাদা বেড়ার পাশে একটা জুড়িগাড়ি অপেক্ষা করছে, বলিষ্ঠ ঘোড়াদুটো দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছের ছায়ায়। আমাদের এসে পৌঁছানোটা যেন একটা রাজকীয় সমারোহ—স্টেশন মাস্টার থেকে কুলি পর্যন্ত সবাই জড়ো হয়েছে আমাদের মালপত্র বয়ে দেবার জন্যে। সব মিলিয়ে ছিমছাম একটা গ্রাম্য পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করে দিল। তার চাইতেও বেশি বিস্মিত করল রাইফেলধারী দুজন সৈনিককে স্টেশন পাহারা দিতে দেখে।

রুক্ষ, দড়ি-পাকানো শীর্ণ চেহারার একজন কোচোয়ান এগিয়ে এসে স্যর হেনরি বাস্কারভিলকে অভিবাদন জানাল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চওড়া একটা পথ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। আমাদের দুপাশে গোচারণের সবুজ শ্যামল মাঠ যেন ক্রমশ উপর দিকে উঠে গেছে, আর মাঝে মধ্যে ঘন লতাপাতার ফাঁক দিয়ে ঘরবাড়ির চিহ্ন চোখে পড়ছে। দূরে সান্ধ্য-আকাশের পটভূমিতে বিস্তীর্ণ জলাভূমির বাঁকানো রেখাটা দেখা যাচ্ছে, আর তার বুক ফুঁড়ে উঠেছে ভয়ংকর রুক্ষ পাহাড়।

এক সময়ে আমাদের গাড়িটা গভীর একটা খাদের মধ্য দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল। শতাব্দীর পর শতাব্দী গাড়ির চাকা আর ঘোড়ার খুরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত সে খাদ। দু-ধারের উঁচু পাড় শৈবাল আর ঘন পর্ণের ঝোপে আকীর্ণ হয়ে রয়েছে, তা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরছে, বিদায়-সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে তাদের তামাটে রং। গভীর খাদের মধ্য দিয়ে বেশ খানিকটা পথ পেরিয়ে সোজা খাড়াইয়ে উঠলাম। সামনেই অপ্রশস্ত একটা গ্র্যানাইট পাথরের সেতু, নিচে শ্যাওলা-পড়া বড় বড় সবুজ নুড়ির মধ্য দিয়ে দ্রুত ছুটে চলা গর্জমান পাহাড়ি নদী।

পথ আর নদী দুই-ই ওক আর ফারের ঠাস-বুননি উপত্যকার মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে সামনে এগিয়ে চলেছে।

মুগ্ধ শিশুর মত বাস্কারভিল চারদিকে তাকিয়ে দেখছেন আর উল্লাসে চিৎকার করে করে উঠছেন। ওঁর চোখে সবকিছুই সুন্দর লাগছে অথচ আমার মনে হল সমস্ত গ্রামাঞ্চল জুড়ে যেন হেমন্তের ম্লান ছায়া পড়েছে। শুকনো পাতায়-ছাওয়া সারা পথ, চাকার প্রতিটা শব্দের সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের মুমূর্ষু আর্তনাদ—যেন বাস্কারভিল প্রাসাদের শেষ উত্তরাধিকারীটির বাড়ি ফিরে আসা উপলক্ষে প্রকৃতি তাকে উপহার দিচ্ছে মুঠো মুঠো বিষণ্ণতা।

ডাক্তার মর্টিমার হঠাৎ এক সময়ে বলে উঠলেন, 'আরে! এ আবার কি?'

আমাদের ঠিক সামনে, জলাভূমি শুরু হওয়ার এক প্রান্তে, খাড়ির বাঁকে, দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘোড়-সওয়ারের একটা নিশ্চল মূর্তি, হাতে উদ্যত রাইফেল। আমরা যে পথে যাচ্ছি, সেই পথটাই সে পাহারা দিচ্ছে।

'কি ব্যাপার, পারকিন্স?' স্তব্ধ বিস্ময়ে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

কোচোয়ান আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'প্রিন্স-টাউন জেল থেকে একজন কয়েদি পালিয়েছে, স্যার। আজ তিনদিন হল এখনও ওকে ধরতে পারা যায়নি, তাই ওরা প্রতি স্টেশন, প্রতিটা রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। স্থানীয় চাষীরা খুব ভয় পেয়ে গেছে, স্যর।'

'লোকটা কে?'

'নটিংহিল খুনের মামলার আসামী, সেলডেন।'

খুনের পাশবিক নৃশংসতার জন্যে ঘটনাটা আমার স্পষ্ট মনে ছিল, এমন কি হোমসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু খুনীর প্রকৃতিস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকায় তার দণ্ডাদেশ বহুলাংশে লাঘব করা হয়।

গাড়িটা উঁচু একটা টিলার উপর উঠায় জলাভূমির সুবিশাল ব্যাপ্তি আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। জলাটা ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে, তার মাঝে মাঝে উঁচু নিচু রুক্ষ পাথরের স্তূপ ধূ-ধূ তেপান্তরের ওপার থেকে বয়ে আসা হিমেল হাওয়া আমাদের হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে যাচ্ছে। জনশূন্য এই নির্জন প্রান্তরের পাহাড় গুহায় হয়ত পিশাচ প্রকৃতির লোকটা বন্য পশুর মতো লুকিয়ে আছে আর মনে মনে মানব-সমাজের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও নিদারুণ বিদ্বেষ পোষণ করছে, যে সমাজ তাকে ঠেলে দিয়েছে সভ্য জীবন থেকে অনেক অনেক দূরে। হিমেল হাওয়া, তমসাচ্ছন্ন আকাশ আর বিজন প্রান্তরের প্রকৃত ভাবটাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে যেন এই ঘটনাটারই দরকার ছিল।

ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে স্যর হেনরি গায়ের ওভারকোটটা আরো ভালো করে জড়িয়ে নিলেন।

উর্বর ভূমি আমরা অনেক আগেই পিছনে ফেলে এসেছি, সামনে রয়েছে ঊষর বন্ধ্যাভূমি। বেলা শেষের রাঙা আলোয় নদীর সোনালি জলধারা চিকচিক করছে। আমাদের সামনের পথটা এখন যেন আরও হিমেল, আরও বন্য। দুপাশে বড়

বড় পাথর। আশেপাশে দুএকটা পাথরের কুটিরও চোখে পড়ছে। হঠাৎ এক সময়ে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ওক আর ফার দিয়ে ঘেরা উন্মুক্ত একটা প্রাঙ্গন দেখা গেল। সেই প্রাঙ্গনে গাছের মাথা ছাপিয়ে উঠেছে সরু সরু দুটো বুরুজ।

কোচোয়ান চাবুক উঁচিয়ে দেখিয়ে দিল। 'ওই দেখুন স্তর, বাস্কারভিল প্রাসাদ।'

চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে স্তর হেনরি দীপ্ত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা বাড়ির সিংহদরজার সামনে এসে পৌছালাম। দুপাশে দুই জীর্ণ স্তম্ভ, মাঝখানে অদ্ভুত কারুকার্য করা লোহার ফটক। স্তম্ভের গায়ে ছোপ ছোপ শেওলার আস্তরণ, স্তম্ভের মাথায় বাস্কারভিল বংশের প্রাচীন কুলচিহ্ন—বরাহর প্রতিকৃতি। প্রাচীরের ভিতরে সাবেকী আমলের কালো গ্র্যানাইট পাথরের বাড়িটা প্রায় ভগ্নদশায়। কিন্তু তার মুখোমুখি অর্ধেক সমাপ্ত আর একটা নতুন বাড়িও চোখে পড়ল—স্যর চার্লেসের আফ্রিকায় উপার্জিত অর্থের প্রথম ফলশ্রুতি।

তোরণ অতিক্রম করে আমরা একটা তরুবীথির মধ্যে প্রবেশ করলাম। মাথার উপরে ডালপালা দিয়ে পথটা এমনভাবে ছাওয়া মনে হল আমরা যেন কোন সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করেছি। নিচে শুকনো পাতার পুরু আস্তরণে চাকার শব্দও শোনা গেল না। সুড়ঙ্গাকৃতি অন্ধকার পথের অপর প্রান্তে বিরাট ভূতুড়ে প্রাসাদের কিছুটা অংশ চোখে পড়ে, সেদিকে তাকিয়ে বাস্কারভিল শিউরে উঠলেন।

চাপা স্বরে ফিসফিস করে উনি ডাক্তার মর্টিমারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানেই কি দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল?'

'না না, ইউবীথিটা প্রাসাদের পেছন দিকে।'

বিষণ্ণ ম্লান চোখে স্তর হেনরি চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন।

'জ্যাঠামশাই যে অমঙ্গলের আশঙ্কা করেছিলেন, সেটা কিছুই বিচিত্র নয়। এরকম ভূতুড়ে জায়গা যে কোন লোকের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। যদি এখানে থাকি, ছ-মাসের মধ্যে সারা প্রাসাদ আমি বৈদ্যুতিক আলোয় ভরিয়ে দেব, হলঘরের দরজার সামনে ঝুলিয়ে দেব হাজার ওয়াটেরসোয়ান বাতি, তখন আপনারা প্রাসাদটাকে আর কেউ চিনতেই পারবেন না।'

উন্মুক্ত একটা ঘাসের প্রাঙ্গণে এসে তরুবীথিটা শেষ হয়ে গেল। প্রাঙ্গণের ওপারে গোধূলির অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম—প্রাসাদের মধ্যভাগ বেশ মজবুত কালো গ্র্যানাইট পাথর দিয়ে তৈরি, তার সামনে বিরাট একটা গাড়ি-বারান্দা। সামনের সারা দেওয়াল আইভি লতায় ছাওয়া, মাঝে মধ্যে কেবল জানালা আর বংশ মর্যাদার চিহ্নগুলো লতার ঘন আস্তরণ কেটে বের করে নেওয়া। প্রাসাদের এই মধ্যভাগ থেকেই উঠেছে জোড়া-বুরুজ, জীর্ণ, কারুকার্য করা, তার গায়ে ছোট ছোট অসংখ্য রন্ধ্র। বুরুজের ডাইনে বাঁয়ে মূল প্রাসাদ সংলগ্ন লম্বা টানা দু-সারি কালো গ্র্যানাইট পাথরের তৈরি অনেকটা আধুনিক ধরনের ঘর। সাবেক কালের বিরাট বিরাট জানালাগুলোর মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট আলো এসে পড়েছে। উঁচু ত্রিভুজাকৃতি ছাদের উপর চিমনি থেকে ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা উঠেছে।

'আসুন, স্তর হেনরি। বাস্কারভিল প্রাসাদে আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।'

গাড়ি-বারান্দার ছায়া থেকে লম্বা মতো একটা লোক এগিয়ে এসে জুড়ির দরজা খুলে ধরল। হলঘর থেকে এসে পড়া হলদে আলোয় নারীর একটা ছায়ামূর্তিও চোখে পড়ল। ছায়ামূর্তিটা এবার এগিয়ে এসে লোকটার সঙ্গে আমাদের জিনিসপত্তর নামাতে সাহায্য করল।

ডাক্তার মর্টিমার বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, আমি এই গাড়িতেই সোজা ঘরে ফিরে যাই, স্তর হেনরি।'

'সেকি, খেয়ে যাবেন না?'

'তা হয় না, আমাকে যেতেই হবে! আমার স্ত্রী আমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে। আর ঘরদোর দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে আমি থাকতাম, কিন্তু এ কাজে ব্যারিমোর আমার চাইতে ঢের বেশি উপযুক্ত। তবে দিনে কিংবা রাতে, যখনই কোন প্রয়োজন পড়ুক না কেন, আমাকে ডেকে পাঠাতে এতটুকু ইতস্তত করবেন না। আজ রাতের মতো চলি, কেমন?'

চাকার শব্দ মিলিয়ে যাবার পর স্তর হেনরি আর আমি হলঘরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে হলঘরের ভারী কপাটদুটো সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। সুন্দর সাজানো প্রকাণ্ড ঘর, উঁচু ছাদ, দীর্ঘ দিনের পুরনো কালো ওক কাঠের কড়ি-বরগা। সাবেকী আমলের তাপ-চুল্লীতে আগুন জ্বলছে। আমরা সেই আগুনে হাত সেঁকলাম, দীর্ঘ পথ ঠাণ্ডায় শরীর যেন জমে আসছিল। তারপর চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম—দীর্ঘ, সরু সরু রঙিন কাচের জানালা, সারা দেওয়াল জুড়ে ওক কাঠের প্যানেল, দেওয়ালের গায়ে টাঙানো হরিণ, সম্বরের মাথা, ঘরের মাঝখান থেকে ঝোলানো ঝাড়ের আলোয় সব কিছুই কেমন যেন ঝাপসা, ম্লান।

'মনে মনে ঠিক যেমনটা ভেবেছিলাম, এ দেখছি হুবহু মিলে যাচ্ছে!' অনেকটা স্বগত স্বরেই স্তর হেনরি বললেন। 'যে ঘরে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, এখানে আমার পূর্বপুরুষেরা পাঁচশো বছর ধরে বসবাস করে এসেছে, এ-কথা ভাবতেই কেমন বিস্ময় লাগে, তাই না, ডাক্তার ওয়াটসন?'

'নিশ্চয়ই।'

কিছুটা অবাক হয়েই তাকিয়ে দেখলাম শিশুর মতো অপ্রত্যাশিত খুশিতে ওঁর সারা মুখ যেন ঝলমল করছে। যেখানে উনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, মাথার উপর থেকে আলোটা চন্দ্রাতপের মতো এমন ভাবে ঝুলছে, সারা দেওয়াল জুড়ে দীর্ঘ ছায়া পড়েছে।

জিনিসপত্তর আমাদের ঘরে গোছগাছ করে রেখে ব্যারিমোর ফিরে এল। মার্জিত রুচিসম্পন্ন ভৃত্যের মতো সে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখনই তাকে ভাল করে দেখার অবকাশ পেলাম—ভারি সুন্দর লম্বা ছিপছিপে চেহারা, উচ্ছলতাবিহীন কিছুটা বিষণ্ণ মুখ, চৌকো কালো দাড়ি। সব মিলিয়ে বেশ বৈশিষ্ট্যময় একটা অবয়ব।

'রাতের খাবার কি এখনই পরিবেশন করা হবে স্যর ?'

'তোমার কি সব প্রস্তুত হয়ে গেছে ?'

'আর অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে স্যর। আপনাদের ঘরেই গরম জল দেওয়া আছে। নতুন বন্দোবস্ত শুরু না হওয়া পর্যন্ত আমি আর আমার স্ত্রী খুশি হয়েই আপনার কাছে থাকব, স্যর হেনরি। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, নতুন ব্যবস্থায় এ বাড়িতে আরও বেশি লোকজন দরকার।

'নতুন ব্যবস্থা বলতে ?'

'আমি শুধু এইটেই বলতে চেয়েছি স্যর, স্যর চার্লস বরাবরই খুব নিরিবিলিতে থাকতে ভালবাসতেন, আমরা দুজনেই তাঁর কাজকর্ম সব দেখাশোনা করতে পারতাম; কিন্তু এখন হয়ত আপনার কাছে অনেক লোকজন যাওয়া-আসা করবে, আপনি হয়ত নিজেই চাইবেন গৃহস্থালির কিছু রদবদল করতে।'

'তার মানে তুমি আর তোমার স্ত্রী এখান থেকে চলে যেতে চাও, এই তো ?'

'যখন আপনার সুবিধে হবে তখনই যাব, স্যর।'

'কিন্তু তোমাদের পরিবার তো কয়েক পুরুষ ধরেই আমাদের এখানে বাস করে আসছে, তাই নয় কি ? এত কালের একটা পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে তোমরা চলে যাবে, এটা ভাবতেও আমার খুব খারাপ লাগছে।'

আমার মনে হল ব্যারিমোরের বিষণ্ণ মুখটা চকিতে যেন আরও ম্লান হয়ে গেল। ছলছল চোখে সে স্যর হেনরির মুখের দিকে তাকাল।

'আমার আর আমার স্ত্রীরও খুব খারাপ লাগবে স্যর। কিন্তু সত্য বলতে কি, আমরা দুজনেই স্যর চার্লসকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতাম. ওঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমাদের মন একদম ভেঙে গেছে। এই পরিবেশে আমাদের থাকতে খুবই কষ্ট হবে স্যর। আমার ভয় হচ্ছে, বাস্কারভিল প্রাসাদে হয়তো কোনদিনই মন বসবে না।'

'তুমি কি করবে কিছু ঠিক করেছ ?'

'ভেবেছি ব্যবসা করব। অবশ্য সেটা ভাবতে পেরেছি স্যর চার্লসের দয়ায়। এসব কথা এখন থাক স্যর—চলুন আপনাদের ঘরগুলো দেখিয়ে দিই।'

হলঘরের দুপাশ থেকেই উঠছে রেলিং-দেওয়া চওড়া দুটো সিঁড়ি। সিঁড়ির শেষপ্রান্ত থেকে শুরু হয়েছে লম্বা টানা বারান্দা দুটো। এই বারান্দা থেকেই পর পর বাড়ির সমস্ত শোবার ঘরগুলোয় যাওয়া যায়। আমার আর স্যর হেনরির শোবার ঘর একই দিকের বারান্দায় এবং প্রায় পাশাপাশিই। প্রাসাদের মূল অংশের চাইতে এই ঘরগুলো অনেক বেশি আধুনিক মনে হল। হালকা রঙের উজ্জ্বল কাগজ দিয়ে দেওয়ালগুলো মোড়া, অসংখ্য বাতির ঝাড় জ্বলছে। এখানে এসে পৌঁছনোর পর প্রাসাদটা যত বিষণ্ণ মনে হয়েছিল, এ ঘরগুলো তার চাইতে অনেক বেশি উজ্জ্বল আর ঝলমলে।

কিন্তু নিচে হলঘর আর সুসংলগ্ন খাবারঘরটা ছায়াচ্ছন্ন, প্রায় অন্ধকার। ঘরটা প্রকাণ্ড, কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে মঞ্চের মতো খানিকটা জায়গা, এখানে পরিবারের সবাই বসতেন, নিচের অংশটা বাড়ির চাকরবাকরদের জন্য। খাবার ঘরের এক প্রান্তে

প্রাচীন প্রথা-অনুযায়ী গায়কদের জন্য একটা আলাদা মঞ্চ। মাথার ওপরে ঝুলকালি পড়া কালো কালো কড়ি-বরগা। এক সময়ে সারা ঘর জুড়ে সারি সারি ঝাড়ের আলোয় যখন রোশনাই ঠিকরে পড়ত আর আহার উৎসবে চলত উচ্ছল আমোদ-প্রমোদ, তখন কতটা জাকজমকপূর্ণ মনে হত জানি না, কিন্তু এখন ঘেরাটোপ দেওয়া একটা বাতির সংকীর্ণ আলোর বৃত্তের মধ্যে বসে রয়েছে কালো পোশাক পরা ছুটো মানুষ, স্বভাবতই মন যাদের রীতিমতো দমে গেছে, মৃদু হয়ে গেছে কণ্ঠস্বর। দেওয়ালের গায়ে সারি সারি এলিজাবেথের সময়কার বীর যোদ্ধা থেকে শুরু করে রিজেন্সি আমলের ফুলবাবু পর্যন্ত নানা ধরনের পোশাক-পরা পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি, যেন আমাদের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে আর তাদের নীরব উপস্থিতিতে আমাদের নিরুৎসাহ করে দিচ্ছে। অল্প কিছু আলাপ-আলোচনার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তারপর ধূমপানের জন্যে আমরা গেলাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিলিয়ার্ড-কক্ষে।

'যাই বলুন ডাক্তার ওয়াটসন, জায়গাটা কিন্তু আদৌ মনোরম নয়।' স্যর হেনরি ম্লান মুখে আমার দিকে তাকালেন। 'পরে হয়তো এতটা খারাপ লাগবে না, কিন্তু এখন ভীষণ খাপছাড়া লাগছে। এরকম একটা নিরেস প্রাসাদে জ্যাঠামশাই সম্পূর্ণ একা একা থাকতেন কেমন করে সেটাই আমার ভাবতে কেমন অবাক লাগছে। যাই হোক, যদি কিছু মনে না করেন ডাক্তার ওয়াটসন, চলুন আজ রাত্তিরে একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়ি, কাল ভোরে হয়তো অনেকটা ভালো লাগতে পারে।'

শুতে যাবার আগে জানলার পরদা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। হলঘরের সামনের উন্মুক্ত ঘাসের প্রান্তরটা চোখে পড়ল। তরুবীথির দুপাশের ঝাকড়া গাছগুলো বাতাসে দুলছে, ভেসে আসছে তার মর্মরিত আর্তনাদ। ছুটন্ত ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে আধখানা চাঁদ উঁকি মারছে। তার হিমেল আলোয় দূরে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পত্রালীর ওপারে ভাঙা ভাঙা পাহাড়ের সারি আর বিষাদমগ্ন জলাভূমির বাঁকা একটা রেখা। পরদা টেনে দিয়ে ভারাক্রান্ত মন নিয়েই শয্যায় ফিরে এলাম।

কিন্তু এ অনুভূতির এখানেই শেষ নয়। পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম ঠিকই, তবু জেগে থাকতে হল। এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ঘুমতে পারলাম না। প্রতি পনের মিনিট অন্তর দূরে কোথা থেকে যেন ভেসে আসতে লাগল ঘড়ির সুরেলা ঘণ্টধ্বনি। এছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই, সারা প্রাসাদ নিস্তব্ধ নিঝুম। হঠাৎ গভীর রাতে স্পষ্ট অনুরণিত একটা শব্দ আমার কানে এল। শব্দটা কোন নারীর দুঃসহ যন্ত্রণায় চাপা কান্নার ধ্বনি। খুব বেশি দূরে নয়, বাড়ির ভেতরেই কোথাও হবে। বিছানায় উঠে বসে আমি কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আধঘণ্টা ধরে অধীর আগ্রহে উৎকর্ণ হয়ে থেকেও ঘড়ির সুরেলা ধ্বনি আর দেওয়ালের আইভি লতার মৃদু মর্মর ছাড়া অন্য কোন শব্দই শুনতে পেলাম না।

সাত

প্রথম-দেখায় বাস্কারভিল প্রাসাদ আমাদের দুজনেরই মনে যে বিষণ্ণতার ছাপ ফেলেছিল, পরের ভোরে রোদ-ঝলমলে নবীন সৌন্দর্যে সে অনুভূতি অনেকটা মন থেকে মিলিয়ে গেল। স্যর হেনরি আর আমি দুজনে প্রাতরাশের টেবিলে বসেছি, জানলা দিয়ে সূর্যের আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে সারা ঘরে। সোনালী রোদে ওক্ কাঠ দিয়ে মোড়া দেওয়ালগুলো তামার মতো ঝিকমিক করছে। ভাবতেই কেমন অবাক লাগে, এটা সেই খাবার ঘর, আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় যে-ঘরটা আমাদের সারা মন নিঃসীম বিষণ্ণতায় ভরিয়ে তুলেছিল।

'আমার মনে হয় এটা বাড়ির দোষ নয়, দোষ আমাদেরই,' নীরবতা ভেঙে স্যর হেনরিই প্রথম বলে উঠলেন। 'এতটা পথ গাড়িতে আর ঠাণ্ডায় একেবারে নেতিয়ে পড়েছিলাম, তাই প্রাসাদটিকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারিনি। সব মিলিয়ে এখন কিন্তু আমার বেশ ভালোই লাগছে।'

'আমারও। কিন্তু স্যর হেনরি, অনুভূতি বা কল্পনার কথা বাদ দিলেও, যা বাস্তব—যেমন ধরুন, গভীর রাত্তিরে আমি কোনো মহিলার চাপা কান্না শুনতে পেয়েছি। আপনি কিছু শুনেছেন?'

'ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো! হ্যাঁ, আধো-ঘুমের মধ্যে মনে হয় আমিও যেন এরকম একটা কিছু শুনতে পেয়েছি। খানিকক্ষণ কান পেতে শোনার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু বিশেষ আর—কিছু শুনতে পাইনি। তখন ভাবলাম বুঝি স্বপ্নই দেখছি।'

'কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনেছি, এবং সেটা যে কোন মহিলার কান্না সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

'ব্যাপারটার একটু খোঁজ নিতে হবে।'

স্যর হেনরি ঘন্টি বাজালেন, ব্যারিমোর এসে দাঁড়ালে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। মনিবের প্রশ্ন শুনে আমার মনে হল তার শীর্ণ মুখটা আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেল। রীতিমতো বিস্মিত স্বরেই সে জবাব দিল, 'না স্যর, এ প্রাসাদে মাত্র দুজনই স্ত্রীলোক আছে, একজন বাসনমাজার ঝি, সে থাকে প্রাসাদের একেবারে শেষ প্রান্তে। অন্যজন আমার স্ত্রী। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি ও রাত্তিরে কোনোরকম শব্দ করেনি।'

কথাটা কিন্তু মিথ্যে। কেননা প্রাতরাশের পর হঠাৎ করেই মিসেস ব্যারিমোরের সঙ্গে আমার বারান্দায় দেখা হয়ে যায়। তখন পরিপূর্ণ সূর্যের আলো পড়েছে ওর মুখে। রীতিমতো বলিষ্ঠ দীর্ঘ চেহারা, দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো স্নিগ্ধ মুখশ্রী, কিছুটা শান্ত উদাসীন। দীর্ঘ পল্লব মেলে ও যেন আমার দিকে তাকাল, দেখলাম চোখের পাতা দুটো ফোলা আর লাল, চোখের কোলে কালি। তাহলে রাত্তিরে ও-ই কেঁদেছিল আর সে কথা ওর স্বামী জানত। কিন্তু ধরা পড়ে যাবে জেনেও কেন সে অস্বীকার করল? আর কেনই বা তার স্ত্রী গভীর রাতে অমন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল? সুশ্রী চেহারা, সুন্দর কালো দাড়ি সত্ত্বেও আমার মনে হল ব্যারিমোরের চারপাশ ঘিরে কোথায় যেন অজানা রহস্য রয়েছে। এই লোকটাই প্রথম স্যর চার্লসের মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে, এর বিবৃতির ওপর নির্ভর করেই আমরা বৃদ্ধের

মৃত্যু-সংক্রান্ত সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা জানতে পেরেছি। আচ্ছা, এমনও ত হতে পারে, রিজেন্ট ষ্ট্রীটে গাড়িতে আমরা যাকে দেখেছি সে ব্যারিমোর? দাড়িটা ঠিক সেই রকম। অবশ্য কোচোয়ানের ধারণা অনুযায়ী লোকটা আরও বেঁটে, কিন্তু পলকের জন্যে দেখায় তার ভুলও তো হতে পারে!

মনে মনে ভাবলাম ব্যাপারটা একটু যাচাই করে দেখতে হবে। এবং যাচাই করে দেখার একমাত্র উপায় সরাসরি গ্রিমপেন পোস্টমাস্টারের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করা—তারবার্তাটা ব্যারিমোরের নিজের হাতে দেওয়া হয়েছিল কিনা। ফলাফল যাই হোক না কেন, অন্তত শার্লক হোমসকে জানানোর মতো কোন সংবাদ নিশ্চয়ই থাকবে।

প্রাতরাশের পর বহু কাগজপত্র হেনরির পরীক্ষা করে দেখার ছিল, ফলে এই সময়টাই আমার কাজের পক্ষে শুভ। জলাভূমির পাশ দিয়ে মাইল চারেক পথ বেশ আনন্দেই কেটে গেল, শেষে এসে পৌছলাম একটা ছোট পল্লীতে। অন্যান্য বাড়ির তুলনায় সবচেয়ে বড় বাড়ি দুটোর একটা সরাইখানা, অন্যটা ডাক্তার মর্টিমারের। ছোট একটা মুদির দোকান, সেই দোকানেই পোস্টমাস্টারের ডাকঘর।

পোস্টমাস্টারকে ডেকে জিজ্ঞেস করায় উনি বললেন, 'হ্যাঁ স্যর, নির্দেশমতোই টেলিগ্রামটা বিলি করে দিয়েছিলাম।'

'কে বিলি করেছিল?'

'আমার ছেলে জেমস। দাঁড়ান, ওকে ডাকছি। জেমস, গত হপ্তায় তুমিই তো বাস্কারভিল প্রাসাদে গিয়ে টেলিগ্রামটা বিলি করেছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'তুমি কি ব্যারিমোরের নিজের হাতে দিয়েছিলে?' এবার আমিই জেমসকে সরাসরি প্রশ্ন করলাম।

'না স্যর, ব্যারিমোর তখন ওপরের তলায় ছিল, তাই আমি নিজে তার হাতে দিতে পারিনি। কিন্তু আমি টেলিগ্রামটা মিসেস ব্যারিমোরের হাতে দিয়ে বলেছিলুম ওটা তখুনি ব্যারিমোরের কাছে পৌছে দিতে।'

'তুমি কি ব্যারিমোরকে দেখতে পেয়েছিলে?'

'না স্যর, ব্যারিমোর তখন ওপরের তলায় ছিল।'

'তুমি যদি তাকে দেখতেই না পাও, তবে কেমন করে বলছ ও ওপরের তলায় ছিল?'

'ব্যারিমোর কোথায় ছিল সেটা ওর নিজের স্ত্রীরই জানবার কথা,' কিছুটা বিরক্ত হয়েই পোস্টমাস্টার ছেলের হয়ে জবাব দিলেন। 'কেন, ব্যারিমোর কি সে টেলিগ্রাম পায়নি? এ সম্পর্কে যদি কোন ভুলচুক হয়ে থাকে তাহলে তার নিজেরই অভিযোগ করার কথা।'

এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার আর কোন অর্থই হয় না। তবে এটা পরিষ্কার, হোমসের চালাকি সত্ত্বেও, ব্যারিমোর সে সময়ে লণ্ডনে ছিল কি না সে সম্পর্কে আমরা সুস্পষ্ট

কোন প্রমাণ পাইনি। যদি ধরে নিই, যে ব্যক্তি স্যর চার্লসকে শেষ বারের মতো জীবিত দেখেছিল, যে প্রথম স্যর চার্লসের মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিল, সে-ই যদি লণ্ডনে তার নতুন মনিবের পেছনে লাগে, তাহলে কি দাঁড়ায়? সে কি অন্যের হয়ে কাজ করেছিল, না তার নিজেরই কোন জঘন্য দুরভিসন্ধি ছিল, বাস্কারভিল পরিবারের লোকের পেছনে লেগে তার কি লাভ? টাইমস্ পত্রিকা থেকে কেটে কেটে তৈরি-করা সেই অদ্ভুত সতর্কবাণীটার কথা আমার হঠাৎ মনে পড়ল। ওটা কি তারই কাজ, না অন্য কারুর? এটা থেকে একটাই উদ্দেশ্য অনুমান করা যায়, স্যর হেনরি নিজেই যার ইঙ্গিত দিয়েছেন—ভয় দেখিয়ে গৃহস্বামীকে যদি তাড়ানো সম্ভব হয়, তাহলে বাস্কারভিল প্রাসাদে ব্যারিমোর-দম্পতি চিরকালের জন্য একটা আরামের আস্তানা গাড়তে পারবে। কিন্তু এই ধনী, তরুণ জমিদারটিকে ঘিরে যে গভীর চক্রান্তের জাল বিছানো হচ্ছে বলে অনুমান করা যায়, সে তুলনায় এসব ব্যাখ্যা আদৌ যথেষ্ট নয়। শার্লক হোমসের নিজের ভাষায় এটাই তার জীবনের সবচেয়ে জটিল ঘটনা।

নির্জন পথে একা ফিরে আসতে আসতে মনে মনে কামনা করলাম হোমস যেন তাড়াতাড়ি তার কাজ থেকে মুক্তি পায় এবং এখানে এসে আমার কাঁধ থেকে গুরু দায়ভার নামিয়ে নেয়।

হঠাৎ আমার পেছনে ধাবমান পায়ের শব্দ আর আমার নাম-ধরে-ডাকা একটা কণ্ঠস্বরে চিন্তাস্রোত ছিন্ন হয়ে গেল। প্রথমে ভেবেছিলাম বোধ হয় ডাক্তার মর্টিমার, কিন্তু ঘুরে তাকাতেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ভদ্রলোক সম্পূর্ণ অপরিচিত। ছোটখাট, ছিপছিপে চেহারা। বাহুল্যবর্জিত মুখ, শীর্ণ পরিষ্কার কামানো চিবুক। ত্রিশ-চল্লিশের মধ্যে বয়েস, মাথায় ঘাসের টুপি, পরনে ছাই রঙের পোশাক। কাঁধে উদ্ভিদের নমুনা রাখার টিনের বাক্স, হাতে প্রজাপতি ধরার সবুজ একটা জাল।

'আমার বেয়াদপি মাপ করবেন, ডাক্তার ওয়াটসন', ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। 'এখানে এই গ্রামাঞ্চলে আমরা সবাই খুব সাদাসিধে, লৌকিকতার বালাই না রেখে নিজেরাই অন্যের সঙ্গে পরিচয় করে নিই। আমাদের উভয়ের পরিচিত বন্ধু ডাক্তার মর্টিমারের কাছে হয়তো আমার নাম শুনে থাকবেন। আমি মেরিপিট হাউসের স্টেপলটন।'

'কাঁধে টিনের বাক্স, হাতে প্রজাপতি ধরার জাল দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি আপনি প্রাণিতত্ত্ববিদ্। কিন্তু আপনি আমাকে কেমন করে চিনতে পারলেন, মিস্টার স্টেপলটন?'

'ডাক্তার মর্টিমারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, উনিই জানলা দিয়ে আপনাকে দেখিয়ে দিলেন। ভাবলাম একই পথে যখন ফিরতে হবে, আলাপটা করে রাখতে দোষ কি। আশা করি এতটা পথ আসতে স্যর হেনরির খুব একটা কষ্ট হয়নি?'

'ধন্যবাদ, উনি বেশ ভালোই আছেন।'

'আমাদের সবার ভয় হয়েছিল স্যর চার্লসের শোচনীয় মৃত্যুর পর নতুন কোন জমিদার এখানে আসতেই চাইবেন না। একজন যথার্থ ধনী এরকম একটা জংলা জায়গায় আবদ্ধ থাকবেন, এটা আশা করাই অন্যায়। অন্যদিকে আবার সামান্য

একটা কুসংস্কারের ভয়ে উনি যদি না আসেন, অনুন্নত এই গ্রামটার কোনদিনই উন্নতি হবে না। আশা করি ওঁর তেমন কোন কুসংস্কার নেই?'

'সম্ভবত না।'

'ভয়ংকর একটা ভৌতিক কুকুর বাস্কারভিল পরিবারের ওপর হানা দিয়ে আসছে, সম্ভবত এ কিংবদন্তিটা আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'আপনি জানেন না, এখানকার চাষীরা ভীষণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। যাকেই জিজ্ঞেস করবেন, সেই শপথ করে বলবে এ জলায় ভয়ংকর একটা জানোয়ার দেখেছে।' হাসতে হাসতে কথাগুলো বললেও, মিস্টার স্টেপলটনের চোখ দেখে মনে হল ব্যাপারটাতে উনিও যথেষ্টই গুরুত্ব দিয়েছেন। 'এই কাহিনী স্যর চার্লসকে একে পেয়ে বসেছিল, এবং এটাই যে তাঁর শোচনীয় মৃত্যুর কারণ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

'কেন?'

'তাঁর স্নায়ু এমন অতিরিক্ত মাত্রায় দুর্বল ছিল যে ভয়ংকর কোন শিকারী কুকুরের আকস্মিক উপস্থিতি খুব সহজেই তাঁর মনের ওপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটাতে বাধ্য। আমার অনুমান সেদিন রাত্তিরে ইউ-বিথীতে তিনি ওই রকমই একটা কিছু দেখেছিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাকে অসম্ভব ভালোবাসতেন, আমি জানতাম ওঁর স্নায়বিক দুর্বলতা—বরাবরই আমার ভয় ছিল, পাছে এরকম কোন দুর্ঘটনা ঘটে।'

'কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন ওঁর স্নায়বিক দুর্বলতা ছিল?'

'ডাক্তার মর্টিমার আমাকে বলেছিলেন।'

'তাহলে আপনি মনে করেন, ভয়ংকর কোন শিকারী কুকুরই স্যর চার্লসকে তাড়া করে, এবং তার ফলেই উনি মারা যান?'

'আপনি কি এর বাইরে যুক্তিসংগত কোন কারণ উপস্থিত করতে পারেন, ডাক্তার ওয়াটসন?'

'আমি এখনও পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারিনি, মিষ্টার স্টেপলটন।'

'নিশ্চয় মিস্টার শার্লক হোমস কোন সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন?'

ওঁর কথা শুনে আমার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এল, কিন্তু ভদ্রলোকের প্রশান্ত মুখ নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝলাম আমাকে চমকে দেবার কোন অভিপ্রায়ই ওঁর ছিল না।

'না ডাক্তার ওয়াটসন,' আমাকে অবাক হতে দেখে মিস্টার স্টেপলটন হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনাকে জানি না বলে ভান করলে অন্যায়ই করা হবে। আপনার ডিটেকটিভ কার্যকলাপ এখানেও এসে পৌঁছেছে; নিজেকে পরিচিত না করাতে চাইলেও তাকে আপনি কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারবেন না, ডাক্তার ওয়াটসন। ডাক্তার মর্টিমার যখন আমাকে আপনার নাম বললেন আপনার পরিচিতিকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। আর আপনি যখন এখানে এসেছেন তখন স্বভাবতই ধরে নেওয়া যায় মিস্টার শার্লক হোমস এ ব্যাপারটায় মনোনিবেশ করেছেন। তাই এ সম্পর্কে ওঁর কি অভিমত জানার জন্যে খুবই কৌতূহল অনুভব করছি, ডাক্তার ওয়াটসন।'

'কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় মিস্টার স্টেপলটন।

'আচ্ছা, ওঁর নিজের কি এখানে আসার কোন সম্ভাবনা আছে?'

'আপাতত ওর পক্ষে শহর ছেড়ে আসা সম্ভব নয়। অত্যন্ত জরুরী কয়েকটা ঘটনায় ও খুবই জড়িয়ে রয়েছে।

'খুবই দুঃখের কথা। আমাদের কাছে যেটা অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে, উনি থাকলে হয়ত তার ওপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারতেন। অবশ্য আপনার নিজের অনুসন্ধানের কাজে যদি আমার সাহায্যের কোথাও কোন প্রয়োজন হয়, অনুগ্রহ করে জানাবেন। আর এই ঘটনায় যদি আপনার কোথাও কোন সন্দেহ থাকে কিংবা কিভাবে এগুতে চান, সে সম্পর্কে যদি একটু আভাস দেন আমি এখুনি আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার স্টেপলটন। আপাতত আমার সাহায্যের কোন প্রয়োজন হবে না। আমি এখানে এসেছি শুধু স্যর হেনরির আমন্ত্রণেই।'

'অনধিকার চর্চার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন, ডাক্তার ওয়াটসন। কথা দিচ্ছি এ ব্যাপারে আর কখনও কিছু উল্লেখ করব না।'

হাঁটতে হাঁটতে আমরা দুজন তখন এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি যেখানে ঘাসে-ঢাকা একটা সরু পথ আড়াআড়িভাবে রাস্তা অতিক্রম করে সোজা জলাভূমির দিকে চলে গেছে। ডানদিকে নিচু একটা পাহাড়, তার মাথায় গ্রানাইট পাথরের ধ্বংসস্তূপ, পানসি আর কাঁটা-ঝোপে প্রায় সম্পূর্ণটাই ঢেকে গেছে, দূরে উঁচু একটা জায়গা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।

'জলার এই পথটা ধরে আর খানিকটা এগুলেই আমরা মেরিপিট হাউসে পৌঁছে যাব। ঘণ্টা খানেক সময় হাতে থাকলে আমার বোনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতাম। আলাপ হলে ও খুব খুশি হবে।'

প্রথমেই মনে হল স্যর হেনরির পাশে আমার উপস্থিত থাকা উচিত। কিন্তু ওঁর টেবিলের ওপর পড়ে-থাকা রাশিকৃত কাগজপত্রের কথা মনে পড়তেই ভাবলাম এ ব্যাপারে আমি ওঁকে তেমন কোন সাহায্য করতে পারব না। তাছাড়া হোমসের নির্দেশ অনুযায়ী জলাভূমির অন্যান্য প্রতিবেশীদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করার দায়িত্বও আমার। তাই স্টেপলটনের আমন্ত্রণকে সরাসরি উপেক্ষা করতে পারলাম না।

'বেশ, চলুন।'

ঘাসে-ঢাকা সরু পথটা ধরে আমরা দুজনে এগিয়ে চললাম।

'জলাভূমিটা ভারি অদ্ভুত জায়গা, ডাক্তার ওয়াটসন, দেখে দেখেও আশ মেটে না।' নিচু, বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর, তরঙ্গায়িত উষর পাহাড়শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে মিস্টার স্টেপলটন ধীরে ধীরে বললেন। 'এটা এমনই বিশাল, এমন অনুর্বর আর গভীর রহস্যে মোড়া যে কোনদিনই এর গোপনীয়তাকে, এর অজানাকে ভেদ করতে পারবেন না।'

'জলাভূমিটা সম্পর্কে আপনি অনেক খোঁজখবর রাখেন বলে মনে হচ্ছে?'

'অনেক আর কোথায়? আমি এখানে এসেছি মাত্র বছর দুয়েক। এখানকার বাসিন্দাদের তুলনায় আমাকে নবাগতই বলতে পারেন। কিন্তু এর আনাচে-কানাচে

ঘুরে বেড়ানোই আমার শখ, এবং সম্ভবত এ সম্পর্কে আমার চাইতে বেশি কেউ জানে এমন লোক খুব কমই আছে।'

'জানা কি এতই কঠিন?'

'অসম্ভব কঠিন। যেমন ধরুন না কেন, উত্তর দিকে ওই যে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিটা দেখছেন, যার মাঝখান থেকে অদ্ভুত পাহাড়গুলো উঠেছে, ওটাকে দেখে কি আপনার আশ্চর্য কিছু মনে হচ্ছে?'

'এখান থেকে এমন সমান্তরাল আর মসৃণ দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে ঘোড়দৌড়ের পক্ষে একটা চমৎকার জায়গা।'

'হ্যাঁ, এরকম মনে করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এরই মোহে কত লোক যে প্রাণ হারিয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। সমতলভূমির ওপর ঘেঁষাঘেঁষি উজ্জ্বল সবুজ চিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ওগুলো অন্যান্য জায়গার চাইতে বেশি উর্বর।'

স্টেপলটন মুচকি মুচকি হাসলেন।

'ওটাই হচ্ছে সেই বিখ্যাত গ্রিমপেন মায়ার। একটা ভুল পদক্ষেপ মানেই একটা জীবন চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া—তা সে মানুষ হোক বা পশুই হোক। গতকালই দেখলাম সমতলভূমিতে একটা টাট্টু চরছে, তারপর সে আর ফিরে আসেনি। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখেছিলাম সংকীর্ণ একটা গণ্ডির মধ্যে তার মাথাটা জেগে রয়েছে. শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর পাঁক তাকে টেনে নিল। বর্ষাকালে তো বটেই, এমনকি শুকনোর সময়েও ওটা পার হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। তবু একমাত্র আমিই পারি প্রাণ নিয়ে ওটার মধ্যে থেকে ঘুরে আসতে। আরে, কি সর্বনাশ। ওটার মধ্যে আর একটা টাট্টু পড়েছে দেখছি!'

সত্যিই তাই! ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম সবুজ ঘাসের মধ্যে বাদামী রঙের কি যেন একটা ছটফট করছে। লম্বা ধূসর গলাটাই কেবল দেখা যাচ্ছে, আর অসহ্য যন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে। থেকে থেকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার মর্মন্তুদ আর্তনাদ। আতঙ্কে সারা শরীর আমার শিউরে উঠল, কিন্তু সঙ্গীটি দেখলাম আমার চাইতে অনেক কড়া ধাতের।

'সব শেষ হয়ে গেল! ভয়ংকর পাঁক তাকে টেনে নিয়েছে!' 'নিষ্পলক চোখে দূরের দিকে তাকিয়ে মিস্টার স্টেপলটন গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'দুদিনে দুটো গেল, আরও কত গেছে তাই বা কে জানে!'

'সে কি!' শেষ পর্যন্ত ভাষা খুঁজে পেয়ে অস্ফুট বিস্ময়ে বলে উঠলাম।

'ঠিক তাই! খরার সময়ে ওরা ওখানে চরতে যায়, পাঁকের মধ্যে তলিয়ে যাওয়ার আগে তফাতটা ঠিক বুঝতে পারে না। এই গ্রিমপেন মায়ার যে কি সর্বনেশে জায়গা আপনি জানেন না, ডাক্তার ওয়াটসন।'

'আপনি বলছেন—আপনি ও জায়গায় যেতে পারেন?'

'হ্যাঁ, সঙ্কীর্ণ একটা পথ আছে, যা আমি নিজে আবিষ্কার করেছি।'

'কিন্তু ওরকম ভয়ংকর একটা জায়গায় কেন আপনি যান আমি সেটাই বুঝতে পারছি না!'

'যাই ওই দূরের পাহাড়গুলোর জন্যে। আসলে কিন্তু ওগুলো পাহাড় নয়, বছরের পর বছর পাঁক জমে জমে এক একটা দ্বীপের মতো সৃষ্টি হয়েছে। ওখানে নানা ধরনের দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ আর প্রজাপতি পাওয়া যায়।'

'তাই নাকি! তাহলে তো সময় করে একবার যেতে হয়।'

বিস্ফরিত চোখে মিস্টার স্টেপলটন আমার মুখের দিকে তাকালেন। 'আপনি কি পাগল হয়েছেন! দোহাই আপনার, মাথা থেকে ওই বদ খেয়ালটা তাড়ান। নইলে আপনার মৃত্যুর জন্যে আমার নিজেকেই দায়ী মনে হবে। বিশ্বাস করুন, ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসা প্রায় দুঃসাধ্য। মাটির রঙের বিশেষ কয়েকটা চিহ্ন দেখেই আমি কেবল ওখানে যেতে পারি।'

'আরে, এ আবার কি।' আতঙ্কে আমি প্রায় চিৎকারই করে উঠলাম।

'অবিশ্বাস্য রকমের করুণ, দীর্ঘ, চাপা একটা আর্তনাদ জলাভূমির ওপর দিয়ে ভেসে এল। শব্দটা প্রথমে অস্ফুট একটা ধ্বনি থেকে ক্রমে গভীর গর্জনে পরিণত হল, তারপর একটু একটু করে আবার অস্পষ্ট করুণ প্রতিধ্বনিতে তরঙ্গায়িত হয়ে বাতাসে হারিয়ে গেল। শব্দটা কোথা থেকে এল কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আশ্চর্য রহস্যময় ভঙ্গিতে স্টেপলটন আমার মুখের দিকে তাকালেন।

'ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো।'

'জলাভূমিটা সত্যিই ভারি অদ্ভুত জায়গা, ডাক্তার ওয়াটসন।'

'কিন্তু জিনিসটা কি?'

'এখানকার চাষীরা বলে বাস্কারভিলের শিকারী কুকুরের গর্জন, শিকারের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে। এর আগে আমি নিজেও দু-একবার শুনেছি, কিন্তু এত জোরে আর কখনও শুনিনি।'

হিমেল আতঙ্কে আমি চারদিকে তাকালাম। সবুজ ঘাসে-ছাওয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তরটা একেবারে নিস্তব্ধ নিঝুম। আমাদের পেছনের একটা টিলায় এক জোড়া দাঁড়কাক কেবল তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

'আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ, এসব আজগুবি কথায় বিশ্বাস করেন?' একটু কঠিন স্বরেই সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'অদ্ভুত এই শব্দটার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আপনার কি মনে হয়?'

'বাদায় মাঝে মাঝে এরকম অদ্ভুত শব্দ হয়। হয়তো পাঁক বসে যাচ্ছে, কিংবা নিচে থেকে উঠছে—'

'না, শব্দটা কোনো জীবন্ত প্রাণীর কণ্ঠস্বর।'

'হ্যাঁ, তাও হতে পারে। আপনি কি কখনও বিটার্ন-পাখির গম্ভীর ডাক শুনেছেন?'

'না।'

'খুবই দুষ্প্রাপ্য ধরনের পাখি, বলতে গেলে এখন প্রায় ইংল্যাণ্ড থেকে লোপই

পেয়ে গেছে—কিন্তু পরিত্যক্ত এই জলাভূমিতে সবই সম্ভব। আমরা হয়তো সেই বিটার্ন-পাখিরই ডাক শুনেছি।'

'এমন অপার্থিব আর রহস্যময় ডাক আমি আর কখনও শুনিনি।'

'জায়গাটা কিন্তু সত্যিই অপার্থিব, ডাক্তার ওয়াটসন। দূরের ওই পাহাড়টার দিকে তাকান। ওগুলো আপনার কি বলে মনে হয় বলুন তো?'

খাড়াই পাহাড়ের গায়ে ধূসর পাথরের বলয়গুলোর দিকে তাকালাম। 'কি ওগুলো? ভেড়ার খোঁয়াড়?'

'না, ওগুলো আমাদের কৃতী পূর্বপুরুষদের বাসস্থান। এখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষদের ঘন বসতি ছিল। কিন্তু তাদের পর থেকে বিশেষ কোন শ্রেণীর মানুষ আর বাস করতে আসেনি বলে ওগুলো ঠিক তেমনি অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে। অবশ্য এখন আর ছাদটাদের কোন বালাই নেই, শুধু দেওয়ালগুলো খাড়া রয়েছে। কৌতূহলী হয়ে যদি কখনও ভেতরে ঢোকেন—রান্না করার জায়গা, শোবার জায়গা সবই দেখতে পারেন।'

'তাহলে তো ছোটখাট একটা লোকালয় বলে মনে হচ্ছে। কতদিন আগে ওরা বাস করত?'

'নির্দিষ্ট কোনো লেখাজোখা নেই, তবে নিঃসন্দেহে প্রস্তরযুগের মানুষ। আরে! —এক মিনিটের জন্যে আমাকে ক্ষমা করুন, ডাক্তার ওয়াটসন—এটা নিশ্চয়ই সাইক্লোপিডেস্ ধরনের প্রজাপতি।'

মথের মতো দেখতে ছোট্ট একটা রঙিন প্রজাপতি ফর ফর করে আমাদের সামনে দিয়ে উড়ে গেল। চকিতে অসীম উৎসাহে স্টেপলটন ছুটলেন তার পেছন পেছন। জলাভূমির ওপর দিয়ে প্রজাপতিটা সোজা উড়ে চলল গ্রিমপেন মায়ারের দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্টেপলটন বেশ কিছুটা দূরে চলে গেলেন, মাঝে মাঝে ওঁর সবুজ জালিটা শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হতে দেখলাম। স্তব্ধ বিস্ময়ে নির্নিমেষ চোখে ওঁর ধূসর মূর্তিটাকে অনুসরণ করছি। একদিকে অসাধারণ নিপুণ তৎপরতা, অন্যদিকে আবার অসতর্ক মুহূর্তে পাঁকে তলিয়ে যাওয়ার ভয়—এই দুই মিলিয়ে আমার অবস্থা যখন কাহিল, সেই মুহূর্তে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম একজন মহিলা এদিকেই এগিয়ে আসছেন। যেখানে ধোঁয়া উঠছিলো সেই মেরিপিট হাউসের দিক থেকেই উনি এসেছেন, কিন্তু উঁচু-নিচু জমির জন্যে খুব কাছে না এসে পড়া পর্যন্ত আমি ওঁকে দেখতেই পাইনি।

উনি যে কুমারী স্টেপলটন, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই রইল না। কেন না জলাভূমিতে মহিলার সংখ্যা খুবই কম, তার ওপর মনে পড়ল উনি রূপসী। শুধু রূপসী নয়, রীতিমতো অসামান্যা রূপসী। অথচ ভাই বোনের মধ্যে কোথাও কোন মিল নেই। স্টেপলটনের গায়ের রঙ ফরসা, কটা ধরনের হালকা চুল, ধূসর চোখ; মেয়েটি চাপা রঙের, একরাশ সোনালী চুল, দীর্ঘায়ত টানা কালো চোখ, ছিপছিপে লম্বা দেহ, সুঠাম চলার ভঙ্গি, অনন্ত মুখশ্রী, ঘন পল্লব-ঘেরা চঞ্চল দুটো চোখ—সব মিলিয়ে আমার মনে হল এই নির্জন জলাভূমিতে সে

যেন মোহিনী মায়া। ভদ্রমহিলা দ্রুত পায়ে এদিকে এগিয়ে এলেও ওঁর চোখ ছিল ভাইয়ের দিকে।

মাথা থেকে টুপিটা তুলে অভিবাদন জানালাম বটে, কিন্তু কি বলব, কি বলা উচিত কিছুই ভেবে পেলাম না।

ভদ্রমহিলা নিজেই বললেন, 'ফিরে যান! এই মুহূর্তে সোজা লণ্ডনে ফিরে যান।'

অতল বিস্ময়ে আমি ওঁর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। সম্ভবত আমার মনের ভাষা পড়তে পেরেই ওঁর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। বুঝতে পারলাম না উনি হঠাৎ কেন এমন অধীর হয়ে উঠলেন।

মৃদুভাবে শুধালাম, 'কিন্তু ফিরে যাব কেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এই মুহূর্তে আপনাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না।' মিনতির মতো করুণ হয়ে উঠল ওঁর কণ্ঠস্বর। 'তবু দোহাই আপনারা ফিরে যান, আর কখনও এ জলার দিকে আসবেন না।'

'কিন্তু এই তো সবে আমি এসেছি।'

'অদ্ভুত লোক তো আপনি!' কুমারী স্টেপলটন স্পষ্টতই বিরক্ত হয়ে উঠলেন। 'আপনার ভালোর জন্যেই সাবধান করছি, সেটা বুঝতে পারছেন না? যে ভাবে যেমন করেই হোক আজ রাতে লণ্ডনে ফিরে যান। চুপ, আমার ভাই আসছে। আমি যা বললাম এ সম্পর্কে একটা কথাও ওকে বলবেন না। মেয়ারস টেলের মধ্যে ওই যে অর্কিডটা রয়েছে, দয়া করে আমাকে এনে দিন না। আমাদের এই জলাভূমিটায় প্রচুর সুন্দর অর্কিড পাওয়া যায়—অবশ্য সে সৌন্দর্য দেখার পক্ষে আপনি অনেক দেরি করে ফেলেছেন।'

প্রজাপতিটাকে ধরার আশা ছেড়ে দিয়ে স্টেপলটন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলেন, পরিশ্রমে মুখ চোখ ওঁর লাল হয়ে গেছে।

'আরে বেরিল, তুমি এখানে।' অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে যথেষ্ট পরিমাণ বিস্ময় থাকলেও স্টেপলটনের কণ্ঠস্বর শুনে খুব একটা আন্তরিক মনে হল না।

'কি ব্যাপার জ্যাক, তোমাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, আমি একটা সাইক্লোপিডেসের পেছু ধাওয়া করেছিলাম। প্রজাপতিটা খুব দুষ্প্রাপ্য ধরনের, শরতের শেষে ওদের প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি ওটাকে ধরতে পারলাম না।'

কথাগুলো স্বচ্ছন্দে বলে গেলেও ওঁর চোখ ঘুরছিল একবার ভদ্রমহিলা একবার আমার মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ কি যেন ভেবে বললেন, 'তোমরা দেখছি নিজেরাই পরিচয় করে নিয়েছ।'

'হ্যাঁ! আমি স্যর হেনরিকে বলছিলাম জলাভূমির প্রকৃত সৌন্দর্য দেখার পক্ষে উনি বড্ড বেশি দেরি করে ফেলেছেন।'

'তুমি এঁকে ভাই ভেবেছ বুঝি?'

'কেন, ইনি কি স্যর হেনরি বাস্কারভিল নন?'

'না না, আমি একজন অত্যন্ত সাধারণ মানুষ,' নিতান্তই অপ্রস্তুতে পড়লাম 'অবশ্য ওঁর বন্ধু। আমার নাম ডাক্তার ওয়াটসন।'

চকিতে তরুণীর মুখের অভিব্যক্তি যেন সম্পূর্ণ বদলে গেল। স্টেপলটন বললেন, 'চলুন, এবার যাওয়া যাক।'

পথ খুবই অল্প। খোলা জায়গায় সাবেকি আমলের জীর্ণ একটা বাড়ি, সংস্কার করে মোটামুটি আধুনিক একটা বাসস্থানে পরিণত করা হয়েছে। বাড়ির চারদিক ঘিরে আপেল বাগান। কিন্তু সাধারণত জলাভূমিতে যেমন হয়, গাছগুলো ছোট ছোট, ডালপালাগুলো ভাঙা ভাঙা। সব মিলিয়ে জায়গাটা কেমন যেন শ্রীহীন। দড়ি-পাকানো শীর্ণ চেহারা, ময়লা, ছেঁড়া কোট গায়ে, বৃদ্ধ চাকর দরজা খুলে দিল। ওকে দেখে মনে হল যেমন বাড়ি তেমনি তার চাকর। কিন্তু বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখলাম ঘরগুলো বেশ বড়। আর আসবাবপত্রের পারিপাট্য দেখে ভদ্রমহিলার রুচির পরিচয় পাওয়া গেল। জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম মাঝেমাঝে প্রস্তর-আকীর্ণ জনশূন্য তেপান্তর সুদূর দিগন্তে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এই সুদূরবিস্তারী দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে মনে মনে অবাক হয়ে ভাবলাম উচ্চশিক্ষিত একজন মানুষ আর এমন দুর্লভ রূপসী একজন তরুণী কিসের আকর্ষণে এমন আশ্চর্য নির্জন একটা জায়গায় বাস করছেন।'

'জায়গাটা সত্যিই ভরি অদ্ভুত, ডাক্তার ওয়াটসন।' যেন আমারই ভাবনার প্রতি-ধ্বনি শুনতে পেলাম স্টেপলটনের কণ্ঠস্বরে। 'তবু যতটা সম্ভব আমরা সুখেই আছি, তাই না বেরিল?'

'হ্যাঁ, বেশ সুখে আছি।' কথাটা বললেন বটে, কিন্তু দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের তেমন কোন আভাস পাওয়া গেল না।

'উত্তরাঞ্চলে আমার একটা স্কুল ছিল', কথা প্রসঙ্গে স্টেপলটন জানালেন। কিন্তু আমার স্বভাবের তুলনায় কাজটাকে মনে হত ভীষণ যান্ত্রিক আর নীরস। অবশ্য তরুণদের সাহচর্য এবং নিজের চরিত্র ও আদর্শ অনুযায়ী তাদের মানসিকতাকে গড়ে তোলার সুযোগ ছিল আমার খুবই প্রিয়। হলে কি হবে, বিধি বাম। অত্যন্ত সংক্রামক একটা ব্যাধিতে স্কুলের তিনটি ছেলে মারা যায়। আকস্মিক এই আঘাতে আমি খুব মুষড়ে পড়ি, এতে আমার মূলধনও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। তবু ছেলেগুলোর মধুর সঙ্গ যদি না হারাতে হত, এই দুরবস্থার মধ্যেও আমি প্রসন্ন থাকতে পারতাম, কেন না উদ্ভিদ-বিদ্যা আর প্রাণিতত্ত্বের ওপর আমার অসম্ভব লোভ, আর এখানে সেই কাজের ক্ষেত্র পেয়েছি অপরিসীম। আমার বোনও প্রকৃতিকে ভালোবাসে অসম্ভব। জানলা দিয়ে দূরের দিকে তাকানোর ভঙ্গি দেখেই আপনার মনোভাব বুঝতে পেরেছি, ডাক্তার ওয়াটসন।'

'সত্যিই আমার তাই মনে হয়েছিল, মিস্টার স্টেপলটন। আপনাদের বাসের পক্ষে জায়গাটা অসম্ভব নির্জন।'

'আমাদের কিন্তু খুব একটা অসুবিধে হয় না। যথেষ্ট বইপত্তর আছে, পড়াশোনা করি—প্রতিবেশীরাও ভালো। নিজের বিষয়ে ডাক্তার মর্টিমার রীতিমতো জ্ঞানী।

সঙ্গী হিসেবে স্যর চার্লসও ছিলেন ভারি চমৎকার মানুষ। ওঁর মৃত্যুতে সত্যিই আমরা মর্মাহত। আচ্ছা, আজ বিকেলে গিয়ে যদি স্যর হেনরির সঙ্গে পরিচয় করি; তাহলে উনি কি কিছু মনে করবেন?'

'না না, আমার তো মনে হয় উনি বোধ হয় খুশিই হবেন।'

'তাহলে অনুগ্রহ করে বলবেন আমি যাব। এতে নতুন পারিপার্শ্বিকতায় নিজেকে মানিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত হয়তো কিছুটা স্বস্তি বোধ করবেন। অনুগ্রহ করে যদি একবার ওপরে যান ডাক্তার ওয়াটসন, আপনাকে আমার প্রজাপতির সংগ্রহশালাটা দেখাতে পারব। আমার মনে হয় সারা ইংল্যাণ্ডে এমন সুসম্পূর্ণ সংগ্রহশালা আপনি আর একটাও খুঁজে পাবেন না। ওগুলো খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে যতটা সময় লাগবে তার মধ্যে আমাদের মধ্যাহ্নভোজও প্রস্তুত হয়ে যাবে।'

বাস্কারভিল প্রাসাদে ফিরে যাওয়ার জন্যে এমনিতে মনে মনে ছটফট করছিলাম, তার ওপর সারা জলাভূমি জুড়ে করুণ একটা বিষণ্ণতা—টাট্টুর মৃত্যু, বীভৎস কিংবদন্তীর সাথে সংশ্লিষ্ট সেই শিকারী কুকুরের ভয়ংকর গর্জন,—এ সবই আমার মনে বিশ্রী একটা চাপ সৃষ্টি করেছিল, তার ওপর আবার ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কুমারী স্টেপলটনের সতর্ক বাণী। ওঁর কণ্ঠস্বরে এমন স্পষ্ট তীব্র একটা ব্যাকুলতা ছিল যে এর পেছনে গভীর কোন রহস্য আছে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। সব মিলিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজে উপস্থিত থাকার অনুরোধ উপেক্ষা করে যে পথে এসেছিলাম ঘাসে-ঢাকা সেই সরু পথ ধরেই বাস্কারভিল প্রাসাদের দিকে রওনা হলাম।

এ ছাড়াও যে সংক্ষিপ্ত একটা পথ আছে, সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। চেনা সদর রাস্তায় পৌঁছবার আগেই স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলাম কুমারী স্টেপলটন পথের ধারে একটা পাথরের ওপর বসে রয়েছেন। পথশ্রমে খানিকটা ক্লান্ত দেখালেও, এলোমেলো চুলে ওঁকে তখন সত্যি অনন্যা মনে হচ্ছিল।

'আপনাকে ধরার জন্যে আমি প্রায় সবটা পথই ছুটে এসেছি, ডাক্তার ওয়াটসন,' হাঁপাতে হাঁপাতে ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন। 'এমন কি মাথায় টুপিটা দেবার সময় পর্যন্তও পাইনি। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করব না, ভাই হয়তো খুঁজবে। স্যর হেনরির সঙ্গে আপনাকে বোকার মতো গুলিয়ে ফেলে যেসব কথা বলেছি, তার জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত, ডাক্তার ওয়াটসন। অনুগ্রহ করে ওসব কথা আপনি ভুলে যান, আপনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।'

'কিন্তু কেমন করে ভুলব, মিস স্টেপলটন, আমি যে স্যর হেনরির বন্ধু—ওঁর শুভাশুভ দেখা আমার একান্ত কর্তব্য। বরং আমাকে বুঝিয়ে বলুন, কেন ওঁর লণ্ডন ফিরে যাওয়ার জন্যে আপনি এতটা আগ্রহী।'

'ধরে নিন না এটা একটা খেয়াল।'

'না, মিস স্টেপলটন, আপনার কণ্ঠস্বরের আর্তি, আপনার মর্মস্পর্শী চোখের দৃষ্টি এখনও স্পষ্ট মনে আছে। দোহাই আপনার অনুগ্রহ করে সব খুলে বলুন, কেন না, এখানে আসা অব্দি আমার চারপাশে কেমন যেন ছায়ার মতো কিছু অনুভব করছি। মনে হচ্ছে জীবন যেন এখানে এই গ্রিমপেন মায়ারের মতো, চারিদিকে ভয়ংকর পাঁক,

একটার পর একটা প্রাণ তলিয়ে যাচ্ছে, অথচ পথ দেখাবার কেউ নেই। অনুগ্রহ করে যদি প্রকৃত কারণটা বলেন, আমি কথা দিচ্ছি আপনার সতর্কবাণী স্যার হেনরির কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দেব।'

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কুমারী স্টেপলটনের মুখের অভিব্যক্তি দ্রুত বদলে গেল, কঠিন হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি।

মুহূর্তের জন্যে উনি ইতস্তত করলেন। 'সমস্ত ব্যাপারটাকেই আপনি বড্ড বেশি ফেনিয়ে তুলছেন, ডাক্তার ওয়াটসন। স্যার চার্লসের মৃত্যুতে আমরা সত্যিই মর্মাহত হয়েছি। ওঁকে আমরা খুব ঘনিষ্ঠভাবেই জানতাম, কেন না জলাভূমির ওপর দিয়ে আমাদের বাড়ি যাবার পথটাই ছিল ওঁর সবচেয়ে প্রিয় ভ্রমণপথ। ওঁর বংশের যে নিষ্ঠুর অভিশাপ রয়েছে, তা উনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন এবং যখন ওই দুর্ঘটনা ঘটে তখন আমি স্বভাবতই ভেবেছিলাম ওঁর সেই ভয়-প্রকাশের পেছনে নিশ্চয়ই কোন যুক্তিসংগত কারণ আছে, তাই সেই বংশের অন্য কেউ এখানে বাস করতে এসেছে শুনেই আমি বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম, এবং সেইজন্যই বিপদ সম্পর্কে ওঁকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলাম।'

'কিন্তু সেই বিপদটা কি?'

'আপনি কি শিকারী-কুকুরের গল্পটা জানেন?'

'ওসব আজগুবিতে আমি বিশ্বাস করি না।

'কিন্তু আমি করি। যদি স্যার হেনরির ওপর আপনার কোথাও কোন প্রভাব থাকে, তাহলে যে-স্থান ওঁর পরিবারের পক্ষে মারাত্মক সেখান থেকে ওঁকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যান। পৃথিবীতে নিশ্চয়ই জায়গার অভাব নেই। এই বিপদের মধ্যেই বা উনি বাস করতে চাইছেন কেন?'

'ওটাই ওঁর স্বভাব। আমার মনে হয় না, বিপদের নির্দিষ্ট কোন কারণ দেখাতে না পারলে ওঁকে এখান থেকে সরানো সম্ভব হবে।'

'সুনির্দিষ্ট কোন কারণ আমি বলতে পারব না। কেন না, আমি নিজেই তা স্পষ্ট জানি না।'

'আর-একটা ছোট্ট প্রশ্ন করব, মিসেস স্টেপলটন। এ সম্পর্কে যদি আপনার স্পষ্ট কোন ধারণাই না থাকে, তাহলে আপনি কেন চান না যে সব কথাবার্তা আপনার ভাই শুনুক? এর মধ্যে এমন কিছু তো ছিল না যাতে উনি বা অন্য কেউ আপত্তি করতে পারে?'

'প্রাসাদে কেউ বাস করুক আমার ভাই বরাবরই তা চাইত, কেন না ওর ধারণা তাতে গরিব প্রজারা খুবই উপকৃত হবে। আমি এমন কিছু বলেছি যাতে স্যার হেনরি চলে যান, সে কথা জানতে পারলে ও আমার ওপর খুব চটে যাবে। যাই হোক, আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি, এছাড়া আমার আর-কিছুই বলার নেই। এখনই আমাকে ফিরে যেতে হবে, নইলে ও ভাববে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বিদায়।'

দু-এক মিনিটের মধ্যেই পথের বাঁকে হারিয়ে গেল তরুণীর অনন্যসুন্দর দেহরেখা। অজানা একটা আশঙ্কা বুকে চেপে আমি পা বাড়ালাম বাস্কারভিল প্রাসাদের দিকে।

আট

এখন থেকে প্রতিটি ঘটনা ধারাবাহিক ভাবে শার্লক হোমসকে চিঠিতে লিখে জানাব। আমার স্মৃতিতে জাগরুক প্রতিটা মুহূর্তের অনুভূতি, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর সন্দেহের কথা যথাযথভাবে নকল রেখে তাকে পাঠাব, যাতে সে সম্ভাব্য একটা সত্যে উপনীত হতে পারে।

বাস্কারভিল প্রাসাদ, ১৩ই অক্টোবর।

প্রিয় হোমস,

আশাকরি আমার আগের চিঠি আর তারবার্তাগুলো থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে নিরালা আর অভিশপ্ত কোণটাতে যেসব ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে তুমি অনেক কিছুই জানতে পেরেছ। যে যত বেশি দিন এখানে বাস করবে, জলাভূমির সীমাহীন বিশালতা, তার মোহিনী-শক্তি তত বেশি করে তাকে অভিভূত করবে। যখনই এর বুকে প্রথম পা দেবে, মনে হবে আধুনিক ইংল্যাণ্ডের যা-কিছু চিহ্ন যেন তোমার চোখের সামনে থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে, বরং পক্ষান্তরে ফুটে উঠবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের বসবাসের নানান নিদর্শন। চারদিকে যেখানেই যাও না কেন, তোমার চোখে পড়বে লুপ্তপ্রায় কিংবা বিস্মৃত আদিবাসীদের ঘরবাড়ি, সমাধিস্থান, দেবালয়ের ধ্বংসস্তূপ। বন্ধুর পাহাড়ের গায়ে তাদের ছোট ছোট ধূসর খুপরিগুলোর দিকে তাকিয়ে তুমি আধুনিক কালের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাবে। তখন পশুর ছাল-পরা অর্ধ-নগ্ন লোমশ কোন মানুষকে যদি তীর-ধনুক হাতে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখ, মনে হবে তোমার চাইতে ওর উপস্থিতিই অনেক বেশি স্বাভাবিক। প্রত্ন-তত্ত্বের জ্ঞান আমার নেই বললেই চলে, তবু অবাক হয়ে ভাবি—এমন একটা অনুর্বর জায়গায় ওরা কেমন করে বাস করত, বিশেষ করে ওরা যখন লুঠেরা বা যুদ্ধ-প্রিয় জাত ছিল না।

যাই হোক, যে কাজের জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়েছ, তার সঙ্গে এসবের কোন সংস্রব নাই, এবং সম্ভবত তোমার বস্তুনিষ্ঠ মনের কাছে মনে হবে এসব নিতান্তই অবান্তর। তাই আমি আবার স্যর হেনরি বাস্কারভিল সংক্রান্ত ঘটনায় ফিরে আসছি।

গত কয়েকদিন তুমি যে কোন চিঠি পাওনি তার একটাই মাত্র কারণ, এ-কদিন তোমাকে জানাবার মতো উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ছিল না। হঠাৎ আজ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, যা আমি তোমাকে একটু পরে বলছি। কেন না বর্তমান পরিস্থিতিতে সবার আগে অন্য কয়েকটা ব্যাপার তোমাকে জানানো বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করছি।

এর একটা হল—জলাভূমির সেই পলাতক অপরাধী, যার কথা আমি খুব অল্পই

উল্লেখ করেছি। সে যে আবার উধাও হয়েছে, এমন কথা বিশ্বাস করার পেছনে যথেষ্ট জোরালো যুক্তি আছে। কেন না, পনেরো দিন হয়ে গেছে, এর মধ্যে তাকে কোথাও দেখা যায়নি বা তার সম্পর্কে কিছু শোনাও যায়নি। এই দীর্ঘদিন সে জলার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে—এমন ধারণা করা অসম্ভব। অবশ্য পাথরের ছোট ছোট খুপরিগুলো আত্মগোপন করে থাকার পক্ষে খুবই উপযুক্ত জায়গা, কিন্তু জলার ছাগল-ভেড়া না মারলে খাবার বলতে তার কিছুই জুটবে না। সেই জন্যে আমার ধারণা খুনে আসামীটা এখান থেকে পালিয়েছে, আশেপাশের চাষীরাও এখন একটু নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারবে।

প্রাসাদে আমরা চারজন সক্ষম মানুষ, তাই নিজেদের জন্যে তেমন কোন ভাবনা নেই, ভাবনা হয় কেবল স্টেপলটনদের জন্যে। একেই ওঁরা বাস করেন বেশ কয়েক মাইল দূরে, আশেপাশে সাহায্য করার মতো আর কেউ নেই। তার ওপর স্টেপল-টন নিজেও ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের মানুষ। নটিং হিল-খুনীর মত মরিয়া কোন কয়েদী যদি জোর করে একবার ওদের বাড়িতে ঢোকে, ভাই-বোন দুজনেই তখন অসহায়। স্যর হেনরি আর আমি দুজনেই চেয়েছিলাম আমাদের কোচোয়ান পার্কিস রাত্তিরে ওঁদের বাড়িতে গিয়ে শোবে, কিন্তু স্টেপলটন সে প্রস্তাব কানেই নেননি।

সম্প্রতি স্যর হেনরি বাস্কারভিল আমাদের রূপসী প্রতিবেশিনীর প্রতি একটু বেশিই দৃষ্টি দিচ্ছেন। অবশ্য এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেন না এরকম নিরালা জায়গায় সক্ষম একজন তরুণের পক্ষে সময় কাটানো খুবই কষ্টকর, তার ওপর মেয়েটি সত্যিই অনন্যা রূপসী। শান্ত উচ্ছ্বাসবিহীন ভাইয়ের সঙ্গে তরুণীর বৈপরীত্য খুবই স্পষ্ট। সম্ভবত বোনের ওপর স্টেপলটনের প্রভাব এমনই প্রবল যে, আমি লক্ষ্য করেছি, কথা বলার সময় উনি বারবারই ভাইয়ের মুখের দিকে তাকান—যেন ওঁর বক্তব্য ভাই পছন্দ করল কিনা সেটা যাচাই করে নিতে চান। ভদ্রলোকের চোখের বিশুষ্ক উজ্জ্বলতা, সুসংবদ্ধ পাতলা ঠোঁটের দৃঢ়তা দেখে আমার কেন জানি মনে হয় উনি খুবই রুক্ষ প্রকৃতির। ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করার পক্ষে স্টেপলটন নিশ্চয়ই তোমার কাছে কৌতূহলের বিষয় হবে বলে মনে হয়।

সেই প্রথম দিনেই উনি বাস্কারভিল প্রাসাদে এসেছিলেন স্যর হেনরির সঙ্গে আলাপ করতে। পরের দিন সকালে আমাদের দুজনকে নিয়ে গেলেন সেই ঘটনাস্থলে, যেখানে সৃষ্টি হয়েছে উচ্ছৃঙ্খল লম্পট হিউগো বাস্কারভিলের আদি কিংবদন্তি। নির্জন জলাভূমির মধ্যে বেশ কয়েক মাইল দূরে এমন একটা ভয়ঙ্কর জায়গায় উনি আমাদের নিয়ে গেলেন, যেটা দেখলেই সেই গল্পের বীভৎসতা সম্পর্কে খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়। উঁচু-নিচু পাথুরে ঢিবির মধ্যে ঘাসে-ছাওয়া উন্মুক্ত একটা প্রাঙ্গণ, তার মাঝখানে সোজা ওপরে উঠে গেছে প্রকাণ্ড দুটো পাথর। পাথরের চূড়া দুটো ক্ষয়ে এমন ধারালো হয়ে রয়েছে, মনে হবে অতিকায় রাক্ষুসে কোন জন্তুর বিষদাঁত। সব দিক থেকেই প্রাচীন গল্পের সঙ্গে জায়গাটার আশ্চর্য একটা মিল রয়েছে। কৌতূহলী হয়ে স্যর হেনরি বারবারই কেবল স্টেপলটনকে জিজ্ঞেস করলেন, মানুষের ব্যাপারে

অশরীরী প্রভাবকে উনি বিশ্বাস করেন কিনা। হালকাভাবে কথাগুলো বললেও স্পষ্ট বোঝা যায় শোনার জন্যে উনি উদ্‌গ্রীব। স্টেপলটন কিন্তু খুব সতর্ক ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, মনে হল উনি ইচ্ছে করেই যতটা জানেন তার চাইতে কম বললেন পাছে স্যর হেনরি বিচলিত হন। তবে অশুভ শক্তির রুদ্ররোষে বহু পরিবার যে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করেছে, সে সম্পর্কে বেশ কয়েকটা কাহিনী উনি আমাদের শোনালেন, যার প্রচ্ছন্ন প্রভাব আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করে গেল।

ফেরার পথে মধ্যাহ্ন-ভোজের জন্যে আমরা মেরিপিট হাউসে গেলাম। ওখানেই স্যর হেনরির সঙ্গে কুমারী স্টেপলটনের প্রথম আলাপ হয় এবং দুজনেই দুজনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। প্রাসাদে ফেরার পথে স্যর হেনরি বারবারই কুমারী স্টেপলটনের কথা উল্লেখ করলেন। এর পর থেকে এমন একটা দিনও যায়নি যেদিন স্টেপলটনদের কারুর না কারুর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। কোনদিন হয়ত ওঁরা দুজনে আসেন আমাদের এখানে আহার করতে, নয় তো আমরা দুজনে যাই ওঁদের ওখানে। অনেকের মনে হবে, এরকম একটা বিয়ের সম্বন্ধ মিস্টার স্টেপলটনের কাছে আনন্দদায়ক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি বহুবার লক্ষ্য করেছি—স্যর হেনরি যখনই ওঁর বোনের প্রতি এতটুকু আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তখনই মিস্টার স্টেপলটনের মুখের অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠেছে একটা গভীর হতাশা। এর থেকে হয়ত এটাই প্রমাণিত হয় উনি বোনকে অসম্ভব ভালোবাসেন —বোনকে হারালে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হবে। কিন্তু অন্যদিকে আবার এটাও ঠিক, এমন সুন্দর একটা সম্বন্ধকে ভেঙে দিলে সেটা হবে চূড়ান্ত স্বার্থপরতা। তবু এ ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত যে ওঁদের এই ঘনিষ্ঠতা ভালোবাসায় পরিণত হয় সেটা উনি চান না, চান না ওঁরা দুজনে নিভৃতে একটু আলাপ আলোচনা করেন। ভালো কথা, তুমি যে আমার ওপর স্যর হেনরিকে কখনও একলা বাইরে বেরুতে না দেবার নির্দেশ দিয়েছ, বর্তমানে প্রেম-সংক্রান্ত ব্যাপারে তা খুবই কঠিন হয়ে উঠেছে। তোমার আদেশ যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করি তাহলে আমার মান-সম্মান আর কিছুই থাকবে না।

সেদিন, যতটা মনে পড়ছে, গত বৃহস্পতিবারে, ডাক্তার মর্টিমার এসেছিলেন আমাদের নৈশ-ভোজের আসরে। তিনি লং ডাউন অঞ্চলের একটা ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কয়েকটা করোটি পেয়েছেন, সেজন্যে তাঁর আনন্দের সীমা নেই। সত্যি, তাঁর মতো এমন একাগ্রচিত্তের মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। একটু পরে স্টেপলটনরাও এলেন। স্যর হেনরির অনুরোধে ডাক্তার মর্টিমার আমাদের সবাইকে নিয়ে গেলেন ইউ-বীথিতে, যেখানে সেদিন রাতে সেই মারাত্মক দুর্ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল। দুধারে সুউচ্চ ইউ গাছের দুর্ভেদ্য প্রাচীর-ঘেরা লম্বা টানা পথ, প্রাচীরের গা ঘেঁষে দুফালি সরু ঘাসের পাড়। বেশ খানিকটা পথ গিয়ে ভাঙা-চোরা একটা গ্রীষ্মাবাস। সেটাও ছাড়িয়ে গিয়ে, ইউ-বীথির প্রায় মাঝামাঝি জলাভূমিতে নামার জন্যে একটা কাঠের ফটক, যেখানে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ বাস্কারভিল চুরুটের ছাই ফেলেছিলেন। সাদা রঙের কাঠের ফটকটায় ছিটকিনি লাগানো। ফটকের ওপারেই

বিস্তীর্ণ জলাভূমি। এ সম্পর্কে তোমার সিদ্ধান্তকেই সামনে রেখে সম্ভাব্য সমস্ত ঘটনাটাকে কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। এখানে দাঁড়িয়েই স্যর চার্লস দেখতে পেয়েছিলেন ভয়ংকর একটা-কিছু জলাভূমি পেরিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে, যা তাঁকে এমনই আতঙ্কিত করে তুলেছিল যে দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে তিনি পাগলের মতো ছুটতে শুরু করেছিলেন, ছুটতে ছুটতে একসময়ে অসম্ভব ভয়ে আর ক্লান্তিতে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যান। সুড়ঙ্গের মতো চারদিক ঢাকা যে অন্ধকার টানা পথটা ধরে তিনি ছুটতে শুরু করেছিলেন, সে-পথটা এখন আমার সামনে। কিন্তু কিসের ভয়ে তিনি অমন করে ছুটেছিলেন? বাদার মেষ পাহারা দেবার কোন কুকুর, না অতিকায় কোন ভৌতিক কুকুরের ভয়ে? এ ব্যাপারে কোন কুচক্রীর হাত ছিল কি? অত্যন্ত সতর্ক স্বভাবের মানুষ ব্যারিমোর যতটা বলেছে, ও কি তার চাইতে আরও বেশি জানে? সবকিছুই আমার কাছে কেমন যেন অস্পষ্ট আর ঝাপসা মনে হয়, তবু মনে হয় এর পেছনে কোথায় যেন অপরাধের একটা কালো ছায়া লুকিয়ে রয়েছে।

শেষবারে চিঠি লেখার পর আর একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। উনি হলেন লাফটার হলের মিস্টার ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড, থাকেন আমাদের থেকে প্রায় মাইল চারেক দক্ষিণে। ভদ্রলোক বয়স্ক, মাথায় ধবধবে সাদা চুল, লালচে মুখ, অত্যন্ত খিটখিটে মেজাজ। বৃটিশ আইনের উপর ওঁর অগাধ শ্রদ্ধা, সারা জীবন মামলা-মকদ্দমা করেই প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে গেছেন। আনন্দের জন্যেই উনি লোকের পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করেন। কখনও হয়ত সাধারণ লোক-চলাচলের পথটাই বন্ধ করে দিলেন, কখনও হয়ত আবার আবহমান কাল থেকে এখানে একটা পথ ছিল—এই অজুহাতে নিজেই অন্যের বেড়া ভেঙে দিয়ে সদর্পে ঘোষণা করলেন, আদালতে তাঁর নামে অনধিকার প্রবেশের মামলা রুজু করতে। আপাতত ওঁর হাতে সাতটা মামলা আছে, এবং সম্ভবত তা শেষ হতে হতে উনি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যাবেন। আইনের ব্যাপারটা বাদ দিলে ভদ্রলোক খুবই সদালাপী।

তুমি সবার সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা পাঠাতে বলেছ বলেই আমি ওঁর কথা উল্লেখ করলাম। সম্প্রতি উনি অভিনব একটা কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীর চমৎকার একটা দূরবীনের সাহায্যে সেই পলাতক খুনীর সন্ধানে সারাদিন জলাভূমিটা পাহারা দিচ্ছেন। শুধু এতেই যদি ওঁর উৎসাহ সীমাবদ্ধ থাকত কোন কথা ছিল না, কিন্তু শোনা যাচ্ছে উনি নাকি ডাক্তার মর্টিমারের নামে আদালতে নালিশ করবেন, কেননা উত্তরাধিকারীর অনুমতি না নিয়েই ডাক্তার মর্টিমার লং ডাউনে কবর খুঁড়ে প্রস্তর যুগের করোটি আবিষ্কার করেছেন। অবশ্য আমাদের জীবন যাতে একঘেয়ে না হয়ে যায়, সে জন্যে ওঁর হাস্যকর ভূমিকা আমাদের কাছে খুবই উল্লেখযোগ্য।

এ পর্যন্ত সেই পলাতক কয়েদী, মিস্টার ও মিস স্টেপলটন, ডাক্তার মর্টিমার এবং মিস্টার ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ডের কথা তোমাকে সবিস্তারে জানিয়েছি। এবার ব্যারিমোর-দের সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলব—বিশেষ করে গত রাতের সেই অদ্ভুত ঘটনাটা।

প্রথমেই বলি, বাস্কারভিল-প্রাসাদে ব্যারিমোর রয়েছে কিনা জানার জন্যে লণ্ডন

থেকে তুমি যে তারবার্তাটা পাঠিয়েছিলে, পোস্ট-মাস্টারের সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে জানতে পেরেছি তোমার প্রচেষ্টাটা মাঠেই মারা গেছে, এবং সত্যিই ও তখন প্রাসাদে ছিল কিনা সে-সম্পর্কে কিছুই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়নি। আমি তখন স্যর হেনরিকে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলি, উনি তখুনি তাঁর স্বভাবমতো ব্যারিমোরকে ডেকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেন—ও নিজে হাতে তারবার্তাটা নিয়েছে কিনা।

স্যর হেনরি জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেটি তোমার নিজের হাতে তারবার্তাটা দিয়েছিল?'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ব্যারিমোর কি যেন ভাবল। তারপর ধীরে ধীরে জবাব দিল, 'না স্যর, সে-সময়ে আমি ওপরের ঘরে ছিলাম, আমার স্ত্রী সেটা নিয়ে এসেছিল।'

'তুমি নিজে সেই তারবার্তার জবাব দিয়েছিলে?'

'না স্যর, জবাবটা আমি স্ত্রীকে বলে দিয়েছিলাম, ও নিচে গিয়ে লিখে দিয়েছিল।'

সন্ধ্যের পর ব্যারিমোর নিজেই এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করল। বলল, 'আজ সকালে আমাকে যে সব প্রশ্ন করেছিলেন, আমি তার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি, স্যর হেনরি। আশা করি, আপনার বিশ্বাস হারাবার মতো কিছু করেছি, এমন কথা আপনি নিশ্চয়ই বোঝাতে চাননি?'

'না না তেমন কিছু নয়', বলে স্যর হেনরি তাকে সান্ত্বনা দিলেন, পর মুহূর্তেই আবার তাকে ডেকে ওঁর পুরনো পোশাকগুলো দিয়ে দিলেন, কেননা লণ্ডন থেকে ইতিমধ্যেই ওঁর নতুন পোশাকগুলো এসে পড়েছিল।

মিসেস ব্যারিমোর আমার কাছে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্র। রীতিমতো নিটোল স্বাস্থ্য, অতিরিক্ত মাত্রায় ভদ্র এবং শুচিবায়ুগ্রস্ত। ভাবপ্রবণতার কোথাও কোন বালাই নেই। তোমাকে আমি আগেই প্রথম দিন রাত্তিরে কান্নার কথা বলেছি, এবং তারপর থেকে ওর চোখে বহুবার অশ্রুচিহ্ন দেখেছি। কোন্ গভীর দুঃখ ওর বুকের মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছে আমি জানি না। মাঝেমাঝে অবাক হয়ে ভাবি সত্যিই কি ওর মধ্যে কোন অপরাধ-বোধ কাজ করছে। কখনও আবার সন্দেহ হয়, ব্যারিমোরই হয়ত তার স্ত্রীকে নির্যাতন করে। কেননা লোকটার স্বভাবে যে অদ্ভুত একটা কিছু আছে সে-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই, এবং গত রাত্তিরের ঘটনায় সেই সন্দেহ আবার চরমে উঠল।

তুমি জান, বরাবরই আমার ঘুম খুব হালকা। তার উপর আবার এখানে পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত হবার পর থেকে ঘুম আমার আরও কমে গেছে। গতকাল রাত্তিরে প্রায় দুটোর সময় চোরের মতো নিঃশব্দ পায়ে কে যেন আমার ঘরের সামনে দিয়ে চলে গেল। জেগে উঠে দরজা খুলে আমি বাইরে উঁকি মারলাম। লম্বা কালো একটা ছায়া বারান্দা ধরে সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে, হাতে বাতি, পরনে পা-জামা আর কামিজ, পায়ে জুতো নেই। তার দীর্ঘ আবছা ছায়াটা দেখে আমার বুঝতে অসুবিধে হল না—লোকটা ব্যারিমোর। ধীরে ধীরে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে তার হাঁটার ভঙ্গিতে এমন একটা গোপন রহস্য ছিল, যা আমাকে আকৃষ্ট না করে পারল না।

তুমি হয়ত জান, বারান্দাটা হলঘরের চারপাশে ঘুরে দরদালানে এসে শেষ হয়েছে। একটা কোনায় এসে তার ছায়াটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হল, তারপর তাকে অনুসরণ করলাম। এক সময়ে দেখলাম দরদালানের একেবারে শেষ প্রান্তে খোলা দরজা দিয়ে সে একটা ঘরে ঢুকল। এখানকার সব ঘরগুলোই নির্জন, পরিত্যক্ত—আসবাবপত্রের কোন বালাই নেই। তাই ব্যাপারটা আমার কাছে আরও রহস্যজনক বলে মনে হল। দূর থেকে আলোর আভাসটাকে স্থিরভাবে থাকতে দেখে বুঝলাম ব্যারিমোর এখন চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যতটা সম্ভব নিঃশব্দ পায়ে গুড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে কপাটের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলাম।

স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলাম, ব্যারিমোর জানালার সামনে একটু ঝুঁকে কাচের উপর আলোটাকে এমনভাবে তুলে ধরেছে যেন দূরে অন্ধকারের বুকে কিছু-একটা দেখার আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। পাশ থেকে কেবল তার মুখের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। কয়েক মিনিট একাগ্রচিত্তে সে চুপচাপ ওইভাবে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর যেন হতাশ হয়েই ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল। চোখের পলকে আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম। একটু পরেই শুনলাম চোরা পায়ের শব্দ আমার ঘরের সামনে দিয়ে ফিরে গেল। বেশ খানিকক্ষণ পরে হালকা একটা তন্দ্রার মধ্যে শুনতে পেলাম—কোথায় যেন তালার চাবি ঘোরানোর শব্দ হল। কিন্তু কোথায় সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না। এসবের প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পারলেও, এ প্রাসাদের অন্ধকারে কোথাও যে একটা গোপন রহস্য রয়েছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য আমার অনুমানের কথা জানিয়ে তোমাকে বিব্রত করব না, কেননা তুমি আমাকে কেবল ঘটনাই জানাতে বলেছ। আজই ভোরে স্যর হেনরিকে সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়েছি এবং আমরা দুজনে একটা মতলবও স্থির করেছি। কিন্তু এ সম্পর্কে এখন তোমাকে কিছু জানাব না। আশা করি পরের বারে তোমাকে উল্লেখযোগ্য কিছু জানাতে পারব।

নয়

বাস্কারভিল প্রাসাদ, ১৫ই অক্টোবর

প্রিয় হোমস,

পরের দিন খুব ভোরে প্রাতরাশের আগেই ব্যারিমোর যে-ঘরটায় গিয়েছিল সেখানে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। পশ্চিমের যে-জানালাটার সামনে চুপচাপ সে দাঁড়িয়েছিল, লক্ষ্য করলাম বাড়ির অন্যান্য জানালাগুলোর চাইতে সেটার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—ওখান থেকেই জলাভূমিটা অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায়, জলাভূমি ছাড়া আর অন্য কোন চিহ্নই চোখে পড়ে না। ব্যারিমোর যে এই জানালার সামনে দাঁড়িয়ে জলাভূমিতে কোনকিছু বা কারুর অনুসন্ধান করছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাতটা ছিল গাঢ় অন্ধকারে

মোড়া, সুতরাং কাউকে সে দেখতে পাবে এমন আশা করাটা খুবই অযৌক্তিক। আমার মনে হয় এটা সম্ভবত কোন গুপ্ত প্রণয়ের ব্যাপার। তা যদি হয় তাহলে তার চোরের মতো নিঃশব্দ পায়ে চলাফেরা করার, এমন কি রাত্তিরে তার স্ত্রীর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদারও একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। তা ছাড়া গ্রাম্য কোন মেয়ের হৃদয় চুরি করার মতো যথেষ্ট আকর্ষণী-শক্তি তার আছে। আমি ঘরে ফিরে আসার পর চাবি দিয়ে যে দরজা খোলার শব্দ শুনেছিলাম, তার অর্থ এটাই হতে পারে—হয়ত সে কোন গোপন মিলনে গিয়েছিল। যত ভিত্তিহীনই হোক না কেন, আমি কেবল আমার সন্দেহের ধারাগুলোই তোমার কাছে উল্লেখ করলাম।

ব্যারিমোরের এই রহস্যময় গতিবিধির অর্থ যাই হোক না কেন, প্রকৃত উদ্দেশ্য না জানা পর্যন্ত আমাকে চুপ করে থাকতেই হবে। প্রাতরাশের পর পড়ার ঘরে স্যর হেনরির সঙ্গে দেখা করে যা যা দেখেছিলাম সব বললাম। মনে মনে যতটা আশা করেছিলাম উনি কিন্তু ততটা বিস্মিত হলেন না।

বললেন, 'ব্যারিমোর যে রাত্তিরে ঘুরে বেড়ায় আমি জানি, এবং এ ব্যাপারে ওর সঙ্গে আমার কথা বলারও ইচ্ছে আছে। আপনি যে-সময়ের কথা বলছেন, সে সময়ে আমি বারান্দায় দু-তিন বার তার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছি—যাওয়ার সময় শুনেছি, আসার সময়েও শুনেছি।'

'আমার মনে হয়, প্রতিদিন রাত্তিরেই ও ওই বিশেষ জানালাটাতে যায়।'

'সম্ভবত তাই। আর তা যদি হয় তাহলে আমরা ওকে অনুসরণ করব, দেখব কি ও করে! অবশ্য এ ক্ষেত্রে আপনার বন্ধু শার্লক হোমস উপস্থিত থাকলে কি করতেন জানি না!'

হাসতে হাসতে বললাম, 'ও-ও হয়ত তাই করত।'

স্যর হেনরি বললেন, 'ঠিক আছে, আজ রাত্তিরে আমরা দুজনেই ওকে অনুসরণ করব। এমনিতে ও একটু কালা, আমাদের পায়ের শব্দ শুনতে পাবে না। রাত্তিরে আমরা যে যার ঘরে জেগে থাকব, এবং ও পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

সম্ভবত বৈচিত্র্যহীন জীবনে কিছুটা রোমাঞ্চের আভাস পেয়েই স্যর হেনরি যেন খুশিতে ঝলমল করে উঠলেন।

যে ভদ্রলোক স্যর চার্লসের প্রাসাদের নকশা তৈরি করেছিলেন, সেই স্থপতি এবং লণ্ডনের অন্য একজন নামকরা ঠিকেদারের সঙ্গে স্যর হেনরি আগেই যোগাযোগ করেছিলেন। অতএব আমরা আশা করতে পারি, খুব শীগগিরই এ প্রাসাদে বহু পরিবর্তন ঘটবে। প্লাইমাউথ থেকে সাজানদার ও আসবাবপত্রওয়ালাকেও আনানো হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বংশের হৃত গৌরবকে ফিরিয়ে আনার জন্যে আমাদের বন্ধুবর অর্থ ও শ্রম কোনটারই কার্পণ্য করবেন না। প্রাসাদটা যখন সম্পূর্ণ সাজানো হয়ে যাবে, অভাব থাকবে কেবল একটাই—একজন সুগৃহিণীর। শুধু তোমাকে বলেই বলছি, ভদ্রমহিলার সম্মতি থাকলে তারও অভাব হবে না। কেননা আমাদের অসামান্যা রূপসী প্রতিবেশিনীটিকে দেখে স্যর হেনরি একেবারে বিমোহিত হয়ে গেছেন। তবু প্রেমের ব্যাপারে যেমনটা হওয়া উচিত, এক্ষেত্রে তেমন আশানুরূপ অগ্রগতি

কিছু ঘটেনি। উদাহরণ স্বরূপ, আজকেরই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা তোমাকে বলব — যার বিক্ষুব্ধ জটিলতায় স্যর হেনরি খুবই মর্মাহত হয়েছেন।

ব্যারিমোর প্রসঙ্গে কথাবার্তা সেরে পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার একটু পরেই দেখলাম স্যর হেনরি সাজগোজ করে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

উনি আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার! ডাক্তার ওয়াটসন, আপনি কি কোথাও বেরুচ্ছেন নাকি?'

'সেটা নির্ভর করছে আপনি জলার দিকে যাচ্ছেন কি না তার ওপর।'

'হ্যাঁ, জলার দিকেই যাচ্ছি।'

'তাহলে আমার ওপর কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আপনি তো জানেন। এই ধরনের অনুসরণের জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত, স্যর হেনরি। কিন্তু আপনাকে আমি কিছুতেই জলায় একলা যেতে দিতে পারব না।'

মিষ্টি হেসে স্যর হেনরি আমার কাঁধে হাত রাখলেন।

'আরে ভায়া, শার্লক হোমস যত বিচক্ষণই হোন না কেন এখানে আসার পর যে এমন ঘটনা ঘটবে, উনি তো আর তা আগে থেকে ভেবে রাখেননি। কি বললাম, বুঝতে পেরেছেন? আশা করি, আপনি অন্তত এমন বেরসিক হবেন না। আমি একাই যাব।'

বিশ্রী একটা আনাড়ি অবস্থার মধ্যে পড়লাম। কি বলব, কি করব, কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। মনস্থির করার আগেই দেখলাম ছড়ি নিয়ে উনি বেরিয়ে পড়লেন।

উনি বেরিয়ে যাবার পরেই মনে হল কাজটা ঠিক হয়নি। সত্যি, যদি কোন বিপদ হয়, তখন তোমার কাছে মুখ রাখার আর জায়গা থাকবে না। তাই খুব একটা দেরি হবার আগেই মেরিপিট হাউসের দিকে রওনা হলাম।

দ্রুত পা চালিয়েও স্যর হেনরিকে আশেপাশে কোথাও দেখতে পেলাম না। শেষ পর্যন্ত যেখানে জলাভূমির ঘাসে-ঢাকা সরু পথটা শুরু হয়েছে সেখানে এসে পৌঁছলাম। পাছে পথ ভুল করে ফেলি সেই ভয়ে একটা পাহাড়ী টিলার উপর চড়লাম। আর ঠিক তখনই ওঁকে দেখতে পেলাম। প্রায় সিকি মাইল দূরে জলাভূমির পথটার ওপর উনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আর ওঁর পাশে কুমারী স্টেপলটন। স্পষ্টই বোঝা গেল, দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে এবং পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মতোই এই নিভৃতে মিলিত হয়েছেন। গভীরভাবে আলোচনা করতে করতেই ওঁরা খুব ধীরে ধীরে পায়চারি করছেন, হাত নাড়ার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারছি কুমারী স্টেপলটন আন্তরিকভাবে কিছু-একটা বলছেন আর স্যর হেনরি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তা শুনছেন। তীব্র প্রতিবাদের ভঙ্গিতে তিনি দু-একবার মাথাও নাড়লেন। ওঁদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমি একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। অবশ্য একথা সত্যি, হঠাৎ কোন বিপদ ঘটলে এত দূর থেকে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না, তবু এমন দুরূহ অবস্থায় এ ছাড়া আমার আর-কিছুই করার ছিল না।

ওঁরা যখন গভীর আলোচনায় মগ্ন, হঠাৎ দেখলাম নির্জন জলাভূমিতে ওঁদের এই নিভৃত মিলনের সাক্ষী কেবল আমি একাই নই। চকিতে নজর পড়ল শূন্য সবুজ মতো কি যেন একটা উড়ছে এবং লাঠির আগায় সেটাকে উঁচু-নিচু পথে বয়ে নিয়ে চলেছে কোন লোক। চিনতে অসুবিধে হল না—লোকটা স্টেপলটন, কাঁধে তাঁর প্রজাপতি ধরার জাল। আমার চাইতে উনি ছিলেন ওদের দুজনেরই বেশি কাছে এবং দ্রুত পায়ে সোজা ওদের দিকেই এগিয়ে চললেন। সেই মুহূর্তে স্যর হেনরি কুমারী স্টেপলটনকে হঠাৎ কাছে টেনে তাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু আমার মনে হল কুমারী স্টেপলটন যেন মুখ ফিরিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে। স্যর হেনরি সবে একটু ঝুঁকেছেন, কুমারী স্টেপলটন প্রতিবাদের ভঙ্গিতে হাত তুলে দ্রুত বাধা দিল। পরক্ষণেই দুজনকে দেখলাম দুপাশে ছিটকে সরে যেতে। এই বিপত্তির একমাত্র কারণ—স্টেপলটন। পাগলের মতো উনি ওদের দিকে ছুটে আসছেন আর কাঁধের উপর দুলছে প্রজাপতি ধরার সবুজ জালটা। রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে, প্রায় নাচের ভঙ্গিতে হাত পা নেড়ে উনি প্রণয়ীযুগলকে কি যেন বলছেন। এই দৃশ্যের প্রকৃত কারণ কি আমি কিছুই জানি না, তবু মনে হল স্টেপলটন যেন স্যর হেনরিকে তিরস্কার করছেন আর স্যর হেনরি যথাসাধ্য কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু স্টেপলটন ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছেন না বলেই হয়ত এই উত্তেজনাময় দৃশ্যের অবতারণা। উদ্ধত ভঙ্গিতে কুমারী স্টেপলটন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে একপাশে। অবশেষে স্টেপলটন ঘুরে বোনকে ইঙ্গিত করলেন, আর বোনও অসহায় দৃষ্টি মেলে স্যর হেনরির একবার তাকিয়ে ভাইয়ের পাশাপাশি চলতে শুরু করল। প্রাণিতত্ত্ববিদের ক্রুদ্ধ আচরণ থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল, এই মহিলাটিই যত অসন্তোষের মূল। ওদের দিকে তাকিয়ে ব্যারনেট কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর যে-পথে এসেছিলেন সে-পথেই ধীরে ধীরে ফিরে চললেন—আনত মস্তক, সমস্ত উৎসাহ আর উদ্দীপনা যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে ।

এসবের প্রকৃত অর্থ কি আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু বন্ধুর অজ্ঞাতসারে এরকম অন্তরঙ্গ একটা দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে থাকার জন্যে আমি গভীর লজ্জা পেলাম। তাই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ছুটতে শুরু করলাম এবং পাহাড়ের নিচে পৌছতে না পৌছতেই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লজ্জায় ক্রোধে মুখটা তখনও আরক্তিম হয়ে রয়েছে, ভ্রূজোড়া কোঁচকানো, একেবারে বিধ্বস্ত মানুষের মতো চেহারা।

আমাকে দেখেই উনি বলে উঠলেন, 'আরে, ওয়াটসন যে! হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হলেন? বারণ করা সত্ত্বেও আমার পিছু নিয়েছিলেন তো?'

তখন আমি ওঁকে সব কথা খুলে বললাম—কেন আমার পক্ষে চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব হয়নি, কেমন করে আমি ওঁকে অনুসরণ করলাম এবং কিভাবেই-বা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। মুহূর্তের জন্যে ওঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই আমার সরলতায় ওঁর রাগ জুড়িয়ে জল হয়ে গেল, ঠোঁটের প্রান্তে ফুটে উঠল ম্লান এক টুকরো হাসির রেখা।

'আমার ধারণা ছিল প্রেম নিবেদনের পক্ষে জলাভূমিটা বোধ হয় খুবই নির্জন, কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। তা রঙ্গমঞ্চে আপনি কোথায় আসন নিয়েছিলেন ?'

'এই পাহাড়টার আড়ালে।'

'তার মানে একেবারে পেছনের সারিতে। কিন্তু মিস্টার স্টেপলটন ছিলেন একেবারে সামনের সারিতে। আপনি ওঁকে আমাদের কাছে আসতে দেখেছিলেন ?'

'হ্যাঁ'

'আচ্ছা, ভদ্রলোক যে পাগল, একথা কি আপনার কখনও মনে হয়েছে ?'

'সত্যি বলতে কি, আমার কখনও তেমন মনে হয়নি।'

'আগে আমারও কখনও মনে হয়নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সত্যিই তাই। আচ্ছা আপনি তো কয়েক সপ্তাহ আমার সঙ্গে রয়েছেন, আপনি কি বলতে পারেন, ডাক্তার ওয়াটসন, যাকে ভালোবাসি তার যোগ্য স্বামী হওয়া সম্পর্কে আমার কোথাও কোন ক্রুটি আছে ?'

'আমার তা আদৌ মনে হয় না, স্যার হেনরি।'

'আমার ধন-সম্পদ, পদমর্যাদাকে ভদ্রলোক কোনমতেই অস্বীকার করতে পারেন না, সুতরাং উনি আমাকে অপছন্দ করেন একমাত্র ব্যক্তিগত কারণেই। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে ওঁর কি অভিযোগ থাকতে পারে আমি সেটাই বুঝতে পারছি না। আজ পর্যন্ত আমি জীবনে কাউকে কখনও আঘাত করিনি। তবু উনি চান না আমি কোন মেয়ের আঙুল স্পর্শ করি।'

'উনি তাই বলেছেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ, তার চাইতে আরও বেশি কিছু। দেখুন, ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ আমার খুব অল্প কয়েকদিনের, কিন্তু পরিচয়ের প্রথম মুহূর্ত থেকেই আমি অনুভব করেছি উনি জন্মেছেন আমার জন্যে, আমার সঙ্গে যতক্ষণ থাকেন উনিও খুশি হন। মেয়েদের চোখে এমন এক ধরনের দীপ্তি থাকে যা কণ্ঠস্বরের চাইতে অনেক, অনেক বেশি সোচ্চার। কিন্তু ওঁর ভাইটি আমাদের কখনও একসঙ্গে মিশতে দিতেন না, আজই প্রথম আমরা একটু নিরিবিলিতে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। উনি নিজেই খুশি হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। অথচ ভালোবাসার কথা কিছু না বলে উনি বারবার করেই অনুরোধ করতে লাগলেন—আমি যেন এ জায়গা ছেড়ে চলে যাই। আমি আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করলাম, ওঁকে দেখবার পর থেকে এ জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া অসম্ভব, এবং সেটা তখনই সম্ভব হতে পারে যদি উনিও আমার সঙ্গে যান। তারপরেই আমি ওঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলাম, কিন্তু ওঁর জবাব পাওয়ার আগেই স্টেপলটন ভগ্নদূতের মত ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলেন। আমাদের দুজনকে কথা বলতে দেখেই উনি রেগে টং হয়ে গেলেন। উনি যদি বেরিলের ভাই না হতেন আজই উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতাম। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'আপনার বোনের প্রতি আমার যে মনোভাব তার জন্যে আমি লজ্জিত নই এবং বিয়ে করে উনি আমাকে সম্মানিতই করবেন। এমন করে বলার পরেও যখন কোন লাভ হল না, আমার মেজাজ গেল চড়ে। বেশ কড়া করেই দু-

চার কথা শুনিয়ে দিলাম—হয়ত ভদ্রমহিলার সামনে ওভাবে বলাটা আমার ঠিক হয়নি, তবু এছাড়া তখন আমার আর অন্য কোন উপায় ছিল না। তারপর ভদ্রলোক বোনকে নিয়ে চলে গেলেন। এখন আপনিই বলুন, ডাক্তার ওয়াটসন, এসবের অর্থ কি ?'

দু-একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমি নিজেই একেবারে বোকা বনে গেছি। বন্ধুর পদমর্যাদা, বিপুল পরিমাণ বিষয়-সম্পত্তি, বয়েস, চরিত্র, রূপ—সবই তার অনুকূলে, পরিবারের নির্মম অভিশাপটার কথা বাদ দিলে তার বিরুদ্ধে কারুরই কিছু বলার নেই। ভদ্রমহিলার নিজের মতামত না জেনে এরকম রূঢ় ব্যবহারের কোন অর্থই হয় না। অন্যদিকে আবার ভদ্রমহিলাই বা কেন বিনা আপত্তিতে ভাইয়ের মতামত মেনে নিলেন, সেটাও আমার কাছে কম বিস্ময়কর নয়। যা হোক, সে দিনই সন্ধ্যেবেলায় মিস্টার স্টেপলটন নিজে এসে সকালে অভদ্র ব্যবহারের জন্যে স্যর হেনরির কাছে ক্ষমা চাইলেন। পড়ার ঘরে এই দীর্ঘ গোপন সাক্ষাৎকারে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, প্রীতি প্রদর্শনের নিদর্শন হিসেবে ঠিক হল—আগামী শুক্রবার আমরা দুজনে মেরিপিট হাউসে নৈশভোজে যাব।

মিস্টার স্টেপলটন বিদায় নেবার পর আমি পড়ার ঘরে গিয়ে স্যর হেনরিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মিস্টার স্টেপলটন কি তাঁর আচরণের কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়েছেন ?'

'উনি তো বললেন, বোনটি নাকি ওঁর জীবনের সব। সেটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক, এবং উনি যে শেষ পর্যন্ত বোনের কদর বুঝতে পেরেছেন, এর জন্যে আমি খুশি। উনি বলতে চান দুজনে বরাবরই একসঙ্গে থেকেছেন, বোন ছাড়া ওঁর আর অন্য-কোন সঙ্গী নেই, ওঁকে হারালে ভীষণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বেন। তাছাড়া বোন যে আমার প্রতি অনুরক্ত সে-কথা উনি জানতেন না, তাই দুজনকে হঠাৎ এক সঙ্গে দেখে উনি অমন ব্যবহার করেছিলেন। অন্তত ওইটুকু সময়ের জন্যে ওঁর কোন হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। তার জন্যে উনি খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং উনি এটাও বুঝতে পেরেছেন, ওঁর বোনের মত রূপসী কোন তরুণীকে চিরজীবন নিজের কাছে রেখে দেওয়াটা হবে নিতান্তই নির্বোধ ও স্বার্থপরতার কাজ। যদি বোনকে ছাড়তেই হয়, তাহলে অন্য কারুর চাইতে আমার মতো প্রতিবেশীর হাতেই ছাড়া ভালো। তবে এ আঘাত সামলে নেওয়ার জন্যে ওঁর মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—ভালোবাসার পরিবর্তে মাস তিনেক আমরা পরস্পরে বন্ধুর মতো ব্যবহার করব। এমনিভাবেই ব্যাপারটার মিটমাট হয়েছে।'

এই গেল স্যর হেনরির সঙ্গে স্টেপলটনের ব্যাপার। এবার তোমাকে বলব—রাত্তিরে কান্নার রহস্য, ব্যারিমোরের গোপন অভিসারের মতো জটিল গ্রন্থি থেকে কয়েকটি সূত্র উদ্ধারের কাহিনী। আশা করি সহকারী হিসেবে আমি তোমাকে খুব একটা নিরাশ করব না।

প্রথম রাত্তিরটা আমাদের ফাঁকাই গিয়েছিল। স্যর হেনরির ঘরে দুজনে রাত

তিনটে পর্যন্ত জেগে থেকেও ঘড়ির টিকটিক শব্দ ছাড়া সিঁড়িতে আর অন্য-কোন শব্দই শুনতে পাইনি। ভোরের দিকে এক সময়ে দুজনেই চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরের দিন রাত্তিরে আবার আলোটা খুব কমিয়ে দিয়ে দুজনে চুপচাপ বসে ধূমপান করছিলাম। অত্যন্ত মন্থর গতিতে কয়েকটা ঘণ্টা কেটে গেল। তবু শিকারী যেমন ফাঁদ পেতে শিকারের আশায় ওত পেতে থাকে, আমরাও ঠিক তেমনিভাবে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। একটা বাজল, দুটো বাজল, হতাশ হয়ে সবে হাল ছেড়ে দেব কিনা ভাবছি, হঠাৎ আমরা দুজনেই চেয়ারে তীরের মতো সোজা হয়ে বসলাম, সচকিত হয়ে উঠল আমাদের শ্রান্ত অনুভূতি।

বারান্দায় সতর্কিত পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

পায়ের শব্দটা চোরের মত চুপিসারে ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল, চুপিচুপি দরজা খুলে আমরা ওকে অনুসরণ করলাম। লোকটা ইতিমধ্যেই বারান্দা-ঘরে গিয়েছিল, দরদালানটা অন্ধকার। আমরাও অন্ধকারে পা টিপে টিপে দরদালানের অন্য প্রান্তে এসে পৌঁছলাম। কালো দাড়িওয়ালা লম্বা ছায়া মূর্তিটা আগের দিনের সেই ঘরটায় গিয়ে ঢুকল। অন্ধকারে জ্বলে উঠল একটা আলো। হলদে আলোর এক ফালি রেখার দিকে আমরা এগিয়ে গেলাম। পায়ে জুতো ছিল না, তবু পুরনো কাঠের তক্তায় যে একেবারে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হবার সম্ভাবনা ছিল না তা কিন্তু নয়। তবু সৌভাগ্যবশত ব্যারিমোর সামান্য কালা হওয়ায় এবং নিজের কাজে অত্যন্ত মগ্ন থাকায় ও কোনরকম সন্দেহই করেনি। শেষ পর্যন্ত ঘরটার কাছে পৌঁছে আমরা দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি মারলাম। দেখলাম ঠিক আগের দিনের রাত্রির মতো একটু ঝুঁকে জানালার কাচে মুখ চেপে বাতিটা তুলে ধরেছে।

কি করা উচিত না উচিত আগে থেকে আমাদের কোন পরিকল্পনাই ছকা ছিল না, তাই স্যর হেনরি ওঁর স্বভাবমতো সব চাইতে সহজ পথটাই বেছে নিলেন। সোজা উনি দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন, আর ব্যারিমোর অস্ফুট আর্তনাদ করে জানালা ছেড়ে চকিতে লাফিয়ে উঠল! অসম্ভব ভয়ে বিস্ময়ে তার কালো চোখের মণি দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেছে, শুকনো পাতার মতো থর থর করে কাঁপছে।

'এখানে তুমি কি করছ, ব্যারিমোর?' চাপা স্বরে স্যর হেনরি গর্জে উঠলেন।

'কিছু না স্যর', উত্তেজনায় গলার স্বর ওর বেরুতেই চাইছে না, হাতটা এমন কাঁপছে বাতির দীর্ঘ ছায়াগুলো মনে হচ্ছে দেয়ালের গায়ে যেন হাত ধরাধরি করে নাচছে। 'এই ঘরের জানালাগুলো দেখতে এসেছিলাম স্যর। আমি রোজ রাত্তিরে ঘুরে ঘুরে দেখি জানলাগুলো সব ঠিকমতো বন্ধ আছে কি না।'

'দোতালাতেও?'

'হ্যাঁ স্যর, সারা প্রাসাদের সব জানালাই।'

'দেখ ব্যারিমোর,' স্যর হেনরি স্পষ্টতই ধমকে উঠলেন।

'আমরা ঠিক করেছি তোমার কাছ থেকে সত্যি কথা আমরা বের করবই। সুতরাং মিছিমিছি দেরি না করে যত তাড়াতাড়ি বলে ফেলবে তোমারই তাতে

সুবিধে হবে। খবরদার, মিথ্যে বলবে না! এখন বল তো দেখি, তুমি এই জানালায় কি করছিলে?'

অসহায়ের মতো ব্যারিমোর ফ্যালফ্যাল করে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সন্দেহ আর কষ্টের চরম সীমায় পৌঁছলে মানুষ যেমন করে ও তেমনিভাবে হাত মোচড়াতে লাগল।

'আমি কোন অনিষ্ট করিনি, স্যর। কেবল জানালার সামনে মোমবাতিটা তুলে ধরেছিলাম।'

'কিন্তু কেন?'

'সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, স্যর হেনরি। বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি, এই গোপন ব্যাপারটা আমার নিজের নয়, তাই আমি আপনাকে বলতে পারব না। আমি ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে যদি এর সম্পর্ক না থাকত, তাহলে আপনার কাছে এর একটা কথাও গোপন রাখতাম না।'

হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মনে হতেই আমি ব্যারিমোরের হাত থেকে বাতিটা নিয়ে জানলার সামনে তুলে ধরলাম। 'আমার মনে হয় আলোটার সাংকেতিক একটা অর্থ আছে, দেখি কোন জবাব পাই কি না।'

ঠিক ওর মতো করে আলোটা তুলে ধরে আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। চাঁদ তখন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে, ফলে গাছের অন্ধকার কালো পাড় আর তার চাইতে একটু আবছা রঙের জলাভূমির বিস্তীর্ণতা ছাড়া আমি আর-কিছুই স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। কয়েক মুহূর্ত পরেই আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। হঠাৎ দূরে অন্ধকারের বুক চিরে ফুটে উঠল সুচের ডগার মতো ছোট্ট হলদে একটা আলোর বিন্দু আর সেটা জানলার চৌকো কালো বেষ্টনির মাঝখানে স্থির হয়ে জ্বলতে লাগল।

'ওই যে, দেখা যাচ্ছে।'

'না না, স্যর, ও কিছু নয়।' আমাকে বাধা দিয়ে ব্যারিমোর দ্রুত বলে উঠল 'বিশ্বাস করুন স্যর, ওটা কিছু নয়।'

'জানলার ওপর আপনার আলোটা ধীরে ধীরে নাড়ুন, ডাক্তার ওয়াটসন।' স্তব্ধ বিস্ময়ে স্যর হেনরি বলে উঠলেন। 'ওই দেখুন, ওটাও নড়ছে। 'তবে রে হতভাগা, এখনও বলছিস ওটা কোন সংকেত নয়? বল্ শীগগির, ওখানে কে? কিসের জন্যে এই ষড়যন্ত্র?'

চকিতে ব্যারিমোরের মুখের প্রতিটা রেখা টানটান হয়ে উঠল। উদ্ধত ভঙ্গিতে সে জবাব দিল, 'এটা আমার ব্যাপার, আপনার নয়। এ সম্পর্কে আপনাকে আমি কিছুই বলব না।'

'তাহলে তোমাকে কাজ ছেড়ে এখুনি চলে যেতে হবে।'

'তাই যাব, স্যর।'

'আর যাবে অপমান মাথায় ক'রে। সত্যি, তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত,

ব্যারিমোর। একশ বছরেরও বেশি তোমরা আমাদের পরিবারে বাস করে আসছ, আর সেই তুমিই আজ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ?'

'না না, স্যার হেনরি, আপনার বিরুদ্ধে নয়।'

হঠাৎ মেয়েলি একটা কণ্ঠস্বরে আমরা সবাই চমকে ফিরে তাকালাম। দেখলাম মিসেস ব্যারিমোর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরনে ঘাঘরা, শাল জড়ানো দীর্ঘ শরীর। স্বামীর চাইতে ওকে আরও বেশি ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

ব্যারিমোর বলল 'আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে, এলিজা। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও।'

'হায় জন, আমার জন্যে শেষ পর্যন্ত তোমার এই অবস্থা হল! এ সমস্ত আমারই কাজ, স্যার হেনরি। উনি আমার জন্যেই সব করেছেন, আমিই ওঁকে করতে বলেছিলাম।'

'তাহলে এসবের অর্থ কি আমাকে খুলে বল?'

'আমার হতভাগ্য ভাইটা বাদায় না খেতে পেয়ে মরতে বসেছে। আমাদের বাড়ির ঠিক দরজার সামনে তাকে এভাবে মরতে দিতে পারি না। তাই আলোটা দিয়ে আমরা সংকেত করি খাবার প্রস্তুত, আর ও তার আলোটা দিয়ে জানিয়ে দেয় কোথায় খাবার নিয়ে যেতে হবে।'

'তাহলে তোমার ভাই-ই কি সেই—'

'হ্যাঁ স্যার, জেল-পালানো খুনের আসামী—সেলডেন।'

'কথা কি সত্যি?'

'সত্যি স্যার,' এবার এলিজার হয়ে জনই জবাব দিল। 'তাই আমি বলেছিলাম এই গোপন ব্যাপারটা আমার নয়, এবং আপনার বিরুদ্ধেও আমরা কোন ষড়যন্ত্র করিনি।'

এই হল রাত্তিরে চোরা-পায়ের শব্দ আর জানলায় আলো দেখানোর গোপন রহস্য। স্যার হেনরি আর আমি দুজনে অতল বিস্ময়ে এলিজার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। শ্রদ্ধা কুড়োতে পারে এরকম একজন মহিলার সঙ্গে কেমন করে একজন খুনীর রক্তের সম্পর্ক থাকতে পারে, আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না।

'বিয়ের আগে আমি ছিলাম সেলডেন,—ও আমার ছোট ভাই। ছোটবেলা থেকেই অতিরিক্ত আদর পেয়ে পেয়ে ও একেবারে মাথায় উঠে গিয়েছিল, যা খুশি তাই করত। বড় হয়ে বদ সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে আমাদের সম্মান একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিল, আর ও নিজেও দিন দিন অধঃপতনে যেতে লাগল। ভগবানের অসীম কৃপা, তাই ফাঁসিকাঠ থেকে তিনি ওকে এখানে টেনে এনেছেন। ও-ও খুব ভাল জানত, যে-দিদি এতদিন ধরে ওকে লালন-পালন করেছে, এই দুর্দিনে তাকে সে কিছুতেই ঠেলতে পারবে না। তাই যেদিন রাত্তিরে জেলখানা থেকে পালিয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে ক্ষুধার্ত হয়ে আমার সামনে দাঁড়াল, সেদিন ওকে কিছুতেই তাড়িয়ে দিতে পারলাম না। বিশেষ করে যখন শুনলাম জেলের প্রহরীরা হন্যে হয়ে ওকে খুঁজছে। ওকে আমরা ভেতরে ডেকে খেতে দিলাম, সেবা-যত্ন করলাম। সেদিন

থেকে ও এখানেই ছিল। তারপর আপনি এসে পড়লেন, তখন সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হিসেবে ও বাদাতেই পালিয়ে যায়। আমরা একদিন অন্তর জানলায় আলো ধরে জেনে নিই ও এখনও সেখানে আছে কিনা, জবাব পেলে তবেই আমার স্বামী ওর জন্যে কিছু রুটি আর মাংস দিয়ে আসে। রোজই আমরা আশা করি ও হয়ত চলে যাবে, কিন্তু যতক্ষণ না যাচ্ছে আমরা তো ওকে ফেলতে পারি না। আমি একজন সৎ খ্রীস্টান, আমার কথা বিশ্বাস করুন স্যার—এর মধ্যে একবিন্দুও মিথ্যে নেই। যদি এতে কোন দোষ হয়ে থাকে, স্বামীর নয়, সে দোষ সম্পূর্ণ আমার, আমারই জন্যে ও সব-কিছু করেছে।'

এলিজা এমন আন্তরিক ভঙ্গিতে কথা বলল যে আমরা অবিশ্বাস করতে পারলাম না।

'ঘটনাটা কি সত্যি, ব্যারিমোর?'

'হ্যাঁ, স্যর হেনরি। এর প্রতিটা কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।'

'তাহলে ব্যারিমোর, স্ত্রীকে সাহায্য করছ বলে আমি তোমাকে দোষ দিতে পারি না। আমি যা বলেছি সব ভুলে যাও। তোমরা দুজনেই এখন ঘরে চলে যাও। কাল সকালে আবার এ সম্পর্কে কথা বলা যাবে।'

ওরা চলে যাবার পর আমরা দুজনে আবার জানলার সামনে এসে দাঁড়ালাম। স্যর হেনরি একটানে জানলাটা খুলে ফেললেন, রাতের এক ঝলক হিমেল বাতাস এসে ঝাপটা মারল আমাদের মুখে। দূরে অন্ধকারের বুকে হলদে আলোর বিন্দুটা তখনও জ্বলছে।

স্যর হেনরি বললেন, 'ওর সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, ডাক্তার ওয়াটসন!'

'আমার মনে হয় আলোটা এমনভাবে রাখা হয়েছে, শুধু এখান থেকেই দেখা যায়।'

'খুব সম্ভবত তাই। আচ্ছা, এখান থেকে ওটা কতটা দূরে হবে বলে আপনার মনে হয়?'

'আমার মনে হয় দাঁতের মতো দেখতে ওই পাহাড়ী চূড়াটার আশেপাশেই কোথাও হবে।'

'তাহলে তো দু-এক মাইলের বেশি নয়?'

'আমার মনে হয় অত দূরও হবে না।'

'ব্যারিমোর যখন অত রাত্তিরে খাবার নিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে, তখন বেশি দূর না হওয়াই স্বাভাবিক। এখনও যখন আলো জ্বলছে, আমার মনে হয় ব্যাটা আলোর পাশে জেগে অপেক্ষা করছে। যা থাকে কপালে, আমি চললাম, ডাক্তার ওয়াটসন, লোকটাকে পাকড়াও করতে।'

ঠিক এমনি একটা মতলব আমার মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। ব্যারি-মোরেরা যদি নিজে থেকে ওর কথা বলত তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র, কিন্তু জোর করে এই রহস্যের জাল ছিন্ন করতে হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে লোকট মূর্তিমান

বিভীষিকা, স্থতরাং যেখানে থাকলে ও কারুর অনিষ্ট করতে পারবে না তেমন জায়-গায় ওকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই আমাদের কর্তব্য পালন করা হবে। নইলে ওর দুর্দান্ত পাশবিক প্রবৃত্তির জন্যে অন্যকে কষ্ট ভোগ করতে হবে। বলা যায় না, কোনদিন রাত্তিরে হয়ত ও স্টেপলটনদেরই আক্রমণ করে বসবে। সম্ভবত এরকম সম্ভাবনার কথা ভেবেই স্যর হেনরি এই দুঃসাহসিক কাজে এতটা ঝুঁকি নিতে রাজি হয়েছেন।

আমি বললাম, 'দাঁড়ান, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

'তাহলে বুটজোড়া পরে নিন, রিভলভারটাও সঙ্গে নেবেন। যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে পারি ততই ভালো, নইলে আলো নিভিয়ে দিয়ে লোকটা আবার সরে পড়তে পারে।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমরা অভিযানে বেরিয়ে পড়লাম। অন্ধকার ঝোপ-ঝাড় লতাগুল্ম, হিমেল বাতাসের করুণ বিলাপ আর পাতার মর্মরধ্বনি পিছনে ফেলে আমরা দ্রুত এগিয়ে চললাম। ক্ষণে ক্ষণে চাঁদটা উঁকি দিয়েই আবার কালো মেঘের আড়ালে ঢেকে যাচ্ছে। জলাভূমিতে সবে পা দিয়েছি, ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। আলোটা তখনও আমাদের সামনে স্থিরভাবে জ্বলছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কাছে অস্ত্র আছে তো?'

'হ্যাঁ, আমার কাছে একটা শিকারী-চাবুক আছে।'

'বাধা দেবার আগেই হঠাৎ কাছে গিয়ে ওকে কাবু করে ফেলতে হবে, শুনেছি লোকটা খুব মরিয়া ধরনের।'

স্যর হেনরি কি যেন বলতে গেলেন, তার আগেই হঠাৎ জলাভূমির বিস্তীর্ণ বুক চিরে ভেসে এল একটা অদ্ভুত আর্তনাদ, যা আমি এর আগে গ্রিমপেন মায়ারের সামনে দাঁড়িয়ে শুনেছি। রাত্রির নিস্তব্ধতায় প্রথমে আর্তনাদটা মনে হল গম্ভীর, চাপা আর দীর্ঘ বিলম্বিত, তারপর স্পষ্ট থেকে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে একটা করুণ বিলাপে পরিণত হল। বার বার বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে শব্দটাকে মনে হল বীভৎস, আদিম। স্যর হেনরি আমার কোটের আস্তিনটা চেপে ধরলেন, ফ্যাকাশে মুখ, অন্ধকারেও ওঁর আতংকিত চোখের মণি দুটো চিক চিক করছে।

'সর্বনাশ, এটা কি, ডাক্তার ওয়াটসন?'

'আমি ঠিক জানি না। বাদায় নাকি এরকম শব্দ হয়। এর আগেও আমি একবার শুনেছি।'

শব্দটা মিলিয়ে গেছে, চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। কান খাড়া করে আমরা চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু কিছু শুনতে পেলাম না।

'কিন্তু ডাক্তার ওয়াটসন, আমার তো মনে হচ্ছে এটা একটা শিকারী কুকুরের আওয়াজ। আপনার কি মনে হয়?'

প্রতিটা শিরা-উপশিরায় রক্ত আমার জমাট বেঁধে গেল, কেননা কাঁপা কাঁপা গলার স্বর শুনে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম উনি অসম্ভব ভয় পেয়েছেন।

মনে মনে ইতস্তত করলেও ওর প্রশ্নকে সরাসরি এড়াতে পারলাম না। বাধ্য

হয়েই বললাম, 'এখানকার স্থানীয় লোকেরা তো বলে এটা নাকি বাস্কারভিলের শিকারী কুকুরের চিৎকার।'

কয়েক মিনিট নীরবতার পর স্যর হেনরি গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'শিকারী কুকুরই বটে! কিন্তু আমার তো মনে হল আওয়াজটা এসেছে অনেক দূর থেকে।'

'কোথা থেকে এসেছে বলা খুব মুশকিল।'

'আচ্ছা, ওই দিকেই তো গ্রিমপেন মায়ার, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমার মনে হয় শব্দটা ওই দিক থেকেই এসেছে। আচ্ছা, ডাক্তার ওয়াটসন, সত্যি করে বলুন তো, আপনার নিজেরও কি মনে হয় না ওটা একটা শিকারী কুকুরের চিৎকার?'

'আগের বারে যখন শুনেছিলাম মিস্টার স্টেপলটন বলেছিলেন ওটা নাকি একটা কোন অদ্ভুত পাখির ডাক।'

'না না, এটা একটা শিকারী কুকুরের ডাক। হা, ভগবান! এসব আষাঢ়ে গল্পের সঙ্গে তাহলে সত্যিই বাস্তবতার মিল আছে, আর সেই রহস্যময় কারণের জন্যেই আজ আমার জীবন বিপন্ন! আপনিও কি তাই বিশ্বাস করেন, ডাক্তার ওয়াটসন?'

'আদৌ না'

'লণ্ডনে এসব জিনিস হেসে উড়িয়ে দেওয়া এক কথা, আর এখানে জলাভূমির এই নিস্তব্ধ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এরকম একটা বীভৎস চিৎকার শোনা সম্পূর্ণ অন্য কথা। আমার জ্যাঠামশাইও যখন মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়েছিলেন, ওঁর মৃতদেহের পাশে পাওয়া গিয়েছিল শিকারী কুকুরের পায়ের ছাপ। সব-কিছু কেমন যেন অদ্ভুত মিলে যাচ্ছে। নিজেকে আমি ভীরু মনে করি না, ডাক্তার ওয়াটসন। কিন্তু গায়ে হাত দিয়ে দেখুন, চিৎকার শুনে আমার সমস্ত রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেছে।'

হাতটা ধরে দেখলাম সত্যি যেন পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। 'ও কিছু নয়। দেখবেন, কালই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু চিৎকারটা আমার মাথা থেকে কিছুতেই দূর করা যাবে না।'

'তাহলে চলুন, বরং ফিরে যাই।'

'কখনই না। লোকটাকে ধরব বলে যখন এসেছি, ওকে ধরবই। তাতে যদি শিকারী কুকুর কিংবা নরকের সাক্ষাৎ শয়তানও আমাদের পেছনে লাগে, তবু ব্যাপারটা না দেখে কিছুতেই ফিরব না।'

অন্ধকারে ঠোক্কর খেতে খেতে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। আমাদের চারদিকে উঁচু নিচু কালো পাহাড়, সামনে হলদে আলোর স্থির একটা বিন্দু। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আলোর দূরত্ব অনুমান করা খুবই মুশকিল—কখনও মনে হচ্ছে একেবারে দিগন্তের গায়ে, কখনও মনে হচ্ছে এই তো আর কয়েক গজ দূরেই। অবশেষে দেখতে পেলাম আলোটা কোথা থেকে আসছে, তখন বুঝতে অসুবিধে হল না যে আমরা খুব কাছে এসে পড়েছি। পাহাড়ের একটা ফাটলের মধ্যে একটি মোমবাতি

বসানো, দুপাশে পাথরের খাড়া দেয়াল থাকায় বাতাস লাগছে না এবং বাস্কারভিল প্রাসাদ ছাড়া অন্য-কোন দিক থেকে দেখাও যায় না। বড় একটা পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে আমরা আলোটার দিকে উঁকি মারলাম। হলদে শিখায় দুপাশের মসৃণ দেয়াল চিকচিক করছে, সারা জলাভূমি জুড়ে জীবন্ত প্রাণীর আর কোথাও কোন চিহ্ন নাই। সব মিলিয়ে সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাটা কেমন অদ্ভুত রহস্যময় মনে হল।

স্যর হেনরি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি করব?'

বললাম, অপেক্ষা করব। লোকটা আলোর আশেপাশেই কোথাও আছে। দেখি, এক নজরে দেখতে পাই কিনা।'

কথা শেষ হতে না হতেই আমরা ওকে দেখতে পেলাম। পাহাড়ের যে ফাটলের মধ্যে আলোটা জ্বলছিল, সেই ফাটলে একটা অশুভ হলদেটে মুখ দেখতে পেলাম। অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত সাংঘাতিক পাশবিক একটা মুখ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, জট-পাকানো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গুহা মানবের মতো ভয়ংকর আদিম। হলদে আলোর ওপারে অন্ধকারে তার ধূর্ত চোখ দুটো হিংস্র পশুর মতো জ্বলজ্বল করছে, ডাইনে বামে এমন ভাবে ঘুরছে যেন শিকারীর পায়ের শব্দ পেয়ে ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

লোকটা নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করেছে। হয়ত ব্যারিমোরের বিশেষ কোন সংকেত ছিল যেটা আমরা দিইনি, কিংবা লোকটা নিজে থেকেই বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা বিশেষ সুবিধের নয়। যাই হোক না কেন, লোকটা যে ভয় পেয়েছে, তার তাকানোর ভঙ্গি দেখেই আমি বুঝতে পারলাম। বলা যায় না, আলোটা উলটে দিয়েও যে-কোন মুহূর্তে অন্ধকারে উধাও হয়ে যেতে পারে। তাই আর দেরি করা উচিত নয় ভেবে আমি সামনে ছুটে গেলাম, স্যর হেনরিও আমাকে অনুসরণ করলেন। লোকটাও অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে চকিতে ছুটতে শুরু করল। পলকের জন্যে আমি ওর নাতিদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহটা একবার দেখার সুযোগ পেলাম। সৌভাগ্যবশত চাঁদ তখন মেঘের আড়ালে ঢাকা ছিল না। পাহাড়ের গা ঘেঁষে আমরা ছুটতে শুরু করলাম আর লোকটা পাহাড়ী-ছাগলের মতো পাহাড় টপকে টপকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। যতটা দূরত্বে ও ছিল, রিভলভার থেকে গুলি ছুঁড়ে আমি ওর গতি রুদ্ধ করে দিতে পারতাম, কিন্তু কেবল আত্মরক্ষার জন্যই অস্ত্রটা সঙ্গে এনেছিলাম, নিরস্ত্র কোন লোককে গুলি করার জন্য নয়।

আমরা দুজনেই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ওকে ধাওয়া করেছিলাম কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারলাম ওকে ধরা অসম্ভব। এক সময়ে ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরের উপর বসে আমরা হাঁপাতে লাগলাম আর চাঁদের আলোয় অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম দূরে পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটা বিন্দুর মতো ও ক্রমশই মিলিয়ে যাচ্ছে।

বাড়ি ফিরব, সবে উঠে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত একটা জিনিস আমাদের চোখে পড়ল। ডান দিকে গ্রানাইট পাহাড়ের খাঁজকাটা চূড়াটা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, চাঁদটা হেলে পড়েছে তার গায়ে আর সেই উজ্জ্বল জ্যোতির্বলয়ের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে আবলুস কাঠের খোদাই-করা ভাস্কর্যের

মতো একটা কালো ছায়ামূর্তি। বিশ্বাস কর হোমস, জীবনে এর চেয়ে স্পষ্ট আমি আর কখনও কিছু দেখিনি। মূর্তিটা এখনও আমার মনের মধ্যে গাঁথা আছে—লম্বা, রোগা মতন, পা দুটা একটু ফাঁক করে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাত দুটো চুলের কাছে ভাঁজ করা, মাথাটা নিচু—যেন সীমাহীন প্রান্তরের আদিম বিস্তীর্ণতার কথাই ভাবছে। সে যেন ওই ভয়ংকর নির্জনতার কোন প্রেতচ্ছায়া। লোকটা পলাতক আসামী নয়, কেননা ও যেদিকে পালিয়েছে এ তার থেকে অনেক দূরে, তাছাড়া ছায়ামূর্তিটা ওর চাইতে অনেক বেশি লম্বা। অস্ফুট বিস্ময়ে আমি বাস্কারভিলের দিকে ফিরে তাকাবার আগেই দেখলাম ছায়ামূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আমার ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে পাহাড়ের চূড়াটা একবার খুঁজে দেখি কিন্তু অচিরেই সে-পরিকল্পনা বাতিল করে দিতে হল। কেননা প্রথমত চূড়াটা এখান থেকে অনেক দূরে, তার উপর শিকারী কুকুরের সেই ভয়ংকর গর্জন, যা কিংবদন্তীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্যর হেনরির মনটা আতঙ্কে একেবারে দমিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া পাহাড়ী চূড়ায় লোকটার অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি, তার প্রভুত্বব্যঞ্জক ভঙ্গি আমার মতো স্যর হেনরিকে নাড়া দিতে পারেনি। উনি খুব হালকাভাবেই মন্তব্য করলেন, 'আমার মনে হয় প্রহরীদের কেউ হবে। লোকটা পালাবার পর থেকে জলাটা প্রহরীতে ভর্তি হয়ে গেছে।'

হয়ত ওঁর কথাই ঠিক, কিন্তু আমার আরও সঠিক প্রমাণ চাই। ভেবেছি আজই প্রিন্সটাউনে চিঠি লিখব, ওদেরই উচিত পলাতক আসামীকে খুঁজে বের করা। তবে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় আমরা লোকটাকে পাকড়াও করে বাহবা কুড়োতে পারলাম না। এই হল আমাদের গতকালের নৈশ-অভিযানের ফলাফল। আশা করি তুমি এর থেকে তোমার সিদ্ধান্তে পৌছতে পারবে। আমার দিক থেকে বলতে পারি—ব্যারিমোরদের ব্যাপারটা যতই হালকা হচ্ছে, জলাভূমির অজানা রহস্য ততই দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। পরে হয়ত এ সম্পর্কে তোমাকে আরও কিছু জানাতে পারব, কিন্তু সবচেয়ে ভালো হয় তুমি যদি একবার এখানে আসতে পার।

দশ

প্রথম দিকে শার্লক হোমসকে যে-সব খবর পাঠিয়েছি, এত দিন পর্যন্ত সেগুলো থেকেই উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু এখন বিবরণের এমন এক পর্যায়ে এসেছি যেখানে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ অচল। তাই বাধ্য হয়ে স্মৃতির উপর নির্ভর করেই আমাকে রোজনামচার আশ্রয় নিতে হল যাতে দৈনন্দিন ঘটনার খুঁটিনাটি কিছু বাদ না যায়। এখন আমি জেল-ভেঙ্গে-পালানো সেই আসামীর পিছনে নিষ্ফল অনুসরণ এবং জলাভূমিতে অন্যান্য সব অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভের পরের দিন সকাল থেকে এই বিবরণ শুরু করছি।

১৬ই অক্টোবর—কুয়াশায় ঢাকা বিশ্রী একটা দিন, তার ওপর আবার টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। ক্ষণে ক্ষণে সারা প্রাসাদ মেঘে ঢেকে যাচ্ছে, কখনও বা তারই ফাঁকে দূরে জলাভূমির ভিজে পাহাড়গুলোয় আলো পড়ে চিক চিক করছে। সব মিলিয়ে ভেতরে বাইরে চারদিকেই একটা বিষণ্ণ ভাব। গত রাত্রির উত্তেজনার পর স্যর হেনরির মনে এক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মনে মনে আমিও যেন কোথায় আসন্ন একটা বিপদের আভাস পাচ্ছি, এবং সেটা যে কি তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি না বলে বিপদটাকে আরও ভয়ংকর বলে মনে হচ্ছে।

বাস্কারভিল পরিবারের কিংবদন্তীর সঙ্গে স্যর চার্লসের মৃত্যুর যথেষ্ট মিল রয়েছে। আমিও শিকারী কুকুরের ভয়ংকর চিৎকার দু-দুবার নিজে কানে শুনেছি। কিন্তু সেটা ভৌতিক বা অতিপ্রাকৃতিক কিছু বলে আমার একবারও মনে হয়নি। যদি ধরে নিই জলাভূমিতে সত্যিই কোন অতিকায় শিকারী-কুকুর খোলা রয়েছে তাহলে সমস্ত জিনিসটার মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এরকম একটা ভয়ংকর কুকুর এল কোথা থেকে, লুকিয়েই বা থাকে কোথায়, খাবার পায় কোথা থেকে, দিনের বেলাতেই বা ওটাকে দেখা যায় না কেন! কুকুরটা ছাড়াও লণ্ডনে ঘোড়ার গাড়িতে সেই অনুসরণকারী, জলাভূমিতে না-আসার জন্যে স্যর হেনরিকে হুমকি দেওয়া চিঠি—এগুলো এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। আর-কিছু না হোক, চিঠিটা অন্তত বাস্তব। কিন্তু ওটা কার কাজ—কোন শুভার্থী বন্ধু, না শত্রুর। সে এখন কোথায়—লণ্ডনে, না এখানে? তবে যে অপরিচিত লোকটাকে ঘরের মাথায় দেখেছি, সে-ই বা কি?

এক পলকের জন্যে দেখলেও, আমার মনে হয়েছে লোকটার মধ্যে এমন একটা-কিছু আছে যা আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো নয়। লোকটা স্টেপলটনের চাইতে লম্বা ফ্রাঙ্কল্যাণ্ডের চাইতে রোগা। হয়ত ব্যারিমোরের সঙ্গে চেহারার কিছুটা মিল আছে, কিন্তু আমাদের অনুসরণ করে এতদূর আসা ওর পক্ষে কোনমতেই সম্ভব ছিল না। লোকটাকে ধরতে পারলে সম্ভবত আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

আজ সকালে প্রাতরাশের পর সামান্য একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। ব্যারিমোর স্যর হেনরির সঙ্গে নিভৃতে কিছু কথা বলতে চেয়েছিল, স্যর হেনরি ওকে পড়ার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি বসেছিলাম পাশের বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে। একটু পরে স্যর হেনরি আমাকে পড়ার ঘরে ডাকলেন। আমাকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে ব্যারিমোরের নাকি যথেষ্ট অভিযোগ আছে। ওর ধারণা সেলডেনের গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়া সত্ত্বেও ওকে তাড়া করাটা নাকি আমাদের উচিত হয়নি।'

আমি একটু রুক্ষ স্বরেই বললাম, 'তুমি যদি নিজে থেকেই বলতে তাহলে না হয় কথা ছিল, কিন্তু সেলডেনের খবর তোমার কাছ থেকে আদায় করতে হয়েছে জোর ক'রে। তাছাড়া লোকটা রীতিমতো বিপজ্জনক—রাত্তিরে দরজা ভেঙে কারুর বাড়িতে যদি চড়াও হয়—?

'না স্যর, না—আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারি, ও কখনই কারুর অনিষ্ট করবে না। আর কয়েক দিনের মধ্যেই ও দক্ষিণ আমেরিকায় চলে যাবে, অনুগ্রহ করে তার আগে পুলিসকে কিছু জানাবেন না। এখনও পর্যন্ত যখন কারুর কোন অনিষ্ট করেনি, দোহাই আপনাদের, পুলিসে খবর দিয়ে আমাদের আর বিপদে ফেলবেন না।'

'এতদিন পর্যন্ত ও কারুর অনিষ্ট করেনি ঠিকই কিন্তু যাবার আগেও তো করতে পারে?'

'পাগল ছাড়া এমন কাজ কেউ কখনও করে না, স্যর হেনরি। কোন অপরাধ করা মানেই তো লোকের চোখে আঙুল দিয়ে বলে দেওয়া হবে ও এখন কোথায় লুকিয়ে রয়েছে।'

'হুঁ, তা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা, এ সম্পর্কে আপনার কি মতামত, ডাক্তার ওয়াটসন?'

'ও যদি কারুর অনিষ্ট না করে, আমরাও ওর অনিষ্ট করব না।'

'ঠিক আছে ব্যারিমোর, তুমি এখন যেতে পার।'

'আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ স্যর। ও আবার ধরা পড়লে আমার স্ত্রী হয়ত কেঁদে কেঁদেই মারা যেত।'

বেরিয়ে গিয়েও জন ব্যারিমোর কি যেন ভেবে আবার ফিরে এল। 'এ দয়ার প্রতিদানে আমিও আপনাদের জন্যে কিছু করতে চাই, স্যর। হয়ত আমার আগেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু ব্যাপারটা আমি জানতে পারি স্যর চার্লসের মৃত্যু-সংক্রান্ত অনুসন্ধান শেষ হবার অনেক পরে। আজ পর্যন্ত এ সম্পর্কে আমি কাউকেই কিছু বলিনি।'

স্যর হেনরি আর আমি দুজনেই চকিতে লাফিয়ে উঠলাম।

'তুমি কি জান কি করে তাঁর মৃত্যু হয়েছে?'

'না স্যর, তা জানি না।'

'তাহলে?'

'আমি জানি কেন উনি ওই সময়ে কাঠের গেটটার সামনে গিয়েছিলেন।'

'কেন?'

'একজন মহিলার সঙ্গে দেখা করতে।'

'মহিলার সঙ্গে!'

'হ্যাঁ স্যর।'

'কে তিনি? কি নাম ভদ্রমহিলার?'

'চিনি না, নামটাও সম্পূর্ণ বলতে পারব না। তবে নামের প্রথম অক্ষর দুটো এল. এল।'

'কেমন করে তুমি জানলে, ব্যারিমোর?'

'জানতে পারলুম সেদিন সকালে আপনার জ্যাঠামশাইয়ের কাছে-আসা একটা চিঠি থেকে। সাধারণত প্রতিদিনই ওঁর বিস্তর চিঠি আসত, কেননা সহৃদয়তার জন্যে সবাই ওঁকে শ্রদ্ধা করত। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেদিন কেবল একটাই

চিঠি এসেছিল, তাই সেটা আমার নজরে পড়ে। চিঠিটা এসেছিল, কুম্ব ট্রেসি থেকে, আর খামের ওপরে নাম ঠিকানা লেখা ছিল। মেয়েলি হাতের।'

'তারপর ?'

চিঠিটার কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলুম, স্যর। আপনি এখানে আসার কয়েক দিন আগে পড়ার ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে তাপচুল্লির পেছনে একটা আধ-পোড়া চিঠি পাই। স্যর চার্লসের মৃত্যুর পর কয়েক সপ্তাহ ও ঘরটা আর খোলা হয়নি। চিঠিটার বেশির ভাগ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শেষের কয়েকটা লাইন তখনও আবছা আবছা পড়া যাচ্ছিল—'আপনি যদি যথার্থই ভদ্র হন, চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলবেন, আর রাত দশটার সময় কাঠের ফটকটার সামনে থাকবেন।' নিচে নামের জায়গায় শুধু লেখা এল. এল।'

'সেই পোড়া চিঠিটা তোমার কাছে আছে ?'

'না স্যর, তুলে পড়তে গিয়েই ঝুর ঝুর করে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।'

'আচ্ছা, একই হাতের লেখা অন্য কোন চিঠি স্যর চার্লস কখনও পেয়েছিলেন কিনা বলতে পার ?'

'না স্যর, ওঁর চিঠিপত্রের ওপর আমি খুব একটা নজর দিতুম না। সেদিন একটাই মাত্র চিঠি এসেছিল বলে—'

'আচ্ছা, 'এল. এল'-টা কে হতে পারে বলে তোমার মনে হয় ?'

'আমার জানার মধ্যে কেউই নন, স্যর। তবে আমার ধারণা, ওই ভদ্রমহিলার সন্ধান পেলে স্যর চার্লসের মৃত্যু সম্পর্কে আরও অনেক কথা জানা যাবে।'

'আমি বুঝতেই পারছি না ব্যারিমোর, এমন একটা জরুরী তথ্য তুমি কেমন করে গোপন রাখতে পারলে ?'

'প্রথমে এই ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেলডেনকে নিয়ে আমাদের নানান ঝামেলা পোয়াতে হয়। তার ওপর স্যর চার্লস আমাদের জন্যে যা করেছেন, তাতে ওঁর কাছে আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ। এই ঘটনার সঙ্গে কোন মহিলা জড়িত রয়েছে শুনলে অনেকে হয়ত—'

'তুমি ভেবেছিলে এতে হয়ত ওঁর সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে, তাই না ?'

'হ্যাঁ স্যর, ভেবেছিলাম এ নিয়ে মিছিমিছি ঘাঁটাঘাঁটি করলে হয়ত আমার মনিবেরই বদনাম হবে। তবে আজ আপনারা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেন বলেই ভাবলুম ব্যাপারটা আপনাদের জানানো উচিত।'

'ভালোই করেছ ব্যারিমোর। আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।'

ব্যারিমোর চলে যাবার পর স্যর হেনরি আমার মুখের দিকে তাকালেন। 'তাহলে, এই নতুন সংবাদটা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ডাক্তার ওয়াটসন ?'

'অন্ধকারটাকে আরও গাঢ় করে তুলল।'

'আমারও তাই ধারণা। কিন্তু আমরা যদি এল. এল. কে আবিষ্কার করতে পারি তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপাতত লাভ শুধু এই টুকুই—আমরা এখন জানতে পেরেছি, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন এমন একজন

মহিলা যিনি হয়ত ঘটনাটা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে পারেন। এখন আমাদের কি করা উচিত ?'

'প্রথমেই হোমসকে খবরটা সবিস্তারে জানানো দরকার। যে-সূত্রটা ও খুঁজছে হয়ত এটা থেকেই তা পেয়ে যাবে। আমার ধারণা খবরটা পেয়েই ও সোজা এখানে চলে আসবে।'

'তাহলে খবরটা এখনই ওকে জানিয়ে দিন।'

১৭ই অক্টোবর—আজ সকাল থেকে সারাদিন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, ছাদের কিনার আর আইভি লতা থেকে টুপটাপ টুপটাপ জল ঝরছে। এমনি ঝড়ো হিমেল হাওয়ায় আশ্রয়হীন জলাভূমিতে পলাতক কয়েদীটার কথা মনে পড়ল। বেচারা! অপরাধ তার যা-ই হোক না কেন, প্রায়শ্চিত্তের জন্যে সে কিছু কম কষ্ট ভোগ করেনি। তার পরেই মনে পড়ল লণ্ডনে ঘোড়ার গাড়িতে দেখা একটা মুখ, আর চাঁদের আলোয় নির্জন জলাভূমির পাহাড়ী চূড়ায় দাঁড়িয়ে-থাকা সেই রহস্যময় মানুষটার কথা। ওরাও কি এখন এই বৃষ্টি-বাদলার দিনে জলাভূমিতে আত্মগোপন করে রয়েছে ?

বিকেলে বর্ষাতি চাপিয়ে জলার অনেকদূর পর্যন্ত গেলাম। নানান অশুভ আশঙ্কায় মন আমার তখন ভারি হয়ে রয়েছে। শন্‌শন্ করে ঝড়ো বাতাস বইছে, কনকনে ঠাণ্ডা বৃষ্টির ছাঁট এসে বিঁধছে চোখে মুখে। এই সময়ে কেউ যদি গ্রিমপেন মায়ারের আশে-পাশে থাকে ঈশ্বর যেন তাকে রক্ষা করেন, কেননা জলার উঁচু জমি পর্যন্ত এখন জলে ভরে গেছে। কাল যে পাহাড়ী চূড়ায় সেই লোকটাকে দেখেছিলাম, সেই রুক্ষ চূড়ার ওপর উঠে আমি বিষাদমাখা প্রান্তরের দিকে তাকালাম। দমকা ভিজে বাতাস বইছে, কালো কালো জমাট মেঘগুলো খুব নিচু দিয়ে ভেসে চলেছে অদ্ভুত দেখতে পাহাড়গুলোর গা ঘেঁষে। দূরে বাঁদিকে কুয়াশা জড়ানো বাস্কারভিল প্রাসাদের গম্বুজ দুটোকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের ঢালুতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধ্বংস-বিশেষ ছাড়া লোকবসতির আর কোথাও কোন চিহ্ন নেই। চিহ্ন নেই সেদিন রাত্তিরে দেখা সেই রহস্যময় লোকটার।

ফেরার পথে ফাউলমায়ারের দিক থেকে আসা এবড়ো-খেবড়ো পথে ডাক্তার মর্টিমারের গাড়ির সঙ্গে আমার দেখা হল। এমন একটা দিনও যায়নি, যেদিন বাস্কারভিল প্রাসাদে এসে উনি আমাদের খবরাখবর নেননি। প্রায় জোর করেই উনি আমাকে ওঁর গাড়িতে তুলে নিলেন। দেখলাম ওঁর ছোট স্পেনিয়াল কুকুরটা হারিয়ে যাওয়ায় ভদ্রলোক খুবই মুষড়ে পড়েছেন। কুকুরটা জলার দিকে গিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি। আমি ওকে আপ্রাণ সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু গ্রিমপেন মায়ারের সেই টাট্টুটার কথা মনে পড়তেই বুঝলাম কুকুরটাকে উনি আর কোনদিনই খুঁজে পাবেন না।

অসমান পথে বিশ্রীভাবে ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছি। এক সময়ে হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করলাম 'আচ্ছা, ডাক্তার মর্টিমার, আপনি তো এ অঞ্চলের প্রায়

সবাইকেই চেনেন, এমন কোন মহিলার নাম বলতে পারেন, যার নামের আদ্যক্ষর এল. এল. ?'

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে উনি কি যেন ভাবলেন। 'কই না, তেমন তো কাউকে মনে পড়ছে না। অবশ্য জলার প্রতি জিপসিকে আমি চিনি না, কিন্তু এমন কোন ভদ্র পরিবার বা কৃষক নেই যার নামের আদ্যক্ষর এল. এল.। দাঁড়ান দাঁড়ান—হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। লরা লায়ন্সের নামের আদ্যক্ষর হত এল. এল.—কিন্তু সে থাকে কুম্ব ট্রেসিতে।'

কুম্ব ট্রেসি শুনেই আমি মনে মনে চমকে উঠলাম। 'ভদ্রমহিলা কে ?'

'ফ্রাঙ্কল্যাণ্ডের মেয়ে।'

'ওই পাগলাটে বুড়ো ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড !'

'হ্যাঁ। কিছুদিন আগে লায়ন্স নামে একজন শিল্পী বাদায় ছবি আঁকতে এসেছিল, লরা তাকেই বিয়ে করে। পরে জানা যায় লোকটা মহা বদ। সে লরাকে ফেলে পালিয়ে যায়। শুনেছি দোষটা নাকি একতরফা নয়। মেয়েটি বাবার অমতে বিয়ে করেছিল, তাই বাবা তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখত না—এ ছাড়া দু-একটা আরও অন্য কারণ ছিল। ফলে এই দুয়ের মাঝে পড়ে মেয়েটাকে খুবই কষ্টে দিন কাটাতে হত।'

'কিভাবে উনি জীবিকা নির্বাহ করতেন ?'

'প্রথম দিকে ওর খুবই কষ্টে দিন কেটেছে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবার পর আমরা সবাই মিলে ওকে কিছু কিছু সাহায্য করি—স্যর চার্লসও এঁদের মধ্যে একজন। আমরা ওকে টাইপরাইটারের ছোটখাট একটা ব্যবসায় লাগিয়ে দিই।'

হঠাৎ আমার এই অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে, আমি অল্প দু-চারটে কথায় ওঁর কৌতূহল চরিতার্থ করলাম। কেননা মনে মনে ভাবলাম আগে-ভাগে কাউকে কিছু না জানানোই ভালো। কাল সকালে কুম্ব ট্রেসিতে গিয়ে মিসেস লরা লায়ন্সের খোঁজ খবর নেব। যদি দেখা পাই এ রহস্যের খানিকটা কিনারা হবেই। আজকাল আমার মাথায় বেশ ভালোই বদ বুদ্ধি খেলে, কেননা ডাক্তার মর্টিমারের প্রশ্নের চাপে যখন দেখলাম অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয় তখন হঠাৎ খুব স্বাভাবিক ভাবেই জিজ্ঞেস করলাম মিস্টার ফ্রাঙ্কল্যাণ্ডের করোটি কোন শ্রেণীভুক্ত। ব্যস, তারপর বাকি পথটা নির্বিঘ্নেই করোটি-বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা শুনতে শুনতে পেরিয়ে এলাম। এখন মনে হচ্ছে এত দিন বৃথাই শার্লক হোমসের সঙ্গে বাস করিনি।

স্যর হেনরির অনুরোধে ডাক্তার মর্টিমার নৈশভোজের জন্য রয়ে গেলেন এবং খাওয়া-দাওয়ার পর দুজন যখন 'একার্টি' খেলায় ব্যস্ত, আমি তখন পড়ার ঘরে চলে এলাম। ব্যারিমোর কফি এনে দিল। এই সুযোগে আমি ওকে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম।

'কি হে, তোমার গুণধর আত্মীয়টি চলে গেছে, না এখনও বাদায় লুকিয়ে রয়েছে ?'

'আমি ঠিক জানি না, স্যর। তিন দিন আগে তার জন্যে খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম, তার পর আর-কোন খবরই পাইনি।'

'শেষবার তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?'

'না স্যর, কিন্তু পরে গিয়ে দেখি খাবার নেই।'

'তার মানে নিশ্চয়ই সে ওখানে ছিল।'

'হতেও পারে, আবার অন্য কেউও তার খাবার নিয়ে যেতে পারে।'

কফির পেয়ালাটা সবে মুখের কাছে তুলেছি, সেই অবস্থাতেই ওর মুখের দিকে তাকালাম। 'তার মানে তুমি বলতে চাও ওখানে আর কেউ আছে?'

'হ্যাঁ স্যর, বাদায় অন্য আর-একজন লোক আছে।'

'তুমি নিজের চোখে তাকে দেখেছ?'

'না, স্যর।'

'তাহলে তার কথা তুমি জানলে কেমন ক'রে?'

'সপ্তাহ খানেক আগে সেলডেন আমাকে বলেছিল। সে-ও বাদায় লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা লোকটা অপরাধী নয়, স্যর। কি জানি, সব মিলিয়ে ব্যাপারটা আমার একটুও ভালো লাগছে না, ডাক্তার ওয়াটসন।'

'কোন্ ব্যাপারটা, ব্যারিমোর?'

ব্যারিমোর ইতস্তত করল। 'এই সমস্ত ব্যাপার যা ঘটছে স্যর। আমার মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা বিশ্রী ষড়যন্ত্র পেকে উঠছে। কি জানি স্যর হেনরিকে আবার লণ্ডনে ফিরে যেতে দেখলেই বোধ হয় আমি সব চাইতে বেশি খুশি হব।'

'কেন, তোমার ভয়টা কিসের?'

'স্যর চার্লসের মৃত্যুর ব্যাপারটাই দেখুন না কেন। তদন্তকারী বিচারকরা যাই বলুন ঘটনাটা সত্যিই ভারি রহস্যময় আর অজানা অচেনা লোকটাই বা ওখানে লুকিয়ে রয়েছে কেন? কিসের জন্য ও অপেক্ষা করছে? বাস্কারভিল-পরিবারের কারুর পক্ষেই এ জায়গাটা শুভ নয়। নতুন চাকর-বাকররা এসে এ প্রাসাদের দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না, ডাক্তার ওয়াটসন।'

'আচ্ছা, অচেনা লোকটা কোথায় লুকিয়ে আছে, কি করছে, সে সম্পর্কে তুমি কিছু শুনেছ?'

'সেলডেন তাকে দু-একবার মাত্র দেখতে পেয়েছিলে, কিন্তু লোকটা মহা ধূর্ত। প্রথমে ও ভেবেছিল লোকটা বোধহয় পুলিস, কিন্তু পরে বুঝতে পারল লোকটা তার নিজের কোন-কিছু নিয়েই ব্যস্ত। যতটা বুঝতে পেরেছে লোকটা ভদ্র গোছের, কিন্তু ওখানে কি করছে সেটা ও ঠিক আন্দাজ করতে পারেনি।'

'কোথায় থাকে বলেছে?'

'পাহাড়ের গায়ে ভেঙে-পড়া পুরনো বাড়িগুলোর একটাতে।'

'কিন্তু লোকটা খাবার পায় কোথা থেকে?'

'সেলডেন জানতে পেয়েছে, কুম্ব ট্রেসির দিক থেকে একজন ছোকরা ওই লোকের জন্য যা-কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর সব নিয়ে আসে।'

'ঠিক আছে ব্যারিমোর, পরে এ-সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আরও কথা বলব।'

ব্যরিমোর চলে যাবার পর আমি পায়ে পায়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালাম। এখানেই যদি রাত্রি এমন গাঢ় হয়, জলাভূমিতে না জানি সে-রাত্রির চেহারা কি ভয়ংকর হবে! কি এমন দুর্মর আক্রোশ কিংবা তীব্র আকর্ষণ যার মোহে লোকটা ওই ভয়াবহ জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে? এমনও হতে পারে, যে-সমস্যা নিয়ে আমি এত উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছি, তার কেন্দ্রভূমিই ওই ভাঙা বাড়িগুলোর একটা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম এই রহস্যের মর্মমূলে প্রবেশ আমি করবই।

এগার

এত দূর পর্যন্ত আমার রোজনামচার উদ্ধৃত অংশগুলো আঠার তারিখের আগের ঘটনা। এর পর থেকেই অদ্ভুত অদ্ভুত কতকগুলো ঘটনা ভয়ংকর পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এর একটা হল কুম্ব ট্রেসির লরা লায়ন্স। ভদ্রমহিলার খোঁজ পেতে বিশেষ অসুবিধে হল না। গ্রামের প্রায় মাঝখানে বেশ সাজানো-গোছানো ছিমছাম একটা বাড়ি। ঝি এসে দরজা খুলে দিল, দেখলাম বাইরের ঘরে রেমিংটন টাইপরাইটার, সামনে একজন মহিলা বসে রয়েছেন—অসামান্যা রূপসী, টানা টানা দুটো চোখ, উজ্জ্বল একরাশ সোনালী চুল। সব মিলিয়ে মনে হল আমি যেন ফুটন্ত একটা গোলাপের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। তবু এত রূপের মধ্যেও কোথায় যেন একটা বিষণ্ণতা লুকিয়ে রয়েছে। সংকোচ কাটিয়ে স্পষ্ট কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম ভদ্রমহিলা স্তব্ধ বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

বললাম, 'আপনার বাবার সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা আছে।'

আমার কথা শুনে ভদ্রমহিলার পাতলা ঠোঁট দুটো অবজ্ঞায় কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। বুঝলাম শুরুটা আদৌ শোভন হয়নি।

'বাবা বা তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। পরলোকগত স্যর চার্লস বাস্কারভিল এবং অন্য কয়েকজন সুহৃদ ভদ্রলোক অনুগ্রহ না করলে আজ হয়ত আমাকে না-খেতে পেয়েই মরতে হত, আর তাতে আমার বাবার কিছুই এসে যেত না।'

'পরলোকগত স্যর চার্লস বাস্কারভিল সম্পর্কেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, মিসেস লায়ন্স।'

'ভদ্রমহিলার বাঁকানো ভ্রূদুটো কুঁচকে ছোট হয়ে গেল।

'ওঁর সম্পর্কে কতটুকু বলতে পারব আমি নিজেই জানি না।'

'আপনি তো ওঁকে চিনতেন, তাই না?'

'আমি তো আগেই বলেছি, সহৃদয়তার জন্যে আমি ওঁর কাছে ঋণী। আমি যে আজ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছি সে একমাত্র ওঁর দয়াতেই।'

'ওঁকে কি আপনি চিঠি লিখতেন ?'

চকিতে ভদ্রমহিলা বড় বড় চোখ মেলে তাকালেন, রাগে যেন ঝিকিয়ে উঠল। স্বচ্ছ চোখের তারা দুটো। 'হঠাৎ এ প্রশ্নের অর্থ কি ?'

'অর্থ যাতে লোক-জানাজানি হয়ে কোন কেলেঙ্কারি না হয়। ব্যাপারটাকে আমাদের হাতের বাইরে যেতে না দিয়ে আলোচনাটা এখানে করাই ভালো।'

ম্লান মুখে খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে ভদ্রমহিলা কি যেন ভাবলেন, তারপর কিছুটা উদ্ধত ভঙ্গিতেই আমার মুখের দিকে তাকালেন। 'বেশ, কি জানতে চান বলুন ?'

'আপনি কি স্যর চার্লসকে চিঠিপত্র লিখতেন ?'

'হ্যাঁ, ওঁর দাক্ষিণ্য এবং মহানুভবতা স্বীকার করে আমি দু-এক বার চিঠি লিখেছি।'

'ওই চিঠিগুলোর তারিখ কি আপনার মনে আছে ?'

'না।'

'ওঁর সঙ্গে কি কখনও সাক্ষাৎ করেছেন ?'

'হ্যাঁ, একবার কি দুবার, উনি যখন কুম্ব ট্রেসিতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক ছিলেন খুব শান্তিপ্রিয়, গোপনেই লোকের উপকার করতে বেশি ভালোবাসতেন।'

'কিন্তু আপনি যদি ওঁকে মাত্র দু-একবারই চিঠি লিখে থাকেন বা দেখে থাকেন, তাহলে আপনার সমস্ত ব্যাপারে উনি কেমন করে সাহায্য করতে পারেন ?'

অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গেই মিসেস লায়ন্স আমার এই জটিল প্রশ্নের জবাব দিলেন। 'এখানকার অনেক ভদ্রলোকই আমার দুঃখের কাহিনী জানতেন, তাঁদের একজন হলেন মিস্টার স্টেপলটন। উনি স্যর চার্লস বাস্কারভিলের প্রতিবেশী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওঁর কাছ থেকেই স্যর চার্লস আমার ব্যাপারটা জানতে পারেন।'

'আপনি কি নিজে থেকে স্যর চার্লসকে সাক্ষাৎ করার জন্যে কখনও লিখেছিলেন ?'

লরা লায়ন্সের গোলাপী চিবুক দুটো রাগে আরও লাল হয়ে উঠল। 'আপনার প্রশ্নটা সত্যিই বড় বেয়াড়া !'

'অত্যন্ত দুঃখিত, তবু আমি আবার ওই একই প্রশ্ন করছি।'

'তাহলে আমিও জবাব দিচ্ছি—কখনই না।'

'স্যর চার্লসের মৃত্যুর ঠিক আগের দিনটাতেও না ?'

চিবুক থেকে গোলাপীর ওপর লালের আভাটা চকিতে মিলিয়ে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। শোনার চাইতে আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওঁর ঠোঁটদুটো কিছুতেই 'না' উচ্চারণ করতে পারল না।

'নিশ্চয়ই আপনি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। আপনার চিঠির বেশ খানিকটা আমি মুখস্থ বলে যেতে পারি। পুনশ্চের অংশটুকু হচ্ছে—আপনি যদি যথার্থই

ভদ্রলোক হন চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলবেন, আর রাত দশটার সময় কাঠের ফটকটার সামনে থাকবেন।'

মুখের অভিব্যক্তিতে মনে হল ভদ্রমহিলা বুঝি এখুনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন, কিন্তু আশ্চর্য তৎপরতায় নিজেকে সামলে নিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, 'হা ভগবান, ভদ্রলোক বলে এ পৃথিবীতে সত্যিই কি কিছু নেই।'

'আপনি কিন্তু মিছেই স্যর চার্লসের ওপর অবিচার করছেন। চিঠিটা উনি সত্যিই পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু কখনও কখনও চিঠি পুড়ে গেলেও পড়া যায়। তাহলে এখন আপনি স্বীকার করছেন যে আপনি চিঠি লিখেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, আমি লিখেছিলাম,' হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগকে উনি আর-কিছুতেই চেপে রাখতে পারলেন না। 'না, এখন আমি আর অস্বীকার করব না বা লজ্জিতও হব না। আমি ওঁর সাহায্য চেয়েছিলাম, জানতাম একবার ওঁর দেখা পেলেই সাহায্য পাব, তাই দেখা করার জন্যে চিঠি লিখেছিলাম।'

'কিন্তু হঠাৎ ওরকম একটা বেয়াড়া সময়ে কেন ?'

'যেহেতু আমি জানতাম পরের দিনই উনি লণ্ডনে চলে যাবেন এবং সম্ভবত কয়েক মাস সেখানে থাকবেন। বিশেষ কয়েকটা কারণে ওর চেয়ে তাড়াতাড়ি ওখানে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

'কিন্তু বাড়িতে না গিয়ে ওরকম একটা উৎকট জায়গা বেছে নিলেন কেন ?'

'আপনি কি মনে করেন অত রাত্তিরে কোন মহিলা একজন অবিবাহিত পুরুষের বাড়িতে যেতে পারে ?'

'তাও তো বটে ! আচ্ছা, ওখানে যাবার পর কি হল ?'

'আমি মোটেই সেখানে যাইনি।'

'এ আপনি কি বলছেন মিসেস লায়ন্স !' বিস্ময়ে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

'বিশ্বাস করুন ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি—আমি ওখানে যাইনি। বিশেষ একটা কারণে আমার ওখানে যাওয়া হয়নি।'

'সেটা কি ?'

'আপনাকে বলতে পারব না, সেটা আমার একান্ত গোপনীয় ব্যাপার।'

'তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে স্যর চার্লসের মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে এবং নির্দিষ্ট স্থানে আপনি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেখা হয়েছিল সেটা আপনি অস্বীকার করছেন ?'

'হ্যাঁ, এটাই সত্যি।'

নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমি ওঁকে বারবার প্রশ্ন করলাম, কিন্তু নতুন কিছুই আবিষ্কার করতে পারলাম না। অবস্থা বেগতিক দেখে অন্য পন্থা নিতে হল। গাম্ভীর্য বজায় রেখে কিছুটা রূঢ় স্বরেই বললাম, 'খোলাখুলি আলোচনা না করে আপনি কিন্তু বিরাট একটা দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন মিসেস লায়ন্স। আমাকে যদি পুলিসের সাহায্য নিতে হয় তখন কিন্তু আপনি বিশ্রীভাবে জড়িয়ে পড়বেন।

যদি আপনি নির্দোষই হন তাহলে সেদিন স্যার চার্লসকে যে চিঠি লিখেছিলেন প্রথমে তা অস্বীকার করলেন কেন?'

'তার কারণ, আমি ভয় পেয়েছিলাম পাছে কোন মিথ্যে কেলেঙ্কারির মধ্যে জড়িয়ে পড়ি।'

'আর চিঠিটা নষ্ট করে ফেলার জন্যে স্যার চার্লসকে অমন পীড়াপীড়ি করেছিলেন কেন?'

'চিঠিটা যদি পড়েই থাকেন তাহলে তো সেটা জানেন।'

'চিঠিটা আগাগোড়া পড়েছি এ-কথা আমি একবারও বলিনি। আমি শুধু পুনশ্চের অংশটুকুর কথা উল্লেখ করেছি—আমি তো আগেই বলেছি। চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, সবটা পড়া সম্ভব হয়নি। আমি আপনাকে আবার প্রশ্ন করছি, আপনার লেখা যে-চিঠিটা স্যার চার্লস মৃত্যুর দিন পেয়েছিলেন, সেটা পুড়িয়ে ফেলার জন্যে কেন অমন পীড়াপীড়ি করেছিলেন?'

'ব্যাপারটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত।'

'সেই জন্যেই তো আপনার বেশি করে চেষ্টা করা উচিত যাতে ব্যাপারটা প্রকাশ্যে তদন্ত না হয়।'

'বেশ, তাহলে আপনাকে সব খুলেই বলি।' মিসেস লায়ন্স গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'আপনি যদি আমার দুঃখের কাহিনী কিছু শুনে থাকেন, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন হঠাৎ বিয়ে করে আমি বিশ্রী একটা ভুল করেছি।'

'হ্যাঁ, শুধু এইটুকু পর্যন্তই আমি শুনেছি।'

'স্বামীর কাছ থেকে নির্যাতন পেয়ে পেয়ে আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। ওকে আমি ভীষণ ঘৃণা করি। অথচ আইন ওর পক্ষে। ওর সঙ্গে আমাকে থাকতে বাধ্য করাবে সেই আশঙ্কায় আমি সর্বদা ভয়ে কাঠ হয়ে থাকি। স্যার চার্লসকে যখন চিঠিটা লিখি, তখন জানতে পেরেছিলাম কিছু খরচ করতে পারলে ওর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এই মুক্তিই সুখ শান্তি আত্মমর্যাদা —আমার জীবনের সব। স্যার চার্লসের উদারতা আমার জানা ছিল, ভেবেছিলাম আমার নিজের মুখ থেকে শুনলে উনি আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন।'

'তাহলে আপনি গেলেন না কেন?'

'যেহেতু সেই সাহায্যটা আমি অন্য আর-একটা জায়গা থেকে পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'তাহলে স্যার চার্লসকে ব্যাপারটা জানালেন না কেন?'

'পরের দিন সকালে পত্রিকায় ওঁর মৃত্যু-সংবাদ না দেখলে হয়ত করতামও তাই।'

'আগাগোড়া ভদ্রমহিলার কাহিনী বেশ সুসংবদ্ধ, এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমার নানান প্রশ্নেও তার কোন নড়চড় হল না। এখন আমার একমাত্র করণীয়—মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কিছু আগে বা পরে ভদ্রমহিলা সত্যিই স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু করেছেন কিনা সে সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া।

মিসেস লায়ন্স সত্যিই যদি বাস্কারভিল প্রাসাদে গিয়ে থাকতেন তাহলে চট করে না বলার সাহস পেতেন না, কেননা কুম্ব ট্রেসি থেকে এতটা পথ গাড়িতে ভিন্ন যাতায়াত

করা তাঁর পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়, এবং সেটা গোপন রাখা প্রায় দুঃসাধ্য। তবু তিনি কোথায় কি যেন একটা গোপন করছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। নইলে কেন আমাকে প্রতিটা স্বীকারোক্তি অমন জোর করে আদায় করতে হল? আর চোখ মুখের অভিব্যক্তি ছাড়াও—

একরকম হতাশ হয়েই বিদায় নিলাম। গাড়িতে ফেরার পথে সারি সারি পাহাড়ের গায়ে আদিম লোকবসতির চিহ্ন স্পষ্ট চোখে পড়ল। ব্যারিমোরের ইঙ্গিত-অনুযায়ী এরই কোন একটা কুঠরিতে সেই অচেনা লোকটা আত্মগোপন করে রয়েছে। এখন থেকে আমার কাজ হবে যেভাবেই হোক তাকে খুঁজে বের করা। নিশ্চয়ই এই নির্জন জলায় সে রিজেন্ট স্ট্রীটের মতো অত সহজে আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। তাকে ধরতে পারলে হোমস নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে।

'আরে, কি ব্যাপার, ডাক্তার ওয়াটসন যে। নমস্কার, নমস্কার!'

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ মিস্টার ফ্রাঙ্কল্যাণ্ডের উল্লসিত কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল। সদর রাস্তার ওপর বাগানের খোলা ফটকের সামনেই উনি দাঁড়িয়েছিলেন, আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আসুন, ভেতরে এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে যান।'

মেয়ের প্রতি দুর্ব্যবহারের কথা শোনার পর থেকে ভদ্রলোককে আমি আদৌ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারিনি, তবু ওঁর এই সাদর আহ্বানও অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। বাড়িতে বিশেষ প্রয়োজন থাকায় গাড়িটা ফেরত পাঠিয়ে দিলাম, পার্কিনসকে দিয়ে খবর পাঠালাম—ও যেন স্যার হেনরিকে বলে আমি রাতের খাবার সময় উপস্থিত থাকব।

'আজ আমার জীবনের এক চরম সৌভাগ্যের দিন, ডাক্তার ওয়াটসন, আজ আমি এক ঢিলে দুটো পাখি মেরেছি।' আমাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে মিস্টার ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড খুশির সুরে বলে উঠলেন। 'আমি এখানকার লোকজনদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব দেশে এখনও আইন আছে এবং এখানে এমন একজন আছে যে তার আশ্রয় নিতে আদৌ পেছপাও নয়। বুড়ো মিডলটনের বাগানের মাঝখান দিয়ে জনসাধারণের জন্যে পথের ব্যাপারটা আমি মিটিয়ে ফেলেছি, নাক-উঁচু লোকটাকে আমি দেখিয়ে দিয়েছি সর্বসাধারণের অধিকারকে কেউ পদদলিত করত পারে না। অন্যদিকে আবার ফার্নওয়ার্দির লোকেরা যেখানে বনভোজন করত সেই বনটা বন্ধ করে দিয়েছি, এখন আর ওরা সেখানে ইচ্ছেমতো জটলা করতে পারবে না। দুটো মামলায়ই আমার জয় হয়েছে, ডাক্তার ওয়াটসন। অনধিকার প্রবেশের জন্যে স্যার জন মরল্যাণ্ডকে ফাঁসিয়ে দেবার পর থেকে এমন সুদিন আমার আর কখনও আসেনি।'

'সে কি! ওঁকে আবার কিভাবে ফাঁসালেন?'

উজ্জ্বল চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিস্টার ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড মুচকি মুচকি হাসলেন। 'কোর্ট অফ কুইনস বেঞ্চে ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড বনাম মরল্যাণ্ড কেসটা দেখলেই

আপনি বুঝতে পারবেন। এতে অবশ্য আমার দু-শ পাউণ্ড খরচা হয়েছিল, তবু কেসটাতে আমিই জিতেছিলাম।'

'এতে আপনার লাভ কি হল?'

'কিছু না, মশাই। স্রেফ লোকের উপকার করা। এই দেখুন না, এতবার করে বললাম, এখানকার স্থানীয় পুলিস আমার কথা কানেই নিল না, অথচ দেখবেন—ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড বনাম রেজিনা মামলাটাতেও ঠিক ওরকম একটা কেলেঙ্কারি হবে। এখানকার পুলিসের মতো অপদার্থ জীব আপনি আর কোথাও খুঁজে পাবেন না। ওরা যদি একটু সাহায্য করত, বাদায় লুকিয়ে-থাকা উজবুকটাকে আমি ঠিক পাকড়াও করতাম!'

মনে মনে আমি চমকে উঠলাম, 'কেন, লোকটা কোথায় লুকিয়ে আছে আপনি জানেন নাকি?'

'সেটা জানা এমন একটা কিছু কঠিন নয়। যে ছোকরা তার খাবার নিয়ে যায় তাকে অনুসরণ করলেই ওকে ধরা যাবে। আমি রোজই ছাদ থেকে দুরবীন দিয়ে তাকে দেখতে পাই।' হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়েই উনি লাফিয়ে উঠলেন। 'ইশ, সময় হয়ে গাছে—শীগগির চলুন, আপনি নিজে চোখেই ওকে দেখতে পাবেন!'

আমাকে এক রকম টানতে টানতেই ছাদে নিয়ে এলেন। ওখানে কাঠের পায়ার ওপর বসানো রয়েছে প্রকাণ্ড একটা দুরবীন। ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড তাতে চোখ দিয়েই আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। 'শীগগির দেখুন, ডাক্তার ওয়াটসন, নইলে ছেলেটা পাহাড় পেরিয়ে যাবে!'

সত্যিই তাই, দুরবীনের কাচে চোখ লাগিয়ে দেখলাম পুতুলের মতো ছোট্ট একটা ছায়ামূর্তি পুটলি কাঁধে ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠছে। যখন সে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় পৌছল, আকাশের নীলিমায় ছেঁড়া পোশাক-পরা জীর্ণ মূর্তিটা পলকের জন্যে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তারপর খুব সতর্ক ভঙ্গিতে পাহাড়ের অন্য পারে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, ঠিক বলিনি?'

'হ্যাঁ।'

ঠিক সেই মুহূর্তে বৃদ্ধকে কৃতজ্ঞতা জানাবারও কোন অবকাশ পেলাম না, টুপিটা তুলে নিয়ে আমি দ্রুত রাস্তায় নেমে এলাম। তারপর জলার পথ ধরে সেই পাহাড়টার দিকে ছুটতে শুরু করলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম এ সুযোগ আমি কিছুতেই হেলায় নষ্ট করব না।

হাঁপাতে হাঁপাতে পাহাড়ের চূড়ায় যখন এসে পৌছলাম, সূর্য তখন বিদায় নেবার তোড়জোড় শুরু করেছে। নিচে পাহাড়ী ঢালুর একপাশে সোনালী সবুজ রঙের ছোপ লেগেছে, অন্য পাশের রঙ ধূসর। দূরে দিগন্তের গায়ে জড়িয়ে রয়েছে অস্পষ্ট একটা কুয়াশা, তারই মধ্যে অদ্ভুত আকৃতিতে মাথা তুলে দাড়িয়ে রয়েছে বেলিভার আর ভিক্সেনটর। আমি আর আকাশের নীলে ডানা মেলে-ওড়া কালো রঙের একটা গাঙচিল ছাড়া এই নির্জন উষর প্রান্তরে আর-কোন জনপ্রাণীরও

চিহ্ন নেই। পাহাড়ের গায়ে পড়ো কুঠরিগুলোর মধ্যে একটারই দেখলাম খানিকটা ছাদ রয়েছে। কুঠরিটা দেখে বুক আমার আনন্দে ফুলে উঠল। অচেনা লোকটা নিশ্চয়ই এখানেই লুকিয়ে আছে।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আমি রিভলভারটা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরলাম, তারপর স্টেপলটন যেমন জাল বাগিয়ে প্রজাপতির দিকে ধেয়ে যান, ঠিক তেমনি ভঙ্গিতে কুঠরিটার দিকে এগিয়ে চললাম। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম, কোথাও কোন শব্দ নেই। দরজাবিহীন চৌকো ফাঁক দিয়ে খুপরির মধ্যে উঁকি মেরে দেখলাম ভেতরে কেউ নেই।

কিন্তু আমি যে ভুল জায়গায় এসে পড়িনি, নানান চিহ্ন দেখে তার যথেষ্ট প্রমাণ পেলাম। চওড়া পাথরের ওপর দেখলাম বর্ষাতি দিয়ে জড়ানো রয়েছে কয়েকটা কম্বল, বিশ্রী দেখতে একটা উনুনের সামনে একগাদা ছাই, পাশে কয়েকটা থালা বাসন আর আধ বালতি জল। খাবারের কয়েকটা খালি কৌটো দেখে বুঝতে পারলাম খুপরিটাকে অল্প কয়েক দিনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। ঘরের এককোণে ছোট একটা স্টোভ আর আধ বোতল স্পিরিটও রয়েছে দেখলাম। ঘরের মাঝখানে টেবিলের মতো চওড়া পাথরের ওপর একটা কাপড়ের পুঁটলি পড়ে আছে। সম্ভবত এটাই সেই ছেলেটা কাঁধে করে বয়ে এনেছিল। এর মধ্যে রয়েছে একখানা পাউরুটি, এক কৌটো মাংস আর কিছু পীচফল। পুঁটলি আবার যথাস্থানে রেখে দেবার সময় হঠাৎ নজরে পড়ল ছোট্ট একটা চিরকুট। বুকের ভেতরটা আমার পাগলের মতো নেচে উঠল। চিরকুটখানা আমি তুলে নিলাম, পেনসিল দিয়ে বিশ্রী হাতে লেখা—'ডাক্তার ওয়াটসন কুম্ব ট্রেসিতে গেছেন।'

কাগজখানা নিয়ে মুহূর্তের জন্যে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম—সংক্ষিপ্ত এই লেখাটুকুর কি অর্থ হতে পারে? তাহলে কি অচেনা লোকটা স্যর হেনরির পেছনে না লেগে আমার পেছনেই লেগেছে? সম্ভবত লোকটা নিজে আমাকে অনুসরণ না করে চর লাগিয়েছে, হয়ত সেই ছেলেটা রোজই আমাকে অনুসরণ করছে! চারপাশের সূক্ষ্ম নিপুণ একটা জালে যে জড়িয়ে পড়েছি এই প্রথম আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলাম।

একটা চিরকুট যখন পাওয়া গেছে অন্য চিরকুটও থাকতে পারে ভেবে সারা খুপরি আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কিন্তু চিরকুট তো দূরের কথা, এমন কোন চিহ্নও চোখে পড়ল না যা থেকে অদ্ভুত মানুষটার স্বভাব-চরিত্র আর তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন আভাস পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে শুধু এইটুকু বুঝতে পারলাম লোকটা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রবল বর্ষার কথা ভেবে আমি খোলা ছাদের দিকে তাকালাম, বুঝতে পারলাম যে এমন অসহনীয় অবস্থার মধ্যে কাটাতে পারে সে-লোকের উদ্দেশ্য না জানি কি ভয়ংকর। ঠিক এই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম না লোকটা আমাদের অনিষ্টকারী কোন শত্রু, না উপকারী কোন স্বর্গের দেবদূত। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম ব্যাপারটা না জেনে আমি এখান থেকে এক পা নড়ব না।

বাইরে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সোনালী আর লালচে আভায় রাঙা হয়ে রয়েছে পশ্চিম দিগন্ত। বিশাল গ্রিমপেন মায়ারের ছোট ছোট জলাশয়গুলোতে তার ছায়া পড়েছে। দূরে বাস্কারভিল প্রাসাদের গম্বুজ দুটো এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, পাশেই গ্রিমপেন গ্রাম, যেখান থেকে অস্পষ্ট ধোঁয়ার রেখা উঠছে। এই দুয়ের মাঝে পাহাড়টার ঠিক পেছনেই স্টেপলটনদের বাড়ি। বিকেলের এই স্বর্ণাভ আলোয় সব-কিছুই কেমন যেন মায়াময় মনে হচ্ছে। কিন্তু এই অপরূপ সৌন্দর্য বেশিক্ষণ উপভোগ করতে পারলাম না, অদূরে পাথরের বুকে কার যেন বুটের শব্দ শুনতে পেলাম। শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা আমার ঝনঝন করে উঠল। খুপরির এক কোণে সরে এসে আমি রিভলভারটা প্রস্তুত করে রাখলাম।

খানিকটা এগিয়ে এসে শব্দটা হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে থেমে গেল, তারপর আবার অত্যন্ত সর্তক ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল। একসময়ে কপাটবিহীন দরজার ওপার থেকে দীর্ঘ একটা ছায়া পড়ল ঘরের ভেতরে।

চকিতে আমাকে অবাক করে দিয়ে সুপরিচিত একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'বিকেলটা কিন্তু সত্যিই ভারি চমৎকার, ওয়াটসন। এস এস, বাইরে এস, ভেতরের চাইতে অনেক বেশি আরাম পাবে।'

বার

কয়েকমুহূর্ত আমি রুদ্ধশ্বাসে স্তব্ধ হয়ে রইলাম, নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। যখন চেতনা ফিরে এল, মনে হল আমার কাঁধ থেকে যেন বিরাট একটা দায়িত্বের বোঝা নেমে গেল। এমন তীক্ষ্ণ, বিদ্রূপাত্মক, অথচ উদাসীন কণ্ঠস্বর এ পৃথিবীতে কেবল একজন লোকেরই হতে পারে।

বিহ্বল বিস্ময়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'হোমস—তুমি!'

'আগে বাইরে এস', হোমস হাসতে হাসতে বলল। 'আর দোহাই তোমার, রিভলভারটা একটু সামলে রাখ।'

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম খুশিতে ওর ধূসর চোখের মণিদুটো যেন নাচছে। ক্লান্ত শীর্ণ চেহারা, বাতাসে উড়ছে উসকো-খুসকো চুল, রোদে-পোড়া তামাটে চিবুক, কিন্তু চোখদুটো আশ্চর্য সতর্ক। পশমী স্যুট আর সুতির টুপিতে ওকে দেখাচ্ছে ঠিক গ্রাম্য পর্যটকদের মতন। পোশাকে-আশাকে, ও বেকার স্ট্রীটেরই মতো ফিটফাট, কিন্তু নিজের স্বভাব-অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সমান উদাসীন।

'সত্যি, বিশ্বাস কর হোমস,' ওর দিকে আমি হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। 'জীবনে কাউকে দেখে এর চাইতে বেশি খুশি হইনি।'

'কিংবা অবাকও হওনি, তাই না?'

'হ্যাঁ, নির্দ্বিধায় আমি তা স্বীকার করছি।'

'অবশ্য অবাক হওয়ার পালাটা একতরফা নয়, ওয়াটসন। তুমি যে আমার

এই গোপন আস্তানাটা খুঁজে বের করবে আমি ভাবতেই পারিনি। অন্তত দরজার বিশ পা দূরে না-আসা পর্যন্ত আমি বুঝতেই পারিনি তুমি ঘরের মধ্যে রয়েছ।'

'আশা করি, তুমি নিশ্চয়ই আমার পায়ের চিহ্ন দেখে বুঝতে পেরেছ?'

'না হে, না। পৃথিবীর এত লোকের মধ্যে থেকে তোমার পায়ের চিহ্ন কি চিনে-ফেলা এত সহজ। তবে তুমি যদি আমাকে সত্যিই ঠকাতে চাও, তাহলে তোমাকে সিগারেট পালটাতে হবে। তোমার ব্রাডলে-মার্কা সিগারেটের টুকরো দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি ওটা আমার বন্ধু ডাক্তার ওয়াটসনের।'

'বাঃ, চমৎকার!'

'আর তোমার আশ্চর্য দৃঢ় মানসিকতা আমার অজানা নয় বলেই আমি বুঝতে পারলাম অস্ত্র প্রস্তুত না-রেখে তুমি অচেনা কোন আগন্তুকের গুহায় পা দেবে না। তাহলে তুমি সত্যিই ভেবেছিলে আমিই সেই অপরাধী?'

'তুমি কে আমি তা জানতাম না, ভেবেছিলাম আজই সেটা আবিষ্কার করব।'

'সম্ভবত জেল থেকে পালানো সেই আসামীকে খোঁজ করার রাতেই তুমি আমাকে চাঁদের আলোয় দেখতে পেয়েছিলে, তাই না, ওয়াটসন?'

'হ্যাঁ, তখনই আমি তোমাকে প্রথম দেখতে পাই।'

'কিন্তু আমার এই কুঠরটা আবিষ্কার করলে কেমন করে, নিশ্চয়ই সবকটা কুঠরি খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে হাজির হয়েছ?'

'না, তোমার ছোকরাটাকে অনুসরণ করে আমি এখানে এসে পৌঁছেছি।'

'সাব্বাস ওয়াটসন, সাব্বাস! দাঁড়াও দেখি, কার্টরাইট আমার জন্যে কিছু এসেছে কি না। আরে, এইতো একটা খবর রয়েছে! ও তুমিও তাহলে কুম্ব ট্রেসিতে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'মিসেস লরা লায়ন্সের সঙ্গে দেখা করতে?'

'ঠিক তাই।'

'ভালোই করেছ। আমাদের দুজনেরই অনুসন্ধান দেখছি পাশাপাশি চলেছে এবং আমাদের ফল যখন একত্র করব আশা করি কেসটা তখন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।'

'তুমি এখানে আসায় সত্যিই আমি আন্তরিক খুশি হয়েছি, হোমস। কেননা এই বিরাট গুরুদায়িত্ব আর রহস্যের জটিলতা আমার বুকের ওপর বিরাট একটা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল। কিন্তু সবচেয়ে অবাক কাণ্ড—তুমি এখানে এলে কেমন ক'রে, আর করছিলেই বা কি? আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধ হয় বেকার স্ট্রীটে বসে সেই ব্ল্যাকমেলিং-এর কেসটা দেখছ।'

'তুমি ভাবছ আমার সেটাই ইচ্ছে ছিল।'

'তাহলে তুমি এখনও আমাকে বিশ্বাস কর না!' গলার স্বরের তিক্ততাকে আমি কিছুতেই চেপে রাখতে পারলাম না। 'আমি কিন্তু তোমার কাছ থেকে এমন ব্যবহার আশা করিনি, হোমস।'

'অন্যান্য ঘটনার মত এ ক্ষেত্রেও তুমি আমাকে অমূল্য সাহায্য করেছ, ওয়াটসন ; তোমার যদি কোথাও মনে হয়ে থাকে আমি তোমার সঙ্গে চালাকি করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। সত্যি বলতে কি, কতকটা তোমারই জন্যে আমাকে এই গোপনীয়তার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কিন্তু যখন দেখলাম তুমি বিপদে পড়েছ তখন আমি নিজে না এসে পারলাম না। আমি যদি স্যর হেনরি আর তোমার সঙ্গে থাকতাম, আমার দৃষ্টিভঙ্গি হত ঠিক তোমাদেরই মতন। উপরন্তু আমার উপস্থিতি আমাদের দুর্ধর্ষ প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে হুঁশিয়ারই করে দিত। এখন আমি যখন যেখানে খুশি যেতে পারি, কিন্তু বাস্কারভিল প্রাসাদে বাস করলে তা সম্ভব হত না। আপাতত এ ঘটনার সঙ্গে কেউই আমার কোন যোগসূত্র খুঁজে পাবে না, অথচ সংকটের মুহূর্তে আমি সহজেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব।'

'কিন্তু আমাকে কিছু জানালে না কেন?'

'তোমাকে জানালে আমাদের কোন লাভ হত না, ওয়াটসন। জানালে হয়ত আমার গোপন আস্তানাটাই প্রকাশ হয়ে যেত। তখন তুমি আমাকে কিছু বলতে চাইতে, হয়ত-বা দয়াপরবশ হয়ে আমার জন্যে আরামের জিনিসপত্র সব নিয়ে আসতে, তাতে অহেতুক ঝুঁকিই নেওয়া হত। এখানে আমি কার্টরাইটকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি— এক্সপ্রেস অফিসের সেই ছেলেটির কথা তোমার মনে আছে তো—ও-ই আমার খাবার-দাবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যা-কিছু সব নিয়ে আসে। ছেলেটি খুবই চালাক-চতুর আর অসম্ভব বিশ্বাসী। ও আমার বহু উপকার করেছে।'

'তাহলে আমার পাঠানো খবরগুলো তোমার কোন কাজেই আসেনি?' ক্ষোভে দুঃখে বেদনায় কেঁপে উঠল আমার গলার স্বর।

'না ওয়াটসন, না,' হোমস পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বার করল। 'এই দেখ, তোমার পাঠানো প্রতিটা খবর আমি কেমন সযত্নে রেখে দিয়েছি। এত সুন্দর ব্যবস্থা করেছি যে আমার হাতে এসে পৌঁছতে একদিনেরও বেশি সময় লাগেনি। এমন অসাধারণ জটিল একটা পরিস্থিতিতে তুমি যে উৎসাহ আর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছ, সত্যিই তার কোন তুলনা হয় না।'

এতক্ষণ ধরে মনের মধ্যে হতাশার যে গুমোট ভাবনা দানা বেঁধে উঠছিল হোমসের এই আন্তরিক উষ্ণ প্রশংসায় তা যেন নিমেষে কোথায় উধাও হয়ে গেল। মনে মনে অনুভব করলাম ও ঠিকই বলেছে, ও যে জলাভূমিতে রয়েছে সে-খবর আমার পক্ষে না জানাই ভালো।

আমার মুখের ওপর থেকে কালো ছায়াটা সরে যেতেই হোমস জিজ্ঞেস করল, 'তারপর, মিসেস লরা লায়ন্সের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলাফলটা কি বল তো? সত্যি বলছি ওয়াটসন, তুমি যদি আজ কুম্ব ট্রেসিতে না যেতে হয়ত আমি নিজেই কাল সেখানে যেতাম।'

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য তখন অস্ত গেছে, ছায়া ঘন হতে শুরু করেছে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে দেখে আমরা কুঠরির ভেতরে গেলাম। সেখানে আগুনের উত্তাপকে ঘিরে বসে ভদ্রমহিলার সঙ্গে যা যা কথাবার্তা হয়েছিল

সবই ওকে বললাম। হোমস এমনই কৌতূহলী হয়ে উঠল যে মাঝেমাঝে পুনরাবৃত্তি না করা পর্যন্ত সে কিছুতেই তৃপ্তি পেল না।

'ব্যাপারটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ওয়াটসন', সবটুকু মন দিয়ে শোনার পর হোমস মন্তব্য করল। 'সত্যি বলতে কি, এই জটিল ঘটনার যে ফাঁকটুকু আমি ভরাতে পারিনি, এখন তুমি তা পূর্ণ করলে। আশা করি তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ—এই ভদ্রমহিলা আর স্টেপলটনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে?'

'কই আমার তো তেমন কিছু মনে হয়নি।'

'সে কি, এর মধ্যে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। ওঁরা দুজন পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ করেন, চিঠিপত্র লেখেন, ওঁদের দুজনের মধ্যে একটা স্পষ্ট বোঝাপড়াও আছে। এটা আমাদের অত্যন্ত শক্তিশালী একটা হাতিয়ার, ওয়াটসন। এখন শুধু যদি এটাকে ব্যবহার করতে পারতাম ওঁর স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে—'

'ওঁর স্ত্রী! এ তুমি কি বলছ, হোমস?'

'তুমি আমাকে যে দুর্লভ সংবাদ দিলে, প্রতিদানে আমিও তোমাকে জানাচ্ছি—কুমারী স্টেপলটন ওঁর বোন নয়, স্ত্রী।'

'তুমি ঠিক জান? তা যদি হয়, তাহলে উনি কেন স্যর হেনরিকে ভদ্রমহিলার প্রেমে পড়তে দিলেন?'

'এই প্রেমে-পড়া ব্যাপারটা স্যর হেনরি ছাড়া আর কারুরই কোন ক্ষতি করবে না। তুমি তো নিজের চোখেই দেখেছ স্যর হেনরি যাতে ভদ্রমহিলার সঙ্গে প্রেম না করেন তার জন্যে উনি কি ভীষণ সতর্ক।'

'কিন্তু এসব প্রতারণার কি অর্থ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'যেহেতু মিস্টার স্টেপলটন আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন ভদ্রমহিলা বন্ধনবিহীন অবস্থাতে থাকলেই তার পক্ষে অনেক বেশি সুবিধা হবে।'

আমার যা-কিছু আবছা সন্দেহ আর অস্পষ্ট ইঙ্গিত তা চকিতে একটা স্পষ্ট রূপ নিয়ে প্রাণিতত্ত্ববিদের ওপর কেন্দ্রীভূত হল। রসকষহীন উদাসীন ধরনের মানুষটার মধ্যে আমি যেন ভয়ংকর একটা কিছু দেখতে পেলাম—অসীম ধৈর্যশীল কোন জন্তুর মতো অসম্ভব চতুর, হাসি-হাসি মুখ, অথচ নিষ্ঠুর আততায়ীর মতো ওঁর মনটা জমাট পাথর।

অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে উনিই কি আমাদের শত্রু, লণ্ডনে যিনি আমাদের অনুসরণ করেছিলেন?'

'আমার তো সেইরকমই ধারণা।'

'আর ভয়-দেখানো সেই চিঠিটা, নিশ্চয়ই ওটা ভদ্রমহিলাই পাঠিয়েছিলেন?'

'ঠিক তাই।'

'আচ্ছা হোমস, তুমি এতটা সুনিশ্চিত হলে কেমন করে যে ভদ্রমহিলা ওঁর স্ত্রীই?'

'তোমার পাঠানো বিবৃতি থেকে। তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার দিনে উনি এমনই আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন যে ওঁর জীবনের খানিকটা সত্য বলে ফেলেছিলেন। অবশ্য আমার ধারণা, তার জন্যে ওঁকে পরে যথেষ্ট অনুতাপ করতে

হয়েছে। উত্তর ইংল্যাণ্ডে উনি এক সময়ে স্কুলের মাস্টার ছিলেন। স্কুল মাস্টারদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর পাওয়া যতটা সহজ, তেমনটা আর কারুর সম্পর্কে নয়। স্কুল-সংক্রান্ত এজেন্সির কাছ থেকে জানতে পেরেছি—নিদারুণ দুরবস্থায় পড়ে একটা স্কুল উঠে যায়। যে-ভদ্রলোক স্কুল চালাতেন তিনি একদিন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে যান। তোমার পাঠানো বিবরণের সঙ্গে ভদ্রলোকের বর্ণনা হুবহু মিলে গেল। যখন জানতে পারলাম নিরুদ্দিষ্ট লোকটি প্রাণিতত্ত্ববিদ, তখন আমার আর-কোন সন্দেহই রইল না।'

অন্ধকার অনেকটা সরে গেলেও এখনও অনেক ছায়া লুকিয়ে রয়েছে।

'ভদ্রমহিলা যদি সত্যিই ওঁর স্ত্রী হন তাহলে মিসেস লরা লায়ন্স কিভাবে এর সঙ্গে সম্পর্কিত?' আমি প্রশ্ন না করে পারলাম না।

'এই একটিই মাত্র ব্যাপার যে-বিষয়ে তুমি নিজেই আলোকপাত করেছ। ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপার চলছে সেটা আমার জানা ছিল না। তাই স্টেপলটনকে অবিবাহিত ভেবে নিঃসন্দেহে উনি ওঁর স্ত্রী হবার মতলব ভেঁজেছেন।'

'কিন্তু ওঁর যখন এই ভুল ধারণা ভেঙ্গে যাবে?'

'তখনই আমরা ভদ্রমহিলাকে কাজে লাগাতে পারব। এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করা—সম্ভব হলে কালই। আমার মনে হয় এখন তোমার বাস্কারভিল প্রাসাদে ফিরে যাওয়াই উচিত, ওয়াটসন। স্যর হেনরিকে তুমি অনেকক্ষণ একলা ফেলে এসেছ।'

সূর্যাস্তের শেষ রঙিন আভাটুকুও পশ্চিম দিগন্তে মিলিয়ে গেছে, অস্পষ্ট কয়েকটা তারা মিটমিট করছে আকাশে।

'শুধু আর-একটা প্রশ্ন করব, হোমস,' বিদায় নেবার জন্যে আমি উঠে দাঁড়ালাম। 'এ সবের অর্থ কি? লোকটা কিসের পেছনে এমন করে লেগে আছে?'

'খুন, ওয়াটসন—ধীর-স্থির মস্তিষ্কে, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে নিপুণ একটা খুন করার পেছনে। আমাকে খুঁটিনাটি কিছু জিজ্ঞেস করো না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, ও যেমন স্যর হেনরিকে ঘিরে জাল ফেলেছে, তেমনি আমারও জাল ছড়ানো রয়েছে ওর চারপাশে এবং তোমার সাহায্যে সে-জাল এখন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। আমার কেবল একটাই মাত্র ভয়, আমরা প্রস্তুত হবার আগেই ও যদি আক্রমণ করে বসে। আর একদিন, বড়জোর দুদিন—তার মধ্যেই আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। শুধু এই সময়টুকুর জন্যে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে স্যর হেনরিকে পাহারা দিতে হবে। তোমার আজকের এই অভিযান একদিক থেকে খুবই ভালো হয়েছে, তবু স্যর হেনরিকে একলা ফেলে আসা মোটেই উচিত হয়নি। আরে, এ আবার কি! ওই শোন।'

নিদারুণ যন্ত্রণায়, দীর্ঘ প্রলম্বিত ভয়ঙ্কর একটা আর্ত চিৎকার জলাভূমির নিটোল নিস্তব্ধতা চিরে ছুটে বেরিয়ে গেল। আতঙ্কে আমার শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোত

যেন চকিতে জমাট বেঁধে গেল। আমি শিউরে উঠলাম, 'উঃ কি ভয়ঙ্কর! ব্যাপার কি আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'চুপ, চুপ, আস্তে!' হোমস এক লাফে কুঠরির বাইরে এসে দাঁড়াল, তীক্ষ্ণ চোখে উঁকি মারল অন্ধকারের দিকে।

আর্তনাদটা এখন আরও স্পষ্ট, আরও মর্মভেদী হয়ে আমাদের কানে এসে বিঁধল।

'শব্দটা কোথা থেকে আসছে বলে তোমার মনে হয়—বল তো?' আমার কানের কাছে হোমস ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল। কেঁপে-ওঠা গলার স্বর শুনেই বুঝতে পারলাম ওর মত বজ্র-কঠিন স্বভাবের মানুষও বেশ মুষড়ে পড়েছে।

নিচের জমাট-বাঁধা অন্ধকারের দিকে নির্দেশ করে আমি বললাম, 'আমার মনে হচ্ছে, ওখান থেকে।'

'না, ওখান থেকে।'

আর-একবার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায়-বেঁধা সেই আর্তনাদ অন্ধকার রাত্রির নৈঃশব্দ্য চিরে ভেসে এল—আগের চেয়ে আরও কাছে, আরও নির্মম। তার সঙ্গে শোনা গেল সমুদ্রের অবিরাম গুরুগম্ভীর গর্জনের মত নতুন একটা শব্দ—কিছুটা চাপা, অথচ ভয়ংকর।

'সেই শিকারী-কুকুর!' হোমস চিৎকার করে উঠল। 'এস ওয়াটসন, শীগগির এস! হায় ভগবান, আমরা বোধ হয় দেরিই করে ফেললাম।'

জলাভূমির উপর দিয়ে হোমস ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল, ওর পেছনে আমি। এক সময়ে আমাদের খুব কাছেই উঁচু-নিচু প্রান্তরে কোথা থেকে যেন ক্ষীণ একটা অন্তিম আর্তনাদ শোনা গেল, তার সঙ্গে ভারী একটা কিছু পড়ার শব্দ। চকিতে থমকে আমরা কান পেতে শুনলাম, কিন্তু রাত্রির নিস্তব্ধতা ছিঁড়ে আর-কোন শব্দই আমাদের কানে এল না।

'আমরা বড্ড দেরি করে ফেলেছি, ওয়াটসন! আমরা হেরে গেছি।' বিহ্বল ভঙ্গিতে হোমস প্রায় আর্তনাদই করে উঠল।

'না না; তা হতে পারে না, হোমস।'

'খুব একটা তৎপর না-হয়ে-ওঠাটা আমার খুবই বোকামি হয়ে গেছে, ওয়াটসন। আর তোমারও স্যর হেনরিকে একলা ফেলে আসাটা উচিত হয়নি। তবে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, যদি সত্যিই ওঁর কোন ক্ষতি হয়, আমিও ছেড়ে কথা কইব না।'

পাথরে ধাক্কা খেয়ে, চড়াই-উতরাই ভেঙে, কাঁটা ঝোপের মধ্যে দিয়ে দিক-বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে আমরা অন্ধকারেই শব্দ লক্ষ্য করে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে চললাম। কিন্তু চারদিকে চাপ চাপ গাঢ় অন্ধকার ছাড়া আর-কিছুই নজরে পড়ল না।

'কিছু দেখতে পাচ্ছ, ওয়াটসন?'

'না।'

'চুপ চুপ, ওই শোন।'

বাঁ-দিক থেকে অস্পষ্ট চাপা একটা আর্তনাদ আমাদের কানে এল। নিচু একটা পাহাড়ী ঢাল যেখানে মাটির সঙ্গে এসে মিশেছে, তারই এক পাশে জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মতো কি-যেন একটা পড়ে রয়েছে। আরও কাছে ছুটে যেতে বুঝতে পারলাম, কে যেন তালগোল পাকিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে দৃশ্যটা এমনই ভয়াবহ যে সেই মুহূর্তে আমি কোন ধারণাই করতে পারিনি। অন্তিম আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনদীপ নিভে গেছে। কোথাও কোন শব্দ নেই, নিস্পন্দ নিথর। নিচু হয়ে ঝুঁকে পরীক্ষা করতে না করতেই হোমস অস্ফুট আতঙ্কে ছিটকে সরে এল। দেশলাইয়ের কাঠির সীমিত আলোয় যা দেখলাম যে-দৃশ্য আমি জীবনে কখনও ভুলব না—চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়া করোটি থেকে রক্তস্রোত বইছে আর সেই স্রোতের মধ্যে মৃতের আঙুলগুলো গভীরভাবে গেঁথে রয়েছে। তার চাইতেও বড় কথা, যা দেখে আমার হৃৎপিণ্ড প্রায় স্তব্ধ হয়ে যাবার উপক্রম—তাহলে মৃতদেহটা স্যর হেনরি বাস্কারভিলের।

বিচিত্র লালচে পশমের স্যুটটা—আমাদের কারুর পক্ষে ভুল হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, এই স্যুটটা পরেই উনি প্রথম দিন বেকার স্ট্রীটে এসেছিলেন। এক ঝলক শুধু পোশাকটা দেখার পরেই কাঠিটা নিভে গেল, সেই সঙ্গে আমাদের সমস্ত আশাও।

'জানোয়ার আর কাকে বলে!' হাতের মুঠো দুটো আমার আপনা থেকেই শক্ত হয়ে গেল। 'স্যর হেনরির এই চরম পরিণতির জন্যে আমি নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছি না, হোমস।'

'তোমার চাইতে দোষ আমার অনেক অনেক বেশি, ওয়াটসন। তথ্য-প্রমাণের উপর ঘটনাটাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই স্যর হেনরিকে এভাবে অকালে প্রাণ হারাতে হল। আমার কর্ম-জীবনের এটাই সবচেয়ে চরম আঘাত, ওয়াটসন। কিন্তু আমি জানব কেমন ক'রে—বার বার নিষেধ করে দেওয়া সত্ত্বেও উনি এই ভয়ংকর জলায় একলা আসবেন।'

'সত্যি, আমি ভাবতেই পারছি না, হোমস, আমাদের নিজের কানে শুনতে হল ওঁর অন্তিম আর্তনাদ। তবু ওঁকে রক্ষা করতে পারলাম না। যে নিষ্ঠুর শিকারী কুকুরটার জন্যে ওঁর মৃত্যু হল সেটাই বা গেল কোথায়? নিশ্চয়ই পাহাড়ের খাঁজে-খোঁজে কোথাও ওত পেতে আছে। আচ্ছা হোমস, আমরা ওই শয়তান স্টেপলটনটাকে তো গ্রেফতার করতে পারি?'

'না, পারি না, ওয়াটসন। আমরা কি জানি সেটা বড় কথা নয়, আমরা কতটা প্রমাণ করতে পারব সেটাই বড় কথা। আমার যতটা মনে হচ্ছে—শিকারী কুকুরটার ভয়ে প্রাণপণ ছুটতে গিয়েই উনি পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু এখন জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে এই যোগসূত্রটাই আমাদের প্রমাণ করতে হবে। লোকটা যা অসম্ভব ধড়িবাজ, চালে একটু ভুল হলেই আমাদের চোখে ধুলো দেবে।'

'তাহলে এখন আমরা কি করব?'

'আপাতত আমাদের হতভাগ্য বন্ধুটির শেষকৃত্যই সম্পন্ন করতে হবে। ধর তো ওয়াটসন, ওঁকে একটু চিৎ করে দিই।'

একটু ঝুঁকেই হঠাৎ হোমস দুহাত তুলে আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। তারপর আমাকে দুহাতে জড়িয়ে পাগলের মতো হাসতে হাসতে বলল 'দাড়ি ওয়াটসন, দাড়ি। লোকটার দাড়ি আছে।'

'তার মানে ?'

'লোকটা ব্যারনেট নন--হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে—এ হচ্ছে আমাদের সেই পলাতক আসামী।'

ত্রস্ত হাতে আমরা মৃতদেহটাকে উলটে দিলাম, অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখলাম ভিজে দাড়ি থেকে টপটপ করে জল পড়ছে, কপালের ভাঁজে গভীর কয়েকটা বলিরেখা, কোটরে-বসা পাশবিক দুটো চোখ। কোন ভুল নেই, লোকটা সত্যিই খুনী সেলডেন।'

মুহূর্তের মধ্যে পুরো ঘটনাটা আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। সেলডেনকে পালাতে সাহায্য করার জন্যে ব্যারিমোর স্যার হেনরির দেওয়া এই পোশাকটা ওকে গোপনে দান করেছিল। সমস্ত ব্যাপারটা আমি হোমসকে খুলে বললাম।

ও বলল, 'এই পোশাকটা বেচারির মৃত্যুর একমাত্র কারণ। এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি, স্যার হেনরির কোন জিনিস থেকে, সম্ভবত হোটেলে সরানো বুটটা থেকেই—কুকুরটাকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাই যদি হয়, একটা জিনিস ভাবতে আমার খুবই অবাক লাগছে—কুকুরটাকে যে তার পেছনে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই অন্ধকারে সেলডেন সেটা জানতে পারল কেমন ক'রে।'

'সম্ভবত কুকুরটার ডাক শুনে।'

'কিন্তু আজ রাতে কুকুরটাকে খুলে দেওয়া হল কেন ? আমার ধারণা কুকুরটা সব সময় বাদায় খোলা থাকে না। স্যার হেনরি বাদায় আসবেন এমন সম্ভাবনা না থাকলে স্টেপলটন কিছুতেই কুকুরটাকে ছেড়ে দেবে না—আরে, কি ব্যাপার ওয়াটসন !' হোমস চকিতে সতর্ক হয়ে উঠল, 'লোকটা দেখছি নিজেই এদিকে এগিয়ে আসছে ! নাঃ, লোকটার বুকের পাটা আছে ? কিন্তু ওয়াটসন ; এমন একটা কথাও বলো না যা থেকে ও আমাদের সন্দেহ আঁচ করতে পারে, তাহলে কিন্তু আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাই নিষ্ফল হয়ে যাবে।'

রুক্ষ বিতৃষ্ণায় আমি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কে যেন দ্রুত এগিয়ে আসছে, অন্ধকারে চুরুটের লালচে আভাটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। চাঁদের আলোয় লোকটার আকৃতি আর চলার ভঙ্গি দেখেই প্রাণিতত্ত্ববিদটিকে চিনতে আমার কোন অসুবিধে হল না।

দূর থেকেই আমাদের দুজনকে দেখে উনি থমকে দাঁড়ালেন, তারপর আবার আসতে লাগলেন।

'কি ব্যাপার, ডাক্তার ওয়াটসন, আপনি এখানে ? এত রাত্তিরে আপনাকে

এখানে দেখতে পাব বলে আমি কিন্তু সত্যিই আশা করিনি। এ আবার কি! কারুর কোন আঘাত লেগেছে নাকি? দেখে মনে হচ্ছে আমাদের স্যার হেনরি—'

কথা শেষ করার আগেই উনি মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন, পরমুহূর্তেই ওঁর হাত থেকে চুরুটটা খসে পড়ল।

'লোকটা কে বলুন তো!' বিস্ময়ে হতাশায় ওঁর কণ্ঠস্বর যেন বুঁজে গেল।

'সেলডেন, প্রিন্সটাউন জেল থেকে পালানো একজন খুনের আসামী।'

কোনরকমে নিজের ব্যর্থতায় বিহ্বল ভাব কাটিয়ে উঠে উনি ফ্যাকাশে মুখে একবার আমার, একবার হোমসের দিকে তাকালেন।

'উঃ, কি বীভৎস ব্যাপার! লোকটা মারা গেল কেমন ক'রে?'

'বোধ হয় পাহাড়ের চুড়ো থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে গেছে। আমি আর বন্ধু যখন বাদায় পায়চারি করছিলাম, তখন হঠাৎ একটা আর্ত-চিৎকার শুনতে পাই।'

'আমিও শুনতে পেয়েছি। তাই শুনেই বাইরে বেরিয়ে আসি। বিশেষ করে স্যার হেনরির জন্য খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম।'

'হঠাৎ স্যার হেনরির জন্য এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন কেন?' আমি কোনমতেই আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না, তাই কিছুটা রুক্ষ স্বরেই প্রশ্ন করলাম।

'যেহেতু আমাদের এখানে আসার জন্যে ওঁকে খবর পাঠিয়েছিলাম। এখনও এসে পৌছলেন না দেখে আমি রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম—এমন সময় হঠাৎ বাদায় এই আর্তনাদ শুনতে পেলাম। ভালো কথা—' সহসা ওঁর দৃষ্টি আমার মুখের ওপর থেকে সরে হোমসের ওপর গিয়ে পড়ল। 'ওই চিৎকার ছাড়া আপনি কি আর অন্য-কিছু শুনতে পেয়েছেন?'

হোমস বলল, 'কই, না তো! কেন, আপনি কি কিছু শুনতে পেয়েছেন?"

'না।'

'অন্য শব্দ বলতে আপনি কিসের কথা বলতে চাইছেন?'

'এখানকার চাষীরা যে ভুতুড়ে শিকারী কুকুরটার কথা বলে—তার ডাক শোনা গিয়েছিল?'

'কই, আমরা তো তেমন কিছু শুনিনি?'

'আচ্ছা, ডাক্তার ওয়াটসন, লোকটার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন?'

'আমার ধারণা ক্রমাগত অনাহার আর দুশ্চিন্তায় ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। উন্মাদ অবস্থায় বাদায় ছুটোছুটি করে বেড়াতে গিয়েই ও পাহাড়ের চুড়ো থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে মারা যায়।'

'কারণটা খুবই যুক্তিসংগত বলে মনে হচ্ছে।' ছোট্ট করে দীর্ঘশ্বাস ফেলার ভঙ্গি দেখে মনে হল ভদ্রলোক স্বস্তিই পেলেন। 'এ-সম্পর্কে আপনার কি ধারণা, মিস্টার হোমস?'

প্রত্যভিবাদন জানিয়ে হোমস হাসতে হাসতে বলল, 'লোক চিনতে দেখছি আপনার কোন ভুল হয় না, মিস্টার স্টেপলটন!'

'ডাক্তার ওয়াটসন এখানে আসার পর থেকেই আমরা সবাই আশা করছিলাম আপনিও এখানে আসবেন। মারাত্মক একটা দুর্ঘটনার মুহূর্তেই আপনি এসে পড়লেন।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। মর্মান্তিক একটা স্মৃতি নিয়েই কাল আমাকে আবার লণ্ডনে ফিরে যেতে হবে।'

'ও, কালই আপনি লণ্ডনে ফিরে যাচ্ছেন বুঝি!'

'হ্যাঁ, সেরকমই ইচ্ছে আছে।'

'যে-সব অদ্ভুত ঘটনা আমাদের বিহ্বল করে দিয়েছে, আশা করি আপনি আসায় তা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস চাপা ঠোঁটে হাসল। 'লোকে যেমন সফলতা আশা করে— অনেক সময় তেমনটা ঠিক ঘটে না। কিন্তু একজন সত্যান্বেষী চায় তথ্য—গুজব কিংবা কিংবদন্তী নয়। সেদিক থেকে বলতে গেলে এ ঘটনাটা আদৌ সন্তোষজনক হয়নি।'

অত্যন্ত খোলাখুলি এবং উদাসীন ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেও স্টেপলটন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হোমসের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর আমার দিকে ফিরলেন।

'বেচারির মৃতদেহটাকে আমার বাড়িতেই নিয়ে যেতে বলতাম, কিন্তু আমার বোন এতে এমন ভয় পেয়ে যাবে যে সেটা হবে না। আমার মনে হয় এর মুখের ওপর একটা কিছু চাপিয়ে দিলেই সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে।'

সেই রকমই ব্যবস্থা করা হল। স্টেপলটনের আতিথেয়তা উপেক্ষা করেই আমরা বাস্কারভিল প্রাসাদের দিকে পা বাড়ালাম। মাঝে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম বিস্তীর্ণ জলার ওপর প্রাণিতত্ত্ববিদের ছায়াটা ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে আর ওঁর ঠিক পেছনেই, যেখানে মৃতদেহটা পড়ে রয়েছে, গাঢ় অন্ধকার আরও জমাট বেঁধে আছে।

তের

'তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা পরস্পরের খুব কাছেই এসে পড়লাম,' হাঁটতে হাঁটতে হোমস অনেকটা স্বগত স্বরেই মন্তব্য করল—'লোকটার কি অসম্ভব বুকের পাটা দেখেছ, ওয়াটসন? ওর ষড়যন্ত্রে একজন ভুল লোক মারা গেছে জেনেও কেমন নিজেকে সামলে নিল। আমি তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি—পাল্লা কষার পক্ষে এমন উপযুক্ত শত্রুর মুখোমুখি আমরা আর কখনও হইনি।'

'স্টেপলটন তোমাকে দেখতে পেয়েছে বলে আমি সত্যিই দুঃখিত, হোমস।'

'প্রথমটায় আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু ওকে এড়ানোরও তো কোন উপায় ছিল না।'

'তোমার কি মনে হয় এতে ওর পরিকল্পনার কোন রদবদল হবে?'

হয়ত এতে ও আরও সাবধান হবে, অথবা শীগগিরই মরিয়া হয়ে উঠবে। অধিকাংশ ধড়িবাজ অপরাধীদের মতো ও নিজের চাতুরির ওপর আস্থা রেখে ভাববে কত সহজেই না আমাদের চোখে ধুলো দিল!'

'কিন্তু ওকে আমরা কেন গ্রেফতার করতে পারি না, আমি সেটাই বুঝতে পারছি না, হোমস?'

'চিরদিনই পূর্ণোদ্যমে কাজ করা ছাড়া তুমি আর-কিছুই বোঝ না, ওয়াটসন। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, আজ রাত্তিরেই ওকে আমরা গ্রেফতার করলাম, কিন্তু তাতে আমাদের লাভটা কি হবে? ওর বিরুদ্ধে আমরা কি কিছু প্রমাণ করতে পারব? ওর সবচেয়ে পৈশাচিক ধূর্ততা তো এখানেই। হত্যার হাতিয়ার যদি মানুষ হত, আমরা তার বিরুদ্ধে কিছু না কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ অবশ্যই পেতাম। কিন্তু একটা কুকুরকে সর্বসাধারণের সামনে হাজির করে তার মনিবের গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে পারব না। স্যর চার্লসকে যখন মৃত-অবস্থায় পাওয়া যায় তখন তাঁর গায়ে একটা আঁচড়ের দাগ পর্যন্তও ছিল না। আমরা জানি কুকুরটার কাছে পৌছনোর অনেক আগেই উনি মারা গিয়েছিলেন এবং কুকুর কখনও মরা-মানুষকে কামড়ায় না। তাহলে তুমি আদালতে কেমন করে প্রমাণ করবে যে ভয়ংকর শিকারী কুকুরটার ভয়েই উনি মারা গেছেন?'

'আর আজ রাত্তিরের ঘটনাটা?'

'এ ঘটনাটাতেও আমাদের বিশেষ কোন সুবিধে হয়নি। এবারেও শিকারী কুকুর আর মানুষটার মৃত্যুর মধ্যে স্পষ্ট কোন যোগ নেই। আমরা কেবল কুকুরটার ডাক শুনেছি, কিন্তু ওটা যে লোকটাকে তাড়া করেছিল তার কোন প্রমাণ নেই। উদ্দেশ্যটাও এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। না ওয়াটসন, সমস্ত ব্যাপারটাকে আমাদের সম্পূর্ণ অন্যভাবে ভাবতে হবে।'

'এ সম্পর্কে তুমি কি কিছু ভেবেছ?'

'নিজস্ব পরিকল্পনা একটা অবশ্যই আছে, তবে আমার ধারণা, সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে মিসেস লরা লায়ন্স হয়ত আমাদের অনেকটা সাহায্য করতে পার-বেন। আশা করছি আগামী আর-একটা দিনের মধ্যেই আমরা শেষপর্যন্ত একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে পারব।'

ওর মুখ থেকে আর একটা শব্দও বের করতে পারলাম না। ভাবনার অতলে তলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময়ে বাস্কারভিল প্রাসাদের সামনে এসে পৌছলাম।

'তুমি ওপরে আসছ তো?'

'হ্যাঁ, আপাতত আর লুকোচুরি খেলে কোন লাভ নেই। তবে একটা কথা ওয়াটসন, শিকারী কুকুরটা সম্পর্কে স্যর হেনরিকে কিছু বলো না। উনি ভেবে নিন স্টেপলটন যেমনটা আমাদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছে ঠিক তেমনিভাবেই সেলডেনের মৃত্যু ঘটেছে। তোমার পাঠানো খবর অনুযায়ী আগামীকাল রাত্তিরে উনি স্টেপলটন-দের বাড়িতে নেমন্তন্ন রাখতে যাবেন; আমার ধারণা সে-সময়ে ওঁকে গুরুতর একটা অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে পড়তে হবে, তাকে অতিক্রম করতে গেলে ওঁর স্নায়ুকে যথেষ্ট শক্তিশালী রাখতে হবে।'

'আমারও কাল নেমন্তন্ন আছে।'

'যে-কোন অজুহাতে ওটা তোমাকে এড়াতে হবে, কেননা স্যর হেনরির পক্ষে

একা যাওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। যাই হোক, খাওয়া-দাওয়ার পর সেটা ঠিক করা যাবে। আপাতত চল—আমার ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে।'

শার্লক হোমসকে দেখে স্যর হেনরি যতটা না বিস্মিত হলেন, খুশি হলেন তার চাইতেও বেশি, কেননা গত কয়েকদিন উনি কেবলই আশা করছিলেন হোমস যে-কোন মুহূর্তে এখানে এসে পড়তে পারে। খেতে বসে নানান কথার ফাঁকে ফাঁকে সেলডেনের মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতার যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকুই ওঁকে জানালাম। ব্যারিমোর মনে মনে কিছুটা স্বস্তি পেলেও, ওর স্ত্রী কিন্তু কেঁদে বুক ভাসিয়ে ফেলল। সেটাই স্বাভাবিক, অন্যের কাছে সেলডেন যতই দুর্দান্ত প্রকৃতির বর্বর হোক না কেন, তার কাছে ও ছিল সেদিনের সেই হাত-ধরে ঘুরে বেড়ানো ছোট্ট একটা শিশু, তাছাড়া এ পৃথিবীতে কোন মহিলা যদি কারুর জন্যে চোখের জল না ফেলে তার চাইতে হতভাগ্য আর কেউ নেই।

'সকালে ডাক্তার ওয়াটসন বেরিয়ে যাবার পর থেকে সারাটা দিন আমার খুবই বিশ্রী কেটেছে,' স্যর হেনরি বললেন, 'একা বাইরে যাব না বলে প্রতিজ্ঞা না করলে হয়ত বিকেলটা আমার বেশ আনন্দেই কাটত, কেননা মিস্টার স্টেপলটন ওঁদের বাড়িতে যাবার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'

'বিকেলটা হয়ত আনন্দে কাটাতেন, কিন্তু তার জন্য যে এতক্ষণে আমাদের বিলাপ করতে হত, সে-বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।'

স্যর হেনরির চোখ দুটো চকিতে বিস্ফারিত হয়ে উঠল, 'কেন?'

'আপনার দেওয়া পোশাক পরেই বেচারির মৃত্যু ঘটেছে। আমার ধারণা আপনার চাকর ব্যারিমোরই পোশাকটা ওকে দিয়েছে। বলা যায় না, এর জন্য হয়ত ওকে পুলিসি ঝামলাতেও পড়তে হতে পারে।'

'ঘটনাটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তবে আমি যতদূর জানি, পোশাকটাতে প্রস্তুত-কারকের কোন চিহ্ন ছিল না।'

'তা যদি হয় আমাদের সবার পক্ষেই মঙ্গল।'

'একটা কথা আপনাকে বলব বলে কয়েকদিন ধরেই উন্মুখ হয়ে রয়েছি, মিস্টার হোমস। বাদায় আমরা নিজের কানে শিকারী কুকুরের ডাক শুনেছি, সুতরাং এটাকে নিতান্তই কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আপনি যদি ওটাকে পাকড়াও করতে পারেন, তবেই বুঝব আপনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা।'

'আপনি যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন তবে ওটাকে আমি নিশ্চয়ই পাকড়াও করতে পারব, স্যর হেনরি।'

'আমাকে যা করতে বলবেন, আমি তাই করব, মিস্টার হোমস।'

'বাঃ, চমৎকার! কিন্তু একটা শর্ত—যা করতে বলব অন্ধের মত শুধু তাই-ই করবেন, কখনও কোন কারণ জিজ্ঞেস করবেন না।'

'বেশ, তাই হবে, মিস্টার হোমস।'

'তা যদি করেন, তাহলে আমিও কথা দিলাম, খুব শীগগিরই সমস্যার সমাধান করতে পারব। কিন্তু—'

হঠাৎ আমাদের মাথার ওপর দিয়ে সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ও থমকে গেল। মোমের নরম আলোয় ওর স্থির নিষ্পলক মূর্তিটাকে মনে হল যেন ছেনি দিয়ে কুঁদে-তোলা কোন ধ্রুপদী ভাস্কর্য।

আমরা দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'কি ব্যাপার, হোমস!'

সারা দেওয়াল জুড়ে সারি সারি তেল-রঙে আঁকা প্রতিকৃতির দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে ও বলল, 'সত্যি, ছবিগুলোর কোন তুলনাই হয় না! শিল্প সম্পর্কে আমার যে জ্ঞান আছে, ওয়াটসন হয়ত তা স্বীকারই করবে না। তবু বলব, ছবিগুলো প্রকৃতই খুব উঁচু-মানের।'

'শুনে সত্যিই খুব খুশি হলাম, মিস্টার হোমস.' কিছুটা অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে স্যর হেনরি বললেন। 'তবে এ-সম্পর্কে আমি যে খুব বেশি একটা কিছু জানি, তা কিন্তু নয়।

'আমিও না, তবে ও ছবিটা যে নেলারের আঁকা, সেটা আমি শপথ করে বলতে পারি। আর নীল রেশমী পোশাক-পরা ওই যে মহিলা এবং পরচুলা-মাথায় গাট্টা-গোট্টা চেহারার ওই ভদ্রলোক—ও দুটোই রেনোল্ডস-এর আঁকা। এগুলো কি সবই পারিবারিক প্রতিকৃতি?'

'হ্যাঁ, প্রত্যেকটা।'

'আপনি কি সবার নাম জানেন?'

'ব্যারিমোরের কাছ থেকে শিখেছি, মোটামুটি সবারই নাম বলতে পারব।'

'আচ্ছা, দুরবীন হাতে ওই ভদ্রলোক কে?'

'রিয়ার-এডমিরাল বাস্কারভিল, রোডনির অধীনে উনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজে কাজ করেন। আর নীল কোট-পরা, কাগজের তোড়া হাতে ওই ভদ্রলোক পিটের আমলে হাউস অফ-কমন্স কমিটির সভাপতি ছিলেন।'

'আর আমার ঠিক সামনে কালো মখমলের পোশাক-পরা এই অশ্বারোহী সৈনিকটি?'

'ইনিই তো যত নষ্টের মূল, হিউগো বাস্কারভিল। এঁর সময় থেকেই বাস্কারভিল শিকারী-কুকুরের উদ্ভব। এঁকে ভুলে যাওয়া আমাদের কারুরই পক্ষে সম্ভব নয়।'

বিপুল বিস্ময়ে আমি ছবিটার দিকে চোখ তুলে তাকালাম।

হোমস বলল, 'হা ভগবান, চোখদুটো বাদ দিলে ওঁকে তো বেশ শান্ত শিষ্ট স্বভাবের মানুষ বলেই মনে হয়। আমার ধারণা ছিল ভদ্রলোক দশাসই চেহারার দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ।'

'না, ইনিই হিউগো বাস্কারভিল। আমি দেখেছি, ছবির পিছনে নাম আর ১৬৪৭ সাল লেখা আছে।'

এর পর হোমস আর-কিছুই বলল না, কিন্তু খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত বারবারই ওর চোখ গিয়ে পড়ছিল ছবিটার ওপর। অর্থাৎ ছবিটা যে ওর মনের মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শোবার জন্যে স্যর হেনরি বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর হোমস আমাকে ছবির দিকে আলোটা তুলে ধরতে বলল।

'এই ছবিটাতে তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছ, ওয়াটসন ?'

পালক-লাগানো চওড়া টুপি, কোঁকড়ানো কালো চুল, সুসংলগ্ন পাতলা ঠোঁট, রুক্ষ চিবুক আর অসম্ভব নির্মম এক জোড়া চোখের দিকে আমি তাকালাম।

আমাকে নিশ্চুপ দেখে হোমস আবার প্রশ্ন করল, 'তোমার জানা কারুর মতো কি ছবিটাকে মনে হচ্ছে ?'

'চোয়ালের কাছটা অনেকটা স্যর হেনরির মতো।'

'হ্যাঁ, হয়ত তার একটু আভাস আছে। আচ্ছা দাঁড়াও, তোমাকে আমি আরও ভালো করে দেখাচ্ছি—' চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে আলোটা তুলে ধরে ডান হাত দিয়ে ছবির চওড়া টুপি আর কোঁকড়ানো চুলের খানিকটা অংশ চেপে ধরল।

অস্ফুট বিস্ময়ে আমি বলে উঠলাম, 'এ কি, এঁকে তো ঠিক স্টেপলটনদের মতো দেখছি !'

'হ্যাঁ, ছদ্মবেশের আড়ালে তুমি ওকে ঠিকই চিনতে পেরেছ, ওয়াটসন। উত্তরাধিকারের বিষয়ের এই হারানো সূত্রটা আমি দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছিলাম—আজ আমি ওকে পেয়েছি, ওয়াটসন। ও বাস্কারভিলদেরই একজন। এখন শপথ করে বলতে পারি কাল রাত্রির আগেই অসহায় ছোট্ট একটা প্রজাপতির মতো আমি ওকে জালে ধরব, আর ও ছটফট করবে। এর জন্যে চাই একটা পিন, একটা কর্ক আর একখানা কার্ড—ব্যস, তারপরেই আমাদের বেকার স্ট্রীটের সংগ্রহশালায় আর-একটা নিদর্শন বেড়ে উঠবে।'

চাপা ঠোঁটে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে ও চেয়ার থেকে নেমে এল, এমন দুর্লভ ভঙ্গিতে ওকে হাসতে আমি আর কখনও দেখিনি।

পরের দিন আমি সকাল সকালই উঠলাম, কিন্তু উঠে দেখলাম হোমস তার আগেই বেরিয়ে গেছে। সবে যখন পোশাক পাল্টাচ্ছি, দেখি—ও গাড়ি-বারান্দা ধরে এগিয়ে আসছে।

'মনে হচ্ছে আজ সারাদিনই আমাদের খুব ব্যস্ত থাকতে হবে, ওয়াটসন।' আমাকে প্রশ্ন করার কোন সুযোগ না দিয়েই নিজে থেকেই মন্তব্য করল। 'জাল আমি ফেলে এসেছি, শুধু টেনে তুলতেই যা বাকি।"

'তুমি কি এর মধ্যে জলায় গিয়েছিলে নাকি ?'

'হ্যাঁ, গ্রিমপেন থেকে প্রিন্সটাউনে সেলডেনের মৃত্যু-সংবাদ পাঠিয়েছি। এ ব্যাপারে তোমাদের কাউকে আর মুশকিলে পড়তে হবে না। আমার বিশ্বস্ত কার্টরাইটকেও একটা খবর পাঠিয়েছি, নইলে ও আবার আমার জন্য খুবই দুর্ভাবনায় পড়ত।'

'এর পরে আমাদের কি করণীয় ?'

'স্যর হেনরির সঙ্গে দেখা করা। ওই তো, উনি এসে পড়েছেন।'

'সুপ্রভাত, মিস্টার হোমস।' অভিবাদন জানিয়ে হাসতে হাসতে স্যর হেনরি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধে চলেছেন ?'

'পরিস্থিতি অনেকটা সেরকমই। ওঃ, ভালো কথা, শুনলাম আজ রাত্তিরে নাকি আপনি স্টেপলটনদের ওখানে নৈশভোজে যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ, আশা করি আপনিও যাবেন। ওঁরা খুবই অতিথিবৎসল। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি আপনি গেলে ওঁরা দারুন খুশি হবেন।'

'তা কেমন করে সম্ভব! ওয়াটসন আর আমাকে আজই লণ্ডনে ফিরে যেতে হবে।'

"লণ্ডনে ফিরে যেতে হবে!' স্যার হেনরি যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

'হ্যাঁ, আমার ধারণা, বর্তমান পরিস্থিতিতে ওখানে থাকলেই বোধ হয় সবচেয়ে সুবিধে হবে।'

স্যার হেনরির মুখ যেন চকিতে ম্লান হয়ে গেল। 'আশা করেছিলাম এই ব্যাপারটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা আমার কাছে থাকবেন। নির্জন বাদা, এমন কি এই প্রাসাদও আমার একার পক্ষে আদৌ সুখের নয়।'

'আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন স্যার হেনরি এবং যা বলি হুবহু সেরকমই করুন। আপনার বন্ধুদের বলুন, আপনার সঙ্গে যেতে পারলে সত্যিই খুব খুশি হতাম, কিন্তু জরুরী একটা প্রয়োজনে আজই আমাদের শহরে ফিরে যেতে হল। আশা করছি, খুব শীগগির আবার ডেভনশায়ারে ফেরে আসব। অনুগ্রহ করে এই সংবাদটা কিন্তু ওঁদের দিতে ভুলবেন না।'

'নিতান্তই যদি দিতে বলেন, দেব।'

মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম, স্যার হেনরি সত্যিই মর্মাহত হয়েছেন। থমথমে গলায় উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'বেশ, কখন আপনারা যেতে চান?'

'প্রাতরাশের পরেই। গাড়িতে আমরা কুম্ব ট্রেসি পর্যন্ত যাব, ওয়াটসন আবার ফিরে আসবে এবং তার জামিনস্বরূপ ওর জিনিসপত্র সব এখানেই থাকবে। ওয়াটসন, তুমি মিস্টার স্টেপলটনকে লিখে পাঠাও যে তুমি যেতে পারলে না বলে দুঃখিত।'

'আপনাদের সঙ্গে লণ্ডনে যেতে পারলে সত্যিই খুব খুশি হতাম, মিস্টার হোমস।'

'তা হয় না, স্যার হেনরি,—আপনার কর্মক্ষেত্র এখানেই। তাছাড়া আপনি কথা দিয়েছেন—আমার উপদেশ যথাযথভাবে পালন করবেন। আমি চাই আপনি এখানেই থাকুন।'

'বেশ—তাহলে থাকব।'

'আর-একটা নির্দেশ—আমি চাই গাড়িতে করে আপনি মেরিপিট-হাউসে যান, তারপর গাড়িটা ফেরত পাঠিয়ে দিন। ওঁদের জানতে দিন যে আপনি পায়ে হেঁটেই ফিরবেন।'

'ওই জলার ওপর দিয়ে আমি একা পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরব?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এই জিনিসটাই আপনি আমাকে বারবার করে নিষেধ করেছেন।'

'এবার আপনি নির্ভয়ে তা করতে পারেন। আপনার দৃঢ়তা ও সাহসের ওপর যদি আমার বিশ্বাস না থাকত, তাহলে এ কাজ আপনাকে করতে বলতাম না। কিন্তু এ কাজটা করা একান্তই প্রয়োজন।'

'তাহলে তাই করব।'

'তবে আপনার জীবনের যদি কোন মায়া থাকে তাহলে যে-পথটা মেরিপিট হাউস থেকে সোজা গ্রিমপেন রোড পর্যন্ত গেছে সে-পথ ছাড়া বাদার মধ্য দিয়ে আর অন্য কোথাও যাবেন না।'

'আপনার নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব, মিস্টার হোমস।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ। তাহলে প্রাতরাশের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা রওনা হতে চাই—তবেই সন্ধ্যের আগে লণ্ডনে পৌঁছতে পারব।'

হোমসের এই পরিকল্পনায় মনে মনে আমিও বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। যদিও মনে পড়ল আগের দিন রাতে ও স্টেপলটনকে বলেছিল ফিরে যাবে, কিন্তু আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে সেটা ভাবতে পারিনি। স্যর হেনরিকে একা একা ফেলে রেখে দুজনেরই চলে-যাওয়ার ব্যাপারটা আমার আদৌ মনঃপূত হল না, তবু কোন উপায় নেই। কাজেই দুঃখিত বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই কুম্ব ট্রেসি স্টেশনে এসে পৌঁছলাম এবং গাড়িটাকে বাস্কারভিল প্রাসাদে ফেরত পাঠালাম। রোগা ছিপছিপে চেহারার একজন ছোকরা প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছিল, এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কোন ফরমাশ আছে, স্যর?'

'হ্যাঁ, তুমি এই ট্রেনেই শহরে চলে যাও, কার্টরাইট। সেখানে পৌঁছেই আমার নামে স্যর হেনরিকে জানিয়ে দাও আমি যে পকেট-বইটা ফেলে এসেছি, উনি সেটা যেন ডাকে বেকার স্ট্রীটে পাঠিয়ে দিন।'

'আচ্ছা, স্যর।'

'আর স্টেশনের অফিসে গিয়ে জিজ্ঞেস কর আমার নামে কোন খবর এসেছে কি না।'

দু-এক মিনিটের মধ্যে কার্টরাইট একটা তারবার্তা নিয়ে ফিরে এল। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই হোমস সেটা আমাকে পড়তে দিল। তাতে লেখা রয়েছে:

'আপনার তার পেয়েছি। গ্রেফতারি পরওয়ানা নিয়ে এখুনি রওনা হচ্ছি। পাঁচটা চল্লিশে পৌঁছব।

—লেসট্রেড।'

হোমস হাসতে হাসতে বলল, 'এটা আমার আজ সকালের টেলিগ্রামের উত্তর। আমার ধারণা, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে লেসট্রেড সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবান গোয়েন্দা এবং ওর সাহায্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। তাহলে ওয়াটসন, এখন তোমার পরিচিত মিসেস লরা লায়ন্সের সঙ্গে দেখা হলে আমার মনে হয় সময়টার সদ্ব্যবহার করতে পারব।'

এবার ওর আক্রমণের পরিকল্পনাটা আমার কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। আমরা যে সত্যিই চলে গেছি সেটা ও স্যর হেনরিকে দিয়ে স্টেপলটনদের বিশ্বাস করাবে, অথচ যে মুহূর্তে আমাদের প্রকৃত প্রয়োজন পড়বে ঠিক তখনই আমরা সেখানে থাকব। আমি যেন মানস-চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বর্শার ফলকের মতো সরু চোয়ালের লোকটার চারদিক ঘিরে জালটা ক্রমশ গুটিয়ে আসছে।

অফিসঘরে আপন মনেই কাজ করছিলেন মিসেস লরা লায়ন্স। শার্লক হোমস

সরাসরি এমন খোলামেলাভাবে আলাপ শুরু করলেন যে ভদ্রমহিলা রীতিমতো হকচকিয়ে গেলেন।

'পরলোকগত স্যর চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যুসংক্রান্ত ঘটনাগুলো আমি তদন্ত করছি, মিসেস লায়ন্স। আপনি যা-যা জানিয়েছেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাক্তার ওয়াটসন আমাকে সবই বলেছে, এমন কি, আপনি যা-যা গোপন রেখেছেন, তা-ও।'

'গোপন বলতে কি বোঝাতে চাইছেন আপনি?' লরা লায়ন্স ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

'আপনি স্বীকার করেছেন যে রাত দশটার সময় স্যর চার্লসকে বাদার ফটকের সামনে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। আমরা জানি ওঁর মৃত্যুর সময় এবং স্থান ওটাই—এই দুই ঘটনার মধ্যের যোগাযোগটাকেই আপনি গোপন করেছেন।'

'এর মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই।'

'এক্ষেত্রে ঘটনা দুটো একই সঙ্গে ঘটা খুবই বিস্ময়কর। অবশ্য যোগসূত্রটা আমরা খুব সহজেই প্রমাণ করতে পারব, তবু আপনার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই, মিসেস লায়ন্স। এ ঘটনাটাকে আমরা খুন বলেই মনে করি এবং এ সম্পর্কে যা-কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ শুধু আপনার বন্ধু মিস্টার স্টেপলটনের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে না, ওঁর স্ত্রীও জড়িয়ে পড়ছেন।'

ভদ্রমহিলা ওঁর চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। 'ওঁর স্ত্রী—মানে!'

'ব্যাপারটা আর গোপন নেই, মিসেস লায়ন্স। যাঁকে উনি এতদিন বোন বলে পরিচয় দিয়েছিলেন উনি আসলে ওঁর স্ত্রী।'

ভদ্রমহিলা আবার চেয়ারে বসে পড়ে হাতল দুটো শক্ত করে চেপে ধরলেন। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম মুঠোর চাপে হালকা গোলাপী রঙের নখগুলো একেবারে সাদা হয়ে গেছে।

'কখনই তা হতে পারে না। উনি অবিবাহিত। আপনি—আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন—'

ওঁর ঝিকিয়ে-ওঠা চোখের ভাষা যেন অনেক অজানা কথাই বলে গেল।

'আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি, মিসেস লায়ন্স,' হোমস পকেট থেকে কয়েকটা কাগজ বের করে একটা ছবি ওঁর দিকে এগিয়ে দিল। 'এই দেখুন, চার বছর আগে নিউ ইয়র্কে ভ্যাণ্ডেলিয়ার-দম্পতির এই ছবিটা তোলা হয়েছিল। আশা করি আপনার চিনতে কোন অসুবিধে হবে না। বিশ্বস্ত তিনজন সাক্ষীর বর্ণনায় আছে এঁরা সেণ্ট অলিভার স্কুলটা চালাতেন। এই কাগজগুলো পড়লেই আপনি সব বুঝতে পারবেন।'

কাগজগুলোয় একঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে উনি স্তব্ধ বিস্ময়ে আমাদের দিক তাকালেন। মুখটা শুকিয়ে গেছে।

'আপনি জানেন না, মিস্টার হোমস,' কান্না-ভেজা গলায় উনি বললেন। 'এই লোকটা প্রস্তাব করেছিল' আমি যদি স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করি তাহলে ও আমাকে বিয়ে করবে। হতভাগা, শয়তান, বদমাইশ, মিথ্যেবাদী। আমার সঙ্গে

জীবনে একটাও সত্যি কথা বলেনি। কিন্তু কেন, কেন? আমি ভেবেছিলাম সবই বুঝি আমার জন্যে, কিন্তু এখন দেখছি ও আমাকে কেবল যন্ত্রের মতো ব্যবহারই করেছে। ও যখন আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেনি, তখন আমিই-বা কেন ওর ওপর বিশ্বাস রাখতে যাব? কেন আমি ওর দুষ্কর্মের ফল থেকে ওকে রক্ষা করতে যাব? আপনি আমাকে যা-খুশি প্রশ্ন করুন, মিস্টার হোমস, এখন আমি আর-কিছুই গোপন করব না। তবে একটা জিনিস আপনাকে শপথ করে বলতে পারি, চিঠিটা লেখার সময়ে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি নির্লোভ দয়ালু মানুষটার সত্যিই কোন অনিষ্ট হবে।'

'আমি আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।' আন্তরিক ভঙ্গিতেই আশ্বাস দিল হোমস। 'এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা আপনার পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর হবে। তার চাইতে বরং সহজ হবে—আমি বলে যাই, আমার যদি কোথাও ভুল হয় আপনি ধরিয়ে দেবেন। মিস্টার স্টেপলটন কি চিঠিটা লেখার কথা আপনাকে বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ, কি লিখতে হবে তাও বলে দিয়েছিল।'

'আমার ধারণা ঠিকই—বিচ্ছেদের খরচপাতি সম্পর্কে স্যার চার্লসের কাছ থেকে আপনাকে সাহায্য পাবার কথাই বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'তারপর চিঠিটা পাঠানো হয়ে যাবার পর বললেন ওঁর সঙ্গে আর দেখা করার দরকার নেই, তাই তো?'

'হ্যাঁ। ওর ধারণা এ ব্যাপারে অন্যের কাছে হাত পাতলে নাকি ওর আত্মসম্মানে লাগবে। গরিব হওয়া সত্ত্বেও যে-বাধা এতদিন আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে সেই বাধা দূর করার জন্যে ও তার শেষ কপর্দকটা পর্যন্ত খরচ করতে রাজি আছে।'

'বাব্বা, ভদ্রলোক তো দেখছি খুব ধীর স্থির মস্তিষ্কের মানুষ। আচ্ছা, তারপর সংবাদপত্রে স্যার চার্লসের মৃত্যুসংবাদ না পড়া পর্যন্ত আপনি আর-কিছু শোনেননি?'

'না।'

'স্যার চার্লসের সঙ্গে যে আপনার সাক্ষাৎ করার কথা ছিল সেটা যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে সেজন্যে উনি নিশ্চয়ই আপনাকে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। ও বলেছিল মৃত্যুটা খুবই রহস্যজনক, সাক্ষাতের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে লোকে আমাকেই সন্দেহ করবে। ভয় দেখিয়ে ও আমাকে চুপ করে থাকতে বাধ্য করিয়েছিল।'

'খুব স্বাভাবিক। আচ্ছা, পরে আপনি ওঁকে কোনরকম সন্দেহ করেননি।'

নত চোখে মিসেস লায়ন্স ইতস্তত করলেন। তারপর অস্ফুট স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ। তবু বিশ্বাস করুন মিস্টার হোমস, ও যদি আমার সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতা না করত, আমি হয়ত চিরকালই মুখ বুঁজে থাকতাম।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' হোমস টুপিটা তুলে নিল। 'আমার মনে হয় আপনি খুব অল্পের জন্যে বেঁচে গেছেন। আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে যে ওঁকে

পোরার ক্ষমতা আছে, সেটা উনিও টের পেয়েছিলেন— তবু ঈশ্বরের অশেষ করুণাতেই আপনি এখনও বেঁচে রয়েছেন। গত কয়েকমাস ধরে স্বপ্নের ঘোরে আপনি গভীর একটা গিরি-খাদের কিনারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। যদি অনুমতি দেন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা এখন বিদায় নিচ্ছি, মিসেস লায়ন্স,। সম্ভবত খুব শীগগিরই আবার আমাদের দেখা হবে।'

'জালটা কিন্তু ক্রশমই গুটিয়ে ছোট হয়ে আসছে, ওয়াটসন,' শহর থেকে এক্সপ্রেস ট্রেনটা আসার জন্যে যখন আমরা অপেক্ষা করছি, হোমস তখন নিচু গলায় আমাকে বলল। 'খুব শীগগিরই এমন একটা অবস্থা আসবে যখন আধুনিক কালের লোমহর্ষক যত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এটাও ছেষট্টি সালে লিটল রাশিয়ার গডনো শহরের সেই ঘটনা কিংবা নর্থ ক্যারোলিনার সেই অ্যাণ্ডারসন খুনের মামলার মতো আশ্চর্য কাহিনীতে পরিণত হবে। কেননা, এ কেসটায় এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব। এখন পর্যন্ত ওই ধূর্ত শয়তানটার বিরুদ্ধে আমাদের সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই। তবু আজ রাতের মধ্যে যদি ব্যাপারটা না মেটাতে পারি তাহলেই আমি সবচাইতে বিস্মিত হব, ওয়াটসন।'

দৈত্যের মতো গর্জন করতে করতে লণ্ডন-এক্সপ্রেসটা স্টেশনে প্রবেশ করল। প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে নেমে এলেন গাঁট্টাগোট্টা চেহারার একজন বলিষ্ঠ মানুষ। আমরা তিনজনেই পরস্পরের করমর্দন করলাম। হোমসের দিকে ইন্‌সপেক্টর লেসট্রেডের তাকানোর ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারলাম—প্রথম দিকে দুজনে একসঙ্গে কাজ করার যে অভিজ্ঞতা -- যখন হোমসের যুক্তিগুলোকে উনি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিতেন, সেদিনের মনোভাবের চাইতে আজকের দিনে হোমসের প্রতি ওঁর শ্রদ্ধা অনেক অনেক বেশি।

'সত্যিই কি কোন খবর আছে, মিষ্টার হোমস?'

'বহু বছর যাবৎ এমন জবর খবর তোমাকে আর দিতে পারিনি, লেসট্রেড,' রহস্যময় ভঙ্গিতে ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে হোমস জবাব দিল। 'ভাবনা-চিন্তা শুরু করার আগে এখনও আমাদের হাতে ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে। আমার মনে হয় এই সময়টা আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজের জন্যে ব্যয় করতে পারি। তারপর তোমাকে ডার্টমুরের নির্মল নৈশ-বায়ু সেবন করাব, দেখবে তোমার গলা থেকে লণ্ডনের কুয়াশাটা কেমন চোখের নিমেষে উধাও হয়ে গেছে। কি ব্যাপার—এখানে কখনও আসনি বুঝি? বেশ, তাহলে আমার মনে হয় না এই প্রথম আগমনটা তুমি জীবনে কখনও ভুলতে পারবে।'

চোদ্দ

শার্লক হোমসের সবচেয়ে বড় ত্রুটি—সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব পরিকল্পনা সম্পর্কে ও কখনও কাউকে কিছু বলত না। সম্ভবত ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রকৃতির জন্যেই তার চারপাশের লোকজনদের উপর কিছুটা কর্তৃত্ব দেখাতে ও ভালোবাসত। অবশ্য কর্মক্ষেত্রে চিরাচরিত সতর্কতার জন্যেই ও কোনরকম ঝুঁকি নেবার চেষ্টা করত না। ফলে অনেকসময় আমাদের পক্ষে ওর হয়ে কাজ করা খুবই মুশকিল হয়ে পড়ত। এ দুর্ভোগ আমি বহুবার হাতেনাতে ভোগ করেছি, এখন যেমন ভোগ করছি অন্ধকার রাতে এই সুদীর্ঘ সারাটা পথ জুড়ে। এখন আমাদের সামনে চরম অগ্নিপরীক্ষা, কি হবে না-হবে অনুমানে যাই ভাবি না কেন, হোমস নিজে থেকে একটা কথাও বলল না, বিশেষ করে ভাড়াটে গাড়ির উপস্থিতিতে তো নয়ই। আমাদের চোখে-মুখে হিমেল বাতাসের ঝাপটা, অন্ধকার সংকীর্ণ গিরি-খাদের দুপাশে নির্জন খাড়া পাহাড় দেখে বুঝতে পারলাম আবার জলাভূমিতে ফিরে এসেছি। আশঙ্কায় উত্তেজনায় শরীরের প্রতিটা শিরা-উপশিরা আমার তখন ঝনঝন করছে। ঘোড়ার খুরের প্রতিটা শব্দে, চাকার প্রতিটা ঘূর্ণনে আমরা তখন চরমতম অভিযানের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে ক্রমশই এগিয়ে চলেছি।

ফ্রাঙ্কল্যাণ্ডদের বাড়ি পেরিয়ে বাস্কারভিল প্রাসাদের কাছাকাছি এসে পড়ায় মনে মনে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। সিংহ দরজার দিকে না গিয়ে তরুবীথির অন্যপ্রান্তে কাঠের ফটক পর্যন্ত এসে আমরা গাড়িটাকে কুম্ব ট্রেসিতে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। তারপর পায়ে পায়ে আমরা এগিয়ে চললাম মেরিপিট হাউসের দিকে।

'লেসট্রেড, তোমার কাছে অস্ত্র-টস্ত্র কিছু আছে তো?'

ভদ্রলোক হাসতে হাসতেই জবাব দিলেন, 'যতক্ষণ আমার ধড়া-চুড়া পরা রয়েছে পাছ-পকেট একটা থাকবেই, আর যতক্ষণ পাছ-পকেট রয়েছে কোন-না-কোন একটা অস্ত্র তাতে ভরা থাকবেই।'

'বাঃ, শুনে সত্যিই খুশি হলাম। আমি আর আমার বন্ধু অত্যন্ত জরুরী একটা প্রয়োজনে প্রস্তুত হয়েছি।'

'হ্যাঁ, সেটা আপনাদের দেখেই বুঝতে পেরেছি, মিস্টার হোমস। তা খেলাটা কি জানতে পারি?'

'খেলাটা অপেক্ষার।'

'তা না হয় হল, কিন্তু জায়গাটা তো আদৌ মনোরম বলে মনে হচ্ছে না!' চারদিকের ভয়ংকর নির্জন পাহাড়ী ঢাল আর সারাটা গ্রিমপেন মায়ার জুড়ে ঘন কুয়াশার দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর লেসট্রেড শিউরে উঠলেন। 'আমাদের সামনের ঐ বাড়িটায় আলো দেখতে পাচ্ছি।'

'ওটা মেরিপিট হাউস, ওখানেই আমাদের যাত্রা শেষ। এবার থেকে আমাদের খুব সাবধানে পা টিপে টিপে চলতে হবে এবং কোনমতেই জোরে কথা বলা চলবে না।'

ওর নির্দেশমতোই আমরা সন্তর্পণে এগিয়ে চললাম। বাড়ি থেকে প্রায় দুশ

গজ দূরে হঠাৎ ও আমাদের থামতে বলল। এ জায়গাটাই দেখছি বেশ ভালো, ডান দিকের ওই বড় পাথরগুলো চমৎকার আড়ালের কাজ করবে।'

'তাহলে আমাদের এখানেই অপেক্ষা করতে হবে?'

'হ্যাঁ, এখানেই আমরা ওত পেতে থাকব। লেসট্রেড, তুমি এই ফাঁকটার মধ্যে ঢোক। আর তুমি তো ওই বাড়িটায় কয়েকবার গেছ, তাই না, ওয়াটসন? নিশ্চয় ঘরগুলো সম্পর্কে তুমি খুব ভালো বলতে পারবে? জাফরি-দেওয়া ও-ধারের ওই জানালাগুলো কিসের?'

'আমার মনে হয় ওটা রান্নাঘর।'

'আর ওর পাশেরটা, যেটায় বেশ জোরালো আলো জলছে?'

'ওটা খাবারঘর।'

'পরদাগুলো গোটানোই আছে দেখছি, চুপি চুপি গিয়ে দেখে এস তো, ওয়াটসন —ওরা কি করছে। কিন্তু দোহাই তোমার, এমন কিছু করো না যাতে ওরা জানতে পারে তুমি ওদের লক্ষ্য করছ।'

নিঃশব্দ পায়ে আমি আপেল-গাছ দিয়ে ঘেরা নিচু পাঁচিলটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তারপর গাছের ছায়ার সঙ্গে মিশে এমন একটা জায়গায় সরে এলাম যেখান থেকে পরদা-তোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যায়।

ঘরের ভিতর মাত্র দুজন লোক—স্যর হেনরি আর মিস্টার স্টেপলটন। আমার দিকে পাশ ফিরে গোল টেবিলটা ঘিরে দুজনে মুখোমুখি বসে রয়েছে। দুজনেই চুরুট ধরিয়েছেন, সামনে রয়েছে মদ আর কফির পেয়ালা। সোৎসাহে স্টেপলটন কি যেন বলছেন আর স্যর হেনরি বিশীর্ণ ম্লান মুখে নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছেন। সম্ভবত ওই অলক্ষুণে জলার মধ্য দিয়ে অতখানি পথ একা ফিরতে হবে ভেবেই ওঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে।

আমি ওঁদের লক্ষ্য রাখছি, এমন সময় স্টেপলটন উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর স্যর হেনরি মদের পাত্রটা ভরে নিয়ে আসনে গা এলিয়ে চুরুট টানতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে নুড়ি পাথরের ওপর জুতোর মস মস শব্দ শুনতে পেলাম। পাঁচিলের যে-পাশে আমি গুড়ি মেরেছিলাম তার পাশ দিয়ে শব্দটা বাগানের এক কোণে ছোট একটা ঘরের সামনে এসে থেমে গেল। উঁকি মেরে দেখলাম স্টেপলটন চাবি ঘুরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, ভিতর থেকে কেমন যেন অদ্ভুত একটা খস খস শব্দ শুনতে পেলাম। সে কেবল মিনিট খানেকের জন্যে, তারপরেই আবার চাবি ঘোরানোর শব্দ হল, আমাকে পেরিয়ে উনি আবার বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন। স্যর হেনরির কাছে ওঁকে ফিরে আসতে দেখে আমি গিয়ে যা যা দেখেছিলাম সব বললাম।

'তাহলে তুমি বলছ, ওয়াটসন, ভদ্রমহিলা ওখানে ছিলেন না?' সারা দিনের পর হোমসকে এই প্রথম বিচলিত হতে দেখলাম।

'না।'

'তাহলে উনি কোথায় থাকতে পারেন, রান্নাঘর ছাড়া আর কোথাও তো কোন আলো দেখছি না ?'

'আমি ভাবতেই পারছি না, হোমস, কোথায় উনি থাকতে পারেন !'

সারাটা গ্রিমপেন মায়ার জুড়ে ঘন কুয়াশার কথা আমি আগেই বলেছি, সেই গাঢ় কুয়াশা এখন খুব নিচু দিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে ; কুয়াশার সেই খাড়া দেওয়ালের ওপর চাঁদের আলো পড়ে বিস্তীর্ণ কোন তুষার-ভূমির মতো মনে হচ্ছে, তার চারপাশ ঘিরে দূরের পাহাড়ী চূড়াগুলো জ্যোৎস্নায় ঝিক মিক করছে। ধীরে ধীরে ভেসে-আসা সেই কুয়াশার দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে হোমস বিড়বিড় করে কি যেন বলল।

'কি ভাবছ, হোমস ?'

'দেখ ওয়াটসন, কুয়াশাটা আমাদের দিকেই ক্রমশ এগিয়ে আসছে !"

'কেন, এটা কি তেমন মারাত্মক কিছু ?'

'মারাত্মক মানে—রীতিমতো মারাত্মক ! পৃথিবীতে কেবল এই একটাই মাত্র জিনিস যা আমার পরিকল্পনাটা সম্পূর্ণ ওলটপালট করে দিতে পারে। দশটা বেজে গেছে, উনি হয়ত আর বেশিক্ষণ থাকবেন না। কুয়াশাটা এসে পড়ার আগে ওঁর বেরুনোর উপরেই আমাদের সফলতা। এমন কি ওঁর জীবন পর্যন্তও নির্ভর করছে।'

পরিষ্কার নির্জন রাত। উজ্জ্বল হিমেল আলোয় তারাগুলো ঝিকমিক করছে। আধখানা চাঁদের মোলায়েম আলোয় সারাটা দৃশ্য কেমন যেন অনিশ্চিত একটা রূপকথার মতো মনে হচ্ছে। দূরে রূপোলী আকাশের পটভূমিতে বাড়িটার উঁচু নিচু কালো ছাদ আর খাড়া চিমনিটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। খোলা জানালা দিয়ে সোনালী রেখা এসে পড়েছে ফলের বাগান আর জলাভূমির ওপর।

দেখতে দেখতে পেঁজা তুলোর মতো সেই গাঢ় কুয়াশা বাড়ির খুব কাছে এসে পড়ল এবং আলোকিত জানালার সামনে কুণ্ডলী পাকাতে লাগল। দূরের নিচু পাঁচিলটা ইতিমধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে, ঝাঁকড়া গাছগুলোকে মনে হচ্ছে শুভ্র বাষ্পে ঢাকা। কয়েক পলকের মধ্যেই আমরা দেখলাম হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে-আসা কুয়াশার মালাগুলো বাড়িটির দুপাশ ছেয়ে ফেলল, মোচড় খেয়ে ধীরে ধীরে জমাট বাঁধতে লাগল, দোতলা বাড়িটাকে মনে হল যেন অন্ধকার সমুদ্রে ভাসমান কোন জাহাজের মতো।

হোমস অধৈর্য হয়ে উঠল। 'আর পনের মিনিটের মধ্যে স্যার হেনরি বেরিয়ে না এলে পথটা ঢেকে যাবে। আধঘণ্টার মধ্যে আমরাও আর আমাদের পরস্পরকে দেখতে পাব না।

'পেছনের দিকের আর একটু উঁচু জমিতে উঠে গেলে হয় না ?'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় সেটাই ভালো হবে।'

জমাট-বাঁধা কুয়াশার দেওয়াল যত এগিয়ে আসতে লাগল আমরা ততই পেছুতে লাগলাম এবং ক্রমে ক্রমে বাড়ি থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে সরে এলাম।

হোমস বাধা দিয়ে বলল, 'আর নয়, আমরা বড্ড দূরে সরে এসেছি। এর পর হয়ত ওঁকে আর-কোন সাহায্যই করতে পারব না।' হঠাৎ উপুড় হয়ে ও মাটিতে কান পেতে শুনল। 'ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, মনে হচ্ছে উনি আসছেন।'

অল্পক্ষণ পরেই জলাভূমির নিটোল নিস্তব্ধতায় শুনতে পেলাম দ্রুত একটা পায়ের শব্দ। পাথরের আড়াল থেকে সামনের দিকে উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখলাম—যাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি, তিনি যেন কুয়াশার পরদা ছিঁড়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলেন। পরিষ্কার জ্যোৎস্নালোকিত একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে উনি স্তব্ধবিস্ময়ে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর আবার ত্রস্ত পায়ে হাঁটতে লাগলেন। এক সময়ে আমাদের পাশ দিয়ে সুদীর্ঘ ঢালু পথ বেয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলেন। কয়েক বার ঘাড় ঘুরিয়ে আতঙ্কিত চোখে পেছন দিকে ফিরেও তাকালেন।

'চুপ চুপ।' পিস্তলের ঘোড়া তুলে হোমস প্রস্তুত হয়ে নিল। 'আমার মনে হচ্ছে ওটাও আসছে—ওই দেখ।'

অস্পষ্ট অথচ অত্যন্ত সতর্ক একটা পায়ের শব্দে আমরা তিন জনেই সচকিত হয়ে উঠলাম। গজ পঞ্চাশ দূরে ঘন কুয়াশার দিকে তাকিয়ে মনে হল ওর মধ্যে থেকে কি ভয়ংকরই না একটা জিনিস বেরিয়ে আসবে। আমি ছিলাম হোমসের ঠিক পাশেই, চকিতে ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে অথচ চোখ দুটো চাপা উত্তেজনায় চিক চিক করছে। নির্নিমেষ চোখে ও সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, বিস্ময়ে ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে গেছে। হঠাৎ নিদারুণ ভয়ে আর্তনাদ করে ইন্‌সপেক্টর লেসট্রেড মাটিতে আছড়ে পড়লেন আর আমি এক লাফে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। কুয়াশার মধ্য থেকে বেরিয়ে-আসা ছায়ার মতো ভয়ংকর একটা আকৃতি দেখে মুঠোর মধ্যে রিভলভারটা শক্ত করে ধরে থাকা সত্ত্বেও আমার সারাটা শরীর যেন বিবশ হয়ে এল। মিশমিশে কালো অতিকায় একটা শিকারী কুকুর—এমন প্রকাণ্ড শিকারী কুকুর, সাধারণত কল্পনাও করা যায় না। তার হাঁ হয়ে-যাওয়া মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে আগুন বেরিয়ে আসছে, দীপ্ত ক্রোধে ঠেলে বেরিয়ে-আসা চোখ দুটো জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো জ্বলছে, দাঁত চোয়াল, এমন কি গলার চারপাশ থেকেও যেন আগুনের শিখা ঠিকরে বেরুচ্ছে। কুয়াশার আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে-আসা এমন একটা আদিম হিংস্র মুখ বুঝি বিশৃঙ্খল মস্তিষ্কের কোন মানুষ তার উন্মত্ত-স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না।

স্যর হেনরির পায়ের চিহ্ন শুঁকে শুঁকে অতিকায় কালো জন্তুটা লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এল। জন্তুটার নারকীয় অস্তিত্বে আমরা এমনই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম যে ওটা আমাদের অতিক্রম করে না যাওয়া পর্যন্ত কোন সাড়াই ছিল না। কিন্তু পরমুহূর্তেই হোমস আর আমি দুজনে এক সঙ্গে গুলি ছুঁড়লাম, জন্তুটা বীভৎস একট চিৎকার করে উঠল। চিৎকার শুনে বুঝতে পারলাম অন্তত একটা গুলি ওর গায়ে লেগেছে। তবু জন্তুটা কিন্তু থামল না, ক্রুদ্ধ গর্জন করতে করতে এগিয়ে চলল। দূরে পথের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—দুহাত ওপরে তুলে আতঙ্ক-বিস্ফারিত

চোখে ধাবমান জন্তুটার দিকে তাকিয়ে স্যার হেনরি অসহায়ের মতো আর্ত-চিৎকার করছেন।

শিকারী-কুকুরের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ শুনেই আমাদের সমস্ত ভয় যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। ওটা যে মরণশীল কিছু সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, আর একবার যখন ওটাকে আঘাত করতে পেরেছি তখন মারতেও পারব। সেদিন রাতে হোমসকে যেভাবে ছুটতে দেখলাম তেমনটা আমি জীবনে আর কখনও কাউকে দেখিনি। আমি যে দারুণ ছুটতে পারি সবাই জানে, কিন্তু ইন্‌সপেক্টর লেসট্রেডকে যতটা পেছনে ফেলে এলাম, হোমস আমাকে ঠিক ততটাই পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। আমরা যত এগুতে লাগলাম স্যার হেনরির করুণ আর্তনাদ আর শিকারী কুকুরের ক্রুদ্ধ গর্জন ততই তীব্র হয়ে উঠল। স্যার হেনরিকে মাটিতে ফেলে শিকারী-কুকুরটা যখন সবে টুঁটি কামড়ে ধরতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি এসে পড়লাম। চোখের পলক পড়ার আগেই দেখলাম হোমসের রিভলভার থেকে পাঁচটা গুলি জন্তুটার পাঁজর ঝাঁঝরা করে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। ভয়ংকর ক্রুদ্ধ গর্জনে শূন্যে কামড় দেবার এক চরম চেষ্টা করে কুকুরটা শেষ পর্যন্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অন্তিম আক্ষেপে পাগুলো ছুঁড়তে লাগল বাতাসে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমি ওর বিরাট প্রদীপ্ত মাথায় পিস্তলটা চেপে ধরলাম, কিন্তু ঘোড়া টেপার আর-কোন প্রয়োজন হল না, প্রকাণ্ড আকারের শিকারী কুকুরটা তখন যথার্থই মারা গেছে।

স্যার হেনরির কোন জ্ঞান ছিল না। কিন্তু গলার কাছে বোতাম ছিঁড়ে যখন পরীক্ষা করে দেখলাম ওঁর শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই, তখন আমরা বুঝলাম ঠিক সময়েই ওঁকে উদ্ধার করতে পেরেছি। কয়েক মিনিট শুশ্রূষার পরে ওঁর জ্ঞান ফিরে এল, দুর্বলভাবে নড়াচড়ারও চেষ্টা করলেন। লেসট্রেড ওঁর মুখে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দিলেন, শঙ্কাতুর চোখ মেলে স্যার হেনরি ফ্যালফ্যাল করে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'কি সর্বনাশ, এটা কি! এটা আবার এল কোত্থেকে?' অস্ফুট বিস্ময়ে স্যার হেনরি হোমসকে জিজ্ঞেস করলেন।

'যাই হোক না কেন, আপাতত মৃত। আপনাদের বংশের ভূতটাকে আমরা চিরকালের মতো স্তব্ধ করে দিতে পেরেছি।'

আকারে এবং শক্তিতে অবিশ্বাস্য রকমের ভয়াবহ জন্তুটা আমাদের সামনে টানটান হয়ে পড়ে রয়েছে। না খাঁটি ব্লাডহাউণ্ড, না খাঁটি মাস্টিফ—সম্ভবত এই দুয়ের সংমিশ্রণ। অস্থিচর্মসার, বুনো আর ছোটখাট একটা সিংহিনীর মতো বিরাট। এমন কি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েও ওর দীর্ঘ চোয়াল থেকে নীলচে আভা ঠিকরে বেরুচ্ছে, কোটরে-ঢোকা নিষ্ঠুর চোখ দুটো গনগনে আগুনের মতো জ্বলছে। ওর প্রদীপ্ত চোয়ালে আঙুল দিয়ে ঘষার পর তুলে ধরতেই অন্ধকারে মনে হল আমার আঙুলগুলোও যেন জ্বলছে।

'ফসফরাস বলে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, অত্যন্ত নিপুণভাবে প্রলেপ দেওয়া হয়েছে।' হোমস মৃত জন্তুটাকে কয়েকবার শুঁকে দেখল। 'এমন কোন গন্ধও নেই যাতে করে কুকুরটার ঘ্রাণশক্তি বাধা পেতে পারে। আপনাকে এভাবে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্যে আমরা সত্যিই ক্ষমাপ্রার্থী, স্যর হেনরি। আমি সাধারণ একটা শিকারী কুকুরের জন্যই প্রস্তুত হয়ে ছিলাম, কিন্তু এরকম একটা বীভৎস জন্তুর জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। তাছাড়া কুয়াশার জন্যেও আমরা খুব একটা আগে থেকে প্রস্তুত হতে পারিনি।'

'আজ আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন, মিস্টার হোমস।'

'হ্যাঁ, অবশ্য আপনাকে বিপন্ন ক'রে। আচ্ছা, চেষ্টা করলে কি আপনি উঠে দাঁড়াতে পারবেন?'

'আমাকে আর একটু ব্র্যাণ্ডি দিন, তাহলে আমি সব করতে পারব।—থাক, আর চাই না। এবার কি করতে হবে বলুন?'

'আজ রাতে আপনাকে আর-কোন অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে হবে না। আপনি বরং এখানেই বিশ্রাম করুন। একটু পরে কেউ এসে আপনাকে প্রাসাদে নিয়ে যাবে। আপাতত আমাদের কয়েকটা কাজ বাকি রয়েছে। এবং এখন থেকে প্রতিটা মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। আমাদের কেস প্রায় সম্পূর্ণ—এখন শুধু ধূর্ত লোকটাকে বাগে পেলে হয়।'

স্যর হেনরিকে ধরাধরি করে একটা পাথরের ওপর বসিয়ে রেখে আমরা দ্রুত ফিরে চললাম। হোমস বলল, 'ওকে এখন ঘরে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। গুলির শব্দ শুনেই ও বুঝতে পেরেছে—খেল খতম।'

'বাড়ি থেকে আমরা অনেকটা দূরে ছিলাম, আর কুয়াশার জন্য শব্দ হয়তো কিছুটা কমও হতে পারে।'

'কিন্তু কুকুরটাকে ডেকে নেবার জন্য ও যে পেছন পেছন এসেছিল, সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এতক্ষণে ও সটকে পড়েছে। তবু বাড়িটা আগে তল্লাশ করে সুনিশ্চিত হতে চাই।'

সদর দরজাটা খোলাই ছিল। আমরা দ্রুত ভেতরে প্রবেশ করে এ-ঘর সে-ঘর খুঁজলাম। বারান্দায় বুড়ো চাকরটার সঙ্গে দেখা হল, সে তো বিস্ময়ে হতবাক। একমাত্র খাবারঘর ছাড়া আর কোথাও কোন আলো ছিল না. হোমস সেই বাতিটাই তুলে নিয়ে সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজল, স্টেপলটনের কোন চিহ্নও দেখতে পেল না। ওপরের তলায় গিয়ে দেখা গেল শোবার ঘরের একটাতে তালা লাগানো।

'ভেতরে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে।' লেসট্রেড দরজায় কান পেতে শুনলেন। 'কেমন যেন একটা গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে। কে আছেন? দরজা খুলুন।'

একটু অপেক্ষা করার পর তালা ভেঙে আমরা তিনজনেই পিস্তল হাতে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

ভেবেছিলাম শয়তানটাকে এখানেই পাব। কিন্তু তার পরিবর্তে এমনই অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত একটা জিনিসের মুখোমুখি হলাম যা বিপুল বিস্ময়ে আমাদের একেবারে স্তব্ধ করে দিল।

ঘরটা ছোটখাট একটা যাত্নঘরের মতো করে সাজানো, সারা দেয়াল জুড়ে ছোট ছোট কাঁচের আলমারি—নানা ধরনের মথ আর প্রজাপতিতে একেবারে ঠাসা। ঘরের মাঝখানে একটা থাম। সেই থামের সঙ্গে বাঁধা একটা দেহ, কাপড় দিয়ে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো যে চট করে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই দেহটা স্ত্রী না পুরুষের। যন্ত্রণায় ভেজা করুণ এক জোড়া কালো চোখ আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে।

চকিতে আমরা বাঁধন খুলে মুখের মধ্যে গোঁজা কাপড়টা বের করে নিলাম, সঙ্গে সঙ্গে মিসেস স্টেপলটন মাটিতে ঢলে পড়লেন। গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুলে ভরা ওঁর সুন্দর মাথাটা বুকের কাছে হেলে পড়তেই চোখে পড়ল চাবুকের দগদগে স্পষ্ট লাল দাগ।

'জানোয়ার আর কাকে বলে!' দাঁতে দাঁত চেপে গর্জন করে উঠল হোমস।' 'লেসট্রেড, শীগগির ব্র্যাণ্ডি দাও।'

একটু শুশ্রূষার পরেই ভদ্রমহিলা সুস্থ হয়ে উঠলেন। বড় বড় চোখ মেলে প্রশ্ন করলেন 'উনি পালাতে পেরেছেন?'

'আমার হাত থেকে পালিয়ে পার পাওয়া অত সহজ নয়।'

'না না, আমার স্বামীর কথা বলছি না। বলছি স্যর হেনরির কথা—উনি নিরাপদে পালাতে পেরেছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'আর শিকারী কুকুরটা?'

'মারা গেছে।'

তৃপ্তির গভীর একটা শ্বাস বেরিয়ে এল বুকের অতল থেকে।

'ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ! দেখুন, শয়তানটা আমার কি অবস্থা করেছে!' জামার হাতা গুটিয়ে ভদ্রমহিলা আমাদের দেখালেন, আতঙ্কে আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। চাবুকের আঘাতে মসৃণ বাহু ছুটো ক্ষত-বিক্ষত। 'তবু এ আঘাত আমার কাছে কিছু নয়—আসলে আমার আত্মা আর মন ছুটোকেই ও কলুষিত করে দিয়েছে। তার ভালবাসা পেয়েছি শুধু এই ভরসাতেই আমি সব অপমান, দুর্ব্যবহার আর প্রবঞ্চনা সহ্য করেছি—কিন্তু আজ জানতে পেরেছি এতদিন ও আমাকে কেবল যন্ত্রের মতো ব্যবহারই করেছে।'

শেষের দিকে অবরুদ্ধ আর্ত-বিলাপে ওঁর গলার স্বর বুঁজে এল।

'দেখুন, আপনি যদি সত্যিই স্যর হেনরির হিতাকাঙ্ক্ষী হন, তাহলে আমাদের বলুন কোথায় তাঁকে পাব?'

'একটাই মাত্র জায়গা আছে যেখানে সে পালাতে পারে।' হোমসের প্রশ্নে মিসেস স্টেপলটন নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন। 'গ্রিমপেন মায়ারের মধ্যে দ্বীপের মতো ছোট্ট একটা জায়গা আছে, পুরোনো একটা টিনের খনি। ওখানেই সে তার শিকারী কুকুরটাকে লুকিয়ে রাখে, আর নিজের জন্যেও একটা আস্তানা বানিয়ে নিয়েছে। ওখানেই সে পালিয়েছে।'

পেঁজা তুলোর মতো সাদা কুয়াশা জানালার সার্সিতে চাপ বেঁধে রয়েছে। হোমস সেদিকে বাতিটা তুলে ধরল। এমন কুয়াশা-ভরা রাতে গ্রিমপেন মায়ারের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন।

নিঃশব্দ পুলকে মিসেস স্টেপলটনের চোখ দুটো যেন ঝিকিয়ে উঠল। ছেলে-মানুষের মতো হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'যাবার পথ পেলেও আসার পথ ও কিছুতেই খুঁজে পাবে না। পাঁকের মধ্যে পোঁতা কাঠিগুলো ও কুয়াশায় দেখবে কেমন ক'রে? পথের নিশানা ঠিক করার জন্যে কাঠিগুলো আমরা দুজনে একসঙ্গে পুঁতেছিলাম। ইশ, আজ রাত্তিরের মধ্যে যদি কাঠিগুলো তুলে ফেলতে পারতাম তাহলে ওকে বাগে পেতে আপনাদের কোন অসুবিধেই হত না!'

এ-কথা সত্যি, কুয়াশা কেটে না-যাওয়া পর্যন্ত অনুসরণ করা বৃথা। তাই লেসট্রেডকে বাড়ির জিম্মায় রেখে হোমস আর আমি স্যর হেনরিকে নিয়ে বাস্কারভিল প্রাসাদে ফিরে এলাম। স্টেপলটনদের ব্যাপারটা ওঁর কাছে আর কিছুতেই গোপন করে রাখা গেল না। মিসেস স্টেপলটনের প্রকৃত ভালবাসার কথা জেনে উনি সমস্ত আঘাত বীরের মতো সহ্য করলেন। কিন্তু রাত্রির সেই ভয়ংকর অভিযানের আঘাত ওঁর স্নায়ুতন্ত্রীকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। ভোরের দিকে প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে তিনি প্রলাপ বকতে লাগলেন। ডাক্তার মর্টিমার এসে ওঁর ভার নিলেন। পরে দুজনে মিলে প্রায় সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, ফলে অভিশপ্ত এই সম্পত্তির মালিক হবার আগে স্যর হেনরি যেমন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন আবার ঠিক তেমনটা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

এতদিন যে অস্পষ্ট অনুমান আর রুদ্ধশ্বাস আতঙ্ক আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, খুব দ্রুতই তার চরম পরিসমাপ্তি ঘটল। শিকারী-কুকুরের মৃত্যুর পরের দিন ভোরে কুয়াশা কেটে গেলে মিসেস স্টেপলটন পাঁকের মধ্যে দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। অসীম উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে ভদ্রমহিলা যেভাবে আমাদের স্বামীর গমন-পথটা দেখিয়ে দিতে লাগলেন, তাতে করে ওঁর বিভীষিকাময় জীবনের কিছুটা উপলব্ধি করতে আমার কোন অসুবিধে হল না।

উপদ্বীপের মতো শক্ত একটা জায়গায় ওঁকে দাঁড় করিয়ে রাখলাম, সেখান থেকে এখানে-ওখানে কাঠি পোঁতা আঁকাবাঁকা সঙ্কীর্ণ একটা পথ বিশ্রী দুর্গন্ধ-ভরা পাঁকের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। অচেনা মানুষের পক্ষে এ-পথ সম্পূর্ণ দুরধিগম্য। শেওলা, পচা নলখাগড়া আর আঠালো জলজ উদ্ভিদ থেকে জন্ম-নেওয়া দূষিত বাষ্প আছড়ে পড়ছে আমাদের চোখেমুখে। মাঝেমধ্যে ভুল পদক্ষেপে আমাদের উরু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে, পায়ের নিচে বহুদূর পর্যন্ত অনুভব করতে পারছি পাঁকের মৃদু কম্পন। যখন চলছি, প্রতি মুহূর্তে গোড়ালিগুলো এমন শক্তভাবে আঁকড়ে ধরছে, মনে হচ্ছে কোন আততায়ীর হাত যেন দুর্নিবার আকর্ষণে আমাদের তার অতলান্তে টেনে নিতে চাইছে। কেবল একবারই মাত্র ঘাসের মধ্যে কালো মতো একটা নিদর্শন দেখে বুঝতে পারলাম আমাদের আগে বিপদসংকুল পথ কেউ অতিক্রম করে গেছে। হাত বাড়িয়ে সেটাকে তুলতে গিয়ে হোমস কোমর পর্যন্ত

পাঁকের মধ্যে ডুবে গেল, ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা ওকে টেনে না তুললে জীবনে আর-কোন দিনই শক্ত মাটিতে পা রাখতে পারত না। বিপদের ঝুঁকি নিয়েও পুরনো একপাটি কালো বুট ও কিছুতেই হাতছাড়া করেনি, ভেতরের চামড়ায় লেখা 'মেয়ারস্ টরণ্টো।'।

'নাঃ, পঙ্কস্নান আমার সার্থক হয়েছে। এটা বন্ধুবর স্যর হেনরির হারানো বুট।'

'পালাবার সময় স্টেপলটন বোধ হয় এটাকে ফেলে গেছেন।'

'ঠিক তাই! গন্ধ শুঁকিয়ে কুকুরটাকে স্যর হেনরির পেছনে লেলিয়ে দেবার পর ওটা ওঁর হাতেই ছিল। তারপর খেলা সাঙ্গ হয়েছে জেনে পালাবার সময় পর্যন্তও ওটা ওঁর হাতে ছিল। শেষে এখানটায় ছুঁড়ে ফেলে দেন। এর থেকে অন্তত এই-টুকু আমরা জানতে পারলাম—এখান পর্যন্ত উনি নিরাপদেই এসেছেন।'

কিন্তু এর বেশি জানার সৌভাগ্য আর আমাদের হয়ে ওঠেনি, যদিও অনুমানের অন্ত ছিল না। পাঁকের মধ্যে পায়ের চিহ্ন পাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু পাঁক থেকে শক্ত মাটিতে উঠে আসার পরে ওঁর পায়ের সামান্যতম কোন চিহ্ন খুঁজে পাইনি। মাটি যদি সত্যি কথা বলে থাকে, তাহলে গত রাত্তিরে কুয়াশার মধ্যে স্টেপলটন যে আশ্রয়-দ্বীপটাতে পৌছবার চেষ্টা করেছিলেন সেখানে আর ওঁর পৌছনো হয়ে ওঠেনি। বিরাট্ গ্রিমপেন মায়ারের মধ্যে কোথাও বীভৎস পাঁকে অসম্ভব নিষ্ঠুর প্রকৃতির এই দুরাত্মা লোকটা চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে।

পাঁক-পরিবেষ্টিত দ্বীপের মধ্যে পরিত্যক্ত টিনের খনিতে ভয়ংকর বন্য প্রাণীটাকে লুকিয়ে রাখার নানা চিহ্ন আমরা দেখতে পেলাম। শেকল-বাঁধা একটা খোঁটার সামনে কিছু চিবনো হাড় দেখে বুঝতে পারলাম এখানেই কুকুরটাকে বেঁধে রাখা হত। জঞ্জালের মধ্যে দেখলাম খানিকটা কোঁকড়ানো বাদামী লোম সমেত একটা কঙ্কালও পড়ে রয়েছে।

'আরে, এটা তো দেখছি বাদামী রঙের একটা স্পেনিয়াল।' বিস্ময়ে হোমস প্রায় চিৎকার করে উঠল। বেচারী মর্টিমার তাঁর আদরের কুকুরটাকে আর-কোন দিনই দেখতে পাবেন না! এখানে যে কোন রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে সে-সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। স্টেপলটন শিকারী কুকুরটাকে এখানে লুকিয়ে রাখতেন ঠিকই, কিন্তু তার আওয়াজটাকে চাপা দিতে পারতেন না, তাই দিনের বেলাতেও অমন ভয়ংকর চিৎকার উঠত। প্রয়োজনের সময়ে শিকারী-কুকুরটাকে উনি মেরিপিটের বাগান-ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখতেন. তারপর কাজ মিটে গেলে আবার এখানে ফিরিয়ে আনতেন। এই টিনটার মধ্যে দেখছি কি একটা আঠালো জিনিস রয়েছে—নিশ্চয়ই সেই ফসফরাসের প্রলেপ যা উনি কুকুরটার গায়ে মাখিয়ে দিতেন। কিংবদন্তীর সেই নারকীয় শিকারী কুকুরের বর্ণনা আর স্যর চার্লসকে ভয় দেখিয়ে মারার প্রবৃত্তি থেকেই এই উদ্ভট পরিকল্পনাটা ওঁর মাথায় এসেছিল। মনে কর অন্ধকার নির্জন জলাভূমির মধ্যে হঠাৎ ওই রকম বীভৎস ধরনের কোন জন্তু কাউকে

অনুসরণ করছে দেখে স্যর হেনরির মতো চিৎকার করে ওঠা খুবই স্বাভাবিক, এমন কি আমরা হলেও তাই করতাম। এতে তোমার শিকারীকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেবার সম্ভাবনা তো আছেই, তার ওপর ওই রকম ভয়ংকর জন্তুটাকে কেউ দেখে ফেললেও এগিয়ে গিয়ে অনুসন্ধান করার সাহস আর ক-টা লোকের আছে? সব মিলিয়ে পরিকল্পনাটা সত্যি অসম্ভব ধূর্তামিতে ভরা। তোমাকে তো আমি লণ্ডনেই বলেছি, ওয়াটসন, এখনও আবার বলছি, পাঁকের মধ্যে যে-লোকটা সমাধি লাভ করেছে, তার চাইতে মারাত্মক বিপজ্জনক খুনীর পাল্লায় আমাদের আর কখনও পড়তে হয়নি।'

কাঠির নির্দেশ অনুসরণ করে পাঁকের মধ্য দিয়ে আমরা আবার খুব সন্তর্পণে সেই ছোট্ট উপদ্বীপটিতে ফিরে এলাম।

পনের

নভেম্বরের শেষাশেষি কনকনে ঠাণ্ডা আর কুয়াশা-ঘন এক রাতে বেকার স্ট্রীটে আমাদের বসার ঘরে হোমস আর আমি দুজনে মুখোমুখি বসে রয়েছি—একপাশে তাপচুল্লীতে আগুন জ্বলছে। ডেভনসায়ারে সেই শোচনীয় পরিণতির পর শার্লক হোমস আরও দুটো অত্যন্ত জরুরী ঘটনার সঙ্গে লিপ্ত ছিল—প্রথমটা ননপেরিল ক্লাবের প্রসিদ্ধ তাস কেলেঙ্কারী—সেখানে ও কর্নেল আপউডের নিষ্ঠুর আচরণ ফাঁস করে দেয়, দ্বিতীয়টা মাদাম মণ্ট পেনসিয়ার, যিনি তাঁর সৎ মেয়ে মাদমোয়াজেল কেরির মৃত্যু-সংক্রান্ত ব্যাপারে খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন। অত্যন্ত জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ এই দুটো মামলাতেই কৃতকার্য হয়ে হোমস বেশ খোস-মেজাজে ছিল, তাই আমি তাকে বাস্কারভিল-রহস্যের খুঁটিনাটির বিশদ আলোচনার জন্যে অনুরোধ করলাম। এর আগে সুযোগের জন্যে আমাকে ধৈর্য ধরে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল, কেননা আমি খুব ভালো করেই জানতাম স্বচ্ছ যুক্তিগ্রাহ্য মননের সঙ্গে অতীতের স্মৃতিকে টেনে এনে ও বর্তমান কেসগুলোকে কিছুতেই ভারাক্রান্ত করে তুলবে না। স্যর হেনরির বিধ্বস্ত স্নায়ুমণ্ডলী পুনরুদ্ধারের জন্যে যে সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেই দীর্ঘ ভ্রমণ-সূচী অনুযায়ী স্যর হেনরি আর ডাক্তার মর্টিমার তখন লণ্ডনে ছিলেন। সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় ওঁরা আমাদের বাসায় এসেছিলেন, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রসঙ্গটা উপস্থিত হল।

'প্রকৃত উদ্দেশ্য জানা না থাকায় প্রথম দিকে ব্যাপারটাকে যতটা জটিল মনে হয়েছিল, স্টেপলটনদের আসল পরিচয় পাবার পর থেকে সমস্ত ঘটনাই আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।' নলের মধ্যে নতুন করে তামাক টানতে টানতে হোমস বলল। 'মিসেস স্টেপলটনের সঙ্গে আমি দু-একবার কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম, ফলে তখন আমার কাছে আর-কিছুই গোপন ছিল না।

ইচ্ছে করলে তুমি আমার "বি" অর্থাৎ বাস্কারভিল সূচী-মার্কা নথিপত্র থেকে টিপ্পনীগুলো দেখতে পার।'

'তোমার স্মৃতি থেকে যদি অনুগ্রহ করে সমস্ত ঘটনার একটা ধারাবাহিক রেখা-চিত্র তুলে ধর, খুব ভালো হয়।'

'নিশ্চয়ই,' তামাকের নলটা ধরিয়ে নিয়ে হোমস গল গল করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। 'তবে সব তথ্য যে মনে আছে এমন কথা জোর করে বলতে পারি না। কেননা একাগ্র নিবিষ্টতা অতীতের ঘটনাকে অসম্ভব রকমের ঝাপসা করে দেয়। তবু বাস্কারভিল-রহস্য প্রসঙ্গে যদি আমার কোথাও ভুল হয় তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।

'আমার অনুসন্ধান নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিল যে পারিবারিক প্রতিকৃতিটা মিথ্যে বলেনি—লোকটা সত্যিই বাস্কারভিল পরিবারের। স্যার চার্লসের ছোট ভাই রজার বাস্কারভিল দুর্নাম নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় পালিয়ে যান, এবং সেখানেই তিনি অবিবাহিত অবস্থায় পীত জ্বরে মারা যান। আসলে উনি বিবাহিত, ছদ্মনামী স্টেপলটন ওঁরই ছেলে। স্টেপলটন কোস্টারিকার এক অসামান্য রূপসী বেরিল গার্থিয়াকে বিয়ে করেন এবং বহু সরকারী টাকা আত্মসাৎ করে ভেনডেলিয়ার নাম নিয়ে ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে আসেন। সেখানে পূর্ব ইয়র্কসায়ারে একটা স্কুল স্থাপন করেন। এই বিশেষ ব্যবসাটা অবলম্বন করার কারণ, ইংল্যাণ্ডে আসার পথে ফ্রেজার নামে যক্ষা রোগগ্রস্ত একজন সুদক্ষ শিক্ষকের সঙ্গে ওঁর আলাপ হয় এবং ওঁর সহযোগিতাতেই স্কুলটা অসম্ভব খ্যাতি লাভ করে। পরে মিস্টার ফ্রেজারের মৃত্যুতে স্কুলটার দুর্নাম রটে। তখন ভেনডেলিয়ার নাম বদলে অবশিষ্ট টাকাকড়ি নিয়ে স্টেপলটন দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে চলে আসেন। বৃটিশ মিউজিয়াম থেকে জেনেছি প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে উনি সত্যিই একজন নামকরা বিশেষজ্ঞ। ইয়র্কসায়ারে থাকার সময়ে উনি প্রথম যে বিশেষ ধরনের মথের বর্ণনা দেন, তার নাম ভেনডেলিয়ার হিসেবেই পরিচিত।

'এখন ওঁর জীবনের যে অংশটুকুর কথা বলছি সেটা আমাদের কাছে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। অনুসন্ধান করে ভদ্রলোক জানতে পেরেছিলেন—তাঁর নিজের আর এক বিপুল মূল্যবান সম্পত্তির মাঝে কেবল দুটি মাত্র লোকই বাধাস্বরূপ বর্তমান। আমার ধারণা উনি যখন প্রথম ডেভনসায়ারে আসেন তখন ওঁর পরিকল্পনা ছিল খুবই অস্পষ্ট, কিন্তু অনিষ্ট করার চিন্তা ছিল প্রথম থেকেই। কেননা স্ত্রীকে বোন হিসেবে পরিচয় করানো থেকেই ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা যায়। উদ্দেশ্য ছিল লোককে প্রলুব্ধ করা। সম্পত্তিটাকে হাতানোর উদ্দেশ্যে উনি প্রথমেই স্থির করলেন যতটা সম্ভব বাস্কারভিল প্রাসাদের কাছাকাছি থাকবেন, স্যার চার্লস এবং অন্যান্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবেন।

'পারিবারিক কিংবদন্তী প্রসঙ্গে শিকারী কুকুরের কথা স্যার চার্লস নিজেই ওকে বলেছিলেন এবং নিজের মৃত্যুর পথটা সুগম করে রেখেছিলেন। ডাক্তার মর্টিমারের কাছ থেকে স্টেপলটন আগেই শুনেছিলেন স্যার চার্লসের হৃৎপিণ্ড খুব দুর্বল, সামান্য একটু আঘাতেই মারা যেতে পারেন। এবং উনি এও শুনেছিলেন স্যার চার্লস

কিংবদন্তীটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তখন থেকেই ওঁর চতুর মন এমন একটা উপায় খুঁজতে লাগল যাতে করে স্যর চার্লসকে খতম করা যায়, অথচ প্রকৃত খুনীর ওপর কেউ দোষারোপ করতে পারবে না।

'এই মতলব মাথায় আসার পর থেকে খুঁটিনাটি পরিকল্পনাকে কাজে লাগাবার জন্যে উনি কোমর বেঁধে লেগে পড়লেন। সাধারণ ষড়যন্ত্রকারী কেউ হলে ওই ভয়ংকর বুনো শিকারী কুকুরটাকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে জন্তুটাকে পৈশাচিক করে তোলা প্রকৃতপক্ষে ওঁর প্রতিভারই আবিষ্কার বলা চলে। কুকুরটাকে উনি কিনেছিলেন ফুলহাম রোডের রস অ্যাণ্ড ম্যাঙ্গেলস, কুকুর-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। এটাই ছিল ওদের সবচেয়ে বলশালী আর বুনো ধরনের কুকুর। কুকুরটাকে এনে লুকিয়ে রাখলেন গ্রিমপেন মায়ারের সব থেকে নিরাপদ জায়গায়। তারপর সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'সুযোগ আসতে দেরি হল। বৃদ্ধ কোন প্রলোভনেই রাত্তিরে বাইরে বেরুতেন না, আর স্টেপলটন স্ত্রীকেও এমন কোন প্রণয় ব্যাপারে জড়াতে পারলেন না যাতে করে বৃদ্ধকে তার আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারেন। এর জন্যে ভদ্রমহিলাকে অনেক দুঃখ, এমন কি নির্মম প্রহারও সহ্য করতে হয়েছে। অন্যদিকে শিকারী-কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে ঘোরাঘুরির ফলে ভৌতিক কিংবদন্তীটা আবার সবার মনে নতুন করে বদ্ধমূল হল।

ইতিমধ্যে স্যর চার্লসের সঙ্গে ওঁর অন্তরঙ্গতা বেশ জমে উঠেছে এবং ওঁর মাধ্যমেই মিসেস লরা লায়ন্সের কাছে সাহায্য পাঠাতেন। এই সুযোগ উনি হাতছাড়া করলেন না। নিজেকে অবিবাহিত রূপে পরিচিত করে মিসেস লায়ন্সকে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেললেন—ওঁকে বোঝালেন স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে বিয়ে করবেন। তারপর স্টেপলটন হঠাৎ যখন জানতে পারলেন ডাক্তার মর্টিমারের উপদেশে স্যর চার্লস প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন—তখনই ওঁর পরিকল্পনাটাকে দ্রুত কাজে লাগালেন, নইলে শিকার নাগালের বাইরে চলে যাবে। লণ্ডনে যাবার আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় স্যর চার্লসকে দেখা করার জন্যে অনুরোধ করে উনি মিসেস লায়ন্সকে ওই চিঠিটা লিখতে বাধ্য করেন। পরে আবার নানান যুক্তি দেখিয়ে ভদ্রমহিলাকে ওখানে যেতে বাধাও দেন, কেননা যার জন্যে এতদিন অপেক্ষা করছিলেন, সেই সুযোগটা তখন ওঁর হাতের মুঠোয়।

'সন্ধ্যেবেলায় গাড়িতে করে কুম্ব ট্রেসি থেকে ফিরে এসে কুকুরটার গায়ে সর্বনেশে প্রলেপ মাখিয়ে যেখানে বৃদ্ধের অপেক্ষা করার কথা ছিল সেখানে নিয়ে গেলেন। তারপর মনিবের নির্দেশে কুকুরটা ফটক ডিঙিয়ে হতভাগ্য ব্যারনেটকে তাড়া করলে, ব্যারনেট প্রাণভয়ে চিৎকার করতে করতে ইউবীথি ধরে ছুটতে শুরু করলেন। অন্ধকার সরু সুড়ঙ্গের মধ্যে জলন্ত চোয়াল, আগুনের ভাঁটার মত জলজলে চোখ নিয়ে ওই রকম ভয়ংকর কুচকুচে কালো একটা জন্তু কাউকে তাড়া করছে—দৃশ্যটা কি বীভৎস একবার ভেবে দেখার চেষ্টা কর। হৃদ্-দৌর্বল্যের জন্যে নিদারুণ আতঙ্কে মুখ থুবড়ে পড়েই স্যর চার্লস মারা যান। উনি ছুটছিলেন পথের মাঝখান দিয়ে

আর কুকুরটা ছুটছিল ঘাসের প্রান্ত ধরে, সেই জন্যে মানুষ ছাড়া আর অন্য কারুর পায়ের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। ওঁকে চুপচাপ পড়ে থাকতে দেখে কুকুরটা সম্ভবত কাছে গিয়ে শুঁকেছিল, কিন্তু মারা গেছেন দেখে আবার ফিরে যায়। সেই জন্যেই ডাক্তার মর্টিমার মৃতদেহের অদূরে কয়েকটা পায়ের চিহ্ন আবিষ্কার করেছিলেন। স্টেপলটন আবার শিকারী-কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে দ্রুত গ্রিমপেন মায়ারে ফিরে গেলেন। ফলে তদন্তকারী বিচারকদের কাছে রহস্যটা অজানাই রয়ে গেল। ভয় পেল গ্রামের লোকেরা, শেষে তদন্তের ভার পড়ল আমাদের ওপর।

এই হল স্যর চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু-সংক্রান্ত ব্যাপারে যা-কিছু সব। কি রকম শয়তানী বুদ্ধি দেখ একবার! প্রকৃত যে খুনী তার বিরুদ্ধে মামলা আনা যাবে না, দুষ্কর্মের যে সঙ্গী তার মনিবকে সে কখনও ধরিয়ে দেবে না, অথচ পরিকল্পনাটা এমনই অভিনব যে কার্যকর হতে বাধ্য। এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মিসেস স্টেপলটন এবং লরা লায়ন্স, উভয় মহিলারই মনে স্টেপলটন সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। মিসেস স্টেপলটন জানতেন বৃদ্ধের ওপর স্বামীর কোন দুরভিসন্ধি আছে এবং শিকারী কুকুরের অস্তিত্বও ওঁর অজানা নয়। মিসেস লায়ন্স কিন্তু এর কোনটাই জানতেন না, তবু সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট সময়টাতে বৃদ্ধের মৃত্যু হওয়ায় ওর মনে খটকা লাগে। এত কিছু সত্ত্বেও মহিলা দুজন ছিলেন স্টেপলটনের হাতের মুঠোর মধ্যে, এবং ওঁদের দিক থেকে তাঁর ভয় পাবার কোন কারণই ছিল না। কাজের প্রথমাংশ বেশ ভালোভাবেই সম্পন্ন হল, কিন্তু সবচেয়ে কঠিন অংশটুকু তখনও বাকি।

'বাস্কারভিলের একজন উত্তরাধিকারী যে কানাডায় রয়ে গেছে স্টেপলটন সম্ভবত সেটা জানতেন না, জানলেন ডাক্তার মর্টিমারের কাছ থেকে। তখনও স্টেপলটনের ধারণা ছিল ডেভনসায়ারে ঢুকতে না দিয়ে কানাডা-প্রত্যাগত তরুণটিকে লণ্ডনেই খতম করবেন। স্যর চার্লসকে ফাঁদে ফেলার ব্যাপারে স্ত্রী যখন সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন, তখন থেকেই স্টেপলটন ওঁকে অবিশ্বাস করতেন এবং কখনও চোখের আড়াল করতেন না। তাই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে লণ্ডনে চলে এলেন। পরে প্রমাণ পেয়েছি ওরা ক্রাভেন স্ট্রীটের মেক্সবোরো হোটেলে উঠেছিলেন। সেখানে স্ত্রীকে তাঁর ঘরে বন্ধ করে রেখে স্টেপলটন দাড়ি লাগিয়ে ছদ্মবেশে ডাক্তার মর্টিমারকে বেকার স্ট্রীট পর্যন্ত অনুসরণ করেন, পরে স্টেশন এবং নর্থাম্বারল্যাণ্ড হোটেল পর্যন্তও যান। স্ত্রী ওঁর দুরভিসন্ধির কিছু আঁচ পেয়েছিলেন, কিন্তু পাশবিক দুর্ব্যবহারের জন্যে স্বামীকে এমনই ভয় করতেন যে বিপন্ন জেনেও স্যর হেনরিকে চিঠি লিখতে সাহস করেননি। চিঠিটা যদি স্বামীর হাতে পড়ে তাহলে ওঁর নিজেরই জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। তখনই উনি ফন্দি করে অক্ষর কেটে কেটে চিঠিটা পাঠালেন। প্রকৃতপক্ষে বলা যায়, এটাই স্যর হেনরির বিপদের প্রথম হুঁশিয়ারি।

শিকারী-কুকুরটাকে যদি কখনও লেলিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়, হাতে সবসময় মজুত রাখার জন্যে স্যর হেনরির পোশাক-পরিচ্ছদের কোন কোন বস্তু হাতানো নিতান্তই প্রয়োজন। স্বভাবসুলভ তৎপরতা এবং নির্ভীকতার সঙ্গে উনি তখনই কাজে লেগে পড়লেন। রীতিমতো ঘুষ দিয়ে হোটেলের ঝি-চাকরদের হাত করলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উনি প্রথমে যে বুটটা সংগ্রহ করেছিলেন সেটা ছিল নতুন, যা ওঁর কোন কাজেই আসত না। তাই ওটা ফেরত পাঠিয়ে একটা পুরনো বুট সংগ্রহ করলেন। এটা একটা খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা যাতে আমার মনে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল আমরা সত্যিকারের একটা শিকারী-কুকুর নিয়ে কারবার করছি। নইলে নতুন বুটটা ফেরত পাঠিয়ে পুরনো একপাটি বুট নেবার যুক্তিসংগত কোন অর্থই হয় না। ঘটনা যতই অদ্ভুত বা জটিল হোক না কেন, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বিশ্লেষণ করলে তার সমাধান হতে বাধ্য।

'তারপর সেদিন সকালে তিনি যেভাবে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলেন এবং পরে কোচোয়ানকে দিয়ে যখন আমারই নাম বলে পাঠালেন, তখন ওঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্পর্কে আমার আর-কোন সন্দেহ রইল না। কিন্তু যে-মুহূর্তে বুঝতে পারলেন কেসটা আমি হাতে নিয়েছি এবং লণ্ডনে বিশেষ সুবিধে হবে না তখনই উনি ডার্টমুরে ফিরে গিয়ে স্যার হেনরির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।'

'দাঁড়াও, এক মিনিট!' হোমসের কথার মাঝেই আমি বাধা দিলাম। 'ঘটনাগুলো তুমি নিঃসন্দেহে পর পর ঠিকই বলে গেছ, কিন্তু একটা জিনিস সম্পর্কে এখনও কোন ব্যাখ্যা দাওনি। মনিব যখন লণ্ডনে ছিল, শিকারী-কুকুরটার তখন কি হল?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এবং এ-সম্পর্কে আমিও ভেবেছি। মেরিপিট হাউসে তুমি যে বুড়ো চাকরটাকে দেখেছ, ওর নাম অ্যান্টনি। ও স্টেপলটনের দীর্ঘদিনের পুরনো বিশ্বস্ত অনুচর। আমি নিজের চোখে ওকে গ্রিমপেন মায়ারে যাতায়াত করতে দেখেছি। অনুপস্থিতির সময়ে ও-ই কুকুরটার দেখাশোনা করত, অবশ্য কি উদ্দেশ্যে জন্তুটাকে ব্যবহার করা হত সেটা ও না-ও জানতে পারে।

'এর পর স্টেপলটনরা ডেভনসায়ারে চলে গেলেন, তারপর কিছু পরে তোমরাও গেলে। ছাপানো অক্ষর-সাঁটা চিঠি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি জুঁইয়ের অস্পষ্ট একটা গন্ধ পেলাম। মোট পঁচাত্তর ধরনের সুগন্ধি আছে, এবং একটার সঙ্গে অন্যটার পার্থক্য অপরাধ-বিশেষজ্ঞদের পক্ষে জানা খুবই প্রয়োজন। এ-সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা অনেক জটিল কেসকে বহুবার ত্বরান্বিত করেছে। জুঁইয়ের গন্ধ থেকেই যখন বুঝতে পারলাম এর সঙ্গে কোন মহিলা জড়িত রয়েছেন, তখনই আমার চিন্তাধারা স্টেপলটনদের দিকে মোড় ফিরতে শুরু করল।

'তখন থেকেই আমার কাজ হল স্টেপলটনের ওপর কড়া নজর রাখা। কিন্তু স্পষ্টই বুঝতে পারলাম তোমাদের সঙ্গে থাকলে তা সম্ভব হবে না, কেননা তাতে উনি সতর্ক হয়ে যাবেন। তাই সবাইকে, এমন কি তোমাকেও ফাঁকি দিয়ে গোপনে ওখানে চলে গেলাম, যাতে সবাই ভাবে আমি বুঝি লণ্ডনেই রয়েছি। তোমার ধারণা অনুযায়ী আমার আদৌ কোন কষ্ট হয়নি। কেননা, জটিল কোন কেসের অনুসন্ধানের তুলনায় এসব বাধা নিতান্তই তুচ্ছ। বেশির ভাগ সময়ে আমি থাকতাম কুম্ব ট্রেসিতেই, প্রয়োজন হলেই চলে আসতাম জলার ওই পোড়ো কুঠরিটাতে।

কার্টরাইট এ ব্যাপারে আমাকে খুব সাহায্য করেছে। রাখালের ছদ্মবেশেও আমার জন্যে খাবার আর পরিষ্কার জামা কাপড় এনে দিত। আমি যখন স্টেপলটনের ওপর নজর রাখতাম, ও তখন নজর রাখত তোমার ওপর। ফলে কোন সূত্রই আমার অজানা ছিল না।

'তোমাকে আগেই বলেছি, তোমার পাঠানো খবরগুলো বেকার স্ট্রীটে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে কুম্ব ট্রেসিতে পাঠিয়ে দেওয়া হত। ওগুলো আমাকে অসম্ভব সাহায্য করেছে, বিশেষ করে আচম্বিতে বলে-ফেলা স্টেপলটনের জীবনের এক টুকরো সত্যি কথা। তখন আমি ওঁর আর ওঁর বোনের প্রকৃত পরিচয়টা জানতে পেরেছিলাম। প্রথম দিকে জেল-পালানো আসামী আর ব্যারিমোরদের সঙ্গে তার সম্পর্কই কেসটাকে বিশ্রীভাবে জটিল করে তুলেছিল, কিন্তু ওটাকে তুমি খুব ভালোভাবেই পরিষ্কার করতে পেরেছিলে—অবশ্য পর্যবেক্ষণের ফলে আমিও ঠিক এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলাম।

'জলার পাহাড়ী চূড়ায় তুমি যখন আমাকে প্রথম আবিষ্কার করলে তখন সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কে কোন-কিছুই আমার অজানা ছিল না, কিন্তু আদালতের সামনে হাজির করার মতো কোন প্রমাণ নেই। এমন কি, যেদিন রাতে স্যর হেনরি বলে ভুল করে স্টেপলটন যখন সেই হতভাগ্য লোকটাকে খুন করলেন, তখনও ওঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আমাদের হাতে ছিল না। ফলে যখন দেখলাম ওঁকে হাতে-নাতে ধরা ভিন্ন কোন উপায় নেই, তখনই স্যর হেনরিকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে হল। তবে অকপটেই স্বীকার করছি, স্যর হেনরি যে অসম্ভব ভয় পাবেন এবং জন্তুটার চেহারা অমন ভয়ংকর হবে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। তার ওপর হঠাৎ করে কুয়াশায় সব-কিছু ছেয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও আমাদের পূর্ব পরি-কল্পনার মধ্যে ছিল না। তবে আমার ব্যক্তিগত ধারণা, সেদিন রাত্রির ঘটনায় স্যর হেনরি যতটা না আঘাত পেয়েছেন, তার চাইতে অনেক অনেক বেশি মর্মাহত হয়েছেন ভদ্রমহিলার প্রতি ভালোবাসার ব্যর্থতায় ও প্রবঞ্চনায়।

এ-প্রসঙ্গে ভদ্রমহিলার ভূমিকা কতটা উল্লেখযোগ্য সেটাও খুঁটিয়ে দেখা দরকার। ওঁর ওপর যে স্টেপলটনের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—তা সে ভালোবাসাও হতে পারে, আবার ভয়ও হতে পারে, কিংবা সম্ভবত উভয়ই। কেননা এ দুটো মনোবৃত্তি পাশাপাশি থাকা খুব একটা বিচিত্র কিছু নয়। বোন হিসেবে পরিচিত হবার ব্যাপারে ওঁর সম্মতি ছিল, কিন্তু খুনের ব্যাপারে সরাসরি সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিলেন। এমন কি স্বামীকে না জানিয়ে যতটা সম্ভব স্যর হেনরিকে বারবার সাবধান করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। স্টেপলটন ছিলেন অসম্ভব ঈর্ষাতুর, স্ত্রীকে গোপনে প্রেম করতে দেখলে, যদিও ওটা ওঁর পরিকল্পনারই একটা অংশ, উনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন, অথচ প্রকাশ-ভঙ্গিটাকে গোপন রাখতে হত অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে। এই ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে স্টেপলটন একটা ব্যাপারে সুনিশ্চিত হয়েছিলেন—স্যর হেনরি ঘনঘন মেরিপিট হাউসে আসবেন, আর আগেই

হোক অথবা পরেই হোক, উনি সেই অভিপ্রেত সুযোগটি পাবেন। কিন্তু প্রয়োজনের চরম দিনটিতেই স্ত্রী হঠাৎ বেঁকে বসলেন। স্যার হেনরির মৃত্যু সম্বন্ধে সম্ভবত উনি কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন। উনি জানতেন স্যার হেনরির নৈশভোজের দিনটাতেই শিকারী কুকুরটাকে এনে বাগানবাড়িতে বেঁধে রাখা হয়েছে। উনি তখন স্বামীকে বাধা দিলেন এবং সেই দিনই ভদ্রমহিলা প্রথম জানতে পারলেন প্রেমের ব্যাপারে ওঁর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। তখন ওঁর যা কিছু বিশ্বস্ততা প্রচণ্ড ঘৃণায় পরিণত হল এবং স্টেপলটনও দেখলেন ওঁকে আর কিছুতেই বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। তাই যাতে স্যার হেনরিকে কোনমতেই সাবধান করে দেবার সুযোগ না পান সেইজন্য ওঁকে বেঁধে রাখলেন। স্টেপলটনের আশা ছিল—পরে সবাই যখন স্যার হেনরির মৃত্যুকে বংশের পরিণাম বলে মেনে নেবে, তখন উনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিংবা ভয় দেখিয়ে স্ত্রীর মুখ বন্ধ করে রাখবেন। কিন্তু আমাদের আকস্মিক উপস্থিতিই ওঁর সমস্ত পরিকল্পনা ওলট-পালট করে দিল। এমন কি, আমরা যদি সেখানে না-ও থাকতাম উনি কিন্তু কিছুতেই দুর্ভোগ এড়াতে পারতেন না। কেননা, আমি জানি, যে মেয়ের মধ্যে স্প্যানিশ রক্ত আছে, সে কিন্তু এমন আঘাত কখনও এত সহজে ক্ষমা করতে পারে না। এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা সম্পর্কে আপাতত নথিপত্র না দেখে এর চাইতে বিশদ বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, ওয়াটসন। তবে জরুরী কিছু ঘটনার ব্যাখ্যা বাদ পড়েছে বলে আমার মনে হয় না।'

'তা হয়নি, তবে আমার মনে হয়, স্টেপলটন নিশ্চয়ই আশা করেননি—স্যার চার্লসকে যেভাবে ভয় দেখিয়ে মারতে পেরেছিলেন, স্যার হেনরিকেও সে-ভাবে মারতে পারবেন।'

'জন্তুটা ছিল অসম্ভব ধরনের হিংস্র, কয়েকদিন ভালো করে খেতেও দেওয়া হয়নি। এই বীভৎস জন্তুকে দেখেই যদি স্যার হেনরির মৃত্যু না-ও হয়, তবু ওকে কোনরকম বাধা দেওয়ার শক্তিও ওঁর অবশিষ্ট থাকত না।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। তোমাকে কেবল আর-একটা প্রশ্ন করব, হোমস। স্টেপলটন যদি উত্তরাধিকার পেতেন, উত্তরাধিকারী হয়েও এতদিন পরিচয় না দিয়ে অন্য নামে সম্পত্তির এত কাছে বাস করে এসেছেন—সে-সম্পর্কে উনি কি কৈফিয়ত দিতেন? লোকের সন্দেহ এবং কৌতূহল না মিটিয়ে উনি কি সম্পত্তি দাবি করতে পারতেন?'

'আমার পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুব মুশকিল। কেননা, অতীত এবং বর্তমানই আমার অনুসন্ধানের সীমার মধ্যে পড়ে, ভবিষ্যতে কে কি করবে সেটা বলা কঠিন। তবু সম্ভাব্য তিনটে উপায় ছিল, প্রথমত দক্ষিণ আমেরিকা থেকেই উনি সম্পত্তি দাবি করতে পারতেন। সেখানকার বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে পরিচয় প্রমাণ করতে পারলে ওঁর এখানে আসারই কোন প্রয়োজন হত না। দ্বিতীয়ত, কিছুদিন লণ্ডনে আত্মগোপন করে থেকে আবার ভোল পালটে ফিরে আসতে পারতেন।

তৃতীয়ত, ওঁর দুষ্কর্মের কোন স্যাঙাতকে হয়ত প্রয়োজনীয় দলিল-পত্র দিয়ে উত্তরাধিকারী প্রমাণ করে তার কাছ থেকে আয়ের ওপর ভাগ বসাতেন। আমরা যতটুকু জানি, হেন কাজ নেই যা উনি পারতেন না। যাই হোক, বেশ কয়েকটা সপ্তাহ আমাদের অত্যন্ত দুরূহ একটা সমস্যার মধ্যে কেটেছে, তাই আমার মনে হয়, ওয়াটসন, একটা সন্ধ্যে অন্তত আমরা আমোদ-প্রমোদে কাটিয়ে দিতে পারি। আমি 'লে হুগতয়েনটস্'এ একটা বক্স নিয়েছি। তুমি কখনও দ্য রেজেস্কের বাজনা শুনেছ? তাহলে আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নাও, যাবার পথে আমরা মর্সিনিতে নৈশভোজটা সেরে নেব।'

জি. কে. চেস্টারটন

দি ব্লাস্ট অফ দি বুক

(যাদুগ্রন্থের রহস্য)

দি ইনসলিউবল প্রবলেম

(যে-রহস্যের উত্তর নেই)

অনুবাদক

গোপাল শর্মা

লেখক প্রসঙ্গে

জি. কে. চেস্টারটন (১৮৭৪–১৯৩৬) ইংরেজ গল্পলেখক। বিশেষ করে ছোট আকারের রহস্য গল্পে তাঁর তুলনা মেলা ভার। তাঁর ভাষার চাপা কৌতুক যেমন উপভোগ্য তেমনি তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা ফাদার ব্রাউন—ছোটখাট হাস্যদীপ্ত মানুষটি, বুদ্ধির শানিত তরবারি-খেলায়ও মুগ্ধ করে।

অধ্যাপক ওপেন শ প্রায়ই, সর্বদাই মেজাজ খারাপ করতেন—ভীষণ চেঁচিয়ে উঠতেন যদি কেউ তাঁকে বলত ভূতে বিশ্বাসী অথবা প্রেততত্ত্বে আস্থাবান। অবশ্য তাঁর স্বভাবের মধ্যেই বিস্ফোরিত হবার যে অনন্ত সম্ভাবনা ছিল শুধুমাত্র এই ব্যাপারেই তা নিঃশেষ হয়ে যেত না, যদি কেউ তাকে প্রেততত্ত্বে অবিশ্বাসী বলত তাহলেও তিনি খেপে উঠতেন। গোটা জীবন ধরে মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ ও অনুষঙ্গের পর্যালোচনা করে আসছেন তিনি, এ নিয়ে গর্ব করতেন, এবং এ নিয়েও গর্ব করতেন যে কদাপি তিনি কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত দেননি—অতিপ্রাকৃত ব্যাপারটা যথার্থই মনস্তাত্ত্বিক অথবা শুধুই আনুষঙ্গিক। প্রেততত্ত্ববিদদের চক্রে বসে তিনি বর্ণনা করে যেতেন কিভাবে একের পর এক মিডিয়ামের প্রতারণা তিনি আবিষ্কার করেছেন। একাজে যেমন আনন্দ পেতেন অন্য-কিছুতে তেমনটি নয়। আর সত্যি বলতে কি, গোয়েন্দাগিরি করবার মতো বুদ্ধি এবং অন্তর্দৃষ্টি দুইই তাঁর ছিল। যখনই কোন বস্তুর উপরে তিনি চোখ রাখতেন তাকে অত্যন্ত সন্দেহজনক পদার্থ বলে গণ্য করতেন। মিডিয়াম পরীক্ষার সময়েও একই ব্যাপার ঘটত। প্রেততাত্ত্বিক এক বিখ্যাত মিডিয়ামকে তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন তিনটি ভিন্ন ছদ্মবেশে—এক মোহিনী রূপসী, শ্বেত-শ্মশ্রু বৃদ্ধ আর চকচকে বাদামী রঙের এক ভারতীয় ব্রাহ্মণ। এই ঘটনা চারদিকেই রটে গিয়েছিল এবং প্রেততাত্ত্বিকেরা ও নিষ্ঠাবান ভূত-বিশ্বাসীরা অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু করার কিছুই ছিল না, কারণ দেশে তো জোচ্চোর মিডিয়ামের অভাব নেই। কিন্তু অসুবিধা হল, অধ্যাপকের উত্তেজিত ভাষাবিন্যাস এটাই প্রমাণ করে ছাড়ত যে সব মিডিয়ামই জোচ্চোর।

কিন্তু হায়, সরল চিত্ত, নিরীহ বস্তুবাদীদেরও এতে খুশি হবার কিছু নেই! আর কে না জানে বস্তুবাদীদের জাতটাই নিরীহ এবং সরল চিত্ত। তারা প্রফেসরের কথাবার্তার রকমসকম দেখে নিজেদের বিশ্বাসে জোর পেত, বলতে চাইত, ভূত বলে কিছু নেই, প্রকৃতির বিধানে এসব হতে পারে না, সবটাই কুসংস্কার, মিথ্যে, ধাপ্পা, লোক-ঠকানো কারবার। তখন কিন্তু ওপেন শ সাহেবের একেবারে ভিন্নমূর্তি। তাঁর বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলোর মুখ যেত ঘুরে; তিনি একের পর এক অজস্র উদাহরণ দিয়ে চলতেন, বিচিত্র সব অতিপ্রাকৃত ব্যাপার যার কোন ব্যাখ্যা মেলেনি। সন তারিখ নির্দিষ্ট স্থান পাত্রপাত্রী সব-কিছু এমন খুঁটিয়ে বলতেন যাতে যুক্তিবাদীরা নাজেহাল হয়ে নিরস্ত হত। অবশ্য ওপেন শ মোদ্দা কথাটা ভাঙতেন না—তিনি ভূত মানেন কিনা এর জবাব কেউই বের করতে পারেনি—না প্রেততত্ত্ববিদ, না বস্তুবাগীশ।

অধ্যাপক ওপেন শ-এর দেহটি ক্ষীণ, মাথায় অল্প চুল, নীল চোখের দৃষ্টিতে যাদু আছে। সেদিন সকালে হোটেলের সিঁড়িতে তাঁর পুরোনো বন্ধু ফাদার ব্রাউনের সঙ্গে গল্প করছিলেন। রাতে এই হোটেলেই ওরা ছিলেন আর সকালের খাবারটাও এখানেই সেরেছেন। অধ্যাপক দুই বিরোধী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একাই লড়েছেন। ফাদার ব্রাউন সে-লড়াই সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বললে হাসতে হাসতে তিনি বললেন, 'আরে

তোমার কথা ছেড়ে দাও। জলজ্যান্ত সত্য হলেও তুমি এটা বিশ্বাস করবে না। আর সব লোক মিলে আমায় অনবরত জিজ্ঞেস করে চলছে—আমার লক্ষ্যটা কি, কি আমি প্রমাণ করতে চাইছি। এটা তারা বোঝে না যে আমি একজন বিজ্ঞানবিদ্। একজন বিজ্ঞানী তো নির্দিষ্ট কিছু প্রমাণ করতে চায় না। সে এমন-কিছু আবিষ্কার করতে চায় যা স্বপ্রমাণ।'

'কিন্তু এখন সে কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি, এই তো,' ফাদার বললেন।

'মানে আমার কতগুলো ছোটখাট ধারণা হয়েছে, আর লোকে যেমন ভাবে সেগুলো ঠিক সব-কিছু উড়িয়ে দেবার মতো নয়,' ভ্রূ কুঁচকে একটুক্ষণ নীরবে ভেবে উত্তর দিলেন। 'যা হোক এরকম একটা অস্পষ্ট ধারণা আমার হচ্ছে, যদি ও-রকম কিছু অতিপ্রাকৃতের সন্ধান মেলেও প্রেততত্ত্ববিদের দল ভুল পথে খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে। গোটা ব্যাপারটাই অতি নাটকীয়,—একটা সাজানো গোছানো লোক দেখানো ব্যাপার। পারিবারিক ভূতেদের নিয়ে চালু যতসব পুরোনো গল্প আর সস্তা নাটকের লাইন ধরে ওরা এসব বানাচ্ছে। আমি ক্রমেই এরকম একটা সিদ্ধান্তের দিকে যাচ্ছি যে শেষ পর্যন্ত ওরা কোন একটা কিছু সত্য পেয়ে যাবে,—তবে সেটা আর যাই হোক ভূতটুত নয়।'

'শেষ পর্যন্ত,' ফাদার ব্রাউন বললেন, 'ভূত দেখা আসলে একটা উপস্থিতি তো? তুমি হয়ত বলবে পারিবারিক ভূতপ্রেত ব্যাপারটা আসলে হাজিরা দেওয়ার ব্যাপার।'

অধ্যাপকের চোখের দৃষ্টিতে সাধারণত একটা চমৎকার নৈর্ব্যক্তিকতার ভাব থাকে—কিন্তু এখন তা হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে টর্চের মতো জ্বলে উঠল। যেমনটা একটু সন্দেহজনক মিডিয়ামের ক্ষেত্রে প্রফেসার তাকিয়ে থাকেন। ভাবটা এরকম যেন একটা লোক একটা খুব শক্তিশালী আনুবীক্ষণিক কাচ চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। অবশ্য তিনি এরকম মোটেই ভাবেননি যে ফাদার ব্রাউন কোন প্রেতচক্রের মিডিয়ামের মতো সন্দেহভাজন লোক। তিনি ভীষণ চমকে উঠেছেন এই জন্যই যে তার বন্ধুর ভাবনার সঙ্গে তার নিজের ভাবনা একেবারেই মিলে গেছে।

'উপস্থিতি!' অধ্যাপক বিড়বিড় করে বললেন, 'আশ্চর্য, ঠিক এখুনি তুমি একথাটা বলবে, ভাবা যায়নি। যতই আমি বিষয়টা নিয়ে চর্চা করছি ততই মনে হচ্ছে ঐ প্রেত-প্রেমিকেরা ভূত দেখা নিয়ে বড় বেশি মাথা ঘামাচ্ছে। সেখানেই যত গণ্ডগোল। তারা যদি এই ভূতুড়ে হাজিরার ব্যাপারটা নিয়ে সময় নষ্ট না করত বরং গরহাজির অর্থাৎ উধাও হবার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবত!'

'হ্যাঁ,' ফাদার ব্রাউন বললেন, 'আসলে খাঁটি রূপকথাগুলোতে নামজাদা পরীদের হাজির হবার ব্যাপারটা তেমন কিছু গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু এ জাতীয় গল্প অনেক —যেখানে লোকজন সব হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ পরীরা তাদের উধাও করে দিচ্ছে। আচ্ছা প্রফেসর, তুমি কি নামকরা ছেলে-ভুলানো ছড়া লিখিয়েদের কথা ভেবে ভেবে এইসব হাজির গরহাজিরের সমস্যাটা টানছ?'

'না না,' আমি কোন বিখ্যাত ছড়া লিখিয়ের কথা মোটেই ভাবছি না। একেবারেই সাধারণ লোকেদের কথা ভেবে ঐসব মন্তব্য করেছি। খবরের কাগজে

যে সব ব্যাপার পড়া যায় আর কি।' ওপেন শ বলতে লাগলেন, 'তুমি অবাক হয়ে তাকাচ্ছ, ভাবছ আমার মতলবটা কি। আমি কিন্তু অনেকদিন ধরেই এ ব্যাপারটা নিয়ে পড়ে আছি। সত্যি বলছি ভাই, ভূত দেখার গাদা গাদা ইতিহাসকে আমি মনস্তাত্ত্বিক ভ্রান্তিদর্শন বলে অনায়াসে ব্যাখ্যা করে উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু উধাও হয়ে যাবার ব্যাপারগুলির কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। এই যেসব লোকেরা যাদের খবর কাগজে বেরোয় হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশের কলামে, যারা আর কখনই ফিরে আসে না, কোন হদিশ মেলে না যাদের—যদি জানা যেত তাদের কি হয়! আজ সকালেই আমি একজন পুরোনো মিশনারীর কাছ থেকে একটা আশ্চর্য চিঠি পেয়েছি। ভদ্রলোক কিন্তু হেঁজিপেঁজি নন, বেশ সম্মানিত। আজ সকালেই আমার অফিসে তিনি দেখা করতে আসছেন। আশা করি, দুপুরে খাবার টেবিলে তোমাকে কি হল জানাতে পারব—অবশ্য খুবই গোপনে।'

'ধন্যবাদ, আশা করি দেখা হবে খাবার টেবিলে; যদি না,' ফাদার ব্রাউন বিনয়, নম্র কণ্ঠে বললেন, 'পরীরা তারই আগে আমাকে উধাও করে না দেন।'

ওপেন শ তাঁর ছোট্ট অফিসে এসে ঢুকলেন। এই অফিসটি থেকে একটি ছোট আকারের সাময়িক পত্র তিনি বের করেন—মনস্তত্ত্ব-ঘটিত পত্রিকা। অফিসে কাজ করেন মাত্র একজন কেরানী, বাইরের ঘরের টেবিলে বসেন, সারাক্ষণ নানা রকমের তথ্য নিয়ে তালিকাবদ্ধ করেন, পত্রিকার লেখা সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি করেন। ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন, মিস্টার প্রিংগেল এসেছেন কিনা। আসেনি শুনে তিনি ভিতরের ঘরের দিকে এগোলেন, থেমে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'বেরিজ, যদি মি. প্রিংগেল আসেন সোজাসুজি আমার ঘরে পাঠিয়ে দিও। এখানে বসাবার দরকার নেই। তোমার কাজের ক্ষতি হবে। ঐ রিপোর্টটা কিন্তু আজকে রাতেই শেষ করা চাই।'

নিজের ঘরে ঢুকে তিনি প্রিংগেলের কথাই বিশেষভাবে ভাবতে লাগলেন। রেভারেণ্ড লিউক প্রিংগেল তার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন আবার সেটি খুলে পড়তে লাগলেন। প্রতারক ভূত-প্রেমিকদের চিঠিতে এমন কতকগুলো লক্ষণ থাকে প্রফেসর ওপেন শ তা এক নজরে চিনে নিতে পারেন। খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে ঠাসা একটু বেশি মাত্রায়, মাকড়সার ঠ্যাঙের মতো জড়ানো হাতের লেখা, অনাবশ্যক দৈর্ঘ্য আর একই কথার পুনরুক্তি। এই চিঠিতে তার কিছুই নেই। সংক্ষিপ্ত যেন একটি ব্যবসায়িক পত্র। মাত্র প্রয়োজনীয় কথাগুলি টাইপ করে লেখা, লেখক কয়েকটি আশ্চর্য উধাও হয়ে যাবার ঘটনার উল্লেখ করেছেন, একেবারেই তার নিজের অভিজ্ঞতার। প্রফেসর ভেবে দেখলেন মানসিক সমস্যার চর্চাকারী হিসেবে এইসব ঘটনাগুলিই তাঁর ভাবনার বিষয় হতে পারে। তারপর যখন হঠাৎ চোখ তুলে দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রেভারেণ্ড লিউক প্রিংগেল, তিনি একটু চমকে উঠলেন কিন্তু বিরূপ হলেন না। লোকটিকে ঠক জোচ্চোর বলে মনে হল না।

মি. প্রিংগেল বললেন, আপনার কেরানী আমাকে সোজা ভেতরে আসতে বললেন

কিনা।' একটু কৈফিয়তের কিন্তু-ভাব, তবে মুখজোড়া চওড়া হাসি। অবশ্য হাসিটা অনেকটাই ঢাকা পড়ে যায় তার লালচে খয়েরী দাড়ি, গোঁফ, গালপাট্টার আড়ালে—একেবারে শ্মশ্রুর অরণ্য, অরণ্যে বাস করেন এমন অনেক শ্বেতাঙ্গ ঠিক যেরকমটি দাড়ি গজিয়ে তোলেন। কিন্তু তার উপর দিয়ে উঁকি মারছে যে দুটি জলজলে চোখ তাতে বন্যভাব চিহ্নমাত্র নেই। ওপেন শ-এর দৃষ্টির মর্মভেদী তীক্ষ্ণ আলো আগন্তুকের চোখের উপরে অনন্ত কাচের মত বিঁধে রইল। এই সংশয়ের চোখ বিদ্ধ করে তিনি মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বহু লোকের প্রেতদর্শনের বিলাসকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। কিন্তু এবারে তিনি যেন কতকটা আশ্বাস পেলেন। উদ্‌ভ্রান্ত দাড়ির গোছা দেখে ভদ্রলোককে প্রতারক বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু চোখের দৃষ্টি একেবারে আলাদা। খাঁটি জোচ্চোর বা উদ্দাম উন্মাদ এদের কারুর চোখে এতটা খোলা হাসির আত্মীয়তা কখনও দেখা যাবে না। অধ্যাপক আশা করে-ছিলেন লোকটা বাইরে ভড়ং দেখাবে, ভূতপ্রেতে আদৌ তার বিশ্বাস নেই। কিন্তু পেশাদার প্রতারকদের পক্ষে এরকমের সাদাসিধে ময়লা পোশাকে আর সরল চালচলনে এসে দেখা দেওয়াটা ঠিক স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। লম্বা কোট, বেশ পুরোনো, গলা অবধি বোতাম আঁটা। শুধু মাথার চওড়া টুপিটার ধরন দেখে বোঝা যায় লোকটি ধর্মযাজক। তবে বুনো জায়গার যাজকেরা পোশাকে-আশাকে সব সময় ঠিক ফিটফাট থাকে না।

'আপনি নিশ্চয় ভাবছেন, এ ব্যাপারটা আরেক প্রস্থ ভণ্ডামি,' মিস্টার প্রিংগেল একটু অস্পষ্ট রকম হেসে বললেন, 'আশা করি কিছু মনে করবেন না, প্রফেসার, আপনার অতি স্বাভাবিক সংশয়ের ভাব দেখে আমার একটু কৌতুক হচ্ছে। সে যাই হোক, একজন কাউকে আমার এই গল্প না বলে কিছুতে স্বস্তি পাচ্ছি না—এমন একজনকে যিনি এসব জানেন শোনেন। কারণ ঘটনাটা সত্যি, আর ঠাট্টার কথা রেখে দিলে মানতেই হবে ব্যাপারটা যেমন সত্য তেমনি করুণও বটে। যাক, সংক্ষেপে বলছি। পশ্চিম আফ্রিকার একটা ছোট স্টেশন নিয়া-নিয়া। সেখানে আমি মিশনারি ছিলাম। একেবারে ঘন জংগলের মধ্যে। সাদা লোক বলতে মাত্র আর একজন ঐ জেলার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ক্যাপটেন ওয়েলস্। আমাদের দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। যদিও মিশনটিশন তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না, ভদ্রলোক একটু মোটা ধরনের—শুধু শরীরে নয়, মনেও—চওড়া কাঁধ, চৌকো পেটাই মাথা, কর্মতৎপর সদা চঞ্চল, ভাবনাচিন্তার ধার ধারে না, বিশ্বাস টিশ্বাসের পরোয়া নেই—এই ধরনের মানুষেরা যেমন হয় আর কি। আর সেজন্যই সমস্ত ব্যাপারটা আমার অদ্ভুত লাগছে। একদিন জংগলের মাঝখানে তাঁর তাঁবুতে ফিরে এলেন কয়েকদিন বাইরে ছুটি কাটিয়ে বললেন যে একটা খুব মজার অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে আর সে সম্পর্কে কি করা উচিত ঠিক বুঝতে পারছেন না। তার হাতে ছিল চামড়ায় বাঁধানো খুব পুরোনো ধুলোমলিন একটি বই। বইটি তিনি টেবিলে রাখলেন রিভলবারটির পাশেই। ঐ টেবিলেরই ওধারে রাখা ছিল একটি প্রাচীন আরব তরবারি, সম্ভবত পুরোনো কিউরিও হিসাবেই। তিনি বললেন, ঐ বইটির মালিকের

নৌকোয় চেপে এইমাত্র এলেন। লোকটি বারবার শপথ নিয়ে সাবধান করে দিচ্ছিল কেউ যেন বইটি না খোলে, এর ভেতরে না তাকায়। খুললে কিন্তু শয়তান এসে তাকে নিয়ে যাবে, অর্থাৎ সে শূন্যে মিলিয়ে যাবে বা উধাও হয়ে যাবে বা ঐরকম একটা কিছু। ওয়েলস্ তখন তাকে বলেছিল 'যত্তসব বাজে কথা,' এ নিয়ে দুজনে ঝগড়া। আর তারই ফলে, 'ভীরু, কুসংস্কারাচ্ছন্ন' এই সব গালিগালাজে অতিষ্ঠ হয়ে লোকটা সত্য সত্যই বইটা খুলে ফেলল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই ওটা হাত থেকে ফেলে দিল, আর সোজা পায়ে হেঁটে চলে গেলে নৌকোর কিনারায়—'

'এক মিনিট,' অধ্যাপক বললেন। শুনতে শুনতে তিনি দু-চারটা কথা টুকে নিয়েছেন। 'আর একটি কথা বলবার আগে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন—এই লোকটি কি ওয়েলেসকে বলেছিল যে কোথায় সে বইটি পেয়েছে অথবা এই বইটির আসল মালিক কে?'

প্রিংগেল জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, বলেছে।' তার মুখ, কণ্ঠস্বর গম্ভীর। 'তার কথা শুনে মনে হয়েছে বইটি সে ডক্টর হ্যাংকের কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোক প্রাচ্যদেশীয় একজন পরিব্রাজক, এখন আছেন ইংলণ্ডে, বইটার তিনিই মালিক। আর এর অদ্ভুত শক্তির কথা বলে তিনি লোকটিকে আগেই সাবধান করে দিয়েছেন। ওয়েলসের গল্পের আসল সমস্যাটা কিন্তু স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ। বইয়ের ভেতরটা খোলার সংগে সংগে সেই লোকটা নৌকোর ধার পর্যন্ত সোজা হেঁটে গেল, তারপর তাকে আর দেখা গেল না।'

'আপনি নিজে কি এটা বিশ্বাস করেন?' একটু থেমে ওপেন শ জিজ্ঞেস করলেন।

প্রিংগেলের উত্তর, 'হ্যাঁ করি, আমি এটা বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি দুটি কারণে—প্রথমত ওয়েলস লোকটি মোটেই কল্পনাপ্রবণ নয়। আর তার বর্ণনায় এমন একটা কথা ছিল যা কল্পনাপ্রবণ কবির পক্ষেই বলা সম্ভব। সে বলেছিল যে ঐ লোকটা সোজা হেঁটে গেল নৌকোর কিনারা পর্য্যন্ত, দিনটা ছিল নিথর শান্ত, আর ছলাৎ করে জলে কোন শব্দও হয়নি।'

অধ্যাপক তার নোটবইয়ের দিকে চুপ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপরে বললেন, 'আপনার বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ?'

'আমার বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণটি হল—' রেভারেণ্ড লিউক প্রিংগেল বললেন, 'আমি নিজে যা দেখেছি।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। একেবারে সাদামাঠাভাবে গল্পটি বলে গেলেন প্রিংগেল। বলার ঢঙের মধ্যে একজন প্রতারক বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসীর যে আগ্রহের ভাবটা ফুটে ওঠে এখানে কিন্তু তা ছিল না। প্রিংগেল লোকটা যাই হোক, সে কিন্তু অধ্যাপককে কথার মোহে বশ করার চেষ্টা করছিল না।

'আমি আপনাকে আগেই বলেছি ওয়েলস্ বইটা প্রাচীন আরব্য তরবারিটির পাশে টেবিলের ওপর রেখেছিল। তাঁবুতে একটিই মাত্র দরজা আর তার সামনে আমি নিজে দাঁড়িয়ে ছিলাম বাইরের অরণ্যের দিকে তাকিয়ে। আমার সংগী ছিলেন পেছন দিকে। টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে তিনি এই অদ্ভুত কাণ্ডটি নিয়ে গজগজ

করছিলেন। বলছিলেন এই বিংশ শতাব্দীতে একটা বই খুলতে ভয় পাওয়ার মতো চূড়ান্ত মূর্খতা আর-কিছু হতে পারে না। কেন, তিনি বইটা খুলবেন না কেন? কোন জুজুর ভয়ে? কোন যুক্তিসংগত কারণ না থাকলেও আমার মনে কেমন একটা ভাবনা এল, হয়ত অন্ধ সংস্কারে। আমি পেছন ফিরেই বললাম, কি দরকার এই খোলাখুলির? বইয়ের মালিক হ্যাংকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া ভালো। বেশ উত্তেজনার সঙ্গে সে বলল খুললেই বা ক্ষতিটা কি? আমিও একগুঁয়ের মতো জবাব দিলাম—কি ক্ষতি? তোমার সেই নৌকোর বন্ধুটির কি হল? সে কোন উত্তর দিল না। সত্যি, উত্তর দেবার ছিলই বা কি? আমি কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে বলেই চললাম—ঐ অদ্ভুত কাণ্ডটার কি ব্যাখ্যা সে দেবে? তবু কোন উত্তর নেই। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, দেখলাম ও নেই।

'তাঁবুটি শূন্য, বইটি টেবিলের ওপরে খোলা, মুখ নিচের দিকে—যেন সে এটা খুলে উল্টে রেখেছে। তরবারিটি ওখানে নেই, তাঁবুর পেছন দিকে মাটিতে পড়ে আছে। সেখানকার ক্যানভাসে একটা লম্বালম্বি বড় কাটা। যেন কেউ তরোয়ালটা দিয়ে ক্যানভাসটাকে লম্বালম্বি ফেঁড়ে বাইরে যাবার পথ করে নিয়েছে। সেই ছেঁড়া জায়গাটা যেন আমার দিকে চোখ মেলে পড়ে আছে। বাইরে দেখা যাচ্ছে গভীর, ঘন, কালো অরণ্যের একটা টুকরো। আমি এগিয়ে গিয়ে কাটাটার মধ্য দিয়ে ঝুঁকে বাইরেটা দেখতে লাগলাম। কিন্তু ওখানকার গাছপালা ঘাস-টাস পায়ের চাপে দুমড়ে গেছে কিনা বোঝা গেল না। তারপর থেকে আমি আর ক্যাপ্টেন ওয়েলসকে দেখিনি, তার কোন খবরও যোগাড় করতে পারিনি।

'আমি বাদামী রঙের কাগজে বইটা মুড়ে ফেললাম প্রায় ওটার দিকে না তাকিয়েই। ওটি নিয়ে চলে এলাম ইংলণ্ডে, মতলব ডঃ হ্যাংকের কাছে ফেরত দেব। এমন সময়ে চোখে পড়ল আপনার পত্রিকায় এই জাতীয় নিরুদ্দেশ হবার একটা তত্ত্বের ইঙ্গিত। ঠিক করলাম আগে সব-কিছু আপনাকে বলব, কারণ শুনেছি এসব ব্যাপারে আপনি খোলা মনের নিরপেক্ষ মানুষ।'

অধ্যাপক ওপেন শ তাঁর কলম নামিয়ে রাখলেন। টেবিলের ওধারে বসা লোকটির দিকে একদৃষ্টে চোখ মেলে তাকালেন। এই সেই চোখ যা অনেক ভণ্ডের মুখোশ খুলে দিয়েছে, অনেক আন্তরিক বিশ্বাসী লোকেরও, যারা গোটা অস্তিত্ব দিয়ে ভূত প্রেতের প্রতি একনিষ্ঠ। অন্য সময় যেমন করে থাকেন সে-ভাবেই আরম্ভ করবেন ভাবলেন—সব ব্যাপারটা একগাদা বাজে মিথ্যে কথা, এই ধরনের একটা প্রচণ্ড আক্রমণ। থেমে ভাবলেন, ব্যাপারটা পুরোই মিথ্যা সন্দেহ নেই, কিন্তু এই কথক লোকটির সঙ্গে ওরকম তৈরি-করা মিথ্যা গল্পকে মেলানো যাচ্ছে না। এই রকমের মানুষ ঠিক এই ধরনের মিথ্যে বলে না। তার চেয়েও বড় কথা লোকটা সততার কোন মুখোশ রাখছে না। বেশি'র ভাগ ভণ্ডই নিজেকে খুব সৎ দেখাতে চেষ্টা করে, সেরকম কোন চেষ্টা এর নেই। এমন যদি হয় লোকটা খাঁটি, তবে প্রেততত্ত্বের সত্যতা নিয়ে কোন মানসিক স্থির বিশ্বাসে ভুগছে। ওটাই তার

মনোবিকার—যদিও উদ্দেশ্যহীন এবং ঐকান্তিক। হয়ত তাও নয় কারণ একটা নিরাসক্তির ভাব এর মধ্যে রয়েছে। এমন হতে পারে নিজের মানসিক ভ্রান্তির ব্যাপারে লোকটি সচেতন নয়।

তিনি তীক্ষ্ণ ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আদালতে যেভাবে ব্যারিষ্টার আসামীকে চমকে দেয়, 'মিঃ প্রিংগেল, আপনার সেই বইটি এখন কোথায়?'

এতক্ষণ লোকটি গম্ভীর হয়ে ছিলেন এবার তাঁর দাড়ি-ভরা মুখে সেই নীরব হাসিটি আবার ফিরে এল। মিঃ প্রিংগেল বললেন, 'আমি ওটি বাইরে রেখে এসেছি, মানে আপনার বসবার ঘরে, একটু ঝুঁকি নিয়েছি ঠিকই, তবে তুটি সম্ভাবনার মধ্যে ঐ ঝুঁকিটাই একটু কম।'

'কি বলতে চান আপনি,' অধ্যাপক জানতে চাইলেন, 'সরাসরি এখানে ভিতরে নিয়ে এলেন না কেন?'

মিশনারি বললেন, 'কারণ আমি জানতাম আপনি বইটি দেখবার সঙ্গে সঙ্গে ওটা খুলে ফেলতেন, এমন কি, আমার মুখ থেকে কাহিনীটা শোনবার আগেই। এখন নিশ্চয় আপনি বইটা খোলার আগে বার তুয়েক ভেবে নেবেন। কারণ এখন আপনি ঘটনাটা সবই শুনেছেন।'

তারপরে একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'বাইরের ঘরে তো শুধু আপনার কেরানীই রয়েছেন। এক সুস্থ সবল যুবক নিজের হিসেবপত্তরের কাজে একেবারে ডুবে আছে দেখলাম।'

ওপেন শ প্রাণখোলা হাসলেন। গলা উঁচিয়ে বললেন, 'ও ব্যাবেজ-এর কথা বলছেন। ওর টেবিলে আপনার যাতু বইটি একেবারে নিরাপদ। ওর আসল নাম বেরিজ। তবে আমি ওকে প্রায়ই ব্যাবেজ বলে ডাকি। কারণ ওকে মাঝেমাঝেই মনে হয় একটা জীবন্ত হিসেবের বস্তু—ঠিক রক্ত মাংসের মানুষ নয়। যার মধ্যে অস্বাভাবিক কোন কৌতূহল, অদরকারী বিষয়ে কোন আগ্রহ অন্তত ওর স্বভাবে নেই। কাজেই অন্য লোকের রেখে-দেওয়া বাদামী কাগজের একটা মোড়ক ও কখনও খুলবে না। এবারে চলুন—আমরা বইটা এঘরে নিয়ে আসি। আপনাকে কথা দিচ্ছি তারপরে ব্যাপারটা নিয়ে খুব খুঁটিয়ে ভাবব। আপনাকে খোলাখুলি বলছি,' লোকটির চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে অধ্যাপক বললেন, 'এখনও আমি স্থির করিনি, ওটি এখুনি খুলব না ডঃ হ্যাংকের কাছে পাঠিয়ে দেব।'

তুজনে ভিতরের ঘর থেকে বাইরের অফিসে এলেন, দরজা দিয়ে ঢুকতেই মি. প্রিংগেল আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন। কেরানীর টেবিলের দিকে জোর পায়ে ছুটে গেলেন। কেরানীর টেবিলটি ঠিকই আছে কিন্তু কেরানীটি নেই। টেবিলে একটি বিবর্ণ পুরোনো চামড়া-বাঁধাই বই পড়ে আছে, বাদামী কাগজের বাইরের মলাটটা ছেঁড়া, ফেলা আছে পাশেই, যেন এই মাত্রই খোলা হয়েছিল। কেরানীর টেবিলটি রাস্তার দিকের বিরাট জানালাটার সামনে, সার্সির কাঁচ ভাঙা, মাঝ-বরাবর এক বিশাল গর্ত—যেন তার মধ্যে দিয়ে একটা মানুষের দেহ ছিটকে বেরিয়ে গেছে বাইরের অনন্ত শূন্যে। মি. বেরিজের কোথাও কোন চিহ্ন নেই।

তাঁরা দুজনে পাথরের মূর্তির মতো ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে ধীরে অধ্যাপক সচেতন হয়ে উঠলেন, আরও সর্তক, আরও চিন্তান্বিত, সারা জীবনে আর কখনও এমনটি হননি। আস্তে আস্তে যাজকটির দিকে ফিরে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর আঙ্গুলগুলো চেপে ধরে বললেন, 'মি. প্রিংগেল, আমি মাপ চাইছি। যে-সব কথা এর আগে ভেবেছিলাম তার জন্যে মাপ চাইছি। অবশ্য সুস্পষ্ট এবং পূর্ণ চিন্তা নয়, বলা যায় অর্ধ চিন্তাই। এখন শুধু বলব এই বাস্তব ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে, না হলে বিজ্ঞানবিদ্ মানুষ হিসেবে দাবি করব কি ক'রে ?'

প্রিংগেল একটু সংশয়-মেশানো স্বরে বললেন, 'আমার মনে হয় একটু খোঁজ খবর নেওয়া উচিত। আপনি কি ওর বাড়িতে ফোন করে জিজ্ঞেস করবেন, সেখানে চলে গিয়েছে কিনা ?'

'আমি জানি না ওর বাড়িতে টেলিফোন আছে কিনা,' একটু অন্যমনস্কভাবে ওপেন শ উত্তর দিলেন। 'হ্যাম্পস্টেডের যাবার পথের ধারে কোথাও ওর বাড়ি। কিন্তু আমার তো মনে হয় ওকে পাওয়া না গেলে, আত্মীয়-বন্ধুরা আমার এখানে এসেই খোঁজ নেবে।'

'আচ্ছা, পুলিস যদি চায় ওর চেহারার একটা বর্ণনা তো দিতে হবে।'

'পুলিস!' অধ্যাপক যেন দিবানিদ্রা ভেঙ্গে চমকে উঠলেন। 'বর্ণনা—সে তো আর পাঁচজনেরই মতো। শুধু চোখে গগ্‌লস, এই যা। দাড়ি কামানো, সব যুবকেরাই যেমন হয় আর কি। কিন্তু পুলিস—দেখুন এই অদ্ভুত পাগলাটে ধরনের ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের এখন কি করা উচিত, বলুন তো ?'

মি. প্রিংগেল দৃঢ়ভাবে বললেন, 'আমার কি করণীয় ঠিক করে ফেলেছি। আমি এখন সরাসরি বইটি নিয়ে চলে যাব সেই আদি এবং অকৃত্রিম ডঃ হ্যাংকের কাছে। জিজ্ঞেস করব এসব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার মানেটা কি। খুব দূরে নয় তাঁর বাড়ি। সেখান থেকে সোজা আপনার কাছে আসব, জানাব তিনি কি বললেন।'

অধ্যাপক একটু ক্লান্তভাবেই যেন বসে পড়লেন, যাজকের কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'তা বেশ।'—যেন আপাতত দায়িত্বটা হাত থেকে চলে যাওয়ায় খুশি। মিশনারির পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল রাস্তার দিকে দূরে। অনেক পরেও অধ্যাপক ঠিক একই ভাবে বসে রইলেন, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে, যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে রয়েছেন।

যখন ফুটপাথে আবার এগিয়ে-আসা পায়ের শব্দ শোনা গেল, মিশনারি ঘরে এসে ঢুকলেন, তখনও তিনি একই চেয়ারে ঠিক একইভাবে বসেছিলেন। একটু স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, ওঁর হাতে বইটি নেই।

প্রিংগেল গম্ভীরভাবে জানালেন, 'ডঃ হ্যাংকে এক ঘণ্টার জন্যে বইটি রাখবেন আর ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝবেন। তারপরে আমাদের দুজনকেই সেখানে যেতে অনুরোধ করেছেন—তাঁর যা বলার বলবেন। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা আমার সঙ্গে আপনিও যাতে সেখানে যান।'

ওপেন শ নীরবে তাকিয়েই রইলেন। তারপর হাঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ডঃ

হ্যাংকে শয়তানটা কে ?' একটু হেসে প্রিংগেল বললেন, আপনি কথাটা এমনভাবে বললেন, যাতে মনে হল ডঃ হ্যাংকেই স্বয়ং শয়তান। আমার ধারণা অনেক লোক ঠিক সেইরকমই ভাবে। তাঁরও কিন্তু আপনার মতো ঐ একই দিকে যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। তবে সেটা প্রধানত ভারতবর্ষেই বিস্তৃত। সেখানকার যাদুবিদ্যা আর মন্ত্রতন্ত্রের চর্চার মধ্যে দিয়েই তাঁর এই দক্ষতা। এসব কারণে আমাদের দেশে তিনি খুব পরিচিত নন। হলদেটে চামড়ার খুদে মানুষটি, এক পায়ে খোঁড়া আর মেজাজেরও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। মনে হয় এদেশেও তাঁর অল্পস্বল্প প্রভাব-প্রতিপত্তি ঘটছে। অন্তত অভিযোগ করার মতো তাঁর বিরুদ্ধে কিছু শুনিনি। আর যদি মনে করেন, এই পাগল করে-দেওয়া ব্যাপারটার রহস্য খোলার একমাত্র চাবি ওঁরই হাতে, যদি মনে করা হয় এটাই ওর অপরাধ, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।'

অধ্যাপক ওপেন শ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, টেলিফোনে ফাদার ব্রাউনের সঙ্গে কথা বললেন। এক সঙ্গে খাওয়াটা দুপুরে হচ্ছে না, হবে রাতে, একথা জানিয়ে দিলেন। কারণ দুপুরে কিছু সময় হাতে রাখা দরকার ওই ইঙ্গ-ভারতীয় জ্ঞানী লোকটির সঙ্গে মোলাকাতের জন্যে। তারপর তিনি আবার চেয়ারে বসলেন। চুরুট ধরালেন আর অনন্ত ভাবনার মধ্যে ডুবে গেলেন।

ফাদার ব্রাউন নৈশভোজের জন্যে নির্দিষ্ট রেস্তোরাঁতে পৌঁছে এদিক-সেদিক ঘুরে দেখতে লাগলেন। চওড়া বারান্দায় সার-দেওয়া পামগাছের টব আর সাজানো আয়নার মধ্যে এলোমেলো চলা-ফেরা চলল। ওপেন শ-এর বৈকালিক সাক্ষাৎকারের বিষয়টি তিনি জানতেন। কিন্তু যখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হল, সবুজ ঘাসের রঙগুলো কালো হয়ে গেল, তাঁর সন্দেহ হল অবাক কাণ্ড কিছু ঘটেছে, অধ্যাপকের একটু বেশি দেরি হচ্ছে। একবার তো ভাবলেন অধ্যাপক আদৌ আসবেন কিনা। কিন্তু অধ্যাপক এলেন। তাতে ফাদার ব্রাউনের আবছা সংশয় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল। অধ্যাপকের দু চোখেই শুধু উন্মাদের দৃষ্টি নয়। সারা মাথার চুল বিপর্যস্ত। মি. প্রিংগেলের সঙ্গে উত্তর লণ্ডনের প্রান্তসীমা থেকে এইমাত্র ফিরছেন যে-মানসিক অবস্থা নিয়ে, তা চেহারায় স্পষ্ট। চুলে পোশাকে পারিপাট্য নেই। জুতোয় ধুলো, কাদার ছিটে। সে যাই হোক, তারা বাড়িটা পেয়ে গেল, অন্তত মনে করা যেতে পারে পেয়ে গেল। এক ঝাঁক বাড়ির মধ্যে কিন্তু একটু একটেরে। সদর দরজায় নাম লেখা পেতলের ফলকটা একটু খুঁটিয়ে দেখে নিল—

জে. আই. হ্যাংকে,
এম. ডি. এম. আর. সি. এস

তবে দুর্ভাগ্যবশত তারা জে. আই. হ্যাংকে, এম. ডি. এম. আর. সি. এস-কে দেখতে পেল না। আগে থেকেই অবচেতনার গভীরে যে রহস্যময় বিভীষিকার মৃদু কণ্ঠস্বর তারা অনুভব করেছিল এবং যার ফলে তারা মনে মনে যেন তৈরি হয়েছিল যে-দৃশ্য দেখবার জন্য—একটি অতি সাধারণ বৈঠকখানা, টেবিলের ওপরে সেই

অভিশপ্ত বইটি পড়ে আছে, খোলা—যেন একটু আগেই পড়া হয়েছে। আর তার ওধারে হাটখোলা পেছন দরজা। অস্পষ্ট এক সারি পায়ের দাগ বাগানের দিকে নেমে গেছে। কোন খোঁড়া লোকের পক্ষে অতটা খাড়াই নিচু বাগানে নামা সম্ভব না হলেও তাই ঘটেছে। দু চারটে দাগ যা পড়ে আছে তাতে বোঝা যায় লোকটা খোঁড়াই ছিল। দু-দিকের ছাপ সমান নয়—তবে ছাপ দু-এক জোড়াই, যেন সে একটা লাফ দিয়েছে, তারপর আর কোথাও কিছু নেই। জানবার আর-কিছু বাকি রইল না। তাদের আসবার আগেই ডঃ হ্যাংকে মনস্থির করে ফেলেছিলেন, তিনি সেই প্রেত-গ্রন্থটি পড়েছিলেন এবং ফল যে অনিবার্য বিনষ্ট তা লাভ করেছেন।

ওপেন শ এবং প্রিংগেল হোটেলে ঢুকে দরজার কাছেই একটা ছোট টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। এমন ভঙ্গিতে প্রিংগেল বইটা রাখলেন যেন জলন্ত অঙ্গারে আঙ্গুল পুড়ে উঠেছে। ফাদার ব্রাউন কৌতূহলের বশে বইটির দিকে আড়চোখে তাকালেন, দেখলেন আঁকাবাঁকা অশিক্ষিত অক্ষরে সামনের পাতাতেই দু লাইনের এক ইংরেজী কবিতা :

যে কেহ এই প্রেত-গ্রন্থ করিবেক পাঠ
করাল সে নভোচারী করিবে লোপাট ॥

আর নিচে একই হাতে গ্রীক লাতিন আর ফরাসী ভাষায় একই কথা লেখা।

ওরা তিনজন খাবার-টেবিলে বসলেন। ওপেন শ ওয়েটারকে ডেকে ককটেল আনতে বললেন। অধ্যাপক প্রিংগেলকে বললেন, 'আপনিও নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে এখানে খাবেন?' প্রিংগেল মাথা নেড়ে বিনম্রভাবে আপত্তি জানালেন। বললেন, 'আমি নিজেই কোথাও গিয়ে এই বইটার সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করতে চাইছি। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আচ্ছা, আপনার অফিস যদি ঘণ্টাখানেকের জন্য ব্যবহার করি আপত্তি নেই তো?'

ওপেন শ সম্মতিসূচক ঘাড় কাত করলেন এবং লোকটি তীরের মতো বইটি নিয়ে বেরিয়ে যেতে ভ্রূকুঁচকে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এক অত্যাশ্চর্য লোক!'

ওয়েটার ককটেলের ট্রে নিয়ে টেবিলের কাছে এল, ফাদার ব্রাউন একেবারে তার বাড়িঘরের প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প জুড়ে দিলেন। তার বাড়ির নবজাত বাচ্চাটির হামটাম সেরেছে কিনা এরকম কথাও ছিল। ওপেন শ তাজ্জব বনে গেলেন। ফাদার এত ঘনিষ্ঠভাবে হোটেলের পরিচারকটিকে জানলেন কিভাবে। জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্রাউন বললেন, আমি দু-তিন মাসে এখানে একবার খাই। আর তখন মাঝেমাঝেই ওর সঙ্গে গল্পসল্প হয়।'

অধ্যাপক কিন্তু এই হোটেলে সপ্তাহে পাঁচদিন রাতের খাবার সারতেন। অথচ কোনদিন এই লোকটির সঙ্গে আলাপ করার কথাও ভাবেননি। কিন্তু এই ব্যাপারে মনোসংযোগ করার আর সুযোগ পেলেন না। টেলিফোনে তাঁর ডাক এল। প্রিংগেলের গলা তাঁর ঠিক পরিচিত নয়। কিরকম চাপা, বোধ হয় দাড়ি গোঁফে আটকে-যাওয়া কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'প্রফেসর, আমার পক্ষে আর থেমে থাকা অসম্ভব।' আমি নিজেই বইটা খুলব ভেবেছি। আপনার অফিস থেকে আমি কথা

বলছি, বইটা আমার সামনে। যদি আমার সত্যিই কিছু ঘটে তাই আগেভাগেই বলছি—বিদায়। না, আমাকে বাধা দেবেন না, আমাকে আপনি থামাতে পারবেন না। যত চেষ্টাই করুন, আপনি সময়ে এসে পৌছোতে পারবেন না। আমি এখুনি বইটা খুলছি, এই খুল্—'

ওপেন শ-এর মনে হল যেন একটা নিঃশব্দ আঘাতের আওয়াজ তিনি শুনলেন। তাঁর স্নায়ুর গভীরে এক ধরনের শিহরণ পাক খেতে লাগল। তিনি প্রিংগেলের নাম ধরে দুবার চেঁচিয়ে উঠলেন। কিন্তু ওধার থেকে আর-কোন শব্দ এল না। টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর গবেষকসুলভ প্রশান্তি ফিরে পেলেন—অবশ্য বলা ভালো চূড়ান্ত হতাশার নিস্তব্ধতা। খাবার টেবিলে ধীর পায়ে এসে বসলেন এবং সম্পূর্ণ উত্তেজনাহীন ভঙ্গিতে ফাদার ব্রাউনকে এই ভৌতিক রহস্যের সব খুঁটিনাটি বিবরণ শোনালেন।

'এখন পর্যন্ত মোট পাঁচজন লোক, অদৃশ্য হয়ে গেল। কি অদ্ভুত অবিশ্বাস্যভাবে।' তিনি বলে চললেন,' সব ক-টি ঘটনাই অস্বাভাবিক, কিন্তু আমার কেরানী বেরিজের উধাও হওয়াটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। তার মতো অত শান্তশিষ্ট মানুষ, তার পক্ষে এইভাবে—। গোটা সমস্যার এটাই আমার কাছে সবচেয়ে গোলমেলে জট বলে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ,' ফাদার ব্রাউন বললেন, 'বেরিজের পক্ষে এরকম কিছু একটা করা খুব আশ্চর্য ব্যাপার বটে—একটু বেশি রকমের বিবেকবান মানুষ। তাছাড়া অফিসের কাজকর্ম আর তার নিজের একান্ত ব্যক্তিগত হাসি ঠাট্টার জগৎটাকে সে তো চিরকাল খুব সাবধানেই আলাদা রাখতে চাইত। নিজের বাড়ি আর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সে যে কিরকম মজার মানুষ ছিল সেটা বাইরের লোকজন প্রায় জানেই না।'

'বেরিজ!' অধ্যাপক চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এসব মাথামুণ্ডু কার সম্বন্ধে বলছ তুমি? তুমি তাকে চিনতে নাকি?'

'আরে, না না,' ফাদার ব্রাউন হালকা ভাবে বললেন। 'যতটুকু এই হোটেলের ওয়েটারকে চিনি তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। তুমি হয়ত বাইরে গেছ, আমি তোমার জন্য অফিসে দেরি করছি, তখন বেরির সঙ্গেই গল্প-গাছা করেই সময়টা কাটাতে হত। আশ্চর্য লোক কিন্তু। মনে পড়ছে একবার যেন সে বলেছিল, দাম নেই এমন সব বাজে জিনিস যোগাড় করার সখ আছে তার—সংগ্রহকারকদের যেমন নেশা নানারকম তুচ্ছ জিনিসকে দারুণ মূল্যবান বলে মনে করে যোগাড় করা, ঠিক তেমনি।'

'তুমি যে কি বলছ, আমি যদি তার কিছু বুঝতে পারতাম!' ওপেন শ বললেন। ধরা যাক আমার কেরানীর মাথায় একটু গণ্ডগোলই ছিল, তুমি যেমন বলছ। কিন্তু তা দিয়ে তো আর ব্যাখ্যা করা যাবে না, ওর ভাগ্যে যে ভীষণ ব্যাপারটা ঘটে গেল। আর অন্য ব্যাপারগুলিরই বা সমাধান কি?'

ফাদার ব্রাউন জিজ্ঞেস করলেন, 'অন্যসব কি ব্যাপার?'

অধ্যাপক একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে শব্দগুলো ভেঙে ভেঙে স্পষ্ট করে উচ্চারণ

করলেন, 'কেন? তোমায় যে এখুনি বললাম? পাঁচজন লোক উধাও হয়ে গেছে। বুঝলে ফাদার ব্রাউন—পাঁচটা লোক।'

'একজন লোকও উধাও হয়নি,' বুঝলে প্রফেসর ওপেন শ, 'একজনও নয়।' অধ্যাপকের মতোই প্রত্যেকটি শব্দ ভেঙে ভেঙে ফাদার ব্রাউন স্পষ্ট উচ্চারণে কথাগুলি বললেন। তবুও কিন্তু অধ্যাপক ঐ কথাগুলি আবার একই ভাবে উচ্চারণ করলেন এবং একই ভাবে ফাদার ব্রাউন উত্তর দিলেন, 'আমি বলছি কেউ অদৃশ্য হয়নি।' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'এই সোজা কথাটা লোককে বোঝানো সবচেয়ে কঠিন যে, ০+০+০=০। যতই অবিশ্বাস্য হোক, পরপর একটা জিনিস সাজিয়ে দিলে মানুষ তা বিশ্বাস না করে পারে না। ঠিক এই কারণেই তিন ডাইনীর তিনটে ভবিষ্যৎ বাণী ম্যাক্‌বেথ বিশ্বাস করেছিল। তোমার এই মামলায় ঘটনা-শৃঙ্খলে সবচেয়ে দুর্বল অংশ হচ্ছে মধ্যেরটি।'

'তার মানে?'

'তুমি কাউকে নিজের চোখে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখনি। দেখনি নৌকো থেকে লোকটিকে বা তাঁবু থেকে ওয়েলসকে উধাও হয়ে যেতে। সে সবই মি. প্রিংগেল-এর কাছ থেকে শোনা কথা। এখুনি আমি তার ব্যাখ্যায় আসছি না। কিন্তু তুমি নিজে নিশ্চয়ই মেনে নেবে, তার কথায় কিছুতেই তুমি বিশ্বাস করতে না যদি না নিজের অভিজ্ঞতায় দেখতে তোমারই অফিসের কেরানীর নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া। যেমন ম্যাকবেথ তার রাজা হবার ভবিষ্যৎ বাণীতে আদৌ আস্থা স্থাপন করত না যদি না কওডর-এর ডিউকের পদটি বাস্তবত তার হাতে এসে যেত।'

অধ্যাপক ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, 'কথাটা ঠিকই বলেছ। কিন্তু যখন আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম আমাকে তা সত্য বলে মানতেই হল। আমার নিজের কেরানীর অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা তো প্রায় চোখে দেখার মতোই। এটা তো মান, বেরিজ কোথাও মিলিয়ে গেছে।'

'বেরিজ কোথাও মিলিয়ে যায়নি,' ফাদার ব্রাউন বললেন, 'বরং এর বিপরীত-টাই সত্য।'

'বিপরীতটাই সত্য? পাগলের মতো কি যা তা বকছ?'

ফাদার ব্রাউন বললেন, 'আমি বলতে চাইছি, বেরিজ আদপেই অদৃশ্য হয়ে যায়নি। বরং বলা উচিত সে দৃশ্যমান হয়েছে।'

ওপেন শ টেবিলের এপার থেকে তার বন্ধুর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। সমস্যাটার সম্পূর্ণ নতুন একটা দিক যেন তার মস্তিষ্কে ঘুরতে শুরু হল। ফাদার ব্রাউন বলে চললেন।

'সে তোমার বসবার ঘরে এসে হাজির হল, ছদ্মবেশে। লালচে এক ঝাড় বুনো ঘাসের মতো গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা যাজকের লম্বা কোট, নিজের পরিচয় দিল রেভারেণ্ড লিউক প্রিংগেল। আর তুমি তোমার নিজের অফিসের কেরানীকে কখনও এতটুকুও ভালো নজর করনি যাতে এই সহজ আর মোটা রকমের ছদ্ম-বেশটাও ধরে ফেলতে পার।'

'কিন্তু—' অধ্যাপক বলতে চাইলেন।

'তুমি কি পুলিসের কাছে তোমার উধাও-কেরানীর চেহারার বিবরণ দিতে পারতে?' ফাদার ব্রাউন জিজ্ঞেস করলেন। 'না, পারতে না। বোধ হয় এইটুকুই তোমার জানা ছিল, লোকটির তকতকে কামানো মুখ আর চোখে থাকত রঙিন চশমা। ঐ চশমা জোড়া খুলে রাখলেই তোমার কাছে চমৎকার ছদ্মবেশ হত। কিছু আর পরতে টরতে হত না। তুমি তার স্বভাব-চরিত্রের কথা দূরে থাক তার চোখের দিকেও কোনদিন তাকিয়ে দেখনি—হাসিতে উজ্জ্বল চমৎকার চোখ কিন্তু। তার ঐ যাদুঘেরা বইটি টেবিলে রাখল। জানালার কাঁচে বড় মাপের একটা গর্ত করল। দাড়ি আর আলখাল্লা পরে নিল। তারপরে সরাসরি তোমার বসবার ঘরে ঢুকে এল। সে বেশ নিশ্চিন্ত ছিল। কারণ ভালোভাবেই জানত তুমি কখনও তার দিকে তাকিয়ে দেখনি।'

'কিন্তু পাগলের মতো এরকম বদ রসিকতা কেন সে আমার সঙ্গে করবে?' ওপেন শ জানতে চাইলেন।

ফাদার ব্রাউন বললেন, 'কেন, কারণ তুমি কোনদিন তার দিকে তাকিয়ে দেখনি। তুমি তার নাম দিয়েছিলে হিসেবের যন্ত্র। ওইটুকুই তার সঙ্গে তোমার প্রয়োজন আর তার বাইরে তুমি কিছুই ভাবনি। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক আগন্তুক মিনিট পাঁচেকের জন্য তোমার অফিসে বেড়াতে এসে মিনিট পাচেকের মধ্যে ঐ কেরানীর যেটুকু পরিচয় পেতে পারত তুমি তার বিন্দুবিসর্গ জানতে না। আশ্চর্য মজাদার মানুষ ঐ বেরিজ। নানারকম অদ্ভুত মতামত ছিল তার। তোমার কাজকর্ম তত্ত্ব-ভাবনা জোচ্চোর প্রেতবিলাসীদের হাতেনাতে ধরে ফেলার ক্ষমতা এ সব-কিছু নিয়েই তার নিজস্ব ভাবনা ছিল—সেগুলি যেমনি মজার তেমনি বাঁকা। তুমি তোমার নিজের কেরানীকে চিনতে পারবে না এটা কত নিশ্চিতভাবে সে বুঝেছিল দেখ, আর এই ব্যাপারটার মধ্যে কতটা নির্দোষ ঠাট্টা আর অভিমানী বিদ্রোহ ছিল, ভাব। গল্পের সেই বুড়ির কথা তোমার মনে আছে? আজেবাজে নানা জিনিস কুড়োতে কুড়োতে সে একবার এক ডাক্তারের পেতল-খোদাই নামের ফলক পেয়ে গিয়েছিল, আর একটা কাঠের তৈরি পা? এই দুটো জিনিস নিয়েই তোমার ঐ কল্পনাপ্রবণ কেরানীটি ড. হ্যাংকের আশ্চর্য চরিত্রটি গড়ে তুলেছিল। যেমন আফ্রিকার জঙ্গলে ক্যাপ্টেন ওয়েলসও পুরোই তার মস্তিষ্কপ্রসূত। আর ঐ পেতলের ফলক নিজের বাড়িতে লাগিয়ে—'

ওপেন শ জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাম্পস্টেড ছাড়িয়ে যে বাড়িটাতে আমরা গিয়েছিলাম, তুমি কি বলতে চাও সেটা বেরিজের নিজের বাড়ি?'

'তুমি কি ওর বাড়ি চিনতে? এমনকি জানতে ওর ঠিকানা? দেখ প্রফেসর, তোমার বা তোমার কাজকর্ম সম্পর্কে আমি কিন্তু যথেষ্ট শ্রদ্ধাই পোষণ করি, কারণ তুমি একজন সত্যসন্ধানী। অনেক প্রতারকের মুখোশ তুমি খুলেছ। শুধু মিথ্যেবাদীদের চোখেই তাকিয়েছ। বেরিজ বা হোটেলের ওয়েটারের মতো সৎ—সত্যবাদীদের দিকে নয়।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন, 'বেরিজ এখন কোথায় ?'

'নিঃসন্দেহে তোমার অফিসে, তার নিজের টেবিলে। যে মুহূর্তে রেভারেণ্ড নিউক প্রিংগেল ঐ ভয়াবহ বইটি খুলেছে আর মহাশূন্যে বিলীন হয়েছে ঠিক সঙ্গে সঙ্গে, বেরিজ নিজের মূর্তিতে স্বস্থানে ফিরে এসেছে।'

আবার দীর্ঘ নীরবতা। তারপর অধ্যাপক ওপেন শ হাসতে লাগলেন প্রাণখোলা উচ্চ হাসি। তার মনের কোথাও কোন গ্লানি রইল না। অধস্তন কর্মচারীর এই উৎকট রসিকতায় মনের কোথাও বিরক্তির কোন দাগ পড়ল না। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'সত্যি, এটা আমার প্রাপ্য ছিল, আমার হাতের কাছের সহযোগীদের দিকেও আমি ফিরে দেখি না। কিন্তু তুমিও নিশ্চয় স্বীকার করবে যে ঘটনাগুলো যেভাবে জমা হয়েছিল তা কিন্তু ভয়ানক। তোমার নিজের কি একবারও ঐ ভয়ানক বইটার সম্পর্কে মনে আতঙ্ক জাগেনি।'

'ওহ্, এ কথা ? বইটা ঐ টেবিলে রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমি খুলেছিলাম—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু সাদা পাতা। তুমি জান প্রফেসর, আমার কোন সংস্কার নেই।'

যে রহস্যের উত্তর নেই

ফাদার ব্রাউনের ফরাসী বন্ধু ফ্লাম্‌বিউ তাঁর নিজস্ব অপরাধমূলক কাজকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে বর্তমানে অপরাধী ধরবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এবং নতুন পেশায় তিনি আগের তুলনায় অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছেন। আগে যখন তিনি চুরি করতেন, আর এখন যখন চোর ধরছেন—এই দুই সময়েই তিনি হীরে এবং অন্যান্য রত্নের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করতেন। খাঁটি হীরে চিনতে যেমন দক্ষ ছিলেন, হীরে-চোর চিনতেও ঠিক তেমনি। এই জাতীয় একটা ব্যাপারে বড় রকমের একটা দায়িত্ব হাতে নিয়ে তিনি ফাদার ব্রাউনকে এক সকালবেলা ফোন করেছিলেন সাহায্যের জন্যে, আর সেখানেই এ গল্পের আরম্ভ।

ফাদার ব্রাউন ফোনে বন্ধুর গলা শুনে খুশি হলেন, সর্বদাই হতেন, আরও বেশি করে সেদিন, সেই মুহূর্তে। তিনি টেলিফোন নামক এই যন্ত্রটির প্রতি কিন্তু বিশেষ সদয় ছিলেন না। লোকের চোখ, মুখ, কথাবলার ভঙ্গি দেখে অনেক কিছু জানা যায়, শুধু যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে কথা শুনে নয়,—লোকটি যদি অপরিচিত হয় তো একেবারেই নয়। আর ঠিক সেই দিনই সকাল থেকে এমন সব টেলিফোন আসছিল, যা খুবই গণ্ডগোলের, সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকেরা সব টেলিফোন করছিল এবং প্রায়ই কথাবার্তা শেষ হবার আগেই ফোন কেটে যাচ্ছিল। একবার এক উত্তেজিত মহিলার গলা শোনা গেল। ওখান থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে একটি নামকরা তীর্থক্ষেত্রে যাবার পথের উপরে, এক হোটেলে, তাঁকে তখুনি চলে আসার অনুরোধ করল সে। একটু পরেই আবার ঐ একই কণ্ঠস্বর আরও উত্তেজিত ঢঙে জানিয়ে দিল যে তাঁর আসার দরকার নেই, তারপরে এক সংবাদ-সংস্থার ফোন, জনৈকা চিত্রাভিনেত্রী পুরুষদের গোঁফ রাখা নিয়ে যে মন্তব্য করেছে, সে বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চায় ওরা। তারপরে আবার সেই উত্তেজিত মহিলার কণ্ঠ—এখুনি তার হোটেলে আসা চাই-ই। এরপরে যখন ফ্লামবিউ-এর পরিচিত গলায় আমন্ত্রণ এল, ফাদার ব্রাউন যেন নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন।

ফাদার ব্রাউন আশা করছিলেন চায়ের টেবিলে পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে জমিয়ে গল্পস্বল্প করা যাবে। কিন্তু দেখা গেল বন্ধুটি রণরঙ্গে মেতে উঠেছেন। ব্রাউনকে বগলদাবা করে তখুনি একটা বড় ধরনের অভিযানে বেরিয়ে পড়বার জন্যে পা উঠিয়ে আছেন।

সত্যই একটা বড় ধরনের কাণ্ডই ঘটতে যাচ্ছিল। কিছুকাল থেকেই ফ্লামবিউ রত্ন ও হীরে চুরির বেশ কয়েকটি অপচেষ্টা মাঝপথে ভণ্ডুল করে দিয়ে, পুলিসমহলে নাম কিনেছেন। ডালউইচ-এর জমিদার-পত্নীর মাথার টায়রা তিনি স্বয়ং এক কুখ্যাত রত্নচোরের হাত থেকে তার পালিয়ে যাওয়ার পথেই ছিনিয়ে নিয়েছিলন। দেশ-বিখ্যাত নীলকান্তমণির হারটি চুরি করবার যে-পরিকল্পনা হয়েছিল সেটা ভেস্তে দেন বিশেষ চতুরতায়। চোরের মতলব ছিল, একটি নকল হার বদ্‌লি হিসেবে রেখে, আসলটি নিয়ে পালাবে। ফ্লামবিউয়ের চক্রান্তে, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, নিজের তৈরি সেই নকল বদলী হারটিই সে অতি যত্নে চুরি করে পালিয়েছে।

এইসব কারণেই ফ্লামবিউয়ের উপরে একটা খুব বড় ধরনের কাজের দায়িত্ব বর্তেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের একটি মূল্যবান বস্তু পাহারা দেওয়ার, জিনিসটার বাস্তব মূল্যের

চেয়েও অন্য ধরনের দামই আসলে বেশি। বিশ্ববিখ্যাত, একটি পেটিকা তার মধ্যে রক্ষিত ছিল ধর্মীয় শহীদ সেণ্ট ডরোথির একটি স্মৃতিচিহ্ন। একটি তীর্থনগরীর ক্যাথলিক গির্জায় এই রত্নখচিত পেটিকাটি পৌঁছে দেবার কথা। একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রত্নচোর অনেকদিন ধরেই এই পেটিকাটির উপরে নজর রেখেছে। আসলে তার দৃষ্টি ছিলবাক্সটির উপরে—কারণ, সোনা আর চুনি পাথরে বাক্সটি নকশা করা। চুরি-ঠেকানো বা চোর-ধরা এই অ্যাডভেঞ্চারে ফাদার ব্রাউনকে সঙ্গে পাওয়াই ছিল ফ্লামবিউ-এর উদ্দেশ্য। নিজের বিরাট গোঁফজোড়া মোচড়াতে মোচড়াতে পুরো যুগের রাজাদের দেহরক্ষীর ভঙ্গিতে ফ্লামবিউ বন্ধু ব্রাউনকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল।

'তুমি এটা হতে দিতে পার না,' সে চেঁচিয়ে উঠল—সেখান থেকে ষাট মাইল দূরের ধর্মীয় শহর ক্যাসটারবেরির উল্লেখ করে বলল, 'তুমি কিছুতেই এটা হতে দিতে পার না—তোমার ঠিক নাকের নিচেই এরকম একটা জঘন্য ডাকাতি ঘটে যাবে!'

মহার্ঘ্য বস্তুটি সেই গির্জায় পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। কাজেই রক্ষাকর্তাদেরও বেশি আগে পৌছবার কোন দরকার নেই। আর সত্যি কথা বলতে কি, মোটরে চেপে সেখানে যেতে প্রায় বিকেল গড়িয়ে যাবে। তাছাড়া ফাদার ব্রাউন একটু লঘুভাবেই বললেন, পথের মাঝখানে যে সরাইখানাটা পড়বে, সেখানেই তাঁরা দুপুরের খাওয়াটা খেয়ে নেবেন; যত শীঘ্র সম্ভব ওই সরাইখানায় হাজির হবার জন্যে তাঁকে ফোনে অনুরোধ করা হয়েছিল।

ঘন বনে ঢাকা পথে তাঁদের গাড়ি চলছিল। লোকালয়ের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। হোটেল, দোকান, বাড়িঘর দুষ্প্রাপ্য, আরও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। ঝকঝকে দুপুরের রোদ, ঘন সবুজ বনের মাথায় লালচে মেঘ। লাল, সোনালী, কমলা রঙের পাতাবাহারী গাছ। আকাশে, মেঘে, বনে আগুন ধরে গেছে যেন। চলতে চলতে হঠাৎ তাঁরা একটু বেখাপ্পা চেহারার একটা বাড়ি দেখতে পেল, সাইন-বোর্ড ঝুলছে 'সবুজ ড্রাগন।'

অনেক কালের বন্ধু এঁরা দুজন, তাদের রোমাঞ্চকর অভিযানে এমন সব নির্জন লোকালয় বা সরাইখানায় দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছে যার অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা অনেক কাল মনে রাখার মতো, কিন্তু এখানে সদর দরজা পেরুবার আগেই সে-জাতীয় একটা ব্যাপার ঘটে গেল। সেই নিচু-ছাদ বাড়িটার সবুজ রঙ-করা দরজা থেকে তাঁদের গাড়ি তখনও কয়েকশ গজ দূরে, বেগে দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। একটি মেয়ে, মাথায় তার এক ঝাঁক লালচুল এমনভাবে ছুটে এল যেন লাফ দিয়ে চলন্ত গাড়িটাতে উঠবে। ফ্লামবিউ চট করে গাড়ি থামিয়ে দিলেন, কিন্তু তার আগেই মেয়েটি জানালার মধ্য দিয়ে তার বিবর্ণ বিষণ্ণ মুখটা ভেতরে ঢুকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনিই তো ফাদার ব্রাউন?' তারপর একই নিশ্বাসে জিজ্ঞেস করল, 'ইনি কে?'

খুব শান্তভাবে ফাদার ব্রাউন জবাব দিলেন, 'এর নাম ফ্লামবিউ।' একটু থেমে বললেন, 'আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?'

'সরাইয়ের ভেতরে আসুন,' মেয়েটি কেমন যেন দুম করে বলল (এরকম

অবস্থাতেও ওরকম হঠাৎ-বলাটা ব্রাউনের কানে একটু যেন বিসদৃশ মনে হল), একটা খুন, একটা খুন হয়েছে।

নীরবে গাড়ি থেকে নেমে মেয়েটির পেছনে তারা সবুজ দরজাটার সামনে এল। দরজা খুলে একটা ছোটমতো গলি, কাঠের খুঁটি,সবুজ রঙ-করা কাঠের গ্রীল, সেগুলো জড়িয়ে আঙুর আর আইভি লতা ইতস্তত বেড়ে উঠেছে। তারপরে একটা ভেতরে ঢোকার দরজা, খুলেই বড় বৈঠকখানাজাতীয় ঘর। পুরোনো দিনের কাঠের আসবাব এখানে-সেখানে ছড়ানো। দেওয়ালে ঝুলছে প্রাচীন কালে যুদ্ধে-জেতা কিছু ফলক আর অস্ত্রশস্ত্র। সব মিলে ঘরটা গুদাম ধরনের। তারা প্রায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল, মনে হল আকারহীন একটা বিশাল কাঠের কুঁদো তাদের দিকে এগিয়ে আসছে—ময়লা নোংরা জামাকাপড় গায়ে বিশালাকৃতি লোকটিকে দেখে মনে হয় সারা জীবনে এক-পা নড়াচড়া করা তার কাছে অসম্ভব।

কিন্তু অবাক কাণ্ড, কথায় এবং ব্যবহারে তার একটা সুমার্জিত তৎপরতা। ফ্লামবিউ এবং ফাদার ব্রাউন দুজনেরই মনে হল এই লোকটি সম্পর্কে কোন সুনিশ্চিত ধারণা করা যাচ্ছে না। দেখে তো ভদ্রলোক বলে মনে হয় না। অথচ পাণ্ডিত্যের একটা ধূলিধূসর সংস্করণ বলে আন্দাজ করতে ইচ্ছে হয়। অস্পষ্টভাবে মনে হয় যেন নিচশ্রেণীর একটা ভাব এর মধ্যে রয়েছে, আবার সংগে সংগে এ বোধটাও এড়ানো যায় না লোকটাকে ঘিরে যেন পুরোনো বইয়ের গন্ধ। মুখের রঙ ফ্যাকাশে ধারালো নাক, কালো ছুঁচলো দাড়ি। মাথা-ভর্তি এলোমেলো লম্বা চুল। সবুজ চশমায় ঢাকা-চোখের দৃষ্টি পড়া যাচ্ছে না। ফাদার ব্রাউনের যেন মনে হল অনেকদিন আগে কোথাও এমনি কারুর সংগে তাঁর দেখা হয়েছিল। কিন্তু কোন-কিছুই মনে করতে পারলেন না। গুদোমের বেশির ভাগ বস্তুই আসলে পুরোনো ধূলিধূসর বইয়ের স্তূপ। বিশেষ করে সপ্তদশ শতাব্দীর অজস্র পুস্তিকা।

ফ্লামবিউ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই মহিলা যে খুনের খবর দিলেন সেটা কি ঠিক?'

মহিলাটি অধীরভাবে মাথা নাড়ছিল, প্রথম দেখায় তাকে যেমন উত্তেজিত মনে হয়েছিল সেইভাব অনেকটা কমে এসেছে। তার পোশাকে একটা পরিশীলিত গাম্ভীর্য। দেহ যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সুশ্রী। মোটামুটি দেহেমনে ব্যক্তিত্বময়ী বলে তাকে মনে হল, বিশেষ করে নীল-চশমা পরা বিশালাকৃতি লোকটির তুলনায়। সে যাই হোক, পুরুষটি স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিল, 'এটা ঠিক, আমার বৌদি একটু আগেই একটা প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছে। ঘটনাটা যদি সে আবিষ্কার না করে আমরা অন্য কেউ করতাম ভালো হত। বৌদি অর্থাৎ মিসেস ফ্লাড নিজেই হোটেলের বাগানে গিয়ে দেখতে পেলেন তার বুড়ো ঠাকুর্দার মৃতদেহ, অনেকদিন ধরে তিনি এই হোটেলের একটা বিছানায় রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, কিন্তু যেভাবে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল তাতে সন্দেহই থাকে না যে ব্যাপারটা একটা নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। খুবই অদ্ভুত অবস্থায় পাওয়া গেছে সে দেহ, সত্যিই খুব অদ্ভুত অবস্থায়।' একটু কাশল সে, যেন ঐ অদ্ভুত-অবস্থার জন্য সে-ই সংকোচ বোধ করছে।

মহিলার দিকে ফিরে মাথা নিচু করে তার আন্তরিক সহানুভূতি জানালেন, তারপর লোকটির দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি এই মহিলার কে হন বললেন ?'

'আমি ড. অস্কার ফ্লাড। এই মেয়েটির স্বামী আমার বড় ভাই। তিনি এখন ব্যবসার ব্যাপারে ইউরোপে। বৌদিই হোটেল চালাচ্ছে। ওর ঠাকুর্দা খুবই বুড়ো। পক্ষাঘাতে কতকটা পঙ্গু। কখনও তিনি শোবার ঘরের বাইরে এসেছেন বলে জানি না, সেজন্যই ব্যাপারটা আরও বেশি অদ্ভুত মনে হচ্ছে—'

'আপনারা ডাক্তার বা পুলিসের জন্য খবর পাঠিয়েছেন ?' ফ্লামবিউ জিজ্ঞেস করলেন।

ড. ফ্লাড বললেন, 'হ্যাঁ, এই ভীষণ ঘটনাটা আবিষ্কৃত হবার পরেই। কিন্তু তাদের পৌঁছোতে কম করে আরও কয়েকঘণ্টা লাগবে। আমাদের এই সরাইটি জনবসতি থেকে এত দূরে যে ক্যাস্টারবেরির দিকে যাবার প্রয়োজন ছাড়া কেউ এ রাস্তা ব্যবহার করে না। সে জন্যই আমরা ভাবলাম যদি আপনাদের মূল্যবান সাহায্য লাভ করি—যে পর্যন্ত না—'

'আমাদের সাহায্য পেতে গেলে—' ফাদার ব্রাউন তাকে থামিয়ে বললেন, 'একটুও দেরি না করে ঘটনাস্থলটি দেখা দরকার।'

খানিকটা যেন যান্ত্রিকভাবে ড. ফ্লাড দরজার দিকে এগোলেন। ঠিক তখুনি বড়সড় শক্ত সমর্থ এক যুবকের প্রবেশ ঘটল। চুলে বা চেহারায় পারিপাট্য নেই। তাকে সুশ্রীই বলা যেত কিন্তু একটা চোখে কিছু-একটা গণ্ডগোল আছে যার জন্য গোটা চেহারার মধ্যে একটা বিকৃত ক্রূর ভঙ্গি ফুটে উঠেছে। সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে অস্কারকে ধমকে উঠল, 'কি পাগলামি করছ ? রাস্তার যে-কোন রাম, শ্যাম, যদুকে ধরে ধরে এসব কি বলা হচ্ছে ? পুলিস আসা পর্যন্ত তোমাদের দেরি করা উচিত ছিল।'

'পুলিসের কাছে জবাবদিহি দেবার দায়িত্ব আমার,' ফ্লামবিউ খুব গম্ভীরভাবে বললেন। তাঁর হাবভাবের মধ্যে ফুটে উঠল ব্যাপারটার উপরে নিয়ন্ত্রণের মেজাজ। তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। এই আগন্তুক বলিষ্ঠ যুবকের চেয়েও অনেক বড় পালোয়ানী চেহারা তাঁর, তার উপরে পাকানো, ছুঁচলো বিরাট গোঁফজোড়া স্পেনীয় লড়িয়ে ষাঁড়ের খাড়া শিং-এর মতো উঁচিয়ে—যুবকটি ভীতভাবে পিছু হটে গেল। যেন শিং-এর গুঁতোয় তাকে এক পাশে সরিয়ে, বাকি দলটা নিয়ে ফ্লামবিউ বাগানের দিকে চলে গেলেন। যেতে যেতে ডক্টরের উদ্দেশে ব্রাউনের মৃদু কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এল, 'যুবকটি আমাদের পছন্দ করছে না, তাই না ? আচ্ছা, উনি কে ?'

'ওর নাম ডান্,' ডক্টর বেশ সংযতভাবে উত্তর দিলেন। 'মহাযুদ্ধে ওর একটি চোখ খোওয়া যায়। বৌদি তাই বাগান তদারকির কাজে ওকে রেখেছেন।'

বাগানের মধ্য দিয়ে ওঁরা যাচ্ছেন। দুধারে মালবেরির ঝোপ। ঘাস পাতা আশ্চর্য ঝকঝকে, যেন আকাশের চেয়েও উজ্জ্বল। ঝড়ের মেঘ জমেছে এক কোণে। অন্য দিক থেকে সূর্যের শেষ রশ্মি গাছের ডগাগুলোকে সবুজ অগ্নিশিখার মতো জ্বালিয়ে তুলেছে। গোলাপী আর বেগুনী আভা ছড়িয়ে পড়েছে মেঘের কিনারায়। এদেরই একটা গাছের ডালে শুকনো বড় ফলের মতো ঝুলছে এক বৃদ্ধের চিমসে রোগা দেহ।

তাঁর লম্বা পাতলা দাড়ি হাওয়ায় দুলছে ডাইনে, বাঁয়ে। সেই দেহের উপরে, পাশে সূর্যের আলো পড়ে, অন্ধকারের বৈপ্যরীত্যে নাট্যমঞ্চের চতুর আলোক-সম্পাত প্রকৃতির। ফুলে ফুলে ভরা সেই গাছে ময়ূরকণ্ঠী নীল ড্রেসিং গাউন গায়ে, উজ্জ্বল লাল টুপি মাথায় মৃতদেহটি ঝুলছে। একপায়ে ঘরে পরার চটি তখনও আটকে। অন্য চটিটি নিচেই পড়ে আছে ঘাসের উপর।

কিন্তু এই সব খুঁটিনাটি পারপার্শ্বিকের উপর চোখ ছিল না ফ্লামবিউ বা ফাদার ব্রাউনের। তাঁদের দুজনের চোখ বিঁধে ছিল ওই কোঁচকানো শবদেহের মাঝ বরাবর। ক্রমে তারা বুঝতে পারল, ওখানে একটা মরচে-ধরা কালো লোহার হাতল দেখা যাচ্ছে, সপ্তদশ দশকের প্রাচীন একটি তরবারি মৃতদেহটির বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে আছে। দুজন মৌন নিথর হয়ে গেলেন।

ফ্লামবিউ গাছটির আরও কাছে এগিয়ে গেলেন। একটি শক্তিশালী আই-গ্লাস নিয়ে তরবারির হাতলটি লক্ষ্য করতে লাগলেন। কিন্তু ফাদার ব্রাউন সেদিকে বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে, একটা লাট্টুর মতো এদিকে-সেদিকে পাক দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। শবটির দিকে সম্পূর্ণ পেছন ফিরে কি-সব খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেক দূরে বাগানের উল্টো কোণে হঠাৎ এক ঝলক মিসেস ফ্লাডের লাল চুলে-ভরা মাথাটা দেখা গেল। ময়লা মতন একটা ছেলেকে কি নির্দেশ দিচ্ছে। দূর থেকে তাকে চেনা গেল না। ছুটন্ত মোটর সাইকেলের কিছু ধোঁয়া আর শব্দ। মহিলা এর পরে বাগান ডিঙিয়ে ওদের কাছে এসে হাজির হল। তখন কিন্তু ফাদার ব্রাউন গভীর মনোযোগে তরবারির হাতলে চোখ আটকে রেখেছেন।

'মাত্র আধ ঘণ্টা আগে আপনারা এর মৃতদেহ আবিষ্কার করেছেন। তাই বললেন না?' ফ্লামবিউ জিজ্ঞেস করলেন, 'তার আগে এখানে কেউ এসেছিলেন? অর্থাৎ তাঁর শোবার ঘরে বা বাড়ির ওই অংশে, অথবা বাগানের এই দিকটায়—ধরুন, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে?' স্পষ্টভাবেই ডক্টর উত্তর দিলেন, 'না। ঘটনাটা খুবই হৃদয়-বিদারক। বৌদি ছিলেন রান্নাঘরে—জায়গাটা একটু বাইরের দিকে। ডান্ রান্না-ঘরের লাগোয়া বাগানে কি করছিল। আর আমি একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম —ওই যে ঘরটায় তখন আমাকে দেখলেন। দুটি মেয়ে বাড়ির কাজকর্ম করে; একজন ছিল চিলেকোঠায়, আরেক জন গিয়েছিল পোস্টাপিসে।'

খুব শান্ত গলায় ফ্লামবিউ জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যাদের কথা বললেন, তাদের কারুর সঙ্গে বুড়োর কোন ঝগড়া-ঝাঁটি ছিল না, কোনরকম গণ্ডগোল?'

'উনি ছিলেন সকলেরই প্রীতি আর শ্রদ্ধার পাত্র,' ডক্টর বললেন। 'মুখে একটা পবিত্রতার ভাব। যদি কখনও টুকটাক কিছু হয়েও থাকে কারু সঙ্গে—সে তো সব পরিবারেরই রোজকার ঘটনা। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ধর্মীয় আচার-আচরণে সনাতনী রক্ষণশীলতা একটু বেশি মাত্রায় ছিল। অন্যদিকে তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের চিন্তাধারায় আধুনিক উদারতার পরিমাণটা কিছু বেশি। কিন্তু এই বীভৎস, অভাবনীয় হত্যা-কাণ্ডের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।'

'সেটা নির্ভর করে, আধুনিক চিন্তাধারা কতটা উদার তার উপরে,' ফাদার ব্রাউন বললেন, 'অথবা কতটা সঙ্কীর্ণ।'

এদিকে আসতে আসতে একটু দূর থেকে মিসেস ফ্লাড ডক্টরকে ডাকলেন। তিনি এগিয়ে যেতে যেতে গোয়েন্দাদের বলে গেলেন, মাটির ছাপগুলো লক্ষ্য করতে'।

ফ্লামবিউ বললেন, 'নানা ব্যাপার কিন্তু আমার বিসদৃশ ঠেকছে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই।' ফাদার ব্রাউন একটু শূন্য দৃষ্টিতে ঘাসের দিকে তাকিয়ে বললেন।

'আমি অবাক হয়ে ভাবছি,' ফ্লামবিউ বললেন, 'খুনীরা কেন লোকটিকে ফাঁসি দিয়ে মারবার পরেও বুকের মধ্যে তলোয়ার ঢুকিয়ে দেবার হাঙ্গামাটা করল।

'আর আমি অবাক হয়ে ভাবছি,' ফাদার ব্রাউন বললেন, 'খুনীরা হৃৎপিণ্ডে তলোয়ার ঢুকিয়ে লোকটিকে মারবার পরেও আবার হাঙ্গামা করে ফাঁসিতে লটকাতে গেল কেন?'

'ওটা তুমি শুধু উল্টো কথা বলার জন্যই বলছ,' আপত্তি জানাল তাঁর বন্ধু। 'আমি তো এক পলকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তারা জীবন্ত লোকটার গায়ে তলোয়ার ঢোকায়নি। তাহলে অনেক বেশি রক্ত পড়ত, আর ঘা-মুখটা ওরকম চুপ্‌সে লেগে যেত না।'

'আর আমি তো এক পলকে দেখতে পাচ্ছি,' বেঁটেখাট চেহারার মানুষ ফাদার ব্রাউন তার স্বল্পদৃষ্টি চোখে ঘাড় উঁচিয়ে একদৃষ্টে লক্ষ্য করার ভঙ্গি করে বললেন, 'তারা কিন্তু ওকে জীবন্ত অবস্থায় ফাঁসিতে লটকায়নি। তুমি যদি ফাঁসের গাঁটটার দিকে ভালো করে তাকাও দেখতে পাবে এমন ভাবে ওটা গলায় জড়িয়ে বাঁধা হয়েছে যাতে কখনও কোন লোকের শ্বাসরোধ হতে পারে না। ফাঁসিতে ঝোলাবার আগেই লোকটি মারা গিয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত মারা গিয়েছে তলোয়ারের ঘা খাবার আগেই। কিন্তু কিভাবে মারা গেল বৃদ্ধ?'

অন্য বন্ধু বললেন, 'আমার মনে হয়, এবার বাড়ির মধ্যে গিয়ে শোবার ঘর-টর সব দেখা দরকার।'

'তাই ভালো,' ফাদার ব্রাউন বললেন। 'আগে বরং বাগানের এই পায়ের ছাপগুলো একটু লক্ষ্য কর। জানালার দিক থেকেই শুরু করা যাক। দেখা যাচ্ছে, তার শোবার ঘরের জানালার নিচেই পায়ের দাগগুলো বেশ স্পষ্ট।'

চোখটোখ কুঁচকে দেখতে দেখতে তিনি বাগানের সেই গাছটার দিকে এগিয়ে চললেন। কখনও কখনও মাটির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তেও কসুর করলেন না। দেখা হয়ে গেলে ফ্লামবিউয়ের কাছে ফিরে এসে বেশ হালকা ঢঙে বললেন,'বলতে পার, ওখানে পায়ের ছাপের মধ্যে খুব সহজ করে কি গল্প বলা হয়েছে? গল্পটা কিন্তু মোটেই সহজ নয়।'

'সহজ? আমি কখনই বলব না সহজ,' ফ্লামবিউ বললেন। 'পুরো গল্পটাই ভীষণ কদর্য, কুৎসিত!'

ফাদার ব্রাউন বললেন, 'মাটিতে বুড়ো ভদ্রলোকের চটির দাগগুলোর স্পষ্ট ছাপ আছে। সেই ছাপগুলো বেশ জোর গলায় একটা কথা জানিয়ে দিচ্ছে। তা

হল, ঐ পক্ষাঘাতে পঙ্গু বৃদ্ধ লোকটি উঁচু জানালা দিয়ে লাফিয়ে নিচে নেমেছে, বাঁধানো পথের পাশে ফুলগাছের যে কেয়ারিগুলো আছে তার মধ্য দিয়ে এক রকম ছুটে ঐ গাছটার দিকে গিয়েছে—বুকে তলোয়ারের আঘাত আর গলায় ফাঁসের দড়ি পরবার মহা উৎসাহে। ছুটে যাবার উত্তেজনাটা এত বেশি ছিল যে মাঝে মাঝে একপায়ে লাফিয়েছে, কখনও-বা হাতে-পায়ে এক চক্কর ঘুরেও নিয়েছে।'

'থাক,' ফ্লামবিউ রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কি পাগলের মতো যা-তা বকছ ?'

মাটির দাগগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বেশ শান্তভাবে ফাদার ব্রাউন বললেন, অনেকদূর পর্যন্ত শুধু একটা পায়ের ছাপ—নিশ্চয় এক পায়ে দাঁড়ানো। আবার হাত-পায়ের ছাপও রয়েছে।'

ফ্লামবিউ বললেন, 'এমনও তো হতে পারে—লোকটি আসলে ছিলেন খোঁড়া। আর কখনও কখনও সেজন্যে পড়েও যেতে পারেন।'

ফাদার ব্রাউন মাথা নেড়ে বললেন, 'না, তাহলে মাটি থেকে ওঠবার চেষ্টায় হাঁটু বা কনুইয়ের কিছু দাগ পড়ত। সেরকম কিছু নেই। অবশ্য পাশেই বাঁধানো পথ, সেখানে কোন দাগ পড়বার কথা নয়। কিন্তু বাঁধানো রাস্তার মাঝেমাঝে যে ফাঁকগুলো রয়েছে সেখানে মাটিতে তো কিছু ছাপ থাকা উচিত ছিল। কি অদ্ভুত এই বাঁধানো পথটা!'

'শুধু পথ কেন, গোটা বাগানটা অদ্ভুত নয়, আর এই গল্পটা তো আরও কিম্ভুত!' ফ্লামবিউ-এর মুখ ভাবনায় কালো হয়ে উঠল।

ফাদার ব্রাউন বললেন, 'চল, এবার ওপরের ঘরে যাওয়া যাক্।' সিঁড়ি বেয়ে উঠে জানালার পাশের দরজাটা দিয়ে তাঁরা শোবার ঘরে ঢুকলেন। ব্রাউন একটু থেমে তাকিয়ে দেখলেন, একটা ঝাঁটা—বোধ হয় বাগানের পাতা-টাতা ঝাঁট দেবার জন্য। দেওয়ালে হেলান দেওয়া। 'দেখেছ কি ?'

'একটা ঝাঁটা, আবার কি ?'

'একটা বড় রকমের ভ্রান্তি,' ফাদার ব্রাউন বললেন, 'এই অদ্ভুত গল্পটার মধ্যে এটাই প্রথম ভ্রান্তি যা আমার চোখে পড়ল।' বৃদ্ধের শোবার ঘরে ঢুকে ফাদার ব্রাউন সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন—এর বাসিন্দাটি ছিলেন একজন গোঁড়া ক্যাথলিক। ঘরের ছবি আর মূর্তিগুলো সেটা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিচ্ছিল। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা যে-কোন কারণেই হোক পুরোপুরি নাস্তিক বনে গিয়েছিল, কিন্তু অতি সাধারণ ধরনের একটা খুনের পক্ষেও এটা যথেষ্ট কারণ হতে পারে না—এরকম অসাধারণ অত্যদ্ভুত খুনের পক্ষে তো নয়ই।

ফ্লামবিউ একটা চেয়ারে বসলেন। বৃদ্ধের খাটটি একপাশে, সামনে ছোট টেবিল। টেবিলে এক বোতল জল, একটা ছোট ট্রেতে তিন চারটে সাদা ওষুধের বড়ি।

'হত্যাকারীরা—তারা নারী বা পুরুষ যাই হোক না কেন,' ফ্লামবিউ বললেন, যে-কোন অজানা কারণে আমাদের এ-কথাটাই বোঝাতে চায় যে বুড়োকে ফাঁস লাগিয়ে বা তলোয়ারে বিঁধে হত্যা-করা হয়েছে। কিন্তু ফাঁসিতেও নয়, তলোয়ারের ডগায়ও

নয়, বা ও-জাতীয় অন্য-কোন উপায়েও নয়—ও-ভাবে তাকে মারা হয়নি। কিন্তু কেন তারা ব্যাপারটা এভাবে সাজাতে চাইছে? নিশ্চয় এমন কোন উপায়ে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে যাতে সেই উপায়টাই হত্যাকারীর দিকে ইঙ্গিত করতে পারে। ধর, ওকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে। আবার ধর, এমন কেউ ধারে কাছে আছে যার পক্ষে বিষ দেওয়াটা সহজেই সম্ভব বলে মনে হবে।'

ফাদার ব্রাউন মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের নীল চশমার বন্ধুটি কিন্তু একজন ডক্টর।'

ফ্লামবিউ বন্ধুর কথায় কান না দিয়ে বলে চললেন, 'এই বড়িগুলো আমি ঠিকঠাক পরীক্ষা করাতে চাই। কিছুতেই যেন এগুলো আমাদের হিসেবের বাইরে না যায়। দেখে মনে হচ্ছে এগুলো সহজেই জলে পুরো গুলে যাবে।'

'ও-বিষয়ে কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে বেশ কিছু সময় লাগবে,' ফাদার বললেন, 'আর তার আগেই পুলিসের ডাক্তার এখানে এসে পৌঁছে যাবে।'

ফ্লামবিউ বললেন, 'যতই সময় লাগুক এই রহস্যের মীমাংসা না করে আমি এখান থেকে নড়ছি না।'

'তাহলে তোমাকে সারা জীবন এখানে বসে থাকতে হবে।' জানালা দিয়ে বাইরে নিরাসক্ত দৃষ্টি রেখে ফাদার ব্রাউন বললেন, 'আমি কিন্তু এ ঘরে আর একটুও থাকতে রাজি নই।'

'তুমি কি বলতে চাও যে আমি এই রহস্যের উত্তর খুঁজে পাব না, তাই তোমার মনে হয়? কেন—আমি এই রহস্যটা জলের মতো স্পষ্ট করে তুলতে পারব না?'

'কারণ, এটা জলে গোলার মত নয়, না বন্ধু, রক্তেও গলে যাবার নয়।' ফাদার কথাগুলো বলে সিঁড়ি বেয়ে নিচে বাগানে নেমে এলেন। জানালা দিয়ে আগেই যা দেখেছিলেন আবার সেদিকেই চোখ পড়ল। চারদিক গাঢ় কালো হয়ে আসছে। মেঘে সূর্য ঢেকে গিয়েছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাতাস গুম মেরে ওত পেতে বসে আছে। বাগানে নানা রঙের বৈচিত্র্যের ওপরে একটা কালচে আভা ছড়িয়ে আছে। কিন্তু বাড়ির মহিলাটির লাল চুল আগের মতোই জ্বলছে। মাথার পেছনে হাত দুটি রেখে অনড় ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। ঢাকা-পড়া সূর্যের একটু অস্পষ্ট উজ্জ্বল আভা যেখান থেকে আসছিল সেদিকে তার দৃষ্টি। নিজের মনেই অস্ফুটে বললেন ফাদার, 'সেই আদিম বর্বর যুগের শঙ্কাতুর মানবীর মতো—তার দানব প্রেমিকের জন্য সব আর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে।' কোথায় যেন ফাদার পড়েছিলেন এ-রকম বর্ণনা—হঠাৎ তাঁর স্মৃতিতে এই মুহূর্তে কেন ভেসে এল? কথাটা ভেবেই একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ব্রাউন। 'পবিত্র মাতা মেরী, ঈশ্বরের জননী, আমাদের পাপীদের জন্য প্রার্থনা কর—হ্যাঁ তাই, ঠিক তাই, নারী তার দানব প্রেমিকের জন্য আর্ত আবেদন জানাচ্ছে স্বর্গের অভিমুখে।'

মহিলার দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন। প্রথমে একটু ইতস্তত ভাব ছিল, তারপরে খুব সংযত কণ্ঠে গাঢ় আন্তরিকতা নিয়ে যেন তাকে সান্ত্বনা দিলেন—এই দুর্ঘটনার বীভৎসতা তাকে যেন পীড়িত না করে। 'আপনার ঠাকুর্দার ঘরে যে ছবিগুলো

দেখে এলাম সেগুলিই খাঁটি সত্য। ঐ গাছে-ঝোলা কুৎসিত দৃশ্যটা আসলে মিথ্যা।' ফাদার ব্রাউন গভীরভাবে বললেন, 'সব দেখে আমার নিশ্চিত মনে হচ্ছে আপনার ঠাকুর্দা সৎ মানুষ ছিলেন। হত্যাকারীরা তার দেহটা নিয়ে কি করেছে সেটা তাই বড় কথা নয়।'

মহিলা মাথা ফিরিয়ে কণ্ঠে উত্তাপ নিয়ে বলল, 'ওঁর পবিত্র ছবি আর মূর্তিগুলোর কথা আর বলবেন না। আপনারা যা ভাবেন ওগুলি যদি সত্যি তাই-ই হয় তবে কেন নিজেদের রক্ষা করতে পারে না? একদল গুণ্ডা ঢুকে কুমারী মেরীর মুণ্ডচ্ছেদ করতে পারে, আর অনায়াসে রেহাই পেয়ে যায়? তাহলে ওদের নিয়ে আমাদের কি লাভ? আপনি আমাদের দোষ দিতে পারেন না। যদি অভিজ্ঞতায় আমরা এই সত্য বুঝে থাকি যে মানুষ ভগবানের চেয়ে বেশি শক্তিমান।'

ফাদার ব্রাউন ধীরে ধীরে বললেন, 'নিশ্চয়ই ভগবানের ধৈর্যকে আমরা তার বিরুদ্ধে একটা যুক্তি হিসেবে দাঁড় করাব না।'

'হতে পারে ভগবান ধৈর্যশীল, মানুষ অধীর। ধরুন, আমরা এই অধীরতাই পছন্দ করি, ধৈর্য নয়। আপনি বলতে পারেন এটা পাপ, পবিত্র বস্তুকে অপবিত্র করা—কিন্তু আপনি তা রোধ করতে পারেন না।'

'কি বললেন? পবিত্র বস্তুকে অপবিত্র করা?' ফাদার ব্রাউন যেন লাফিয়ে উঠলেন। যেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন, এমন ভঙ্গিতে পিছন ফিরে দরজার দিকে এগুলেন। ঠিক তখুনি, উত্তেজিত মুখে ফ্লামবিউ দরজায় হাজির। হাতে একটা কাগজ। ফাদার ব্রাউন কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অধীর উৎসাহে তাঁর বন্ধু দ্রুত বলে চলেছেন, 'শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক সূত্রটি পেয়েছি। ওষুধের এই বড়িগুলো দেখতে ঠিক ওই রকম হলেও আসলে কিন্তু আলাদা। আর এই ব্যাপারটা ঠিক যখন আমি বুঝতে পারলাম সেই একচোখ-কানা মালিটা ঘরের মধ্যে এসে হাজির। তার উপরে, ওর হাতে একটা পুরোনো পিস্তল। আমি অবশ্য সেটা কেড়ে নিয়ে লোকটাকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে ছুঁড়ে ফেললাম। কিন্তু সব রহস্যই এখন আমার কাছে জলের মতো স্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছে। আর দু-এক ঘণ্টা যদি এখানে থাকি সমস্যাটা আমি পুরো গুটিয়ে ফেলব।'

'তাহলে তোমার আর যে সমস্যা গুটনো হল না!' ফাদার বললেন, তাঁর গলায় একটা অন্য রকমের সুর বাজছিল। 'কারণ আমরা এখানে আরও এক ঘণ্টা থাকছি না। এমন কি আর এক মিনিটও নয়। এই মুহূর্তে আমাদের জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে হবেই।'

'কি!' অবাক হয়ে ফ্লামবিউ চেঁচিয়ে উঠলেন। 'ঠিক সমস্যা সমাধানের মুখোমুখি এসে—। কেন, তুমি কি বুঝতে পারছ না আমরা প্রায় লক্ষ্যভেদ করেছি। কারণ ওরা ভয় পেতে আরম্ভ করেছে।'

পাথরের মতো ঠাণ্ডা গলায়, ভাবলেশহীন মুখে ফাদার ব্রাউন বললেন, 'যতক্ষণ আমরা এখানে আছি, ওরা আমাদের ভয় পাচ্ছে না। যখন থেকে আমরা এখানে থাকব না তখন থেকেই ওদের ভয় শুরু হবে।'

বেড়ার ধার ঘেঁষে ডঃ ফ্লাডের অস্পষ্ট উপস্থিতি ওঁরা অনুভব করছিলেন। এখন দেখলেন—তিনি সামনে এসেছেন। অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে প্রায় চিৎকার করে ওঁদের দুজনকে বলছেন, 'থামুন, শুনুন। আমি রহস্য ভেদ করেছি। সত্য আবিষ্কার করেছি।'

'তাহলে সেটা স্থানীয় পুলিসের কাছেই বলবেন।' ফাদার ব্রাউন সংক্ষেপে বললেন, 'ওরা নিশ্চয়ই এখুনি এসে পৌঁছবে। আমরা চললাম।'

ডঃ ফ্লাড যেন তীব্র আবেগে ব্যাকুল হয়ে দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে ওদের পথ আটকালেন। আপনাদের কাছে মিথ্যে বলব না যে সত্য আবিষ্কার করেছি। আসলে আমি সত্যের স্বীকারোক্তি দিতে চাই।'

বাগানের গেটের দিকে লম্বা পায়ে এগুতে এগুতে ফাদার ব্রাউন বললেন, 'পাপের স্বীকারোক্তি দেবেন আপনার নিজের গির্জায়, নিজের যাজকের কাছে।'

পলায়মান গোয়েন্দার দল বাগানের দরজার মুখে আবার বাধা পেলেন। এক চোখ-কানা মালি ডান্ তার সেকেলে পিস্তলটা দিয়ে ফাদারের মাথা লক্ষ্য করে ঘা দেবার চেষ্টা করল। ব্রাউন টুক করে মাথাটি নামিয়ে রেহাই পেয়ে গেলেন, কিন্তু ডান্ ফ্লামবিউ-এর প্রচণ্ড মুষ্টির নাগাল থেকে সরে যাবার সময় পেল না। হারকিউলিসের গদার মতো সেই ঘুঁষির ঘায়ে সে চিৎ হয়ে পথের উপর পড়ে গেল। ওরা দুজন জোর কদমে এগিয়ে গাড়িতে চড়লেন। কোন কথা হল না। শুধু ব্রাউন বললেন, ক্যাস্টারবেরি।'

অবশেষে দীর্ঘ নীরবতার পর ফাদার বললেন, 'ওই বাগানে প্রকৃতিতে যে ঝড়ের সঞ্চার দেখেছি তা আসলে আত্মার গভীর থেকে উঠে-আসা।'

ফ্লামবিউ বললেন, 'বন্ধু, তোমাকে অনেককাল ধরে জানি। তুমি যখন দৃঢ়ভাবে কোন ইঙ্গিত কর আমি সেটা সঠিক ভেবেই মেনে নিই। আজ তুমি নিশ্চয়ই একথা বলবে না। ওই উত্তেজনা আর কৌতূহলে ভরা কাজটা থেকে তুমি আমায় জবরদস্তি সরিয়ে নিয়ে এলে শুধুই ওখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে?'

'দেখ, পরিবেশটা যে ভয়ানক তাতে সন্দেহ নেই।' ফাদার ব্রাউন শান্ত স্বরে বললেন, 'বিভীষিকা উদগ্র কামনা আর মানসিক অবদমন ওখানকার পরিবেশটাকে বিষিয়ে দিয়েছে। তার চেয়েও ভয়ের ব্যাপার হল—ওরকম একটা ভীষণ কাণ্ডের মধ্যে কোথাও ঘৃণার লেশ মাত্র ছিল না।'

ফ্লামবিউ ইঙ্গিত করলেন, 'কিন্তু বুড়ো ঠাকুর্দা সম্পর্কে কারুর কিছুটা অপ্রীতি ছিল বলে মনে হয়।'

ফাদার ব্রাউন বললেন, 'কারুর প্রতি কারুর অপ্রীতি নেই ওখানে। ওই অন্ধকার পরিবেশকে যা আরও ভীষণ করে তুলেছে তা হল ভালোবাসা, বুঝলে —ভালোবাসা।'

'বাহ্, ভালোবাসা প্রকাশের চমৎকার ব্যবস্থা! গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা। বুকের মধ্যে তলোয়ার বসিয়ে দেওয়া।'

ফাদার আবার বললেন, 'হ্যাঁ, ভালোবাসাই ওই বাড়িটাকে বিভীষিকায় ভরিয়ে তুলেছে।'

'নিশ্চয়ই তুমি বলতে চাইছ না, সবুজ চশমাওয়ালা ওই বইয়ের-পোকা বিশাল চেহারার লোকটির প্রতি মহিলাটির অবৈধ প্রেম ?'

'না,' ফাদার ব্রাউন বললেন, 'মহিলাটির প্রেম তার স্বামীরই সঙ্গে। একটা বিভীষিকা !'

'আমি তো বহুবার শুনেছি, এই জাতীয় ভালোবাসারই তুমি সমর্থক।' ফ্লামবিউ বললেন, 'একে তুমি কখনই অবৈধ বলতে পারবে না।'

'সাধারণ অর্থে অবশ্য অবৈধ নয়,' ফাদার ব্রাউন উত্তর দিলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধুর দিকে ঘুরে বসে, গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আমি কি জানি না নর-নারীর দাম্পত্য প্রেম ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ ? আমি কি এত বড় মূর্খ যে প্রেম এবং বিবাহকে মর্যাদা দেব না ? কারণ, আমি জানি নর-নারীর এই সম্পর্কের মধ্যে ভগবানের প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চারিত, আর এও জানি, ঈশ্বর-নির্দিষ্ট সৎ পথ থেকে যখন ভ্রষ্ট হয় তখন সেই প্রচণ্ড শক্তি কি ভীষণ দাহিকা নিয়েই না দেখা দেয় ! তখন ইডেনের স্বর্গোদ্যান শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পরিণত হয়—যদিও এক জ্যোতির্ময় পাশব অরণ্য। তুমি কি ভাব আমি এ সত্য জানি না ?'

'আমার সন্দেহ নেই তুমি জান।' ফ্লামবিউ বললেন, 'কিন্তু তোমার কথা শুনে এখনও খুনের মামলাটার কিনারা পেলাম না।'

'ও মামলার কিনারা করা যাবে না।'

'কিন্তু কেন ?'

'কারণ, নিষ্পত্তি করবে কিসের ? কোন খুনই তো ঘটেনি।'

'বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চুপ করে রইলেন ফ্লামবিউ। খুব শান্তভাবে তাঁর বন্ধু বলতে লাগলেন, 'তোমাকে একটা অদ্ভুত কথা শোনাচ্ছি। মহিলাটি যখন দুঃখে প্রায় উন্মাদের মতো ঠিক সেই মুহূর্তে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। সে কিন্তু একবারও খুনের কথা উল্লেখ করল না। একবারও না। এমন কি ইঙ্গিতেও না। সে যা বলল—তা হল পবিত্র বস্তু অপবিত্র করার কথা।'

তারপরে হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে ফাদার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি কখনও টাইরোনের নাম শুনেছ ?'

চেঁচিয়ে উঠলেন ফ্লামবিউ, 'আরে, কি বললে ? টাইগার টাইরোন ? তার পেছনেই তো আমরা ছুটছি। সেই তো হাত বাড়িয়েছে সেণ্ট ডরোথির মূল্যবান সেই পেটিকার দিকে। ও-রকম ভয়ানক স্বভাবের দস্যু এদেশে আগে দেখা দেয়নি। জাতে আইরিশ আর ক্যাথলিক গির্জার প্রতি একটা উন্মাদ বিদ্বেষভাব। ওর কুখ্যাতিই হল একেবারে কিম্ভূত ধরনের, কৌশলের আশ্রয় নিয়ে কাজ হাসিল করা। এদিকে, ওর একটা বিকৃত মানসিক প্রবণতাও আছে, এছাড়া অন্য দিকের বিচারে তাকে খুব খারাপ বলা যায় না, খুনখারাপির মধ্যে সে কখনই থাকে না, আর নিষ্ঠুরতা তার আদৌ পছন্দ নয়, কিন্তু লোকদের উত্তেজিত করবার জন্যে, ভয় দেখাবার

জন্যে সে অনেক কিছুই করতে পারে, যেমন ধর গির্জার ধনরত্ন লুণ্ঠন করা, কবর খুঁড়ে কঙ্কাল বের করে আনা। এই জাতীয় সাংঘাতিক সব কাজ।'

'হ্যাঁ,' ফাদার ব্রাউন বললেন, 'সব-কিছুই ঠিক মিলে যাচ্ছে। অনেক আগেই ব্যাপারটা আমার বোঝা উচিত ছিল।'

ফ্লামবিউ একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি কি বলছ! আমরা তো ওখানে মাত্র ঘণ্টা খানেক খোঁজখবর নিয়েছি—'

'আদৌ কোন খোঁজখবর নেওয়ার দরকার ছিল না এটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।' ফাদার বললেন, 'তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগেই এটা আমার বুঝে নেওয়া উচিত ছিল।'

'তার মানে ?'

একটু চিন্তামগ্ন ভাবে ফাদার ব্রাউন বললেন, 'আজ সকালে টেলিফোনে তিনটে ভিন্ন পর্যায়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে আমি সব ব্যাপারটাই শুনেছি। এখন অবশ্য ব্যাপারটার কোন মূল্যই নেই। প্রথম এক মহিলা আমায় ফোন করে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই হোটেলটায় যেতে বলেন, মানেটা কি হল ? নিশ্চয়ই এর মানে, তখন বৃদ্ধ ঠাকুর্দা মর-মর। তারপরে দ্বিতীয়বার মহিলাটি আবার ফোন করে বললেন, আমার যাবার দরকার নেই! তার মানে কি হল ? নিশ্চয় এই বৃদ্ধ ঠাকুর্দা মারা গেছেন, তিনি মারা গেলেন তাঁর নিজের বিছানায় শান্তিতে। বার্ধক্যের ফলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু। তারপরে মেয়েটি তৃতীয় বার ফোন করল। আমাকে সেখানে যাবার জন্য। তার মানেটা কি হল ? এটাই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা!'

একটু থেমে তিনি আবার বলতে লাগলেন, 'টাইগার টাইরোনের স্ত্রী স্বামীর প্রতি প্রেমে-ভক্তিতে একেবারে ডুবে আছে। টাইরোনের মাথায় একটা ভীষণ কৌশল খেলে গেল, বাইরে থেকে মনে হয় পাগলামি, কিন্তু আসলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধির ফল। সে কিছু আগেই খবর পেয়েছে, তার রত্ন চুরি রুখতে তুমি তাড়া করছ। সেন্ট ডরোথির পেটিকাটি রক্ষার দায়িত্ব তুমি নিয়েছ। এ-খবরও তার জানা ছিল, তোমার অনেক গোয়েন্দাগিরির সঙ্গে আমিও যুক্ত থাকি। সে ঠিক করল পথের মধ্যেই আমাদের আটকাতে হবে, তার কৌশলটা হল একটা হত্যাকাণ্ড ঘটানো। বরং বলা যায়, একটা সাজানো খুন সামনে ধরিয়ে দেওয়া, খুবই বীভৎস, কিন্তু আদপেই খুন নয়। স্ত্রীকে বোঝাতে তাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এটাই তার রেহাই পাবার একমাত্র পথ, কারণ এটা তো সত্যিই খুন নয়। এই বলে অনেক কষ্টে তাকে রাজি করিয়েছে। আর তার স্ত্রীও স্বামীর স্বার্থে যা-কিছু করতে শেষ পর্যন্ত আপত্তি করতে পারত না। মৃতদেহকে ওভাবে ফাঁসিতে ঝোলানো তার ভীষণ খারাপ লেগেছে, আর সেই কারণেই 'পবিত্র বস্তুকে অপবিত্র' করা এই কথাটি তার মনে হয়েছিল। কথাটি সে দু অর্থেই বলেছে। সেন্ট ডরোথির স্মৃতি-পেটিকাটি লুণ্ঠন করা এবং প্রিয়জনের মৃতদেহকে অপমানিত করা। টাইরোনের ডক্টর ভাইটিও জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাবনায় একজন বিদ্রোহী-বিশেষ। কিন্তু ভাইয়ের

প্রতি তার শ্রদ্ধায় ফাঁক কোথাও নেই! মালিটিও টাইগার সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ। এটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মতো যে এতগুলো লোক রত্নদস্যুটিকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসে।

'গোড়া থেকেই একটা ছোট ঘটনায় আমি সত্যের কিছুটা আভাস পাই। ঢুকেই যে ঘরে ডক্টর পুরোনো পুঁথি ঘাঁটছিলেন তার মধ্যে একটা ছোট বই আমার নজরে পড়ে। বইটা সপ্তদশ শতকের। লর্ড স্ট্যাফোর্ডের বিচার নিয়ে লেখা। এই স্ট্যাফোর্ডের ব্যাপারটা আমাদের ইতিহাসে প্রথম গোয়েন্দাগিরির একটি নিদর্শন। স্যার গডফ্রেকে সে খুন করেছিল। তার মৃতদেহ একটা খানার মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। গলা টিপে মেরে ফেলার স্পষ্ট চিহ্ন ছিল। তার উপরে তার বুকের মধ্যে একটা তরোয়াল আমূল বিদ্ধ করাও ছিল। তাই দেখে আমার মনে হয় যে বাড়ির একজন ওই বইটি থেকেই কায়দাটা শিখেছে। তবে খুন করার উদ্দেশ্যে নয়, একটা নকল খুনের রহস্য তৈরি করবার জন্যে। তারপরে অন্য যে ব্যাপারগুলো চোখে পড়ল সবগুলোই বীভৎস শয়তানী, কিন্তু শুধু নিষ্ঠুর ভয়ঙ্করতাই নয়, গোটা সমস্যাকে জটিল করে তুলবার একটা চতুর চক্রান্ত। এই বিরাট সাজানো গোছানো পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল যাতে আমাদের দুজনের রহস্যটা সমাধান করতে অথবা এটা যে আদৌ রহস্য নয় বুঝতে অনেক সময় লেগে যা। তাই তারা প্রিয় ঠাকুর্দার মৃতদেহটাকে বিছানা থেকে তুলে, মাটিতে হাতের পায়ের ছাপ লাগিয়ে লাফঝাঁপ করিয়ে এক জটিল কাণ্ড করে তুলল—বেঁচে থাকতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বৃদ্ধের পক্ষে যার কিছুই করা সম্ভব ছিল না। আমাদের সামনে সমাধানহীন একটি সমস্যা হাজির করাই এর লক্ষ্য ছিল। ভাগ্য ভালো, সময়মতো ওদের উদ্দেশ্যটা আমরা বুঝতে পেরেছি।'

ফ্লামবিউ বলল, 'তুমি বুঝতে পেরেছিলে? কিন্তু আমার আরও কিছু সময় লাগত। কারণ ওই ওষুধের বড়ির ব্যাপারটা আমাকে আরও কিছুক্ষণ ভুল পথে ঘোরাত।'

'যা হোক, শেষ অবধি আমরা সময়মতোই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি।' ফাদার ব্রাউন বললেন।

'আর সেই কারণেই নিশ্চয়ই আমরা এই প্রচণ্ড গতিতে ক্যাস্টারবেরির দিকে গাড়ি ছুটিয়ে চলেছি।' ফ্লামবিউ-এর উত্তর।

সেই রাতে ক্যাস্টারবেরির গির্জায় যা ঘটল—।

সেণ্ট ডরোথির স্মৃতিরক্ষিত সেই পেটিকাটি সোনা আর চুনী দিয়ে কাজ করা, গির্জায় প্রার্থনাকক্ষের পাশের একটা ছোট ঘরে, সাময়িক ভাবে একটি টেবিলের উপর রাখা ছিল। ঠিক হয়েছিল সান্ধ্য বন্দনার পরে একটি আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা করে মূল কক্ষের বেদিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন ছোট ঘরটিতে একটি মাত্র যাজক বিশেষ উত্তেজনা ও সতর্কতার সঙ্গে পাহারার দায়িত্বে ছিল। কারণ টাইগার টাইরোনের আসন্ন আক্রমণের কথা ওরা সবাই জানত। তাই যে মুহূর্তে ওই যাজকটি দেখতে পেল, নিচুমতো একটা খড়খড়ি আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে আর ফাঁকের মধ্য

দিয়ে কিছু-একটা ঢোকবার চেষ্টা করছে, সে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে গিয়ে সেটাকে চেপে ধরল। আসলে বস্তুটা একটা মানুষের দস্তানা-পরা হাত, জামার আস্তিন-টাস্তিন সহ সে বেশ কাবু করেই ধরে ফেলেছে। সাহায্যের জন্যে সে জোর চেঁচাতে লাগল। ঠিক তখুনি তার পেছনের দরজা দিয়ে একটা লোক পেটিটা তুলে নিয়ে ছুটে বেরোতে গেল। যাজকটির হাতে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দস্তানা আস্তিনে মোড়া একটা খড়-পোরা নকল হাত খসে এসে পড়ল।

টাইগার টাইরোন আগেও ঠিক একই কৌশলে রত্ন চুরি করেছে, কিন্তু যাজকটির কাছে তা ছিল অজানা। কিন্তু এমন একজন ছিলেন যার কাছে টাইগারের এই কৌশল অজানা ছিল না। তিনি তাঁর বিশাল গুম্ফ আন্দোলিত করে, বিপুল চেহারাটি নিয়ে ঠিক সেই মুহূর্তে দরজাটি আটকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। টাইগারের পালানো হল না। ফ্লামবিউ এবং টাইগার টাইরোন পরস্পরের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইলেন। মনে হচ্ছিল, সেনাবাহিনীর দুই অধ্যক্ষ দৃষ্টি দিয়ে পরস্পরকে অভিবাদন করছেন।

ই. সি. বেণ্টলে

ট্রেণ্ট'স লাস্ট কেস
(গোয়েন্দা ট্রেণ্টের শেষ মামলা)

অনুবাদক
বাবু মুখোপাধ্যায়

লেখক ও রচনা প্রসঙ্গে

লব্ধপ্রতিষ্ঠ আধুনিক রহস্য-কাহিনীকারদের মধ্যে এডমণ্ড ক্লেরিহিউ বেণ্টলে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। জন্ম ১৮৭২ সালে লণ্ডনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে ১৯০২ সালে প্রথম সাংবাদিক হিসেব যোগ দেন 'ডেলি নিউজ' পত্রিকায়, পরে 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য হন। এই সময় থেকেই 'পাঞ্চ' এবং অন্যান্য সাময়িক পত্র-পত্রিকায়ও লিখতে শুরু করেন।

১৯১২ সালে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রহস্য-উপন্যাস 'ট্রেণ্টস্ লাস্ট কেস' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশ জুড়ে সাড়া পড়ে যায়। কাহিনীর বৈচিত্র্যে এবং আঙ্গিকের নতুনত্বে পরীক্ষামূলক ধরনের এই রহস্য-উপন্যাসখানা সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। কয়েক বছরের মধ্যেই বিভিন্ন ভাষায় বইটির অনুবাদ হয় এবং পরবর্তী-কালে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রহস্য সংকলন গ্রন্থেও এই উপন্যাসটি স্থান পায়। আজ পর্যন্ত প্রকাশিত বেণ্টলের রহস্য উপন্যাসের সংখ্যা খুব বেশি নয়। যে ক-টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে—'ট্রেণ্ট ইনটারভেনস্' (১৯৩৮), 'দোজ ডেজ' (১৯৪০), 'ট্রেণ্ট'স ওন কেস' এবং 'এলিফ্যাণ্টস্ ওয়ার্ক' (১৯৫০) সব চাইতে উল্লেখযোগ্য।

সম্ভবত এই উপন্যাসখানাই বাংলায় প্রকাশিত ই. সি. বেণ্টলের প্রথম রহস্য উপন্যাস।

এক. দুঃসংবাদ

এ পৃথিবীতে যা ঘটে আর যা ঘটা সম্ভব—এই দুয়ের মধ্যে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ, তার সঠিক মূল্যায়ন আমাদের পক্ষে সত্যিই কঠিন।

অজ্ঞাত আততায়ীর হাতের গুলি যখন সিগস্‌বি ম্যাণ্ডারসনের অত্যন্ত ধূর্ত এবং উর্বর মস্তিষ্ককে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল, এ পৃথিবী একফোঁটা চোখের জলের মূল্যেও কোনো ক্ষতি স্বীকার করেনি; পক্ষান্তরে বরং বলা যায় বিপুল ঐশ্বর্যশালী মৃত মানুষটার আত্মগরিমাকেই ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। অথচ তাঁর মৃত্যুর পর এমন একজনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আপনজন পাওয়া গেল না, যে অন্তত দুফোঁটা চোখের জল ফেলবে বা মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে। অন্যদিকে আবার, ব্যবসায়ী মহলে যখন তাঁর মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছল, অনেকেরই কাছে মনে হল ইন্দ্রপতনে তাদের পায়ের নিচে থেকে মাটি বুঝি সরে গেছে।

তাঁর দেশের দুর্যোগময় বাণিজ্যিক ইতিহাসে এর আগে আর কেউ ব্যবসায়ী মহলে এতখানি প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জন করতে পেরেছেন বলে জানা যায়নি। মস্তিষ্কের অন্তরালে এক বিশেষ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ থেকে তিনি অবলীলায় দেশের শিল্পায়নে মূলধন বৃদ্ধি, নিয়ন্ত্রণ এবং লক্ষ লক্ষ টাকার শুল্ক আদায় করে আনতেন। তাঁর মতো ক্ষমতাশালী এবং আর্থিক সম্পত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অভাব অবশ্য দেশে ছিল না, তবু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি, চাতুর্য, বিপর্যয়কে নির্ভীকভাবে মোকাবিলা করার সাহস এবং জলদস্যু নেতার মতো শ্বাসরুদ্ধকারী চমকপ্রদ সব কার্যকলাপ দেশবাসীর কাছে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। নির্মম হাতে তিনি যেভাবে ওয়াল স্ট্রীটের আতঙ্ক সৃষ্টিকারী শেয়ারের দালালদের দমন করে রেখেছিলেন, তার স্মৃতি বহুদিন অম্লান হয়ে থাকবে।

ম্যাণ্ডারসনের পিতামহও এককালে এই দালাল গোষ্ঠীরই একজন ছোটখাট নেতা ছিলেন। পিতামহের দীর্ঘ জীবনের শেয়ার কেনাবেচায় উপার্জিত প্রভূত ধন-সম্পদ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে বাবার কাছ থেকে পান, যিনি নিজেও অবিচ্ছিন্নভাবে একটা ব্যবসা করে সম্পত্তির পরিমাণ বাড়িয়ে গিয়েছিলেন, যদিও সঞ্চয়-স্পৃহা তাঁর ছিল না বললেই চলে।

তাঁর পক্ষে প্রচলিত নব্য আমেরিকান ধনিক সম্প্রদায়-ভুক্ত হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক, যাদের রাজনীতির বনিয়াদ গড়ে উঠেছে স্বচ্ছলতার মসৃণ ঐতিহ্যের ওপর। কিন্তু তাঁর প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। মানসিক গঠন আর শিক্ষা-দীক্ষা জাঁকজমকপূর্ণ ইউরোপের ধনিক সম্প্রদায়ের মতো হলেও, তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তলে বিরাজ করত একটা নিবিড় প্রশান্তি।

কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁর মধ্যে এল পরিবর্তন। তিরিশ বছর বয়সে বাবাকে হারানোর পরেই তিনি যেন দৈববলে রাতারাতি এক নতুন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে

উঠলেন। দেশে তখন যুদ্ধের ডামাডোল। ম্যাগুারসন সেই সুযোগে নিঃশব্দে শেয়ার বাজারের রণক্ষেত্র থেকে সরে এসে ঢুকে পড়লেন বাবার ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে। তাঁর মতো প্রখর বুদ্ধিমানের পক্ষে সংস্থাটির যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আয়ত্ত্ব করতে বেশিদিন সময় লাগল না। নিখুঁত সংরক্ষণশীলতা এবং বিনিয়োগের কৌশল প্রয়োগ করে কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি সংস্থাটিকে বাণিজ্যিক জগতের এক উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছে দিলেন। ততদিনে যৌবনের মতবাদ বদলে তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষে। সুনিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব না হলেও, অনেকের ধারণা, ম্যাগুারসনের এই আমূল পরিবর্তনের পেছনে ছিল মৃত্যুশয্যায় বাবার কিছু অমূল্য উপদেশ। এখানে উল্লেখযোগ্য, তাঁর বাবাই ছিলেন পৃথিবীতে একমাত্র ব্যক্তি, যাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন এবং হয়তো বা ভালোও বাসতেন।

ক্রমে অর্থনৈতিক দুনিয়াতেও তিনি তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলেন। অল্পদিনের মধ্যে কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের তালিকায় তাঁর নাম যুক্ত হল। সারা যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর বিপুল সমৃদ্ধির কথা। আর ম্যাগুারসন নিত্য নতুন পরিকল্পনায় দেশের বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করে নিজের ব্যবসায়িক সম্পদকে ক্রমেই বাড়িয়ে চললেন। তার বিনিয়োগ যে নির্ভুল তা প্রমাণ করতে সময় বিশেষে অতি নির্দয় হতেও তিনি এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করতেন না। কায়েমী স্বার্থের প্রয়োজনে ধর্মঘট আর শ্রমিকদের কর্তৃত্বকে ভাঙার জন্য হাজার হাজার পরিবারকে তিনি নির্দ্বিধায় টেনে এনেছেন, রাস্তায় নামিয়েছেন। এই ধরনের নির্মম কার্যকলাপে তিনি যে শুধু লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের অভিসম্পাত কুড়িয়েছেন তাই নয়, তাঁর অদম্য অর্থ ও ক্ষমতালিপ্সার শিকার হয়ে বিনিয়োগকারী এবং ফাটকাবাজদের দলও প্রতিনিয়ত তাঁর অমঙ্গল কামনা করেছে।

কিন্তু এমন লোকেরও শেষ দিকে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। ব্যাপারটা বহুদিন পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর একান্ত সচিব এবং ঘনিষ্ঠ কয়েকজনই শুধু জানতেন যে ওয়াল স্ট্রীটের অমন দাপটের সময়েও তিনি মাঝেমাঝে স্বদেশের জন্যে মর্মপীড়ায় ভুগেছেন। আকস্মিক আবেগের তাড়নায় সে সময়ে নিজের ব্যক্তিগত দপ্তরে বসে গড়ে তুলেছেন এমন সব পরিকল্পনার ছক যা ফলপ্রসূ হলে শেয়ার বাজারের গতিবিধি রাতারাতি পশ্চাদ্দিকে মোড় নিতে বাধ্য হত। শেষ অব্দি অবশ্য কার্যকর হয়নি এইসব পরিকল্পনা। অথবা বলা যায় ম্যাগুারসন নিজেই তা হতে দেননি।

এহেন মানুষের মৃত্যু সংবাদ শেয়ার বাজারে আকস্মিক সমুদ্র-ঝঞ্ঝার মতো আতঙ্ক আনল। যেন ভূমিকম্পে গড়িয়ে যাওয়ার মতো হুড়মুড় করে পড়তে শুরু করল শেয়ারের দর। ওয়াল স্ট্রীট রূপান্তরিত হল হতাশার মরুভূমিতে। শুধু ওখানেই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল সেই হতাশার ঢেউ। এমন কি ইওরোপেও বেশ কয়েকটি আত্মহননের ঘটনা ঘটে গেল। শেয়ার বাজারে সর্বস্ব বিনিয়োগকারী সেই সব হতভাগ্যদের অনেকে হয়তো ম্যাগুারসনকে চোখেও দেখেনি। প্যারীতে একজন বিখ্যাত ব্যাঙ্কার শান্ত পায়ে নিজের দপ্তর থেকে বেরিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতার চোখের

সামনে হুমড়ি খেয়ে সিঁড়িতে পড়ে মারা গেলেন। পরে দেখা গেল তাঁর মুঠোর মধ্যে রয়েছে চূর্ণবিচূর্ণ একটা বিষের শিশি। ফ্রাঙ্কফুর্টে গীর্জার চূড়ায় উঠে একজন নিচে লাফিয়ে পড়ল। এছাড়া ছুরির আঘাত আর গুলি ছোঁড়াছুঁড়ির অজস্র ঘটনা শোনা গেল বিভিন্ন জায়গা থেকে। এগুলোর সবেরই একমাত্র কারণ ইংলণ্ডের এক নির্জন প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে-যাওয়া একটি হৃদয়—আমৃত্যু অর্থ-লিপ্সার ব্রত নিয়ে যিনি জীবন যাপন করেছিলেন।

আকস্মিক খবরটা আসে ওয়াল স্ট্রীটের এক চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে। একটা চাপা আতঙ্কের আবহাওয়া তখন বিরাজ করছে সেখানে। তার কারণ, এক সপ্তাহ আগে থেকে লুকাস হ্যানের আচমকা গ্রেপ্তার আর তাঁর পরিচালনাধীন হ্যান ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে যাবার ঘটনার জন-প্রতিক্রিয়া ধামা চাপা দেবার মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল ম্যাণ্ডারসন-নিয়ন্ত্রিত এক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী। ঘটনাটি যখন ঘটে শেয়ারের দর তখন স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অনেক ওপরে। স্থানীয় ওয়াকিবহাল মহল অবশ্য এটিকে অতি মন্দার পূর্বাবস্থার লক্ষণ বলে ধরে নেয়, কারণ শস্য-ফলনের যে সরকারী প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছিল তা আশাপ্রদ হয়নি, তাছাড়া রেল-পরিবহনের যে এজাহার প্রকাশ করা হয় তাও ছিলো প্রত্যাশার অনেক নিচে। তবু আসন্ন এই সঙ্কটাবস্থার মধ্যেও ম্যাণ্ডারসন-নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী শেয়ার-দরের ঊর্ধ্বগতি যথারীতি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। একটি দানবিক ক্ষমতাসম্পন্ন হাত অতদূর থেকেও কিভাবে বাজার নিয়ন্ত্রিত করতে পারে গোটা সপ্তাহ ধরে শেয়ার-গবেষকের দল তা অসীম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে গেছে। খবরের কাগজগুলো অবশ্য সোচ্চার ছিল এ সম্বন্ধে। ম্যাণ্ডারসন নাকি ওয়াল স্ট্রীটে নিজের লোকজনের সঙ্গে ঘণ্টায় ঘণ্টায় যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। একটি সাময়িক পত্রিকা গত চব্বিশ ঘণ্টায় মার্লস্টোন থেকে নিউইয়র্কে পাঠানো তারবার্তার বিপুল খরচের হিসেব দাখিল করে জানায়, এই বার্তা-প্রবাহের মোকাবিলা করতে ডাকবিভাগ কর্তৃপক্ষকে নাকি অতিরিক্ত একদল ডাককর্মীকে মার্লস্টোনে পাঠাতে হয়েছে। অন্য একটি পত্রিকা দাবি করে, হ্যান-কেলেঙ্কারি ফাঁস হবার পরেই নাকি ম্যাণ্ডারসন ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা বাতিল করে ঘরে-ফেরার তোড়জোড় শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ অব্দি অবস্থা সম্পূর্ণ নিজ আয়ত্তে এসে যেতে সেই সিদ্ধান্ত নাকচ করে দিয়েছেন।

এগুলো অবশ্য সবই কাগজওয়ালাদের অতিরঞ্জিত খবর। ম্যাণ্ডারসন-গোষ্ঠীর কয়েকজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবসাদারের অনুপ্রেরণায় এবং তাঁদের অনুমোদন নিয়ে বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার সম্পাদকেরা সজ্ঞানে এগুলো লিখেছিলেন। আসলে ওইসব ব্যবসাদারের দল নিজেদের ভবিষ্যৎ-স্বার্থে এই মিথ্যা ভাষণের মারফত কিছুটা বীর-পুজো করে নিতে চেয়েছিলেন। এবং তাঁরা জানতেন ম্যাণ্ডারসন এর প্রতিবাদে একটি শব্দও উচ্চারণ করবেন না। তাঁরা এটাও ভালোভাবে জানতেন যে, ম্যাণ্ডারসনের তরফে ওয়ালস্ট্রীটের অভিযানটি পরিচালনা করছেন ইস্পাত এবং লৌহ ব্যবসায়ী হাওয়ার্ড বি জেফরি। প্রধানত তাঁরই কৃতিত্বে অবিরাম উত্তেজনাটির রেশ চতুর্থ দিনে অনেকটা হ্রাস হয়ে আসে। শনিবার—যদিও সেদিন পর্যন্ত জায়গাটি চাপা কণ্ঠে

মুখর, তবু জেফরি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর দায়িত্ব প্রায় সমাপ্তি পর্বে। ধীরে ধীরে বাজার আবার সরগরম হতে শুরু করেছে এবং দরও কিছুটা উর্ধ্বমুখী। রবিবারটা শেয়ার-বাজারের শান্তিতে ঘুমবার দিন।

সোমাবার ব্যবসা-শুরুর প্রাথমিক লগ্নেই একটা ভয়ঙ্কর গুজব বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। খবরটা আসে বিদ্যুৎ চমকের মতো হঠাৎই। এর সঠিক উৎস খুঁজে পাওয়াও শক্ত, যদিও অনুমান করা হয় প্রথম আভাসটা আসে এক টেলিফোন-কর্মীর কাছ থেকে। একটা জরুরী বিক্রয়-ফরমাশ জানানোর সময় সে নাকি চুপিচুপি খবরটা দেয়। তারপর পাঁচ মিনিটও যায়নি, ব্রড স্ট্রীটের শান-বাঁধানো পথের ধারের নিস্তেজ বাজারটা হঠাৎ গুঞ্জনে মুখর হয়ে ওঠে। ক্রমে শেয়ার-বাজারের জনাকীর্ণ অঞ্চলেও পৌঁছে যায় তার ঢেউ। উদ্‌ভ্রান্তের মতো সবাই দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। সকলেরই মুখে এক ভয়াল জিজ্ঞাসা, এটা কি সত্যি ? এবং প্রত্যেকেরই এক উত্তর—এটা কোন স্বার্থান্বেষীর দুরভিসন্ধিমূলক প্রচার ছাড়া আর-কিছুই নয়। মিনিট পনেরো পরে লণ্ডন থেকে খবর এসে পৌঁছল, ওখানের শেয়ার-বাজার আচমকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নিউ ইয়র্কের বাজার বন্ধ হতে তখনো প্রায় চার ঘণ্টা বাকি।

ওদিকে ম্যাণ্ডারসন-শিবিরেও তখন নিদারুণ এক আতঙ্কের ছায়া। শেয়ার বাজারের সর্বময় নিয়ন্ত্রক এবং তাদের ত্রাণ-কর্তাটির ভয়ঙ্কর পরিণতির খবরটা শুনে তারা একেবারে হতচকিত। ব্যক্তিগত একটা টেলিফোনে খবরটা পেয়ে জেফরির মুখটা মুহূর্তের মধ্যে পাংশু হয়ে উঠল। পতন-উন্মুখ গোটা অর্থনৈতিক দুনিয়ার এক করুণ চিত্র তিনি মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। আরো আধ ঘণ্টা পরে প্রায় ডজন খানেক সংবাদপত্রে যখন ইন্দ্র-পতনের খবর পাওয়া গেল অনেকেই বলাবলি করল এটা নিঃসন্দেহে আত্মহত্যার ঘটনা। কিন্তু এই সংবাদপত্রের একটাও কপি ওয়ালস্ট্রীট পেঁছনোর আগেই ভয়ঙ্কর আতঙ্কর ঝড় বয়ে গেল এবং হাওয়ার্ড বি. জেফরি আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা ঝরা পাতার মতো কোথায় যেন উধাও হয়ে গেলেন।

এতসব ঘটনা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রায় কিন্তু কোথাও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। মাঠে-হাটে কলে-কারখানায় রুজি-রোজগারের ধাক্কায় মানুষের মুখর ব্যস্ততা। এদের কারুর কাছেই সিগস্‌বি মাণ্ডারসন নামধারী অর্থগৃধ্নুর মৃত্যু-সংবাদের কোনো মূল্যই ছিল না।

কিন্তু ম্যাণ্ডারসনের মৃত্যুর পর তাঁর দেশের লোক এক অদ্ভুত তথ্য অবিষ্কার করল। যার একচেটিয়া দাপটে অর্থনৈতিক দুনিয়া উলোট-পালট হয়ে যেতে পারত, সেই বিরাট প্রভাবশালী ব্যক্তিটিকে কবর দেবার সময় শোকপ্রকাশ করার মতো কাউকেও পাওয়া গেল না।

প্রবল উত্তেজনার রেশ দিন দুয়েকের মধ্যে অনেকটা থিতিয়ে এল। আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করল ওয়ালস্টীটের শেয়ার-বাজার।

সম্পূর্ণ ব্যাপারটি থিতিয়ে যাবার আগেই ইংলণ্ডে পরপর দুটি বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে জনসাধারণের দৃষ্টি চলে গেল সেদিকে। শিকাগো লিমিটেড নামে একটি বড় সংস্থা লুণ্ঠিত হল এবং ওই একই দিনে নিউ অরলিনসের প্রকাণ্ড রাস্তায়

একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ তাঁর শ্যালকের হাতে গুলিবিদ্ধ হলেন। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সংবাদপত্রগুলোও ম্যাণ্ডারসন কাহিনী প্রচার বন্ধ করে দিল।

●

দুই. দূরান্তরের ডাক

রেকর্ডের দপ্তরের আসবাবপত্রে সাজানো একমাত্র ঘরে স্যার জেমস ম্যলয়ের টেবিলের ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। স্যার জেমস কলম দিয়ে ইঙ্গিত করতেই তাঁর সচিব মিঃ সিলভার নিজের কাজ ছেড়ে ফোনের কাছে এগিয়ে এলেন।

'হ্যালো? কে বলছেন?···য়্যাঁ?...শুনতে পাচ্ছি না আমি...ওহ্, মিঃ বানার? ...আচ্ছা, আচ্ছা...হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, কিন্তু উনি আজ সন্ধ্যায় ভীষণ ব্যস্ত...ও আচ্ছা। তাহলে একটু ধরুন দয়া ক'রে।'

মিঃ সিলভার রিসিভারটা স্যার জেমসের সামনে বাড়িয়ে ধরলেন। 'কালভিন বানার, সিগস্বি ম্যাণ্ডারসনের ডান হাত। আপনার সঙ্গে উনি আলাদাভাবে কথা বলতে চাইছেন। একটা নাকি খুব গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে।'

স্যার জেমস টেলিফোনের দিকে তাকালেন। খুশি হলেন বলে মনে হল না। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'হ্যালো?...হ্যাঁ, বলুন?' পর মুহূর্তেই মিঃ সিলভার লক্ষ্য করলেন, তাঁর চোখে-মুখে বিস্ময়বিহ্বলতা ফুটে উঠেছে। 'কি সর্বনাশ!' বলে তিনি রিসিভারটা শক্ত করে কানে চেপে ধরে আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর কিছু সময় অন্তর 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' বলতে বলতে ও-প্রান্তের কথাগুলো যেন গোগ্রাসে গিলতে লাগলেন। একসময়ে দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে, রিসিভারের কথা বলার প্রান্ত চেপে ধরে মিঃ সিলভারকে লক্ষ্য করে দ্রুত বললেন, 'ফিগিস আর উইলিয়ামসকে ডেকে আনুন। তাড়াতাড়ি।'

মিঃ সিলভার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

স্বনামধন্য সাংবাদিক স্যার জেমস জাতে আইরিশ, বয়েস প্রায় পঞ্চাশ। দীর্ঘকায় এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী তিনি, গায়ের রঙ গাঢ়, গোঁফ কুচকুচে কালো। প্রভাতী সংবাদপত্র 'দ্য রেকর্ড' এবং সান্ধ্য দৈনিক 'দ্য সান' যে সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয় তার পরিচালকমণ্ডলীর প্রধান তিনি। দ্য সানের দপ্তর এই বাড়িরই উল্টোদিকে অন্য একটা বাড়িতে।

'আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে বলছেন তো?' কিছুক্ষণ ও-প্রান্তের কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনার পর স্যার জেমস বললেন। 'কতক্ষণ আগে জানা গেছে এটা?...হ্যাঁ, বটেই তো, পুলিস তো জানবেই; আর চাকর-বাকরেরা? খবরটা নিশ্চয়ই চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে?...যাই হোক, আমরা চেষ্টা করছি... আর হ্যাঁ, মিঃ বানার, এর জন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। এর প্রতিদান অবশ্যই আপনি পাবেন। এখানে এলেই আমার সঙ্গে দেখা করবেন...হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। আচ্ছা, তাহলে আমি আপনার কথামতো এবার কাজ শুরু করে দিই? ...ছাড়ছি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে স্যার জেমস সামনের তাক থেকে একটা রেলের সময়-সূচি টেনে নিলেন। নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাগুলোতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে তিনি সেটা স্বস্থানে রাখতেই মিঃ সিলভার ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর পেছনে ছিল একজন শক্ত-সমর্থ চেহারার চশমাধারী লোক আর একজন তরুণ।

'ফিগিস, তোমাকে আমি কতকগুলো জিনিস লিখতে দেব,' একটু আগেকার উত্তেজিত অবস্থাটা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠে স্যার জেমস অস্বাভাবিক শান্ত গলায় কথা শুরু করলেন, 'লেখা হয়ে যাবার পর ওগুলো নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, 'সানে'র একটা বিশেষ সংখ্যা বের করতে হবে।' ফিগিস ঘাড় নেড়ে দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল। তিনটে বেজে কয়েক মিনিট। পকেট থেকে নোটবই বের করে, একটা চেয়ার টেনে সে বিরাট লেখার টেবিলটাতে গিয়ে বসল।

নিজের সচিবের দিকে তাকালেন স্যার জেমস, 'সিলভার, তুমি জেমসকে গিয়ে বল, সে যেন আমাদের একজন স্থানীয় সাংবাদিককে তার পাঠিয়ে এখুনি মার্লস্টোনে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। টেলিগ্রামে কারণ উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই। সান বের হবার আগে এ সম্বন্ধে একটাও শব্দ বাইরে প্রকাশ হয় আমার ইচ্ছে নয়—বুঝতে পেরেছ তোমরা ?...উইলিয়ামস, তুমি মিঃ অ্যাণ্টনির কাছে চলে যাও। ওঁকে বলো, বিশেষ একটা খবরের জন্যে তিনি যেন দুটো কলম খালি রাখেন। ফিগিস মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ওঁর কাছে পৌঁছোচ্ছে। খবরটা ঠিকমতো গুছিয়ে লেখার জন্যে ওকে তাঁর নিজের ঘরে বসার সুযোগ দিলেই ভালো হয়। যাবার সময় মিস মর্গ্যানকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। আর টেলিফোন অপারেটরদের বলো, মিঃ ট্রেনটের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাকে ফোনে জানাতে। মিঃ অ্যাণ্টনির সঙ্গে দেখা করে আবার আমার কাছে চলে আসবে। যাও।'

উইলিয়ামস তড়িৎ-বেগে বেরিয়ে গেল।

স্যার জেমস ফিগিসের দিকে তাকালেন। সে তখন নোটবই আর পেন্সিল নিয়ে প্রস্তুত। 'সিগস্‌বি ম্যাণ্ডারসনকে হত্যা করা হয়েছে,' বলেই দুটো হাত পেছনে জড়ো করে স্যার জেমস পায়চারি শুরু করলেন। ফিগিস দ্রুতলিখন পদ্ধতির একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন এমন ভঙ্গিমায় আঁচড় দিল, যেন তাকে বলা হয়েছে, দিনটা আজ খুবই সুন্দর—এটাই তার বৈশিষ্ট্য। 'উনি স্ত্রী এবং দুই সেক্রেটারিকে নিয়ে মার্লস্টোনে হোয়াইট গেবলস্‌ নামে একটা বাড়িতে গত পনেরো দিন ধরে ছিলেন। জায়গাটা বিশপস ব্রিজের কাছাকাছি। বাড়িটা উনি বছর চারেক আগে কিনে-ছিলেন। তারপর থেকে প্রতিবছর গ্রীষ্মের সময় ওখানে কিছুদিন করে থাকেন। গতকাল রাত সাড়ে এগারোটায় উনি শুতে যান,...যেটা তাঁর স্বাভাবিক শোবার সময়। কিন্তু কখন যে উনি বিছানা ছেড়ে উঠে বাড়ির বাইরে চলে গেছেন তা কেউ জানে না। সকাল পর্যন্ত কেউ তাঁর খোঁজও রাখে নি। বাগানের মালি বেলা দশটা নাগাদ তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কার করে। বাগানে একটা ছাউনির পাশে ওটা পড়ে-ছিল। তাঁর বাঁ চোখ দিয়ে চালানো গুলিটা সোজা মাথায় গিয়ে বেঁধে। মৃত্যু

নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে। কব্জিতে কিছু আঁচড়ের চিহ্ন দেখে মনে হয়, মৃত্যুর আগে হত্যাকারীর সঙ্গে তাঁর কিছুটা ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছে। স্থানীয় ডাক্তার, মিঃ স্টককে ডেকে পাঠানো হয়েছিল—এবং তিনিই পোস্টমর্টেম করবেন। বিশপস ব্রিজের পুলিস তদন্তে এসেছিল, কিন্তু তারা মুখ খুলছে না—অবশ্য ব্যাপারটার কোনো সূত্র তারা পেয়েছে বলেও মনে হয় না। ব্যস, এই হলো খবর, এটাকেই সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে হবে। তুমি মিঃ অ্যান্টনির কাছে চলে যাও। আমি ওঁকে ফোনে সব বলে দিচ্ছি।'

ফিগিস চোখ তুলে তাকাল। 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন অত্যন্ত দক্ষ গোয়েন্দাকে তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে—এ কথাটা অনায়াসে জুড়ে দেওয়া যায়।'

'সে তুমি যদি মনে করো তো দিতে পার।'

'আর মিসেস ম্যাণ্ডারসন? উনি কি ওখানেই আছেন?'

স্যার জেমস ভুরু কুঁচকে তাকালেন, 'হ্যাঁ, কেন?'

'আচমকা শোক পাওয়াতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন উনি। কারুর সঙ্গে দেখা করতেও চাইছেন না। লোকের মনের স্বাভাবিক কৌতূহল মেটাতে এটা লেখা প্রয়োজন।'

'আমি এ বিষয়ে একমত নই, মিঃ ফিগিস,' গলাটা মিস মর্গ্যানের। লেখার ফাঁকে কখন যে উনি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে পড়েছেন কেউ লক্ষ্য করেনি। স্যার জেমসের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'মিসেস ম্যাণ্ডারসনকে আমি দেখেছি। তাঁর স্বাস্থ্য এবং বুদ্ধি দুইই যথেষ্ট ভালো। ওঁর স্বামীই কি খুন হয়েছেন? তাই যদি হয়ে থাকে, আমার মনে হয় না এ আঘাত তাঁকে শয্যাশায়ী করতে পারবে। বরং পুলিসকে তিনি সর্বভাবে সাহায্য করতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস।'

'ওঁর চরিত্র তাহলে অনেকটা আপনার মতো, মিস মর্গ্যান,' স্যার জেমস মৃদু হাসলেন। 'যাক্‌গে, ফিগিস, তুমি বরং ওটা বাদ দাও!...মিস মর্গ্যান, এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমি আপনার কাছে কি জানতে চাইব?'

'ম্যাণ্ডারসনের জীবনী আমাদের তৈরি করাই আছে,' মিস মর্গ্যান চোখ নামিয়ে বললেন, 'মাত্র কয়েক মাস আগেই আমি ওটার ওপর চোখ বুলিয়েছি। কালকের কাগজে ওটা অনায়াসে দিয়ে দেওয়া যাবে। বছর দুই আগে উনি যখন বার্লিনে পটাশ-সংক্রান্ত ঝামেলাটা মেটাতে গিয়েছিলেন, সেই সময় 'সান' তাঁর সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ ছেপেছিল। খুবই ভালো লেখা, আমার আজও মনে আছে। ওরা ইচ্ছে করলে ওটা আবার প্রকাশ করতে পারে। এর থেকে বেশি কিছু ওরা এই মুহূর্তে সংগ্রহ করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। আমাদের কাছে অবশ্য অনেক টুকরো টুকরো খবর আছে—যদিও বেশির ভাগই বাজে। আমরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারব। এছাড়া মিঃ ট্রেন্টের আঁকা ওঁর দুটো চমৎকার স্কেচ আমাদের হাতে আছে—যেগুলো সম্পূর্ণ আমাদেরই সম্পত্তি। ওঁরা দুজন একবার একসঙ্গে জাহাজে উঠেছিলেন, সেই সময় ওগুলো আঁকা হয়। আমার মনে হয় তোলা ছবির থেকেও ওগুলোর আকর্ষণ বেশি হবে। আমি এখনই ওগুলো আপনার কাছে পাঠিয়ে

দিচ্ছি, আপনি বেছে নেবেন। মোট কথা, আমি যা দেখছি, তাতে 'রেকর্ডের' পরবর্তী সংখ্যার জন্যে কোন অসুবিধেই নেই, কিন্তু কালকের খবরের জন্যে বিশেষ কোনো লোককে ওখানে কি করে পাঠাবেন আমি বুঝতে পারছি না।'

স্যার জেমস গভীর দীর্ঘশ্বাস নিলেন। মিঃ সিলভার ততক্ষণে নিজের টেবিলে বসে পড়েছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের মিস মর্গ্যানের বোধ হয় রেলওয়ে টাইম-টেবলও মুখস্থ।'

মিস মর্গ্যান জামার আস্তিনটা টেনেটুনে ঠিক করে নিলেন। 'আর কিছু?' টেলিফোন বেজে উঠল এই সময়।

'হ্যাঁ, আর একটা কথা।' স্যার জেমস মুচকি হেসে রিসিভারের দিকে হাত বাড়ালেন। 'আমাদের ইচ্ছে, মিস মর্গ্যান, এবার আপনি একটা কিছু ভুল করুন। এমন ভুল হবে সেটা, যাতে আমরা সকলেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ি।' ঠোঁটের কোণে হাসির মতো একটা রেখা ফুটিয়ে মিস মর্গ্যান বেরিয়ে গেলেন।

রিসিভার কানে চেপে ধরলেন স্যার জেমস। 'কে অ্যান্টনি?' কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সম্পাদকের সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়লেন।

মিনিট পাঁচেক পরে উর্দি-পরা একটি অল্পবয়সী ছেলে এসে খবর দিল, মিঃ ট্রেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। স্যার জেমস আচমকা মিঃ আণ্টনির সঙ্গে কথাবার্তার ছেদ ঘটালেন। ছেলেটিকে বললেন, 'এখুনি ওঁকে আমার লাইনে দিতে বল।'

আরো কয়েক সেকেণ্ড পরে রিসিভার ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'হ্যালো!'

ও প্রান্ত থেকে জবাব এল, 'হ্যালো! হ্যাঁ, কি চাই বল?'

'আমি ম্যলয় বলছি', স্যার জেমস বললেন।

'সে তো বুঝতেই পারছি। আর ইনি হলেন মিঃ ট্রেণ্ট, যাঁকে ছবি আঁকার সময় বিশ্রীভাবে তলব করা হয়েছে। তাই আশা করব ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিশ্চয়ই হবে।'

'ট্রেণ্ট,' স্যার জেমস গভীর অনুভূতি-মেশানো গলায় বললেন, 'ব্যাপারটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কিছু কাজ তোমাকে করে দিতে হবে।'

'তার মানে নতুন কোনো খেলা খুঁজে পেয়েছ। কিন্তু ম্যলয়, আমি তোমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি, ছুটি-ফুটি নেওয়া এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার হাতে অজস্র কাজ। বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর জিনিস নিয়ে আমি এখন ব্যস্ত আছি। আচ্ছা, একটা লোককে একান্তে থাকার সুযোগ তোমরা দিতে চাও না কেন?'

'একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে, ট্রেণ্ট।'

'কি হয়েছে, বল—'

'সিগস্‌বি ম্যাণ্ডারসনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু হত্যাকারীর সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি…' ফিগিসকে বলা তথ্যগুলো স্যার জেমস আরো একবার পুনরাবৃত্তি করলেন।

তাঁর কথা শেষ হবার পর ও-প্রান্তে কয়েকটা ঘোঁতঘোঁত শব্দ হল।

'বল এবার,' স্যার জেমস সাগ্রহে ঝুঁকে বসলেন।

'লোভনীয় টোপ!'

'তুমি তাহলে আসছ?' ছোট্ট নীরবতা।

'ট্রেন্ট?'

'স্থাখো ম্যলয়, এ কেসটা আমার হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। আমাদের পক্ষে এখনই এ বিষয়ে জোর দিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। এটা রহস্য-জনক ঘটনা হতে পারে, আবার অতিসাধারণ কোন ব্যাপার হওয়াও সম্ভব। মৃতদেহের পোশাক থেকে মূল্যবান কিছু সরানো হয়নি, এ তথ্যটা নিশ্চয়ই কৌতূহলজনক; কিন্তু এও তো হতে পারে, বাগানে কোন ভবঘুরেকে শুয়ে থাকতে দেখে তিনি লাথি মেরে তাড়াতে গিয়েছিলেন, সেই সময় লোকটা খেপে উঠে তাঁকে গুলি মেরে দেয়। এক্ষেত্রে হত্যাকারীর পক্ষে টাকাকড়ি বা দামি কোন বস্তু না-নিয়ে সরে পড়াটাই স্বাভাবিক। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমি তোমাকে জানিয়ে দিই, ম্যাণ্ডারসনের অপকর্মের এই সামাজিক প্রতিবাদের জন্যে বেচারের প্রাণদণ্ডের আয়োজন করতে আমি অন্তত রাজি নই।'

স্যার জেমস হাসলেন—সাফল্যের হাসি এটা। 'পাথর তাহলে গলেছে। তুমি তাহলে যেতে প্রস্তুত? অবশ্যই কেসটা যদি তোমার মন-মতো না হয়, তাহলে যে-কোন সময়ে তুমি ফিরে আসতে পারবে—আমি তাতে বাধা দেব না। এখন ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এখানে আসতে পারবে তো?'

'তা হয়তো পারা যাবে। তা ওখানে যাবার জন্য কতটা সময় পাচ্ছি আমি?'

'সময় খুব কম—সেইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। আজকের রাত্তিরটা আমাকে স্থানীয় একজন সাংবাদিকের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। ওখানে যাবার সারা দিনের একমাত্র ভালো ট্রেনটা আধ ঘণ্টা আগে রওনা হয়ে গেছে। পরেরটা অনেক ধীর গতির—প্যাডিংটন থেকে ছাড়ছে মাঝ-রাতে। তুমি ইচ্ছে করলে আমার বুস্টারটা নিতে পার'—স্যার জেমস নিজের মোটরগাড়ির কথা উল্লেখ করলেন। 'তবে যাই কর, রাতে ওখানে গিয়ে তুমি কিছুই সুবিধে করতে পারবে না।'

'আর আমার ঘুমেরও বারোটা বাজবে। না হে, ট্রেনেই যাব আমি। ট্রেনে চাপতে আমার ভালো লাগে, সে তো জানো তুমি। তার থেকে তুমি বরং এক কাজ কর, ওই জায়গার কাছাকাছি কোনো হোটেলে আমার জন্যে একটা ঘরের ব্যবস্থা করে ফেল।'

'এখনই ব্যবস্থা করছি। তুমি যত তাড়াতাড়ি পার চলে এস।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন স্যার জেমস। আবার যখন তিনি কাগজপত্রে মনোযোগ দিতে যাচ্ছেন সেই সময় নিচে রাস্তা থেকে একটা হৈ চৈ-য়ের শব্দ ভেসে এল। খোলা জানলাটার কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। ফ্লিট স্ট্রীটে 'সানের' দপ্তরবাড়ির সংকীর্ণ প্রবেশ-পথ থেকে একদল তরুণ চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে আসছে। ওদের প্রত্যেকের হাতে এক গোছা সংবাদপত্র আর একটা করে চওড়া পিজবোর্ড, তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—

'সিগস্‌বি ম্যাণ্ডারসন নিহত

মুচকি হেসে স্যার জেমস পকেটে চাপড় দিলেন। পাশে দাঁড়ানো সিলভারকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আর কিছু হোক না হোক, এতে আমাদের কিছু আমদানি হবে।'

এটাই যেন ম্যাগুরসনের সমাধিস্তম্ভের উৎকীর্ণ-লিপি।

তিন. প্রাতরাশ

এর পরের দিন সকাল আটটায় মিঃ ন্যাথানীস বার্টন কাপল্‌স্ মার্লস্টোনের একটা হোটেলের বারান্দায় বসেছিলেন। প্রাতরাশের কথা ভাবছিলেন তিনি। গতকাল উত্তেজনা এবং মৃতদেহ আবিষ্কারের পরবর্তী কার্যকলাপের দরুণ তাঁর পরিপাক-যন্ত্রের সরবরাহ ব্যবস্থায় কিছু বিঘ্ন ঘটেছিল, যার দরুণ ভোর হতেই তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলেন। নিয়মিত সময়ের এক ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠে, প্রাতরাশের সঙ্গে তিনটে টোস্ট আর একটা ডিম অতিরিক্ত খাবার পর জঠরাগ্নি খানিকটা নিভেছে, বাকিটা তিনি স্থির করেছেন আর-একটু পরে পূরণ করে নেবেন।

এ-সম্বন্ধে মন স্থির করার পর কাপলস প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণের দিকে মনোযোগ দিলেন। মনোরম সমুদ্র-উপকূলের অসমতল জমির ওপর দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন তিনি। সেখানে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে সমুদ্রের টলটলে জলের ওপর মাথা উঁচু-করে-থাকা অসংখ্য তীক্ষ্ণ প্রস্তরখণ্ড আশেপাশের তীরভূমিকে অদ্ভুত রকমের মনোরম করে তুলেছে। দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের শিখরমালা। সেই উঁচু জমি ক্রমশ ঢালু হয়ে গহন অরণ্য, পশুচারণ এবং কৃষিভূমি পার হয়ে সমুদ্র-উপকূলে এসে পড়েছে। কাপল্‌স্ মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

কাপল্‌স্ মাঝারি উচ্চতার লোক। কৃশকায়, বয়েস প্রায় ষাট। দৈহিক গঠন-বিন্যাসে নমনীয় দেখালেও ওই বয়েসের পক্ষে তিনি যথেষ্ট শক্তিমান এবং পরিশ্রম করার ক্ষমতাও রাখেন। ছড়ানো-ছিটোনো কিছু দাড়ি এবং গোঁফ থাকা সত্ত্বেও তাঁর সদাশয় মুখের সরু গঠন ঢাকা পড়ে না; চোখ দুটো গাঢ় এবং প্রাণবন্ত; তীক্ষ্ণ নাক এবং সরু থুতনি তাঁকে যাজকের ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে, এবং এ ব্যাপারটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে আরো সাহায্য করছে তাঁর ঘন রঙের পোশাক এবং কালো নরম টুপিটা।

কাপল্‌স্ লণ্ডন অদৃষ্টবাদী সংস্থার একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। ব্যাঙ্কিং-এর কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। স্ত্রী মারা যাওয়ায় এবং কোনো সন্তান না থাকায় সাংসারিক জীবনে দায়দায়িত্বহীন। তাঁর একান্ত অনাড়ম্বর অথচ সুখী জীবনের বেশির ভাগই কাটে বইয়ের সান্নিধ্যে এবং যাদুঘরের সংগ্রহশালায়। কতকগুলো অদ্ভুত এবং অসম্বন্ধ বিষয়ে নিগূঢ় জ্ঞান থাকার দরুণ তিনি খুব সহজেই যাদুঘরের অধ্যাপক, তত্ত্বাবধায়ক এবং একান্ত অনুরক্ত গবেষকদের মাঝে নিজের স্থান করে নিতে পারেন। শান্ত এবং উপদ্রবশূন্য ওদের পৃথিবীকে কাপল্‌স্ ভালোবাসেন, যার জন্যে ওদের সৌহার্দ্যময় অথচ প্রথাবর্জিত সান্ধ্য ভোজসভাগুলোতেও তাঁকে প্রায়ই দেখা যায়। তাঁর সব চাইতে প্রিয় লেখক হলেন মঁতে।

বারান্দার ছোট্ট টেবিলটা ছেড়ে কাপল্‌স্ উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় বিরাট একটা মোটরগাড়ি হোটেল-চত্বরে প্রবেশ করল। 'কে ও?' ওয়েটারকে তিনি প্রশ্ন করলেন।

'আমাদের ম্যানেজার,' জার্মান তরুণটি উত্তর দেয়, 'ট্রেন থেকে এক ভদ্রলোককে আনতে গিয়েছিলেন।'

মূল ফটকের সামনে গাড়িটা থামতে দারোয়ান দৌড়ে গেল, পরক্ষণে দীর্ঘ-কায়, যে লোকটি গাড়ির দরজা খুলে নেমে এল, তাকে দেখে কাপল্‌স্‌ আনন্দে আর বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠতে চাইলেন। হোটেলের বারান্দায় উঠে একটা চেয়ারের মাথায় টুপি খুলে রাখল সে। কাপল্‌সের থেকে বয়েসে ছোট লোকটি, তার হাড়গিলে মুখে ফুটে রয়েছে মনোরম হাসির রেখা; পরনের খসখসে ট্যুইডের পোশাক, মাথার চুল এবং ছোট গোঁফটা একদম অবিন্যস্ত।

'আরে, কাপল্‌স্‌!' চিৎকার করে ছুটে এসে লোকটি কাপল্‌সের পিঠে চাপড় মেরে তাঁর বাড়ানো হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল। 'আজ আমার বরাত খুবই প্রসন্ন দেখছি। এক ঘণ্টার মধ্যে দু-দুজন ইমানদার আদমির সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। তারপর কেমন আছ বল—'

'আমি একরকম তোমার অপেক্ষাতেই ছিলাম, ট্রেন্ট।' কাপল্‌সের মুখ হাসিতে ভরে উঠল, 'থাক ওসব পরে হবে। তুমি তো এখনো সকালের খানা কিছু খাওনি। ওটা কি আমার টেবিলে বসেই সেরে নেবে?'

'আপত্তি নেই কিছু। গল্প করতে করতে খাওয়াটা ভালোই জমবে। তুমি বরং আমার খাবার-দাবারের ব্যবস্থাটা করে ফেল, আমি হাত মুখ ধুয়ে আসছি। মিনিট তিনেকের মধ্যেই এসে যাব।' ট্রেন্ট ভেতরে ঢোকার পর কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে কাপল্‌স্‌ও গুটিগুটি পায়ে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কাজ মিটিয়ে ফিরে এসে কাপল্‌স্‌ দেখলেন, ট্রেন্ট কাপে চা ঢালছে, সামনের সাজানো খাবারগুলোর ওপর তাঁর মোটেই মনোযোগ নেই।

'আজকের দিনটা প্রচুর খাটাখাটনির মধ্যে যাবে মনে হচ্ছে,' অদ্ভুত ঝাঁকুনির সঙ্গে কথা বলেন ট্রেন্ট, সম্ভবত এটাই তাঁর বদ অভ্যাস। 'সন্ধ্যে পর্যন্ত সম্ভবত আর খাওয়া জুটবে না। কেন আমি এখানে এসেছি নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছ?'

'অবশ্যই,' কাপল্‌স্‌ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন। 'তুমি এসেছ 'সানে'র প্রতিনিধি হয়ে খুনটা সম্বন্ধে লিখতে, তাই তো?'

'তোমার উত্তরটা বড় সাদামাটা ধরনের হল।' ট্রেন্ট কাপে চুমুক দিলেন। 'আমি হলে জবাবটা অন্যরকম হত। আমি হলে বলতাম—আমি এসেছি রক্ত-পাতের প্রতিফল দিতে, অপরাধীকে খুঁজে বের করতে আর সমাজের দাবি পূরণ করে প্রশংসার মালা গলায় পরতে। এটাই আমার কাজ। আর শুনে রাখ, কাপল্‌স্‌, আমার সূচনাটা ভালোই হয়েছে। একটু অপেক্ষা কর, তোমাকে সব বলছি।' এরপর কিছুক্ষণ নীরবতা, ট্রেন্ট গোগ্রাসে খেতে শুরু করলেন আর কাপল্‌স্‌ হাসিমুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একসময় মুখ তুলে তাকিয়ে ট্রেন্ট বললেন, 'তোমার এই হোটেলের ম্যানেজারটির যথেষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। উনি আমার একজন অন্ধ ভক্ত। আমার অনেক কেস সম্বন্ধে উনি যা জানেন দেখলাম আমায় নিজেরই অতটা জানা ছিল না। আমি

যে আজ আসব, এ কথাটা 'রেকর্ড' অফিস তাঁকে গতকাল তার করে জানিয়ে দিয়েছিল, সেই অনুযায়ী সকাল সাতটায় আমি ট্রেন থেকে নামতেই দেখলাম উনি গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। আর গাড়িও তেমনি পেল্লায় ধরনের, ওতে খড়ের গাদা অনায়াসে বয়ে নেওয়া যায়।...একেই বলে খ্যাতির বিড়ম্বনা।'

কাপে চুমুক দিয়ে ট্রেন্ট বলে চললেন, 'ওঁর প্রথম কথাটাই ছিল, আমি মৃতদেহটা দেখতে যাব কিনা। যদি যাই, সে ব্যবস্থা উনি করে দেবেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি ভদ্রলোকের। খবরাখবর নিয়েই এসেছিলেন। মৃতদেহটা আছে ডা. স্টকের সার্জারি ঘরে। যেমন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে উনি ওটাকে শুইয়ে রেখেছেন। আজ সকালেই পোস্টমর্টেম হবার কথা ছিল, আমি তাই সময়মতোই পৌঁছেছিলাম। যাই হোক, ভদ্রলোক তো আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। কথা-বার্তাতেই বুঝলাম, ওঁর সঙ্গে ডাক্তারটির বেশ হৃদ্যতা আছে। আমার সম্বন্ধে আভাস বোধ হয় আগেই দিয়ে রেখেছিলেন, যার জন্যে ডাক্তারটি আমাকে আদ্যোপান্ত সব কিছু খুলে জানালেন। যে কনস্টেবলটি ওখানে দায়িত্বে ছিল, সেও সহযোগিতা করল আমার সঙ্গে। অবশ্য তার নামটা যাতে আমাদের কাগজে ছাপা না হয় সে সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছে...'

'নিয়ে যাবার আগে মৃতদেহটা আমি দেখেছিলাম,' কাপল্‌স্‌ বললেন। 'উল্লেখ-যোগ্য তেমন কিছু আমার চোখে পড়ল না, কেবল গুলিটা চোখের ভেতর দিয়ে যাওয়াতে মুখের বিশেষ বিকৃতি ঘটেনি আর রক্তপাতও বোধ হয় খুব বেশি হয়নি। কব্জিতে কয়েকটা আঁচড়ের দাগ ছিল দেখেছি। অবশ্য আমি এ ব্যাপারে একেবারেই আনাড়ি, তোমার অভিজ্ঞ চোখে হয়তো আরো অনেক কিছু ধরা পড়েছে।'

'তা কিছু পড়েছে, তবে সেগুলো কাজে লাগার মতো কিছু কিনা জানি না। কতকগুলো আবার অদ্ভুতও। যেমন, কব্জির আঁচড়গুলোই ধর; আচ্ছা, ওগুলো কি উনি মারা যাবার আগেই তুমি দেখেছ?'

কাপল্‌স্‌ কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে নিলেন, 'না। ম্যাণ্ডারসনের সঙ্গে শেষবার যখন আমার কথা হয়, সে হাতাওয়ালা জামা পরেছিল। আর হাতাটা বেশ খানিকটা নামানো ছিল চেটোর ওপর, তাই সে-সময় ওগুলো আমার চোখে পড়ার কথা নয়।'

'ওই ভাবেই তিনি জামা পরতেন, অন্তত আমার ম্যানেজার-বন্ধুটির বক্তব্য তাই। কিন্তু তুমি হয়তো লক্ষ্য করনি, জামার হাতা দুটো তাঁর মৃত্যুর সময় আদৌ নামানো ছিল না, ওগুলো ছিলো কোটের হাতার ভেতর— যেন তাড়াতাড়িতে কোটটা পরাতে উনি হাতা নামাতে সময় পাননি। এই কারণেই কব্জিটা তোমার নজরে পড়েনি।'

'এ ব্যাপারটা তাহলে নিশ্চয়ই ইঙ্গিতবহ,' কাপল্‌স্‌ মৃদু গলায় বললেন। 'এর থেকে ধরে নেওয়া যায়, বিছানা থেকে ওঠার পর তাকে খুব দ্রুত পোশাক পরতে হয়েছিল।'

'কিন্তু তাই কি? ম্যানেজারটির অবশ্য তোমার মতোই ধারণা। তার ভাষায়,

পোশাক-আশাকের দিক দিয়ে ম্যাণ্ডারসন পুরোপুরি ফুলবাবু ছিলেন, সুতরাং রহস্য-জনকভাবে ঘর ছেড়ে বেরোনোর সময় তাঁকে নিশ্চয়ই হুড়োহুড়ি করে পোশাক বদলাতে হয়েছিল। এরপর ওঁর জুতো দেখিয়ে সে বলে, এ ব্যাপারেও নাকি তিনি অত্যন্ত ফিটফাট ছিলেন, অথচ তাড়াতাড়িতে ফিতেটাও ঠিকমতো বাঁধতে পারেননি। ···এটা আমিও অস্বীকার করতে পারলাম না। তারপর বাঁধানো দাঁতের পাটিটাও উনি ঘরে ফেলে এসেছিলেন, ম্যানেজার এটাও আমাকে দেখিয়ে দেয়। এর জবাবে আমি আবার তাঁকে দেখালাম ওঁর চুলটা। নিখুঁতভাবে সিঁথি কেটে সেটা আঁচড়ানো। এটা কি করে সম্ভব হল? আর পোশাকের তলাতেই বা অতকিছু তিনি কি করে পরলেন? যাবতীয় অন্তর্বাস, জামার বোতাম, মোজা আটকানোর ফিতে, তাছাড়া চেনে-বাঁধা ঘড়ি, টাকা-পয়সা, চাবি—এ সমস্ত?···আমাদের ম্যানেজার সাহেব এর কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। তুমি পারবে নাকি?'

কাপল্‌স্ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর বললেন, 'এর থেকে মনে হয়, তাড়াহুড়ো তাকে করতে হয়েছিল। পোশাক বদলানোর শেষ পর্যায়ে। কোট আর জুতোটা সে সেই সময়েই পরে।'

'কিন্তু বাঁধানো দাঁতটা শেষ অব্দি পরতে পারেন নি। যে ও জিনিস ব্যবহার করে তাকে একবার জিজ্ঞেস করো তো, এটা সম্ভব কিনা? তাছাড়া, আমি শুনেছি, পোশাক পরার আগে তিনি মুখহাতও ধোননি—যেটা তাঁর মতো ফিটফাট স্বভাবের লোকের আগেই করা স্বাভাবিক ছিল। অর্থাৎ, প্রথম থেকেই উনি তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিলেন।···আরো আছে। সোনার ঘড়িটা রাখার জন্যে ওয়েস্টকোটের একটা পকেটে চামড়ার লাইনিং দেওয়া খোপ করা আছে, অথচ ঘড়িটা উনি রেখেছিলেন পাশের অন্য একটা পকেটে। এসব ঘড়ি বয়ে বেড়ানো যাদের অভ্যাস, তারাই বুঝবে ব্যাপারটা কি রকম বেখাপ্পা। তাহলে এখানে দুরকম লক্ষণই দেখা যাচ্ছে: উত্তেজিত অবস্থা এবং হুড়োহুড়ি—আর ঠিক তার বিপরীত। তাই, এখনই শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে আমি কিছু সিদ্ধান্ত নিতে চাই না। জায়গাটা আমি সরেজমিনে দেখতে যাব—যদি অবশ্য বাড়ির লোকেরা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি থাকে।' ট্রেন্ট আবার খাওয়ার দিকে মনোযোগ দিলেন।

কাপল্‌সের মুখে হাসিতে ভরে উঠল। 'এটাই হচ্ছে মোদ্দা কথা, এবং এক্ষেত্রে আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করতে পারব।' ট্রেন্ট সবিস্ময়ে তাকালেন। 'তোমাকে আমি তখন বলছিলাম না, যে আমি একরকম তোমার প্রত্যাশাতেই ছিলাম? ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। ম্যাণ্ডারসনের স্ত্রী হল সম্পর্কে আমার ভাইঝি···'

'কি!' ট্রেন্ট সশব্দে কাঁটা চামচ আর ছুরি প্লেটের ওপর ফেলে দিলেন। 'কাপল্‌স্, তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?'

'না ট্রেন্ট, ঠাট্টা আমি করিনি। ম্যাবেলের বাবা, জন পিটার ডোমিক, হলো আমার স্ত্রীর ভাই—অর্থাৎ আমার শালা। সম্ভবত ওর বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোনোদিন আলোচনা হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, ম্যাবেলের বিয়ের ব্যাপারটা

আমার কাছে এক দুঃখের অধ্যায়, যার জন্যে ওর কথা আমি সচরাচর এড়িয়ে চলি। যাকগে, যে কথা হচ্ছিল: গত রাতে, যখন ও-বাড়িতে গিয়েছিলাম··· বাড়িটা তুমি এখান থেকেই দেখতে পাবে। গাড়ি করে তোমাকে ওখান দিয়েই আসতে হয়েছে।' ঝাউ জাতীয় কয়েকটা গাছের ফাঁক দিয়ে একটা লাল রঙের ছাদের দিকে নির্দেশ করলেন তিনি। পাশের ছোট্ট গ্রামটার মধ্যে ওটাই একমাত্র পাকা বাড়ি।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দেখেছি। বিশপস্ ব্রিজ থেকে আসার সময় অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ম্যানেজার ওটাও আমাকে দেখিয়েছে।'

'ওখানে অনেকেই তোমার কাজ-কর্মের বিষয়ে জেনে গেছে,' কাপল্‌স্ বলে চলেন। 'হ্যাঁ, তখন যা বলছিলাম। গত রাতে যখন ও-বাড়িতে গিয়েছিলাম, তখন বানার আমাকে বলল...বানার হচ্ছে ম্যাণ্ডারসনের দুজন সেক্রেটারির একজন, যাই হোক, সে আমাকে বলল, 'রেকর্ড' অফিস থেকে সম্ভবত তোমাকে এ ব্যাপারে তদন্ত করতে পাঠাবে। কথাটা শুনে পুলিসমহল সামান্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু বানারের মুখে তোমার দু-একটা কেসের কীর্তিকলাপ শুনে ওরা আর-কিছু বলেনি। কিন্তু মুশকিল বাঁধল আমার ভাইঝি ম্যাবেলকে নিয়ে। তোমার কথা শুনে ও উৎসাহিত হলেও খবরের কাগজওয়ালাদের সম্বন্ধে ওর ভীষণ ভয়। এই প্রসঙ্গে তোমারই লেখা অ্যাবিংগার কেসের প্রবন্ধগুলোর কথা উল্লেখ করে ও আমাকে অনুরোধ করল, যে করে হোক সাংবাদিকদের যেন এর থেকে আমি দূরে সরিয়ে রাখি। তবে রহস্যের মীমাংসা হোক, এটা ও সব সময়েই চাইছে, যার জন্যে তদন্তে ও কোন বাধা দেবে না। এর পর অনেক বোঝাতে হল আমাকে। তোমাকে আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিয়ে, তোমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনেক ফিরিস্তি দিলাম। অবশেষে বরফ গলল। ম্যাবেল এখন তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি।'

ট্রেণ্ট টেবিলের ওপর ঝুঁকে কাপল্‌সের সঙ্গে করমার্দন করলেন। খুশি মনে আবার কথা শুরু করলেন কাপলস্:

'এইমাত্র আমি ম্যাবেলের সঙ্গে ফোনে কথা বলে এলাম। তুমি আসতে ও ভীষণ খুশি। বলছে, তুমি এখনই তদন্ত শুরু করে দিতে পার—আর তার জন্যে ও বাড়ি ঘরদোর প্রস্তুত রেখেছে। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা করতে ও রাজি নয়। কারণ, ইতি মধ্যেই পুলিশের একজন গোয়েন্দা ওকে জেরা করেছে—তাই আবার একজনের কাছে ও একই ঝামেলায় পড়তে চায় না। তাছাড়া ওর ধারনা, ও এমন কিছু জানে না যা দিয়ে কারুর সামান্যতম উপকার হতে পারে। তার থেকে ওর স্বামীর দুই সেক্রেটারি আর মার্টিন—মানে বাড়ির কাজের লোকটি, অনেক দরকারি তথ্য জানাতে পারবে বলে ও মনে করে।'

খাওয়া শেষ করে ট্রেণ্ট ভুরু কুঁচকে কিছু চিন্তা করছিলেন। পকেট থেকে পাইপ বের করে খুব ধীরে ধীরে তাতে অগ্নি সংযোগ করে তিনি বারান্দার রেলিঙে গিয়ে বসলেন। 'আচ্ছা কাপল্‌স্ এ ব্যাপারে এমন কিছু কি তুমি জানো, যা আমাকে বলতে তোমার আপত্তি আছে?'

কাপল্‌স্‌ সামান্য চমকে উঠে অবাক দৃষ্টিতে ট্রেন্টের দিকে তাকালেন। 'বুঝলাম না তোমার কথা।'

'আমি ম্যাণ্ডারসনের কথা বলছি। একটা জিনিস প্রথম থেকেই আমার কেমন যেন খটমট লাগছে। সেটা হচ্ছে—একটা লোক নৃশংস ভাবে মারা গেল, অথচ আশ্চর্যের কথা, এ নিয়ে এখানে কারুর মধ্যেই তেমন প্রতিক্রিয়া দেখছি না! এটা অস্বাভাবিক নয়?—যেমন আমাদের ম্যানেজার। সে এতকথা আমাকে বলল কিন্তু তার গলার স্বরে আমি ম্যাণ্ডারসন সম্বন্ধে দুঃখিত হবার লেশমাত্র চিহ্ন দেখলাম না। অথচ শুনলাম, পর পর কয়েকটা বছর গ্রীষ্মের সময় ওঁরা প্রতিবেশীর মতো কাটিয়েছেন। তারপর মিসেস ম্যাণ্ডারসন—মানে তোমার ভাইঝি। কিছু মনে কর না, কাপল্‌স্‌, আমাকে বলা হয়েছে, স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর যতখানি শোকার্ত হওয়া উচিত ছিল, তিনি নাকি তা হননি। এর পেছনে কি কোন কারণ রয়েছে—নাকি সবটাই আমার কল্পনা? ম্যাণ্ডারসন সম্বন্ধে কি কোন রহস্য আছে? একবার আমরা এক সঙ্গে জাহাজে উঠেছিলাম, কিন্তু আমাদের আলাপ হয়নি। আমি ওঁর সামাজিক পরিচয়টুকুই কেবল জানি—আর সেটা খুবই ভয়ংকর। এই কেসে ও ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, যার জন্যে তোমাকে প্রশ্নটা করলাম।'

খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে কাপল্‌স্‌ বেশ কিছুক্ষণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললেন, 'অন্তত আমাদের দুজনের মধ্যে এ ব্যাপারে আলোচনা না-হবার কোন কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। বলা নিষ্প্রয়োজন, এসব পাঁচ কান হওয়া আমার কাম্য নয়। আসল ঘটনা হল, ম্যাণ্ডারসনকে কেউই পছন্দ করত না; আর আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ওর কাছের মানুষরাই ওকে অপছন্দ করত সবচেয়ে বেশি।'

'কেন?'

'এই 'কেন'র ব্যাখ্যা দেওয়া অনেকের পক্ষেই কষ্টকর। আমাকে যদি জিজ্ঞেস কর তাহলে বলব, মানবিকতা নামক বস্তুটা তার মধ্যে একেবারেই ছিল না। বাহ্যিক আচার-আচরণ খারাপ ছিল একথা অবশ্য বলব না; কথা-বার্তা, ভব্যতা-সভ্যতা কোন দিকেই ত্রুটি দেখিনি—কিন্তু কারুর জন্যে যে কিছু করা—সেসব ওর কোষ্ঠীতে ছিল না, কোনদিন কাউকে এতটুকু সাহায্য ও করেনি। আমাকে দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, ম্যাবেলও তাকে নিয়ে সুখী ছিল না।—যদিও তোমার সঙ্গে আমি বন্ধুর মতো মিশি, কিন্তু আসলে তোমার ডবল বয়েস আমার, প্রায় বৃদ্ধের পর্যায়ে পড়ি আমি। ঠিক তোমার মতো আরো অনেকে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশে, তাদের সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করে, কিন্তু আজ অব্দি ম্যাবেল আর ম্যাণ্ডারসনের মতো ঘটনা আমি একটাও শুনিনি। আমার ভাইঝিকে আমি ছোট্ট বয়েস থেকে চিনি, তাই ওর সম্বন্ধে এতটুকুও বাড়িয়ে বলছি না। ওর মতো শান্ত, নির্বিরোধ আর ভদ্রস্বভাবের মেয়ে খুবই বিরল। কিন্তু ম্যাণ্ডারসন বেশ কিছুদিন ধরে ওর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।'

'কিরকম?'

কাপল্‌স্‌ আবার কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন। 'এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে ম্যাবেল আমাকে বলে, ওর নাকি অনন্ত সমস্যা। ম্যাণ্ডারসন ওর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলে এবং এই নিয়ে কোন আলোচনাই করতে চায় না। জানি না এ জিনিস্‌ কবে থেকে শুরু হয়েছিল, বা এর পেছনে সঠিক ব্যাখ্যাটা কি, তবে ম্যাবেলের বক্তব্য অনুযায়ী, ও এ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও ওয়াকিবহাল নয়। আমার কিন্তু মনে হয় ও সবই জানত, কেবল আত্মাভিমানের জন্যে আমার কাছে মুখ খুলতে চায়নি। খুব সম্ভব এরকম বেশ কয়েক মাস ধরে চলছিল। অবশেষে, হপ্তাখানেক আগে, ও আমাকে একটা চিঠি লেখে। এখানে বলে রাখি, ওর আত্মীয়-স্বজন বলতে একমাত্র আমাকেই বোঝায়। খুব ছোটবেলায় ও মাকে হারিয়েছে, তারপর বাবা মারা যাবার পর থেকে বছর পাঁচেক আগে বিয়ে হওয়া পর্যন্ত, আমিই একরকম ওকে মেয়ের মতো মানুষ করেছি। ও ডেকেছিল বলেই এখানে এসেছিলাম আর এখনো রয়েছি।'

কথা থামিয়ে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন কাপল্‌স্‌। ট্রেণ্ট গ্রীষ্মের প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণে মন দিলেন।

'হোয়াইট গেবল্‌সে আমি যাব না,' কাপল্‌স আবার কথা শুরু করেন। 'সামাজিক অর্থনীতি সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিভঙ্গি তোমার ভালোভাবেই জানা আছে; সেই অনুযায়ী, একজন পুঁজিপতির সঙ্গে একজন সাধারণ মানুষের যে সম্পর্ক হওয়া উচিত, আমি সেটা সম্পূর্ণভাবে মেনে চলি। আর তুমি তো জানই, লোকটা তার বিরাট ক্ষমতা কিভাবে অপব্যবহার করত। এই প্রসঙ্গে বছর তিনেক আগে পেনিসেল-ভেনিয়া খনিতে তাকে নিয়ে যে ঝামেলাটা হয়েছিল সেটা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। ব্যক্তিগত অপছন্দের কথা বাদ দিয়েও আমি মনে করি, সে একটা ঘৃণ্য অপরাধী, সমাজের কীট। যাই হোক, আমার আসার উদ্দেশ্য আর ম্যাবেলের সঙ্গে কথাবার্তার বিবরণ মোটামুটি তোমাকে জানালাম। স্বামীর সম্পর্কে ও নিজের সমস্যার কথা জানাতে আমি বলেছিলাম, বিষয়টা নিয়ে ম্যাণ্ডারসনের কৈফিয়ত চাইতে, কিন্তু তাতে ও রাজি হয়নি। ব্যাপারটা না জানার ভান করে নির্লিপ্ত-ভাবে ও তার কাছে থাকতে চেয়েছিল। আর আমি জানি, ও যে ধরনের জেদী মেয়ে, তাতে স্বামীর কাছে কোনদিনই মাথা নত করত না। বন্ধু ট্রেণ্ট, এই হল আমাদের জীবন,' কাপল্‌স্‌ দীর্ঘশ্বাস নিলেন। 'গোঁয়ার্তুমি আর সামান্য ভুল-বোঝাবুঝিতে আমাদের এক-একটা পরিবার এইভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।'

'উনি স্বামীকে ভালোবাসতেন?' আচমকা-করা প্রশ্নটার জবাব কাপল্‌স্‌ সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারলেন না। ট্রেণ্ট আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'মারা যাবার পর সেই ভালোবাসার আর কিছু অবশিষ্ট আছে কি?'

কাপল্‌স্‌ চামচ নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। 'আমি বলতে বাধ্য—না। কিন্তু ওকে তুমি ভুল বুঝো না, ট্রেণ্ট। আমি খুব ভালো করেই জানি, যতদিন ম্যাণ্ডারসনের নাম ওর সঙ্গে জড়িত থাকবে, ততদিন পৃথিবীর কোন শক্তি ওকে দিয়ে একথাটা

স্বীকার করিয়ে নিতে পারবে না। তবে ম্যাণ্ডারসনের এরকম রহস্যময় আচরণ সত্ত্বেও, এটা কিন্তু আমি জানি, সে ম্যাবেলের প্রতি সব সময় সহানুভূতি আর ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে গেছে।'

'তার মানে, তোমার বক্তব্য অনুযায়ী, তোমার ভাইঝি স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়িতে রাজি ছিল না—তাই তো?'

'হ্যাঁ,' কাপল্‌স্‌ গম্ভীর হয়ে জবাব দিলেন। 'আর আত্মসম্মানের প্রশ্ন যেখানে জড়িয়ে রয়েছে, সেখানে আমি ওকে এ ব্যাপারে পীড়াপীড়িও করিনি। তবে সব দিক চিন্তা করে আমি বিষয়টা নিয়ে একবার ম্যাণ্ডারসনের সঙ্গে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেদিন সে সুযোগও জুটে গেল। এই হোটেলের পাশ দিয়ে ম্যাণ্ডারসনকে হাঁটতে দেখে আমি তাকে পাকড়াও করলাম। আমার জন্যে কয়েক মিনিট সময় ব্যয় করতে রাজি করিয়ে তাকে ভেতরে নিয়ে এলাম। ভাইঝির বিয়ের পর থেকে যদিও তার সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখিনি, কিন্তু তবু আমাকে সে ঠিকই চিনেছিল। যাই হোক, সরাসরি কথাটা পাড়লাম। ম্যাবেলের অভিযোগগুলো শোনানোর পর বললাম, এ ব্যাপারে আমাকে টানার জন্যে আমি ওকে সমর্থনও করছি না বা দোষও দিচ্ছি না, কিন্তু যেহেতু ও মানসিক অশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, তাই আমি মনে করি, এর একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা তোমার কাছে চাইবার অধিকার আমার আছে!'

'এতে প্রতিক্রিয়া কি হল?'

'খুব ভালো নয়,' কাপল্‌স্‌ বিমর্ষ গলায় জবাব দিলেন। 'তার জবাবের হুবহু শব্দগুলো আমি তোমাকে শুনিয়ে দিতে পারি। সে বলেছিল, "এ বিষয়ে আপনার নাক না-গলানোই ভালো। আমার স্ত্রী নিজের ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতা যথেষ্ট রাখে। ওর সম্বন্ধে অন্যান্য বহু জিনিসের মতো এটাও আমি জেনেছি।"—এতটুকু উত্তেজনার লক্ষণ আমি তার মধ্যে দেখিনি—আর সে ধরনের লোকও সে ছিল না—যদিও সেই মুহূর্তে তার চোখের দিকে তাকালে অনেকেই হয়ত ভয় পেয়ে যেত। কিন্তু শেষের মন্তব্যটা আর তার উচ্চারণভঙ্গি আমাকে প্রচণ্ড বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছিল!' কাপল্‌স্‌ চায়ে চুমুক দিলেন। 'ম্যাবেল আমাদের পরিবারের একমাত্র সন্তান। আমার স্ত্রী ওর দায়িত্বভার নেবার পর থেকে আমার এক অদ্ভুত মমতা জন্মে গেছে মেয়েটার ওপর। তাই ওর কিছু হলে তার পরোক্ষ প্রভাব আমার ওপরও এসে পড়ে।'

'আমাদের প্রসঙ্গ ঘুরে যাচ্ছে,' ট্রেন্ট নিচু গলায় বললেন। 'কথাগুলোর ব্যাখ্যা তুমি তার কাছে চাওনি?'

'চেয়েছিলাম। তাতে আমার দিকে স্থির চোখে সে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে ছিল, তখন তার কপালের দু-পাশের শিরা দপদপ করে কাঁপছে। সে এক ভয়ঙ্কর মূর্তি! তারপর শান্ত স্বরে জবাব দেয়, "আমার মনে হয় এই নিয়ে আমাদের যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে।" বলেই সে উঠে দাঁড়ায়।'

'উনি কি তোমার সব কথাবার্তা নিয়ে ঐ মন্তব্যটা করেছিলেন?' ট্রেন্ট চিন্তিত স্বরে প্রশ্ন করলেন।

'আক্ষরিক অর্থে সেই রকমই তো দাঁড়ায়। কিন্তু যে ভঙ্গিমাতে সে বলে তাতে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। সেই সময় আমার মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই তার কোন বদ উদ্দেশ্য আছে। সত্যি কথা বলতে কি, মাথা সুস্থির রেখে চিন্তা করার মতো মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না; আমি আচমকা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম'—কাপলসের গলা ভারী হয়ে ওঠে,—'তাই যা মুখে এসেছিল বলে দিই। তাকে এও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম, যে স্ত্রীরা কতখানি স্বামীদের দুর্ব্যবহার সহ্য করবে, এ সম্বন্ধেও আইনে নির্দেশ আছে—এটা যেন সে খেয়াল রাখে। ওর সম্বন্ধে সাধারণ লোকের বিরূপ ধারণার কয়েকটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলি, এই যার চরিত্র, তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। আর এসব কথা একটাও আমি আড়ালে বলিনি; আমাদের সামনে এই বারান্দার ওপর তখন অন্তত আধডজন লোক উপস্থিত ছিল—কথাগুলো সবই তাদের কানে গেছে। কিন্তু আমি তখন এত খেপে আছি যে ওসব গ্রাহ্যই করছিলাম না। কথাগুলো বলার পর অবশ্য বেশ খানিকটা আশ্বস্ত মনে নিজের ঘরে ফিরতে পেরেছিলাম।'

'ম্যাণ্ডারসন কোন উত্তর দেয়নি?'

'একটাও কথা বলেনি। আগের মতো সারাক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সব শুনল। তারপর আমি থামতে মুচকে একটু হেসে হন হন করে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

'আর এগুলো সব ঘটেছিল—?'

'রোববার সকালে।'

'তারপর বোধ হয় জীবিত অবস্থায় তুমি আর ওঁকে দেখনি?'

'না। না, না, বরং বলা ভালো—আর একবার দেখেছিলাম। সেইদিনই, গলফের মাঠে; আমাদের মধ্যে অবশ্য কথাবার্তা হয়নি। পরের দিন সকালেই তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।'

পরস্পরের মুখের দিকে তাঁরা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কয়েকজন স্নানার্থী হৈ-চৈ করে পাশে কতকগুলো চেয়ার দখল করে নিতে কাপল্‌স্‌ উঠে দাঁড়িয়ে ট্রেন্টের বাহু ধরে তাঁকে হোটেলের পার্শ্ববর্তী টেনিস-লনের কাছে নিয়ে এলেন।

'তোমাকে এসব বলার পেছনে আমার একটা উদ্দেশ্য আছে,' ছোট ছোট পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কাপল্‌স্‌ বললেন।

'সেটা আমি বুঝতে পারছি।' নতুন করে পাইপে তামাক ঠেসে ট্রেন্ট আবার অগ্নিসংযোগ করলেন, তারপর কয়েকবার মৃদু টান দিয়ে বললেন, 'তোমার উদ্দেশ্যটা আমি মোটামুটি আঁচও করেছি; চাও তো বলতে পারি।'

কাপল্‌সের গম্ভীর মুখে হাসি ফুটল। কোন মন্তব্য করলেন না তিনি।

'তুমি হয়ত ভেবেছিলে,' ট্রেন্ট গভীর চিন্তান্বিত গলায় বললেন—'বা যদি বলি তুমি নিশ্চিত ছিলে—যে ওদের দাম্পত্য মন-কষাকষির গভীরে এমন কিছু

আছে, যা আমি খুঁজে বার করবই? তোমার ধারণা ছিল, এই হত্যাকাণ্ডে আমার প্রধান সন্দেহ পড়বে মিসেস ম্যাণ্ডারসনের ওপর এবং তা যাতে না-হয়, আমি যাতে অনর্থক তাঁকে নিয়ে চিন্তা না-করি, তার জন্যে তুমি ভাইঝি সম্বন্ধে এমন কিছু তথ্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে জানিয়ে দিলে, যা আমার মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ঠিক?"

'পুরোপুরি। এবার শোন,' কাপল্‌স্ ট্রেন্টের বাহু স্পর্শ করলেন। 'আমি খোলাখুলিভাবেই তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। ম্যাণ্ডারসন মারা যাওয়াতে আমি খুশিই হয়েছি। বেঁচে থাকলে পৃথিবীর অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করা ছাড়া আর কিছু সে করতে পারত না। অবশ্য আমি এও জানি, এর ফলে আমার সন্তানতুল্য একজনের জীবন মরুভূমির মতো হয়ে উঠবে, কিন্তু তা হোক। এখন আমার যাবতীয় চিন্তা ম্যাবেলকে নিয়ে। ওর মতো নরমস্বভাবের মেয়েকে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে লোকে সন্দেহ করবে, এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না। ম্যাবেল এতে ভীষণ রকম ভেঙে পড়বে। আজকাল সমাজ-ব্যবস্থা অবশ্য অনেক পালটে গেছে। ওর বয়সী উচ্চশিক্ষা-পাওয়া মেয়েরা মনকে এমন শক্ত করে গড়ে নিয়েছে যে কোন পরিস্থিতিতেই তারা ভেঙে পড়ে না। এটাকে আমি খারাপ বলছি না, কিন্তু ম্যাবেল ওদের দলে নয়। যথেষ্ট বুদ্ধি, রুচি এবং সুশিক্ষা থাকা সত্ত্বেও মনটা ওর আজও সেই শিশুর মতোই আছে।' হতাশ ভঙ্গিমায় হাতদুটো ছড়িয়ে দিলেন কাপল্‌স্।

ট্রেন্ট হাঁটতে হাঁটতে সামান্য মাথা ঝোঁকালেন। 'ম্যাণ্ডারসনকে উনি বিয়ে করেছিলেন কেন?'

'জানি না।'

'ওঁর অনুরাগী ছিলেন সম্ভবত?'

কাপল্‌স্ দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললেন। 'আমি শুনেছি মেয়েরা সাধারণত তাদের পরিচিত গণ্ডির মধ্যে সব চাইতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির ওপর আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু ম্যাণ্ডারসনের মতো জগৎ-জোড়া ক্ষমতাসম্পন্ন লোকের ওপর কিভাবে ও প্রভাব বিস্তার করল, এটা আমাদের পক্ষে কিছুতেই বলা সম্ভব নয়। আর ম্যাণ্ডারসন যদি ওর প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে, তাহলে সেটা তো আরও আশ্চর্য ঘটনা। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, অর্থনৈতিক জগতে ম্যাণ্ডারসনের প্রতিপত্তির কথা ম্যাবেল শুনলেও, সেটা যে এত বিরাট, তা ওর ধারণা ছিল না। আজও সে ও-বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল বলে আমি মনে করি না। আমার কানে যখন খবরটা এল ওদের বিয়ের ব্যবস্থা তখন পাকাপাকি হয়ে গেছে। অনর্থক ওদের ব্যাপারে নাক গলিয়ে নিজেকে ছোট করতে চাইনা বলে, আমি তখন কোন মন্তব্য করিনি। তাছাড়া ম্যাবেলের বোধশক্তি জাগার মতো যথেষ্ট বয়েস হয়েছিল, আর রীতিগত দিক দিয়ে ম্যাণ্ডারসনের বিরুদ্ধেও কিছু অভিযোগ করার ছিল না। আর তার যা অগাধ টাকা, তাতে যে কোন মেয়েই প্রভাবিত হয়ে পড়বে, এ তো খুবই স্বাভাবিক। এগুলো অবশ্য সবই আমার অনুমান। ম্যাবেল ঠিক

কি কারণে তাকে বিয়ে করেছিল, সেটা ও-ই একমাত্র বলতে পারবে, তবে একটা পঁয়তাল্লিশ বছরের বুড়োর প্রেমে পড়ে যে করেনি, এটা আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েই বলতে পারি।'

ট্রেন্ট মাথা নাড়লেন, আরো কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে হাতঘড়ি দেখে নিলেন। 'তোমার কথাগুলো শুনতে শুনতে এমনই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমার আসল কাজটাই ভুলতে বসেছিলাম প্রায়। আর সময় নষ্ট করব না, আমি এখনই হোয়াইট গেবল্‌সের দিকে রওনা হচ্ছি। সম্ভবত দুপুর পর্যন্ত ওখানেই ব্যস্ত থাকব। এর পরে, যদি কোন কারণে আটকে না পড়ি, তাহলে তোমার সঙ্গে আবার আমি আলোচনায় বসতে পারি।'

'আমি একটু বেড়াতে বেরোচ্ছি,' কাপল্‌স্‌ দাঁড়িয়ে গেলেন। 'গলফ্‌মাঠের পাশে থ্রিট্রনস রেস্তোরাঁয় আমি লাঞ্চ খাব। ওখানে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো। এই রাস্তার ওপরই, হোয়াইট গেবল্‌স্‌ থেকে সিকি মাইল দূরে, দুটো গাছের ফাঁকে রেস্তোরাঁটা দেখতে পাবে। ওদের খাবারগুলো সাধারণ হলেও রাঁধে ভালো।'

'আচ্ছা, চলি তাহলে।' বারান্দা থেকে টুপি তুলে নিয়ে ট্রেন্ট বেরিয়ে গেলেন।

কাপল্‌স্‌ লনের একটা ডেক-চেয়ারে শরীর ডুবিয়ে দিয়ে পেছনে দু-হাতের তালুর ওপর মাথা রেখে, নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বিড় বিড় করে উঠলেন, 'বড় ভালো লোক। অসম্ভব বুদ্ধিমান। আর কি সাংঘাতিক কৌতূহল!'

চার. হাতকড়া ঃ

একজন চিত্রকরের সন্তান ফিলিপ ট্রেন্ট নিজেও একই পেশা গ্রহণ করেন এবং তিরিশ পেরোনোর আগেই ইংরেজ শিল্পজগতে বিরাট সুনাম অর্জন করে ফেলেন। শুধু সুনাম বললে ভুল হবে, তাঁর ছবির ব্যবসায়িক সফলতাও কিছু কম ছিল না। সহজাত ক্ষমতা, দৃঢ় সাধনা, অবসর সময়ে দীর্ঘকালীন অনুশীলন করার অভ্যাস এবং প্রবল সৃজনী উদ্যম—এগুলোই ট্রেন্টের সাফল্যের চাবিকাঠি। এর সঙ্গে পিতার প্রতিষ্ঠাও অবশ্য তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করে। উত্তরাধিকার সূত্রে সেটি অর্জন করার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাফল্যের পেছনে এর থেকেও বড় কারণ বোধ হয় তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা। সদা-সজীব আনন্দোচ্ছল মনোভাব এবং অপরিমিত কৌতুক-রসবোধের দরুন তিনি খুব সহজেই অন্যের মন জয় করে নিতেন। মানব-চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁর ক্ষমতাও বিস্ময়কর, যদিও সাধারণ মেলামেশায় তা বোঝা যেত না।

একবার ছোট্ট একটা ঘটনা থেকে ট্রেন্ট তাঁর খ্যাতি রাতারাতি বহুগুণ বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। সেবার খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা বিশেষ খবরের ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে যায়। খবরটা ছিল ট্রেনে এক জটিল হত্যাকাণ্ড নিয়ে। এর সঙ্গে জড়িত সন্দেহে দু-জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনাটা ট্রেন্টের মনে নতুন উত্তেজনার খোরাক জোগাল। উদ্দেশ্যহীন সংকল্প নিয়ে তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়

এই ঘটনার বিবরণগুলো পড়তে শুরু করলেন। পেশা-বহির্ভূত একটা বিষয়ের ওপর আচমকা আসক্তিতে ট্রেন্ট নিজেও তখন বিস্ময় বোধ করছিলেন। ক্রমে সেটা কৌতূহলে রূপ নিল এবং আরো পরে তাঁর কল্পনাগুলো অদ্ভুতভাবে বাস্তবে মূর্ত হয়ে উঠল। সেইদিন রাতেই তিনি রেকর্ডের সম্পাদককে এক দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। বিশেষ ভাবে এই পত্রিকাকে বেছে নেবার কারণ, ওই পত্রিকাতেই ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ এবং সব চাইতে বুদ্ধিদীপ্ত খবর বেরিয়েছিল।

মেরি রজার্সের হত্যাকাণ্ডে এডগার অ্যালান পো যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, ট্রেন্টের চিঠিটা ছিল প্রায় তারই অনুরূপ। শুধুমাত্র সংবাদপত্রগুলোর খবরের ওপর ভিত্তি করে, এবং তাদের পরিবেশিত কয়েকটা আপাততুচ্ছ তথ্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে, তিনি এমন কিছু প্রমাণ তুলে ধরেন, যাতে হত্যার ব্যাপারে সর্বাধিক সন্দেহ গিয়ে পড়ে একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর ওপর। স্যার জেমস মলয় বড় বড় অক্ষরে চিঠিটা তাঁর পত্রিকায় ছাপিয়ে ছিলেন। এবং সেই একই দিনে সান্ধ্য পত্রিকা 'সানে' তিনি ট্রেন্টের অভিযুক্ত ব্যক্তিটির স্বীকারোক্তিসহ বিবরণ প্রকাশ করেন।

লণ্ডনের ঘাঘু ব্যবসাদার স্যার জেমস এরপর আর কালক্ষেপ করেননি, ট্রেন্টের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করতে তাঁকে নিজের দপ্তরে তলব করেছেন। দুজনের প্রথম সাক্ষাৎকারেই ঘনিষ্ঠতা জমে উঠেছে; ট্রেন্ট তাঁর অসামান্য সহজাত ক্ষমতায় স্যার জেমসের সঙ্গে নিজের বয়েসের পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়েছেন, ফলে সেইদিন থেকেই পরস্পরকে নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছেন তাঁরা। শুধু স্যার জেমসের কক্ষেই নয়, ট্রেন্টের আগমন সেদিন 'রেকর্ডে'র দপ্তরের কর্মচারি-মহলেও সাড়া জাগিয়েছিল। ট্রেন্ট ওদের সকলের মাঝে বসে নিজের চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার নমুনা দেখিয়েছিলেন।

এর কয়েক মাস পরেই ইঙ্গলে রহস্যের সূত্রপাত। স্যার জেমস ট্রেন্টকে সান্ধ্য ভোজে আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে লোভনীয় অর্থের বিনিময়ে তিনি ট্রেন্টকে 'রেকর্ডে'র অস্থায়ী বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে ইঙ্গলে যেতে অনুরোধ করলেন।

'কাজটা তুমি অনায়াসে করে ফেলতে পারবে,' স্যার জেমস বোঝালেন তাঁকে। 'তোমার লেখার হাত ভালো, লোকের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তাও তোমার ভালো মতোই জানা আছে, আর আমি তোমাকে সাংবাদিকতার কৌশলগুলো আধ ঘণ্টার মধ্যে বুঝিয়ে দেব। তাছাড়া এর মধ্যে তুমি যে রহস্যটার মীমাংসা করেছ, তার থেকে আমরা তোমার কল্পনাশক্তি আর বিচার-ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছি। সুতরাং, আমার কাজটা তোমার না-নেওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না।'

ট্রেন্ট বললেন, ব্যাপারটা যদিও তাঁর কাছে নেহাৎই খেলা আর কৌতুকের মতো, তবু তিনি একান্তে ভাববার অবকাশ চান। স্যার জেমস ওখানেই তাঁকে সে সুযোগ করে দিলেন। সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করতে করতে কিছুক্ষণ পরে ট্রেন্ট এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, একমাত্র যে বস্তুটি তাঁকে পিছিয়ে নিয়ে আসছে, তা হল অজানা কাজটি সম্বন্ধে আশঙ্কা। এবং এই অনুভূতিটিকে তিনি সহজেই ঝেড়ে ফেলতে পারবেন। স্যার জেমসের প্রস্তাব গ্রহণ করতে এরপর আর তিনি দেরি

করেননি। এবারেও সফল হলেন ট্রেণ্ট। পুলিশ কর্তৃপক্ষের ওপর দ্বিতীয়বার টেক্কা মারলেন, মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম। কিন্তু তবু গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে তিনি আবার চিত্র-শিল্পে মন দিলেন। সাংবাদিকতার ওপর তাঁর আদৌ মোহ ছিল না, আর স্যার জেমসও জোর করলেন না। কিন্তু তিনি সরে থাকলেও অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদকরা কিন্তু চুপ করে রইল না। বহু লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব আসতে লাগল ট্রেণ্টের কাছে। কাজের অজুহাত দেখিয়ে সবগুলোই প্রত্যাখ্যান করে দিলেন তিনি। এইভাবেই এতদিন তিনি নিজেকে আড়ালে সরিয়ে রেখেছিলেন।

হোয়াইট গেবল্‌সে যাবার ঢালু পথটা ধরে দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে গুল্মের বেড়া দিয়ে ঘেরা প্রশস্ত তৃণভূমির মধ্যে ম্যাটম্যাটে লাল ইটের তৈরি দু-তলা বাড়িটা ট্রেণ্টের চোখে পড়ল। ছাতের কার্নিশের তলায় বড় বড় অক্ষরে লেখা : হোয়াইট গেবল্‌স্। সকালে গাড়ি করে যাবার সময় ট্রেণ্ট বাড়িটাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। আধুনিক কায়দায় তৈরি, সম্ভবত বছর দশেকের পুরনো। চমৎকার পরিবেশ, একটা চিরশান্তির ভাব যেন বিরাজ করছে। বাড়ির সামনে, রাস্তাটা ছাড়িয়ে, বিশাল পশুচারণ-ভূমি অনেক দূরে পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। পেছনে বিরাট বৃক্ষময় জমি উপত্যকা পেরিয়ে চলে গেছে সমুদ্রের ধারে। এমন সুন্দর স্বাস্থ্যময় পরিবেশে হত্যা বা প্রতিহিংসার কথা চিন্তাই করা যায় না। তবু তা ঘটেছে। ঝোপের বেড়ার পাশে, বাগান এবং রাস্তার ধারে যেখানে মালির আস্তানা, সেখানে পাওয়া গেছে একটা মৃতদেহ। কাঠের দেওয়ালের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছিল সেটা।

হোয়াইট গেবল্‌সের মূল ফটক ছাড়িয়ে ট্রেণ্ট ছাউনিটার বিপরীত ধারে এসে দাঁড়ালেন। আরও চল্লিশ গজ যাবার পর রাস্তাটা সহসা বাঁক নিয়ে একটা বিশাল আবাদী জমির মধ্য দিয়ে চলে গেছে। বাঁকটার মুখেই শেষ হয়েছে হোয়াইট গেবল্‌সের সীমানা। ওখানে আছে ঝোপের বেড়ার কোনাকুনি আরো একটা ছোট্ট প্রবেশপথ। ট্রেণ্ট এগিয়ে গেলেন। বোঝা যায় পথটা মালী এবং অন্যান্য কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য। অল্প ঠেলাতেই দরজাটা খুলে গেল। একধারে রডোডেনড্রন-এর সারি অন্য পাশে ঝোপের বেড়ায় মাঝের সঙ্কীর্ণ পথটা ধরে ট্রেণ্ট বাড়ির পেছনের দিকে চললেন। ওই পথের বাঁ-ধারে রডোডেনড্রন-এর সারির মাঝে ছোট্ট একটা ফাঁক দিয়েও কাঠের ঘরটায় পৌঁছনো যায়।

ট্রেণ্ট আশপাশে দেখে নিয়ে ঘরটার চারপাশে তল্লাশি শুরু করলেন। দেহটা যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে কিছু ভাঙা কাচের টুকরো ছাড়া আর কিছু পড়ে নেই, নিচু হয়ে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে মাটিতে হাত বোলাতে শুরু করলেন ট্রেণ্ট। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

অনুসন্ধানে ব্যাঘাত ঘটল একটা শব্দে। বাড়ির সদর দরজাটা টেনে বন্ধ করল কেউ। ট্রেণ্ট তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বেড়ার পাশে এসে দাঁড়ালেন। একজন দ্রুত পায়ে মূল ফটকের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে।

কাঁকর-বিছানো জায়গাটার ওপর ট্রেন্টের পা পড়তে হয়ত কিছুটা শব্দ হয়েছিল, সে থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাল। ট্রেন্টের সঙ্গে চোখাচোখি হল তার। শ্রান্ত এবং অবসাদ-জড়ানো মুখটায় বন্য বাজপাখির মতো দুটো নীল চোখ। তবু মুখটা একজন তরুণের। তার চওড়া কাঁধ আর সুঠাম শরীরের সৌন্দর্য ট্রেন্ট মুগ্ধদৃষ্টিতে উপভোগ করতে লাগলেন। মাথায় ছোট ছোট করে ছাঁটা হলুদ চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো। এগিয়ে এসে মনোরম ভঙ্গিতে সে ট্রেন্টের পরিচয় জানতে চাইল। 'আপনি যদি মিঃ ট্রেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে সুস্বাগতম। আপনার অপেক্ষাই করছিলাম। মিঃ কাপল্‌স্‌ হোটেল থেকে ফোন করেছিলেন। আমি মার্লো।'

'আপনি তো মিঃ ম্যাণ্ডারসনের সেক্রেটারি ছিলেন?' ট্রেন্টের মনে হচ্ছিল ছেলেটি বড় বেশি চতুর। 'আপনাদের অত্যন্ত দুঃসময়ের মধ্যে এলাম। এই সময় কারুরই মন-মেজাজ ভালো থাকার কথা নয়।'

'তা বলতে পারেন,' মার্লোর গলায় কিঞ্চিৎ বিরক্তি। 'রোববার সারারাত আর গতকাল প্রায় গোটা দিনটা গাড়ি চালিয়েছি; তারপর খবরটা শোনার পর কাল রাত্তিরেও ঘুমোতে পারিনি। অবশ্য কেই-বা ঘুমিয়েছে! কিন্তু এখন আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, মিঃ ট্রেন্ট—ডাক্তারের কাছে যাব, করোনার-কোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে। খুব সম্ভব কালই ওটা হবে। আপনি বরং বাড়িতে ঢুকে যান, মিঃ বানার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন—উনিই আপনাকে দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন। আমার মতো তিনিও মিঃ ম্যাণ্ডারসনের সেক্রেটারি ছিলেন। উনি আমেরিকান। আর হ্যাঁ, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে ইন্সপেক্টর মার্চ নামে একজন ডিটেকটিভ এসেছেন। গতকাল থেকেই উনি রয়েছেন।'

'মার্চ?' ট্রেন্ট প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন। 'আরে, সে তো আমার বন্ধু। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি পৌঁছল কি ক'রে?'

'তা ঠিক বলতে পারব না। গতকাল সাউদামটন থেকে আমি ফিরে আসার অনেক আগেই তিনি এসে গিয়েছিলেন। শুনলাম জেরাও করেছেন সকলকে। উনি এখন লাইব্রেরি-ঘরে আছেন, মানে ওই গরাদ-খোলা জানালাওয়ালা ঘরে। আপনি যান, কথা বলুন ওঁর সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, যাব।' মার্লো সামনে এগিয়ে গেল। ঘন ঘাস-জমির পাশ দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথটা বৃত্তের মতো বাঁক নিয়ে বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে একটা খোলা জানালার কাছ-বরাবর চলে গেছে। ট্রেন্ট শ্বাপদের মতো নিঃশব্দে সেদিকে এগিয়ে চললেন। একজন লোকের ওপর চোখ পড়তে ট্রেন্টের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। টেবিলে একগাদা কাগজ-পত্তর ছড়িয়ে পিঠ ফেরানো অবস্থায় মার্চ বসেছিলেন।

'হায় রে আমার বরাত,' কৃত্রিম বিষাদ-মাখানো গলায় ট্রেন্ট বলে উঠলেন। চকিতে মার্চ ঘুরে বসল। 'ছেলেবেলা থেকেই ফাটা কপাল নিয়ে জন্মেছি। এবার ভেবেছিলাম স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে বোধ হয় টেক্কা দিতে পারব। ওব্বাবা, দেখি আমার

আগেই পুলিশ-বাহিনীর সবচেয়ে জাঁদরেল অফিসারটি জায়গা দখল করে বসে রয়েছেন।'

মার্চ সামান্য হেসে জানালার কাছে এগিয়ে এলেন। 'আমি আপনারই অপেক্ষায় ছিলাম, মিঃ ট্রেণ্ট। এ কেসটা আপনার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।'

'আমার রুচির পরিমাপ যখন হয়ে গেছে,' ট্রেণ্ট দরজার দিকে পা বাড়ালেন— 'তখন আশা করব আমার প্রতিদ্বন্দ্বীটি ইতিমধ্যেই পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি অবশ্য অনেক আগে থেকেই এখানে অবস্থান করছেন বলে শুনেছি।' ঘরে ঢুকে তিনি চারপাশে চোখ বোলাতে শুরু করলেন। 'হরিণকে দ্রুতগামী জীব বলে জানি, কিন্তু তাই বলে অত দূর থেকে এত তাড়াতাড়ি? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড কি তাহলে তলে তলে ব্যোম-পুলিসের ব্যবস্থা করেছে?'

'ব্যাপারটা অনেক সহজ,' মার্চ তাঁর পেশাসুলভ গাম্ভীর্যে উত্তর দিলেন। 'আসলে আমি স্ত্রীকে নিয়ে হ্বালভেতে ছুটি কাটাতে এসেছিলাম। জায়গাটা এখান থেকে মাইল বারো দূরে, সমুদ্রের ধারে। ওখানের লোকের মুখেই শুনলাম, এখানে একটা খুন হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি চীফ্‌কে টেলিফোন করি। উনিই আমাকে তদন্ত করতে বলেছেন। তাই সোজা সাইকেল চালিয়ে চলে এসেছি।'

'প্রসঙ্গটা যখন উঠলই তখন জিজ্ঞেস করি—আমাদের মিসেস ইন্সপেক্টর মার্চ কেমন আছেন?'

'উনি আর কোন্ সময় ভালো থাকেন!' মার্চ মৃদু হাসলেন। 'আপনাকে নিয়ে কিন্তু আমরা প্রায়ই আলোচনা করি। যাক, কাজের কথায় আসা যাক এখন। আমি শুনলাম, মিসেস ম্যাণ্ডারসন আপনাকে তদন্ত করার অনুমতি দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।' কাছে এগিয়ে এসে ট্রেণ্ট টেবিলে-সাজানো কাগজপত্র-গুলো দেখলেন, তারপর আস্তে আস্তে টেবিলের ঢাকনিটা তুললেন। দেরাজটা ফাঁকা। 'হুঁ, সব সাফ দেখছি! তাহলে আসুন ইন্সপেক্টর, আমরা আগের মতো আলোচনা শুরু করি।'

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অপরাধ-দপ্তরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর মার্চের সঙ্গে ট্রেণ্ট বেশ কয়েকটি কেসে কাজ করেছেন। শান্ত-প্রকৃতির সুকৌশলী এবং অত্যন্ত বিচক্ষণ এই অফিসারটির নির্ভীকতা সর্বজনবিদিত; বহু মারাত্মক অপরাধীকে সায়েস্তা করার নায়ক তিনি। ট্রেণ্ট এবং তিনি পরস্পরের গুণমুগ্ধ বলা চলে। এক বিচিত্র ধরনের সখ্যও তাঁদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। মার্চ একমাত্র তাঁর সঙ্গেই খোলাখুলি ভাবে কেসের বিভিন্ন সূত্র নিয়ে আলোচনা করেন। ক্ষেত্রবিশেষে এতে তিনি ট্রেণ্টের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। ওঁদের আলোচনার মধ্যে অবশ্য একটা শর্ত নির্দিষ্ট করা আছে। সেই অনুযায়ী, ট্রেণ্ট এমন কিছু তথ্য তাঁর পত্রিকায় ছাপাতে পারবেন না, যা মার্চ সরকারী সূত্রে সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া কেসের চূড়ান্ত পর্যায়ে অসুবিধা হতে পারে এমন কোন সূত্র বা তথ্য প্রকাশ করারও বিধিনিষেধ আছে।

ট্রেণ্টের প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিয়ে মার্চ কেসের পর্যালোচনা শুরু করলেন।

ট্রেণ্ট প্রথমেই তাঁর নোট-বইতে ঘরের মোটামুটি একটা নক্সা এঁকে নিলেন। এটা তাঁর অভ্যাস, অনেক সময় সেটা প্রয়োজনেও লেগে গেছে।

লম্বা-চওড়া ঘরটা বাড়ির কোণের দিকে। দু পাশের দেওয়ালে বিরাট বিরাট দুটো জানালা। ঘরের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড টেবিল। বাগানের দরজা দিয়ে ঢুকলে ঢাকনাওয়ালা টেবিলটা বাঁ-দিকে পড়ে। ভেতরের দরজাটা বাঁ-প্রান্তের দেওয়ালের শেষধারে। এর ঠিক উল্টোদিকে আছে আর একটা জানালা, পাল্লাওয়ালা। দরজার ঠিক পাশে দাঁড় করানো সাবেকি আমলের একটা আলমারি; জিনিসটা খুবই সুন্দর। আরো একটা আলমারি আছে তাপ-চুল্লীর পাশে, দেওয়ালের খাঁজে। তার পাশে তাকে নামী-দামী লেখকদের কিছু বাঁধানো বই রাখা, তার ওপর হুকের সঙ্গে টাঙানো কিছু রঙ-চঙা ছবি। বড় বড় আসবাব থাকা সত্ত্বেও আপাত-দৃষ্টিতে ঘরটাকে কেমন যেন শ্রীহীন আর ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। টেবিলের ওপর নীলরঙা বড়সড় একটা পোর্সেলিনের পাত্র, একটা দেওয়াল ঘড়ি, তাকে রাখা কিছু চুরুটের বাক্স আর টেলিফোন।

'মৃতদেহটা দেখলেন?' মার্চ প্রশ্ন করলেন।

মাথা নাড়লেন ট্রেণ্ট। 'যে জায়গায় পড়েছিল সেখানটাও দেখলাম।'

'হ্যালভেতে যখন ঘটনাটা শুনলাম, আমার মনে হয়েছিল, এটা একটা সাধারণ হত্যাকাণ্ড—ডাকাতিতে বাধা দেবার সময় অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হবার ঘটনা, যদিও এসব কেস এ অঞ্চলে একেবারেই বিরল। কিন্তু তদন্তে এসে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বস্তুর ওপর আমার নজর পড়ল—যেটা হয়তো ইতিমধ্যে আপনারও চোখে পড়েছে। প্রথমত, ভদ্রলোক নিজের জমির ওপর, বাড়ির একেবারে সামনে নিহত হয়েছেন; অথচ ডাকাতির চিহ্নমাত্র দেখা যায়নি। এবং মৃতের কোন জিনিসও অপহরণ করা হয়নি। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে এটাকে আত্মহত্যা বলে ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক, যদি অবশ্য কতকগুলো সূত্র আপনি উপেক্ষা করে যান। এখানে আর একটা কথা বলি। এঁরা বললেন, মাসখানেক বা তার কিছু আগে থেকে মিঃ ম্যাণ্ডারসন নাকি মানসিক অশান্তির মধ্যে ছিলেন। আপনিও হয়ত শুনেছেন, যে ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন-কষাকষি চলছিল। ব্যাপারটা বাড়ির চাকর-বাকরদের নজরেও পড়েছে এবং তারা আমাকে বলেছে, গত কয়েক হপ্তা উনি স্ত্রীর সঙ্গে ভালো করে কথাও বলেননি। ওদের ধারণা, এই কারণেই বা অন্য কিছুর জন্যেও হতে পারে—ওঁর মেজাজ বদলে গিয়েছিল। অসম্ভব আত্মভোলা আর চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। মিসেস ম্যাণ্ডারসনের খাস পরিচারিকা আমাকে বলল, উনি যেন বিরাট একটা অঘটনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। অবশ্য এরকম একটা ব্যাপার ঘটে যাবার পর আমাদের অনেকেরই অনেক রকম মনে হয়। তবু, ওদের বক্তব্যগুলো ছিল ওইরকম।—তাহলে আবার সেই জিনিসটাই এসে যাচ্ছে: আত্মহত্যা! কিন্তু কেন এটা আত্মহত্যা নয়, আপনি বলুন তো, মিঃ ট্রেণ্ট?'

'আমি যে সূত্রগুলো জেনেছি, তাতে কেসটা আত্মহত্যা হওয়া সম্ভব নয়।'

ট্রেণ্ট জানালার চৌকাঠে বসলেন। 'এক নম্বর: কোন অস্ত্র পাওয়া যায়নি। আমিও খুঁজেছি আর আপনিও নিশ্চয়ই দেখেছেন যে ধারে-কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র পড়ে ছিল না। দু নম্বর: কব্জির ওপর আঁচড়ের দাগ—ওগুলো একেবারে টাটকা, যার থেকে আমরা ধরে নিতে পারি, মৃত্যুর আগে কারুর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছিল। তিন নম্বর: কোনদিন শুনেছেন কি, আত্মহত্যা করতে গিয়ে কেউ নিজের চোখে গুলি করে? এছাড়া হোটেলের ম্যানেজার আমাকে এমন একটা কথা বলেছে, যা আমার মতে এই কেসে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। ম্যাণ্ডারসন নাকি বাইরে বেরোনোর সবরকম পোশাক-আশাক গায়ে চাপিয়েও নিজের বাঁধানো দাঁতটা মুখে পোরেননি। এখন বলুন, সুসজ্জিত অবস্থায় আত্মহত্যা করা যার ইচ্ছে, সে কি বাঁধানো দাঁতটা বাড়িতে ফেলে আসবে?'

'এটা আমার মাথায় আসেনি,' মার্চ অকপটে স্বীকার করলেন। 'এর গভীরে নিশ্চয়ই কিছু আছে। তবু অন্যান্য সূত্রগুলো বিবেচনা করে আমি আত্মহত্যার সম্ভাবনাকে আগেই খারিজ করে দিয়েছি। আজ সকাল থেকে আমি হত্যার উদ্দেশ্য খুঁজতে চেষ্টা করছি। আপনারও নিশ্চয়ই সেইরকম ইচ্ছে।'

'অবশ্যই। এ কেসের রহস্যোদ্ঘাটন করতে গেলে আমাদের প্রচণ্ডরকম মাথা খাটাতে হবে। আসুন মার্চ, আমরা দুজনে মিলে সেই চেষ্টা করি। আপাতত আমরা সকলকেই সন্দেহ করার মনোবৃত্তি নিয়ে এগোব। প্রথমে বলি, কার কার ওপর আমার বেশি সন্দেহ। মিসেস ম্যাণ্ডারসনকে তো বটেই, তাছাড়া আমার সন্দেহ দুজন সেক্রেটারিকেও। ওদের মধ্যে কাকে বেশি সন্দেহ করব তা অবশ্য এখনই বুঝতে পারছি না। এমন কি চাকর-বাকরদেরও আমি সন্দেহের তালিকায় ফেলেছি।'

'প্রাথমিক পর্যায়ে এটাই যদিও একমাত্র নিরাপদ পন্থা, কিন্তু মিঃ ট্রেণ্ট, গতকাল এবং আজকে এখন পর্যন্ত, সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর আমার যা মনে হয়েছে, তাতে ওদের কয়েকজনকে অন্তত আমরা অনায়াসে তালিকা থেকে বাদ রাখতে পারি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্য আপনার ওপরে। বাড়ির কাজের লোকজনের মধ্যে আছে, একজন খাস চাকর, মিসেস ম্যাণ্ডারসনের একজন নিজস্ব পরিচারিকা, একজন রান্নার লোক, ভৃত্যশ্রেণীর তিনজন আর একটি অল্পবয়সী মেয়ে। শোফার কব্জি ভেঙে যাওয়াতে ছুটি নিয়েছে, সে এখন বাড়িতে নেই।'

'আর মালী? তার মতো একটি সন্দেহজনক চরিত্রকে কি আপনি বাঁচাতে চাইছেন, মার্চ?'

'বাগান দেখাশুনা করে গ্রামের একজন চাষী। সপ্তাহে সে দুবার করে আসে। তার সঙ্গেও আমি কথা বলেছি। শেষ সে এসেছিল শুক্রবার।'

'তাহলে তো আমার সব থেকে বেশি সন্দেহ গিয়ে পড়বে তার ওপর,' ট্রেণ্ট সহাস্যে বললেন। 'আচ্ছা, এবার আমরা বাড়িটার প্রসঙ্গে আসি। আমার প্রস্তাব, যে ঘরটায় আমরা আপাতত রয়েছি, সেটাকে আমরা অল্পবিস্তর গুঁকেটুঁকে দেখি। আমি শুনেছি এই ঘরে ম্যাণ্ডারসন নাকি বহুক্ষণ কাটাতেন। এরপর আমরা

ঢুকব তাঁর শোবার ঘরে—এবং ও ঘরটা আমরা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখব। অন্যান্য ঘরগুলো নিশ্চয়ই দেখে নিয়েছেন ?'

মার্চ ঘাড় নাড়লেন। 'ওঁদের স্বামী-স্ত্রী দুজনের শোবার ঘরই দেখেছি। ওখানে কিছু কাজে লাগার মতো বস্তু আছে বলে আমি মনে করি না। মিঃ ম্যাণ্ডারসনের ঘরটা খুবই সাধারণ, আসবাবপত্র তেমন নেই; যতদূর মনে হয় উনি খুব সরল জীবন যাপন করতেন। তাঁর কোন খাস ভৃত্যও ছিল না। তবে হ্যাঁ, ওঁর ঘরে বেশ কিছু পোশাক আর জুতো দেখেছি। ওঁরা বলছেন, তিনি ওই অবস্থাতেই ওগুলো রেখে গেছেন, কেউ স্পর্শ করেনি। মিঃ ম্যাণ্ডারসনের শোবার ঘরটা যেমন বদ্ধ ধরনের, ওঁর স্ত্রীরটা আবার ঠিক তার উল্টো। ভদ্রমহিলার সুন্দর জিনিসের ওপর টান আছে। কিন্তু তিনি আজ সকালেই সব মালপত্র ঘর থেকে সরিয়ে ফেলেছেন; বলছেন, মৃত স্বামীর ঘরের লাগোয়া ঘরে তিনি কিছুতেই ঘুমোতে পারবেন না। খুবই স্বাভাবিক, মিঃ ট্রেন্ট। উনি আজ থেকে অন্য ঘরে শোবেন।'

'পথে এস বন্ধু,' নোট বইতে কিছু লিখতে লিখতে ট্রেন্ট মনে মনে বললেন। 'তোমার গলার স্বরেই বুঝতে পারছি তুমি শ্রীমতীর রূপে মজেছ। আমি কিন্তু ওঁর সঙ্গে দেখা করবই। হয় তুমি ওঁর সম্বন্ধে কিছু জেনেও আমার কাছে চেপে যেতে চাইছ, আর নয়ত ধরে নিয়েছ উনি নির্দোষ। বেশ, তাই হোক। কিন্তু আমি যদি ওঁর জন্যে কিছু সময় অপব্যবহার করি, তাতে তোমার আপত্তি থাকার কথা নয়।' মার্চকে উদ্দেশ করে বললেন: 'ঠিক আছে, শোবার ঘরটা পরে দেখব। এটা কিসের ঘর ?'

'ওঁরা এটাকে লাইব্রেরি বলেন। মিঃ ম্যাণ্ডারসন লেখাপড়া-সংক্রান্ত কাজগুলো এখানে সারতেন; বাড়িতে থাকলে বেশিরভাগ সময় তাঁকে এই ঘরেই দেখা যেত। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হবার পর সন্ধ্যেগুলো একা কাটাতেন, তখনো এই ঘরে বসতেন। আর পরিচারকদের বক্তব্য অনুযায়ী, এই ঘরেই তাঁকে শেষ জীবিত অবস্থায় দেখা গেছে।'

ট্রেন্ট উঠে এসে টেবিলের কাগজপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন।

'বেশির ভাগই ব্যবসায়িক চিঠি আর প্রমাণপত্র,' মার্চ বললেন। 'এছাড়া ব্যবসার বিবরণ, কর্মপন্থা এসবও আছে। কয়েকটা ব্যক্তিগত চিঠিও রয়েছে, কিন্তু তাতে উল্লেখযোগ্য কিছু পাইনি। মিঃ ম্যাণ্ডাসনের আমেরিকান সেক্রেটারি, মিঃ বানার আজ সকাল থেকে আমাকে এগুলো ঘাঁটাঘাটি করতে সাহায্য করেছেন। ওঁর মাথায় কে ঢুকিয়েছে, মিঃ ম্যাণ্ডারসনকে কেউ শাসানি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল, কিন্তু সমস্ত কাগজপত্র তন্ন তন্ন করে দেখেও আমরা সেরকম চিঠির চিহ্ন খুঁজে পাইনি। তবে দুটো উল্লেখযোগ্য জিনিস পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটা হল, ব্যাঙ্কের ছাপ-মারা কয়েক তাড়া নোট আর দুটো ছোট ব্যাগে বেশ কিছু অমসৃণ হীরে। মিঃ বানারকে ওগুলো আমি নিরাপদ জায়গায় রাখতে বলেছি। উনি বললেন, মিঃ ম্যাণ্ডারসনের সম্প্রতি নাকি হীরে কেনার বাতিক জন্মেছিল; এতে তিনি আনন্দ পেতেন।'

'সেক্রেটারি দুজনকে দেখে আপনার কি মনে হল ? ওদের মধ্যে মার্লোর সঙ্গে আমার একটু আগে বাইরে দেখা হয়েছে। দেখতে শুনতে ভালো ছোকরা, বুদ্ধিসুদ্ধিও যথেষ্ট রাখে মনে হয়। নিঃসন্দেহে সে ইংরেজ, অন্যজন তো আমেরিকান ? তা, ম্যাণ্ডারসন হঠাৎ ইংরেজ সেক্রেটারি রাখতে গিয়েছিলেন কেন জানেন'?

'মিঃ মার্লো সেটা আমাকে ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছেন। ওই আমেরিকান ভদ্রলোক ব্যবসায়ে মিঃ ম্যাণ্ডারসনের দক্ষিণহস্ত ছিলেন, বহুদিন উনি চাকরি করছেন। কিন্তু মিঃ মার্লোর সঙ্গে ব্যবসার কোন সম্পর্ক নেই। ওঁর কাজ ছিল, মিঃ ম্যাণ্ডারসনের ঘোড়া, গাড়ি, নৌকো আর খেলাধুলোর সামগ্রীর দেখাশোনা করা। আর ইংরেজ সেক্রেটারি রাখার পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই, ওটাকে মিঃ ম্যাণ্ডারসনের বদ-খেয়াল বলা যেতে পারে। এর আগেও নাকি অনেকে ছিল।'

মাথা নেড়ে ট্রেণ্ট নোট-বইয়ের দিকে তাকালেন। 'একটু আগে আপনি বললেন, পরিচারকদের বক্তব্য অনুযায়ী এই ঘরে তাঁকে শেষবার জীবিত অবস্থায় দেখা গেছে। এর অর্থ ?'

'শোবার আগে নিজের ঘর থেকেই উনি স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলেন। তার আগে মার্টিন নামে একজন চাকর তাঁকে এই ঘরে দেখেছিল। গতরাতে কথাটা সে আমাকে অতি উৎসাহের সঙ্গে জানিয়েছে। আমার মনে হল ওরা ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করত।'

ট্রেণ্ট কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে জানালার বাইরে রোদভরা জমির মনোরম দৃশ্য উপভোগ করে নিলেন। 'আমি যদি তার কথাগুলো আর একবার শুনতে চাই, আপনি কি খুব বিরক্ত হবেন ?'

জবাবে মার্চ ঘণ্টি টিপলেন। দাড়ি-গোঁফ কামানো মাঝবয়সী একটি লোক দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

'ইনি মিঃ ট্রেণ্ট, তোমার গিন্নীমার হুকুম পেয়ে এ বাড়িতে তদন্ত করতে এসেছেন। উনি তোমার কথাগুলো আর একবার শুনবেন।'

মার্টিন দূর থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল।

'আপনাকে আমি বাড়িতে ঢুকতে দেখেছি,' ধীরে ধীরে মাপা-গলায় কথা শুরু করল মার্টিন। 'গিন্নীমা আমাকে বলে দিয়েছেন, আপনি যা-যা জিজ্ঞেস করবেন তার জবাব দিতে। আপনি কি রোববার রাত্তিরের ঘটনাগুলো আমার মুখ থেকে শুনতে চান ?'

'হ্যাঁ, বল।' ট্রেণ্ট মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুললেন।

'বাবুকে আমি শেষবার দেখি—'

'না না, ওটা এখন থাক,' বাধা দিলেন ট্রেণ্ট। 'তুমি রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়ার পর থেকে বল। সব কিছু মনে করে করে বলবে, কেমন ?'

'রাত্তিরের খাওয়ার পরে, বাবু ?—হ্যাঁ, সবই আমার মনে আছে। খেয়েদেয়ে কর্তা আর মিঃ মার্লো বাগানের বেড়াটার ধারে পায়চারি করতে করতে গল্প করছিলেন। কি কথা ওঁরা বলছিলেন তা যদি জিজ্ঞেস করেন বাবু, তাহলে বলি,

ওঁদের মধ্যে দরকারী কোন কথা হচ্ছিল—কেননা, ওঁরা যখন খিড়কি দিয়ে আবার ভেতরে ঢুকলেন, তখন কর্তাকে বলতে শুনলাম, "হ্যারিস যদি এসে থাকে, তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা মিনিটই গুরুত্বপূর্ণ। তোমার এখনই রওনা হওয়া দরকার। আর এ বিষয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা করবে না।" মিঃ মার্লো তার জবাবে বললেন: "আমি প্রস্তুতই আছি, পোশাকটা পাল্টালেই হয়ে যাবে।" একেবারে ছকাছক বলতে পারি না বাবু, তবে কথাগুলো ওমনি ধারাই ছিল; আমি রান্নাঘর থেকে পরিষ্কার শুনেছি। এরপর মিঃ মার্লো তাঁর শোবার ঘরে গেলেন, আর কর্তা লাইব্রেরিতে ঢুকে আমাকে ঘণ্টি টিপে ডাকলেন। আমি গেলে পরে আমার হাতে কয়েকটা চিঠি দিয়ে বললেন, সকালে পিয়ন এলে যেন ওগুলো দিয়ে দিই। তারপর বললেন, মিঃ মার্লো তাঁকে পূন্নিমার রাতে গাড়ি করে ঘুরিয়ে দেখাবেন বলেছেন, উনি তাই বেরোবেন।'

'মজার ব্যাপার দেখছি,' ট্রেণ্ট মন্তব্য করলেন।

'হ্যাঁ বাবু, আমারও তাই মনে হয়েছিল। কর্তার ওই কথাটা: এ বিষয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা করবে না—বোধকরি এইটে নিয়েই।'

'তখন সময় কত?'

'তা ধরুন, দশটা হবে! মিঃ মার্লো গাড়ি নিয়ে আসার আগে পর্যন্ত কর্তা এই ঘরেই বসেছিলেন, তারপর গিন্নীমার বসার ঘরে যান।'

'এটা তোমাকে অবাক করেনি?'

মার্টিন মাথা নিচু করল। 'এ কথা যদি জিজ্ঞেস করেন বাবু, তাহলে বলি গত বছর থেকে গিন্নীমা থাকাকালীন কখনো ওনাকে ও ঘরে ঢুকতে দেখিনি। সন্ধ্যের সময় লাইব্রেরি-ঘরেই উনি সাধারণত থাকতেন। গিন্নীমার সঙ্গে ক-মিনিট কথাবার্তা বলে, উনি মিঃ মার্লোর সঙ্গে বেরিয়ে যান।'

'ওঁদের তুমি নিজের চোখে বেরিয়ে যেতে দেখলে?'

'হ্যাঁ, বাবু। ওঁরা শিপস-ব্রিজের দিকে গিয়েছিলেন।'

'তার পরে কি কর্তাকে দেখেছ?'

'হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেক বাদে উনি আবার লাইব্রেরিতে ঢুকেছিলেন। তা ধরুন—সোয়া এগারোটা হবে। ওর একটু আগে গির্জার ঘড়িতে আমি এগারোটার ঘণ্টা শুনেছি।'

'তোমাকে নিশ্চয়ই আবার ঘণ্টি টিপে ডাকলেন? কি চাইলেন সেবার?'

'হুইস্কির বোতল, মদ ঢালার বাঁকানো নলটা আর একটা গেলাস আমাকে আলমারি থেকে—'

ট্রেণ্ট হাত তুলে বাধা দিলেন। 'প্রসঙ্গটা যখন উঠলই তখন তোমার কাছে জেনে নিই, উনি কি খুব মদ খেতেন? এটা কিন্তু খুবই দরকারী কথা, মার্টিন—একটু ভেবে চিন্তে বল, কেমন?'

'নিশ্চয়ই বাবু।' মার্টিন গম্ভীর হল। 'আমাদের ইন্সপেক্টর সাহেবকে যা-যা বলেছি তা আপনাকে জানাতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমার কর্তা অমন

নামজাদা আর পয়সাওলা লোক হলে কি হবে, মদটা বিশেষ ছুঁতেন না। চার বছর ওঁর কাছে কাজ করেছি, তার মধ্যে মাঝে মাঝে রাত্তিরের খাবার সময় দু-এক পাত্র হুইস্কি, আর ঘুমোতে যাবার সময় ক্বচিৎ কখনো-সোডা মেশানো হুইস্কি ছাড়া কখনো কর্তাকে নেশা করতে দেখিনি। বরঞ্চ আমিই মাঝে মাঝে এটা-সেটা মদের নাম করে বলতাম: হুজুর, ওটা একবার পরখ করে দেখুন না?—ওসব নাম আমি আগের বাবুদের কাজ করবার সময় জেনেছি। তা, উনি আমার কথা শুনতেন না, ওঁর পেয়ারের জিনিস, সোডাটাই বেশি করে খেতেন।—হ্যাঁ, কি জানি বলছিলাম? ও হ্যাঁ, বাইরের ঘর থেকে তাঁকে ওগুলো এনে দিয়েই আমি চলে এসেছিলাম। দরকারের বেশি এক সেকেণ্ডও থাকা উনি পছন্দ করতেন না—আর আমিও উনি না ডাকলে কখনো যেতাম না। একলা থাকতেই উনি ভালোবাসতেন।'

'আচ্ছা, রাত সোয়া এগারোটার সময় ডেকে পাঠিয়ে, উনি ঠিক কি কি কথাগুলো তোমাকে বলেছিলেন মনে করতে পার?'

'চেষ্টা করব, বাবু। বেশি কিছু অবশ্যি বলেননি। প্রথমে জানতে চাইলেন মিঃ বানার শুতে গেছেন কিনা। তাতে আমি বললাম, অনেকক্ষণ আগেই উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। এরপর বললেন, সাড়ে বারোটার মধ্যে ওঁর একটা জরুরী টেলিফোন আসবার কথা আছে, আমি যেন ততক্ষণ জেগে থাকি, কেন না মিঃ মার্লো ওঁর কাজে সাদাম্পটনে গেছেন। তারপর বোতল-টোতলগুলো দিয়ে যেতে বললেন।'

'সেই সময় তাঁর মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার তোমার চোখে পড়েনি?'

'না বাবু। আমি যখন ঘরে ঢুকি উনি তখন টেলিফোন ধরে বসে আছেন। কোন নম্বর চাইছিলেন মনে হয়। আমার সঙ্গে সেই অবস্থাতেই কথা বলেন।'

'এরপর কোন কথাবার্তা কি তোমার কানে গেছে?'

'খুব সামান্যই। হোটেলে কার থাকা নিয়ে কি বলছিলেন—আমি ঠিক শুনিনি। তবে সব দিয়ে দোরটা বন্ধ করে যখন বেরিয়ে যাচ্ছি, তখন যেন ওঁকে বলতে শুনলাম: আপনি নিশ্চয় সে হোটেলে নেই? এই রকমই হবে কথাগুলো।'

'সেই শেষ তুমি ওঁকে বেঁচে-থাকা অবস্থায় দেখলে বা ওঁর কথা শুনলে—তাই তো?'

'না, আর একটু পরে। সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমি রান্নাঘরের দোর খুলে রেখে একটা বইতে চোখ বোলাচ্ছি, এমন সময় কর্তার পায়ের আওয়াজ পেলাম। সিঁড়ি উঠে দোতলায় শোবার ঘরে যাচ্ছিলেন। আমি তখন তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে লাইব্রেরি-ঘরের জানালা বন্ধ করে, সামনের দোরে তালা লাগিয়ে দিয়েছিলাম। আর ওনার কোন সাড়াশব্দ পাইনি।'

ট্রেণ্ট কিছুক্ষণ ভেবে নিলেন। 'আচ্ছা, টেলিফোনটার জন্যে যখন অপেক্ষা করছিলে, তখন কি তোমার তন্দ্রা এসেছিল?'

'একেবারেই নয়,' মার্টিন সজোরে ঘাড় নেড়ে ওঠে। 'ঘুম আমার অতো চট্‌ করে আসে না, বিশেষ করে সমুদ্রের ধারে পাশে তো নয়ই। মাঝ-রাত্তির পর্যন্ত বই পড়া আমার বরাবরকার অভ্যেস।'

'সেই জরুরী টেলিফোন কি আদৌ এসেছিল?'

'না, বাবু।'

'না?—আচ্ছা। গরমের দিনে তুমি নিশ্চয়ই জানালা খোলা রেখেই ঘুমোও?'

'জানালা আমার সব সময়েই খোলা থাকে।'

ট্রেণ্ট নোট বইতে কিছু লিখে নিলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চিন্তিত ভাবে কয়েক পা পায়চারি করে সহসা মার্টিনের সামনে থমকে দাঁড়ালেন। 'ব্যাপারটা আমার খুবই সহজ এবং সাধারণ বলে মনে হচ্ছে, তবু কয়েকটা জিনিস আমি তোমার কাছে আরো পরিষ্কার করে জেনে নিতে চাই। আচ্ছা, তুমি তখন বললে, জানালা বন্ধ করতে তুমি লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে ছিলে। কোন্ জানালা সেটা?'

'গরাদে-ছাড়া জানালাটা, বাবু। ওটা সারা দিন খোলা থাকে। আর একটা জানালা খুব কমই খোলা হয়।'

'আর পরদা? ওগুলো টানা না-থাকলে তো বাইরে থেকে ঘরের সব কিছুই দেখা যাবে!'

'খুব সহজেই। বাগানে এলেই আপনি পরিষ্কার ঘরের ভেতরটা দেখতে পাবেন। পরদাগুলো গরমের সময় কোনদিনই টানা থাকে না। কর্তা প্রায়ই ঘর অন্ধকার করে চুরুট টানতে টানতে বাইরে তাকিয়ে থাকতেন। সেই সময় শত কাজ পড়লেও কারুর দেখা করার হুকুম মিলত না।'

'ও! এবার একটা কথার জবাব দাও তো। তোমার কান খুব সজাগ বুঝতে পারছি, যার জন্যে উনি বাগানে বেড়িয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে ঢোকার সময় তুমি টের পেয়েছিলে। আচ্ছা, মোটরে করে বেড়িয়ে এসে, আবার যখন উনি বাড়ি ঢুকলেন, তুমি বুঝতে পেরেছিলে?'

মার্টিন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। 'কথাটা যখন ওঠালেনই বাবু, তখন বলি—না। ঘর থেকে ঘন্টির শব্দ শুনে আমি বুঝতে পারি, উনি ফিরেছেন। বাড়ির সামনের দরজা দিয়ে এলে আমি নিশ্চয়ই টের পেতাম, কেননা সদর বন্ধ করার শব্দ হত। উনি মনে হয় জানালা দিয়ে ঢুকেছিলেন।' দু-এক মুহূর্ত ভেবে নিল মার্টিন। 'কর্তা সাধারণত ঘর দিয়ে ঢুকে, হলঘরে টুপি আর কোট রেখে লাইব্রেরিতে আসতেন। খুব সম্ভব সেদিন টেলিফোন করার খুব তাড়া ছিল বলে, ওখান দিয়ে না-এসে, একেবারে জানালা দিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন। আমার বাবু স্বভাবতই এমিধারা ছিলেন—দরকারি কাজ পড়লে বড্ড তাড়াহুড়ো করতেন। এবার আমার মনে পড়েছে, ওনার টুপি আর জাবদা কোটটা টেবিলের ওধারে ছাড়া ছিল।'

'আহ্! এই তো, উনি তাহলে ব্যস্ত ছিলেন! তবে যে তুমি তখন বললে, ওঁর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু তোমার চোখে পড়েনি?'

মার্টিনের মুখে ক্ষণিকের জন্যে বিষাদের হাসি ফুটল। 'মাপ করবেন বাবু, আপনি মনে হচ্ছে ওনার বিষয়ে কিছুই জানেন না। ওঁর স্বভাবই তো এমিধারা। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কি দেখব? এ জিনিস মানিয়ে নিতে আমার কম দিন লেগেছিল! কখনো বসে চুরুট টানতে টানতে ভাবছেন বা বই পড়ছেন—আবার কখনো

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লিখছেন বা কাউকে লেখাচ্ছেন—সে কি যন্ত্রণা! ওঁর টেলিফোন করার ব্যাপারটাও তাই।'

ট্রেণ্ট মার্চের দিকে তাকালেন। এই ধরণের প্রশ্নবানে তিনি বিরক্ত বোধ করছেন বোঝা গেল। সুযোগ পেয়ে তিনিও একটা প্রশ্ন করে বসলেন :

'তুমি তাহলে খোলা জানলার সামনে ওঁকে টেলিফোন করা অবস্থায় দেখে, টেবিলে বোতল টোতলগুলো সাজিয়ে চলে গেলে, তাই তো?'

'হ্যাঁ, সাহেব।'

ট্রেণ্ট আবার পূর্ব প্রসঙ্গের জের টানলেন, 'তুমি বলছ, তোমায় কর্তাবাবু রাত্তিরে শোবার আগে হুইস্কি টুইস্কি বড় একটা খেতেন না। আচ্ছা, সেই রাত্তিরে কি ওসব খেয়ে ছিলেন?'

'তা ঠিক বলতে পারি না, বাবু। আমাদের এক ঝির কাজ ছিল সকালে ওনার ঘর পরিষ্কার করা। গেলাস টেলাসগুলো ওই ধুয়েছে। তবে সন্ধ্যের সময় হুইস্কির বোতলটা প্রায় ভর্তি ছিল বলেই জানি। কদিন আগে আমি নিজেই ওটা ভর্তি করে রেখেছিলাম; তারপর থেকে আমার অভ্যেস মতো প্রতিদিন লক্ষ্য রাখতাম, যাতে ওটা খালি অবস্থায় না পড়ে থাকে।'

মার্চ উঁচু আলমারিটার কাছে এগিয়ে গিয়ে পাল্লা খুললেন। খাঁজ-কাটা কাচের তৈরি একটা বোতল বের করে টেবিলে রাখলেন তিনি। বোতলটা অর্ধেক খালি। 'এর থেকেও কি বেশি ছিল.? সকালে আমি এই অবস্থাতে এটাকে পেয়েছি।'

এই প্রথম মার্টিনের মানসিক স্থৈর্যে আলোড়ন উঠল। তাড়াতাড়ি বোতলটা তুলে নিয়ে কাত করে একবার দেখে সে অবাক চোখে দুজনের দিকে তাকাল। 'তার মানে রোববার রাত্তিরে আধ বোতল খতম হয়েছে!'

'বাড়িতে অন্য কেউ খায় নি?' ট্রেণ্ট প্রশ্ন করলেন।

'ও কথাই উঠতে পারে না!—মাপ করবেন, বাবু—আমার কাছে এটা বোধগম্য ঠেকছে না। বাবুকে আমি কক্ষনো এক সঙ্গে এতটা মদ খেতে দেখিনি। বাড়ির ঝিরা ওসব স্পর্শ করে না, আমি খুব ভালো করেই জানি। আর আমি? আমার খাবার ইচ্ছে হলেও ও বোতল থেকে কখনো নেব না।' আবার বোতলটা তুলে নিয়ে মার্টিন দেখতে শুরু করল। মার্চ একদৃষ্টে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

নোট বইয়ে নতুন একটা পাতা উলটিয়ে ট্রেণ্ট চিন্তান্বিত ভঙ্গিতে পেন্সিল ঠুকতে লাগলেন। তারপর এক সময় মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কর্তা সে রাত্তে নিশ্চয়ই ডিনার স্যুট পরেছিলেন?'

'তা পরেছিলেন বৈকি। রাত্তিরে বাড়িতে খেলে উনি যে স্যুটটা পরেন, সেইটাই পরেছিলেন।'

'তুমি শেষবার যখন তাঁকে দেখলে, তখন ওই স্যুটটাই পরা ছিল?'

'কেবল জ্যাকেটটা বাদে। খাওয়ার পরে লাইব্রেরিতে ঢোকার আগে উনি ওই জ্যাকেটটা ছেড়ে একটা হাল্কা রঙের টুইডের জ্যাকেট পরেন। ওটা পরা অবস্থাতেই আমি ওনাকে শেষবারে দেখি। ওই জ্যাকেটটা ঝোলানো থাকে এই আলমারিতে'—

বলতে বলতে মার্টিন আলমারির পাল্লা খুলে ধরল—'বাবুর মাছ ধরার সরঞ্জাম আর অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ওটাও রাখা থাকে, যাতে খাওয়ার পর আবার ওপরে উঠতে না হয়।'

'ডিনারের জ্যাকেটটাও তাহলে উনি এই আলমারিতে রাখতেন ?'

'হ্যাঁ, বাবু। আমাদের ঝি সকালে ওটা ওপরে তুলে নিয়ে যেত।'

'সকালে নিয়ে যেত,' ট্রেণ্ট ধীরে ধীরে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন। 'আচ্ছা সকালের প্রসঙ্গে যখন আমরা এলাম, ঠিক করে ভেবে বল তো, ওই সময়কার কি কি ঘটনা তুমি জান ? বেলা দশটায় ওঁর মৃতদেহ পাওয়ার আগে পর্যন্ত উনি বাড়িতেই ছিলেন শুনেছি।'

'তাই তো থাকা উচিত। সকালে ওনাকে কেউ ডাকাডাকি করত না, বা ওনারও কখনো কিছু দরকার পড়ত না। আলাদা ঘরে উনি শুতেন। সাধারণত আটটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে ঢুকতেন, আর নটার আগে বেরিয়ে আসতেন। আর মাঝে মাঝে এমনও হত, নটা-দশটার আগে হয়তো বিছানা ছেড়েই উঠতেন না। আমাদের গিন্নীমা কিন্তু সবসময় সাতটার মধ্যেই উঠে পড়েন। ওনার ঝি তখন চা দেয়। গতকাল সকাল আটটায় উনি রোজকার মতো নিজের বৈঠকখানায় বসে জলখাবার খাচ্ছিলেন—এদিকে আমরা জানি, কর্তা তখনো ঘুমোচ্ছেন, এমন সময় ইভান্স ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা জানাল।'

'ও আচ্ছা,' ট্রেণ্ট মাথা নাড়লেন। 'আর একটা কথা, তুমি আমাকে বলেছ, শুতে যাবার আগে তুমি এই ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে দাও। এই সব তালাটালা লাগানোর দায়িত্ব তাহলে তোমার ?'

'সদর দরজাগুলোর তালা আমিই লাগাই। এ জায়গায় চুরিচামারির তেমন ভয় নেই অবশ্য, তবু প্রত্যেক দিন খিড়কির দুটো দরজাতেই আমি তালা মেরে দিই, আর নিচ তলার জানালা-দরজাগুলো ঠিক মতো বন্ধ আছে কিনা দেখে নিই। সেই মতো সকালে সবই ঠিকঠাক পেয়েছিলাম।'

'সবই ঠিকঠাক পেয়েছিলে—আচ্ছা। আর একটা কথা—এবং এটাই শেষ আশা করি। যে পোশাকটা তাঁর মৃতদেহে পাওয়া গেছে, সেটাই কি ওঁর সেদিন পরার কথা ছিল ?'

মার্টিন চোয়াল রগড়ে নেয়। 'আবার আপনি আমাকে কথাটা মনে করিয়ে দিলেন, বাবু। ওনার দেহটা দেখে আমি সত্যি অবাক হয়েছিলাম। প্রথমটা বুঝতে পারিনি ঠিক কি জন্যে খটকা লাগছে, তারপর দেখলাম, ওনার পোশাকটাই গড়বড়ে। যে কলারটা ঘাড়ে ছিল, সেটা সন্ধ্যের পোশাকে ছাড়া, বাবু কখনো ব্যবহার করতেন না। এছাড়া এমন অনেক কিছু তাঁর গায়ে ছিল, যেসব আগের দিন রাত্তিরেই আমি তাঁকে পরতে দেখেছি—যেমন লম্বা বুক খোলা শার্টটা। ওনার ফতুয়া, পাতলুন, খয়েরি জুতো আর নীল টাইটা অবশ্যি সে সময় ছিল না। স্যুট ওনার সবশুদ্ধ আধ ডজন; তার মধ্যে যেটা ইচ্ছে উনি পরতেন; তবে অতগুলো আছে বলেই, যে কোন একটা নেবেন, অথচ তার সঙ্গে

মেলানো জামাটা পরবেন না, কর্তার এমন ধারার কাজ সেদিনের আগে আমার কোনদিন চোখে পড়েনি। এর থেকেই বোঝা যায়, ঘুম থেকে ওঠার পর বাবু কিরকম তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিলেন।'

'সে তো বটেই,' ট্রেণ্ট সোৎসাহে সমর্থন করেন। 'যাক, যা যা আমার দরকার ছিল সবই জানা হয়ে গেছে। তুমি পরিষ্কার করে সব বলায় আমার সত্যিই উপকার হল। এর পরেও যদি আমাদের আরো প্রশ্ন করার থাকে, আশা করি তোমার তরফ থেকে আপত্তি আসবে না।'

'আপনাদের যখন দরকার হবে তখনই আমাকে পাবেন, বাবু।' মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে মার্টিন নিঃশব্দে সরে পড়ল।

ট্রেণ্ট একটা আরাম কেদারায় শরীর ডুবিয়ে দিয়ে লম্বা দীর্ঘশ্বাস নিলেন। 'আমার মনে হয়, মার্চ আপনি ভুল লোককে সন্দেহ করেছেন।'

'আমি কিন্তু আপনাকে একবারও বলিনি ওকে আমি সন্দেহ করি।' মার্চের গলায় কিঞ্চিৎ রুক্ষতা। 'ও যদি একবারও বুঝতে পারত আমি সন্দেহ করেছি, তাহলে এত অকপটে সবকিছু কখনোই বলতে পারত না।'

'তা বলত না, ঠিকই। কিন্তু মার্চ, আপনি বোধ হয় জানেন না, আইনবিদ অফিসারদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার একটু বিশেষ পড়াশুনো আছে। বিষয়টা যদিও প্রায় উপেক্ষিত, কিন্তু অপরাধতত্ত্বের থেকে এটা অনেক বেশি মজাদার—অবশ্য যথেষ্ট কঠিন। সেই অনুযায়ী, আমি যতক্ষণ মার্টিনকে প্রশ্ন করছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল আপনার চোখের সামনে জোড়া হাতকড়া ভাসছে, আর আপনার ঠোঁটদুটো যেন সেই ভয়ংকর শব্দগুলো বলার জন্যে কেবলই নিশপিশ করছে: আমার কর্তব্য তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, এখন থেকে তুমি যা যা বলবে তা লিখে নেওয়া হবে, এবং পরে ওগুলো তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হবে। তাই বলছিলাম, মার্চ, সবার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও আমাকে পারবেন না।'

মার্চ এবার সশব্দে হেসে উঠলেন। ট্রেণ্টের এই ধরনের উক্তিতে তিনি কখনো রাগেন না। হাসিমুখে বললেন, 'তথাস্তু, মিঃ ট্রেণ্ট—আপনার কথা মেনে নিচ্ছি। অস্বীকার করে লাভ নেই, ওর ওপর আমার একটু দৃষ্টি ছিল। সরাসরি সন্দেহ যে করেছিলাম তা নয়, তবে জানেনই তো, এই ধরণের কেসে অনেক সময় চাকর-বাকরদের জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়, তাই—। লর্ড উইলিয়াম রাসেলের চাকরদের কেসটা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। সকালে উঠে সে যথারীতি তার প্রভুর শোবার ঘরের খড়খড়িগুলো তুলে দিতে যায়, তারপর কয়েক ঘণ্টা পরে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় তাঁকে হত্যা করে। এ বাড়িতে যে কটা মেয়েছেলে কাজ করে, প্রত্যেককে আমি জেরা করেছি; কারুর বিরুদ্ধে এতটুকু সন্দেহ আমার জাগেনি, কিন্তু এ লোকটাকে আমি সহজ মনে করছি না; ওর আচার আচরণ আমার কাছে সন্দেহ-জনক ঠেকছে। কিছু একটা যে সে চেপে যাচ্ছে, এটাও বুঝতে পারছি। তাই যদি হয়ে থাকে, সেটা আমি খুঁজে বের করবই।'

'তিষ্ঠ ভাই! অনর্থক শবভস্মের কলসি ঘাঁটাঘাটি করে আমাদের দিব্যজ্ঞান জন্মাবে না, আমাদের প্রকৃত ঘটনার মূল্যায়ন করতে হবে। মার্টিন যে কথাগুলো আমাদের বলে গেল, তার মধ্যে কিছু কি তুমি ভুল প্রমাণ করতে পার?'

'না, সেরকম কোন প্রমাণ এখনই দিতে পারছি না। তবে ওর বক্তব্য, মার্লোর সঙ্গে গাড়ি করে ঘুরে এসে ম্যাণ্ডারসন জানালা দিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিলেন, এটার মধ্যে কোন গলদ নেই। সকালে যে মেয়েটি ঘর সাফা করেছিল, তাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। ও আমায় জানালার কার্নিশে আর মেঝেতে, কার্পেট বেছানো জায়গার আগে পর্যন্ত পায়ের ছাপ দেখিয়েছে। জানালার ঠিক পাশে বাইরের বাগানে নরম কাঁকুরে রাস্তাটার ওপরও ছাপ ছেখেছি।' পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা রুল কাঠ বের করে মার্চ জানালার দিকে নির্দেশ করলেন। 'মিঃ ম্যাণ্ডারসন সেই রাতে যে জুতোটা পরেছিলেন, তার সঙ্গে আপনি ছাপটার হুবহু মিল পাবেন। জুতোটা ওঁর শোবার ঘরে জানলার পাশে, একটা শেলফের ওপরের তাকে আছে।'

ট্রেন্ট হাঁটু মুড়ে বসে জানলার ধারে অস্পষ্ট জুতোর ছাপটা পরীক্ষা করে নিলেন। 'বাঃ! আপনি অনেক দূর এগিয়ে গেছেন দেখছি। হুইস্কি সংক্রান্ত প্রসঙ্গটা আপনি কিন্তু খুব চমৎকারভাবে উত্থাপন করেছিলেন। আর একটু হলেই আমি "শাবাশ্-শাবাশ্" বলে চেঁচিয়ে উঠছিলাম। ওটা নিয়ে আমাকে পরে চিন্তা করতে হবে।'

'আমার কিন্তু বদ্ধমূল ধারণা আপনি ইতিমধ্যেই কিছু চিন্তা করে ফেলেছেন,' মার্চ সহাস্যে বললেন। 'এবার বলুন, মিঃ ট্রেন্ট—যদিও আমরা তদন্তের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে, তবু এখন পর্যন্ত সংগ্রহ করা তথ্যগুলো জুড়ে, আমি যদি এরকম একটা কেস খাড়া করি, তো কেমন হয়? বলছি শুনুন। এ বাড়িতে ডাকাতির একটা পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং দুজন লোক তাতে জড়িত—আর মার্টিনের সঙ্গে তাদের আঁতাত আছে। বাড়িতে কোথায় কি আছে তা ওদের নখদর্পণে। লোক দুটো বাড়ির বাইরে থেকে সব লক্ষ্য করছিল। ম্যাণ্ডারসন ঘুমোনোর জন্যে ওপরে উঠতেই মার্টিন জানালা বন্ধ করার নাম করে ওটাকে ভেজিয়ে রেখে দেয়। ওরা দুজন সাড়ে বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, মার্টিনকে ঘুমোনোর সুযোগ দিয়ে, একেবারে হাঁটি হাঁটি করে ঢুকে পড়ল লাইব্রেরি ঘরে। প্রথমেই তারা আলমারি খুলে খানিকটা হুইস্কি চেখে নিল। ওদিকে ম্যাণ্ডারসন কিন্তু তখনো ঘুমোন নি, যার ফলে জানালার ভেজানো পাল্লা খোলার ক্ষীণ শব্দটাও তাঁর কানে গেছে। তিনি মনে করলেন, নিশ্চয়ই ডাকাত পড়েছে বাড়িতে, তাই নিঃশব্দে গুটি গুটি পায়ে নিচে নেমে এলেন। লোক দুটো তখন সবেমাত্র কাজ শুরু করেছে; ওঁকে দেখেই তারা পড়ি-মরি করে ছুটে পালাতে গেল। ম্যাণ্ডারসন কিন্তু ছেড়ে দেবার পাত্র নন, তিনিও ওদের পেছনে পেছনে দৌড়লেন আর বাগানের ঘরটার পাশে একজনকে ধরে ফেললেন। শুরু হলো ধ্বস্তাধ্বস্তি, আর সেই সময় ওদের একজন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বন্দুক চালিয়ে দিল। এবার, মিঃ ট্রেন্ট, আমার যুক্তিগুলো খণ্ডন করুন দেখি।'

'বেশ, আপন কথামতো আমি চেষ্টা করছি—যদিও ভালোকরেই জানি আমার

কথাগুলো আপনি মেনে নেবেন না। প্রথম কথা: আপনা তথাকথিত ডাকাত বা ডাকাতরা, তাদের অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র প্রমাণ বাড়িতে ফেলে যায় নি এবং মার্টিনের কথামতো জানলাটা সকালেও বন্ধ অবস্থায় ছিল। ওর এই কথাটার মধ্যে অবশ্য তেমন দৃঢ়তা ছিল না, এটা আমি মেনে নিচ্ছি। এরপর আর একটা জিনিস লক্ষণীয়: জানলা দিয়ে দু তিনজন লোক হুড়মুড় করে দৌড়ে যাওয়া সত্ত্বেও ঘরে বাইরে কেউ তা টের পেল না, এটা আশ্চর্যের নয় কি? ম্যাণ্ডারসন কি একেবারেই চিৎকার করেন নি?...তারপর: ম্যাণ্ডারসন ডাকাতির সন্দেহ করা সত্ত্বেও একা নিচে নেমে এলেন, অথচ ব্যানার এবং মার্টিন দুজনেই তাঁর হাতের কাছে ছিল। এছাড়া আরো আছে: আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এমন কথা কোনদিন শুনেছেন কি, যে একজন বাড়ির কর্তা ডাকাত নিগ্রহ করতে স্যুট চড়িয়ে এসেছেন? শুধু স্যুট বললে যথেষ্ট নয়, বরং বলি শার্ট, কলার, টাই, সম্পূর্ণ অন্তর্বাস, পাতলুন, ফতুয়া এমন কি শক্ত চামড়ার জুতোটা পর্যন্ত তিনি পরতে ভোলেন নি। শুধু ওতেই তিনি সন্তুষ্ট নন; পরিপাটি করে সিঁথে কেটে চুল আঁচড়ে, হাতঘড়ি পরে, গলায় আবার একটা সোনার চেনও ঝুলিয়ে নিয়েছেন। তার নিখুঁত অঙ্গ-সজ্জায় একমাত্র যে জিনিসটা ব্যতিক্রম ছিল, তা হলো তাঁর বাঁধানো দাঁত।'

দু হাত টেবিলে প্রসারিত করে মার্চ এতক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তা করছিলেন, আচমকা বলে উঠলেন, 'না আমার তত্ত্ব কোন কাজেই লাগবে না। তার থেকে আমাদের এখন খুঁজে বের করা দরকার, কেন তিনি চাকরবাকরদের আগে ঘুম থেকে উঠলেন, সম্পূর্ণ পোশাক পরলেন, তারপর নিজেরই বাড়ির চত্বরে এমন একটা সময়ে নিহত হলেন, যাতে তাঁর দেহ বেলা দশটার মধ্যে কঠিন হতে শুরু করে।'

'আপনার শেষের বিষয়টা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমরা ও বিষয়টা সম্বন্ধে কিছুই জানি না। ও বিষয়ে মতামত দেওয়া এখানে একমাত্র ডাঃ স্টকেরই সাজে। তবে এক্ষেত্রে এটা আপনি নিশ্চিত ভাবে জেনে নিন, আগামীকাল করোনারের বিচার সভায় তিনিও এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত হবার কথা স্বীকার করবেন। ওঁর সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। আমি এখন মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তিনি তাঁর ছাত্রজীবনের ডাক্তারি বইগুলো তোলপাড় করে ফেলেছেন—যেগুলো প্রায় সবই আজকাল অচল হয়ে গেছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সবকিছু ঘাঁটাঘাটি করে তিনি রায় দেবেন, যে মৃত্যু নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ আগে হয়েছে, যার একমাত্র প্রমাণ রাইগার মর্টিস আর সেই সঙ্গে দেহের উত্তাপ। কিন্তু মার্চ, আমি এমন কতকগুলো কথা শোনাতে পারি, যা আপনার সারাজীবন কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগবে।

'বেশ কয়েকটা জিনিস আছে যা মৃত দেহের ঠাণ্ডা হওয়া ত্বরান্বিত করতে পারে বা বিলম্বও ঘটাতে পারে। এই মৃতদেহটা পড়ে ছিল শিশির ভেজা ঘাসের ওপর, ছাউনির ছায়ার আড়ালে। এখন ম্যাণ্ডারসনের মৃত্যু যদি ধ্বস্তাধ্বস্তি করার পর হয়ে থাকে, বা কোনরকম মানসিক চাঞ্চল্যজনক অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করে থাকেন, তাহলে মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ কঠিন হতে শুরু করবে। বেশ কয়েক

ডজন কেসে ব্যাপারটা প্রমাণিত হয়েছে। আবার অন্যদিকে এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে মৃত্যুর আট দশ ঘণ্টা পরেও দেহ শক্ত হয়ে ওঠে নি। তাই বলছিলাম মার্চ, আজকালকার দিনে শুধুমাত্র রাইগার মর্টিসের ওপর নির্ভর করে আপনি কাউকে ফাঁসিকাঠে লটকাতে পারেন না।

'যাক, যে কথা বলতে চাইছিলাম। আমার মনে হয়, ওঁর গুলি খাওয়ার সময়টাকে যদি আপনি বাড়ির প্রত্যেকের নিত্যনৈমিত্তিক ঘুম ভাঙার সময়ের অন্ততঃ এক ঘণ্টা আগে ধরে নেও, তাহলে ওটা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। কারণ একথা ঠিকই, যে সবাই জেগে থাকা অবস্থায় তাঁর পক্ষে গুলি খাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং সময়টাকে আমরা মোটামুটি সকাল সাড়ে ছ'টার আগে বলে অনায়াসে ধরে নিতে পারি। আবার দেখ, ম্যাণ্ডারসন ঘুমোতে যান রাত এগারোটায় আর মার্টিন জেগেছিল রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত। এরপর তৎক্ষণাৎ সে ঘুমিয়ে পড়েছে ধরলেও, সাড়ে বারোটা থেকে ভোর সাড়ে ছটা—এই ছ-ঘণ্টার মধ্যে যে কোন সময়ে তিনি খুন হতে পারেন। এবং সেটা খুবই দীর্ঘ সময়। তবে মৃত্যুর সময় যাই হোক না কেন, মার্টিন, বানার, মিসেস ম্যাণ্ডারসন, বা অন্য কেউই তাঁর চলাফেরার আওয়াজ পেলেন না কেন, এটা তুমি সহজেই বলে দিতে পারবে। এর একমাত্র কারণ, ম্যাণ্ডারসন ওদিকে ভীষণ সতর্ক ছিলেন। হয়ত বিড়ালের পদক্ষেপে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। এবার বলুন, মার্চ, আমার কথাগুলো কি আপনার কাছে খুবই বিভ্রান্তকর ঠেকছে?'

'না, ঠিকই বলেছেন আপনি।'

'এবার,' ট্রেন্ট উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি আপনাকে কিছু চিন্তার সুযোগ দিয়ে শোবার ঘরগুলো দেখে আসব। আশাকরি ওখান থেকে আমি ফিরে আসার আগেই আপনার হঠাৎ দিব্যচক্ষু খুলে যাবে।' কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে ট্রেন্ট সহসা ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আপনি যদি আমাকে কোন সময়ে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পরেন যে, কেন এতসব পোশাক চড়ানোর পরেও একটা লোক তার বাঁধান দাঁত পরতে ভুলে যেতে পারে, তাহলে আমি কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব।'...

পাঁচ সূত্রের সন্ধানে

ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অনেকগুলো অনুমান আর সম্ভাবনা ভিড় করছিল ট্রেন্টের মনে। বেশ কয়েকটা উল্লেখযোগ্য তথ্য আবিষ্কার করা সত্ত্বেও আপাতদৃষ্টিতে তিনি কিন্তু এর সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের যোগাযোগ খুঁজে পাচ্ছেন না। অবশ্য তিনি নিশ্চিত, অচিরেই এ বিষয়ে আলোকপাত করতে সক্ষম হবেন।

কার্পেট বিছানো লম্বা চওড়া বারান্দাটার দু ধারে শোবার ঘরগুলো। জায়গাটাকে দিনের আলোয় ভরিয়ে রেখেছে এক প্রান্তের বিরাট একটা জানালা। বারান্দাটা বাড়ির দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত হয়ে সমকোণে বাঁক নিয়েছে প্রস্থের দিকে। ওদিকটা অনেক সংকীর্ণ। মার্টিন বাদে অন্য পরিচারকদের ঘরগুলো এখানে। মার্টিনের ঘরটা একতলা আর দুতলার মাঝামাঝি একটা ছোট্ট চাতালের পাশে। ট্রেন্ট

ওপরে আসার আগে ওখানে একবার উঁকি মেরে দেখেছেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সাজানো সাদামাটা একটা চৌকোনা ঘর। দোতলার বাকি সিঁড়িগুলো ট্রেণ্ট যতটা সম্ভব নিঃশব্দে অতিক্রম করে এসেছেন।

তিনি জানেন সিঁড়ির ডানদিকে প্রথম ঘরটাই ম্যাণ্ডারসনের, তাই কালক্ষেপ না করে সরাসরি সেখানে চলে এলেন। ছিটকিনি খুলে ভেতরে ঢুকলেন।

ছোট্ট একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ কক্ষ, কিন্তু আশ্চর্য রকমের ফাঁকা। বিপুল ধনবান ব্যক্তিটির ব্যবহার্য বস্তুগুলো খুবই সাধারণ। গতকাল সকালে তাঁর বীভৎস মৃতদেহ আবিষ্কার হবার সময় ওগুলো যেভাবে সাজানো ছিল এখনো সেই অবস্থাতেই আছে। অগোছালো বিছানার চাদর আর কিছু কম্বল খাটের মাথায় সরু একটা কাঠের বেঞ্চির ওপর ডাঁই করে রাখা, জানালা দিয়ে প্রখর সূর্যের আলো পড়েছে তার ওপর। বিছানার পাশে, ছোট্ট একটি টেবিলের ওপর কাচের চেটালো পাত্রে জলে-ভেজানো দাঁতের পাটিটা রোদে ঝলমল করছে। টেবিলটার সঙ্গে লাগানো আছে লোহার তৈরি একটা মোমবাতিদান। ঘরের অপর প্রান্তে দুটো চেয়ারের একটাতে কিছু কাপড়-চোপড় কুণ্ডলি করে রাখা। দেরাজ-টেবিলটাকে সম্ভবত প্রসাধন সামগ্রী রাখার জন্যে ব্যবহার করা হয়, ওখানের জিনিসপত্রগুলো এমন অগোছালো অবস্থায় পড়ে রয়েছে, যেন মনে হয় প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে ওগুলো নাড়াচাড়া করে গেছে কেউ। ট্রেণ্ট প্রশ্নাত্মক দৃষ্টিতে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। লক্ষ্য করলেন, ঘরের মালিকটি বেরোনোর আগে মুখ ধোন নি বা দাড়িও কামিয়ে যাননি। কাঁচের পাত্রে ডোবানো দাঁতের পাটিটা আঙুল দিয়ে নাড়তে গিয়েও তাঁর চোখে অবোধ্য দৃষ্টি ফুটে উঠল।

দোর ভেজানো ছোট্ট ঘরটার ফাঁকা ফাঁকা এবং বিশৃঙ্খল পরিবেশে ট্রেণ্ট ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। উষা উষা ভোরে সন্ত্রস্ত একটি লোকের নিঃশব্দে পোশাক বদল করার দৃশ্য বার বার তাঁর মনে ফুটে উঠছিল। লাগোয়া শয়নকক্ষে ঘুমন্ত স্ত্রীর কথা চিন্তা করে বার বার চোরা দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাচ্ছিল লোকটা।

ট্রেণ্ট সহসা কেঁপে উঠলেন। মনকে আবার বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে তিনি খাটের দু-প্রান্তে উঁচু আলমারি দুটোর পাল্লা খুললেন। পোশাকে ঠাসা সেগুলো। আলমারি বন্ধ করে ট্রেণ্ট জুতোর তাকে মনোযোগ দিলেন। এ বস্তুটিতে ম্যাণ্ডারসন কিন্তু তাঁর বিপুল প্রতিপত্তির কিছুটা স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বিস্ময়কর সংখ্যায় জুতোগুলো দেওয়ালের পাশে একটা নিচু শেলফের দুটি তাকে নিখুঁত করে সাজিয়ে রাখা। জুতোর চামড়া সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শৌখিন, ট্রেণ্ট মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেগুলো লক্ষ্য করতে লাগলেন। ছোট অথচ সুগঠিত গড়নের পায়ের পাতা ছিল ম্যাণ্ডারসনের, জুতোগুলো তার পরিচয় বহন করছে। প্রতিটি জুতোই আকৃতিতে সুন্দর, সহজেই মন কেড়ে নেয়।

সহসা ওপরের তাকে এক জোড়া চামড়ার জুতোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল ট্রেণ্টের। এটার অবস্থান মার্চ আগেই তাঁকে জানিয়েছেন, মৃত্যুর সময় এ দুটো ম্যাণ্ডারসনের পায়ে ছিল। জুতোটা বহু ব্যবহৃত—সম্প্রতি পালিশ করা হয়েছে

তাও বোঝা যায়। কিছু চোখে পড়তে ট্রেন্ট ঝুঁকে দাঁড়ালেন। তারপর পাশাপাশি কয়েকটা জুতো লক্ষ্য করার পর আগেরটি তুলে নিয়ে তলি আর উপরাংশের সন্ধি-স্থলের জায়গাটুকু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

একটু পরে একটা হাল্কা শিসের মতো শব্দ তাঁর ঠোঁটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল; বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ছিলেন তিনি। তাঁর এরকম আচরণের অন্তর্নিহিত অর্থ, আর কেউ না হোক, ইন্সপেক্টর মার্চ উপস্থিত থাকলে নিশ্চয়ই ধরে ফেলতেন। চাপা উত্তেজনার বহিপ্র্কাশ এটা, কোন কিছু আবিষ্কারের অভিব্যক্তি। শিসের সুরটা চিনতে না পারলেও ভঙ্গিটুকু মার্চের ভালোভাবেই জানা আছে।

জুতোটা উল্টে ট্রেন্ট তাঁর ফুটরুলের সাহায্যে কিছু মাপজোক করলেন, তারপর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে পরখ করতে লাগলেন তলিটাকে। দুটোতেই গোড়ালি আর পাতার সন্ধিক্ষণে সামান্য সামান্য লাল কাঁকরের কণা লেগে ছিল।

জুতো জোড়া মেঝেতে নামিয়ে রেখে, হাত পেছনে মুড়ে, শিস দিতে দিতে ট্রেন্ট জানালার কাছে এগিয়ে গেলেন। দৃষ্টি সামনে প্রসারিত থাকা সত্ত্বেও কোন কিছুই দেখছিলেন না তিনি; মন তাঁর গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। তারপর চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার তাকের অন্যান্য জুতোগুলো ভালো করে দেখে নিলেন।

এবার চেয়ারে রাখা স্তূপাকার জামা কাপড়গুলোর উপর নজর পড়ল তাঁর। একটা একটা করে দেখে আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন। অবিন্যস্ত দেরাজ-টেবিলটার ওপর আবার তাঁর দৃষ্টি পড়ল। কিছুক্ষণ ওখানে থেকে খালি চেয়ারটায় বসে পড়লেন। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে মেঝের গালচের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বসে রইলেন কয়েক মিনিট। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে লাগোয়া শয়নকক্ষের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন।

বিরাট ঘরটায় একপলক তাকালেই বোঝা যায়, খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে ওটাকে খালি করা হয়েছে। প্রসাধন টেবিলটার ওপর সব কটি সরঞ্জাম অদৃশ্য; বিছানা, চেয়ার বা ছোট টেবিলগুলোর কোনটাতেই কিছু পড়ে নেই। টেবিলের দেরাজগুলোও খালি। ফাঁকা একটা অতিথি কক্ষের মতো লাগছে ঘরটাকে, তবু জায়গাটা যেন আশ্চর্য রুচির ছাপ বহন করে রয়েছে। চারপাশে তাকাতে তাকাতে ট্রেন্ট প্রথমে দরজার ঠিক বিপরীত দিকে লম্বা একটা গরাদে বিহীন জানালার পাল্লা খুললেন। লোহার রেলিঙ ঘেরা ছোট্ট একটা বারান্দা তার বাইরে। ওখান থেকে নিচে তাকালেই বাড়ির বিস্তৃত লন চোখে পড়ে। ফুলগাছের সারি আর ঝোপের বেড়াও এখান থেকে দেখা যায়। ঘরের অপর জানলাটার পাল্লায় শার্সি লাগান, বাগানের দিকে পাঠ-ঘরের প্রবেশ মুখটা এখান থেকে পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর। জানালাটা যে দেওয়ালে, তার শেষ প্রান্তে আছে আরো একটা দরজা। বাইরে যাতায়াতের সময় ঘরের কর্ত্রী সম্ভবত এই পথটাই ব্যবহার করতেন।

বিছানায় বসে ট্রেন্ট ঘরের আর আশেপাশের মোটামুটি একটা নক্সা তাঁর নোটবইয়ে এঁকে নিলেন। শার্সিওয়ালা জানালা আর বাইরে যাতায়াতের দরজাটার

সঙ্গে সমকোণে রাখা খাটটার মাথা ম্যাণ্ডারসনের ঘরের দিকে। ট্রেণ্ট বিছানায় গা এলিয়ে খোলা দরজা দিয়ে পাশের ঘরটা দেখতে চেষ্টা করলেন।

পর্যবেক্ষণ শেষ করতেই তাঁর চোখ পড়ল দরজার পাশে একটা ঝোলানো বৈদ্যুৎতিক বাতির ওপর। দেওয়াল থেকে বেরোনো একটা মুক্ত তারের সঙ্গে এর সংযোগ করা। ট্রেণ্ট কিছুক্ষন চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে পাশে সুইচগুলোর দিকে মনোযোগ দিলেন। ওখানে কোন গলদ নেই, ওগুলো টিপতে আলোগুলোও জ্বলল। সুইচ নিভিয়ে দ্রুত পায়ে আবার ম্যাণ্ডারসনের ঘরে ঢুকে তিনি ঘণ্টির বোতাম টিপলেন।

মার্টিন ভাবশূন্য মুখ নিয়ে দরজার সামনে হাজির হল। ট্রেণ্ট বললেন, 'আবার তোমার সাহায্য আমার দরকার মার্টিন। তোমার গিন্নীমার খাস ঝিটি যাতে আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়, তার ব্যবস্থা তোমায় করতে হবে।'

'নিশ্চয়ই করব, বাবু।'

'কি ধরনের মেয়ে সে? কথাবার্তা বলতে পারে তো?'

'ও ফরাসী, বাবু—খুব বেশি দিন এ বাড়িতে কাজ করছে না। আর কথাবার্তা বলতে পারে কিনা? দেখুন না, আপনিই ওর সঙ্গে কথায় এঁটে ওঠেন কি না।'

ট্রেণ্ট মৃদু হাসলেন। 'বেশ, দেখা যাক—পাঠিয়ে দাও ওকে।'

'এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।' মার্টিন চলে যাবার পর ট্রেণ্ট ছোট্ট ঘরটায় পায়চারি শুরু করলেন।

তাঁর প্রত্যাশার একটু আগেই কালো পোশাক পরা নিখুঁত দেহ সৌষ্ঠবের একটি মেয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল।

বাড়ির কর্ত্রীর খাস পরিচারিকাটি ট্রেণ্টকে আগেই বাড়িতে ঢুকতে দেখেছিল। অপরাধ বিশ্লেষণে ট্রেণ্টের যশকীর্তির বিষয়েও ও অবগত হয়েছে এবং জানত, ওর ডাক পড়বেই। তাই প্রত্যাশিত আহ্বান আসতে আর এক মুহূর্তও দেরি করেনি।

নরম গলায় সুন্দর ভঙ্গিমায় মুখ খুলল ও, 'বাবু আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন? আমার নাম সিলেস্তিন।'

'হ্যাঁ,' ট্রেণ্ট গাম্ভীর্য বজায় রেখে উত্তর দিলেনে। 'সিলেস্তিন, তোমাকে আমার কিছু প্রশ্ন করার ছিল। ব্যাপারটা হচ্ছে, গতকাল সকাল সাতটায়, তুমি যখন তোমার গিন্নীমার জন্যে চা নিয়ে ঘরে ঢুকলে, তখন কি তুমি মাঝের দরজাটা—মানে এইটা—খোলা অবস্থায় দেখেছ?'

সিলেস্তিন একটুও চিন্তা না করে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'নিশ্চয়ই! ও দরজা সব সময়েই খোলা থাকে, আর সব সময়েই আমি বন্ধ করি। তবে জিনিসটা আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। শুনুন!...গিন্নীমার ঘরের দরজাটা দিয়ে আমি যখন ভেতরে ঢুকলুম...আচ্ছা দাঁড়ান। আপনি বরং ওঘরে চলুন, তাহলে বুঝতে সুবিধে হবে।' সিলেস্তিন ট্রেণ্টের বাহু ধরে তাঁকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। 'এই দেখুন! ঠিক এম্নিভাবে চা নিয়ে আমি ঘরে ঢুকেছিলুম। এই আমি এগিয়ে যাচ্ছি বিছানার কাছে। দেখুন এবার, দরজাটা আমার ডান হাতে, খোলাই ছিল ওটা...তাহলে?

এবার দেখতে পাচ্ছেন, দরজা খোলা থাকলেও কর্তার ঘরের কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না? আমি না দেখেই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছিলুম। এইরকমই বরাবর হয়ে থাকে, কালও তাই হয়েছিল। আর গিন্নীমা তো তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। সে যাই হোক, দরজাটা ভেজিয়ে আমি চায়ের সরঞ্জামগুলো নামিয়ে রাখলুম, তারপর পরদা টেনে দিয়ে, জিনিসপত্রগুলো একটু গোছ-গাছ করার পরেই, ব্যস্—আমার কাজ শেষ, আমি বেরিয়ে গেলুম।' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলার পর সিলেস্তিন চুপ করল।

ট্রেণ্ট গম্ভীর হয়ে এতক্ষণ ওর ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছিলেন, কথা শেষ হতে ঘাড় নাড়লেন। 'ধন্যবাদ, সিলেস্তিন। তাহলে তুমি বলতে চাইছ, তোমার গিন্নীমা ঘুম থেকে উঠে, পোশাক পাল্টে, যখন সকালের জলখাবার খাচ্ছেন, তখনও জানেন যে কর্তা নিজের ঘরে শুয়ে আছেন—তাই তো?'

'হ্যাঁ, বাবু।'

ট্রেণ্ট আবার ম্যাণ্ডারসনের শোবার ঘরে ফিরে এলেন।

'বাবুকে যে খুন করেছে তাকে নিশ্চয়ই আপনি ধরে ফেলবেন। কিন্তু উনি মারা গেছেন বলে আমার একটুও দুঃখ নেই।' সহসা সিলেস্তিনের বাচনভঙ্গির পরিবর্তন ঘটল, দাঁতে দাঁত চেপে বিশ্রী শব্দ করে উঠল ও। এক পোঁচ ঘন হয়ে উঠল ওর মুখের বর্ণ। 'হ্যাঁ, একটুও দুঃখ নেই আমার—একটুও দুঃখ নেই!' এবার অনর্গল ফরাসি বেরিয়ে আসতে লাগল ওর মুখ থেকে, 'বেচারি গিন্নীমা—যেমনি সুন্দর ওঁকে দেখতে তেমনি ভালো স্বভাব—দেখলেই ভক্তি জাগে। আর বাবু? যেমন গোমড়া ওঁর মুখ তেমনি অসহ্য ব্যবহার! ভালোই হয়েছে তিনি মরে......"

'সিলেস্তিন!' ট্রেণ্ট তীক্ষ্ণ গলায় মাঝপথে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'কি করছ তুমি? বুদ্ধি-সুদ্ধিও হারিয়ে ফেললে নাকি? তোমার কথাবার্তাগুলো যদি নিচে ইন্সপেক্টর শুনে ফেলেন, কি ঝামেলায় পড়ে যাবে বুঝতে পারছ? আর হাতটাতগুলো একটু কম নাড়াচাড়া কর, লেগে যেতে পারে।' তাঁর দৃষ্টির কর্তৃত্বব্যঞ্জকতায় সিলেস্তিনের আচরণ অনেক ঠাণ্ডা হয়ে এল। 'তোমার কথায় আমি বুঝতে পারছি, বাবু মারা যেতে বাড়ির অন্যদের থেকে তুমি বেশি খুশি হয়েছ। কিন্তু তার একটা কারণও আমি আন্দাজ করে নিতে পারি। আমার মনে হয়, তোমার ঠিক যতখানি সম্মান প্রাপ্য হওয়া উচিত ছিল, তোমার বাবু তা দিতেন না—ঠিক?'

'আমাকে একটুও পাত্তা দিতেন না,' সিলেস্তিন সহজ গলায় জবাব দিল।

'ও নিয়ে আর অযথা দুঃখ পেয়ে লাভ নেই, সিলেস্তিন,' ট্রেণ্ট সান্ত্বনা দিলেন। 'আমি মনে করি না এত সাধারণ কাজ তোমার উপযুক্ত। কিন্তু কি করবে? জন্ম লগ্ন থেকেই কোন গ্রহ হয়তো তোমার ওপর বিমুখ। যাক, আমি এখন একটু ব্যস্ত থাকব, আমাদের আবার পরে দেখা হবে। তোমার সঙ্গে আলাপ করে সত্যিই আনন্দ পেলাম।"

দরজা খুলে সিলেস্তিন বেরিয়ে গেল।

ট্রেণ্ট আবার নিজের সমস্যায় ফিরে এলেন। আগে পরীক্ষা-করা জুতো জোড়া তুলে এনে, একটা চেয়ারে রেখে, অন্য চেয়ারটা টেনে বিপরীত দিকে নিজে বসলেন।

তারপর দুহাত পকেটে ঢুকিয়ে তন্ময় হয়ে চেয়ে রইলেন হত্যাকাণ্ডের মৌন সাক্ষীদ্বয়ের দিকে। ঘরের মধ্যে থমথমে পরিবেশ। খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছে পাখিদের কিচির-মিচির ধ্বনি। দমকা বাতাস মাঝে মাঝে জানালার বাইরের ঘন লতানো গাছটার ডালপালাগুলোকে লণ্ডভণ্ড করে তুলছে। কিন্তু ঘরের ভেতরের লোকটির কোনদিকেই ভ্রুক্ষেপ নেই। নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে থাকতে ক্রমশ তার মুখে নির্মম কাঠিন্যের রেখা ফুটে উঠছিল।

প্রায় আধঘণ্টা ওইভাবে বসে থাকার পর সহসা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর অতি সন্তর্পনে জুতো জোড়া আবার তাকে সাজিয়ে রেখে বাইরের বারান্দার দিকে পা বাড়ালেন।

বারান্দার বিপরীত ধারে পাশাপাশি দুটো শোবার ঘর। ট্রেণ্ট প্রথম যে ঘরটায় ঢুকলেন, সেটাকে আর যাই হোক পরিপাটি আখ্যা দেওয়া যায় না। ঘরের এককোণে কতকগুলো লাঠি আর মাছ ধরার ছিপ এলোমেলো করে রাখা, অপর কোণের বইগুলোরও ছত্রাকার অবস্থা। প্রসাধন টেবিলের ওপর রকমারি সরঞ্জামগুলো যথাসম্ভব গুছিয়ে রেখেও শ্রীফুটিয়ে তোলা যায়নি। তাকের ওপর পাইপ, ছুরি, পেন্সিল, চাবির গোছা, গলফের বল, পুরোনো চিঠি, ছোটবাক্স, টিন আর বোতল স্তূপাকার করে রাখা। সুন্দর দুটো খোদাই করা কারুকার্য ঝুলছে দেওয়ালে; কিছু জলরঙা ছবি লাগানো দেওয়ালের একধারে। পোশাক-আলমারির পাশে জানালার নিচে লম্বা করে সাজানো বেশ কিছু চটি আর বুট জুতো। ট্রেণ্ট সেগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখলেন; তারপর হালকাভাবে শিস দিতে দিতে কয়েকটা ফুটরুল দিয়ে মেপে নিলেন। অবশেষে বিছানার ধারে বসে গম্ভীর দৃষ্টিতে ঘরের চারপাশ নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

তাকের ছবিগুলো প্রথমে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। উঠে সেগুলো তুলে নিলেন। একটায় ম্যাণ্ডারসন মার্লোকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপেছেন। আলপসের শিখর-সৌন্দর্য ধরে রাখা হয়েছে দুটো ছবিতে। বিবর্ণ একটা ছবিতে রয়েছে তিন তরুণ—তার মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর সৈনিকের পোশাক পরা একজনের বন্য বাজপাখীর মতো দুটো নীল চোখ নিঃসন্দেহে ট্রেণ্টের পরিচিত। রাজকীয় ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা মহিলাকে দেখা গেল অন্য একটি ছবিতে—তাঁর সঙ্গে মার্লোর অল্পবিস্তর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। ট্রেণ্ট তাকের একটা খোলা সিগারেটের বাক্স থেকে সিগারেট নিয়ে, ধরিয়ে, ছবিগুলো একের পর এক দেখে গেলেন।

এবার তাঁর দৃষ্টি পড়ল সিগারেটের বাক্সের পাশে রাখা চেটাল চামড়ার বাক্সটার ওপর।

সহজেই খুলে গেল ওটা। ভেতর থেকে বেরোল সুন্দর কারুকার্য করা ছোট্ট একটা হালকা রিভলবার আর কিছু কার্তুজ। রিভলবারের বাঁটে 'জে' আর 'এম' খোদাই করা।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল। ট্রেণ্ট রিভলবারের পশ্চাদভাগ খুলে সবেমাত্র উঁকি দিয়ে দেখছেন এমন সময় ইন্সপেক্টর মার্চ খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'আমি তাই ভাবছিলাম—' সহসা ট্রেন্টের হাতের দিকে চোখ পড়তে মার্চ থমকে গেলেন। 'কার রিভলবার ওটা, মিঃ ট্রেন্ট?'

'ঘরের মালিক যে তারই তো হওয়া উচিত,' খাটের আচ্ছাদন ছুটোর দিকে নির্দেশ করলেন ট্রেন্ট। 'এই তাকটার ওপরে ছিল। আর আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে আমার যা কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে, তা থেকে বলতে পারি, যে শেষবার ব্যবহার করার পর এটাকে খুব যত্ন সহকারে পরিষ্কার করা হয়েছে।'

'এটা আমারও জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে।' ট্রেন্টের বাড়িয়ে-ধরা রিভলবারটা মার্চ হাতে নিলেন, 'আশাকরি আপনিও তা জানেন। তবে ওটা বলার জন্যে বিশেষজ্ঞ না হলেও চলে।' রিভলবারটা বাক্সে রেখে, তিনি একটা কার্তুজ তুলে নিলেন, তারপর নিজের প্রশস্ত তালুর ওপর সেটা রেখে, অন্য হাতে ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে আরো একটি বস্তু বের করে তার পাশে রাখলেন। বস্তুটি একটি সীসের বুলেট, সামনের দিকটা কিঞ্চিত ভোঁতা, কতকগুলো গভীর আঁচড়ের দাগ রয়েছে তাতে।

'এই সেই বুলেটটা নাকি?' ইন্সপেক্টরের হাতের ওপর ঝুঁকে ট্রেন্ট বিড়বিড় করে উঠলেন।

'হ্যাঁ। খুলির পেছনে হাড়ের ওপর বিঁধেছিল। ডাঃ স্টক আমাদের এক স্থানীয় অফিসারের হাত দিয়ে ওটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই যে গভীর দাগগুলো দেখছেন, এগুলো ডাক্তারি সরঞ্জামের। আর বাকিগুলো রিভলবারের নলের ভেতরের দাগ।' রিভলবারের নলে টোকা দিলেন মার্চ। 'জিনিসটা এইরকমই; গুলির মাপের সঙ্গে নলের ব্যাসও মিলে যাচ্ছে। তাছাড়া অন্য কোন রিভলবারে এরকম দাগও পড়বে না।'

কিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচাওয়ি হওয়ার পর ট্রেন্ট মুখ খুললেন: 'কিন্তু আমার ধারণা, এক্ষেত্রে আমরা যা অনুমান করছি তা অমূলক; কারণ ম্যাণ্ডারসন যে মার্লোকে গাড়িতে করে সাউদামটনে পাঠিয়েছিলেন, তাতে যেমন সন্দেহ থাকতে পারে না, তেমনি মার্লোও যে হত্যাকাণ্ডের বেশ কয়েকঘণ্টা পরে ওখান থেকে ফিরেছিল, আমরা তারও প্রমাণ পেয়েছি।'

'না, ও ছুটো বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই,' মার্চ মন্তব্য করলেন।

'অথচ এই সাফাই করা আগ্নেয়াস্ত্রটা আমাদের কাছে এমন কিছু ইঙ্গিত বহন করে এনেছে, যাতে আমরা কয়েকটা বিষয় মেনে নিতে বাধ্য। যেমন: মার্লো আদৌ সাউদামটনে যায়নি; রাতেই বাড়ি ফিরে এসেছিল। এবং যে কোন ভাবেই হোক, শ্রীমতী ম্যাণ্ডারসন অথবা অন্য কারুর ঘুম না ভাঙিয়ে, সে ম্যাণ্ডারসনকে বিছানা থেকে তোলে, পোশাক পরতে বাধ্য করায়, আর বাগানে নিয়ে যায়। সেখানে সে নিজের পিস্তলের সাহায্যে ম্যাণ্ডারসনকে হত্যা করে, তারপর পিস্তলের নল ভালো করে মুছেটুছে আবার বাড়িতে ঢোকে। যথারীতি কারুর ঘুমে এতটুকু ব্যাঘাত না ঘটিয়ে ওটাকে নিজের ঘরে যথাস্থানে রেখে দেয়। এবার তার কর্তব্য ছিল, সারাটা দিন লুকিয়ে থাকা—যেটা সে সহজেই করে ফেলে, তার বিরাট

মোটর গাড়িটাকে কাজে লাগিয়ে। তারপর খুবই সোজা, গোবেচারির মতো ফিরে আসে সে……তখন কটা ?'

'রাত নটার একটু পরে।' মার্চ একমনে শুনছিলেন, এবার চিন্তিত গলায় বললেন, 'ঠিকই, মিঃ ট্রেন্ট, রিভলবারটা পাবার পর ওই চিন্তাগুলোই প্রথমে মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন, ম্যাণ্ডারসন যখন নিহত হন, মিঃ মার্লো তখন এখান থেকে অন্তত একশো মাইল দূরে। তিনি সাউদামটনে গিয়েছিলেন।'

'কেমন করে বুঝলেন ?'

'গত রাতে মিঃ মার্লো ফেরার পর আমি ওঁকে জেরা করেছিলাম। সব আমার লেখা আছে। উনি সোমবার সকাল সাড়ে ছটায় সাউদামটনে পৌঁছেছিলেন।'

'না না, এটা তো আপনি তার বক্তব্য বলছেন, মার্চ। সে কি বলল না বলল, তাতে কি আসে যায় ? সে যে সাউদামটনে গেছে, বুঝলেন কি করে ?'

মার্চ মুচকে হাসলেন। 'আপনাকে বলতে আমার আপত্তি থাকার কথা নয়। বেশ শুনুন !…গতকাল মিসেস ম্যাণ্ডারসন আর অন্যান্যদের জেরা করার পর আমার প্রথম কর্তব্য ছিল, টেলিগ্রাফ অফিস থেকে সাউদামটনে আমাদের পুলিস দফতরে তার করা। শুতে যাবার আগে ম্যাণ্ডারসন তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, মার্লোকে তিনি সাউদামটনে পাঠাচ্ছেন একজনের কাছে কোন দরকারি তথ্য সংগ্রহের কাজে। সে লোকটির নাকি পরের দিনই জাহাজ ধরে প্যারী চলে যাবার কথা। কথাগুলো যাচাই করার জন্যেই আমি তার করেছিলাম। ওরা আজ সকালে উত্তর পাঠিয়েছে। এই দেখুন।' মার্চ তারবার্তা লেখা কিছু কাগজ ট্রেন্টের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

'উল্লিখিত ব্যক্তি সকাল ৬-৩০ মিনিটে পৌঁছাইয়া বেডফোর্ড হোটেলে নিজের নাম মার্লো লিপিবদ্ধ করান এবং গ্যারাজ তত্ত্বাবধায়কের কাছে গাড়িটি জনৈক ম্যাণ্ডারসনের বলিয়া উল্লেখ করেন। স্নান এবং প্রাতঃরাশ শেষ করিয়া তিনি বন্দরে যান এবং সেখানে হেভার নামক জাহাজটি ছাড়ার আগে পর্যন্ত জনৈক যাত্রী হ্যারিসের সম্বন্ধে বারংবার খোঁজখবর নেন। ১-১৫ মিনিটে মধ্যাহ্ন ভোজ শেষ করিবার পর তিনি জাহাজ সংস্থার বুকিং এজেন্টের অফিসে যান এবং জানিতে পারেন, হেভার জাহাজে হ্যারিসের নামে একটি আসন গত সপ্তাহে সংরক্ষণ করা হইলেও তিনি উক্ত জাহাজে ওঠেন নাই। ইন্সপেক্টর বার্ক।'

বার্তাটা ফিরিয়ে নিয়ে মার্চ বললেন, 'তাহলে দেখা গেল, মিঃ মার্লোর বক্তব্য এটার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ডকে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও হ্যরিস না আসাতে, তিনি হোটেলে ফিরে, লাঞ্চ সেরে ম্যাণ্ডারসনকে একটা তার করে দিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল: "হ্যারিস সময়মতো জাহাজ ধরিতে পারেন নাই। মার্লো।" সেই তারটা সন্ধ্যার সময় এখানে আসে, ম্যাণ্ডারসনের অন্যান্য চিঠিপত্রের মধ্যে ওটা রাখা ছিল। অনেকখানি গাড়ি চালিয়ে আসাতে মিঃ মার্লো বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তারপর মার্টিন যখন ওঁকে ম্যাণ্ডারসনের মৃত্যু সংবাদ জানাল, উনি তো প্রায় মূর্ছা যাবার জোগাড়। ওই কারণেই হোক, বা সারারাত অনিদ্রার দরুনই হোক, আমার

কাছে যখন উনি জবানবন্দী দিতে আসেন, তখন ওঁকে একরকম ঝোড়ো কাকের মতো মনে হচ্ছিল ; অবশ্য আমার প্রশ্নগুলোর জবাব ভালভাবেই দিয়েছেন।'

ট্রেন্ট রিভলভারটা তুলে নলের ওপর হাত বোলাতে লাগলেন। 'ম্যাণ্ডারসনের দুর্ভাগ্য মার্লো তার পিস্তল আর গুলিগুলো এরকম অসাবধানে ফেলে রেখেছিলো।' রিভলবারটা আবার বাক্সে পুরে রাখলেন তিনি। 'এতে স্বভাবতই তার ওপর সন্দেহ গিয়ে পড়ে, আপনি কি বলেন ?'

মার্চ এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন। 'বিশেষ করে এই রিভলভারটা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের তেমন সুযোগ নেই, মিঃ ট্রেন্ট। ইংলণ্ডে এই রিভলভারের এখন ছড়াছড়ি—আত্মরক্ষার্থেই হোক, বা বদ মতলবের জন্যেই হোক, লোকে এটাই বেশি পছন্দ করে ; কারণ এর কাজ যেমন নিখুঁত, তেমনি পাছ-পকেটে খুব চমৎকার ভাবে এঁটে যায়।...আপনি শুনে অবাক হবেন, ম্যাণ্ডারসনের নিজেরই একটা এই জিনিস ছিল। নিচে ওঁর দেরাজ টেবিল থেকে পেয়েছি, এখন আমার পকেটেই আছে।'

ট্রেন্ট মাথা নাড়লেন। 'ও! তাহলে ওটা বোধ হয় আপনি নিজস্ব তদন্ত কাজের জন্যে রেখে দিচ্ছেন ?'

'সেই রকমই ইচ্ছে ছিল,' মার্চ হাসলেন। 'কিন্তু যেহেতু আপনিও একটা আবিষ্কার করে ফেলেছেন, তাই অন্যটা সম্বন্ধে জানার অধিকারও আপনার আছে। অবশ্য দুটোর কোনটাই আমাদের কাজে আসছে না। বাড়ির লোকেরা—'

মার্চের কথা শেষ হল না, দরজা ঠেলার শব্দ হতে দুজনেই ফিরে তাকালেন। ঠিক চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে একজন লোক। তার দুটো চোখ খোলা বাক্সে রাখা রিভলবারটা থেকে ঘুরে, ট্রেন্টের মুখের ওপর দিয়ে গিয়ে, মার্চের ওপর স্থির হল। লোকটির লম্বা সরু সরু পা জোড়ার ওপর এক ঝলক তাকাতেই ট্রেন্ট এবং মার্চ দুজনেই বুঝতে পারলেন, কেন তাঁরা তার সিঁড়ি ওঠার শব্দ পান নি। রবারের তলি লাগান টেনিস জুতো তার পায়ে।

'আপনি নিশ্চয়ই মিঃ বানার ?' ট্রেন্ট বললেন।

ছয়. বানারের আগমন

'ক্যালভিন সি বানার, আপনাদের সেবায় প্রস্তুত,' মুখ থেকে জ্বলন্ত চুরুটটা টেনে বের করে হাসি মুখে বলল লোকটি। 'আপনি তো মিঃ ট্রেন্ট ? আপনার কথা একটু আগে মিসেস ম্যাণ্ডারসনের মুখে শুনলাম। সুপ্রভাত, ক্যাপ্টেন।' মার্চ মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিলেন। 'আমি নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম, এমন সময় অচেনা গলার শব্দ পেয়ে ভাবলাম, দেখে যাই একবার।' বানার সশব্দে হেসে উঠল। 'আপনারা বোধহয় ভাবছেন, আমি আড়ি পেতেছিলাম ? না মশায়, কেবল ওই পিস্তলটা সম্বন্ধে একটা দুটো শব্দ বাদে আর কিছু শুনতে পাইনি।'

বেঁটে খাটো রোগাটে গড়নের চেহারা বানারের। নারীসুলভ মুখে নিখুঁত করে দাড়ি কামানো, চোখ দুটো বড় বড় এবং বুদ্ধিদীপ্ত, ঢেউখেলানো চুলগুলো মাথার

মাঝখান দিয়ে সিঁথে করা। চুরুটবিহীন অবস্থায় মুখে এক অদ্ভুত ব্যগ্র ভাব ফুটে থাকে, কিন্তু চুরুট মুখে দেওয়া মাত্র সেটি অন্তর্হিত হয়। সে তখন ঠাণ্ডা মেজাজী প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন একটি আমেরিকান যুবক।

বানারের জন্ম কানেক্‌টিকাটে। কলেজের গণ্ডি পেরোনোর পর চাকরি জীবনের শুরু এক দালালের দপ্তরে। সেই সুত্রেই ম্যাণ্ডারসনের সঙ্গে যোগাযোগ। ধুরন্ধর ব্যবসায়ী ম্যাণ্ডারসন বেশ কিছু দিন ধরে তার কার্যপদ্ধতি লক্ষ্য করে আসছিলেন, একদিন সুযোগ বুঝে সরাসরি তাকে তাঁর ব্যক্তিগত সচিবের পদ গ্রহণ করতে বললেন। বানারও জাত ব্যবসায়ী, তার ওপর বিশ্বাসী, বুদ্ধিমান, নিয়মনিষ্ঠ এবং অত্যন্ত হিসেবী। অবশ্য এই ধরণের গুণাগুণ সম্পন্ন অনেককেই ম্যাণ্ডারসন পেতে পারতেন, কিন্তু তবু বানারকেই চাইলেন, কারণ ওগুলো ছাড়াও তার চটপটে স্বভাব আর ব্যবসায়িক গোপনীয়তা বজায় রাখার প্রবণতা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাছাড়া শেয়ার বাজারের গতিবিধি সম্বন্ধে তার আন্দাজও ভালো। সুতরাং বানারই বহাল হল তাঁর ব্যক্তিগত সচিবের পদে।

ট্রেণ্ট বললেন, 'পিস্তলটা সম্পর্কে ইন্সপেক্টর সাহেব আমার একটা ভুল ধারণাকে ভেঙ্গে দিচ্ছিলেন। ওটা দিয়েই যে মিঃ ম্যাণ্ডারসনকে হত্যা করা হয়েছে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। কারণ আজকাল ও পিস্তল নাকি আপনাদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়, অনেকের কাছেই আছে।'

বানার হাত বাড়িয়ে বাক্স থেকে পিস্তলটা তুলে নিল। 'হ্যাঁ, স্যার—ক্যাপ্টেন ঠিকই বলেছেন। আমরা এটার নাম দিয়েছি লিট্‌ল্ আর্থার, আর নিঃসন্দেহে বলতে পারি, এই মুহূর্তে এটার জোড়া অন্তত কয়েক হাজার লোকের পাছ-পকেটে শোভা পাচ্ছে। আমার কিন্তু এটা বড় হাল্কা লাগে।' জ্যাকেটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সে একটা রিভলবার বের করে আনল। 'হাতে নিয়ে দেখুন, মিঃ ট্রেণ্ট—ওতে কিন্তু গুলিভরা আছে।...লিট্‌ল্ আর্থারটা এই বছরেই, এখানে আসার আগে মার্লো কিনেছিল বুড়োকে খুশি করতে। বুড়ো বলত, বিংশ শতাব্দীতে একটা লোক পিস্তল ছাড়া ঘোরা ফেরা করবে, এ নাকি ভাবাই যায় না। তাই মার্লো দুম্ করে ওটা দোকান থেকে কিনে এনেছিল—এমনকি কেনার আগে আমার সঙ্গে একবার পরামর্শ পর্যন্ত করেনি।' পিস্তলটা চোখের ওপর তুলে সে দৃষ্টি-সহায়ক যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তাকাল। 'জিনিসটা খুব খারাপ নয়। মার্লো অবশ্য প্রথম প্রথম একেবারেই টিপ রাখতে পারত না। শেষে আমিই ওকে তালিম দিলাম। এখন ওর অনেকটা রপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু হলে কি হবে, এটা সঙ্গে রাখার অভ্যাস ও এখনো করতে পারেনি। আমার কাছে কিন্তু এটা রাখা প্যাণ্ট পরার মতো স্বাভাবিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে; কয়েক বছর হয়ে গেল সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি, কারণ ম্যাণ্ডারসনের আশে-পাশে সব সময়েই কোন না কোন মতলববাজ লোকের ভিড় থাকত তো! শেষ অব্দি আমার অনুপস্থিতিতে একজন সে সুযোগ পেয়েও গেল। আচ্ছা, আমি এখন কাটছি তাহলে? আমাকে আবার বিশপস ব্রিজে যেতে হবে। কত রকমের কাজ যে থাকে আজকাল! আপাতত এক তাড়া টেলিগ্রামও পাঠাতে হবে।'

'আমিও উঠব,' ট্রেন্ট বললেন। 'থ্রি টুনস্ রেস্তোরাঁয় একজনের সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে।'

'তাহলে চলুন, আমার গাড়িতে করেই আপনাকে পৌঁছে দিই, ওখান দিয়েই তো আমায় যেতে হবে। ক্যাপ্টেন, আপনিও কি আমার রাস্তার যাত্রী? না? আচ্ছা, মিঃ ট্রেন্ট তাহলে আসুন। আমাদের শোফার অসুস্থ, তাই সাফাইয়ের কাজটা বাদ দিয়ে গাড়ির যাবতীয় কাজ নিজেদেরই করতে হচ্ছে।'

অনর্গল কথা বলতে বলতে বানার ট্রেন্টকে নিয়ে বাড়ির পেছনে গ্যারাজে উপস্থিত হল। গ্যারাজটা বাড়ি থেকে একটু তফাতে, মধ্যদিনের প্রখর সূর্যের তাপ সেখানে প্রবেশ করতে না পারায় জায়গাটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা।

গাড়িতে ওঠার ব্যাপারে বানারের কিন্তু মোটেই উৎসাহ দেখা গেল না। ট্রেন্টকে চুরুট দিয়ে সে নিজেও একটা ধরাল, তারপর দুহাত হাঁটুর ভেতর রেখে বসে পড়ল গাড়ির পাদানির ওপর।

মিঃ ট্রেন্ট, আপনাকে আমি এমন কতকগুলো তথ্য বলতে পারি যেগুলো আপনার প্রয়োজনে লাগতে পারে। আপনার সম্বন্ধে আমি শুনেছি। অত্যন্ত চতুর লোক আপনি, আর চালাক-চতুরদেরই আমার বেশি পছন্দ। জানি না, ক্যাপ্টেন সাহেবকে আমি ঠিকমতো জরিপ করতে পেরেছি কি না, তবে আমার কিন্তু ওঁকে একজন স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন লোক বলে মনে হয়েছে। ওঁর প্রশ্নগুলোর উত্তর অবশ্য দিয়েছি, তবে আগ বাড়িয়ে নিজের কোন অভিমত আমি তাঁকে জানাতে রাজি নই।'

ট্রেন্ট মাথা নাড়লেন। 'পুলিসের সামনে বেশির ভাগ মানুষেরই এই প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দিই, মিঃ বানার। মার্চের সম্বন্ধে আপনার যা ধারণা, ঠিক তার বিপরীত সে। ইউরোপে যে ক-জন মুষ্টিমেয় প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন পুলিস অফিসার আছে, মার্চ তাদের অন্যতম। খুব তাড়াতাড়ি সে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে না ঠিকই, কিন্তু শেষ অব্দি যা ও করে, স্থির নিশ্চিত জেনেই করে। ওর অভিজ্ঞতাও অগাধ। কিন্তু আমার একমাত্র সম্বল—কল্পনাশক্তি। কিন্তু জেনে রাখুন, পুলিসি অভিজ্ঞতা প্রায় সময়েই ওটাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায়।'

'এক্ষেত্রে সে-সম্ভাবনা নেই, মিঃ ট্রেন্ট। আপনিও শুনে রাখুন, এই কেসটা খুব সাধারণ নয়। কেন—তাও আপনাকে বলছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বুড়ো বুঝতে পেরেছিল যে তার ওপর একটা আঘাত আসতে চলেছে। আর সে এটাও জানত, ওটা ঠেকানো যাবে না।'

ট্রেন্ট একটা কাঠের বাক্স গ্যারাজ থেকে টেনে এনে বানারের বিপরীতে বসলেন। 'হ্যাঁ, এইগুলো হল কাজের কথাবার্তা। শুনি আপনার বক্তব্যগুলো।'

'ওটা আপনাকে বলার কারণ, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি বুড়োর ভাবভঙ্গির একটা আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম। আপনি হয়ত শুনে থাকবেন, বুড়ো সর্ব ব্যাপারে গোপনীয়তা বজায় রাখতে চেষ্টা করত। কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি। তবে এটা ঠিক, এত প্রখর ব্যবসা-বুদ্ধি আর সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথা, আমি আজ অব্দি কারুর মধ্যে দেখিনি। বুড়োকে আমি যতটুকু জানতাম, আমার মনে হয় পৃথিবীতে আর

কেউ অতটা জানত না—এমন কি, তার স্ত্রীও নয়। আর মার্লোর তো জানার কথাই নয়, কারণ আমার মতো সে ব্যবসার সঙ্গে অতখানি অঙ্গাঙ্গীভাবে কোনদিন জড়িয়ে পড়েনি।'

'ওঁর কোন বন্ধু-বান্ধব ছিল না?'

বানার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। 'না, সে-রকম অর্থে কেউ ছিল না। পরিচিতের সংখ্যা অবশ্য কম ছিল না—প্রতিদিনই গাদা গাদা লোকের সঙ্গে আলাপ হত। অনেকের সঙ্গে শিকারে যেতে, বা নৌকো ভ্রমণ করতে দেখেছি; কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না, তাদের কেউ বুড়োর অন্তরে স্থান করে নিতে পেরেছিল। যাক, যা বলছিলাম তখন। কয়েক মাস ধরে লক্ষ্য করছিলাম, বুড়ো যেন আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছে। সব সময় মুখ গোমড়া; গভীরভাবে এমন কিছু নিয়ে চিন্তা করছে, যেন তার সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না। দিনের পর দিন এই রকম অবস্থা চলতে লাগল। তারপর দেখছিলাম, লোকটা আস্তে আস্তে নিজের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু একটা কথা, মিঃ ট্রেণ্ট,'—ট্রেণ্টের হাঁটু স্পর্শ করল বানার—'এ ব্যাপারটা আমি বাদে দ্বিতীয় ব্যক্তি জানত না। যে লোক পান থেকে চুন খসলে কাউকে ছেড়ে কথা বলত না, তাকে এর পর দেখলাম কাজে অমনোযোগী হতে। এটা মারা যাবার হপ্তাখানেক আগেকার ঘটনা। আমার এত বছরের চাকরিতে এরকম অভিজ্ঞতা প্রথম। আমায় যতদূর ধারণা, অতিরিক্ত মানসিক দুশ্চিন্তায় তাঁর স্নায়ুগুলো ক্রমশ বিকল হয়ে পড়ছিল।—একবার আমি ডাক্তার দেখাবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম; তাতে বুড়ো তো আমার ওপর খেপে লাল। এ প্রয়োজনটা কিন্তু আমি বাদে অন্য কেউ অনুভব করেনি। কারণ কেউ সামনে থাকলে বুড়ো কিছু বুঝতেই দিত না। এমন-কি মিসেস ম্যাণ্ডারসনও সম্ভবত কিছু টের পাননি।'

'এটাকে তাহলে আপনি কোন গোপন মানসিক দুশ্চিন্তার কারণ বলে ধরে নিয়েছিলেন, তাই তো?' ট্রেণ্ট প্রশ্ন করলেন।

বানার মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ। বুড়োর আবার সন্দেহবাতিক স্বভাবও ছিল, যার জন্যে কখনও নিজের খাস চাকর রাখেনি। সে কাউকে দেহ স্পর্শ করতে দিত না। আপনি শুনে অবাক হবেন, জীবনে সে কাউকে দিয়ে দাড়ি কামায়নি।'

'এরকম করার কারণ?'

'ওটাই তো তার স্বভাব। শুনেছি তার বাপ-ঠাকুর্দারও নাকি এরকম সন্দেহবাতিক স্বভাব ছিল। সেই কুকুর আর মাংসের হাড়ের গল্পটার মতো আর কি—যেন জগৎশুদ্ধ লোক তার মুখের হাড়টাকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। নাপিতের কাছে দাঁড়ি কামাত না তার কারণ এই নয়, সে ক্ষুর দিয়ে ঘাড়টা কেটে ফেলবে—কিন্তু সাধারণ সন্দেহের বসে, সে ওটাকেও একটা সম্ভাবনা বলে ধরে নিত, তাই ঝুঁকি নিতে চাইত না। ব্যবসার ক্ষেত্রেও এইরকম সে সর্বদা মনে করত, কেউ তাকে টেক্কা দিতে চেষ্টা করছে। কয়েকটা ক্ষেত্রে সেরকম যে হত না তা নয়, তবু সে কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সন্দেহপ্রবণতার অভ্যাস ছাড়ত না। অবশ্য অস্বীকার করে উপায় নেই, এই সতর্কতা আর গোপনীয়তাই তাকে অর্থনৈতিক জগতে এতখানি

প্রভাব বিস্তার করতে সাহায্য করেছে।—কিন্তু তবু আমি বলব, মিঃ ট্রেন্ট—বিশেষ কোন একটা ব্যাপার তার মনে রেখাপাত করায়, সে আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছিল—স্নায়ুচাপের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে।'

'ট্রেন্ট চিন্তান্বিত ভঙ্গিমায় ধূমপান করছিলেন। বানার তার নিয়োগকর্তার পারিবারিক বৃত্তান্ত কতটুকু জানে তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তবু প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতে চাইলেন, 'আমি শুনলাম স্ত্রীর সঙ্গেও নাকি তাঁর সম্পর্ক ভালো চলছিল না?'

'ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু আপনি কি ভাবেন, সিগস্‌বি ম্যাণ্ডারসনের মতো লোক তাতে ভেঙে পড়বে? না স্যর! অত সামান্য ব্যাপারে তাকে টলানো যেত না।'

ট্রেন্ট সরাসরি তার মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু না, ওই বুদ্ধিদীপ্ত মুখে সরলতারও ছাপ রয়েছে। সামান্য দাম্পত্য বিরোধ অত বড় একটি লোকের জীবন প্রভাবিত করবে, একথা সত্যিই সে বিশ্বাস করে না।

'ওঁদের বিরোধটা কি নিয়ে?' ট্রেন্ট প্রশ্ন করলেন।

'না মশাই, ও ব্যাপারে আমি একেবারেই ওয়াকিবহাল নই।' চুরুটে টান দিল বানার। 'মার্লোর সঙ্গে এই নিয়ে অনেকবার কথাবার্তা বলেছি, কিন্তু আমরা কেউই সমস্যার সমাধান করতে পারিনি। আমার প্রথমটা ধারণা ছিল,'—গলার স্বর খাদে নামিয়ে সে ঝুঁকে বসল—'বুড়োর বোধ হয় ছেলেপিলের শখ; হয়নি বলে বৌয়ের ওপর অভিমান করে বসে আছে। কিন্তু মার্লো বলল, তা নয়। যদ্দুর সম্ভব ওর কথাটাই ঠিক। মিসেস ম্যাণ্ডারসনের ফরাসী চাকরানীটিকে কিছু বলার পর থেকেই নাকি বিরোধের সূত্রপাত।'

ট্রেন্ট চট করে মুখ তুলে তাকালেন। 'সিলেস্তিন!' আর মনে মনে ভাবলেন: 'ও! এত তেজের তাহলে এইটাই কারণ!'

বানার কিন্তু ট্রেন্টের দৃষ্টির অন্য অর্থ বুঝল! 'আপনি হয়ত ভাবছেন, আমি মার্লোর কথার ওপর কেন অতিরিক্ত গুরুত্ব দিচ্ছি। কিন্তু এর আসল কারণটা অন্য। সিলেস্তিনের সঙ্গে ওর সম্পর্ক খুবই ভালো, কারণ সে অনর্গল ফরাসীতে কথা বলতে পারে। না না, অন্য কিছু ভেবে নেবেন না! মার্লো ও ধরনের ছেলেই নয়—বরং সিলেস্তিনই গল্প পেলে ওকে আর ছাড়তে চায় না। ফরাসী আর ইংরেজ চাকর-বাকরদের মধ্যে এখানেই তফাত। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, ও বাড়ির ঝি হোক আর যাই হোক, একটা মেয়েমানুষ কি করে একজন পুরুষের সঙ্গে এরকম একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, আমি বুঝতে পারি না। সত্যি, অদ্ভুত জাত ফরাসীরা!'

'সে যাক, আমরা বরং আবার আগের আলোচনায় ফিরে আসি।' ট্রেন্ট সুকৌশলে আলোচনার মোড় ঘোরালেন। 'আপনি বলছিলেন, ম্যাণ্ডারসন কিছুকাল নিজের জীবন-সংশয় সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। আচ্ছা, কে তাঁকে ভয় দেখাতে পারে? ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আতঙ্কগ্রস্ত কিনা জানি না, তবে এটাকে উদ্বেগ—বা আশঙ্কাও আপনি বলতে পারেন। বুড়ো আতঙ্কিত হবার মতো লোক ছিল না, প্রথম কথা—আর দ্বিতীয়ত,

এর জন্যে সে কোন সতর্কতাও নেয়নি ; বরং ব্যাপারটা সে এড়িয়ে চলতে চেয়েছিল। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে—সে চেয়েছিল ব্যাপারটার খুব তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করতে। কারণ জানতে চাইছেন ?—আচ্ছা বলুন তো, একটা লোক লাইব্রেরি ঘর অন্ধকার ক'রে, খোলা জানালার সামনে, দিনের পর দিন কেন বসে থাকত ? তার ওপর সাদা শার্ট প'রে ? কাউকে বন্দুকের নিশানায় সাহায্য করাই কি তার লক্ষ্য ছিল না ?—আর কে তাকে ভয় দেখাতে পারে ?' বানারের মুখে ম্লান হাসি ফুটল। 'বোঝাই যাচ্ছে আপনি এসব এলাকায় কোনদিন থাকেননি। শুধুমাত্র কয়লা-খনি অঞ্চলের কথাই যদি ধরি, ওখানেই আছে অন্তত তিরিশ হাজার লোকের বাস। জানেন কি, ওদের মধ্যে যে কেউ ইচ্ছে করলেই বুড়োর দেহে একটা গর্ত করে দিয়ে যেতে পারত—হ্যাঁ, মিঃ ট্রেন্ট—তিরিশ হাজার ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক, যাদের অভিযোগ, ম্যাণ্ডারসন তাদের দাবিগুলোর সম্মানজনক মীমাংসা করে যায়নি। এমন নজিরও আছে, তারা দশ বছর আগেকার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে একটা লোককে ডিনামাইট দিয়ে হত্যা করেছে—এমনই নির্মম তারা। তাই বলছিলাম, স্যর, বুড়ো জানত—খুব ভালো করেই জানত, যে বহু লোক তাকে জানে মেরে ফেলার জন্যে ওত পেতে রয়েছে। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, এসত্ত্বেও সে নিজের আত্মরক্ষার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিল না কেন! যেচে এইভাবে জীবনটা দেবার অর্থই বা কি ?'

বানার চুপ করল। নির্বাক হয়ে দুজনে কিছুক্ষণ ধূমপান করার পর ট্রেন্ট উঠে দাঁড়ালেন। 'আপনার মতামতগুলো আমার কাছে নতুন, যুক্তিসংগতও বটে। এখন দেখতে হবে, ওগুলো বর্তমান ঘটনার সঙ্গে কতখানি মেলে। আপনার কথাগুলো অবশ্য পত্রিকায় আপাতত প্রকাশ করছি না, তবে সব শুনে যা ধারণা হল, তাতে এটা যে সম্পূর্ণ পূর্ব-পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যাই হোক, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, মিঃ বানার। আমরা পরে আবার আলোচনা করব।' ঘড়ি দেখলেন ট্রেন্ট। 'আমার বন্ধু হয়ত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রয়েছেন। চলুন—তাহলে এবার যাওয়া যাক !'

●

সাত. কালো পোশাক-পরা রমণী

ম্যাণ্ডারসনের মৃত্যুর আইন অনুসারে প্রথম বিচারের দিন আজ।

ভোরবেলা বেশ খানিকটা সাঁতরে শারীরিক অবসাদ কাটিয়ে ট্রেন্ট হোটেলে ফিরে কাপল্‌সের সঙ্গে প্রাতরাশের টেবিলে বসলেন। কিন্তু কথা বলতে তাঁর যথেষ্ট অনীহা দেখা গেল। অন্য দিকে কাপল্‌স্ কিন্তু যথেষ্ট উদ্দীপিত ভূমিকায় ছিলেন। আইনগত বিচারের ফলাফল সম্বন্ধে তিনি প্রচুর আশাবাদী। প্রসঙ্গক্রমে কেসের আদ্যপান্ত বিবরণ সোৎসাহে ট্রেন্টকে শুনিয়ে দিলেন।

এক সময় ট্রেন্ট বললেন, 'তুমি কোর্টে যাবার আগে হোয়াইট্ গেবল্‌সে যাবে বলছিলে না ? তাহলে তো তোমার এখনই বেরিয়ে পড়া উচিত, না হলে ওদিকে

আবার দেরি হয়ে যাবে। ওখানে আমিও অবশ্য একবার যাব। চল, এক সঙ্গেই বেরোন থাক। এক মিনিট দাঁড়াও, আমি ক্যামেরাটা নিয়ে আসি।'

'এস।'

প্রখর রোদের মধ্যে ওঁরা দুজন হোয়াইট গেবল্‌সের দিকে রওনা হলেন।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে ওঁদের চোখে পড়ল, মার্লো আর বানার গাড়ি-বারান্দার নিচে কালো পোশাক-পরা এক রমণীর সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। ওঁদের দিকে দৃষ্টি পড়া মাত্র রমণীটি এগিয়ে এসে তাঁদের সাদর আহ্বান জানালেন।

কাপল্‌স পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ম্যাবেল—আমার ভাইঝি। আর ট্রেন্ট—আমার বিশিষ্ট বন্ধু, আর্টিস্ট এবং সানের প্রতিনিধি।'

মিসেস ম্যাণ্ডারসন ট্রেন্টের আপাদমস্তক দেখে নিলেন। 'আশা করি যে কাজে এসেছেন তাতে সফল হবেন। আপনার কি মনে হয়, হবেন তো?'

'আশা আমিও রাখি, মিসেস ম্যাণ্ডারসন। তদন্ত কিছুটা এগোনোর পর আমি আপনার সঙ্গে একবার আলোচনা করতে চাই। কারণ, ব্যাপারটা কতখানি প্রকাশ করা হবে না হবে, সে-সম্বন্ধে আপনার পরামর্শ দরকার।'

মিসেস ম্যাণ্ডারসনের চোখে বিভ্রান্তির চিহ্ন ফুটল। 'তেমন প্রয়োজন পড়লে অবশ্যই করবেন।'

পরবর্তী প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে ট্রেন্ট কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে পড়লেন। শ্রীমতী ম্যাণ্ডারসন যে মার্চের কাছে বলা তাঁর বক্তব্যগুলো আর পুনরাবৃত্তি করতে চান না, কথাটা তাঁর মনে পড়ে গেল। তবু এমন সুবর্ণসুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলেন না, বললেন, 'আপনি আমাকে বাড়িতে ঢোকার অনুমতি দিয়ে যেভাবে তদন্তের কাজে সহযোগিতা করেছেন, তার জন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে দু-একটা প্রশ্ন যদি করি আপনি আপত্তি করবেন? আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে অবশ্য কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই না।'

আবার বিব্রত দৃষ্টিতে তাকালেন মিসেস ম্যাণ্ডারসন। 'এক্ষেত্রে অস্বীকার করার অর্থই হচ্ছে নিজের নির্বুদ্ধিতা প্রমাণ করা। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, মিঃ ট্রেন্ট।'

'আমার প্রশ্নটা ছিল এইরকম,' ট্রেন্ট তাড়াতাড়ি বলতে শুরু করেন। 'আমরা জানি, আপনার স্বামী তাঁর লণ্ডনের ব্যাঙ্ক থেকে বেশ কিছু টাকা তুলে বাড়িতে রেখেছিলেন। এবং এখনও সেটা আছে। এর কারণটা কি জানেন?'

মিসেস ম্যাণ্ডারসনের চোখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল। 'কই জানি না তো! সত্যিই, আমি অবাক হচ্ছি আপনার কথায়!'

'অবাক হচ্ছেন কেন?'

'কারণ আমি জানতাম, ওঁর হাতে টাকা বলতে গেলে ছিলই না। রোববার রাত্তিরে, গাড়ি করে বেড়াতে যাবার আগে, উনি হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন। আমি তখন ওখানে বসে। আমাকে বললেন, কিছু টাকা-পয়সা বা সোনাদানা আছে কিনা—পরের দিনই ওগুলো ফেরত দিয়ে দেবেন। আমি তো অবাক, কারণ অন্তত শ খানেক পাউণ্ড উনি সব সময় নিজের কাছে রাখতেন,

কখনও তাতে ঘাটতি আমি দেখিনি। যাই হোক, তবু প্রশ্ন করলাম না, আমার দেরাজ খালি করে যা ছিল সব ওঁর হাতে তুলে দিলাম। পাউণ্ড তিরিশেক ছিল ওতে।'

'টাকাটা কিজন্যে প্রয়োজন, উনি আপনাকে বলেননি?'

'না। টাকাটা পকেটে ভরে নিতে নিতে শুধু বলেছিলেন, মার্লো ওঁকে গাড়িতে করে বেড়িয়ে নিয়ে আসবে বলছে, উনি তাই বেরোচ্ছেন; এতে নাকি ঘুম ভালো আসবে। আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন, বেশ কিছুদিন যাবৎ উনি রাত্তিরে ঘুমোতে পারছিলেন না। এরপর উনি মার্লোর সঙ্গে বেরিয়ে যান। কিন্তু আমার সব থেকে বেশি অবাক লেগেছিল রোববার রাত্তিরে ওঁর হঠাৎ টাকার প্রয়োজন পড়াতে। কথাটা অবশ্য ভুলে গিয়েছিলাম, আপনি এইমাত্র আবার মনে করিয়ে দিলেন।'

'অবাক হবার মতো ব্যাপার নিশ্চয়ই,' অন্যদিকে তাকিয়ে ট্রেণ্ট জবাব দিলেন। তারপর কাপল্স তাঁর ভাইঝির কাছে আদালত-প্রসঙ্গ ওঠাতে ট্রেণ্ট মার্লোর কাছে এগিয়ে চললেন। মাঠের ওপর একা পায়চারি করছিল সে।

কিছুক্ষণ মামুলি বার্তালাপ চালানোর পর ট্রেণ্ট ধীরে ধীরে তাঁর অভিপ্রেত প্রসঙ্গে এলেন। ম্যাণ্ডারসনের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বানারের মন্তব্য তিনি উল্লেখ করতে মার্লো বলল, 'হ্যাঁ, আমি জানি, আমাকেও সে বলেছে। কিন্তু তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত হতে পারিনি, কারণ কয়েকটা ব্যাপার তাতে অব্যাখ্যাত থেকে যায়। তবে দীর্ঘকাল এখানে বসবাস করে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকে বলতে পারি, এই ধরনের নাটকীয় গুপ্ত হত্যাকাণ্ড এখানে নতুন কিছু নয়, বরং কিছু শ্রেণীর শ্রমিকমহলে এর রেওয়াজ যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। এসব কাজে আমেরিকানদের রুচি এবং দক্ষতার কিছুমাত্র ঘাটতি নেই।'

'কিন্তু ভয়াবহ কিছু একটার প্রত্যাশা যে তিনি করছিলেন, তাতে তো আপনার সন্দেহ নেই? যেমন ধরুন মাঝরাত্তিরে আচমকা আপনাকে এক জায়গায় পাঠানোর ব্যাপারটা—'

'মাঝরাত ঠিক নয়, রাত দশটা,' মার্লো সংশোধন করে দেয়। 'তবে কাজটার জন্যে উনি যদি আমাকে শেষ রাতেও ঘুম থেকে তুলে দিতেন, আমি তাতে অবাক হতাম না। ম্যাণ্ডারসন তাঁর বিপুল প্রতিপত্তি আর খ্যাতির নিদর্শন দেখাতে মাঝে মাঝে এরকম উদ্ভট উদ্ভট ফরমাশ করতেন। যেমন সেইদিনই হঠাৎ তাঁর হ্যারিসের খবরের জন্য আমাকে প্রয়োজন পড়ে গেল—'

'হ্যারিস কে?' ট্রেণ্ট বাধা দিলেন।

'ভগবান জানেন! আমি তো দূরের কথা বানার পর্যন্ত তার নাম জানে না। কেবল এইটুকু বলতে পারি, গত সপ্তাহে যখন কিছু কাজ নিয়ে লণ্ডনে যাই, সেইসময় ম্যাণ্ডারসনের কথামতো জর্জ হ্যারিস নাম দিয়ে জাহাজে একটা কেবিন রিজার্ভ করে আসি। জাহাজটা ছাড়ার কথা ছিল সোমবার। ম্যাণ্ডারসনের হঠাৎ খেয়াল হল, তার কাছ থেকে একটা জরুরী খবর আনতে হবে। ওটা নাকি এমনই গোপনীয় খবর যে টেলিগ্রাফেও আনানো চলবে না, সশরীরেই যেতে হবে। অগত্যা আমাকেই যেতে হল—সে তো আপনি জানেনই।'

ট্রেন্ট চারপাশে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে মার্লোর দিকে ফিরলেন। 'আমি এমন একটা কথা আপনাকে বলতে পারি, যেটা মনে হয় না আপনি জানেন।—আপনি রওনা হবার আগে, গাড়ি-বারান্দার তলায় ম্যাণ্ডারসন আর আপনার মধ্যে কিছু কথাবার্তা আপনাদের চাকর মার্টিনের কানে গিয়েছিল। সে ওঁকে বলতে শোনে—'যদি মার্টিন ওখানে থাকে, তাহলে প্রতিটা মুহূর্তই আমাদের কাছে জরুরী।' এবার মিঃ মার্লো, আপনি আমার কর্তব্যের বিষয়ে ওয়াকিবহাল। একটা হত্যাকাণ্ডে তদন্ত করতে আমি এসেছি, সুতরাং আশা করব আপনি অযথা ক্ষুব্ধ হবেন না। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব, ওই কথাটা শোনার পরেও কি আপনি বলতে চান, বিষয়টা সম্বন্ধে আপনার কিছুই জানা নেই?'

মার্লো মাথা নাড়ল। 'সত্যিই জানি না, মিঃ ট্রেন্ট। অত সহজে ক্ষুব্ধ হবার পাত্রও আমি নই। আর আপনার প্রশ্নটা তো এমন কিছু আপত্তিকর ছিল না। ম্যাণ্ডারসনের সঙ্গে আমার সেই সময় যা যা কথাবার্তা হয়েছিল, তা সবই আমি ইন্সপেক্টরকে জানিয়েছি। ম্যাণ্ডারসন আমায় স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন, ব্যাপারটা সম্বন্ধে খোলসা করে কিছু বলতে পারবেন না, আর আমিও যেন অযথা কৌতূহল প্রকাশ না করি। আমার শুধু কাজ হবে, হ্যারিসের খোঁজ করে তাকে প্রশ্ন করা যে পরিস্থিতি কেমন চলছে। এরপর সে মৌখিক উত্তর বা চিঠি, যাই দিক না কেন, সেটা এনে ওঁর হাতে দিতে হবে। এমনকি, একথা পর্যন্ত আমাকে বলে দিয়েছিলেন, হ্যারিস হয়তো শেষ অব্দি দেখা নাও দিতে পারে। "প্রতিটা মুহূর্ত আমাদের কাছে জরুরী" বা ওই জাতীয় কিছু যদি তিনি বলে থাকেন, সেটার বিষয়ে আপনারাই ভালো বলতে পারবেন—আমি কিছু জানি না।'

'আপনাদের মধ্যে কথা হবার পর উনি স্ত্রীকে আপনার সঙ্গে গাড়িতে বেড়াতে যাবার কথা বললেন, অথচ আপনার গোপন যাত্রার খবরটা জানালেন না কেন—বলতে পারেন?'

মার্লো অসহায় অবস্থায় দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুলল। 'এই 'কেন'র উত্তরও আমি আপনার থেকে ভালো দিতে পারব না।'

'তাহলে কি,'—মাটির দিকে তাকিয়ে ট্রেন্ট যেন স্বগতোক্তি করে উঠলেন—'উনি স্ত্রীর কাছে কথাটা চেপে গেছেন?' তারপরই সহসা ঝাঁকিয়ে উঠে যেন প্রসঙ্গটা উড়িয়ে দিলেন। 'দেখুন তো, মিঃ মার্লো।' বুক পকেট থেকে দুটো পরিষ্কার কাগজ টেনে আনলেন তিনি। 'এগুলো আগে কখনও আপনি দেখেছেন কি?' মার্লো হাত বাড়িয়ে কাগজ দুটো নেবার পর আবার প্রশ্ন করলেন, 'বলতে পারেন—কোথা থেকে এগুলো এসেছে?'

'এই বছরের ডায়েরির অক্টোবর মাস থেকে ছুরি বা কাঁচি দিয়ে কাটা।' কাগজ দুটো উল্টেপাল্টে দেখল মার্লো। 'কোন লেখাটেখা নেই দেখছি। এ বাড়িতে কারুর এরকম ডায়েরি আছে বলেও জানি না। কি ব্যাপার?'

'না, লেখা অবশ্য কিছু নেই, তবে আপনার অজান্তে বাড়িতে যে-কোন লোকের এরকম ডায়েরি থাকতে পারে। আমি অবশ্য আশা করিনি আপনি এগুলো চিনতে

পারবেন—বরং তা পারলেই আমি অবাক হতাম।' মিসেস ম্যাণ্ডারসনকে এগিয়ে আসতে দেখে ট্রেণ্ট থেমে গেলেন।

'কাকা বলছেন—এবার আমাদের রওনা হওয়া দরকার।'

কাপল্‌সও পেছনে পেছনে এসে যোগ দিলেন। 'আমি আর মিঃ বানার এগোচ্ছি। কতকগুলো কাজের জিনিস তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। ম্যাবেল, তুমি এঁদের দুজনের সঙ্গে আসবে? ওখানে ঢোকার আগে আমরা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব।'

ট্রেণ্ট মিসেস ম্যাণ্ডারসনের দিকে তাকালেন। 'মিসেস ম্যাণ্ডারসন আমাকে ক্ষমা করে দেবেন আশা করি। আমি এসেছিলাম কিছু সূত্রের খোঁজে। এখনই কোর্টে যেতে হবে আমি ভাবিনি।'

'নিশ্চয়ই! অবশ্যই আপনি আগে আপনার কাজ করবেন। আমরা সকলেই আপনার ওপর আস্থা রাখি।' মার্লোকে লক্ষ্য করে মিসেস ম্যাণ্ডারসন বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি আসছি।'

মিসেস ম্যাণ্ডারসন বাড়িতে ঢোকার আগেই বানারকে সঙ্গে নিয়ে কাপল্‌স বাগানের ফটকে পৌঁছে গেলেন।

ট্রেণ্ট মার্লোকে নিচু স্বরে বললেন, 'ভদ্রমহিলা সত্যিই ভালো—না?'

'ওঁকে না জেনেই আপনি মন্তব্য করছেন। আপনি যতটা ভাবছেন তার থেকেও উনি ভালো।'

ট্রেণ্ট আর-কোন মন্তব্য করলেন না, মাঠ পেরিয়ে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন। ক্ষণিকের নীরবতার মাঝে দূরে থেকে নাল-আঁটা জুতোর শব্দ ভেসে এল। হোটেলের দিক থেকে একটি অল্পবয়সী ছেলে ছুটতে ছুটতে আসছিল। তার হাতে কমলা রঙের খামটা নিঃসন্দেহে একটা টেলিগ্রাম। ছেলেটি কাছাকাছি আসার পর ট্রেণ্ট মার্লোকে বললেন, 'একটা অপ্রসঙ্গিক কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে। আপনি কি অক্সফোর্ডের ছাত্র ছিলেন?'

'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

'আমার অনুমান সঠিক কিনা মিলিয়ে নিলাম। অনেক সময় দেখলেই এসব বোঝা যায়—তাই না?'

'তা যায়।' মার্লো সামান্য হাসল। 'যেমন আপনাকে দেখেই বোঝা যায় আপনি একজন শিল্পী।'

'কেন? আমার চুল কি খুব লম্বা?'

'আরে, না না। আসলে আপনি যেরকম করে তাকান সেইভাবে একমাত্র শিল্পীদেরই তাকাতে দেখেছি। তাদের মতো প্রত্যেকটা বস্তুর খুঁটিনাটি লক্ষ্য করতে চান আপনি।'

ছোট ছেলেটি হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রেণ্টের কাছে এগিয়ে এল। 'আপনার টেলিগ্রাম, স্যর। একটু এদিকে আসুন।'

খামটা ছেঁড়ার পর ট্রেন্টের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তা দেখে মার্লো বিড়বিড় করে ওঠে, 'নিশ্চয়ই কোন ,শুভ সংবাদ !'

ট্রেন্ট ফিরে তাকালেন। 'ঠিক সংবাদ বলব না এটাকে, তবে এতে আমার আরও একটা ধারণার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।'

আট. করোনারের বিচার-সভা

হোটেলের বল-নৃত্য এবং ঐকতান বাদনের জন্যে নির্দিষ্ট হলঘরটা বিচারসভার জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছে। কয়েক সারি চেয়ার দখল করে বসেছে সাংবাদিক গোষ্ঠি। তাদের বিপরীতে কারোনারের আসনের বাঁ দিকে বসেছে সাক্ষীরা আর ডানদিকে জুরির দল। হলের বাকি অংশ দর্শকে পরিপূর্ণ, আকুল আগ্রহ নিয়ে তারা সভার কাজ শুরু হবার অপেক্ষায় রয়েছে। অন্যদিকে সাংবাদিকদের যেহেতু ব্যাপারটা গা সওয়া, তাই নিজেদের মধ্যে তারা চাপা গলায় আলোচনা চালাচ্ছে।

করোনারের আহ্বানে প্রথম সাক্ষ্য দিতে এলেন মিসেস ম্যাণ্ডারসন। মৃত ব্যক্তির সনাক্তকরণ তাঁকে দিয়ে করানো হল। এরপর মৃতের স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের পর তাঁকে বলা হল, জীবিত অবস্থায় স্বামীকে যখন তিনি সর্বশেষ দেখেন, সেই সময়কার বিশদ বিবরণ জানাতে।

মিসেস ম্যাণ্ডারসন বললেন, তাঁর স্বামী রবিবার রাতে নির্দিষ্ট সময়েই নিজের ঘরে শুতে গিয়েছিলেন। যে-ঘরে উনি শুতেন, সেটা প্রকৃতপক্ষে তাঁর ঘরের সঙ্গে লাগোয়া একটা প্রসাধন কক্ষ। দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা রাতে খোলা থাকত এবং দুটো ঘরেরই আলাদা আলাদা প্রবেশ-পথ বারান্দার ওপর আছে। সেই রাতে স্বামী কখন বাইরে থেকে ফিরেছিলেন তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কারণ তখন তিনি ঘুমোচ্ছিলেন; এবং যথারীতি যা ঘটে থাকে, ও ঘরে আলো জ্বলতেই তাঁর ঘুমের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটেছিল। আধা-ঘুম চোখে তিনি স্বামীর সঙ্গে কথাও বলে-ছিলেন। সঠিক শব্দগুলো তাঁর মনে নেই, তবে পূর্ণিমার রাতে বেড়াতে ওঁর কেমন লাগল এবং রাত তখন ক-টা, এই দুটো প্রশ্ন যে করেছিলেন তা স্পষ্ট মনে আছে। সময় জিজ্ঞেস করার কারণ, তাঁর মনে হয়েছিল মাত্র কিছুক্ষণ আগে তিনি ঘুমিয়েছেন এবং আশা করেছিলেন, স্বামীর ফিরতে দেরি হবে। জবাবে তাঁর স্বামী বলেন, রাত তখন সাড়ে এগারটা এবং গাড়ি করে বেড়িয়ে আসার ব্যাপারে তিনি মত পরিবর্তন করেছেন, আর শেষ অব্দি যাননি।

'কারণটা তিনি জানিয়েছিলেন কি?' করোনারের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। কথাগুলো আমার স্পষ্ট মনেও আছে, কারণ—'

'হ্যাঁ, বলুন?'

'কারণ আমার স্বামী কখনও আমার সঙ্গে ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতেন না।' কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা-মাখানো ভঙ্গিমায় মিসেস ম্যাণ্ডারসন মুখ তুললেন। 'ওঁর—ওঁর ধারণা ছিল ব্যবসা আমি বুঝি না, যার জন্যে যতটা সম্ভব ওসব নিয়ে কম আলোচনা করতেন। তাই আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম যখন তিনি বললেন,

মার্লোকে সাউদাম্‌টনে পাঠিয়েছেন একটা লোকের কাছ থেকে জরুরী খবর আনার জন্যে। সেই লোকটার পরের দিনই জাহাজে প্যারিস রওনা হওয়ার কথা। তিনি আরও জানান মার্লোকে গাড়িতে করে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে তিনি মাইলখানেক পথ হেঁটে এসেছেন, এতে উনি ভালো বোধ করছেন।'

'আর-কিছু বলেছেন কি?'

'না—অন্তত আমি মনে করতে পারছি না। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল সেই সময় আর কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়েছিলাম। তবে তার আগে উনি আলো নিভিয়েছিলেন, এটুকু আমার মনে আছে।'

'রাতে কোন আওয়াজ পাননি?'

'না, সকাল সাতটায় ঝি চা দিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত আমি অঘোরে ঘুমিয়েছি। রোজকার মতো মেয়েটি এসে আমার স্বামীর ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দেয়—আমি ভেবেছিলাম, তখনও উনি ঘরেই আছেন। উনি সবসময়েই একটু বেশি ঘুমোতেন, মাঝেমাঝে বেলা গড়িয়েও যেত।—বেলা দশটা নাগাদ বৈঠকখানায় বসে জলখাবার খাচ্ছি, এমন সময় শুনলাম ওঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।' মিসেস ম্যাণ্ডারসন মাথা নামিয়ে চলে যাবার প্রত্যাশা করতে লাগলেন।

কিন্তু করোনারের প্রশ্ন তখনও শেষ হয়নি।

'মিসেস ম্যাণ্ডারসন,' তাঁর গলায় সহানুভূতির ছোঁয়া থাকলেও এবার কিছুটা কঠিন। 'এবার আপনাকে যে প্রশ্নটা করব—আমি জানি এই পরিস্থিতিতে সেটা খুবই বেদনাদায়ক, তবু কর্তব্যের খাতিরে আমাকে জিজ্ঞেস করতেই হবে। আচ্ছা, এটা কি সত্যি নয় যে, কিছুকাল যাবৎ আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল? পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন আপনারা?'

মিসেস ম্যাণ্ডারসন মুখ তুলে তাকালেন, রক্তিমাভা দেখা দিল তাঁর গালে। 'প্রশ্নটা যদি একান্ত জরুরী হয়ে থাকে, আমাকে জবাব দিতেই হবে, যাতে কোন ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। -গত কয়েক মাস যাবৎ আমার প্রতি ওঁর আচরণ, আমাকে যথেষ্ট উদ্বেগ আর দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে রেখেছিল। ওঁর স্বভাবে আমূল পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করি। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন আর মনে হচ্ছিল, আমাকে যেন ঠিকমতো বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। আগে কোনদিন এরকম দেখিনি। আর সব সময় যেন একা থাকতে চাইতেন। এসবের কারণ কিছু বলতে পারব না; এর প্রতিবিধান করতে গিয়েও আমি ব্যর্থ হয়েছি। বুঝতে পারছিলাম আমাদের মধ্যে কিছু-একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সেটা কি নিয়ে, তা জানতাম না; আর উনিও আমাকে বলেননি। তাছাড়া আমার কিছুটা আত্মঅহংকারও আছে, যার দরুন আমিও তাঁর কাছে জানতে চাইনি—চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব মানিয়ে চলার।—আর কোনদিন জানা সম্ভবও হবে না আমার পক্ষে।' অনেক আত্মসংবরণ করা সত্ত্বেও শেষ দিকে মিসেস ম্যাণ্ডারসনের গলা কাঁপছিল, অবগুণ্ঠন সরিয়ে ঋজু ভঙ্গিমায় শান্ত হয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন।

জুরিদের একজন সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'আপনাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে, যেটাকে বলে বাদানুবাদ, সেরকম কিছু কি ঘটেছিল?'

'কোনদিনও না,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন মিসেস ম্যাণ্ডারসন।

করোনার জানতে চাইলেন, সাম্প্রতিক অন্য কোন ঘটনা ম্যাণ্ডারসনের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল কিনা।

মিসেস ম্যাণ্ডারসন এর উত্তর দিতে পারলেন না। ওখানেই শেষ সাক্ষ্য ঘোষণা হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। পরবর্তী স্বাক্ষী হিসেবে মার্টিনের নাম ঘোষণা করা হল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ট্রেণ্ট উপস্থিত হলেন। মিসেস ম্যাণ্ডারসনকে দেখে তিনি সামান্য মাথা ঝোঁকালেন।

'একটু এপাশে আসবেন, মিঃ ট্রেণ্ট?' ট্রেণ্ট তাঁকে অনুসরণ করে হলের একধারে কয়েক পা সরে এলেন। 'দয়া করে আমায় একটু বাড়ি অব্দি পৌঁছে দেবেন?' মিসেস ম্যাণ্ডারসনের গলা অসম্ভব ভাঙা ভাঙা এবং দুর্বল শোনাচ্ছিল। 'কাকাকে দেখতে পাচ্ছি না, আমার যেন হঠাৎ মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাব—খোলা হাওয়ায় গেলে হয়ত সুস্থ হয়ে উঠতে পারি—না না, এখানে কিছুতেই আমি থাকতে পারব না—বাড়ি আমাকে যেতেই হবে।' সহসা ট্রেণ্টের বাহু আঁকড়ে ধরলেন তিনি, যেন সবলে তাঁকে টেনে নিয়ে যাবেন—পরক্ষণেই হাত শিথিল করে দেহের অনেকটা ভার ছেড়ে দিলেন তাঁর ওপর। ওক-গাছের সারির পাশ দিয়ে হোয়াইট গেবল্‌সের দিকে ধীরে ধীরে ওঁরা এগিয়ে চললেন।

ট্রেণ্ট হতচকিত হয়ে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন, হাজার চিন্তার জোয়ার আছড়ে পড়ছিল তাঁর মনে। তবে কি তিনি যা আশঙ্কা করেছিলেন সেইটাই সত্যি?

বাড়িতে পৌঁছে মিসেস ম্যাণ্ডারসনকে বৈঠকখানার কৌচে বসিয়ে দেবার পরেও ট্রেণ্টের মনের আন্দোলন প্রশমিত হল না। তখনও নিজেকে সমানে ধিক্কার দিয়ে চলেছেন তিনি।

ট্রেণ্টকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি ফুটে উঠল মিসেস ম্যাণ্ডারসনের দুচোখে। জানালেন, এখন অনেকটা ভাল বোধ করছেন, এর ওপর এক কাপ চা পড়লে হয়ত পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন। ট্রেণ্টকে এইভাবে ডেকে আনার জন্যে তিনি দুঃখিত। আসলে বিচারসভার শেষ কয়েকটি প্রশ্ন প্রত্যাশার বাইরে থাকায় তিনি অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

'ওগুলো যে আপনার কানে যায়নি এতে আমি আনন্দিত,' সব শেষে তিনি বললেন। 'অবশ্য খবরের কাগজে আপনি সবই জানতে পারবেন।'

'অতগুলো লোক আমার দিকে তাকিয়ে থাকাতে এত অস্বস্তি বোধ করছিলাম যে শেষ অব্দি ওদের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই আপনার শরণাপন্ন হই।—আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে—'এক চিলতে ক্লান্তির হাসি মুখে ফুটিয়ে মিসেস ম্যাণ্ডারসন কথা শেষ করলেন।

ট্রেন্ট যখন ফিরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলেন, তখনও তাঁর বাহুতে মিসেস ম্যাণ্ডারসনের নরম আঙুলের স্পর্শ লেগে রয়েছে।

মৃতদেহ যে আবিষ্কার করেছিল আর অন্যান্য পরিচারকদের সাক্ষ্য থেকে সাংবাদিকরা নতুন কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারল না। এবং যথারীতি তদন্তের এই পর্যায়ে যা হয়ে থাকে, পুলিসের তরফ থেকে বৈচিত্র্যহীন আর ধোঁয়াটে সাক্ষ্য দেওয়া হল। এদিক দিয়ে বানার বরং কিছুটা কৃতিত্বের দাবি রাখতে পারে। তার সাক্ষ্যে ম্যাণ্ডারসনের গার্হস্থ্য জীবনের বেশ কিছু লুকোনো তথ্য প্রকাশ পায়। ট্রেন্ট অবশ্যই কথাগুলো আগেই তার মুখ থেকে শুনেছেন। বানারের উচ্চারিত একটি শব্দও লিপিকারের দল বাদ দেয়নি; ব্রিটেন এবং আমেরিকার যাবতীয় দৈনিক এবং সাময়িক পত্রিকায় সেগুলো ফলাও করে ছাপা হবে।

মিসেস ম্যাণ্ডারসনের সাক্ষ্য উল্লেখ করে, করোনার তাঁর ভাষণে মৃতের আত্মহত্যার সম্ভাবনার কথা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিলেন। নিজস্ব মতামত জোরদার করতে, তিনি মৃতদেহের আশেপাশে কোন অস্ত্র না পাওয়ার প্রসঙ্গটি তুলে ধরলেন।

'এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে-কথা আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল রাখবেন,' জুরিদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন 'এবং এটাই হবে আপনাদের প্রধান বিচার্য বিষয়। মৃতদেহ আপনারা প্রত্যেকেই দেখেছেন; একটু আগে ডাক্তারের সাক্ষ্যও আপনারা শুনলেন। তবু আমি মনে করি, এই প্রসঙ্গে আমার মন্তব্য-লেখা কাগজটা পড়ে শোনালে আপনাদের স্মৃতিশক্তি আরও সজীব হয়ে উঠবে। ডাঃ স্টক আপনাদের বলেছেন—চিকিৎসা বিদ্যার পরিভাষাগুলো বাদ দিয়ে আমি সরল ভাষায় বলছি ওঁর মতে, মৃতদেহ আবিষ্কৃত হবার অন্তত ছ থেকে আট ঘণ্টা আগে মিঃ ম্যাণ্ডারসনের মৃত্যু ঘটেছিল। তিনি বলেন, মৃত্যুর কারণ একটি বুলেট, যেটি বাঁ চোখের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ওখানেই বিঁধে যায়। বাহ্যিক ক্ষত থেকে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে প্রমাণ হয় যে, এটি মৃতের পক্ষে স্বহস্তে করা অসম্ভব, কারণ মৃতদেহের কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়নি এবং ওইরূপ দৈহিক অবস্থায় মৃতের পক্ষে সেটি দূরে নিক্ষেপ করাও অসম্ভব। ডাঃ স্টক আমাদের আরও জানিয়েছেন, মৃতদেহের অবস্থা দেখে কিছুতেই বলা সম্ভব নয়—মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সঙ্গে কারুর ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছিল কিনা। তবে একথা নিশ্চিত, মৃত্যুর পর দেহ আর নাড়াচাড়া করা হয়নি। কব্জির এবং বাহুর নিম্নাংশে আঁচড়ের দাগগুলি সংঘর্ষে উৎপন্ন হলেও মৃত্যুর বহু পূর্বেকার কখনই নয়।

'মিঃ বানারের সাক্ষ্যটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। উচ্চপ্রতিষ্ঠিত এবং ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিহিংসা নেবার ঘটনা তাঁর দেশ আমেরিকায় প্রায়শই ঘটে থাকে বলে তিনি উল্লেখ করেন তাঁর মতে, মিঃ ম্যাণ্ডারসনের হত্যাকাণ্ডের পেছনেও এই ধরনের আততায়ীর হাত থাকা সম্ভব। বিষয়টি নিয়ে আমি মিঃ বানারকে বহুক্ষণ জেরা করেছিলাম। তাঁর সাক্ষ্যে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে আপনাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে এটা থেকে

একটি প্রশ্ন আমরা অবশ্যই বিবেচনা করতে পারি। তা হল মৃত্যুর পূর্বে মিঃ ম্যাণ্ডারসনের মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে আমরা কি ধরে নিতে পারি না যে, কিছুকাল আগে থেকেই তিনি কারুর কাছে হত্যার হুমকি পেয়ে আসছিলেন? এবং সেই হুমকির ফল—এই নির্মম হত্যাকাণ্ড। কারণ আশা করব চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার আগে আপনারা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন।'

অর্থাৎ, করোনার পরোক্ষভাবে বানারের বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেন।

নয়. আঙুলের ছাপের রহস্য

'এস, এস!'

ট্রেন্টের আহ্বান পেয়ে কাপল্স ঘরে ঢুকলেন। করোনারের বিচারসভার জুরিদের প্রত্যাশিত রায়—'এক বা একাধিক আততায়ীর হাতে হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়েছে' ঘোষিত হবার কিছুক্ষণ পরের ঘটনা এটা। আলোকচিত্রের কাজে ব্যবহৃত একটা এনামেলের ট্রে নিয়ে ট্রেন্ট গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, কাপল্সের দিকে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে আস্তে আস্তে জানালার কাছে এগিয়ে গেলেন। অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছিল তাঁকে।

'সোফাটায় বসো', ট্রে থেকে একটা নেগেটিভ তুলে ট্রেন্ট আলোর সামনে পরীক্ষা করতে লাগলেন। 'নাঃ, ভালোই ধোয়া হয়েছে। এবার এটাকে শুকোতে দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলা যাক।' ফিরে এসে তিনি টেবিলে রাখা রাশিকৃত থালা বাক্স, বোতল ইত্যাদি তাকে গুছিয়ে রাখার কাজে মনোযোগ দিলেন।

কাপল্স বিভ্রান্ত হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে সামনা-সামনি একটা বোতলের ছিপি খুলে নাকের সামনে তুলে ধরলেন।

'ওটা একটা কেমিক্যাল সল্যুশান,' ট্রেন্ট বললেন। 'তাড়াহুড়োতে নেগেটিভ তৈরি করতে গেলে ওটা খুব কাজে লাগে।' ঠাসা তাকে শেষ বস্তুটি কোনক্রমে ঢুকিয়ে তিনি টেবিলে উঠে বললেন। 'নিচে একটা ভালো অন্ধকার ঘর পেয়েছিলাম, করোনারের কাছ থেকে ফিরে ওখানে কয়েকটা চমৎকার নেগেটিভ ডেভেলপ করে ফেললাম।'

'আমি এসেছিলাম তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে,' কাপল্স সুকৌশলে প্রসঙ্গ এড়ালেন। 'ম্যাবেলের জন্যে তুমি যা করেছ তাতে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। ওর মতো শক্ত প্রকৃতির মেয়ে, অত ভালোভাবে কথা শেষ করেও যে এমন হয়ে পড়বে, আমার ধারণা ছিল না। আমি নিশ্চিন্ত মনে কোর্টের বক্তব্যগুলো শুনছিলাম। যাক, ভাগ্যক্রমে ওর বরাতে একজন বন্ধু জুটে গেছে। ম্যাবেলও কৃতজ্ঞ তোমার কাছে।'

ট্রেন্ট কোন জবাব দিলেন না। হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে সামান্য ভুরু কুঁচকে থাকার পর বললেন, 'হ্যা, যে-কথা তখন হচ্ছিল। তুমি আসার আগে আমি একটা মজাদার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এস, তোমাকে এখন উচ্চ পর্যায়ের পুলিসি কাজকর্মের

একটা নমুনা দেখাব। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে টেবিল থেকে নেমে তিনি নিজের শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন, তারপর আবার যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর হাতে একটা বিরাট আকার বোর্ড। তার ওপর নানা ধরনের অনেকগুলো জিনিস সাজানো।

'প্রথমে আমি এগুলোর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব।' ট্রেন্ট জিনিসগুলো একে একে টেবিলে সাজিয়ে রাখতে শুরু করলেন। 'এটা হচ্ছে হাতির দাঁতের ছুরি, এ দুটো ডায়েরির পৃষ্ঠা—আমারই ডায়েরির—বোতলটায় আছে দাঁতের মাজন, আর এই ছোট্ট পালিশ-করা বাক্সটা আখরোট কাঠ দিয়ে তৈরি। এর কয়েকটা আজ রাতের মধ্যে হোয়াইট গেবল্‌সে তাদের মালিকের শোবার ঘরে ফিরিয়ে দিতে হবে। সকালে সবাই যখন কোর্টে গেল তখন আমি এগুলো সংগ্রহ করেছিলাম নিজের কাজের জন্যে। এবার এসব যথাস্থানে রেখে আসতে হবে; তা নাহলে ব্যাপারটা খুবই দৃষ্টিকটু দেখায়। আচ্ছা, বোর্ডের ওপর আর একটা মাত্র জিনিস রয়ে গেল। হাত না দিয়ে বলতে পার কাপল্‌স, জিনিসটা কি?'

'নিশ্চয়ই পারি।' কাপল্‌স সাগ্রহে বোর্ডের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। 'এটা একটা সাধারণ কাঁচের বাটি, সাধারণত খাওয়ার টেবিলে আঙুল ধোবার কাজে ব্যবহার করা হয়।' কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে তিনি মন্তব্য করলেন, 'আমি এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখছি না।'

'সে-রকম কিছু অবশ্য আমারও চোখে পড়ছে না।' ট্রেন্ট মুচকে হাসলেন। 'মজাটা কিন্তু সেখানেই।—আচ্ছা, এবার এই মোটকা বোতলটার ছিপি খুলে গন্ধ শোঁক তো। পাউডারটা চিনতে পারছ কি? ছেলেবেলায় এটা নিশ্চয়ই তুমি পাউণ্ড পাউণ্ড খেয়েছ। বাচ্চাদের খাবার—গ্রে পাউডার এর নাম। খুব চমৎকার জিনিস। আচ্ছা, এবার আমি কাগজে করে পাত্রটাকে ধরে সামান্য কাত করছি; তুমি বোতল থেকে খানিকটা পাউডার বের করে—ঠিক এই জায়গায় ছিটিয়ে দেবে। বাঃ! স্যর এডওয়ার্ড হেনরিও বোধ হয় নিজের তৈরি পাউডারটা এত সুন্দরভাবে ধরেননি। তার মানে বোঝা যাচ্ছে, এ কাজটা তুমি আগেও করেছ। ঘাঘু লোক তুমি।'

'না হে না, জীবনে এই প্রথম পাউডারটা স্পর্শ করলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কি? আমি তো কিছুই বুঝছি না।'

'এবার আমি উটের লোমের বুরুশ দিয়ে পাউডারটা ঝেড়ে ফেলছি।—দেখ! এবার কিছু দেখতে পাচ্ছ কি?'

কাপল্‌স ঝুঁকে বসলেন। 'কি আশ্চর্য!—হ্যাঁ, এই তো দুটো বড় বড় আঙুলের ছাপ! এগুলো আগে তো ছিল না!'

'তাহলে শোন, কাপল্‌স, ব্যাপারটা তোমাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিই। যখনই তুমি কোন জিনিস হাত দিয়ে স্পর্শ কর, তাতে তোমার আঙুলের ছাপ পড়ে যায়।

আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য ছাপটা সেখানে কয়েক দিন থেকে শুরু করে কয়েক মাস অব্দি থাকতে পারে। তোমার আঙুলের ছাপও এখানে আছে। মানুষের হাত, যত

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, পুরোপুরি শুকনো হয় না—এমনকি সময়ে সময়ে, যেমন অতিরিক্ত উত্তেজিত অবস্থায়, সেটা ঘামে ভিজে থাকে। তখন যে-কোন মসৃণ জায়গা স্পর্শ করলেই তাতে ছাপ পড়ে যাবে। এই কাঁচের পাত্রটা সেই রকম অবস্থাতেই খুব সম্প্রতি নাড়াচাড়া করা হয়েছে।' ট্রেন্ট পাত্রের অপর ধারে পাউডার ছড়ালেন। 'এটা হল অন্য দিক। এখানে দেখ বুড়ো আঙুলের ছাপটা কি চমৎকার পড়েছে!—এই হচ্ছে তর্জনী, আর এটা মধ্যমা। এবার দেখ আঙুলের ছাপ থেকে তোলা আমার নেগেটিভগুলো।' একটা নেগেটিভ আলোর সামনে ধরে ট্রেন্ট পেন্সিল দিয়ে বোঝাতে লাগলেন—'এই যে দেখছ আঙুলের ওপর চক্রাকার রেখাগুলো, এগুলো কাঁচের ওপর পড়া ছাপের সঙ্গে মেলাও, দেখবে হুবহু এক। চক্রের শাখাটা এখানে দুভাগ হয়ে গেছে—ওখানেও দেখ তাই। তারপর মাঝে এই ছোট্ট দাগটা, ওতেও রয়েছে। এছাড়া আরো অনেক কিছু আছে, যা দেখে আঙুলের রেখা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ যে-কোন লোক, সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলফ করে বলবে যে আমার তোলা নেগেটিভের ছাপ, আর কাঁচের পাত্রের ছাপগুলো একই লোকের আঙুল থেকে এসেছে।'

'কিন্তু ছবিগুলো তুমি তুললে কোত্থেকে?' কাপল্‌সের চোখ জোড়া অনেকখানি বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। 'এসবের মানেই বা কি?'

'মিসেস ম্যাণ্ডারসনের শোবার ঘরের জানালার বাঁ দিকের পাল্লায় এগুলো ছিল। জানালাটা তো আর খুলে আনতে পারি না, তাই কাঁচের ওপিঠে একটা কালো কাগজ সেঁটে অন্য দিক থেকে ছবি তুলে নিয়েছি। কাঁচের পাত্রটা ছিল ম্যাণ্ডারসনের ঘরে। বাঁধানো দাঁতের পাটিটা রাতে ওতে ডোবানো থাকত। ওটা আনা সম্ভব ছিল, তাই তুলে এনেছি।'

'কিন্তু ম্যাবেলের আঙুলের ছাপ তো ওগুলো হতে পারে না!'

'আমারও তাই মত,' ট্রেন্ট দৃঢ় গলায় বললেন। 'ওঁর আঙুলের দ্বিগুণ মাপ এগুলোর।'

'তাহলে ম্যাণ্ডারসনেরই হবে।'

'হয়ত। আর একবার ওটা মিলিয়ে দেখতে পারা যাবে না কি? নিশ্চয়ই যাবে।' হালকাভাবে শিস দিতে দিতে ট্রেন্ট অন্য একটা খাটো বোতলের ছিপি খুলে কুচকুচে কালো কিছু পাউডার বের করলেন। 'ভুসো কালি। একটা কাগজের টুকরো দু-এক সেকেণ্ড ধর, তোমার আঙুলের প্রতিচ্ছবিও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।' অতি সন্তর্পণে ডায়েরির একটা ছেঁড়া পাতাকে সন্না দিয়ে তুলে তিনি কাপল্‌সের হাতে এগিয়ে দিলেন। কোন দাগ পড়ল না তাতে। কাগজটা ফিরিয়ে নিয়ে ট্রেন্ট কিছুটা জায়গার ওপর কালো পাউডারটা ছিটিয়ে দিলেন, তারপর কাগজের অপর পিঠে টোকা মেরে অতিরিক্ত পাউডার ঝেড়ে ফেলে দিলেন। কাগজটা বিনা মন্তব্যে কাপল্‌সের হাতে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। কাপল্‌স সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, কাগজের একপিঠে কালো ভুসো কালির ওপর দুটো বড় বড় আঙুলের ছাপ, যেটার সঙ্গে কাঁচের পাত্রের আর নেগেটিভের ছাপের আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। কাঁচের

পাত্রটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। ট্রেণ্ট কাগজটাকে উল্টো পিঠে ঘোরালেন। এদিকে কালো বুড়ো আঙুলের ছাপটাও কাঁচের ওপর ধূসর বুড়ো আঙুলটার অবিকল প্রতিরূপ।

'তাহলে দেখতে পাচ্ছ, একই লোকের ছাপ এটা।' ট্রেণ্ট মুচকে মুচকে হাসছিলেন। 'আমি আগেই অনুমান করেছিলাম, এখন দেখা যাচ্ছে ওটা মিলে গেছে।' জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি, তারপর যেন স্বগতোক্তি করে উঠলেন, 'এবার আমি জেনেছি। তাঁর গলার স্বরে কিঞ্চিৎ তিক্ততা মেশানো।

কাপল্‌স্ বিমূঢ় অবস্থায় কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বললেন, 'আমি এখনো যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই আছি। আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে আমার অসম্ভব কৌতূহল ছিল, পুলিস কি করে ওসব বের করে ভাবতাম। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, ম্যাণ্ডারসনের আঙুলের ছাপের সঙ্গে কেমন করে আমার –'

'আমি দুঃখিত, কাপল্‌স্,' মাঝপথে কথাটা কেড়ে নিয়ে ট্রেণ্ট দ্রুত পায়ে টেবিলের কাছে ফিরে এলেন। 'আমি যখন তদন্ত শুরু করি, তখন প্রত্যেকটি পদক্ষেপে আমি তোমাকে পাশে পেতে চেয়েছিলাম; এখনও তোমার বিচারবুদ্ধি আর ক্ষমতার ওপর আমি আস্থা হারাইনি, কিন্তু তবু সাময়িকভাবে আমি তোমার কাছে এ-ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। কেন তাও তোমাকে বলছি।—আমি এমন একটা মর্মান্তিক যোগসূত্র আবিষ্কার করেছি, যা অন্য কেউ জানতে পারলে তার পরিণাম খারাপ হবে।' থমথমে মুখে কাপল্‌সের দিকে তাকিয়ে তিনি টেবিলে ঘুঁষি মারলেন। 'আপাতত এর চাইতে দুঃখজনক কিছু আমার কাছে হতে পারে না। আমি ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করছি, আমার অনুমান যেন ভুল প্রমাণিত হয়। ভুল যে হতে পারে না একথা আমি একবারও বলছি না, কিন্তু সেটা সঠিক ভাবে জানতে গেলে আমাকে স্নায়ুশক্তি বজায় রাখতেই হবে।' কাপল্‌সের আতঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি সহসা হেসে ফেললেন। 'নাঃ, আর রহস্য করব না—সময় এলেই আমার মুখ থেকে সব শুনতে পাবে। ওই দেখ, আমার, পাউডারের বোতলের খেলার অর্ধেকটাই তো এখনো হয়নি!'

টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে ট্রেণ্ট হাতির দাঁতের কাগজ-কাটা ছুরিটি হাতে তুলে নিলেন। কাপল্‌সের মুখে বিভ্রান্তির চিহ্ন মিলিয়ে গেল, ঝুঁকে বসে যেন অধীর আগ্রহের সঙ্গে তিনি ট্রেণ্টের দিকে ভুসো কালির বোতলটা এগিয়ে ধরলেন।

দশ. মিসেস ম্যাণ্ডারসন

বৈঠকখানার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে মিসেস ম্যাণ্ডারসন বৃষ্টিস্নাত প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করছিলেন। সচরাচর জুন মাসে যা হয়ে থাকে, আবহাওয়া আচমকা পাল্টে গেছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্র থেকে সাদা সাদা মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে ধেয়ে আসছে মাঠগুলোর ওপর। সেই মেঘ থেকে তৈরি সূচিসূক্ষ্ম বৃষ্টির ফোঁটাগুলো

মাঝেমাঝে দমকা হাওয়ায় ভেসে এসে জানালার কাঁচে আছড়ে পড়ছে। মিসেস ম্যাণ্ডারসন পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন।

দরজায় টোকা পড়ল। তিনি আহ্বান জানালেন। ট্রেন্ট এসেছেন, পরিচারিকা জানাল। অসময়ে আসাতে তিনি দুঃখিত, কিন্তু তবু আশা রাখেন মিসেস ম্যাণ্ডারসন দেখা করার অনুমতি দেবেন, কারণ প্রয়োজনটা অত্যন্ত জরুরী। অনুমতি তাঁকে দেওয়া হল। মিসেস ম্যাণ্ডারসন আয়নায় মুখ দেখে নিলেন, ঘুরে তাকাতেই ট্রেন্টের সঙ্গে চোখাচোখি হল তাঁর।

ট্রেন্টের আচরণে বিস্ময়কর পরিবর্তন তাঁর চোখে পড়ল। পরিশ্রান্ত চেহারায় নিদ্রাহীনতার চিহ্ন স্পষ্ট, ভাবভঙ্গিতে নতুন এক ধরনের গাম্ভীর্য। কৌতুক-মাখানো মুখের হাসিটা সম্পূর্ণ উধাও। মিসেস ম্যাণ্ডারসনের অনুভূতি তৎক্ষণাৎ তাঁকে জানিয়ে দিল, লক্ষণগুলো একটাও মঙ্গলজনক নয়।

'বিনা ভূমিকাতেই শুরু করছি,' মিসেস ম্যাণ্ডারসনের বাড়ানো হাত স্পর্শ করে ট্রেন্ট বললেন। 'বারোটার বিশপসব্রিজের ট্রেন ধরতে হবে, কিন্তু আপনার সঙ্গে-কিছু ব্যাপার ফয়সালা হবার আগে আমার যাওয়া চলতে পারে না।'

'আপনাকে অসম্ভব পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। বসুন না? এই চেয়ারটা নিন, আরাম পাবেন। আপনার কাজের তো খুবই চাপ চলেছে; একদিকে এইসব ঝামেলা অন্যদিকে আবার আপনার কাগজ—। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, মিঃ ট্রেন্ট—আমার সাধ্যমতো জবাব দেব। এমন অবস্থায় নিশ্চয়ই আমাকে ফেলবেন না, যাতে আমার বলতে অসুবিধে হয়। আর আপনি যখন দেখা করতে চেয়েছেন, তখন জরুরী প্রয়োজন আছে বলেই আমার বিশ্বাস।'

'মিসেস ম্যাণ্ডারসন,' ট্রেন্ট নিজের বক্তব্য গুছিয়ে নিলেন, 'আপনাকে সাহায্য করতে না পারলেও অসুবিধেজনক অবস্থার মধ্যে নিশ্চয়ই ফেলব না। আপনাকে আমি যা জিজ্ঞেস করব, সেটার উত্তর যথাযথ দেওয়া না-দেওয়া সম্পূর্ণ আপনার ওপর নির্ভর করে; তবে এটুকু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনার অনুমতি ছাড়া ওগুলোর একটা শব্দও আমি কাগজে প্রকাশ করব না। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, মিঃ ম্যাণ্ডারসনের মৃত্যু সম্পর্কে আমি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেছি, যা কেউ জানা দূরে থাক, অনুমান পর্যন্ত করেনি। আমার জানা তথ্যগুলো আপনাকে প্রচণ্ড আঘাত দেবে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিস্থিতি এর থেকে অনেক বেশি জটিল হয়ে দাঁড়াতে পারে এটা প্রকাশ পেলে।' লম্বা একটা খাম তিনি টেবিলে রাখলেন। 'এতে আছে রেকর্ডের সম্পাদককে লেখা আমার একটা ব্যক্তিগত চিঠি, আর সেই সঙ্গে পত্রিকায় ছাপার জন্যে এই কেসের বিশ্লেষণ। এবার আপনি আমায় কিছু বলতে অস্বীকার করতে পারেন; সেক্ষেত্রে আমার কর্তব্য হবে, লণ্ডনে গিয়ে আমার পত্রিকার সম্পাদকের হাতে খামটা তুলে দেওয়া, আর তাঁকে তাঁর মর্জিমতো সিদ্ধান্ত নেবার পরামর্শ দেওয়া। কিন্তু আপনাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি, তাতে আমি ইচ্ছুক নই। যদিও আমি নিজের দিক থেকে নিশ্চিত, তবু আমার ইচ্ছে ব্যাপারটা আরও একবার আপনাকে দিয়ে যাচাই করিয়ে নেওয়া। আপনাকে দিয়ে

বলছি, কেননা আপনি ছাড়া এসব আর কারুর পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আর একটা কথা—বিশেষ কোন কারণে আমি এ সব পুলিসের সঙ্গে আলোচনা করছি না। আমার কথাগুলো আপনি বুঝতে পেরেছেন?'

দুহাত সামনে রেখে অদ্ভুত শান্ত ভঙ্গিমায় মিসেস ম্যাণ্ডারসন কথা শুনছিলেন, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, খুব ভালোই বুঝতে পারছি। আমি জানি না আপনি কি জেনেছেন। ওগুলো প্রকাশ পেলেই বা কতটুকু ক্ষতি হবে তা-ও বুঝতে পারছি না, তবে আমার কাছে পরামর্শ চাইতে এসে নিশ্চয়ই আপনি মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। এবার বলুন!'

'আমার প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে, এটা কি ঠিক যে আপনি করোনারের কাছে বলেছেন যে, সত্যিই আপনি আপনার স্বামীর আচরণের পরিবর্তনের কারণ জানতেন না?'

ক্ষণিকের জন্যে মিসেস ম্যাণ্ডারসনের চোখ দুটো অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠল, চকিতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। এটাকে প্রত্যাখ্যানের সঙ্কেত ভেবে ট্রেন্টও তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে খামটা হাতে তুলে নিলেন। কিন্তু মিসেস ম্যাণ্ডারসন তাঁর বাহু স্পর্শ করে বাধা দিলেন। 'আপনি জানেন কি প্রশ্ন করেছেন?' ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল তাঁর। 'আপনি বলতে চাইছেন, আমি মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম?'

'তা বলতে পারেন।—আপনি জানেন নিশ্চয়ই, সত্য-উন্মোচনের জন্যেই আমি এখানে এসেছি? আমি জানি, সম্মানিত ব্যক্তিরা হলফ নিয়ে সচরাচর মিথ্যে বলে না, কিন্তু অনেক সময় প্রয়োজন বুঝলে, তারা মিথ্যের ওপর সুন্দরভাবে প্রলেপ মাখিয়ে, ওটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে।' ট্রেন্ট আবার বিদায়ের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

শান্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়ালেন মিসেস ম্যাণ্ডারসন। 'মিঃ ট্রেন্ট, আমি জানি অপরের আস্থা আপনি সহজেই অর্জন করতে পারেন। সেই বিশ্বাস নিয়েই বলছি, আশা করব আমার গোপন কথাগুলো আপনার কাছেও নিরাপদে থাকবে। জানি না আপনি কি জন্যে এসেছেন, তবে উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, সেটা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এবং আমার মুখ থেকে প্রকৃত ঘটনাটা জানলে, আপনার পক্ষে ন্যায়বিচার করা সহজ হবে। আপনি যা জানতে চেয়েছেন, তা সঠিকভাবে বলতে গেলে, খানিকটা পিছিয়ে আমার বিয়ের সময় থেকে শুরু করতে হবে।

'অনেকের কাছেই হয়ত শুনেছেন, আমাদের মিলন সুখের হয়নি। আমার তখন মাত্র কুড়ি বছর বয়েস। ওঁর অদম্য কর্মশক্তি আর সাহসিকতায় মুগ্ধ আমি—ওঁর চেয়ে ক্ষমতাশালী কোন পুরুষের কথা ভাবতেও পারতাম না। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই লক্ষ্য করলাম, আমার প্রতি ওঁর আদৌ আকর্ষণ নেই, ওঁর যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা সব ব্যবসা নিয়ে। ওটা আবিষ্কার করার পর থেকেই আমার সমস্ত স্বপ্নগুলো আস্তে আস্তে চুরমার হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল। বুঝতে পারলাম, এতদিন আমি নিজের সঙ্গেই প্রতারণা করে এসেছি। যে-কোন

ইংরেজ মেয়ের থেকে বেশি খরচ করার অধিকার পাব, এই আত্মসুখে আমি বিভোর হয়ে ছিলাম। অবশ্য জীবনের পাঁচ পাঁচটা বছর আমার ওইটা সম্বল করেই কেটেছে। আর আমার স্বামী—থাকগে ও কথা—উনি চাইতেন, আমি যেন সারাক্ষণ হৈ-হুল্লোড়ে নিয়ে মেতে থাকি; বিচরণ করি এমন একটা জগতের মধ্যে, যারা আমাকে সমাজের মক্ষীরানী বানিয়ে তুলতে পারে; কিছু-একটা আমি হয়ে উঠি. যা নিয়ে তিনি পাঁচজনের কাছে গর্ব করতে পারেন। হ্যাঁ, এটাই ছিল ওঁর ইচ্ছে। আমার ওপর মোহ কেটে গেলেও এ ইচ্ছেটা ওঁর বরাবর বজায় ছিল, কারণ এটা ছিল ওঁর অন্যতম উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এ-ব্যাপারে তাঁকে হতাশ হতে হয়, আমি কিছুতেই সমাজের ও-মহলটায় পৌঁছোতে পারিনি।

'আমার স্বামী ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত লোক। মনে মনে প্রচণ্ড হতাশ হলেও মুখে কিন্তু আমার কাছে কিছু প্রকাশ করতেন না। উনি আমার থেকে কুড়ি বছরের বড় ছিলেন। বয়সের বিরাট ফারাক তো ছিলই, তার ওপর আমার মতো মেয়ে, যে গানবাজনা আর বইয়ের মধ্যে মানুষ—ব্যবহারিক জ্ঞান যার ছিল না বললেই চলে, তাকে বিয়ে করে নিশ্চয়ই তিনি বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলেন। এর ওপর আমি তাঁর আশা পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়াতে, তাঁর অসুখী হওয়া অবশ্য খুবই স্বাভাবিক।

'হাতে অগাধ টাকা, নিত্য নতুন পোশাক, হৈ-হুল্লোড়, নৌবিহার—কোন-কিছুরই অভাব ছিল না; তবু সব-কিছু অর্জন করেও যেন একটা শূন্যতাবোধ ঘিরে রাখত আমাকে। উনি কিন্তু এটা অনুভব করতে পারতেন না, কারণ শূন্যতা নামক বস্তুটা উপলব্ধি করার মতো সুযোগই ওঁর ছিল না। সারাটা দিন প্রায় সব পরিবেশে তিনি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা আর সমস্যা নিয়ে মশগুল হয়ে থাকতেন। সুতরাং আমার মনের খবর জানার অবসর থাকবেই বা কি করে? আমিও অবশ্য কোনদিন তাঁকে জানানোর চেষ্টা করিনি, হয়তো সেটা উচিতও হত না। আমার সব সময়েই মনে হত, ওঁর স্ত্রী হিসেবে আমায় মানিয়ে চলা দরকার; ওঁর সামাজিক প্রতিপত্তি, পরিচয় আর চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ফেলা প্রয়োজন। চেষ্টা যে করতাম না তা নয়, আপ্রাণ চেষ্টা করতাম, কিন্তু কি করব, ওসব যে আমার পক্ষে সম্ভব হত না। তবু বলব, চেষ্টার ত্রুটি আমি কোনদিন করিনি।

'মাঝেমাঝে এসব যখন অসহ্য মনে হত, তখন ছুটিছাটা পেলে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতাম। সঙ্গে নিতাম আমার এমন কোন স্কুলের বান্ধবীকে, যার দেশ-বেড়ানোর আর্থিক সামর্থ্য নেই। দুজনে হয়ত চলে যেতাম ইতালীতে, তারপর দু-একটা মাস অতিসাধারণ জীবন-যাত্রার মধ্যে কাটিয়ে, আবার ফিরে আসতাম। কি সুন্দর মনে হত সেই জীবন! আবার হয়ত মাঝেমাঝে লণ্ডনে চলে যেতাম, আমার আবাল্য পরিচিত গণ্ডির মধ্যে দিন কাটাতে। বিয়ের আগের দিনগুলোর মতো সময় কাটাতাম সেখানে—যখন থিয়েটারের একটা টিকিট কাটতে গেলে আমাদের তিনবার চিন্তা করতে হত; কোথায় সস্তায় দর্জি পাওয়া যাবে এই জল্পনা-কল্পনায় আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম। কি ভীষণ ভালো লাগত! এসব

অবশ্য ওঁর কাছে গোপন ছিল; কারণ আমি জানতাম, আমার আবার পুরোনো দিনে ফিরে যাবার চেষ্টার খবর শুনে নিশ্চয়ই উনি খুশি হবেন না।

'তবে একটা কথা ঠিক, ওগুলো জানলে তিনি আর-কিছু না হোক, আমার মানসিক চিন্তাধারার পরিচয় অন্তত পেয়ে যেতেন। ওঁর ধারণা ছিল, আমি যে তাঁর সামাজিক জগতের সঙ্গে মিশতে পারছি না, তার কারণ মোটেই আমার ব্যর্থতা নয়—ওটা আমার ভাগ্যহীনতা। কিন্তু আমার পক্ষে বেশি দিন অভিনয় চালানো সম্ভবপর হল না; উনি বুঝে গেলেন। ওটা বছর খানেক আগেকার ঘটনা। কেমন করে বুঝলেন তা অবশ্য সঠিক বলা সম্ভব নয়, তবে যতদূর অনুমান করছি, কোন স্ত্রীলোক মারফত উনি জেনেছিলেন – কারণ ওরা অনেকেই ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিল। মুখে অবশ্য উনি আমাকে কিছু বলেননি। এমনকি প্রথম দিকে ব্যবহার থেকেও কিছু বুঝতে দিতেন না; কিন্তু তবু আমি জানতাম উনি সব জানেন। এইভাবে অভিনয় চলতে লাগল আমাদের। বা অভিনয় না বলে এটাকে বুদ্ধির প্রতিযোগিতাও বলতে পারেন। বাহ্যিক সৌজন্য বজায় রেখে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চলত আমাদের, তবু কেউ কাউকে বুঝতে দিতে চাইতাম না। শেষ অব্দি সেটাও রাখা সম্ভব হল না।' যেন পরিশ্রান্ত দেহটাকে একটু বিশ্রাম দিতে মিসেস ম্যাণ্ডারসন জানালার পাশে একটা সোফায় বসে পড়লেন। 'ওটা ঘটে ওঁর মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে।'

দুজনে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ট্রেন্ট প্রথম মুখ খুললেন, 'আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, তার থেকে বেশি আপনি বলে দিলেন। তবুও আর একটা রূঢ় প্রশ্ন আপনাকে আমায় করতে হবে।' মিসেস ম্যাণ্ডারসন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। 'আচ্ছা, আপনি কি এটা সম্বন্ধে আমাকে নিশ্চিত করতে পারেন যে, আপনার প্রতি আপনার স্বামীর আচরণের পরিবর্তনের পেছনে, জন মার্লোর কোন ভূমিকা ছিল না?'

ট্রেন্টের আশঙ্কাটাই ঠিক হল। 'ওহ!' বলে আর্তনাদ করে উঠে, মিসেস ম্যাণ্ডারসন দু হাতে মুখ ঢেকে পাশের একটা কুশনের ওপর আছড়ে পড়লেন। পরক্ষণেই ফোঁপানির দমকে কাঁপতে লাগল তাঁর সমস্ত শরীর।

হাতের খামটা টেবিলের মাঝখানে সাজিয়ে রেখে ট্রেন্ট উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে থমথমে গাম্ভীর্য। অসহায় অবস্থায় শোয়া রমণীটির দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে তিনি শান্ত পায়ে ঘরের বাইরে চলে এলেন। নিঃশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

●

এগার. অপ্রকাশিত রচনা

প্রিয় ম্যলয়,

বিশেষ কারণে তোমার সঙ্গে এবার দেখা করা সম্ভব হল না। এর সঙ্গে পাঠানো আমার রিপোর্টটা পড়লেই বুঝবে, ম্যাণ্ডারসনের হত্যাকারীকে আমি সনাক্ত করেছি। এখন কিভাবে লেখাটা তুমি সদ্ব্যবহার করবে তা তোমার বিচার্য বিষয়। তবে আমার

পরামর্শ—যেহেতু আমার সন্দেহভাজন ব্যক্তির ওপর এখন পর্যন্ত কারুর দৃষ্টি পড়েনি, তাই সে গ্রেপ্তারবরণ বা হত্যাকারী-সাব্যস্ত না-হওয়া পর্যন্ত তোমার তরফে কিছু প্রকাশ করা অনুচিত এবং বে-আইনি কাজ হবে। ইতিমধ্যে আমার দেওয়া তথ্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে তুমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পার। শুভেচ্ছা নিও। পি. টি.

মার্লস্টোন, ১৬ই জুন।

ম্যাণ্ডারসনের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমার তৃতীয় দফা এবং সম্ভবত শেষ রিপোর্ট আমি রেকর্ডের সম্পাদকের কাছে পেশ করছি। গত দুটি রিপোর্টে কয়েকটি তথ্য আমি ন্যায়বিচারের স্বার্থে গোপন করেছিলাম, কারণ সেই সময় ওগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত হলে আমার সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি আত্মরক্ষার, অথবা প্রয়োজন বুঝলে আত্মগোপনেরও সুযোগ পেয়ে যেত। সেই তথ্যগুলি এবার আমি জানাব।

স্মরণ থাকতে পারে, প্রথম রিপোর্টে আমি আমার তদন্তস্থলে পৌছনোর পরবর্তী ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছিলাম। তাতে মৃতদেহ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির কথোপ-কথনের বিবরণ এবং তাঁদের গতিবিধি সম্পর্কে আলোচনা ছাড়াও, একটি ছোট্ট বিষয়ের উল্লেখ ছিল। সেটি হচ্ছে—রবিবার রাতে ম্যাণ্ডারসনকে শেষবার জীবিত অবস্থায় দেখার পর সকালে তাঁর নিজস্ব হুইস্কির বোতলে দেখা যায়, উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হুইস্কি নিঃশেষিত। রাতে এত বেশি পরিমাণ হুইস্কি খেতে মিঃ ম্যাণ্ডারসন কোন দিন অভ্যস্ত ছিলেন না।

আমার পরবর্তী রিপোর্টে ছিল করোনারের বিচার-সভার বিবরণ। তখন পর্যন্ত হত্যাকারী সম্বন্ধে আমার সুস্পষ্ট ধারণা হয়নি। কিন্তু এখন অনায়াসেই আমি বলতে পারি, সুনির্দিষ্ট ভাবে একজনকে আমি ম্যাণ্ডারসনের হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলেছি।

আমার যতদূর ধারণা, খবরের কাগজে হত্যাকাণ্ডসম্পর্কিত রিপোর্টে, ম্যাণ্ডারসনের নির্ধারিত সময়ের বহু পূর্বে শয্যাত্যাগ এবং তাঁর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার রহস্যজনক ঘটনাটি ছাড়াও, আরও দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের প্রতি হাজার হাজার পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি হল মৃতদেহ বাড়ি থেকে মাত্র তিরিশ গজ দূরে আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও হোয়াইট গেবল্‌সের প্রত্যেকে ওই দিন রাতে চিৎকার বা গোলমালের শব্দ শোনার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা প্রয়োজন, ম্যাণ্ডারসনের মুখে কোন বাঁধন ছিল না এবং তাঁর কব্জিতে এমন কতকগুলি আঁচড়ের দাগ পাওয়া গেছে, যা মৃত্যুর পূর্বে হত্যাকারীর সঙ্গে তাঁর ধ্বস্তাধ্বস্তির ইঙ্গিত দেয়। এছাড়া অন্তত একটি পিস্তলের গুলি ঘটনাস্থলে ছোঁড়া হয়েছিল। (অন্তত একটি বলার কারণ, ধ্বস্তাধ্বস্তিতে হত্যাকারীর ২।১টি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়)। ব্যাপারটি আমার কাছে আরও আশ্চর্য লেগেছিল, কারণ যখন শুনি, বাড়ির পরিচারক মার্টিনের ঘুম অত্যন্ত পাতলা হওয়া সত্ত্বেও তার কানে গুলির শব্দ পৌছয়নি। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য মার্টিনের শোবার ঘরের

জানালা সর্বদা খোলা থাকে এবং যে চালাঘরের পাশে মৃতদেহ পাওয়া গেছে ঘরটি তার একেবারে মুখোমুখি।

দ্বিতীয় বিসদৃশ বস্তু, ম্যাণ্ডারসনের বাঁধানো দাঁতের পাটি বিছানার পাশে ফেলে যাওয়া। বিবরণে প্রকাশ ঘুম থেকে উঠে তিনি বাইরে বেরনোর সম্পূর্ণ পোশাক পরেন। কিন্তু নেকটাই, এমনকি, চেনসহ ঘড়িটিও নেবার পরে, তাঁর অভ্যস্ত দাঁতের পাটিটি না পরে বেরনোর ব্যাপারটি আমার সাধারণ বুদ্ধিতে অবোধ্য। অত্যধিক ব্যস্ততার মধ্যে তিনি ছিলেন ধরে নিলেও, বাঁধানো দাঁত যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করবেন, এ বস্তুটি ভুলে যাওয়া সম্ভব ছিল না—কারণ মুখের চেহারা, কথাবলার ভঙ্গিমা, খাওয়াদাওয়া সব-কিছুই এটির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

এই অদ্ভুত সূত্র দুটি আবিষ্কার করার পরেও আমার পক্ষে অগ্রসর হওয়া আদৌ সম্ভব হয়নি। বরং বলা যায়, এর দ্বারা রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে পড়ে ছিল। অবশ্য পরে এই দুটি তথ্যকে পাথেয় করে আমি তদন্ত-কাজে অনেক দূর অগ্রসর হতে পেরেছিলাম।

ম্যাণ্ডারসনের শোবার ঘরের বর্ণনা আমি আগেই জানিয়েছি। সামান্য আসবাবে-ভরা ঘরটায় পোশাক এবং জুতোর প্রাচুর্য চোখে পড়ার মতো। শ্রীমতী ম্যাণ্ডারসনের শোবার ঘরটি তাঁর ঘরের লাগোয়া। ইন্সপেক্টর মার্চের নির্দেশ-মতো নির্দিষ্ট জায়গায় আমি মৃত্যুর পূর্বদিন সন্ধ্যায় ম্যাণ্ডারসনের ব্যবহৃত চামড়ার বুট জুতোটি দেখতে পেয়েছিলাম। জুতো সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থাকায় আমি নিছক কৌতূহল-বশে তাকের অন্যান্য জুতোগুলোর ওপরও চোখ বোলাতে থাকি। সেই সময় ওই বিশেষ জুতোটিতে একটি বিসদৃশ জিনিস আমার নজরে পড়ে যায়। অন্যান্যগুলির মতো এটিও বহু ব্যবহৃত এবং সযত্নে পালিশ করা, কিন্তু জুতোটির উপরাংশে ফিতে ঢোকানোর জায়গায় ছিল সামান্য একটি ফাটলের চিহ্ন। বড় মাপের পা ছোট মাপের জুতোয় বলপূর্বক ঢোকানোর চেষ্টা করলে এই ধরনের ফাটলের সৃষ্টি হয়। লক্ষ্য করলাম, দুটি জুতোর একই জায়গায় চামড়ার ওপর সেলাই কেটে ফেটে গেছে। আপাত-দৃষ্টিতে একের আট ইঞ্চি মাপের ফাটলটা যদিও দৃষ্টিগোচর নয় তবু আমার অভিজ্ঞ দৃষ্টিকে সেটি ফাঁকি দিতে সক্ষম হয়নি। এর থেকে একটি সিদ্ধান্তে অনায়াসে পৌছনো সম্ভব—জুতোটি এমন কেউ ব্যবহার করেছিল যার পায়ের মাপ ওর থেকে বড়।

ম্যাণ্ডারসনের জুতোর সংগ্রহের দিকে এক নজরে তাকালেই বোঝা যায়, ওই বিশেষ বস্তুটি সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত শৌখিন এবং যত্নবান ছিলেন। তাঁর অন্য জুতোয় ওই ধরনের ফাটলের দাগ ছিল না; অথবা অন্যভাবে বলা যায়, কেউ তাঁর অন্য জুতোয় জোর করে পা ঢোকানোর চেষ্টা করেনি। নিঃসন্দেহে এই জুতোটি তিনি বাদে অন্য কেউ সম্প্রতি ব্যবহার করেছিল, তার প্রমাণ ফাটলের দাগটি সম্পূর্ণ তাজা।

জুতোটি ম্যাণ্ডারসনের মৃত্যুর পরে ব্যবহার করা হয়েছিল, এমন ভেবে নেওয়ার পেছনেও যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁর মৃত্যুর ছাব্বিশ ঘণ্টা পরে ওটি আমার নজরে আসে। তাঁর জীবিত অবস্থায় কেউ জুতোটি ধার নিয়ে পরে তাকে ফাটা অবস্থায়

ফেরত দেবে, এমন চিন্তা একেবারেই অমূলক। তেমন হলে তাঁর মতো শৌখিন জুতো-সংগ্রাহক কখনই ওটি নিজের অন্যান্য জুতোর সঙ্গে সাজিয়ে রাখতেন না। সুতরাং এক্ষেত্রেও আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি, জুতোটি তাঁর মৃত্যুর পরে কেউ পায়ে গলিয়েছিল।

জুতো সম্পর্কে সিদ্ধান্তটি নেবার পর আমি এ যাবৎ সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যগুলো একসঙ্গে জুড়ে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, আমার চিন্তাধারায় একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়ে পড়ছে। আমার তথ্য-তালিকায় এইগুলি ছিল: সেই রাতের আগে ম্যাণ্ডারসনকে কোনদিন এত বেশি পরিমাণ হুইস্কি একসঙ্গে খেতে দেখা যায়নি। অবিন্যস্ত এবং বেমানান পোশাক পরতেও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না, অথচ তাঁর মৃতদেহে দেখা গেছে—জামার হাতা কোটের ভেতর ঢোকানো এবং জুতোর ফিতে ঠিকমতো বাঁধা হয়নি। ঘুম থেকে ওঠার পরে দাঁত না-মাজা, গত দিনের সার্ট, কলার আর অন্তর্বাস পরে থাকা, এবং ঘড়ি সঙ্গে নেওয়া সত্ত্বেও, ওয়েস্টকোটের নির্দিষ্ট পকেটে সেটি না-রাখা, তাঁর মতো মানুষের পক্ষে বিস্ময়কর। (আমার প্রথম রিপোর্টে এগুলির উল্লেখ ছিল, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তখন আমি এর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারিনি।) জটিল সাংসারিক পরিস্থিতির মধ্যে, বিশেষত যেখানে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ নিতান্তই সীমিত, সেক্ষেত্রে শোবার আগে তিনি স্ত্রীকে নিজের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে শোনাবেন, এটি অস্বাভাবিক। বাঁধানো দাঁতের পাটি ছাড়া তাঁর কক্ষ ত্যাগের ঘটনাটি অভিনব।

সকাল থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন ধরনের তথ্য একসঙ্গে আমার মনে ভিড় করে এসে সহসা আমাকে এক অভিনব সন্দেহের মুখে ঠেলে দিল—ম্যাণ্ডারসন সে রাতে আদৌ বাড়িতে ছিলেন কি?'

ম্যাণ্ডারসনের সেই রাতে বাড়িতে সান্ধ্যভোজ খাওয়া এবং তারপর মার্লোর সঙ্গে গাড়িতে বেড়ানোর মধ্যে সন্দেহের অবকাশ নেই, কারণ অনেকেই এর সাক্ষী রয়েছেন। কিন্তু রাত দশটার পর যিনি আবার বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন, তিনি ম্যাণ্ডারসন কি? নিরর্থক প্রশ্ন যদিও, তবু উড়িয়ে দিতে পারলাম না। একটার পর একটা যুক্তি খাড়া করে সন্দেহটাকে বাস্তব রূপ দিতে শুরু করলাম। আর বার বার আমার মনে হতে লাগল, সেদিন ম্যাণ্ডারসনের কর্মধারার মধ্যে যে বস্তুগুলো আমাদের বিসদৃশ ঠেকেছে, সেগুলো ম্যাণ্ডারসনের ছদ্মবেশধারী যে-কোন লোকের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

ছোট মাপের জুতোয় জোর করে পা ঢেকে নেবার রহস্যটা আমার কাছে খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে গেল। ম্যাণ্ডারসনরূপী সেই লোকটি শুধু যে নিজের পায়ের ছাপ গোপন রাখতে তৎপর ছিল তাই নয়, তার উদ্দেশ্য ছিল কয়েকটি বিশেষ জায়গায় তাঁর পায়ের ছাপ ফেলে রাখা। এবং তার অভিপ্রায় সফলও হয়েছে। পুলিস যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে সেই ছাপগুলি পরীক্ষা করে দেখেছে। কিন্তু শুধু পায়ের ছাপ রেখেও সে হয়ত নিশ্চিত হতে পারেনি, তাই জুতোজোড়াও খুলে রেখেছিল ম্যাণ্ডারসনের শোবার ঘরের দরজার পাশে নির্দিষ্ট জায়গায়। পরের দিন সকালে

জানালা সর্বদা খোলা থাকে এবং যে চালাঘরের পাশে মৃতদেহ পাওয়া গেছে ঘরটি তার একেবারে মুখোমুখি।

দ্বিতীয় বিসদৃশ বস্তু, ম্যাণ্ডারসনের বাঁধানো দাঁতের পাটি বিছানার পাশে ফেলে যাওয়া। বিবরণে প্রকাশ ঘুম থেকে উঠে তিনি বাইরে বেরনোর সম্পূর্ণ পোশাক পরেন। কিন্তু নেকটাই, এমনকি, চেনসহ ঘড়িটিও নেবার পরে, তাঁর অভ্যস্ত দাঁতের পাটিটি না পরে বেরনোর ব্যাপারটি আমার সাধারণ বুদ্ধিতে অবোধ্য। অত্যধিক ব্যস্ততার মধ্যে তিনি ছিলেন ধরে নিলেও, বাঁধানো দাঁত যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করবেন, এ বস্তুটি ভুলে যাওয়া সম্ভব ছিল না—কারণ মুখের চেহারা, কথাবলার ভঙ্গিমা, খাওয়াদাওয়া সব-কিছুই এটির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

এই অদ্ভুত সূত্র দুটি আবিষ্কার করার পরেও আমার পক্ষে অগ্রসর হওয়া আদৌ সম্ভব হয়নি। বরং বলা যায়, এর দ্বারা রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে পড়ে ছিল। অবশ্য পরে এই দুটি তথ্যকে পাথেয় করে আমি তদন্ত-কাজে অনেক দূর অগ্রসর হতে পেরেছিলাম।

ম্যাণ্ডারসনের শোবার ঘরের বর্ণনা আমি আগেই জানিয়েছি। সামান্য আসবাবে-ভরা ঘরটায় পোশাক এবং জুতোর প্রাচুর্য চোখে পড়ার মতো। শ্রীমতী ম্যাণ্ডারসনের শোবার ঘরটি তাঁর ঘরের লাগোয়া। ইন্সপেক্টর মার্চের নির্দেশ-মতো নির্দিষ্ট জায়গায় আমি মৃত্যুর পূর্বদিন সন্ধ্যায় ম্যাণ্ডারসনের ব্যবহৃত চামড়ার বুট জুতোটি দেখতে পেয়েছিলাম। জুতো সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থাকায় আমি নিছক কৌতূহল-বশে তাকের অন্যান্য জুতোগুলোর ওপরও চোখ বোলাতে থাকি। সেই সময় ওই বিশেষ জুতোটিতে একটি বিসদৃশ জিনিস আমার নজরে পড়ে যায়। অন্যান্যগুলির মতো এটিও বহু ব্যবহৃত এবং সযত্নে পালিশ করা, কিন্তু জুতোটির উপরাংশে ফিতে ঢোকানোর জায়গায় ছিল সামান্য একটি ফাটলের চিহ্ন। বড় মাপের পা ছোট মাপের জুতোয় বলপূর্বক ঢোকানোর চেষ্টা করলে এই ধরনের ফাটলের সৃষ্টি হয়। লক্ষ্য করলাম, দুটি জুতোর একই জায়গায় চামড়ার ওপর সেলাই কেটে ফেটে গেছে। আপাত-দৃষ্টিতে একের আট ইঞ্চি মাপের ফাটলটা যদিও দৃষ্টিগোচর নয় তবু আমার অভিজ্ঞ দৃষ্টিকে সেটি ফাঁকি দিতে সক্ষম হয়নি। এর থেকে একটি সিদ্ধান্তে অনায়াসে পৌছনো সম্ভব—জুতোটি এমন কেউ ব্যবহার করেছিল যার পায়ের মাপ ওর থেকে বড়।

ম্যাণ্ডারসনের জুতোর সংগ্রহের দিকে এক নজরে তাকালেই বোঝা যায়, ওই বিশেষ বস্তুটি সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত শৌখিন এবং যত্নবান ছিলেন। তাঁর অন্য জুতোয় ওই ধরনের ফাটলের দাগ ছিল না; অথবা অন্যভাবে বলা যায়, কেউ তাঁর অন্য জুতোয় জোর করে পা ঢোকানোর চেষ্টা করেনি। নিঃসন্দেহে এই জুতোটি তিনি বাদে অন্য কেউ সম্প্রতি ব্যবহার করেছিল, তার প্রমাণ ফাটলের দাগটি সম্পূর্ণ তাজা।

জুতোটি ম্যাণ্ডারসনের মৃত্যুর পরে ব্যবহার করা হয়েছিল, এমন ভেবে নেওয়ার পেছনেও যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁর মৃত্যুর ছাব্বিশ ঘণ্টা পরে ওটি আমার নজরে আসে। তাঁর জীবিত অবস্থায় কেউ জুতোটি ধার নিয়ে পরে তাকে ফাটা অবস্থায়

ফেরত দেবে, এমন চিন্তা একেবারেই অমূলক। তেমন হলে তাঁর মতো শৌখিন জুতো-সংগ্রাহক কখনই ওটি নিজের অন্যান্য জুতোর সঙ্গে সাজিয়ে রাখতেন না। সুতরাং এক্ষেত্রেও আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি, জুতোটি তাঁর মৃত্যুর পরে কেউ পায়ে গলিয়েছিল।

জুতো সম্পর্কে সিদ্ধান্তটি নেবার পর আমি এ যাবৎ সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যগুলো একসঙ্গে জুড়ে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, আমার চিন্তাধারায় একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়ে পড়ছে। আমার তথ্য-তালিকায় এইগুলি ছিল: সেই রাতের আগে ম্যাণ্ডারসনকে কোনদিন এত বেশি পরিমাণ হুইস্কি একসঙ্গে খেতে দেখা যায়নি। অবিন্যস্ত এবং বেমানান পোশাক পরতেও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না, অথচ তাঁর মৃতদেহে দেখা গেছে—জামার হাতা কোটের ভেতর ঢোকানো এবং জুতোর ফিতে ঠিকমতো বাঁধা হয়নি। ঘুম থেকে ওঠার পরে দাঁত না-মাজা, গত দিনের সার্ট, কলার আর অন্তর্বাস পরে থাকা, এবং ঘড়ি সঙ্গে নেওয়া সত্ত্বেও, ওয়েস্টকোটের নির্দিষ্ট পকেটে সেটি না-রাখা, তাঁর মতো মানুষের পক্ষে বিস্ময়কর। (আমার প্রথম রিপোর্টে এগুলির উল্লেখ ছিল, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তখন আমি এর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারিনি।) জটিল সাংসারিক পরিস্থিতির মধ্যে, বিশেষত যেখানে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ নিতান্তই সীমিত, সেক্ষেত্রে শোবার আগে তিনি স্ত্রীকে নিজের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে শোনাবেন, এটি অস্বাভাবিক। বাঁধানো দাঁতের পাটি ছাড়া তাঁর কক্ষ ত্যাগের ঘটনাটি অভিনব।

সকাল থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন ধরনের তথ্য একসঙ্গে আমার মনে ভিড় করে এসে সহসা আমাকে এক অভিনব সন্দেহের মুখে ঠেলে দিল—ম্যাণ্ডারসন সে রাতে আদৌ বাড়িতে ছিলেন কি?'

ম্যাণ্ডারসনের সেই রাতে বাড়িতে সান্ধ্যভোজ খাওয়া এবং তারপর মার্লোর সঙ্গে গাড়িতে বেড়ানোর মধ্যে সন্দেহের অবকাশ নেই, কারণ অনেকেই এর সাক্ষী রয়েছেন। কিন্তু রাত দশটার পর যিনি আবার বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন, তিনি ম্যাণ্ডারসন কি? নিরর্থক প্রশ্ন যদিও, তবু উড়িয়ে দিতে পারলাম না। একটার পর একটা যুক্তি খাড়া করে সন্দেহটাকে বাস্তব রূপ দিতে শুরু করলাম। আর বার বার আমার মনে হতে লাগল, সেদিন ম্যাণ্ডারসনের কর্মধারার মধ্যে যে বস্তুগুলো আমাদের বিসদৃশ ঠেকেছে, সেগুলো ম্যাণ্ডারসনের ছদ্মবেশধারী যে-কোন লোকের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

ছোট মাপের জুতোয় জোর করে পা ঢেকে নেবার রহস্যটা আমার কাছে খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে গেল। ম্যাণ্ডারসনরূপী সেই লোকটি শুধু যে নিজের পায়ের ছাপ গোপন রাখতে তৎপর ছিল তাই নয়, তার উদ্দেশ্য ছিল কয়েকটি বিশেষ জায়গায় তাঁর পায়ের ছাপ ফেলে রাখা। এবং তার অভিপ্রায় সফলও হয়েছে। পুলিস যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে সেই ছাপগুলি পরীক্ষা করে দেখেছে। কিন্তু শুধু পায়ের ছাপ রেখেও সে হয়ত নিশ্চিত হতে পারেনি, তাই জুতোজোড়াও খুলে রেখেছিল ম্যাণ্ডারসনের শোবার ঘরের দরজার পাশে নির্দিষ্ট জায়গায়। পরের দিন সকালে

পরিচারিকা যথারীতি সেটিকে পালিশ করে আবার জুতোর তাকে রেখে দিয়ে আসে।

বাঁধানো দাঁতের বিষয়টি নতুন করে চিন্তা করতে গিয়ে আমি আবার একটি অব্যাখ্যাত রহস্যের সমাধান-সূত্র পেয়ে গেলাম। বাঁধানো দাঁত অন্যের মুখ থেকে অনায়াসে খুলে নেওয়া সম্ভব। আমার ধারণা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে লোকটি জুতোর মতো দাঁতটিও শোবার ঘরের যথাস্থানে রেখে দিয়েছিল, যাতে রাতে ম্যাণ্ডারসনের ও-ঘরে থাকা সম্বন্ধে কারুর মনে এতটুকু সন্দেহ উপস্থিত না হয়। এক্ষেত্রে আমি অবশ্য ধরে নিয়েছি, নকল ম্যাণ্ডারসন বাড়িতে ঢোকার আগেই আসল ম্যাণ্ডারসন নিহত হয়েছেন। আমার অন্যান্য যুক্তির সাহায্যে এটিও সুদৃঢ় হবে।

যেমন, পোশাক। এটি সম্বন্ধেও আমি নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করি। আমার অনুমান যদি নির্ভুল হয়, তাহলে সেই লোকটি ম্যাণ্ডারসনের জুতো ছাড়াও তাঁর প্যাণ্ট, ওয়েস্টকোট এবং জ্যাকেটটি নিজের গায়ে চড়িয়েছিল। ওগুলিও আমি তাঁর শোবার ঘরে দেখেছি; এবং মার্টিন আগের দিন রাতে ওই পোশাকে একজনকে লাইব্রেরি ঘরে টেলিফোনে কথা বলতে দেখেছে। এর থেকে যদি আমার ধারণা সঠিক হয়, তাহলে পরিষ্কার বোঝা যায়—ওই পোশাকগুলিই ছিল অজ্ঞাত আগন্তুকটির পরিকল্পনার মূল চাবিকাঠি। সে জানত, মার্টিন তাকে প্রথম দর্শনে ম্যাণ্ডারসন বলে ভুল করবেই।

সন্দেহটি মাথায় আসার পরই বুঝতে পারলাম, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তুকে আমি আগে উপেক্ষা করে গেছি। ম্যাণ্ডারসনের সে-রাতে বাড়িতে থাকা সম্বন্ধে আমরা এতদূর নিশ্চিত ছিলাম যে, সে রাতে মার্টিন এবং শ্রীমতী ম্যাণ্ডারসন দুজনেই যে তাঁর মুখ দেখতে পাননি, এই তথ্যটা আমাদের কারুরই খেয়াল হয়নি।

শ্রীমতী ম্যাণ্ডারসন—করোনারের কাছে রাখা তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী—লোকটিকে আদৌ দেখতে পাননি। তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভবও ছিল না, তা-ও আমি একটু পরে প্রমাণ করে দেব। তাঁর আধা-ঘুমন্ত অবস্থায় ম্যাণ্ডারসন সেদিন ঘণ্টাখানেক আগেকার একটি আলোচনার জের টেনে কয়েকটি বাক্যালাপ করেছিলেন। মার্টিন, যতদূর আমি অনুমান করছি, টেলিফোনে কথা-বলা অবস্থায় লোকটিকে শুধুমাত্র পেছন থেকে দেখেছিল। কোন সন্দেহ নেই ম্যাণ্ডারসনের ভঙ্গি হুবহু নকল করার চেষ্টা হয়েছিল সেই সময়। এবং লোকটির মাথায় ছিল ম্যাণ্ডারসনের চওড়া কানাওয়ালা টুপিটি। মাথা এবং ঘাড় দেখে পেছন থেকে চিনে ফেলার সম্ভাবনা থাকে, তাই ওই সতর্কতা। এরপর যদি ধরে নেওয়া যায়, লোকটির দৈহিক গঠন ম্যাণ্ডারসনেরই অনুরূপ, তাহলে টুপি আর জ্যাকেট ছাড়া তার একটি জিনিসেরই প্রয়োজন পড়ে, তা হল তাঁর গলার স্বর নকল করার দক্ষতা।

আমার ধারণাটিকে অভ্রান্ত ধরে নিয়ে কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলাম, অন্যান্য সূত্রগুলোও এর সঙ্গে মিলতে শুরু করেছে। যেমন ধরা যাক, বাড়িতে প্রবেশের সময় মূল ফটক ব্যবহার না করে জানালা দিয়ে ঢোকার ব্যাপারটি। এর একমাত্র কারণ ফটক দিয়ে প্রবেশ করলে তাকে রান্নাঘরের সামনে মার্টিনের সম্মুখীন হতে হতই এবং সেক্ষেত্রে তার মুখ লুকোনো হয়তো অসম্ভব হয়ে পড়ত।

এবার হুইস্কির রহস্য। এতেও আমি প্রথমে তেমন গুরুত্ব দিইনি, কারণ মার্টি-ন-জনের পরিবারে মাঝেমাঝে হুইস্কি অদৃশ্য হওয়ার ঘটনা নতুন নয়, যদিও এক রাতে আচমকা এতখানি বোতল খালি হওয়ায় সন্দেহ জাগতে পারে। মার্টিনকেও ব্যাপারটা হতবাক করে দেয়। এখন বুঝতে পারি, একটি মৃতদেহের সম্ভ পোশাক পালটানোর পর, স্নায়ুর জোর ফিরিয়ে আনতে তাকে ওটা বাধ্য হয়ে খেতে হয়েছিল। এবং সম্ভবত পরবর্তী কাজগুলো সুসম্পন্ন করতে সে মার্টিনকে দিয়ে আর খানিকটা পানীয় আনিয়ে নেয়।

এই পরবর্তী কাজটাই গুরুত্বপূর্ণ; বিপজ্জনকও বটে। ম্যাণ্ডারসনের শয়নকক্ষে ঢুকে তাকে লাগোয়া-ঘরে আধা-ঘুমন্ত শ্রীমতী ম্যাণ্ডারসনকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তাঁর স্বামী রাতে শুতে গেছেন। একটা সুবিধে অবশ্য ছিল, ওই ঘরে শ্রীমতী ম্যাণ্ডারসনের নিজের ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ দৃষ্টির সীমানা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারলেই তার কার্যসিদ্ধি হয়ে যেত। শ্রীমতী ম্যাণ্ডারসনের বিছানায় শুয়ে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, ওখান থেকে ম্যাণ্ডারসনের খাটের সামনে রাখা আলমারিটি ছাড়া আর-কিছু নজরে পড়ে না। তাছাড়া, বাড়ির বাসিন্দাদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা থাকায় এটাও সে ধরে নিয়েছিল, হয়ত শ্রীমতী ম্যাণ্ডারসন সেইসময় ঘুমিয়ে থাকবেন—বা ঘুমিয়ে না থাকলেও, স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্য চলতে থাকায় তিনি এসেছেন জেনেও সাড়াশব্দ করবেন না।

কিন্তু তার শেষের ধারণাটি মেলেনি। তাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে শ্রীমতী ম্যাণ্ডারসন ঘুমের ঘোরে ওদিক থেকে কথা বলে উঠেছিলেন। এবার আমরা এসে পড়েছি এই কেসের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে।

ম্যাণ্ডারসনের শোবার ঘরের প্রসাধন টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা কল্পনা করতে গিয়ে আমার বুকের ভেতরেও হাতুড়ির আঘাত হচ্ছিল। কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি! কিন্তু এই চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে তাকে। নিমেষে মনস্থির করে নিয়ে সে যে শুধু ম্যাণ্ডারসনের গলা নকল করে জবাব দিল তাই নয়, ক্ষণিকের আবেগের বশবর্তী হয়ে মার্লোকে সাউদামটনে পাঠানোর কারণটাও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে শোনাল। এখানে আমার প্রশ্ন—যে-লোকের স্ত্রীর সঙ্গে বার্তালাপ প্রায় বন্ধ, তার পক্ষে এই ধরনের কাজ সম্ভব কি? আর মার্লোর প্রসঙ্গে অত বিস্তারিত বলারই বা কি প্রয়োজন ছিল?

এই পর্যায়ে পৌঁছনোর পর আমি নিশ্চিতভাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলাম—রাত দশটায় মার্লোর সঙ্গে গাড়িতে রওনা হবার পর এবং রাত এগারটার মধ্যে কোন-একটি সময়ে ম্যাণ্ডারসন নিহত হয়েছিলেন। গুলির শব্দ শুনতে না পাওয়ার কারণ, সম্ভবত বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে তিনি নিহত হন। এরপর মৃতদেহ তুলে বাগানে চালাঘরের পাশে আনা হয়েছিল এবং সেখানেই পোশাক বদল করা হয়। ঠিক তার পরে, রাত এগারটা নাগাদ, কোন-এক ব্যক্তি ম্যাণ্ডারসনের জুতো, টুপি এবং জ্যাকেট পরে, বাগানের পাশের জানালা দিয়ে লাইব্রেরি ঘরে প্রবেশ করে। তার সঙ্গে ছিল—ম্যাণ্ডারসনের পরনের কালো প্যান্ট, ওয়েস্টকোট,

বাঁধানো দাঁতের পাটি এবং একটি আগ্নেয়াস্ত্র—যার দ্বারা তিনি নিহত হয়েছিলেন। ওগুলি লুকিয়ে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে সে মার্টিনকে ঘণ্টি টিপে ডাকে এবং সে ঘরে প্রবেশ করলে, তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে, টেলিফোনে ব্যস্ত থাকার ভান করে, ওই অবস্থাতেই তাকে পানীয় আনতে নির্দেশ দেয়। মার্টিন চলে যাওয়া মাত্র সে মার্লোর ঘরে ঢুকে তার রিভলবারটি (ম্যাণ্ডারসনকে এটির সাহায্যে হত্যা করা হয়) তাকের যথাস্থানে রেখে দেয় এবং ম্যাণ্ডারসনের শোবার ঘরের পাশে জুতো খুলে রেখে ভেতরে প্রবেশ করে। ম্যাণ্ডারসনের যাবতীয় পোশাক চেয়ারের ওপরে খুলে রেখে সে বাঁধানো দাঁতের পাটিটি কাঁচের পাত্রের জলে ডুবিয়ে দেয়, এবং একপ্রস্থ পোশাক আর জুতো ওখান থেকেই নিয়ে পরে নেয়।

এবার আমি লোকটির গতিবিধির প্রসঙ্গ মুলতুবি রেখে অন্য একটি প্রশ্নে চলে যাচ্ছি।

কে এই নকল ম্যাণ্ডারসন?

এই সম্পর্কে আমার জানা তথ্যগুলোর ওপর নির্ভর করে আমি নিম্নলিখিত পাঁচটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি।

(১) মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক আছে। মার্টিনের সঙ্গে অভিনয়কালে এবং শ্রীমতী ম্যাণ্ডারসনের সঙ্গে কথাবার্তার সময় সে কোন ভুলচুক করেনি।

(২) ম্যাণ্ডারসনের সঙ্গে তার দৈহিক সাদৃশ্য আছে, বিশেষ করে উচ্চতা এবং কাঁধের মাপে। মাথা-ঢাকা বসা অবস্থায় পেছন থেকে তাকে দেখে মার্টিনের মনে ভ্রান্তি জাগে। তার পায়ের পাতা ম্যাণ্ডারসনের থেকে সামান্য বড়।

(৩) অভিনয় এবং অন্যের স্বর নকল করার প্রবণতা তার আছে—এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকাও অসম্ভব নয়।

(৪) ম্যাণ্ডারসনের বাড়ির নকশা তার জানা ছিল।

(৫) রবিবারে মাঝ রাতের কিছু পর পর্যন্ত ম্যাণ্ডারসনকে জীবিত প্রমাণ করা কোন বিশেষ কারণে তার কাছে অপরিহার্য ছিল।

এবার ক্রমানুসারে উপরোক্ত পাঁচটি সূত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমি জন মার্লো সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য পরিবেশন করছি। তথ্যগুলি বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

(১) ম্যাণ্ডারসনের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন তিনি; সেই সূত্রে গত চার বছর তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছেন।

(২) দৈহিক উচ্চতা দুজনেরই প্রায় সমান। দুজনেরই স্বাস্থ্য ভালো এবং কাঁধ প্রশস্ত। বয়স কুড়ি বছর কম হওয়ায় মার্লো তুলনামূলকভাবে চটপটে হলেও, ম্যাণ্ডারসনও শারীরিক দিক দিয়ে যথেষ্ট সক্ষম ছিলেন। মার্লোর জুতোগুলো (বেশ কয়েক জোড়া আমি পরীক্ষা করে দেখেছি) দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ম্যাণ্ডারসনের থেকে মাপে সামান্য বড়।

(৩) তদন্তের প্রথম দিন সন্ধ্যায়, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার জনৈক থিয়েটার-প্রেমী অধ্যাপক বন্ধুকে আমি নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখে একটি তারবার্তা পাঠিয়েছিলাম:

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র জন মার্লোর অভিনয় পারদর্শিতা সম্পর্কিত বিবরণী ব্যক্তিগত কারণে জরুরী প্রয়োজন।

আমার বন্ধুর জবাব পৌঁছোয় পরের দিন সকালে (করোনারের বিচার-সভার দিন):

মার্লো বিশ্ববিদ্যালয় নাট্য-সংস্থার তিন বছর সদস্য ছিলেন এবং পরে সভাপতি নির্বাচিত হন। কয়েকটি নাটকের পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটকের মূল ভূমিকাতেও তাঁকে দেখা গেছে।

এই টেলিগ্রাম পাঠানোর প্রেরণা আমি পেয়েছিলাম মার্লোর ঘরের তাকে রাখা কয়েকটি ছবি থেকে। ছবিগুলি তার কলেজ জীবনে বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রে অভিনয়ের সময়ে তোলা এবং প্রত্যেকটির পেছনে অক্সফোর্ডের ছাপ ছিল।

(৪) ম্যাণ্ডারসনের সান্নিধ্যে থাকাকালীন মার্লোকে সব সময় তাঁর পরিবারের সঙ্গে কাটাতে হয়েছে। তিনি এবং পরিচারকরা ছাড়া আর কারুর পক্ষে ম্যাণ্ডারসনের পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি জানা সম্ভব নয়।

(৫) আমি অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জেনেছি, মার্লো সাউদামটনের একটি হোটেলে সকাল সাড়ে ছ-টায় গিয়ে পৌঁছোয় এবং একটু পরে ম্যাণ্ডারসনের নির্দেশ মতো কাজে লেগে পড়ে। এখানে উল্লেখযোগ্য, সেই নির্দেশগুলিই ম্যাণ্ডারসনের বেশধারী লোকটি রাতে শ্রীমতী ম্যাণ্ডারসনকে শুনিয়েছিল। মার্লস্টোনে ফিরে আসার পর মার্লোকে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নিদারুণ বিস্ময় প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

এগুলি সবই মার্লো সম্বন্ধে প্রমাণিত তথ্য। এবার আমি তার সম্পর্কিত ৩নং তথ্যের সঙ্গে নকল ম্যাণ্ডারসনের ৫নং সূত্রটি মিলিয়ে দেখতে অনুরোধ করছি।

প্রথমেই আমি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ম্যাণ্ডারসন তাঁর নির্দেশে সাউদামটন শব্দটি উচ্চারণের সময় একমাত্র মার্লো ছাড়া সেখানে আর কেউ উপস্থিত ছিল না।

মার্লোর জবানবন্দীর কিছুটা অংশ মার্টিনের বক্তব্যে সমর্থন পাওয়া যায়। তার গাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি যে ম্যাণ্ডারসনের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত বার্তালাপের পর স্থির হয়েছিল এটি সে-ও আমাকে জানিয়েছে, কিন্তু তার নিদৃষ্ট গন্তব্যস্থানটি জানত না। তার ধারণা ছিল, মার্লো তার মনিবকে নিয়ে বেড়াতে বেরোচ্ছেন। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, মার্লোর অ্যালিবাইতে এতটুকুও ফাঁক-ফোকর নেই। সাউদামটনে সকাল সাড়ে ছ-টায় উপস্থিতির প্রমাণ সে করতে পারবে, যার ফলে রাত ১২-৩০ এ মার্টিন ঘুমিয়ে পড়ার পর অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডে তাকে জড়ানো কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কিন্তু ম্যাণ্ডারসন সেই রাতে বেরিয়ে এসে সাউদামটনের কথা প্রকাশ্যে দুজনের কাছে উল্লেখ করেছিলেন। এমন কি সাউদামটনে একটি হোটেলে ফোন করে তাঁর বার্তাবাহকেরও খোঁজ করেন। ফোনটি করার সময় মার্টিনও লাইব্রেরি ঘরে উপস্থিত ছিল।

এবার মার্লোর অ্যালিবাইয়ের প্রসঙ্গে আসা যাক। যদি ম্যাণ্ডারসন সেই রাতে ১২-৩০ পর্যন্ত বাড়িতে থেকে থাকেন এবং তারপর নিহত হন, তাহলে এই হত্যা-

কাণ্ডে তার সরাসরি হাত থাকা কোনক্রমেই সম্ভব নয়—কারণ সেক্ষেত্রে মার্লস্টোন এবং সাউদামটনের দূরত্বের প্রশ্নটি এসে যাচ্ছে। ম্যাণ্ডারসনের বার্তাসহ যে-সময় তার গাড়ি নিয়ে রওনা হওয়ার কথা অর্থাৎ ১০টা থেকে ১০-৩০-এর মধ্যে—সেই সময় যদি সে রওনা হয়ে থাকে, তাহলে অনায়াসেই সে নির্দিষ্ট সময়ে সাউদামটনে পৌঁছে যাবে, কিন্তু চার সিলিণ্ডারের ১৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন একটি নরদামবারল্যাণ্ডের পক্ষে মাঝ রাত্তিরের পরে মার্লস্টোন থেকে যাত্রা করে পূর্ণ গতিতে ছুটেও ভোর সাড়ে ছ-টায় সাউদামটনে পৌঁছনো অসম্ভব। ম্যাণ্ডারসনের লাইব্রেরি ঘরে রাস্তার মানচিত্র দেখে আমি বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেছি। সুতরাং সব দিক বিচার করে দেখা যাচ্ছে, মার্লোকে হত্যাকাণ্ডে জড়ানো সম্ভব নয়।

কিন্তু ঘটনাটি যদি ওই রকম না ঘটে থাকে? ম্যাণ্ডারসন যদি রাত এগারটায় মারা গিয়ে থাকেন আর মার্লো যদি ততক্ষণ হোয়াইট গেবল্‌সে আত্মগোপন করে থাকে? তার পক্ষে যাবতীয় দৃশ্যপট সাজিয়ে সকাল সাড়ে ছ-টার মধ্যে সাউদামটনে পৌঁছনো সম্ভব ছিল কি?

সম্ভব, তবে সে-ক্ষেত্রে তাকে সবার অলক্ষ্যে এবং নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ি নিয়ে রওনা হতে হত। এবং যেতে হত তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তিসম্পন্ন মার্টিনের চোখের সামনে দিয়ে, যে টেলিফোনের ঘণ্টি শোনার অপেক্ষায় রাত সাড়ে বারটা পর্যন্ত রান্নাঘরের দরজা খুলে অপেক্ষা করছিল। প্রকৃতপক্ষে, সে ছিল সিঁড়ির প্রায় শেষ ধাপটার কাছাকাছি—এই সিঁড়ি-পথটি ছাড়া আর-কোন দিক দিয়ে দোতলায় ওঠা সম্ভব নয়।

এবার আমি তদন্তের সবচাইতে সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছলাম। করোনারের বিচারসভা শেষ হবার পর আবার বসলাম সংগৃহীত তথ্যের চুলচেরা বিশ্লেষণে। কিন্তু এবারও যা পেলাম তা পরোক্ষভাবে মার্লোর দিকেই নির্দেশ করে। মার্টিন রাত সাড়ে বারটা পর্যন্ত জেগে বসে ছিল এবং তাকে জেগে থাকার জন্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়—অর্থাৎ এটাও পরিকল্পনার অন্যতম অঙ্গ এবং মার্লোর জবানবন্দীকে সমর্থন করার ব্যবস্থা। কিন্তু মার্লোর নির্দোষিতা যেহেতু আমরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছি, তাই এর ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই অন্য। আর সেই ব্যাখ্যা যদি খুঁজে না পাই আমার যাবতীয় যুক্তি নিরর্থক।

করোনারের বিচার চলাকালীন সকলের অনুপস্থিতির সুযোগে আমি ক্যামেরা নিয়ে হোয়াইট গেবল্‌সে ঢুকেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল আরো নতুন সূত্রের সন্ধান করা। অনেকটা পুলিসী কায়দায় করা আমার অনুসন্ধানপর্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের মধ্যে গিয়ে লাভ নেই, যা পেয়েছিলাম সরাসরি জানিয়ে দিচ্ছি: ম্যাণ্ডারসনের শোবার ঘরের একটা টেবিলে, ডান দিকে ওপরের দেরাজে, পালিশ-করা কাঠের সামনের অংশে সদ্য-পুড়া দুটি বেশ বড় এবং স্পষ্ট আঙুলের ছাপ পেয়ে আমি তার ছবি তুলেছিলাম! এছাড়া শ্রীমতী ম্যাণ্ডারসনের ঘরের জানলার সার্সিতে ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের পাঁচটি আঙুলের ছাপ (এই জানালাটি পর্দা-টানা

অবস্থায় রাতে খোলা থাকে)। ম্যাণ্ডারসনের বাঁধানো দাঁতের পাটি রাখার কাঁচের পাত্রেও তিনটি আঙুলের ছাপ ছিল। সবগুলোরই আমি ছবি নিই।

কাঁচের পাত্রটি এবং মার্লোর শোবার ঘর থেকে তার নিত্য ব্যবহৃত কয়েকটি টুকিটাকি জিনিস (যাতে অসংখ্য আঙুলের ছাপ পাবার সম্ভাবনা থাকে) আমি হোয়াইট গেবল্‌স থেকে লুকিয়ে হোটেলে নিয়ে এসেছিলাম। দুটি ডায়েরির পাতার ওপর মার্লোর অজ্ঞাতসারে নেওয়া তার দু হাতের চমৎকার আঙুলের ছাপ আমার সঙ্গেই ছিল। ডায়েরিটি সনাক্তকরণের অজুহাতে তাকে ধোঁকা দিয়ে আমি ছাপগুলি সংগ্রহ করেছিলাম।

করোনারের রায় বেরোনোর দু ঘণ্টা পরে আমার সংগৃহীত যাবতীয় আঙুলের ছাপগুলি পরীক্ষা করে দেখলাম, জানালার সার্সির পাঁচটির মধ্যে দুটি এবং কাঁচের পাত্রের তিনটি ছাপ মার্লোর বাঁ হাতের এবং সার্সির বাকি তিনটি এবং দেরাজের দুটি ছাপ তার ডান হাতের।

আরও সন্দেহ মুক্ত হতে, বিশপস ব্রীজের অন্যতম আলোকচিত্র শিল্পী মি. এইচ. টি. কুপারের সাহায্যে ডায়েরির পাতায় তোলা মার্লোর আঙুলের ছাপের বেশ কয়েকটি বড় প্রিণ্ট তৈরি করে দেখলাম, ওগুলির সঙ্গে আমার তোলা ছাপের ছবির কিছুমাত্র প্রভেদ নেই। অর্থাৎ, এর থেকে প্রমাণিত হয়, মার্লো সম্প্রতি ম্যাণ্ডারসনের শোবার ঘরে ঢুকেছিল, যেখানে তার যাওয়ার প্রয়োজনের সম্ভাবনা কম—এবং শ্রীমতী ম্যাণ্ডারসনের ঘরেও সে ঢোকে, যেখানে তার কোন প্রয়োজন থাকার কথাই নয়। খামে দেওয়া আঙুলের ছাপের ছবিগুলো আমার লেখার পাশাপাশি প্রকাশ করা চলতে পারে বলে আমি মনে করি।

লেখা শেষ করার আগে আমার সদ্য-আবিষ্কৃত তথ্যগুলির সঙ্গে পূর্বে লেখা কয়েকটি তথ্য জুড়ে আমি নতুন করে ঘটনাটি সাজাতে চাই। হত্যাকাণ্ডের দিন রাতে ম্যাণ্ডারসনের ছদ্মবেশধারী একজন লোক ম্যাণ্ডারসনের শোবার ঘরে প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রীকে জানায়, মার্লো সাউদামটনে রওনা হয়েছে (কথাগুলিই সে তার আগে মার্টিনকেও শুনিয়েছিল)। তারপর কয়েকটি জিনিসপত্র ঘরের যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে, আলো নিভিয়ে সে শ্রীমতী ম্যাণ্ডারসনের ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষা করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ম্যাণ্ডারসনের মৃতদেহের জন্যে একপ্রস্থ পোশাক নিয়ে, শুধুমাত্র মোজা পায়ে নিঃশব্দে হেঁটে সে শ্রীমতী ম্যাণ্ডারসনের ঘরের জানালার কাঁচের সার্সি সামান্য ফাঁক করে কার্নিশে নেমে পড়ে। তারপর ওখান থেকে কয়েক পা দূরে বারান্দার কাছে গিয়ে নিচে ঘাসের লনের নরম মাটির ওপর লাফিয়ে নামে।

মার্টিনের বক্তব্য অনুযায়ী সে যদি রাত সাড়ে এগারটায় ম্যাণ্ডারসনের শোবার ঘরে ঢুকে থাকে, তাহলে আধ ঘণ্টার মধ্যে যাবতীয় কাজ মিটিয়ে তার আবার ফিরে যাওয়া সম্ভব।

এর পরবর্তী ব্যাপারটি পাঠক এবং কর্তৃপক্ষের বিচার্য। পরের দিন অবিন্যস্ত পোশাকে মৃতদেহটি পাওয়া গিয়েছিল। মার্লো সকাল সাড়ে ছ-টায় সাউদামটনে পৌঁছায়।

এখন ভোর চারটে। মার্লস্টোনে হোটেলের ঘরে বসে আছি, সঙ্গে রয়েছে তোমাদের জন্যে লেখা আমার কেসের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। বিশপস ব্রীজ থেকে দুপুরের ট্রেন ধরে আমি লণ্ডনে যাব। ওখান থেকে লেখাটা তোমাদের পাঠিয়ে দেব। এর একটি সংক্ষিপ্তসার আমি পুলিসের অপরাধী অনুসন্ধান বিভাগকে দিতে অনুরোধ করি।

ফিলিপ ট্রেন্ট

●

বার. বিস্ফোরণ

ফিলিপ ট্রেন্টের সঙ্গে ম্যাবেল ম্যাণ্ডারসনের আর দেখা হবার কথা নয়, কিন্তু মাস ছয়েক পরে ঘটনাচক্র আবার মুখোমুখি করে দিল দুজনকে। ম্যাবেল ম্যাণ্ডারসন প্যারিসের এক অপেরা হাউসে ট্রেন্টকে আবিষ্কার করে তাঁকে নিজের বাড়িতে চায়ের আসরে আমন্ত্রণ জানালেন।

ট্রেন্ট এলেন। অপেরা নিয়ে আলোচনা শুরু হল, তারপর ঘন ঘন বদলাতে লাগল প্রসঙ্গ। কিন্তু এক সময় গম্ভীর হয়ে আচমকা থেমে গেলেন মিসেস ম্যাণ্ডারসন। ট্রেন্টও থতমত খেয়ে নিশ্চুপ রইলেন।

বেশ কয়েক সেকেণ্ড অস্বস্তিকর নীরবতার পর মিসেস ম্যাণ্ডারসন আস্তে আস্তে মুখ খুললেন, 'আজ আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আপনাকে ডেকে এনেছি, মিঃ ট্রেন্ট। একটা দুঃসহ ব্যথা বুকে চেপে রেখে বহুদিন ধরে আমি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, আজ সেই সুযোগ আমার সামনে এসেছে। হোয়াইট গেবল্‌স থেকে সেদিন আপনি চলে যাবার পর আমি বার বার নিজেকে বুঝিয়েছি, আপনি আমার সম্বন্ধে যাই ধারণা নিয়ে থাকুন না কেন, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আপনার কথাবার্তা শুনে আর লেখাটা ওভাবে ফেলে যাবার পর আমি অবশ্য নিশ্চিত ছিলাম, আপনার সেই ধারণা আপনি বাইরে কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না। কিন্তু তবু আমি জানতাম, যতই নিজেকে বোঝাই না কেন, কিছু নিশ্চয়ই আসে যায় আমার কাছে।—আপনি আমার সম্বন্ধে যা ধারণা করেছিলেন তা সব ভুল। ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকিয়ে মিসেস ম্যাণ্ডারসন ট্রেন্টের সঙ্গে দৃষ্টি মেলালেন।

ট্রেন্ট ভাবশূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে জবাব দিলেন, 'আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবার পর আমি ওটা মন থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করছিলাম।'

'ধন্যবাদ।' মিসেস ম্যাণ্ডারসন সহসা রক্তিম হয়ে উঠলেন। তারপর একটা দস্তানা নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, 'আসল ঘটনাটা আমি আপনাকে শোনাব। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে ভাবিনি, কিন্তু ঠিক করে রেখেছিলাম, সুযোগ কোনদিন এলে অবশ্যই সেটা সদ্ব্যবহার করব। আমি জানতাম তাতে অসুবিধেও হবে না। কারণ, প্রথমত আপনি একজন সমঝদার লোক, আর দ্বিতীয়ত, এসব ব্যাপার বলতে কুমারী মেয়েরা যতটা কুণ্ঠা বোধ করে, বিবাহিতা মেয়েদের ক্ষেত্রে ততটা ঘটে না। কিন্তু বাস্তবে দেখলাম, ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। আপনিই ওটাকে জটিল করে তুললেন।'

'কেমন ক'রে?' ট্রেন্ট শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন

'আপনি আমাকে ব্যবহারে বুঝতেই দিলেন না যে একদিন আমার সম্বন্ধে বিশেষ একটা ধারণা নিয়ে আমার কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলাম, কোনদিন দেখা হলেও আপনি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইবেন। সেদিন যাবার আগে শেষ প্রশ্নটা করার সময় আপনার সেই ভয়ঙ্কর চাউনিটা আমি আজও ভুলতে পারিনি। যাকগে, যে কথা হচ্ছিল—আপনার কাহিনীর ভুলটা আমি ধরিয়ে দেব। আমার কথাগুলো আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে, মিঃ ট্রেন্ট। অনেকের জীবনেই এরকম ঘটনা ঘটে থাকে। আপনাকে আমি দোষ দিই না, স্বামীর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ির সম্পর্ক দেখে আপনার পক্ষে ওরকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল।

'আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের কারণ আপনার কাছে বলেছিলাম, নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার। আমি জানিয়েছিলাম, ওটার একমাত্র কারণ, আমি তাঁর নির্বাচিত সমাজে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারিনি। কথাটা সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক সত্যি। একটা বীভৎস ঘটনা আমার চোখের আবরণকে সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমি ওটাকেই এর আসল কারণ বলে ধরে রেখেছিলাম। কিন্তু আমি ভালো করেই জানি, ও-কারণটা আপনাকে সেদিন সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু কেন করেনি, তা বুঝতে আমার খানিকটা সময় লেগেছিল অবশ্য।—হ্যাঁ, আমার স্বামী জন মার্লোকে ঈর্ষা করতেন, আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন।

'কিন্তু আপনার অনুমানকে ধরতে পেরেও আমি সেদিন যা করেছিলাম তা আমার পক্ষে মূর্খামি ছাড়া আর-কিছু নয়। আপনি সেদিন ঘুরিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমার স্বামীর সেক্রেটারি আমার প্রেমিক কিনা! মিঃ ট্রেন্ট, আজ আমি বলব আমার সেদিন হঠাৎ ভেঙে পড়ার পেছনে কি কারণ ছিল। আপনি ওটাকেই সেদিন আমার তরফে স্বীকারোক্তি বলে ধরে নিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, আমিই মার্লোর সঙ্গে যোগসাজস ক'রে—। এতেই আমি আঘাতটা পেয়েছিলাম। শেষে সামলাতে না পেরে—। মনে হয় না ওটা ছাড়া আর-কিছু সেদিন আপনার মনে হয়েছিল।'

ট্রেন্ট একদৃষ্টে মিসেস ম্যাণ্ডারসনের মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন।

'সামলে নেবার পর আপনাকে আর ঘরে দেখতে পাইনি।' জানালার কাছে গিয়ে মিসেস ম্যাণ্ডারসন টেবিলের দেরাজ খুলে সীলমোহর লাগানো লম্বা একটা খাম নিয়ে এলেন। 'এই লেখাটা আপনি আমার কাছে ফেলে গিয়েছিলেন—তারপর থেকে কতবার যে ওটা পড়েছি তার ঠিক নেই। সত্যি, আপনার বুদ্ধিমত্তা তুলনাহীন, মিঃ ট্রেন্ট—এ-বিষয়ে অন্য সকলের সঙ্গে আমিও একমত।' দুষ্টুমির একটা হাসি ক্ষণিকের জন্যে জেগেই মিলিয়ে গেল তাঁর ঠোঁট থেকে। 'আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। এটা পড়তে পড়তে প্রায়ই ভুলে যেতাম আমাকে নিয়েই আপনার লেখাটা সত্যি অপূর্ব হয়েছে। আজ খামটা হাতে নিয়ে আমার বার বার মনে হচ্ছে, আপনার সেদিনের বদান্যতা আর মহত্ত্বের প্রতিদানে আমার আজ কি দেওয়া উচিত। একটা নারীর যাবতীয় সম্পদ কলঙ্কের আড়ালে ঢাকা পড়তে চলেছিল সেদিন।'

শেষ দিকে মিসেস ম্যাণ্ডারসনের গলা কাঁপছিল। ট্রেন্ট মাথা নিচু করে না

শোনার ভান করছিলেন, মিসেস ম্যাণ্ডারসন খামটা তাঁর হাঁটুর ওপর রাখতেই সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে তাকালেন। 'এটা কি—'

হাত তুলে বাধা দিলেন শ্রীমতী ম্যাণ্ডারসন। 'না, মিঃ ট্রেন্ট, আগে আমার কথা শেষ হোক, তারপর আপনার কথা শুনব। এতদিন পরে বলার সুযোগ পেয়ে যে কতখানি স্বস্তি পাচ্ছি, আপনাকে তা বোঝাতে পারব না।' আবার সোফায় বসলেন তিনি। 'যে-কথা আপনাকে শোনাব তা আজ অব্দি কেউ জানতে পারেনি।—আমার ধারণা আমাদের দাম্পত্য-সম্পর্কের অবনতির কথা সকলেই জানত—যদিও ব্যাপারটাকে গোপন করতে আমার তরফে চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। কিন্তু তাদের একজনও আমার স্বামীর মনোভাব ধরতে পেরেছিল বলে আমি মনে করি না। ঘটনাটা খুলে বলি। মার্লো কাজে ঢোকার পর থেকেই ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। অসম্ভব বুদ্ধিমান ছেলেটা, এমনকি, আমার স্বামী পর্যন্ত বলতেন, ওর মতো এত তীক্ষ্ণ মাথা তিনি আর কারুর মধ্যে দেখেননি। বয়েস আমারই বেশি, আর ছোটদের ঠিক যে-চোখে দেখা উচিত আমিও ওকে সেই চোখেই দেখতাম। সেদিনের কথাটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, 'আচ্ছা বল তো, মার্লোর মধ্যে কোন্ জিনিসটা তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে?' আমি কোন চিন্তা না করেই জবাব দিয়েছিলাম, 'ওর ব্যবহার।' কথাটা শোনামাত্র লক্ষ্য করলাম, ওঁর মুখটা কেমন গোমড়া হয়ে উঠল। আমার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, মার্লো ছেলেটা ভদ্র, তা ঠিক।'

'যাই হোক, প্রসঙ্গটা তখনকার মতো ওখানেই ইতি ঘটে।—বছর খানেক আগে হঠাৎ দেখলাম, আমার এক অপ্রত্যাশিত আশঙ্কা মিলে গেছে। যা ভেবেছিলাম, মার্লো পাগলের মতো একটা আমেরিকান মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল। তা হোক, কিন্তু যে মেয়েটাকে ও পছন্দ করে সে ছিল আমাদের পরিচিত সব ক-টা মেয়ের মধ্যে নিকৃষ্ট। দেখতে অবশ্য খুবই সুন্দর; পড়াশুনা জানা, খেলাধুলাতেও ভালো—কিন্তু বিরাট বড়লোকের মেয়ে হলে যা হয়ে থাকে, পোশাক আর হৈ-হুল্লোড় ছাড়া আর-কিছু বোঝে না। যাকে বলে ছিনাল মেয়েছেলে, ও হল তাই। খুশিমতো প্রেমিক পালটাত। প্রত্যেকেই জানত ব্যাপারটা, মার্লোও নিশ্চয়ই শুনেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে মেয়েটা কি করে ওর মাথা ঘুরিয়ে দিল জানি না। বেশ বুঝতে পারছিলাম, মার্লোকেও কয়েকদিন নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে ও ছেড়ে দেবে—আর এই জন্যেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল।

'মার্লোকে যে করে হোক ওর থেকে সরিয়ে আনব পণ করে একদিন ওকে বললাম—চল লেকে নৌকো করে বেড়িয়ে আসি। মার্লো তো সঙ্গে সঙ্গে রাজি। জর্জ লেক আমাদের বাড়ির ঠিক পাশেই, ওখানে আমরা নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ ঘুরেছিলাম আমরা, এতক্ষণ আলাদাভাবে থাকার সুযোগ আমাদের আগে কোনদিন হয়নি। নৌকোয় সব বললাম ওকে। আমার কথাগুলো ও একমনে শুনল বটে, কিন্তু বিশ্বাস করল না। উলটে আমাকেই বলল, আমি নাকি এলিসের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে ভুল ধারণা নিয়ে আছি। আমি তখন ওর

ভবিষ্যতের প্রসঙ্গ তুললাম। তাতে ও জবাব দিল, এলিসের ভালবাসা পেলে একদিন জগৎজোড়া সম্মান ও নিশ্চয়ই অর্জন করবে। কথাটা ওর মুখে অবশ্য বেমানান নয়। ব্যবসায়িক দক্ষতা ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন স্তরে মেলামেশা করে ও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সে যাই হোক, মোট কথা ওকে আমি বোঝাতে পারিনি সেদিন।

'ঘুরে এসে নৌকো থেকে আমরা যখন নামছি, আমার স্বামী তখন ওখানে দাঁড়িয়ে। মার্লোর সঙ্গে কি নিয়ে ঠাট্টা করলেন, তা-ও আমার মনে আছে। একটা কথা কি জানেন, মিঃ ট্রেণ্ট—মার্লোর সঙ্গে ব্যবহারে উনি কিন্তু কোনদিন পরিবর্তন করেননি। এই কারণেই আসল ব্যাপারটা বুঝতে আমার বহুদিন সময় লেগেছিল। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে তিনি আমার কাছে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমার মনে আছে, রাতে খাওয়াদাওয়ার পর উনি সেদিন আমাকে একটাই কথা বলেছিলেন। মার্লো আমাদের কেনটাকির খামারবাড়ির জন্যে কিছু ঘোড়া কেনার কথা বলছিল—উনি হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন, 'বুঝলে আমাদের মার্লো ভদ্র ঠিকই, কিন্তু কেন জানি না ঘোড়াদের সঙ্গে ও ভদ্রতা রাখতে পারে না।' আমি তো কথাটা শুনে অবাক! তখনও পর্যন্ত কিন্তু ব্যাপারটার মর্মোদ্ধার করতে পারিনি। তখন শুধু নয়, পরের বারও যখন উনি আমাদের একসঙ্গে আবিষ্কার করলেন, তখন তাঁর মনোভাবের কিছুমাত্র আঁচ করতে পারিনি। সেটা আমাদের নিউ ইয়র্কের বাড়িতে একদিন সকালের ঘটনা। ওইদিন মার্লোকে সেই মেয়েটি ওর বাগ্‌দানের খবর জানিয়ে মিষ্টি ভাষায় একটা চিঠি লিখেছিল। সকালে চা খাবার সময় মার্লোকে এত উসকোখুসকো অবস্থায় দেখলাম যে মনে হল ও অসুস্থ। তাই ওর ঘরে গিয়েছিলাম ব্যাপারটা জানতে। ও আমাকে মুখে কিছু না বলে, খামটা হাতে এগিয়ে দিয়ে জানালার কাছে চলে গেল। চিঠিটা পড়ে একদিকে মনে মনে ভীষণ খুশি হলাম যদিও, কিন্তু সেই সঙ্গে বেচারার জন্যে দুঃখও হল। কি কথাগুলো বলেছিলাম মনে পড়ছে না, তবে এটুকু মনে করতে পারি, এগিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দেবার ছলে ওর বাহুতে হাত রেখেছিলাম আর ঠিক সেই সময়, কিছু কাগজপত্র নিয়ে আমার স্বামী দরজায় হাজির হলেন। কিন্তু আমাদের দিকে একবার তাকিয়েই তিনি আবার শান্ত পায়ে ফিরে যান। আমার সান্ত্বনা বাক্যগুলোর কিছু কিছু তাঁর কানেও যেতে পারে, কিন্তু মার্লো তাঁকে দেখতেই পায়নি, কারণ ও তখন বাগানের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল।—ওইদিন আমাকে না বলে কয়ে উনি হঠাৎ সফরে বেরিয়ে যান। তাতেও আমার সন্দেহ জাগেনি, কারণ মাঝেমাঝে খুব জরুরী কাজ এলে উনি এ-রকম যেতেন।

'আসল ব্যাপারটা বুঝলাম, হপ্তাখানেক বাদে উনি ফিরে আসার পর। কিরকম যেন ফ্যাকাশে আর অদ্ভুত দেখাচ্ছিল ওঁকে। আমার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র মার্লোর কথা জিজ্ঞেস করলেন। আর তখনই ওঁর বলার ভঙ্গিতে আমার মনে সন্দেহের বিদ্যুৎ চমকাল।

'আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম, রাগে ভেতরটা টগবগ করে ফুটছিল। বিশ্বাস

করুন, মিঃ ট্রেন্ট—এর থেকে কেউ যদি আমাকে বলত, স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করছি, তাতে আমি অতটা চটতাম না। কিন্তু মুখে কিছু না বলে ওরকম জঘন্য সন্দেহ—তা-ও এমন একটা লোকের বিরুদ্ধে, যাকে উনি সবচাইতে বেশি বিশ্বাস করেন, এ কখনই বরদাস্ত করা যায় না। আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। কাঁপতে কাঁপতে সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—ঠিক আছে, দেখা যাক—ব্যাপারটা কত দূর গড়ায়! আমিও কোনদিন জানতে দেব না যে ওঁর মনোভাব আমি বুঝতে পেরেছি। যেমন ব্যবহার করছিলাম, সেইরকমই চালিয়ে যাব। এই প্রতিজ্ঞা আমি শেষ দিন পর্যন্ত রক্ষা করেছিলাম।

'সেই থেকে আমাদের দুজনের মধ্যে একটা অদৃশ্য দেয়াল গড়ে উঠল। ও দেয়াল আর কোনদিন ভাঙা যায়নি। কারণ ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইবার সুযোগ আমি ওঁকে দিইনি। এমনভাবে থাকতাম, যেন ওসব সম্বন্ধে কিছু জানিই না।

'এভাবে চলতে লাগল। এমনিতেই আমাদের একান্তে দেখা হবার সুযোগ কম, তা সত্ত্বেও যদি বা সে সুযোগ এসে যেত, উনি তখন হয় চুপচাপ থাকতেন আর নয়তো অত্যন্ত মার্জিত ভঙ্গিতে কথা বলতেন। সন্দেহের কথা যেমন উনি ঘুণাক্ষরে কোনদিন আমার কাছে প্রকাশ করেননি, তেমনি আমিও ওঁকে জানাইনি আমি সব বুঝতে পেরেছিলাম। তবু আমরা কিন্তু পরস্পরের মনোভাব জানতাম। অদ্ভুত গোঁয়ার্তুমির সম্পর্ক চলছিল আমাদের। মার্লোর সঙ্গে কিন্তু উনি খোলাখুলিই মেলামেশা করতেন—ঠিক আগের মতো। ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকত না। মাঝেমাঝে মনে হত, ওঁর মাথায় হয়ত কোন প্রতিশোধের পরিকল্পনা ঘুরছে—কিন্তু সেটা আমার কল্পনাও হতে পারে।

'এদিকে মার্লো তো এসবের কিছুই জানে না। যথারীতি আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বজায় রয়েছে। অবশ্য সেই মেয়েটিকে নিয়ে আমরা আর আলোচনা করতাম না। যেমন ওর ঘরে মাঝেমাঝে যেতাম সেইভাবেই যাচ্ছি, সব সেই আগের মতো। এর পরই আমরা ইংলণ্ডে গিয়ে হোয়াইট গেবল্‌সে উঠলাম—আর ওখানেই ঘটল ওঁর জীবনের মর্মান্তিক সমাপ্তি।' ডান হাতটা ঝাঁকিয়ে মিসেস ম্যাণ্ডারসন তাঁর কথার উপসংহার টানতে চাইলেন, 'এর পরের ঘটনা তো সবই আপনার জানা।'

ট্রেন্ট মাথা নাড়লেন। 'আপনার কাছে কি ভাষায় ক্ষমা চাওয়া উচিত জানি না। বলে বোঝানো সম্ভব নয়—আপনার কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার ভেতরে কি অবস্থা যে চলছে! উঃ, কি জঘন্য সন্দেহ আমি করেছিলাম।—হ্যাঁ, আপনাকেই সন্দেহ করেছিলাম আমি। এত নির্বোধ আমি, আমার নিজেরই ধারণা ছিল না।'

'কি আশ্চর্য!' মিসেস ম্যাণ্ডারসন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। 'আপনার কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে আরও চিন্তা করা উচিত ছিল, মিঃ ট্রেন্ট। আমাকে মাত্র দুবার দেখে কি করে আপনি অত বড় সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন ভাবতে অবাক লাগে।' বিচিত্র অথচ মনোরম একটি ভঙ্গি তাঁর মুখে ফুটেই সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

'আর নির্বুদ্ধিতার কথা যদি বলেন, তাহলে বলব, আপনার মতো লোকের পক্ষে, আমাকে মাত্র দুবার দেখার পর, অতবড় একটা চিঠিতে আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করাটাও অসঙ্গত হত।'

'আমার মতো লোক বলতে? আপনি কি তাহলে আমাকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে ফেলতে চান না?' ট্রেণ্ট হাসতে চেষ্টা করলেন। 'যাক, তাহলে ব্যাপারটার এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটানো হোক? আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন তো?'

'না করে উপায় কি?' মিসেস ম্যাণ্ডারসন হেসে উঠলেন। 'দেখেছেন, এখন হাসি পাচ্ছে, অথচ তখনকার অবস্থাটা ভেবে দেখুন তো, কি প্রচণ্ড মানসিক দুর্ভাবনার মধ্যে আমার দিনগুলো কাটছিল?—যাকগে বাদ দিন, আর ওসব নিয়ে আমাদের আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।'

'আমিও তাই মনে করি।' ট্রেণ্ট উঠে দাঁড়ালেন। 'তাহলে চলি, মিসেস ম্যাণ্ডারসন?'

'এক মিনিট দাঁড়ান! এই প্রসঙ্গে আর একটা ব্যাপারের মীমাংসাও আমি করে ফেলতে চাই। বসুন না আপনি!' টেবিল থেকে ট্রেণ্টের রাখা খামটা তুলে নিলেন মিসেস ম্যাণ্ডারসন। 'এটা সম্বন্ধে আমার কিছু কথা আছে।'

ট্রেণ্ট ভুরু কোঁচকালেন। 'বেশ, শুনতে আপত্তি নেই, কিন্তু তার আগে আমারও একটা প্রশ্ন ছিল।'

'বলুন?'

'যে-কারণে লেখাটা চেপে যেতে চেয়েছিলাম, সেটাই যখন সত্যি নয়, তখন আপনি ওটা সদ্ব্যবহার করলেন না কেন? আমি কিন্তু আপনার নিষ্ক্রিয়তার অন্য ব্যাখ্যা করে নিয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল, আপনি একজনকে ফাঁসির দড়ির হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছেন, তাই আমার লেখাটা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নন। তাই নয় কি ব্যাপারটা? আরও কিছু সম্ভাবনাও অবশ্য আমার মাথায় এসেছিল। যেমন, মার্লো যে নির্দোষ তার এমন কোন জলন্ত প্রমাণ আপনার হাতে ছিল, যার জন্যে তাকে আপনি অযথা হেনস্থা করতে চাননি। অথবা নিছক একটা আতঙ্ক আপনার মনে এসেছিল যে এই নিয়ে কোর্টে হৈ-চৈ হলে আপনার পক্ষে সুনামহানি হবে, বহু অপ্রীতিকর তথ্য হয়তো বেরিয়ে পড়বে সেই সময়।'

খামটা ঠোঁটের ওপর ঠুকতে ঠুকতে মিসেস ম্যাণ্ডারসন হাসি চাপতে চেষ্টা করছিলেন। 'এছাড়াও আর একটা সম্ভাবনা বোধ হয় আপনার মাথায় আসেনি, মিঃ ট্রেণ্ট।'

'না,' ট্রেণ্টকে বিভ্রান্ত দেখাল। 'বলুন সেটা কি?'

'সেটা হচ্ছে, মার্লোর এবং আমার—দুজনেরই নির্দোষ হবার সম্ভাবনার কথা। বলুন, ভেবেছিলেন কি? না না, আপনার চূড়ান্ত প্রমাণটা যে ওতে লেখা নেই তা আমাকে বলতে হবে না; আমি জানি। কিন্তু চূড়ান্ত প্রমাণটা কি হত শেষ অব্দি? মার্লোই আমার স্বামীর ছদ্মবেশে আমার ঘরের জানালা দিয়ে পালিয়ে নিজের অ্যালিবাই তৈরি করে নিয়েছিল—তাই তো? আপনার লেখাটা আমি অসংখ্য বার

পড়েছি, মিঃ ট্রেণ্ট। আমার তো মনে হয় না, ও ব্যাপারটায় কারুর মনে এতটুকু সন্দেহ জাগতে পারে।'

ট্রেণ্ট উত্তর না দিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। ক্ষণিকের নীরবতার মধ্যে মিসেস ম্যাণ্ডারসন তাঁর স্কার্টটা অনাবশ্যক টেনেটুনে ঠিক করে নিলেন, বোঝা যাচ্ছিল পরবর্তী বক্তব্য পেশ করার আগে তিনি মনে মনে কথাগুলো সাজিয়ে নিচ্ছেন। অবশেষে বললেন, 'আমি আপনার লেখাটা তখন পুলিসকে দিইনি। তার কারণ, আমার মনে হয়েছিল এতে মার্লোর পক্ষে ক্ষতি হবে।'

'আমি এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে এক মত।' ট্রেণ্ট নিরুত্তাপ গলায় বললেন।

'আর,' চোখ তুলে তাকালেন মিসেস ম্যাণ্ডারসন, 'যেহেতু আমি ভালো রকম জানতাম, সে দোষী নয়, আমি তাই অনর্থক ঝুঁকি নিতে চাইনি।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতার পর এবার ট্রেণ্ট মুখ খুললেন, 'আপনি বলতে চাইছেন, মার্লো যে নিরপরাধ তা প্রমাণ করার জন্যে মরিয়া হয়ে ওরকম একটা ঝুঁকির কাজ করেছিল, তাই তো? সে কি আপনাকে ওই রকম কিছু জানিয়েছে?'

মিসেস ম্যাণ্ডারসন ছোট্ট করে হাসলেন। 'আপনার তাহলে এটাও ধারণা যে ওই নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করেছি? না, ভুল। আমি নিজেই নিশ্চিত, ও এতে জড়িত নয়। কি, অসম্ভব মনে হচ্ছে কথাটা?—ব্যাপারটা কিন্তু তাই, মিঃ ট্রেণ্ট। মার্লোকে আমি আপনার থেকে অনেক, অনেক ভালো চিনি। বেশ কয়েক বছরের পরিচয় আমাদের; সেই সূত্রেই বলছি, খুনখারাপি করা তো দূরে থাক, ওসব ওর কল্পনাতেও বোধ হয় আসে না। অসম্ভব!

'মিঃ ট্রেণ্ট, আমি আপনাকেও খুনী হিসেবে কল্পনা করতে পারি—অবশ্য পরিস্থিতি বুঝে। যেখানে ধরুন, নিজেকে বাঁচাতে গেলে, ও ছাড়া আর আপনার উপায় নেই। এমনকি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি নিজেও হয়তো খুন করে বসতে পারি। কিন্তু মার্লোর পক্ষে তা সম্ভব নয়। অনেক প্ররোচনা সত্ত্বেও এ-কাজ ওকে দিয়ে কেউ করাতে পারবে না। একটা উদাহরণ দিই—শুনুন। আমেরিকার মৃত্যুদণ্ড-প্রথা নিয়ে আমরা মাঝে মাঝে ওর সামনে আলোচনা করতাম। সেই সময় ওর মুখ-চোখের অবস্থা দেখলে আপনি তাজ্জব হয়ে যেতেন। যেন তোলপাড়-করা ঝড় চলছে ওর মনের ভেতর। আমাদের কথাবার্তায় যোগ দেওয়া তো দূরের কথা, যেন পালাতে পারলে বাঁচে। আসলে কাউকে দৈহিক আঘাত দেবার ব্যাপারটাই ওর ধাতে সয় না। জানি না, সেদিন রাতে ওর কি ভূমিকা ছিল, তবে খুনটা যে ও করেনি এ বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত।'

ট্রেণ্ট অধীর আগ্রহে কথাগুলো শুনছিলেন, সুযোগ পেয়ে বললেন, 'তাহলে এক্ষেত্রে আরও দুটো সম্ভাবনার কথা আমাদের বিবেচনা করতে হয়। এগুলো আগে আমি ভাবিনি, এই মাত্র মনে হল। আপনার কথা যদি মেনে নিই, তাহলেও আত্মরক্ষার জন্যে তার পক্ষে খুন করা তো সম্ভব? অথবা ওটা যদি দুর্ঘটনা হয়ে থাকে?'

মিসেস ম্যাণ্ডারসন ঘাড় নাড়লেন। 'আপনার লেখাটা পড়ে আমার কিন্তু ওই দুটো সম্ভাবনার কথাও মনে হয়েছিল।'

'তা যদি হয়ে থাকে তাহলে আমি বলব, তার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা ছিল, প্রকৃত ব্যাপারটা সবাইকে খুলে বলা। এভাবে একটার পর একটা বিভ্রান্তিকর তথ্য সাজিয়ে রেখে সে আইনের চোখে অযথা নিজেকে অপরাধী করে তুলেছে।'

'হ্যাঁ, এ-ও আমি ভেবেছি। আর ভাবতে ভাবতে যখন মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়েছে, তখন ধরে নিয়েছি, হয়তো প্রকৃত খুনীকে বাঁচানোর জন্যে তাকে এইসব করতে হয়েছিল। কিন্তু ওটা অবাস্তব কল্পনা! আসলে শেষ অব্দি কোন সমস্যারই সমাধান করতে না পেরে, হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। তবে এখন আপনাকে বলছি, মার্লো যে নির্দোষ, এ-বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

থুতনিতে হাত রেখে ট্রেন্ট গালচের দিকে তাকিয়েছিলেন। রহস্য উদ্ঘাটনের নতুন একটা উত্তেজনা তাঁর শরীরকে নাড়া দিচ্ছিল। মার্লোর চরিত্র সম্বন্ধে মিসেস ম্যাণ্ডারসনের ধারণার সঙ্গে যদিও তিনি একমত নন, কিন্তু তাঁর দৃঢ় উক্তির পর ব্যাপারটা আবার নতুন করে খতিয়ে দেখতে চান। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেবার পর তিনি মুখ তুলে তাকালেন।

'আমার মনে হয়, মার্লোর সঙ্গে আমার আর একবার দেখা হওয়া দরকার। এভাবে অনর্থক দ্বিধা আর দ্বন্দ্বের মধ্যে ঘটনটা ঝুলিয়ে রাখা উচিত হবে না—আসল ঘটনাটা আমাকে জানতেই হবে। আচ্ছা, হোয়াইট গেবল্স থেকে আমি চলে যাবার পরের দিন তার কিরকম আচরণ দেখেছিলেন?'

'ওর সঙ্গে আমার আর দেখাই হয়নি। আপনি যাবার পরেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, কয়েকদিন ঘর থেকেই বেরোইনি। যখন সুস্থ হলাম, মার্লো তখন উকিলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লণ্ডনে গেছে। শ্রাদ্ধের দিনেও সে আসেনি। তারপর আমি চলে গেলাম বিদেশে। ফিরে আসার কয়েক সপ্তাহ পরে ওর একটি চিঠি পেলাম। তাতে ও লিখেছিল, 'ব্যবসা-সংক্রান্ত আমায় যাবতীয় দায়িত্ব আইনবিদের হাতে দিয়ে আমি আপনাদের কাজ ছেড়ে দিচ্ছি।' এরপর আমার দয়া-দাক্ষিণ্য নিয়ে কিছু লিখে শেষে জানিয়েছিল, ভবিষ্যৎ কোন পরিকল্পনা তার নেই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা কি জানেন, আমার স্বামীর মৃত্যুর প্রসঙ্গে একটা কথাও লেখেনি। চিঠিটার জবাব দিইনি, কারণ সে-রকম মানসিক অবস্থার মধ্যে আমি ছিলাম না। সেই ভয়ংকর রাতটার কথা মনে পড়লেই আমার সারা শরীর যেন কেমন হয়ে যেত। ওর সঙ্গে আমার আর দেখাও হয়নি।'

'তাহলে উনি এখন কি করছেন না করছেন, আপনি কিছুই জানেন না?'

'না, তবে বার্টন কাকা—মানে আপনার কাপল্স, তিনি জানেন। কিছুদিন আগে উনি বলছিলেন, লণ্ডনে ওঁদের দুজনের দেখা হয়েছিল। কি কথা হয়েছে বলতে পারব না, কারণ আমি আগ্রহ দেখাইনি।' একটু থেমে দুষ্টুমির হাসি হাসলেন মিসেস ম্যাণ্ডারসন। 'এবার কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করছে, এত ঘটা করে সেদিন চলে যাবার সময় মার্লোর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আপনি কি ভেবেছিলেন?'

ট্রেন্ট কিঞ্চিৎ জড়সড় হয়ে উঠলেন। 'সত্যি জানতে চান?'

'হ্যাঁ, আমিই তো বললাম আপনাকে।'

'আপনি কিন্তু আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন, মিসেস ম্যাণ্ডারসন। ঠিক আছে, জানতে যখন চেয়েছেন তখন নিশ্চয়ই বলব। হ্যাঁ, লণ্ডনে এসে আমি ভেবেছিলাম আপনাদের হয়তো স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দেখতে পাব।'

মিসেস ম্যাণ্ডারসনের প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না, আগের মতোই সহজভাবে জবাব দিলেন, 'আর যেখানেই হোক ইংলণ্ডের মতো ব্যয়বহুল জায়গায় আমাদের সংসার কিছুতেই করা যেত না। মার্লো অনেকদিন থেকেই কপর্দকশূন্য অবস্থায় কাটাচ্ছিল।' ট্রেণ্ট কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। 'কি ধাঁধা লাগছে আমার কথায়?' বিব্রত ভঙ্গিতে হেসে উঠলেন মিসেস ম্যাণ্ডারসন। 'এখন প্রায় সকলেই জানে কথাটা—আর আপনার তো নিশ্চয় জানা দরকার।—আমি যদি আবার বিয়ে করি, তাহলে স্বামীর সব-কিছু থেকে বঞ্চিত হব।'

ট্রেণ্ট কিছুক্ষণের জন্যে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন, তারপর নিজেকে সামলিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'আমি শুনিনি এসব।'

'এই রকমই ব্যবস্থা উনি করে গেছেন।' আঙুলের আংটি ঘোরাতে লাগলেন মিসেস ম্যাণ্ডারসন। 'ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আর আমি এতে খুশিই হয়েছি। তার কারণ—প্রথমত, সকলে ওটা জেনে যাবার পর আমি নিজেকে অনেকটা নিরাপদ মনে করছি—এসব ক্ষেত্রে আমার মতো মেয়েদের কিরকম সামাজিক সঙ্কটে পড়তে হয় তা তো আপনি জানেনই।'

'নিশ্চয়ই। আর—অন্য কারণগুলো?'

মিসেস ম্যাণ্ডারসন ভুরু কুঁচকে তাকালেন, পরক্ষণেই 'ওহ্!' বলে খিলখিল করে হেসে উঠলেন। 'অন্য কারণটা নিয়ে আমার বিশেষ মাথাব্যথা নেই। আমি এখন পর্যন্ত তেমন একটাও বোকা মানুষের সংস্পর্শে আসতে পারিনি, যে আমার মতো উড়নচণ্ডী প্রকৃতির বিধবা মেয়েকে নিজের টাকায় বিয়ে করে সংসার করতে রাজি আছে।'

'সে-রকম লোক দেখেননি আপনি!' সহসা উঠে দাঁড়িয়ে ট্রেণ্ট এক পা এগিয়ে গেলেন। 'তাহলে আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব যে প্রকৃত ভালোবাসার কাছে টাকা-পয়সা অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিস।—এই দেখুন আমাকে।' দু হাত ছড়িয়ে দিলেন তিনি। 'শতাব্দীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আমি আপনাকে বলছি—আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমার যাবতীয় ঐশ্বর্য ত্যাগ করে আমি আহ্বান জানাই, তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও, আমার জীবনটাকে ভরিয়ে তোল।'

দু হাতের অঞ্জলিতে মুখ ঢাকলেন মিসেস ম্যাণ্ডারসন। 'না না, ছিঃ—ওরকম ভাবে বলবেন না দয়া ক'রে—'

'ম্যাবেল, লক্ষ্মীটি, তুমি আমাকে বাধা দিও না, যাবার আগে আজ সব-কিছু তোমাকে বলে যেতে চাই। জানি, এটা ভদ্রতায় পরিচয় দেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু তবু আমি ঝুঁকি নেব। আজ আমি মুক্ত হতে চাই।—বিশ্বাস কর, ম্যাবেল, তোমাকে প্রথমবার দেখেই আমার ভালো লেগেছিল। তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে আমি প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা হয়তো আর বেশিদূর এগোত না,

যদি না পরের ঘটনা ঘটত। হ্যাঁ ম্যাবেল, তার জন্যে তুমিই দায়ী। সেদিন হোটেল থেকে তোমাদের বাড়ি আসার ওইটুকু পথে আমার বাহুতে হাত রেখে সব গোলমাল করে দিলে। তোমার সেই স্পর্শ আজও আমার দেহে লেগে আছে, জীবনে কখনও আমি ভুলব না দিনটার কথা।—কিন্তু পরের দিন সকালেই তুমি আবার সব-কিছু ওলটপালট করে দিলে। খামটা নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বুঝলাম, তোমার হৃদয়ে স্থান পাবার কোন সম্ভাবনা আমার নেই, ওখানে আগেই আর-একজন দখল করে বসে আছে। দোষ আমার নয় ম্যাবেল, আমার ভুল সন্দেহকে তুমি তোমার আচরণ দিয়ে স্বীকৃতি জানিয়েছিলে। আর সহ্য করতে পারিনি, তাই তোমাকে ওই অবস্থায় রেখে পালিয়ে গিয়েছিলাম—'

'উঃ, থামুন!' সহসা মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে মিসেস ম্যাণ্ডারসন সোজা হয়ে বসলেন, তাঁর মুখে রক্তের ছটা, দুহাতে শক্ত করে পাশের কুশনগুলো আঁকড়ে ধরে রইলেন। 'কেন আপনি এসব কথা তুলছেন? আমার কাছে এসব কথা বলা কি উচিত হচ্ছে? উঃ, আমি আপনাকে ভুল চিনেছিলাম—আপনি—। আমরা আর ছেলেমানুষ নই, মিঃ ট্রেন্ট—আপনি কি ভুলে গেছেন সে-কথা? আপনার কথা-গুলো ঠিক সেই প্রথম-প্রেমে-পড়া বাচ্চা ছেলেদের মতো শোনাচ্ছে। এ সব অর্থহীন, অসঙ্গত—আপনার কাছে না হলেও আমার কাছে অন্তত। কি হয়েছে আপনার, বলুন তো?' কান্নায় প্রায় বুজে এল তাঁর গলা। 'আপনার মতো লোকের কি এ ধরনের আবেগ শোভা পায়? কোথায় গেল আপনার সেই আত্মসংযম?'

'হারিয়ে গেছে, ম্যাবেল।' আচমকা হেসে উঠলেন ট্রেন্ট। 'পুরোপুরি হারিয়ে গেছে ওটা। আর খানিকক্ষণ পরে চেষ্টা করব ওটাকে আবার ফিরিয়ে আনার।' গম্ভীর হয়ে তাকালেন। 'এই মুহূর্তে কোন-কিছুই আমি পরোয়া করি না। আমি জানি বিপুল ঐশ্বর্যের মেঘের আড়ালে তুমি যখন আবার ঢাকা পড়ে যাবে, তোমার কাছে আর পৌঁছনো যাবে না, তাই আজকেই সুযোগটা সদ্ব্যবহার করে নিলাম। এগুলোকে তুমি আবেগ বল বা যে-নামই দাও, আমার তাতে মাথাব্যথা নেই। আমি আজ মন উজাড় করে তোমাকে সব বলতে পেরেছি, এতেই আমার শান্তি।—যাক, কথাগুলো শুনে তুমি যখন রেগে উঠেছ, তখন বাদ দাও। তবে মনে রেখ, তোমার কাছে যে-জিনিসটা ঠাট্টা মনে হচ্ছে, আমার কাছে কিন্তু তার গুরুত্ব অনেক। এখনও বলছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে শ্রদ্ধা করি, আমার হৃদয়ে সবচেয়ে উঁচুতে তোমাকে স্থান দিয়ে থাকি। আচ্ছা, এবার আমি চলি।'

কিন্তু মিসেস ম্যাণ্ডারসন তাঁর হাত ধরে ফেললেন।

তের. চিঠি

'একান্তই যদি তুমি জেদ কর তাহলে তো লিখতেই হবে,' ট্রেন্ট বললেন। 'তবে এসব জিনিস তোমার সামনে লেখার ইচ্ছে আমার আদৌ ছিল না। যাই হোক, এখন আমার নাম ঠিকানা লেখা ছাড়া একটা কাগজ দাও তো দেখি।'

মিসেস ম্যাণ্ডারসন কাগজ এনে দিলেন।

কলম খুলে লেখার প্রস্তুতি নিলেন ট্রেন্ট। 'কি লিখি বল তো?'

'যা বলতে চাও তাই লিখে দাও।'

ট্রেন্ট মাথা নাড়েন। 'যা বলতে চাই তা এখানে লেখা কি শোভনীয় দেখাবে? আমার তো ইচ্ছে করছে সেই কথাটা লিখতে, যা আমি গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে প্রত্যেকটা পুরুষ, নারী, এমনকি শিশুদের কাছেও সোচ্চারে জানাতে চাইছি— 'আমার প্রিয়তমা ম্যাবেলকে আমি আরও আরও গভীরভাবে পেতে, তাকে বিয়ে করতে চাই।" কিন্তু না, চিঠির সূচনাতেই এরকম কথা লেখা যাবে না, তার ওপর এটা আবার লৌকিকতার চিঠি। আচ্ছা, এই দেখ লিখেছি: 'প্রিয় মার্লো'— এরপর কি লেখা যায়?'

'আমি আপনাকে একটা হস্তলিখিত দলিল পাঠাইতেছি। আমার মনে হয় আপনার ইহাতে কৌতূহল জাগিবে।'

'উঁহুঃ, মাত্র দু লাইনের কাজ নয় এটা। ওর মনে একটা গভীর ছাপ আনা দরকার—আমাদের লম্বা চিঠি লিখতে হবে।'

'তার কি মানে আছে? আমি অনেক উকিল আর ব্যবসাদারদের চিঠি পড়েছি, তাতে তাঁরা তো প্রথমেই শুরু করেন: "আমাদের পূর্ব যোগাযোগের সূত্র ধরিয়া এতদ্বারা আপনাকে জানাইতেছি—' এই রকম সব গালভরা বুলি, অথচ তাঁরা যখন সামনাসামনি আলোচনা করেন তখন—আশ্চর্য, একটা খটমট শব্দও কারুর মুখ থেকে বেরোয় না!'

'ওদের ক্ষেত্রে ওটাই রীতি। কিন্তু কথা হচ্ছে, একেই আমার চিঠিফিঠি লেখা আসে না, তার ওপর তুমি যদি সামনে বসে থাক তো, ব্যস হয়ে গেল, কি লিখতে কি যে লিখে ফেলব তার ঠিক নেই।'

'বেশ বাবা, আমি এই গেলাম।' মিসেস ম্যাণ্ডারসন টেবিলের পাশ থেকে একটু সরে এলেন। 'কিন্তু লিখতে তোমাকে হবেই। তোমার লেখাটা পড়ব, তারপর সঙ্গে সঙ্গে ডাকে ফেলার ব্যবস্থা করব। আসল ঘটনাটা জানার ইচ্ছে যখন তোমার মাথায় চেপেছে, তখন ওটা লিখতেই হবে—আর এখনই।'

'বেশ, তাই হোক তাহলে,' ট্রেন্ট লিখতে শুরু করলেন। মিসেস ম্যাণ্ডারসন ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তাঁর অবিন্যস্ত চুলগুলো ঠিক করতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে হাত সরিয়ে নিলেন। নিঃশব্দে ঘরে এসে পিয়ানোয় বসে তিনি আস্তে আস্তে বাজাতে লাগলেন।—

প্রায় দশ মিনিট পরে ট্রেন্ট মুখ তুলে তাকালেন। 'নাও, কোনরকমে খাড়া করেছি একটা। দেখবে নাকি?'

মিসেস ম্যাণ্ডারসন বাজনা থামিয়ে দৌড়ে এসে টেবিলের সামনে একটা আলো জ্বালিয়েই ট্রেন্টের কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়তে শুরু করলেন:

প্রিয় মি. মার্লো,

আপনার হয়তো স্মরণে আছে, গত বছর জুন মাসে এক অশুভ পরিস্থিতির

মধ্যে আমাদের আলাপ হইয়াছিল। সেই সময় একটি সংবাদপত্র সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে আমার উপর দায়িত্ব ছিল পরলোকগত সিগস্‌বি ম্যাণ্ডারসনের হত্যা-রহস্যের একটি নিরপেক্ষ তদন্ত করা। আমি আমার দায়িত্ব পালন করি এবং কয়েকটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছই। চিঠির সঙ্গে দেওয়া হস্তলিখিত দলিলটি আমার সংস্থার জন্য লেখা হইয়াছিল। উহা পড়িলেই আমার সিদ্ধান্তগুলি জানিতে পারিবেন। কোন বিশেষ কারণে (যেটি না লিখিলেও আপনি বুঝিতে পারিবেন) শেষ মুহূর্তে আমি লেখাটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করি নাই অথবা আপনার সহিতও যোগাযোগ করি নাই। এই বিশেষ কারণটি মাত্র দুইজন অবগত আছেন।

এই পর্যন্ত পড়ে মিসেস ম্যাণ্ডারসন চিঠি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ভুরু কোঁচকালেন। 'দুজন?'

'আর একজন তোমার কাকা। গত রাতে তাকে আমি সব বলেছি। কেন, এতে তুমি আপত্তি করতে? আমাদের মধ্যে কথা ছিল, আমি যা যা জানব সব তাকে খুলে বলব। সেই হিসেবে তার কাছে কিছু গোপন করলে আমি অস্বস্তি বোধ করতাম। কাপল্‌সের মাথা ভীষণ সাফ, বুদ্ধিসুদ্ধিগুলোও চমৎকার যোগায়। ভাবছি মার্লোর সঙ্গে কথা বলার সময় ওকেও নেব। আমাদের দুই মাথা একসঙ্গে হলে কাজ আরও ভালো হবে।'

মিসেস ম্যাণ্ডারসন ছোট্ট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'হ্যাঁ, কাকারও তো ব্যাপারটা জানা দরকার।' বলে আবার চিঠির দিকে মনোযোগ দিলেন তিনি।

অতি সম্প্রতি কয়েকটি নতুন তথ্য আমার হাতে আসায় আমার পূর্ব-সিদ্ধান্ত বদলের প্রয়োজন হইয়াছে। এ-সম্পর্কে আপনার একটি বিবৃতি আমার প্রয়োজন। আপনার সাহায্যে বিষয়টিতে যদি নতুনভাবে আলোকপাত ঘটানো সম্ভব হয়, তাহা হইলে আপনার সহযোগিতা না করিবার কোন কারণ আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমাদের সাক্ষাৎস্থল হিসাবে আমি আপনার হোটেলকে মনোনীত করিয়াছি। আপত্তি থাকিলে আমি অন্যত্রও সাক্ষাতে প্রস্তুত। মিঃ কাপল্‌স ইহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত আছেন। তিনি আমাদের সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত থাকিবেন।

নমস্কারান্তে
ফিলিপ ট্রেণ্ট

'কি নীরস চিঠি, উঃ! এখন বুঝতে পারছি, নিজের ঘরে বসে লিখলে চিঠিটা তোমার আরও কাঠখোট্টা হয়ে উঠত।'

চিঠিটা ভাঁজ করে ট্রেণ্ট একটা বড় খামে ঢোকালেন। 'হ্যাঁ, এইবার ব্যাপারটার গুরুত্ব সে উপলব্ধি করবে। কিন্তু আমার মনে হয় চিঠিটা ডাকে না দিয়ে লোক মারফত পাঠালে ভালো হত, তাতে এটা যে তার হাতে পড়েছে এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতাম।'

মিসেস ম্যাণ্ডারসন মাথা নাড়লেন। 'আচ্ছা দাঁড়াও, আমি ব্যবস্থা করছি।—'

মিসেস ম্যাণ্ডারসন ফিরে এসে দেখলেন ট্রেণ্ট গ্রামোফোন রেকর্ড ঘাঁটতে ব্যস্ত। ধূসর স্কার্টটা গোল করে ছড়িয়ে তিনি পাশে বসে পড়লেন। 'আচ্ছা, কাল তুমি যখন কাকার সঙ্গে দেখা করলে, তুমি কি তাঁকে—আমাদের বিষয়ে কিছু জানিয়েছ?'

'না। তুমি কিন্তু ও-বিষয়ে আমাকে কিছু বলনি। সিদ্ধান্তটা তো তোমারই নেবার কথা।'

'তাহলে কাকাকে জানিয়ে দেবে তুমি?' মাথা নিচু করে নিজের হাতের দিকে তাকালেন মিসেস ম্যাণ্ডারসন। 'আমার সেইরকমই ইচ্ছে।'

নীরবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ওঁরা।

চোদ্দ. যুগ্ম চতুরতা

জানালার ঠিক পাশে একটা সাবেকী আমলের এক কাঠের ডেস্ক-টেবিল, তার পেছনে বসে গভীর চিন্তারত এক তরুণ, দৃষ্টি তার সেণ্ট জেমস্ পার্কের দিকে। ঘরটা বেশ বড় এবং আসবাববহুল। সাজানো-গোছানোতে সুরুচির পরিচয় থাকলেও কোন অবিবাহিত পুরুষের হাতের ছাপ স্পষ্ট তাতে। জন মার্লো ডেস্ক খুলে একটা লম্বা স্ফীতকায় খাম টেনে আনল, তারপর সামনে বসা কাপল্‌সকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনি তো এটা পড়েছেন শুনলাম।'

'হ্যাঁ, দিন দুই আগে পড়েছি।' সোফায় বসে কাপল্‌স এতক্ষণ ঘরের চারপাশ লক্ষ্য করছিলেন। 'আমরা ওটা নিয়ে আলোচনাও করেছি।'

মার্লো ট্রেণ্টের দিকে ফিরল। 'আপনার লেখাটা আমি বার তিনেক পড়েছি আমার মনে হয় না আপনি ছাড়া আর কারুর পক্ষে এতখানি তথ্য জানা সম্ভব হত।'

ট্রেণ্ট তোষামোদী বাক্যটা গায়ে মাখলেন না, খামটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বললেন, 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আরও কিছু তথ্য আপনার কাছে জানা যেতে পারে, তাই তো? বেশ, আমরা আপনার কাহিনী শুনতে প্রস্তুত। তবে আমাদের দুজনেরই ইচ্ছে, আগে আপনি ম্যাণ্ডারসনের চরিত্র এবং তাঁর সঙ্গে আপনার সম্পর্কের একটা চিত্র জানিয়ে, তারপর আপনার কাহিনী বলতে শুরু করুন। কারণ আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে, এই রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের পেছনে মৃত ব্যক্তির চরিত্রের কিছু সম্বন্ধ হয়তো আছে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন।' মার্লো নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে ঘরের অপর প্রান্তে গদি-লাগানো একটা উঁচু টুলে বসল। 'আচ্ছা, আপনার কথামতোই শুরু করছি।'

'একটা কথা প্রথমেই বলে রাখি। যদিও আমি আপনাকে কথা শোনবার জন্যেই ডেকেছি, তবু এখনও পর্যন্ত আমার কিন্তু নিজের বিশ্লেষণগুলোর ওপর পূর্ণ আস্থা আছে। সুতরাং'—খামটায় টোকা দিলেন ট্রেণ্ট—'এতে যা লেখা আছে তার বিরুদ্ধে আপনাকে বলতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।' ট্রেণ্ট লক্ষ্য করলেন, আত্মবিশ্বাসে প্রজ্জ্বলিত মার্লো, দেড় বছর আগেকার তার সেই বিচলিত ভঙ্গি সম্পূর্ণ উধাও। শুধু তার কপালের কয়েকটি রেখা বলে দিচ্ছে, আপাতত সে কিছুটা সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যে পড়েছে। 'সিগস্‌বি

ম্যাণ্ডারসন মোটেই স্বাভাবিক মনের মানুষ ছিলেন না,' শান্ত গলায় কথা শুরু করল সে। 'অবশ্য অস্বাভাবিক অর্থলিপ্সা, অস্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অস্বাভাবিক ব্যক্তিগত প্রভাব এবং সেই সঙ্গে অস্বাভাবিক ভাগ্যের জোর না থাকলে ওরকম ধনী হওয়া যায় না। ক্ষুরধার বুদ্ধি এক্ষেত্রে খুব বেশি প্রয়োজনীয় নয়; কিন্তু ওই বিশেষ বস্তুটিও ম্যাণ্ডারসনের মধ্যে ছিল। খবর নিলে জানবেন, একমাত্র ওটার জোরেই তিনি সর্বমহলে প্রাধান্য বিস্তার করে নিয়েছিলেন। ওঁর মতো তীক্ষ্ণ বোধশক্তি আর সেই সঙ্গে প্রখর দূরদর্শিতা আমি আজ অব্দি কারুর মধ্যে দেখিনি। এছাড়া আরও যেসব জিনিস তাঁকে কুবেরের ধন সংগ্রহে সাহায্য করেছে, সেগুলো হল তাঁর ঈশ্বরপ্রদত্ত স্মৃতিশক্তি আর অনমনীয় মনোবল। সকলেই বলত 'ওয়াল স্ট্রীটের নেপোলিয়ান'—এমনকি, খবরের কাগজেও এই বলে সম্বোধন থাকত, কিন্তু নামটা যে কতখানি সার্থক তা বোধ হয় অনেকেরই জানা ছিল না।

'প্রথম কথা তিনি তাঁর ব্যবসার পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন তথ্য কখনও ভুলতেন না। নেপোলিয়ান যেভাবে সুষ্ঠু পরিকল্পনায় সুসম্বদ্ধভাবে সৈন্য পরিচালনা করতেন, ম্যাণ্ডারসনও তাঁর ব্যবসার ক্ষেত্রে সেই প্রণালী অনুসরণ করে চলতেন। যাবতীয় তথ্য লেখা একটা সার-পুস্তিকা সব সময় তাঁর হাতের কাছে থাকত, এবং সেটা অনুসরণ করে তিনি নতুন নতুন পরিকল্পনার ছক তৈরি করতেন। গতানুগতিক পদ্ধতিতে তিনি কখনও চলতেন না, তাঁর প্রত্যেকটা পরিকল্পনার মধ্যে থাকত একটা অপ্রত্যাশিত চমক—আর এটাই ছিল তাঁর সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

'লোকটার এই অস্বাভাবিক চতুরতা আর বে-দরদী মনোভাবের পেছনে তার ভারতীয় পূর্বপুরুষের রক্তের সম্পর্ক আছে কিনা এ সম্বন্ধে আমার মাঝেমাঝে সন্দেহ জাগে। তবে বিস্ময়ের কথা, তথ্যটা আমরা দুজন বাদে আজ পর্যন্ত কেউ জানত না। ব্যাপারটা আমি আবিষ্কার করেছিলাম নির্দেশমতো তাঁর বংশের একটা কুলুজিনামা বানাতে গিয়ে। ওতে দেখা গেল, ম্যাণ্ডারসন-পরিবারের পূর্বপুরুষরা অনেকেই ভারতীয়দের বিয়ে করেছিলেন। এটা শুনলে আমরা কেউ কেউ হয়তো উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম, কারণ দেহে অ-ইউরোপীয় রক্ত থাকার ব্যাপারটা আজকাল অনেকের কাছে গর্বের বিষয়। কিন্তু ম্যাণ্ডারসন সে-ধাতের মানুষ ছিলেন না; মিশ্র রক্ত ছিল তাঁর কাছে মর্যাদাহানিকর বস্তু। তার ওপর যুদ্ধের পরে নিগ্রো-সমস্যা দেখা দিতে ওটাকে তিনি আরও মনেপ্রাণে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলেন। তাই কথাটা আমার মুখ থেকে শুনে তাঁর কাছে যেন বজ্রপাতের সামিল হল। আপ্রাণ চেষ্টা করে তিনি ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখলেন। আমি অবশ্য তাঁর জীবিত অবস্থায় কথাটা কাউকে বলিনি, আর তিনিও আশা করতেন না, আমার মুখ থেকে এসব ফাঁস হবে। কিন্তু সেই থেকে লক্ষ্য করলাম, উনি আমার সঙ্গে আর আগের মতো মিশছেন না। এটা তাঁর মারা যাবার বছর খানেক আগেকার ঘটনা।'

'কোন বিশেষ ধর্মের ওপর কি তার ঝোঁক ছিল?' কাপল্স আচমকা প্রশ্ন করলেন।

জবাব দেবার আগে মার্লো দু-এক মুহূর্ত ভেবে নিল। 'আমার জানা নেই।

ধর্ম-অনুরাগ, উপাসনা—এসব আমি তাঁর মধ্যে কোনদিন দেখিনি। নিজের ধর্ম সম্বন্ধেও উল্লেখ করতেন না। আদৌ তাঁর ভগবানে বিশ্বাস ছিল কিনা আমার সন্দেহ আছে।

'ব্যক্তিগত জীবনে বড় একটা খুঁত তাঁর মধ্যে পাওয়া যেত না। কঠোর নিয়ম মেনে জীবনযাপন করতেন, একমাত্র ধূমপানের ব্যাপারটা ছাড়া। আর চার বছর আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি, একমাত্র মৃত্যুর আগের দিন ছাড়া তাঁকে আমি কোনদিন সরাসরি মিথ্যে বলতে শুনিনি। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ, সেদিন ওটা শুনেছিলাম বলেই আজ ফাঁসির দড়ির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছি।'

ট্রেণ্ট অধৈর্যের সঙ্গে নড়েচড়ে বসলেন। 'ও প্রসঙ্গে যাবার আগে আপনি বরং ম্যাণ্ডারসনের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাটা একটু বিস্তারিতভাবে খুলে বলুন।'

'শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই আমাদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল। বন্ধুত্ব এটাকে বলব না, কারণ বন্ধুত্ব পাতানোর মতো লোক তিনি ছিলেন না—তবে মালিক এবং বিশ্বস্ত কর্মচারীর যে-সম্পর্ক হওয়া উচিত, আমাদের মধ্যে সেটা ভালোমতোই ছিল। অক্সফোর্ডের ডিগ্রী পাবার পরই তাঁর সেক্রেটারির কাজে ঢুকেছিলাম। বাবার ব্যবসায় আমি ঢুকতে পারতাম—যেমন এখন করছি—কিন্তু বাবা আমাকে বলেছিলেন, দু-একটা বছর বাইরের জগৎ সম্বন্ধে একটু জেনে নিতে, যার জন্যে ওঁর কাজটা নিয়েছিলাম। এতে আমার উপকারই হয় নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছিল, তাই দু-একটা বছর ছেড়ে চার চারটে বছর ওঁর কাছে কাটিয়ে দিলাম। যে কাজের প্রস্তাব উনি আমাকে দিয়েছিলেন সেটা বড় অদ্ভুত। আমাকে একজন চাকুরে দাবাড়ু হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।

'দাবা আমি ছোটবেলা থেকে খেলি। অনেক ভালো ভালো খেলোয়াড়ের সঙ্গেও খেলেছি। এ নেশাটা আমার বংশানুক্রমিক পাওয়া বলতে পারেন। ইউনিভার্সিটিতে তো আমার সমকক্ষ কোন দাবাড়ু ছিল না বললেই চলে। দাবা আর নাটক, এই দুটো নিয়ে আমি অক্সফোর্ডে মেতে থাকতাম। যাই হোক, ওখানে থাকাকালীনই আমার এক দাবার প্রতিদ্বন্দ্বী, কুইনস কলেজের ডাঃ মুনরো আমাকে খবর দিলেন. ম্যাণ্ডারসন নামে এক ধনী আমেরিকান ব্যবসায়ী নাকি এমন একজন ইংরেজ সেক্রেটারির খোঁজ করছেন, যে দাবা খেলতে পারে আর ঘোড়ায় চড়তে পারে—কিন্তু এর সঙ্গে অক্সফোর্ডের ছাত্র হওয়া তার একান্ত প্রয়োজন। উনি জানতে চাইলেন, কাজটা করতে আমি রাজি কিনা। আমি তো প্রত্যাখ্যান করার কোন যুক্তি খুঁজে পেলাম না, বললাম—হ্যাঁ করব।

'সেই থেকে আমি ম্যাণ্ডারসনের সেক্রেটারি হয়ে গেলাম। বেশ ভালোই লাগছিল কাজটা। বুঝতেই পারছেন, জীবনের প্রায় শুরুতে অত বড় একটা ধনীর ব্যক্তিগত সচিবের পদ, কি পরিমাণ ব্যস্ততার মধ্যে আমার দিনগুলো কাটত! আর একটা মস্ত সুবিধেও হয়েছিল—আমি স্বাধীন হতে পেরেছিলাম। বাবার সে-সময় ব্যবসায় মন্দা চলছিল, যার জন্যে আমার হাতখরচ তেমন জুটছিল না, চাকরিটা পেয়ে সে

সমস্যা আর রইল না। আমার আসল কাজ ছিল সকালে ওঁকে ঘোড়ায় চড়ানো আর সন্ধ্যার সময় ওঁর দাবা খেলার সঙ্গী হওয়া। কিন্তু এক বছর পরে উনি যখন আমার মাইনে দ্বিগুণ করে দিলেন তখন আরও কিছু বাড়তি দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এসে চাপল। ওঁর জমিবাড়ি. ওহিওতে খামার, মেইনে শিকারের জমি, ঘোড়া, গাড়ি, প্রমোদতরী—সবই আমি দেখাশুনা করতে শুরু করলাম। শুধু তাই নয়, কিছুদিনের মধ্যে আমি একজন চুরুট-বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলাম। প্রায় প্রতিদিন আমার নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছিল।

'এই হল ম্যাণ্ডারসনের সঙ্গে আমার প্রথম দু-তিন বছরের কাজের বিবরণ। সেই সময় আমি নিজেকে যথেষ্ট সুখী মনে করতাম। সব সময় ব্যস্ততা, মজার মজার জিনিস শিখছি—অবশ্য আমোদপ্রমোদে মাতামাতি করার সুযোগ তেমন হত না বলে টাকা-পয়সা বিশেষ খরচ হত না।—একবার অবশ্য একটা মেয়েকে নিয়ে কিছুটা বোকামি করে ফেলেছিলাম, সময়টা তখন মোটেই ভালো যায়নি—তবে সেই সুযোগে মিসেস ম্যাণ্ডারসনের সহৃদয়তার বিরাট পরিচয় আমি পেয়েছিলাম।' বলতে বলতে কাপল্‌সের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল মার্লো। 'আপনি হয়তো ওঁর মুখে ঘটনাটা শুনে থাকবেন। আর ম্যাণ্ডারসন তো বরাবরই আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছেন—কেবল মৃত্যুর আগে শেষের কয়েকটা মাস ছাড়া, যে-কথা একটু আগে আপনাদের বললাম।'

কাপল্‌সের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে ট্রেন্ট প্রশ্ন করলেন, 'তার আগে আপনার প্রতি ওঁর আচরণে আর-কোন পরিবর্তন আপনি লক্ষ্য করেননি?'

প্রায় একই সঙ্গে কাপল্‌সও একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, 'তার কোন্ লক্ষণ দেখে আপনার সন্দেহ জেগেছিল?'

'সঠিকভাবে বলতে গেলে, ওঁর মৃত্যুর রাতের আগে আমার কল্পনাও ছিল না উনি আমাকে এতখানি ঘৃণা করেন। কতদিন ধরে ওঁর মনে এটা জমা ছিল আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়—বা এর উৎস ঠিক কোথা থেকে, তা-ও আমি জানি না। ওঁর মৃত্যুর পর সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোতে এর কারণ খুঁজতে গিয়ে আমি বহু চিন্তা-ভাবনা করেছি। শেষ অব্দি ভেবে দেখলাম, ওঁর বিকৃত মনের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন ধারণা জন্মেছিল যে আমি ওঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছি। অবাস্তব কোন সন্দেহ এর মূলে ছিল এটা নিশ্চিত। ভাবতে পারেন, নিছক সন্দেহের বশে একজনকে ফাঁসিকাঠের দিকে ঠেলতে গিয়ে কেউ কি নিজের জানটাকে শেষ করে দিচ্ছে?'

কাপল্‌স ঝুঁকে বসলেন। 'আপনি বলতে চান ম্যাণ্ডারসন নিজেই নিজের মৃত্যুর জন্যে দায়ী?'

ট্রেন্ট অধৈর্য চোখে তাঁর দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার মার্লোর মুখের ওপর দৃষ্টি রাখলেন।

'আমি তো তাই বলব,' মার্লো বলল।

'আপনার বক্তব্য অনুযায়ী তাহলে বলা যেতে পারে—'

কাপল্‌সের বাহুতে ট্রেন্ট সন্তর্পণে হাত রাখলেন। 'আমরা আগে বরং ওঁর মুখ

থেকে পুরো ঘটনাটা জেনে নিই।' মার্লোকে বললেন, 'আপনার আর ম্যাণ্ডারসনের সম্পর্কের কথা আমরা জানলাম, এবার উনি যেদিন মারা যান, সেই রাতের ঘটনাটা বলবেন?'

'সেদিন, মানে রবিবার রাতে আমি আর বানার ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে ডিনার খেয়েছিলাম,' মার্লো সতর্কতার সঙ্গে কথা শুরু করল। 'অন্যান্য দিনের সঙ্গে এ দিনটার কোন প্রভেদ আমি দেখতে পাচ্ছি না; ম্যাণ্ডারসন যথারীতি চুপচাপ আর গম্ভীর ছিলেন, ঠিক যেমনটি আমরা তাঁকে দেখতে অভ্যস্ত। আমরা অবশ্য রোজকার মতোই গল্পগুজব করেছি। --ন-টা নাগাদ খাওয়া শেষ করে আমরা টেবিল ছেড়ে উঠি। এরপর মিসেস ম্যাণ্ডারসন ঢুকে গেলেন বৈঠকখানায় আর বানার তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হোটেলের দিকে গেল। ওরা চলে যাবার পর ম্যাণ্ডারসন আমাকে বললেন, তুমি পেছনের বাগানে চলে যাও, তোমার সঙ্গে কথা আছে। আমি গেলাম; একটু পরে উনিও এলেন। আমরা খানিকটা তফাতে সরে এলাম, যাতে বাড়ি থেকে আমাদের কথাবার্তা শোনা না যায়। তারপর একটা চুরুট ধরিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় তিনি কথা শুরু করলেন। এখানে একটা কথা বলে রাখি, এর আগে এত সহজভাবে উনি আমার সঙ্গে কোনদিন কথা বলেননি। উনি বললেন, একটা অত্যন্ত জরুরী কাজ তিনি আমাকে দিয়ে করাতে চান। কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমাকে গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। বানার এ-সম্বন্ধে কিছুই জানে না, আর আমি যত কম জানব ততই আমার পক্ষে মঙ্গল। আমাকে শুধু তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে, কারণ-টারণ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

'ম্যাণ্ডারসনের কাজের ধরনই এই রকম। কোন কথা তিনি সোজা ভাষায় বলা পছন্দ করতেন না। এর আগে অন্তত ডজনখানেক বার আমি ওঁর এই ধরনের কাজ করে দিয়েছি। যাই হোক, বললাম, আমার ওপর তিনি বিশ্বাস রাখতে পারেন, আমি যেতে প্রস্তুত। 'এখুনি?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন। জবাব দিলাম, হ্যাঁ।

'মাথা নেড়ে তিনি বললেন--আমি ওঁর হুবহু কথাগুলো যতটা সম্ভব মনে করে বলার চেষ্টা করছি। এইরকম বলেছিলেন উনি: 'আমার এই কাজটার সঙ্গে ইংলণ্ডে একজনের যোগাযোগ আছে। কাল সে জাহাজে চেপে সাউদামটন থেকে প্যারিস রওনা হবে। তার নাম জর্জ হ্যারিস --অন্তত ওই নামে সে জাহাজে চাপছে। আচ্ছা, নামটা তোমার মনে নেই?' 'হ্যাঁ,' আমি জবাব দিলাম, 'গত সপ্তাহে আমি যখন লণ্ডনে গিয়েছিলাম, আপনি তখন ওই নামে আগামীকালের তারিখে জাহাজে একটা কেবিন রিজার্ভ করতে বলেছিলেন। ফিরে এসে টিকিটটা আমি আপনাকে দিয়ে দিয়েছিলাম।' 'এই নাও সেটা' বলে উনি টিকিটটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

'এখন কথা হচ্ছে,' অভ্যাসমতো চুরুটটা আমার দিকে তাক করে ম্যাণ্ডারসন বলতে লাগলেন, জর্জ হ্যারিসের কাল ইংলণ্ড ছেড়ে যাওয়া চলবে না, ওখানেই তাকে থাকতে হবে। আর বানারকেও অন্য কাজে এখানে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু কিছু দরকারী কাগজপত্র নিয়ে একজনের প্যারিস যাওয়া একান্তই প্রয়োজন, নাহলে আমার

সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। তুমি যেতে রাজি?' বললাম, 'নিশ্চয়ই! কেন যাব না! আপনার হুকুম তামিল করার জন্যেই তো আমাকে রেখেছেন।'

'চুরুটে কামড় দিয়ে ম্যাণ্ডারসন বললেন, 'তা ঠিক, কিন্তু এটা আমার সাধারণ নির্দেশের মতো নয়। ব্যাপারটা হল, এই কাজে আমার বা আমার সহযোগীর পরিচয় কোনক্রমেই প্রকাশ করা চলবে না। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, যাদের বিরুদ্ধে আমি কাজটা করছি, তারা আমাদের দুজনেরই মুখ চেনে। এখন যদি দেখা যায়, আমার সেক্রেটারি প্যারিস যাবার আগে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় জমিয়ে গেছে, তাহলেই ব্যস্, ওখানেই শেষ।' বলেই তিনি চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

'কথাটা আমার ঠিক সুবিধের মনে হল না, তবু বাইরে কিছু প্রকাশ না করে শান্তভাবে জানালাম, ও নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব নিজেকে লুকিয়ে রাখার। ছদ্মবেশ নিতে যে আমি ওস্তাদ এ-কথাটাও জানিয়ে দিলাম।

'ম্যাণ্ডারসন মাথা নেড়ে বললেন, 'ভালো। আমি জানতাম তুমি আমাকে নিরাশ করবে না।' এরপর আমাকে নির্দেশ দিতে শুরু করলেন, 'তুমি এখনই গাড়ি নিয়ে সাউদামটনের দিকে রওনা হও কোন ট্রেন এখন পাবে না। তোমাকে সারা রাত্তির গাড়ি চালাতে হবে; কোন ঝামেলায় যদি না পড়, তাহলে সকাল ছ-টার মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবে। তবে যখনই পৌঁছাও সোজা বেডফোর্ড হোটেলে উঠে জর্জ হ্যারিসের খোঁজ করবে। যদি সে থাকে, তাকে বলবে, তুমি তার হয়ে প্যারিস যাচ্ছ, আর সে যেন আমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে। মনে রাখবে, কথাটা তার যত শীগগির সম্ভব জেনে যাওয়া দরকার—তাই দেরি করবে না একটুও। কিন্তু যদি দেখ সে ওখানে নেই, তাহলে ধরে নেবে, আমার টেলিগ্রামটা পেয়ে সে আর সাউদামটনে যায়নি। সেক্ষেত্রে তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই, সোজা জাহাজের কাছে চলে আসবে। আর হ্যাঁ, গাড়িটা কোন ভুয়ো নাম দিয়ে গ্যারাজে রাখার ব্যবস্থা করবে—আমার নাম দিও না যেন! ছদ্মবেশ তুমি কিভাবে নেবে না নেবে সেটা তোমার ব্যাপার, ও নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাচ্ছি না। তবে জাহাজে তোমার নাম হবে জর্জ হ্যারিস, এটা মনে রেখ। আর কথাবার্তা যতখানি প্রয়োজন তার বেশি কারুর সঙ্গে বলবে না। প্যারিস পৌঁছে সেণ্ট পিটার্সবার্গ হোটেলে ঘর নেবে। ওখানে জর্জ হ্যারিসের নামে একটা চিঠি থাকবে; আমি একটা ব্যাগ দিচ্ছি, সেটা তুমি ওই চিঠিতে লেখা নির্দেশ অনুযায়ী পৌঁছে দেবে। ব্যাগটায় চাবি দেওয়া আছে, খুব সাবধানে রাখবে। সব বুঝতে পেরেছ?'

'নির্দেশগুলো আমায় পুনরাবৃত্তি করতে হল। জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাগটা পৌঁছে দেবার পরেই আমাকে ফিরে আসতে হবে কিনা। তাতে বললেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এস। আর একটা কথা খুব ভালো করে খেয়াল রাখবে। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, কোন ক্ষেত্রেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে না। যদি দেখ প্যারিসে পৌঁছনোর পরেও হ্যারিসের চিঠিটা আসেনি, তাহলে অপেক্ষা করবে, তেমন

প্রয়োজন পড়লে কয়েক দিনও তোমায় থাকতে হতে পারে। তবু আমার সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর দরকার নেই, বুঝতে পেরেছ ?—নাও, এবার তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হও। তোমাকে আমি কিছুদূর এগিয়ে দেব। চটপট কর।'

'এই হল রবিবার রাতে ম্যাগুারসনের সঙ্গে আমার কথাবার্তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এরপর আমি নিজের ঘরে গিয়ে পোশাক পাল্টিয়ে তাড়াহুড়ো করে কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিডব্যাগে ভরে নিই। তখনও কিন্তু আমার মধ্যে তোলপাড় চলছে, কাজটা নিয়ে ভাবছিলাম না, ভাবছিলাম আচমকা আমার ওপর দায়িত্ব চাপানো ব্যাপারটা নিয়ে। আমার মনে পড়ছে সেবার আপনাকে এসব বলেছিলাম।' টেন্টের দিকে তাকাল মার্লো। 'ম্যাগুারসনের কাজের পদ্ধতিই ছিল রোমাঞ্চ কাহিনীর মতো। সব-কিছুতেই রহস্য আর অতি নাটকীয়তা করা ছিল তার বাতিক। আমি তাই এই কাজটাও ওরকম কিছু বলে ধরে নিই। যাই হোক, হুড়োহুড়ি করে একতলায় নেমে লাইব্রেরি ঘরে ঢুকলাম। আমাকে দেখেই তিনি একটা মোটাসোটা চামড়ার ব্যাগ এগিয়ে দিলেন—এই ধরুন ইঞ্চি আষ্টেক লম্বা আর ছ ইঞ্চি মতো চওড়া। ওপরে চামড়ার বেড় জড়ানো আর তাতে তালা দেওয়া। সামান্য একটু ঠেসেঠুসে ওটা পকেটে পুরে গাড়ি নেব বলে বাড়ির পেছনে গ্যারাজটার দিকে এগিয়ে চললাম।

'গাড়িটা বের করে যখন বাড়ির সামনে এনেছি, তখন খেয়াল হল,আরে! আমার পকেট তো প্রায় খালি! কয়েকটা শিলিং মোটে পড়ে আছে!

'কিছুদিন যাবৎ আমি বিশেষ টাকা-পয়সা সঙ্গে রাখছিলাম না—কথাটা আপনাদের বলতে হবে কারণ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—একটু পরেই তা বুঝতে পারবেন। ম্যাগুারসনের কাছে কাজ করতে করতে শেষ দিকে আমি একটু উড়নচণ্ডী স্বভাবের হয়ে উঠেছিলাম। নিউ ইয়র্কে কিছু বড়লোক বন্ধু জুটে যাওয়াতে তাদের পাল্লায় পড়ে অজস্র টাকা খরচ করতে হত। ফলে অত টাকা হাতে পাওয়া সত্ত্বেও, রাখতে তো পারতামই না, উল্টে ধার করতে হত। আসলে টাকা যে আমি ফুর্তি করে ওড়াতাম তা নয়, বন্ধুদের খপ্পরে পড়ে আমার এক বিশ্রী নেশা দাঁড়িয়েছিল—ফাটকা খেলা। প্রথম প্রথম আমার ভাগ্য ভালোই চলছিল, কিন্তু কিছুদিন পর থেকে গাড্ডায় পড়তে লাগলাম। সেবার তো মাইনে পাবার এক হপ্তার মধ্যে আমার টাকা শেষ, ফলে বাধ্য হয়ে ম্যাগুারসনের শরণাপন্ন হতে হল। পরিষ্কার করে সব খুলে বললাম ওঁকে। আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে উনি কেবল গম্ভীর হয়ে হাসলেন, তারপর কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে বললেন, 'আর কখনও ফাটকা খেলতে যেও না।'

'এবার আবার রবিবারের রাতের কথায় ফিরে আসি। ম্যাগুারসন খুব ভালো করেই জানতেন, ওইদিন থেকে আমি কখনও বেশি টাকা সঙ্গে রাখতাম না। তাই কথাটা মনে পড়তে ভাবলাম ওঁকে গিয়ে বলি, এত দূরে খালি হাতে যাওয়া ঠিক হবে না। মনস্থির করার পর গাড়িটা বাইরে রেখে আবার লাইব্রেরি ঘরে ফিরে এলাম।

'উনি তখনও বসেছিলেন। আমি সবেমাত্র 'হাতখরচা' শব্দটা উচ্চারণ করেছি আর উনি হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে ওঁর অন্য হাতটা বাঁ দিকের পাছ পকেটে চলে গেছে; একটা ছোট মানিব্যাগে শ খানেক পাউণ্ড ওখানে

সর্বদা রাখা থাকত। ম্যাণ্ডারসন ব্যাগটা কখনও কাছ ছাড়া করতেন না, কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, হাতটা উনি ওখান থেকে সরিয়ে আনলেন। তারপর আমাকে একরকম হতভম্ব করে দিয়ে খুব নিচু গলায় একটা মুখখিস্তি করলেন। আমি এর আগে কোনদিন ওঁকে গালাগাল করতে শুনিনি। বানার অবশ্য পরে আমাকে বলেছিল, ইদানীং খুব বিরক্ত হলে উনি নাকি মাঝেমাঝে মুখ খারাপ করতেন।

'যাই হোক, যে কথা হচ্ছিল। ম্যাণ্ডারসন ব্যাগটা না পাওয়াতে প্রথমেই আমার মনে যে প্রশ্নটা জাগল তা হচ্ছে—লোকটা কি তাহলে ওটা হারিয়ে ফেলল? তার পরেই ভাবলাম—ও নিয়ে চিন্তা করে লাভ কি! ব্যাগটা হারালেও সামান্য ক-টা টাকার জন্যে তো আর আমার যাওয়া বন্ধ হবে না! টাকা ওঁর কাছে যথেষ্ট মজুত আছে, আমি জানি।—জানি বলছি তার কারণ, এর আগের হপ্তায় আমি যখন বিভিন্ন কাজ নিয়ে আর জর্জ হ্যারিসের নামে জাহাজে কেবিন রিজার্ভ করতে লণ্ডনে যাই, তখন ওখানকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ওঁর নামে হাজার পাউণ্ড তুলে এনে ছলাম। টাকাটার সবটাই ছিল ছোট নোটে। এতগুলো টাকা একসঙ্গে উনি কিসের প্রয়োজনে তুলিয়েছিলেন বলতে পারি না, তবে এটুকু জানতাম, টাকার বাণ্ডিলগুলো উনি লাইব্রেরি ঘরেই ডেস্ক-টেবিলে চাবি দিয়ে রেখেছিলেন।

কিন্তু ম্যাণ্ডারসন ডেস্কের কাছে আদৌ যাবার চেষ্টা না করে আমার দিকে তাকালেন। দেখলাম রাগে তাঁর মুখ থমথম করছে। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'গাড়িতে অপেক্ষা কর, আমি টাকা নিয়ে আসছি।' আমরা দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমার ওভারকোটটা হলঘরে টাঙানো ছিল, ওটা নিতে যাব এমন সময় ওঁকে মিসেস ম্যাণ্ডারসনের বৈঠকখানায় ঢুকতে দেখলাম। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, হলঘরের ঠিক সামনেই ঐ বৈঠকখানাটা।

'বাড়ির সামনের লনটায় এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি শুরু করলাম। বার বার কেবল ভাবছি, হাজার পাউণ্ডটা গেল কোথায়! বৈঠকখানায় কি? কিন্তু ওখানেই বা থাকবে কেন! হাঁটতে হাঁটতে বৈঠকখানার পাশে এসে দেখলাম মিসেস ম্যাণ্ডারসন ভেতরে রয়েছেন। পাতলা সিল্কের পর্দার মধ্যে দিয়ে তাঁর ছায়ামূর্তি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, দেরাজ-টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আচমকা তিনি বলে উঠলেন, 'পাউণ্ড তিরিশেক আছে এখানে। চলবে?' উত্তরটা শুনতে পেলাম না, কেবল ম্যাণ্ডারসনের ছায়ামূর্তিটাকে ওঁর কাছে এগিয়ে যেতে দেখলাম। দেখলাম টাকাটা উনি নিলেন। আর অপেক্ষা না করে ফিরে আসছি এমন সময় হঠাৎ ম্যাণ্ডারসনের গলা পেয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হল।—এই কথাগুলো আপনাদের হুবহু শোনাতে পারি, কারণ সেই সময় আমি এমন স্তম্ভিত হয়ে যাই যে কথাগুলো আজও আমার মনে গেঁথে আছে। ম্যাণ্ডারসন বললেন, 'আমি এখন বেরোচ্ছি। মার্লো আমায় পূর্ণিমার আলোয় চারপাশটা ঘুরিয়ে আনবে বলছে। ও ভীষণ জোরাজুরি করছে, বলছে এতে আমার ঘুম ভালো আসবে। মনে হয় ঠিক বলছে ও।'

'একটু আগেই আপনাদের বলছিলাম না, যে আমার চার বছরের চাকরির জীবনে ম্যাণ্ডারসনকে কখনও সরাসরি মিথ্যে বলতে শুনিনি। তাহলে বুঝুন, আমার অবস্থাটা

তখন কি রকম হয়েছিল। মাথায় চড়াৎ করে রক্ত উঠে গেল, মুখ চোখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরোতে লাগল, আর আমি স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার সম্বিৎ ফেরে সদর দরজায় পায়ের শব্দ পেয়ে, তাড়াতাড়ি তখন গাড়িতে ফিরে যাই। একটু পরে ম্যাণ্ডারসন আমার হাতে একটা কাগজের ব্যাগ দিয়ে বললেন, 'তোমার যা দরকার তার থেকে কিছু বেশিই দিয়ে দিলাম।' আর আমি মন্ত্রের মতো ব্যাগটা পকেটস্থ করলাম।

'এরপর মিনিট খানেক ওখানে দাঁড়িয়ে উনি আমাকে রাস্তা সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন। এর প্রয়োজন অবশ্য ছিল না, কারণ দিনের বেলা আমি বহুবার ওই পথে যাতায়াত করেছি। আমি যদিও বেশ শান্তভাবেই ওঁর সঙ্গে কথা বললাম, কিন্তু আমার মনের অবস্থা তখন বোঝানোর মতো নয়। একটা অজানা সন্দেহ আর আতঙ্কে তখন আমি দিশেহারা। আতঙ্কটা যে কিসের, তাও বুঝতে পারছি না, কিন্তু তবু—জানি না কেন—ম্যাণ্ডারসন সম্বন্ধেই আমার ভয় হচ্ছিল। কেমন যেন মনে হচ্ছিল—একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে—আর তার লক্ষ্য আমি। অথচ ম্যাণ্ডারসন কিন্তু আমার শত্রু নয়। তারপরই হঠাৎ ওঁর মিথ্যে কথাটা মনে পড়ল। কেন উনি বলতে গেলেন ও কথা? আমার কানের ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল।—আর টাকাগুলোই বা গেল কোথায়?—এগুলো ভাবছি উনি আমার সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসার পর। কি অবস্থায় যে গাড়ি চালাচ্ছিলাম তা আমিই জানি।

'আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, বাড়িটা থেকে মাইল খানেক দূরে একটা গল্‌ফের মাঠ আছে? ওখানে এসে ম্যাণ্ডারসন নেমে যেতে চাইলেন। আমি গাড়ি থামালাম। নেমেই উনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার সব মনে আছে?' আমি ঠিক দম-দেওয়া পুতুলের মতো আবার নির্দেশগুলো পুনরাবৃত্তি করলাম। শুনে তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে। চলি আমি। ব্যাগটা সামলে রেখ।' এটাই ছিল ওঁর শেষ কথা। তারপর আমি আবার গাড়ি চালু করলাম।'

আস্তে আস্তে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মার্লো দু হাতে চোখ ঢাকল। বোঝা যাচ্ছিল পুরোনো স্মৃতির কথা স্মরণ করতে করতে সে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ট্রেণ্ট আর কাপল্‌স দুজনেই চুপচাপ, তন্ময় হয়ে তাঁরা কথাগুলো শুনছিলেন।

সহসা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চোখ থেকে হাত নামিয়ে মার্লো তাপচুল্লীর কাছে এগিয়ে গেল। 'গাড়ির পশ্চাৎ-প্রতিফলক কোন্‌টাকে বলে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন?'

ট্রেণ্ট তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়লেন, কিন্তু গাড়ি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কাপল্‌স স্বীকার করে নিলেন জিনিসটা তাঁর জানা নেই।

'ওটা একটা গোল অথবা আয়তক্ষেত্রাকার আয়না,' মার্লো বোঝাতে শুরু করল। 'চালক-আসনের সামনে মাথার দিকে ওটা এমনভাবে লাগানো থাকে যাতে চালক মুখ না ফিরিয়েও গাড়ির পেছনের যে-কোন বস্তু দেখতে পারে। প্রত্যেক গাড়িতেই এটা থাকে আর আমারটাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ম্যাণ্ডারসন কথা শেষ করার পর ওই আয়নার মধ্যে দিয়ে তাঁর মুখের যে প্রতিফলন আমি দেখেছিলাম তা বোধ হয় জীবনে কোনদিন ভুলতে পারব না।' কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর মার্লো নিচু গলায়

বলতে লাগল, 'ম্যাণ্ডারসনের মুখ। গাড়ি থেকে কয়েক গজ পেছনে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন; চাঁদের আলো পড়েছে মুখের ওপর। বিশ্বাস করুন আপনারা, আমি যদি না জানতাম যে ম্যাণ্ডারসনই ওখানে আছেন, তাহলে কিছুতেই ও-মুখ চিনতে পারতাম না। একটা উন্মত্ত, ঘৃণায় বিকৃত বীভৎস মুখ, বুনো বাঁদরের মতো হিংস্র আক্রোশে দাঁত খিঁচোচ্ছে! দুটো চোখ—ছোট আয়নাটায় আমি কেবল মুখটুকুই ভালো করে দেখতে পেয়েছিলাম, তা-ও কয়েক মুহূর্তের জন্যে মাত্র—তারপর সজোরে গাড়ি ছুটিয়ে দিই।

'মিঃ ট্রেন্ট, আপনার লেখাটার মধ্যে এক জায়গায় এরকম একটা উল্লেখ আছে যে, এক একটা বস্তু আচমকা উদয় হয়ে আমাদের মনের অবিন্যস্ত চিন্তাধারাগুলোকে এক সূত্রে গেঁথে দেয়। কথাটা খুব খাঁটি। যে অজানা আশঙ্কা এতক্ষণ আমার মনকে তোলপাড় করে তুলছিল, সেটার দিশা আমি পেয়ে গেলাম—ওই ভয়ঙ্কর মুখটাই আমায় সব ব্যাখ্যা করে দিল। আর-কোন সন্দেহ রইল না যে লোকটা আমাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে, এবং তার কোন নিষ্ঠুর পরিকল্পনার বলি হতে চলেছি আমি। কিন্তু কিভাবে?

'গাড়ি থামালাম। ম্যাণ্ডারসনকে ছাড়িয়ে তখন প্রায় আড়াইশ গজ চলে গেছি; একটা মোড় ঘুরতে তাঁকে আর দেখা যাচ্ছিল না। ইঞ্জিন বন্ধ করে হেলান দিয়ে সীটে বসে ভাবতে শুরু করলাম। কিছু-একটা যে আমার হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কোথায় ঘটবে সেটা? প্যারিসে? নিশ্চয়ই তাই—না হলে জাহাজের টিকিট কেটে আর টাকা-পয়সা দিয়ে আমাকে ওখানে পাঠানো হচ্ছে কিসের জন্যে? কিন্তু প্যারিসই বা কেন? এটাই আমায় ধাঁধায় ফেলল, কারণ ও জায়গাটা নিয়ে আমি কোন রোমাঞ্চকর কল্পনা করতে পারছিলাম না। শেষে ও-চিন্তাটা সাময়িকভাবে মন থেকে সরিয়ে সন্ধ্যার ঘটনাগুলো ভাবতে বসলাম। আবছা পূর্ণিমার আলোয় ওঁকে আমি ঘুরিয়ে আনব—এই জলজ্যান্ত মিথ্যেটা উনি বলতে গেলেন কেন? আমি যখন সাউদামটনের পথে, ম্যাণ্ডারসন তখন ওখানে ফিরে যাবেন। কিন্তু গাড়ি ছাড়া একা ফেরার কি জবাবদিহি করবেন তিনি? এটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আবার একটা প্রশ্ন মনে উদয় হল—সেই হাজার পাউণ্ড কোথায় গেল?' কিন্তু ওর উত্তরটা যেন তৎক্ষণাৎ আমায় যুগিয়ে দিল কেউ, 'টাকাটা আমার পকেটে!'

'গাড়ি থেকে রাস্তায় নামলাম। আমার হাঁটু দুটো ঠকঠক করে কাঁপছিল, এমন অসুস্থ বোধ করছিলাম যে মনে হচ্ছিল হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাব। ষড়যন্ত্রটা তখন আমার কাছে পরিষ্কার। আমার প্যারিস যাওয়া আর ওখানে কিছু কাগজপত্র পৌঁছে দেবার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ধোঁকা। ম্যাণ্ডারসনের টাকা আমার কাছে থাকার অর্থই হচ্ছে, উনি প্রচার করে দেবেন, টাকাগুলো নিয়ে আমি ইংলণ্ড ছেড়ে পালিয়েছি। ওটাকে জোরদার করতে যাবতীয় সতর্কতা তিনি নিয়ে রেখেছেন, তাই কোনক্রমেই নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি এও জানতাম, প্যারিসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে আমি গ্রেপ্তার হব—কারণ, প্রথম কথা আমি ওখানে ভুয়ো

নামে এসেছি, তাছাড়া সাউদামটনেও বেনামে আর ছদ্মবেশে হোটেলে উঠেছিলাম; এমনকি গাড়িটা পর্যন্ত অন্য নামে গ্যারাজে রাখা আছে। এতেই শেষ নয়; প্যারিস আসার আগে আমার জাহাজের কেবিনটাও এক হপ্তা আগে ছদ্মনামে রিজার্ভ করা ছিল। অর্থাৎ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, একটা লোক কিছু টাকা চুরি করার মতলবে এত সব ব্যবস্থা করেছে। ধরা পড়লে এর একটারও জবাবদিহি আমি করতে পারতাম না।

'ফন্দিবাজিটা পরিষ্কার হতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে চামড়ার মোটা ব্যাগটা টেনে আনলাম। আমি তখন নিশ্চিত, টাকাটা ওতে পাবই। কয়েক তাড়া নোট অনায়াসে ব্যাগটায় ভরে রাখা যায়। কিন্তু ব্যাগটা হাতে নিয়ে মনে হল, শুধু টাকা নয়, ওতে আরও কিছু আছে। বেশ ভারী ওটা। নানা রকম সম্ভাবনার কথা চিন্তা করতে করতে চাবি লাগানোর জায়গায় চামড়ার স্ট্র্যাপটা ধরে যেই এক হ্যাঁচকা টান দিয়েছি ওমনি ওটা চাবির ফুটো থেকে বেরিয়ে এল। এসব তালাগুলো এত পলকা, লাগানো না-লাগানো দুই-ই সমান।'

মার্লো এখানে থামল। জানালার ধারে দেরাজ-টেবিল খুলে সে নানারকম টুকিটাকি জিনিসের থেকে গোলাপী টেপ জড়ানো একটা চাবি বের করল।

চাবিটা ট্রেন্টের হাতে বাড়িয়ে ধরল সে। 'যে-তালাটা আমি ভেঙেছিলাম, তার চাবি এটা। ওটা ভাঙার ঝামেলা এড়ানো যেত, যদি তখন জানতাম চাবিটা আমারই ওভারকোটের পাশ-পকেটে আছে। সম্ভবত কোটটা হলঘরে থাকার সময় —অথবা ম্যাণ্ডারসন যখন গাড়িতে আমার পাশে বসেছিলেন, তখন চাবিটা তিনি আমার পকেটে ফেলে দেন। অত ছোট একটা জিনিস কয়েক হপ্তা পরে আমি খুঁজে পেতাম কিনা সন্দেহ; আর তা-ই হয়েছিল। ম্যাণ্ডারসন মারা যাবার দু-দিন পরে আমি ওটা পেয়েছিলাম, অথচ পুলিস হয়তো পাঁচ মিনিটেই পেয়ে যেত। তার পরের অবস্থাটা কল্পনা করে নিন—আমার সঙ্গে ব্যাগ, তার মধ্যে মালকড়ি এদিকে আবার ভুয়ো নাম, চোখে আবার কৃত্রিম চশমা—এর পরেও চাবিটার কথা আমি জানতাম না, তারা বিশ্বাস করত কি?'

ট্রেন্ট চাবিতে লাগানো টেপটা আস্তে আস্তে ছাড়াচ্ছিলেন। 'আপনি কেমন করে জানলেন এটাই ওই বাক্সের চাবি?'

'লাগিয়ে দেখে নিয়েছিলাম। চাবিটা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেখানে ওটা লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে পরীক্ষা করে দেখে নিই। আপনি হলেও নিশ্চয় তা-ই করতেন —তাই না?' মার্লোর গলায় কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের ছোঁয়া।

'অবশ্যই।' ট্রেন্ট শুকনো হাসি হাসলেন। 'ম্যাণ্ডারসনের ঘরে ড্রেসিং টেবিলের মধ্যে একটা চিঠি রাখার বড় বাক্সের তালা আমি ভাঙা অবস্থায় দেখেছি। ব্যাপারটা সেই সময় ধাঁধা লেগেছিল, এখন আপনার কথায় বুঝতে পারছি ওটাকেই আপনি লুকোনোর স্থান হিসেবে বেছেছিলেন।'

'এখন আর অনর্থক চেপে গিয়ে লাভ কি?' মার্লো মুচকি হাসল। 'যাক, আমি আমার কাহিনীতে ফিরে যাই। 'গাড়ির আলো জ্বালিয়ে আমি বাক্সটা খুললাম।

প্রথমেই বেরলো ম্যাণ্ডারসনের মানিব্যাগটা। আর সেই সঙ্গে তাঁর রাগের কারণটাও আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি যে এভাবে টাকা চাইব উনি কল্পনাই করতে পারেননি। মানিব্যাগটা আগেই আমার হাতে দিয়ে দেওয়াতে ওঁকে শেষ অব্দি স্ত্রীর কাছে হাত পাততে হয়। যাই হোক, ওতে কত টাকা ছিল আমি গুনে দেখিনি, তবে লণ্ডন থেকে আনা নোটের বাণ্ডিলগুলো যেমন অবস্থায় ওঁকে দিয়েছিলাম ঠিক সেইভাবে পেয়ে গেলাম একটা খোপ থেকে। আর ছিল দুটো ছোট ছোট চামড়ার থলি, যেগুলো আমার ভালো রকমই চেনা। বুকটা তখন ধড়াস করে উঠল, কারণ এগুলো পাবার প্রত্যাশা আমি একবারও করিনি। ওতে ম্যাণ্ডারসন হীরে রাখতেন— সম্প্রতি ওই ব্যবস্থাটা তিনি শুরু করেছিলেন। ব্যাগ দুটো আর খুলিনি, আঙুলের ঘষাতেই বুঝতে পারছিলাম ভেতরের ছোট্ট ছোট্ট পাথরগুলো হড়কে হড়কে যাচ্ছে। কত হাজার পাউণ্ডের মাল যে ওতে ছিল আমার ধারণা নেই। মনে হয় এইটা দিয়েই আমাকে প্রথম ফাঁসানো হত, কারণ চুরি না করলে আমার মতো লোকের কাছে অত টাকা দামের হীরে থাকতে পারে না।

'বুঝলাম আর দেরি করা চলবে না। কর্তব্যও স্থির করে নিলাম। ম্যাণ্ডারসনকে আমি বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে ছেড়ে এসেছি। ওখান থেকে তিনি যত জোরেই হাঁটুন, পনের মিনিটের আগে কিছুতেই বাড়ি পৌছতে পারবেন না; আর তিনি পৌছে ফোন না করা পর্যন্ত বিশপস ব্রিজের পুলিসও আমার ডাকাতির খবরটা পাবে না। আর ওঁকে ছেড়ে এসেছি পাঁচ-ছ মিনিট আগে; সুতরাং, অনায়াসে ওঁকে পেরিয়ে আমি আগে বাড়ি পৌছে যেতে পারব। তার পরে হবে আমার চরম বোঝাপড়া! ভাবতে ভাবতে আমার দাঁত কিড়মিড় করে উঠল। ভয়টা তখন সম্পূর্ণ উড়ে গেছে, রাগে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আমি গাড়ি স্টার্ট দিলাম।

'তীরবেগে গাড়ি চালিয়ে হোয়াইট গেবল্‌সের দিকে ছুটে চলেছি—এমন সময় আমার ডান দিক থেকে হঠাৎ একটা গুলির শব্দ হল।

'তখুনি ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লাম। প্রথমে মনে হল, ম্যাণ্ডারসনই বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। কিন্তু তারপরই বুঝলাম, না, শব্দটা খুব কাছ থেকে আসেনি। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় রাস্তাটা সাদা হয়ে থাকলেও ধারে পাশে কেউ নেই। তাছাড়া ম্যাণ্ডারসনকে যেখানে আমি ছেড়ে এসেছি, সে-জায়গাটা একটা বাঁক পেরিয়ে তখনও শ খানেক গজ দূরে। আধ মিনিট ওখানে অপেক্ষা করার পর খুব আস্তে আস্তে বাঁকটা ঘুরলাম। কিন্তু তারপরই যা চোখে পড়ল তা দেখে আমার প্রায় পক্ষাঘাত হবার মতো অবস্থা। অজান্তেই ব্রেকে পা চলে গেল।

'চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেলাম, ম্যাণ্ডারসনের দেহ আমার থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে।'

মার্লো থামতেই ট্রেন্ট ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, 'গলফ্‌ মাঠের ওপর?'

'হ্যাঁ। হাত দুটো ওপরে ছড়িয়ে তিনি চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন; জ্যাকেট আর ভারী ওভারকোটের সামনেটা খোলা, হাঁ-করা মুখের দাঁত আর একটা চোখ চাঁদের আলো লেগে চকচক করছিল। আর একটা চোখ—ওটা তো আপনারা দেখেছেন।

সেই চোখ থেকে কানের ওপর গড়িয়ে-পড়া একটা রক্ত-রেখাও আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। পাশেই পড়েছিল ওঁর কালো টুপিটা আর পায়ের কাছে একটা পিস্তল।

'বেশ কয়েক সেকেণ্ড স্থাণু হয়ে গাড়িতে বসে থাকার পর আস্তে আস্তে বাইরে এসে দেহটার দিকে এগিয়ে চললাম। যাবতীয় রহস্যের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা তখন আমি পেয়ে গেছি। উন্মাদটা শুধু যে আমার সম্মান আর স্বাধীনতা ধুলোয় মিশিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল তাই নয়, তার সঙ্গে নিজের জীবনটাও শেষ করে দেবার মতলব এঁটে রেখেছিল, যাতে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ি। এবার শুধু চুরি নয়, তার সঙ্গে হত্যাকারী হিসেবেও আমি অভিযুক্ত হব।

'রিভলবারটা তুলে দেখি ওটা আমারই। তার মানে আমি যখন গাড়িতে বসে ছিলাম সেই সময় ম্যাণ্ডারসন ওটা আমার ঘর থেকে তুলে এনেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের দুজনের রিভলবার একই কোম্পানির আর একই ডিজাইনের হওয়ায়, ম্যাণ্ডারসন আমায়বলেছিলেন, আমারটায় নিজের নামের আদ্যক্ষর খোদাই করে নিতে, যাতে দুটো মিলে না যায়। আমি সেই নির্দেশ পালন করেছিলাম।

'ঝুঁকে দেহটা পরীক্ষা করে বুঝলাম, প্রাণ থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। এখানে বলে রাখি, তখন বা পরেও, আমি কিন্তু কোন সময় কব্জির আঁচড়গুলো লক্ষ্য করিনি। ওগুলো আক্রমণকারীর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে হয় বলে পরে সাক্ষ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু আমি এখনও নিশ্চিত, ম্যাণ্ডারসন আত্মহত্যা করার আগেই ওগুলো নিজে থেকে করে নিয়েছিলেন। এটাও ছিল ওঁর পরিকল্পনার অঙ্গ।'

সহসা কথা থামিয়ে মার্লো টেবিলের কাছে এগিয়ে এল। 'আমার এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় দয়া করে আপনারা বিরক্ত বোধ করবেন না। আমার মানসিক অবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র আপনাদের দেবার জন্যেই এত সব বলতে হচ্ছে। হয়তো আপনারা দুজনেই ভাবছেন, আমার কার্যকলাপগুলো মূর্খের মতো হয়েছিল। কিন্তু দেখুন, পুলিস কিন্তু আমায় সন্দেহ করতে পারেনি। সেদিন ম্যাণ্ডারসনের মৃতদেহের চারপাশে সবুজ ঘাসের ওপর প্রায় পনের মিনিট পায়চারি করে ঠাণ্ডা মাথায় আমি আমার ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি স্থির করে নিয়েছিলাম।

'তার আগে আর দুটো মতলব কিন্তু আমার মাথায় এসেছিল, কিন্তু ভেবে দেখলাম, দুটোই আমার কাছে সমান বিপজ্জনক। তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে, সরাসরি ব্যবস্থা, অর্থাৎ ম্যাণ্ডারসনের মৃতদেহ ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, সম্পূর্ণ ঘটনাটা খুলে বলা, টাকা আর হীরেগুলো ফেরত দেওয়া আর নিজেকে নিরাপরাধ বলে জাহির করা। কিন্তু দৃশ্যটা কল্পনা করতে গিয়ে নিজেরই হাসি পেল। কাকে বিশ্বাস করাব আমি কথাগুলো? ষড়যন্ত্রের অভিযোগ যার বিরুদ্ধে, তারই মৃতদেহ ফিরিয়ে এনে বলছি আমি কিছু জানি না!

'সত্যি কথা, আমি পালাইনি—কিন্তু তাতে কি এসে যায়? এর থেকে হয়তো এটাই প্রমাণ হবে, প্রথমে হত্যার উদ্দেশ্য না থাকলেও, ভয় দেখিয়ে হীরে আর টাকা-গুলো ছিনতাই করার সময় পরিস্থিতি ঠিকমতো আয়ত্তে আনতে না পেরে, শেষ অব্দি

আমি গুলি করতে বাধ্য হয়েছি। আর ওতেই ঘাবড়ে গিয়ে মৃতদেহ আর মাল সমেত ফিরে এসেছি। ঠিক কিনা বলুন? মোট কথা, এ-পরিকল্পনায় বাঁচা তো দূরের কথা, ফেঁসে যাবারই ষোল আনা সম্ভাবনা ছিল।

'আর একটা জিনিসও করতে পারতাম। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ওখান থেকেই গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়া যেত। কিন্তু ওতেও রেহাই পাওয়া যেত না, কারণ মৃতদেহটা রয়েছে। অত অল্প সময়ের মধ্যে ওটা লুকিয়ে ফেলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর তা সম্ভব হলেও, দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে ম্যাণ্ডারসন বাড়ি ফিরে না এলে হৈ-চৈ বেঁধে যেতই। গাড়ি-দুর্ঘটনার কথা চিন্তা করে মার্টিন নিশ্চয়ই পুলিসকে ফোন করত। তার মানে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যেত রাস্তায় রাস্তায় তাদের অনুসন্ধান। চট করে গাড়িটা না পাওয়াতে সন্দেহটা বাড়ত তাদের আর নিঃসন্দেহে ম্যাণ্ডারসনের মতো অত বড় শিল্পপতির উধাও হবার পেছনে তারা কোন কুচক্রীর হাত আছে বলে ধরে নিত। অর্থাৎ বন্দর আর রেল স্টেশনগুলোর ওপরও নজর পড়ত তাদের। তারপর বড় জোর চব্বিশ ঘণ্টা—ওর মধ্যে মৃতদেহটা তারা খুঁজে বের করতই। আর তখন থেকেই তাদের যাবতীয় সন্দেহ গিয়ে পড়ত আমার ওপর। আমার তো মনে হয় না কোথাও আমি শান্তিতে লুকিয়ে থাকতে পারতাম। কারণ ম্যাণ্ডারসনের হত্যাকারী সন্দেহে আমার নাম আর ছবি খবরের কাগজে প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ইউরোপের যাবৎ পুরুষ, স্ত্রীলোক আর বাচ্চা তখন এক-একটা গোয়েন্দা হয়ে উঠত—কোন পাড়ায় নতুন বাসিন্দা এলেই সবাই মিলে সন্দেহ করতে শুরু করত। তারপর গাড়িটা নিয়েও হত সমস্যা—ওটা পুলিসের ধারণাকে পাকাপাকি স্বীকৃতি দিতে সাহায্য করত। তার মানে এই পন্থাতেও আমার বাঁচবার কোন আশা ছিল না।

'কিন্তু সত্যের ধারেপাশে না মাড়িয়ে যদি সবটাই বানিয়ে বলি। তাহলে কি বাঁচতে পারব? এবারও একটার পর একটা ফন্দি মাথায় আসতে লাগল। ওগুলো আর বলছি না, তবে এটুকু জেনে রাখুন, ওদের প্রত্যেকটাই কোন-না-কোন ফাঁক থাকার দরুণ আমাকে বাতিল করে দিতে হচ্ছিল। শুধু তাই নয়, কোন ক্ষেত্রেই, ম্যাণ্ডারসন যে আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন আর তারপর মারা গেছেন, এই দুটো জিনিসকে ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

'ম্যাণ্ডারসনের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে এইভাবে একটার পর একটা পরিকল্পনা করছি আর বাতিল হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে সময়ও হু হু করে পার হচ্ছে; শেষ অব্দি মরিয়া হয়ে চিন্তা করতে করতে একটা অদ্ভুত মতলব মাথায় এল।

'ম্যাণ্ডারসন তাঁর স্ত্রীর কাছে আমার নামে মিথ্যে উক্তিটা করার পর থেকে আমি আপনমনে বহুবার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করেছি। সেই কথাগুলো জানি না কেন, আবার আমার মনে পড়ে গেল। আমি বলে ফেললাম, 'মার্লো আমায় পূর্ণিমার আলোয় চারপাশটা ঘুরিয়ে আনবে বলছে। ও ভীষণ জোরাজুরি করছে; বলছে, এতে আমার ঘুম ভালো আসবে।' বলেই মনে হল—আরে! আমার গলাটা ঠিক ম্যাণ্ডারসনের মতো শোনাচ্ছে না!

'আপনি তো আগেই জেনেছেন, মিঃ ট্রেন্ট, যে অভিনয় আর অন্যের গলার স্বর অনুকরণ করার আমার সহজাত দক্ষতা আছে। ম্যাণ্ডারসনের গলা তো অহরহ নকল করতাম। কতবার যে বানারকে এইভাবে ঠকিয়ে দিয়েছি তার ঠিক নেই।' কাপল্‌সের দিকে ঘুরল মার্লো। 'আপনি তো ওঁর গলা চিনতেন। 'দেখুন তো এই রকম কিনা!' পরক্ষণেই সে ম্যাণ্ডারসনের অনুকরণ করে যে কথাগুলো বলল তা শুনে কাপল্‌স হতভম্ব!

একটু থেমে মার্লো আবার কথা শুরু করল, 'ব্যস, আমার কাম ফতে। ম্যাণ্ডারসন জীবিত অবস্থায় ফিরবেন নাই বা কেন? তাঁকে ফিরতেই হবে। আধ মিনিটের মধ্যে পরিকল্পনটা ছকে নিলাম। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভাববার সময় ছিল না, কারণ প্রত্যেকটা মুহূর্তই তখন মূল্যবান। মৃতদেহটা গাড়িতে শুইয়ে ওপরে একটা চাপা দিয়ে দিলাম—টুপি আর রিভলবারটাও তুলে নিলাম। আর-কোন সূত্র ওখানে রইল না। হোয়াইট গেবল্‌সের দিকে যখন গাড়িটা চালিয়ে যাচ্ছি তখন নিজের পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে আমি প্রায় নিশ্চিত বলা চলে। কিন্তু কাজটা করতে হবে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে, আর বাঁচতে হলে তাতে আমার কিছুতেই ব্যর্থ হওয়া চলবে না।

'বাড়ির কাছাকাছি এসে গাড়ির গতি কমিয়ে আমি রাস্তার চারধারে সতর্কে তাকাতে লাগলাম। কেউ কোথাও ছিল না। নিশ্চিন্ত মনে বাড়ির কোণের গেটটা থেকে হাত কুড়ি দূরে গাড়ি দাঁড় করালাম। এরপর করতে হল সেই বিপজ্জনক কাজটা। পরিষ্কার চাঁদের আলোর মধ্যে ম্যাণ্ডারসনের মৃতদেহটা পাঁজাকোলা করে নিয়ে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে, চালাঘরের পাশে রেখে এলাম।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মার্লো একটা গদি-মোড়া চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। তারপর রুমাল দিয়ে কপাল মুছে সিগারেট কেস থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাল। ট্রেন্ট লক্ষ্য করলেন তার দেশলাইয়ের কাঠি ধরা হাতটা অল্প অল্প কাঁপছে। 'বাকিটা তো আপনারা সবই জেনে ফেলেছেন। শেষ অব্দি ওই টাইট জুতোটা যে আমার সঙ্গে বেইমানি করবে আমার ধারণাও ছিল না। ম্যাণ্ডারসনকে যেখানে শুইয়ে দিয়েছিলাম তার আশেপাশে নরম মাটির ওপর আমার পায়ের ছাপ যাতে না পড়ে, তার জন্যে আমি যথেষ্ট সতর্ক ছিলাম। তাই গেটে ঢোকার আগেই জুতোটা খুলে পায়ে গলিয়ে নিই। নিজের জুতো, জ্যাকেট আর ওভারকোটটা মৃতদেহের পাশে রেখে প্রথমেই আমি লাইব্রেরি ঘরের জানালার পাশে নুড়ি-বিছানো রাস্তায়, আর জানালার চৌকাঠের ওধারে বেশ কয়েকটা পায়ের ছাপ এঁকে দিই। ওসব বেশ ভালোয় ভালোয় হয়েছিল, কিন্তু সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছিলাম মৃতদেহ থেকে পোশাক খুলে নতুন এক প্রস্থ স্যুট পরাতে। ওহ্, সে কি ঝামেলা! তারপর মুখ থেকে বাঁধানো দাঁতটা খোলাই কি সহজ ছিল! ওরকম সময়ে মাথা ঠিক রাখাও যায় না, যার জন্যে জামার হাতাটা টেনে দেওয়া আর জুতোর ফিতে ভালোভাবে বেঁধে দেবার মতো সাধারণ ব্যাপারগুলোও আমার নজর এড়িয়ে যায়। ঘড়িটা ভুল পকেটে ঢোকানোও আমার উচিত হয়নি—মারাত্মক ভুল ওটা।

'কিন্তু হুইস্কি সম্বন্ধে আপনার বিশ্লেষণে ভুল আছে। ওই কড়া মদটা আমি এক চুমুকই খেয়েছিলাম, বাকিটা আলমারি থেকে ছোট একটা ফ্লাস্ক বের করে, তাতে ভরে পকেটে রেখে দিই। সাংঘাতিক উদ্বেগজনক অবস্থার মধ্যে পড়ে গাড়ি চালানোর সময় ওটা আমার দু-এক ঢোক খেতে হয়েছিল। হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে বলে নিই—আপনি কিন্তু সাউদামটন পর্যন্ত গাড়িতে পৌছনোর সময়ের ক্ষেত্রে কিছুটা উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। আপনি লিখেছেন, সেই পরিস্থিতিতে রাতে গাড়ি চালিয়ে যদি সকাল সাড়ে ছ-টায় সাউদামটনে পৌছতে হয়, তাহলে দানবের গতিতে চালালেও মার্লস্টোন থেকে রাত বারটার মধ্যে বেরোতেই হবে—এর এক মিনিট পরে যাত্রা করলে চলবে না। কিন্তু মিঃ ট্রেন্ট, সেদিন মৃতদেহের পোশাক পাল্টাতে পাল্টাতেই সময় বারটা দশ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য আমার জায়গায় অন্য কেউ ওভাবে রাত্তিরে হেডলাইট নিভিয়ে ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালাতে সাহস করত কিনা আমার সন্দেহ আছে। দৃশ্যটা চিন্তা করলে আজও আমার লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

'বাড়িতে ঢুকে যা যা করেছিলাম তা অত বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই, কারণ ওসব আপনারা আগেই আন্দাজ করে নিয়েছেন। তবু আমার মুখ থেকে সংক্ষেপে শুনে নিন। মার্টিন আমাকে একলা রেখে বেরিয়ে যাবার পরই আমি নিজের রুমাল আর কলমের হাতল দিয়ে প্রথমে রিভলবার থেকে হাতের ছাপগুলো ভালো করে মুছে ফেলি। তারপর নোটের প্যাকেট মানিব্যাগ আর হীরেগুলো ম্যাণ্ডারসনের দেরাজ-টেবিলে ঢুকিয়ে দিই। এর চাবিটা ম্যাণ্ডারসনের জ্যাকেটের পকেটে ছিল। দোতলায় যাবার আগে আমাকে খানিকটা চিন্তা করতে হয়েছিল, কারণ যদিও মার্টিনকে নিয়ে তেমন সমস্যা ছিল না, কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে ওপরতলার কেউ বারান্দায় বেরিয়ে আসতে পারত। বিশেষ করে আমাদের ফরাসী ঝিটির রাতে যখন তখন বেরোনোর অভ্যাস ছিল। বানারের ঘুম ভীষণ গাঢ়, তার কথা আমি একবারও ভাবিনি, কিন্তু মিসেস ম্যাণ্ডারসন সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ সংশয় ছিল—যদিও তাঁর মুখ থেকেই আমি শুনেছিলাম, রাত এগারটার মধ্যে উনি সাধারণত ঘুমিয়ে পড়েন, তবু ওপরে ওঠাটা খুব সহজ ছিল না। শেষ অব্দি অবশ্য কিছুই হয়নি।

'করিডরে পৌছে আমার প্রথম কাজ ছিল নিজের ঘরে ঢুকে রিভলবার আর কার্তুজগুলো যথাস্থানে রাখা। তারপর লাইট নিভিয়ে নিঃশব্দে ম্যাণ্ডারসনের ঘরে ঢুকি।

'ওখানে যা যা করেছিলাম সবই আপনারা জানেন। জুতোটা দোরগোড়ায় খুলে রেখে ম্যাণ্ডারসনের জ্যাকেট, ওয়েস্টকোট, প্যান্ট, টাই ইত্যাদি একটা চেয়ারে রেখে দিই। বাঁধানো দাঁতের পাটিটা জলে ডোবানোর সময় বোকার মতো পাত্রটা ধরতে গিয়ে ওতে আমার আঙুলের ছাপ পড়ে গিয়েছিল। দেরাজের ছাপটা সম্ভবত নতুন টাইটা বের করার সময় পড়ে। নতুন এক প্রস্থ স্যুট আর জুতো বেছে বিছানায় দু-একবার গড়াগড়ি খেয়ে ওটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিলাম। এ-সবই আপনারা ধরতে পেরেছেন, কিন্তু পারেননি একটা জিনিস আন্দাজ করতে। আমার সে-সময়কার মানসিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষেও সম্ভব নয়।

'আমার সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল ওপাশ থেকে মিসেস ম্যাণ্ডারসন হঠাৎ কথা বলে ওঠাতে। এ সম্ভাবনার কথা আমি আগে যে ভাবিনি তা নয়, তবু সেই মুহূর্তে কেন জানি না আমি সম্পূর্ণভাবে স্নায়ুর জোর হারিয়ে ফেলেছিলাম। যাই হোক, তবু ব্যাগটাকে সামাল দিতে পেরেছি—'

'ও ঘটনাটা ঘটে যাবার পর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, চুপচাপ আর কিছুক্ষণ কাটিয়ে দেব, কারণ মিসেস ম্যাণ্ডারসন ঘুমিয়ে না-পড়া পর্যন্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার পক্ষে তাঁর ঘরের জানালা দিয়ে পালানো সম্ভব নয়। তাই-ই করেছিলাম শেষ অব্দি, প্রায় আধঘণ্টা কাঠ হয়ে বিছানায় শুয়েছিলাম। সাউদামটনে পৌঁছে আমাকে নিজের অ্যালিবাই ঠিক করতে হোটেলে আর জাহাজঘাটায় কিছু লোক-দেখানো অনুসন্ধান করতে হয়েছিল।

'আচ্ছা, একটা কথা,' ট্রেন্ট বাধা দিলেন। 'আপনি মিসেস ম্যাণ্ডারসনের ঘরের জানালা দিয়ে পালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন কেন? ওদিক দিয়ে না গিয়ে আপনি যদি বারান্দার উল্টোদিকে বৈঠকখানাটা বা বাকি দুটো খালি ঘরের ভেতর দিয়ে বাড়ির অন্য পাশে নামতেন, তাহলে আমার মনে হয় অতটা ঝুঁকি থাকত না—নয় কি?'

'আপনার কি তাই ধারণা?' মার্লো ম্লানভাবে হাসল। 'আসলে কি জানেন, অতখানি স্নায়ুর জোর তখন আমার ছিল না। ম্যাণ্ডারসনের ঘরে ঢোকার পর কিসের এক অজানা আতঙ্কে আমি দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তাতে সুবিধে হয়েছিল এই যে, আমার বিপদের চৌহদ্দিটা তখন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আমি জানি ঝামেলা তখন আমার একটাই, আর সেটা আমার সামনে—মিসেস ম্যাণ্ডারসন। সেটাও অংশত কাটিয়ে ওঠা গেছে, এবার শুধু তাঁর ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষা। আচমকা কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে রাস্তা আমার সাফ। কিন্তু চিন্তা করুন, ম্যাণ্ডারসনের পোশাক আর জুতো হাতে নিয়ে, শুধু মোজা পায়ে, দরজাটা আবার খুলে আমি ওপাশের একটা খালি ঘরে ঢুকছি; চাঁদের আলোয় বারান্দাটা ভরে রয়েছে, সেক্ষেত্রে যতই আমি মুখ চাপা দিয়ে রাখি, কেউ আমায় তখন দেখলে ম্যাণ্ডারসন বলে ভুল করতে পারত কি? অসম্ভব! মার্টিন, বানার, সিলেস্তিন নামে ঝিটা, বা যে-কোন চাকর-বাকর সেই সময় কোন কারণে ঘর থেকে বেরোলেই আমি ধরা পড়ে যেতাম। তাই সব দিক বিবেচনা করে আমি মিসেস ম্যাণ্ডারসনের ঘরের জানালা দিয়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নিই।'

মার্লো ট্রেন্টের দিকে তাকাতে তিনি ঘাড় নাড়লেন, অর্থাৎ প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব তিনি পেয়েছেন।

'আর সাউদামটনে গিয়ে যা যা করেছিলাম সেগুলো তো আপনি নিশ্চয়ই জানতে পেরে গেছেন,' মার্লো আবার বলতে শুরু করল। 'বেরোনোর আগে লাইব্রেরি ঘর থেকে সাউদামটনের হোটেলে ট্রাঙ্ককল করে জানতে চাই হ্যারিস নামে কেউ ওখানে উঠেছে কিনা। আর বলা বাহুল্য, আমার প্রত্যাশা অনুযায়ী ওরা জবাব দিয়েছিল—না, ও নামে কেউ আসেনি।

'শুধু ওই কারণেই কি আপনি ফোনটা করেছিলেন ?' ট্রেন্ট প্রশ্ন করলেন।

'না, এছাড়া মার্টিনকে ধোঁকা দেওয়াও আমার উদ্দেশ্য ছিল। আমি এমনভাবে ফোনের সামনে বসেছিলাম, যাতে মার্টিন পেছন থেকে আমার টুপি আর জ্যাকেটটাই কেবল দেখতে পায়। আর ফোনটা আমি সত্যিই করেছিলাম, না হলে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের লোকেরা আপনাদের জানিয়ে দিত, সেই রাতে হোয়াইট গেবল্‌স থেকে কোন ট্রাঙ্ক কল যায়নি।'

'হ্যা, ওটা আমি প্রথমেই জেনে নিয়েছিলাম। ওই ফোনটা আর সাউদামটন থেকে হ্যারিসের না-আসার সংবাদ জানিয়ে ম্যাণ্ডারসনকে আপনার টেলিগ্রামটা—দুটোই তারিফ করার মতো।'

মার্লোর ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। 'আর-কিছু বোধ হয় বলার নেই। মার্লস্টোনে ফিরে এসে আপনার গোয়েন্দা বন্ধুটির সম্মুখীন হয়েছিলাম। তারপর এলেন আপনি।'

ছোট্ট একটু নীরবতার পর ট্রেন্ট হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মার্লো গম্ভীর হয়ে তাঁর দিকে তাকাল। 'এবার কি জেরা করবেন ?'

'নাঃ।' আড়মোড়া ভাঙলেন ট্রেন্ট। 'হাত-পাগুলো জমে গেছে, একটু খেলিয়ে নিচ্ছি। প্রশ্ন আমার কিছু নেই, আপনার কথাগুলো আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছি। ভাববেন না আপনার মুখ দেখে আমি সব মেনে নিলাম। এর একমাত্র কারণ, আমার বদ্ধমূল ধারণা, কারুর পক্ষেই আমার সামনে একনাগাড়ে ঘণ্টাখানেক ধরে মিথ্যে বলে যাওয়া সম্ভব নয়—সেরকম হলে আমি ধরতে পারবই। আপনার ঘটনাটা নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক; কিন্তু ম্যাণ্ডারসনও যে অস্বাভাবিক প্রকৃতির লোক ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আপনার আচরণ কিছুটা কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো হয়েছে ঠিক কথা, কিন্তু এও সত্যি, সেই সময় বিবেকের নির্দেশে চললে আপনার পক্ষে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা হয়তো সম্ভব হত না। তবে সমস্ত কিছু বিচার করার পর, আমি বা যে কেউ, নির্দ্বিধায় আপনার অসীম সাহসিকতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য।' মার্লোকে লজ্জিত দেখাল, কথা বলতে ইতস্তত করতে লাগল সে। সেই সময় কাপল্‌স হঠাৎ একবার শুকনো কাশি কেশে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমার মতামত যদি জানাতে হয় তাহলে বলি, আমি কোন সময়ে আপনাকে হত্যাকারী হিসেবে ভাবিনি।' ট্রেন্ট এবং মার্লো দুজনেই তাঁর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন। 'কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন আমার করার আছে।'

মার্লো মুখে কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল।

'ধরুন,' কাপল্‌স বললেন। 'অন্য কাউকে ও ব্যাপারে সন্দেহ করে অভিযুক্ত করা হল। সেক্ষেত্রে আপনি কি করতেন ?'

'আমার মনে হয় তখন আমার একটাই করণীয় ছিল। প্রতিবাদী পক্ষের উকিলের কাছে সব ঘটনা খুলে বলে নিজেকে তাদের হাতে ছেড়ে দিতাম।'

ট্রেন্ট আচমকা উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। 'আমি মনশ্চক্ষে তাদের মুখের ছবিটা দেখতে পাচ্ছি। আসলে কারুরই বিপদের সম্ভাবনা ছিল না, কারণ আপনাদের

কারুর বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়নি। আজ সকালেই আমি থানায় মার্চের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সে আমাকে বলল, ওরা বানারের অভিমতটাই গ্রহণ করেছে—অর্থাৎ, এর পেছনে কোন প্রতিহিংসাপরায়ণ আমেরিকান কৃষ্ণকায় গোষ্ঠির হাত আছে। সুতরাং, ম্যাণ্ডারসন-হত্যাকাণ্ডের ' এখানেই পরিসমাপ্তি।' টেবিল থেকে খামটা তুলে নিয়ে তিনি অগ্নিকুণ্ডে ছুঁড়ে দিলেন। 'আচ্ছা, চলি আমরা। সাতটা বাজে প্রায়, আর আধ ঘণ্টা পরে আমার আর কাপল্‌সের এক জায়গায় যাবার কথা। বিদায়, মিঃ মার্লো।—আমিই সেই লোক যে আপনাকে ফাঁসিকাঠে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে জানি না আপনি আমায় ক্ষমা করবেন কিনা। হাত মেলাতে পারি আপনার সঙ্গে?'

পনের. অন্তিম চমক

'সাড়ে সাতটায় যাবার কথা কি বলছিলে?' মার্লোর ফ্ল্যাট-বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাপল্‌স ট্রেণ্টের কাছে জানতে চাইলেন। 'সত্যিই কি কোথাও যাবার আছে?'

'নিশ্চয়ই। আজ তুমি আমার সঙ্গে শেফার্ডে ডিনার খাচ্ছ। আমিই খাওয়াব তোমাকে। না না, কাপল্‌স, বাধা দিও না আমাকে—প্রস্তাবটা আমারই। গত এক বছর ধরে যে কেসটা আমার মনকে অনবরত খোঁচা দিয়ে চলেছিল আজ তার মীমাংসা হয়েছে; সুতরাং দিনটাকে স্মরণীয় করে তুলতে আজ আমরা একসঙ্গে খাব।—ট্যাক্সি!'

একটা ট্যাক্সি ধীরগতিতে এসে পথের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল। চালককে গন্তব্যস্থলের নির্দেশ দিয়ে ট্রেণ্ট আর কাপল্‌স উঠে বসলেন।

'শেফার্ডের মতো দামী রেস্তোরাঁয় তোমায় নিয়ে যাওয়ার পেছনে আমার আরও একটা উদ্দেশ্য আছে।' সিগারেট ধরিয়ে আয়েস করে টান দিলেন ট্রেণ্ট। 'আমি পৃথিবীর সব চাইতে সুন্দরী এক মহিলাকে বিয়ে করতে চলেছি। আশা করি, তার নামটা তোমায় বলে দিতে হবে না।'

কাপলস্ সবিস্ময়ে ঘুরে তাকালেন। 'ম্যাবেল!'

ট্রেণ্ট রহস্যময় হাসি হাসলেন।

'আরে, ট্রেণ্ট, তুমি করেছ কি! এস এস, হাত মেলাও!' কাপল্‌স হৈ-হৈ করে উঠলেন। 'সত্যি, আমি আমার আনন্দের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না! তোমাকে কিভাবে যে অভিনন্দন জানাই!—তুমি কি বিশ্বাস করবে, কতদিন ধরে এই আশা আমি মনে চেপে রেখেছি! তোমার দুর্বলতার কথা কিন্তু আমি অনেক আগেই আন্দাজ করেছিলাম, আমার কেবল সন্দেহ ছিল ম্যাবেলকে নিয়ে।' কৌতুকে তাঁর চোখ দুটো ঝিকমিক করে উঠল। 'আমি তোমায় লক্ষ্য করেছি যেদিন তোমরা আমার বাড়িতে রাতে খেতে এসেছিলে। তোমার কানটা ছিল প্রফেসর পেপেমুলারের দিকে ঠিকই কিন্তু চোখটা তুমি আগাগোড়া ম্যাবেলের ওপর রেখেছিলে। কি, ঠিক বলিনি?'

'ম্যাবেল আবার বলছে ও নাকি তারও আগে জানত। অথচ আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিলাম আমাকে কেউ ধরতে পারবে না। অবশ্য ওসব ব্যাপারে আমি কোনদিনই তেমন পটু ছিলাম না। এখন আর-একটুও অবাক হব না, যদি শুনি বুড়ো পেপেমুলারও সেদিন তার মোটা চশমার কাঁচের আড়াল থেকে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে।'

কথায় কথায় ওরা শেফার্ডের সামনে পৌঁছে গেলেন। বিরাট রেস্তোরাঁটার এক কোণে একটা নিরিবিলি টেবিলে বসে ট্রেন্ট বললেন, 'এখানের মদটা বড় চমৎকার। কোন্‌টা খাবে বল?'

'আমি খাব দুধ আর সোডা ওয়াটার।'

'আস্তে বল, কাপল্‌স। এখানকার হেড ওয়েটারের হার্ট ভীষণ দুর্বল, তোমার কথাগুলো ওর কানে চলে যেতে পারে। দুধ আর সোডা ওয়াটার! আর-কিছু খুঁজে পেলে না তুমি? তার থেকে আমি যা খাওয়াচ্ছি চেখে দেখ। ওই আমাদের খাবার এসে গেছে। ওয়েটারটি টেবিলে প্লেট সাজানোর সময় ট্রেন্ট তাকে নতুন এক প্রস্থ ফরমাশ পেশ করলেন। সে চলে যাবার পর কাপল্‌সকে বললেন, 'নাও, আমার জানা একটা মদ তোমার জন্যে আনতে দিলাম। আশা করি, তোমার ভালোই লাগবে।'

কাপল্‌স মাংসের প্লেটের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, 'মদটদ খাবার অভ্যেস কোনদিনই নেই। একবার জিনিসটা কিরকম খেতে লাগে জানতে নিজের পয়সায় একটা বোতল কিনেছিলাম। সেটা খেতে গিয়ে এমন অবস্থা যে নিজেই শেষে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। অবশ্য মালটা খারাপও থাকতে পারে। তবে তোমারটা আজ আমি নিশ্চয়ই খাব—আজকের দিনে আমি যে কতটা খুশি তার একটা স্বাক্ষর তোমার কাছে রেখে যেতে চাই। এমন একটা দিন বেশ কয়েক বছর আমার জীবনে আসেনি।'

ওয়েটার পানীয় ঢেলে দেবার পর কাপল্‌স্ গেলাস তুলে নিলেন। 'ম্যাণ্ডারসন-রহস্যের অবসান, নিরপরাধ ব্যক্তির অভিযোগ থেকে মুক্তি আর সেই সঙ্গে তোমার আর ম্যাবেলের শুভ মিলনের আনন্দ সার্থক করে তুলতে আজ আমি এই পানীয় মুখে দিচ্ছি।'

ট্রেন্ট হাসলেন। 'আচ্ছা কাপল্‌স, তুমি তখন মার্লোকে যে-কথাটা বললে, তাকে তুমি কোন সময়েই হত্যাকারী ভাবনি—এটা বলার পেছনে তোমার কি উদ্দেশ্য ছিল? অকারণে কথাটা বলার মতো লোক তো তুমি নও!'

'তার কারণ আমি ও-ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম,' কাপল্‌স্ দৃঢ় গলায় বললেন।

দু কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন ট্রেন্ট। 'আমার লেখাটা পড়ে আর সব-কিছু আলোচনা করার পরেও যদি তুমি ও-কথা বল, তাহলে ধরে নিতে হয় যুক্তির থেকে মানবিকতার ওপর তুমি বেশি গুরুত্ব দিয়েছ। মার্লোর আচরণ—'

'তাহলে আবার আমাকে বলতে হচ্ছে, সব রকম যুক্তি-তর্কের পরেও আমি এমন কিছু প্রথম থেকে জানতাম যা থেকে মার্লোর নির্দোষিতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারে না। মার্লোর বিরুদ্ধে কোন কেস হলে, সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে

আমার একটা মাত্র বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সে বেকসুর খালাস পেয়ে যেত।' বলেই কাপল্‌স আবার ছুরি-কাঁটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

টেবিলে চাপড় মেরে ট্রেন্ট অস্বাভাবিক স্বরে হেসে উঠলেন। 'হতেই পারে না। ওটা তোমার কল্পনা; সম্ভবত পানীয়টা এর মধ্যেই তোমার পেটে প্রতিক্রিয়া শুরু করেছে। আমি আগাগোড়া কেসটা ঘাঁটার পরেও যা জানতে পারিনি, তোমার তা প্রথম থেকে জানা ছিল, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য!'

মুখে খাবার ভর্তি অবস্থায় কাপল্‌স জোরে জোরে ঘাড় নাড়লেন। তারপর মুখ খালি করে গোঁফ মুছে টেবিলে ঝুঁকে বসলেন। 'ব্যাপারটা অতি সাধারণ। আমিই ম্যাণ্ডারসনকে গুলি করেছিলাম।'

'তোমাকে চমকে দিলাম মনে হচ্ছে!'

কাপল্‌সের কথা শুনে হতবুদ্ধি অবস্থাটা ঢাকতে গিয়ে ট্রেন্ট তাড়াতাড়ি পানীয়ের গেলাসটা তুলতে গেলেন, কিন্তু হুড়োহুড়িতে অর্ধেকটা পানীয় চলকে পড়ল। মুখ অব্দি গেলাসটা না এনেই তিনি ওটা নামিয়ে রাখলেন, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন 'খুলে বল ব্যাপারটা।'

'খুন এটাকে বলব না,' কাঁটাচামচ টেবিলের ধারে ঘষতে ঘষতে কাপল্‌স তাঁর কাহিনী শুরু করলেন। 'আর চেপে লাভ নেই, তোমাকে সবই শোনাচ্ছি।—রবিবার রাতে ঘুমোনোর আগে যথারীতি বেড়াতে বেরিয়েছি—তখন সোয়া দশটা বেজে গেছে। হোয়াইট গেবল্‌সের পেছনের রাস্তাটা ধরে হেঁটে, বড় মোড়টা ঘুরে গলফ্ মাঠের গেট-বরাবর এসে ভাবলাম, পাহাড়ী সড়কটা ধরে আর খানিকটা গিয়ে হোটেলের দিকে ফিরে আসব। কিন্তু সবে কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় পেছন থেকে শব্দ পেলাম। গাড়িটা থামল ওই গেটটারই মুখে আর তখনই আমি ম্যাণ্ডারসনকে দেখতে পেলাম। তোমার মনে আছে কি, সেবার আমি তোমায় বলেছিলাম, হোটেলে আমাদের মধ্যে তর্কাতর্কি হবার পর আর-একবার তাকে জীবিত অবস্থায় দেখেছিলাম? এটাই সেই শেষ দেখা। তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে, আমি তার জবাব দিয়েছিলাম—তোমার কাছে মিথ্যে বলার প্রয়োজন ছিল বলে আমার মনে হয়নি।'

ট্রেন্ট গেলাসে চুমুক দিলেন। 'তারপর?'

'তুমি জান, ওটা ছিল পূর্ণিমার রাত, কিন্তু আমি একটা পাথরের দেয়ালের পাশে গাছগাছালির আড়ালে ছিলাম বলে ওরা আমাকে দেখতে পায়নি। মার্লো আমাদের যা যা বলেছে সবই আমি শুনেছি, গাড়িটাকেও বিশপস্ ব্রিজের দিকে যেতে দেখেছি। ম্যাণ্ডারসনের মুখ তখন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, কারণ সে তখন আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে ছিল, কিন্তু গাড়িটা স্টার্ট নিয়ে এগোতেই লক্ষ্য করলাম সে প্রচণ্ড ভাবে বাঁ হাতটা ঝাঁকিয়ে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে উঠল। ব্যাপারটা কিরকম বেখাপ্পা ঠেকল আমার কাছে। যাই হোক, এতই বিতৃষ্ণা জন্মেছিল লোকটার ওপর যে ভাবলাম, আর দেখা করব না; ও এগিয়ে যাবার পর আমি ফিরব। কিন্তু সে যাবার লক্ষণ দেখাল না, গলফ্ মাঠের গেটটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে মাঠের ওপর

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাও ঠিক স্বাভাবিক নয়; ঘাড়টা বেঁকানো, দুটো হাত শিথিল হয়ে দুপাশে ঝুলছে—ঠিক মনে হচ্ছিল একটা কাঠের পুতুল। কয়েক সেকেণ্ড ওই অবস্থায় থাকার পর আচমকা এক ঝটকায় সে ডান হাতটা ওভার-কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিল। সেই সময় মাথাটা তুলতে আমি তার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে রয়েছে, চোখ দুটো ভাঁটার মতো জ্বলছে—সে এক বীভৎস মুখ। তখুনি বুঝে গেলাম লোকটা প্রকৃতিস্থ নয়। কথাটা সবেমাত্র মনে হয়েছে, এমন সময় চাঁদের আলোয় তার ডান হাতটা চকচক করে উঠল, পরক্ষণেই পিস্তলটা নিজের বুকে ঠেসে ধরল সে।

'এখানে একটা কথা বলে রাখি। আমার আজও সন্দেহ আছে ম্যাণ্ডারসন সেদিন আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল কিনা। মার্লোর পক্ষে অবশ্য ওটাই অনুমান করে নেওয়া স্বাভাবিক, তবে আমার যতদূর ধারণা, তার উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে খানিকটা জখম করে, মার্লোর ওপর হত্যার প্রচেষ্টা আর ডাকাতির অভিযোগ আনা।

'সেই মুহূর্তে অবশ্য আমি আত্মহত্যার কথাটাই ভেবেছিলাম, তাই কালক্ষেপ না করে ছুটে এসে তার হাতটা ধরে ফেলি। কিন্তু ম্যাণ্ডারসন এক হ্যাঁচকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সজোরে আমার বুকে একটা ঘুঁষি মেরেই পিস্তলটা আমার কপালে চেপে ধরল। আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। ওর পিস্তল-ধরা হাতের কব্জিটা খামচে ধরে গায়ের যত জোর ছিল তাই দিয়ে মোচড়াতে শুরু করলাম। ওর কব্জির আঁচড়গুলোর কথা নিশ্চয়ই তুমি ভুলে যাওনি, আশা করি। আমি তখন নিজের জান বাঁচাতে লড়ছি, কিন্তু ওর চোখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম সে আমায় খুন করতে চায়। দুটো উন্মত্ত পশুর মতো নির্বাক অবস্থায় লড়াই চলছিল আমাদের। শেষে অমানুষিক চেষ্টায় ওর কব্জি মুচড়িয়ে কোনরকমে পিস্তলের মুখটা মাটির দিকে নামালাম। আমার শরীরে যে অত শক্তি আছে তা আমার আগে ধারণা ছিল না। —ওই অবস্থাতেই খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চলল। ও হাত বাঁকাতে চেষ্টা করছে আর আমি ক্রমাগত চাপ দিয়ে ঠেসে চলেছি। শেষে মওকা বুঝে ওর খালি হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিলাম। আশ্চর্যের কথা, এতেও কিন্তু গুলি ছুটে যায়নি। পিস্তলটা হাতে পেয়ে আর এক মুহূর্তও দেরি না করে পিছিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু ম্যাণ্ডারসন বুনো বেড়ালের মতো আমার ওপর লাফিয়ে পড়ল—গুলিটা সেই সময় আমার হাত থেকে ছুটে যায়। প্রায় গজখানেক দূরে ঘাসের ওপর সে ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলটা ফেলে দিয়ে আমি ছুটে গেলাম।—ওর হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকুনি আমার হাতের নিচেই স্তব্ধ হয়ে গেল। কতক্ষণ পাথরের মতো ওখানে বসেছিলাম বলতে পারব না; আমার সম্বিৎ ফিরেছিল গাড়িটার ফিরে আসার শব্দে।

'ট্রেণ্ট তোমাকে মার্লো একটা শব্দও বাড়িয়ে বলেনি। উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় যতক্ষণ সে মৃতদেহের চারপাশে ঘাস-জমির ওপর ঘোরাফেরা করেছে, আমি সারাক্ষণ তার থেকে কয়েক গজ দূরে বড় বড় ঘাসের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে বসেছিলাম। বেরিয়ে আসার সাহস আমার হয়নি। কেবলই মনে হচ্ছিল, সেইদিন সকালে

হোটেলের মধ্যে প্রকাশ্যে ম্যাণ্ডারসনের সঙ্গে আমার বচসার কথা। অস্বীকার করব না তোমার কাছে, নানারকম অজানা আশঙ্কার কথা চিন্তা করে আমি তখন থরথর করে কাঁপছিলাম। আমি জানি, বাঁচতে গেলে আমাকে তখন চালাকি করতেই হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হোটেলে ফিরে এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে পরে এই ব্যাপারে না জড়িয়ে পড়ি। তখনও কিন্তু আমার ধারণা, মার্লো ফিরে গিয়ে মৃতদেহ দেখার কথা সকলকে জানাবে, আর স্বাভাবিক কারণেই শেষ পর্যন্ত ওটাকে আত্মহত্যার ঘটনা বলে রায় দেবে।

'কিন্তু যখন দেখলাম ও দেহটা গাড়িতে ওঠানোর তোড়জোড় করছে, আমি আর অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করলাম না। ওর নজর বাঁচিয়ে চটপট ক্লাব-হাউসের দেয়ালের কাছে চলে এসে, ওখান থেকে কাঁটাতারের বেড়া টপকে সংক্ষিপ্ততম রাস্তাটা ধরে হোটেলের কাছে ফিরে এলাম।

'অতটা রাস্তা দৌড়ে এসে তখন আমি হাঁপাচ্ছি। ধারে-কাছে কেউ নেই দেখে চট করে পেছন দিকে চলে এলাম। সামনেই দেখলাম লিখবার ঘরের জানালাটা খোলা ভেতরটা ফাঁকা। সঙ্গে সঙ্গে কার্নিসে উঠে ঘরে ঢুকে পড়লাম আর চিঠি লেখার ভান করে ঘণ্টি টিপলাম। ওয়েটার এল। তাকে বললাম, কিছু স্ট্যাম্প যোগাড় করে দিতে। ব্যস, আমার কার্যসিদ্ধি! সে স্ট্যাম্প নিয়ে আসার পরেই আমি শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুমোতে অবশ্য পারিনি।'

আর বলার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে কাপল্‌স চুপ করে গেলেন। ট্রেণ্টের ভঙ্গিমা তাঁকে কিঞ্চিৎ বিস্মিত করল। দু হাতে কপালের ধার চেপে মাথা নিচু করে তিনি বসেছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে বললেন, 'কাপল্‌স, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আর-কোন দিন রহস্য-সন্ধানে উদ্যোগী হব না। ম্যাণ্ডারসনেরটাই ফিলিপ ট্রেণ্টের জীবনের শেষ কেস। তার অতি বড় দর্প আজ চুরমার হয়ে গেছে।' ম্লানভাবে হাসলেন তিনি। 'আমি সব সইতে পারি, কিন্তু ব্যর্থতার গ্লানি আমার কাছে অসহনীয়। কাপল্‌স সত্যিই বলার মতো কিছু আমার নেই। শুধু এটুকু স্বীকার করে নিচ্ছি—তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছ। আজ পরাজিত আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তোমার স্বাস্থ্য কামনা করে পানীয়ের গেলাসে চুমুক দিচ্ছি। আমাদের ডিনারের খরচা তুমিই দিও।'

জ্যাক রিচি

ক্রাইম মেশিন
(দিব্য-দৃষ্টি)

ভাষান্তর
অসিত মৈত্র

লেখক এবং রচনা প্রসঙ্গ

আমেরিকার তরুণ খ্যাতনামা রহস্য-গল্প লেখকদের মধ্যে জ্যাক রিচি অন্যতম। আজ পর্যন্ত তাঁর একক গল্পের সংকলন একটি কি দুটি প্রকাশিত হলেও, হিচককের বিভিন্ন সংকলনে তাঁর অজস্র গল্প স্থান পেয়েছে। এবং তাঁর প্রায় প্রতিটা গল্পই বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও আঙ্গিকের নিপুণতায় দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। জ্যাক রিচির যে কয়েকটা গল্প ইতিপূর্বে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে, ক্রাইম মেশিন (দিব্য-দৃষ্টি) তার মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য—কাহিনী-বিন্যাসে এবং আঙ্গিকের অনন্যতায় এই গল্পের জুড়ি মেলা ভার ।

স্বর্গত এইচ. জি. ওয়েলসের বিজ্ঞান-ভিত্তিক কাল্পনিক উপন্যাস টাইম মেশিনের কাহিনীর সঙ্গে অনেকেই অল্পবিস্তর পরিচিত। সেখানে ওয়েলস্ এমন এক আবিষ্কারের কথা বলেছেন, যার সাহায্যে পৃথিবীর যে-কোন স্থানের ভূত-ভবিষ্যৎ, অতীত-বর্তমান সমস্তই নিমেষে জানা যায়। ইচ্ছে করলে আপনি প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার যুগে চলে যেতে পারেন, আবার একবিংশ বা দ্বাবিংশ শতাব্দীর কোন সভায় হাজির থাকতে পারেন। আগামী দিনের সবুজ পৃথিবী আপনার চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠবে। আমার এই গল্পের নায়ক হেনরি এসে একদিন আমাকে জানাল ও নাকি টাইম-মেশিনের অনুরূপ এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। আদর করে তার নাম দিয়েছে দিব্য-দৃষ্টি। তবে তার দিব্য-দৃষ্টিতে বর্তমানে শুধু অতীতটাই দেখা যায়। হেনরির দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন ভবিষ্যৎও ধরা দেবে।

এক.

'আপনার শেষ খুনটার সময় আমি অকুস্থলে হাজির ছিলাম,' হেনরি গোবেচারি মুখ করে আমার দিকে তাকাল।

প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে লাইটার জ্বেলে ধরালাম। তারপর একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বললাম, 'তাই নাকি?'

'আমায় অবশ্য তখন কেউ দেখতে পায়নি। আপনিও না।'

'আপনি বোধ হয় স্ব-আবিষ্কৃত দিব্য-দৃষ্টিতে চড়ে বসেছিলেন?' আমার ঠোঁটের ডগায় অস্বস্তির মৃদু হাসি ম্লান হয়ে লেগে রইল।

হেনরি কথা না বলে সায় দেবার ভঙ্গিতে শুধু মাথা নাড়ল বার দুয়েক।

প্রকৃতপক্ষে আমি ওর কথার বিন্দুবিসর্গ কিছুই বিশ্বাস করি না। দিব্য-দৃষ্টি সম্পর্কে এতক্ষণ যা বলে গেল তা নিছক গাঁজা মাত্র। হয়তো অন্য-কোন উপায়ে ব্যাপারটা ও জানতে পেরেছে। কিন্তু তাই বা কিভাবে সম্ভব, কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না!

খুন হচ্ছে আমার পেশা। এবং জেমস ব্র্যাডির হত্যার ব্যাপারে এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী থেকে গেছে জেনে স্বভাবতই আমি বিশেষ বিব্রত। এখন যে-কোন উপায়ে হতচ্ছাড়া হেনরির হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। আমি ওর ব্ল্যাক-মেলের শিকার হব—এমন ইচ্ছে আমার আদৌ নেই। অন্ততপক্ষে, বেশি দিন তো এ ব্যাপার কোনমতেই চলতে দেওয়া যেতে পারে না। আমার নিরাপত্তার জন্যেই শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিতে হবে বেচারিকে।

'আপনার বাসায় হাজির হবার আগে আমি বেশ ঢাকঢোল পিটিয়েই এসেছি।' আমার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করল হেনরি। মনে হয় ও আমার মনের কথা আঁচ করে নিয়েছে। 'কি কারণে এখানে এসেছি তা অবশ্য কেউ জানে না, সেদিক থেকে আপনার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। তবে বুঝতেই পারছেন মিঃ রীভস্,

এমন একটা পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই আমাকে কিঞ্চিৎ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে। দৈবাৎ আমি যদি আর ফিরে না যাই, তবে তারা অন্তত এটুকু জানবে যে আপনার বাসা থেকেই আমি নিখোঁজ হয়ে গেছি।'

আমি আবার বরাভয় ভঙ্গিতে হাসি হাসি মুখ করে তাকালাম।—'না-না, নিজের ফ্ল্যাটের মধ্যে আমি কখনও কাউকে খুন করি না। সেটা হবে আতিথেয়তার চূড়ান্ত অপমান। আপনি নির্ভয়ে ব্র্যাণ্ডির গ্লাস মুখে তুলতে পারেন। ওর মধ্যে নির্জলা ব্র্যাণ্ডি ছাড়া অন্য-কিছু নেই।'

ঘরের মধ্যে এক জমাট অস্বস্তিকর পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও মনে মনে আমি এক ধরনের মজা উপভোগ করছিলাম। 'আচ্ছা, মিঃ হেনরি, আপনার এই দিব্য-দৃষ্টিটা কি নাপিতদের সেলুনে চুল-ছাঁটাইয়ের চেয়ারের মতো দেখতে?'

'অনেকটা।' হেনরি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

'এর সাহায্যে কি ভূত-ভবিষ্যৎ সবই আপনি জানতে পারেন?

'না, শুধু অতীতটাই এখন আমার দিব্য-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। তবে ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি খুব ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছি। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে সে-বিষয়েও সাফল্য লাভ করব। কিন্তু আমার দিব্য-দৃষ্টি সচল এবং গতিশীল। কেবলমাত্র অতীতমুখী হলেও ডায়াল ঘুরিয়ে পৃথিবীর যে-কোন স্থানে আপনি এটাকে নিয়ে যেতে পারেন। অলওয়েভ রেডিও বা মালটি চ্যানেল টিভি সেটে যেমন দেশবিদেশের বিভিন্ন স্টেশন ধরা যায়, সেই রকম।'

'বাঃ—চমৎকার!' কপট বিস্ময়ে আমি তাকে বাহবা দিয়ে উঠলাম। 'এটা তাহলে পুরনো মডেলের টাইম-মেশিনের চেয়ে অনেক উন্নত বলুন! আর আপনিও নিশ্চয় ওই চেয়ারে বসে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যান?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। তবে সেই সমস্ত অতীত ঘটনাবলীর মধ্যে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কেবল অদৃশ্য থেকে আমি সব-কিছু দেখতে পারি, এইমাত্র!'

তবু ভাল! লোকটা পুরোদস্তুর পাগল হলেও কিছুটা কাণ্ডজ্ঞানের ছিটেফোঁটা এখনও ওর মগজের মধ্যে অবশিষ্ট আছে।

ঘণ্টাখানেক আগে হেনরি আমার ফ্ল্যাটে এসে হাজির হয়েছে। তবে ওর পদবীটা জানায়নি। ব্ল্যাকমেলই যে ওর আগমনের হেতু সেটা বুঝে নিতে কোন অসুবিধে হয় না। ছোকরার চেহারা নেহাত মন্দ নয়। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, মাথার চুলগুলো উসকোখুসকো, কালো ফ্রেমের পুরু লেন্সের চশমাটা মুখের সঙ্গে সুন্দর-ভাবে মানিয়ে গেছে। সব মিলিয়ে একটা দার্শনিক-দার্শনিক ভাব। বয়স আটাশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। এই অল্প বয়সে ও যে কি করে এত ঘোড়েল হয়ে উঠল সেটাই ভীষণ অবাক ব্যাপার।

ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে নতুন উদ্যমে কথা শুরু করল হেনরি। 'গতকাল কাগজে দেখলাম জেমস ব্র্যাডি নামে এক ধনী ভদ্রলোক তাঁর বাগানবাড়ির মধ্যে কোন অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। হত্যাকারী আট-দশ হাত দূর

থেকে ভদ্রলোকের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্যের মৃত্যু ঘটে। খবরটা পড়বার পর আমার বুকের মধ্যে কেমন এক ধরনের কৌতুহল জাগল—'

এরপর হেনরি যে কি বলবে তা আমি কল্পনা করে নিতে পারি। বললাম, 'কৌতুহল মেটাবার জন্যে আপনি সঙ্গে সঙ্গে আপনার দিব্য-দৃষ্টিতে চড়ে বসে তার ডায়ালের কাঁটা ঘুরিয়ে ১৩ই জুলাই রাত এগারটায় ব্রেনহাম স্ট্রীটে নিয়ে গেলেন। তারপর কি ঘটে দেখবার জন্যে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে রইলেন!'

ঠিক—ঠিক ধরেছেন, মিস্টার রীভস্! আপনার কল্পনাশক্তির ভূয়সী প্রশংসা না করে পারা যায় না।'

এরা কোন ধরনের পাগল সে-বিষয়ে ডাক্তার পাওয়ারের সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করতে হবে। পাওয়ারের সাহায্য থেকে আমি নিশ্চয় বঞ্চিত হব না। কারণ তিনি প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে যে-সমস্যায় পড়েছিলেন, আমিই তার সুষ্ঠু সমাধান করে দিয়েছিলাম। ভদ্রমহিলার আর-কোন হদিশ ইহলোকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই কারণে ডাক্তারবাবু আমার হাতের কাজের খুব তারিফ করেন।

হেনরি বোকা বোকা মুখ করে আমার দিকে তাকাল। ওর ঠোঁটের ফাঁকে স্থূল, নির্বোধ হাসি। 'আপনি ঠিক দশটা বেজে একান্ন মিনিটে হাত পাঁচেক দূরে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সাইলেন্সার-লাগানো রিভলবার দিয়ে মিঃ ব্র্যাডিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়েন। তারপর ভদ্রলোক সত্যি সত্যি মারা গেছেন কিনা, এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে তাঁর দেহটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। সেই সময় আপনার প্যান্টের পকেট থেকে গাড়ির চাবিটা মাটিতে পড়ে যায়। আপনি মুখ দিয়ে একটা অশ্লীল নোংরা গালাগাল উচ্চারণ ক'রে, সেটা আবার কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে ভরলেন। কাজ শেষ করে নিজের গাড়িতে ফিরে আসবার আগে আপনি আর-একবার মৃতদেহটার দিকে ফিরে তাকান।'

ছোকরা যে ওই ঘটনার সময় অকুস্থলে উপস্থিত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। দৈবাৎ হাজির হয়ে পড়েছিল কোনরকমে। তার ফলে খুনের ব্যাপারে একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী থেকে গেছে। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে! কিন্তু কথাটা এত ঘুরিয়ে বলে লাভ কি! কষ্ট করে গাঁজাখুরি দিব্য-দৃষ্টির কল্পনা করা!

হেনরি চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রাখল। নির্জলা ব্র্যাণ্ডির দৌলতে ওর চোখ দুটো ঈষৎ রক্তিম হয়ে উঠেছে। গলার স্বরে উত্তেজনার আভাস।

'হাজার পাঁচেক ডলার হাতে পেলে আমি সমস্ত ঘটনাটা বেমালুম ভুলে যেতে রাজি আছি।'

কিন্তু সেটা ক-দিনের জন্যে? মনে মনে চিন্তা করলাম আমি। একমাস—দু মাস? অবশেষে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধীরেসুস্থে বললাম, 'আর পুলিসের কাছে গেলেও তারা কি শুধু মুখের কথায় আপনার ওই আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করে নেবে?'

'পুলিস কি করবে বা না-করবে, সে-বিষয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই। তবে পরিস্থিতিটা কি আপনার কাছে খুব প্রীতিকর হবে?'

তা যে হবে না, সে আমি জানি। বেশি কথা না বাড়িয়ে আপাতত চুপ করে থাকাই শ্রেয় বোধ করলাম। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, শেষ পর্যন্ত দেখা যাক। পুলিসের কাছে গেলে তারা কিভাবে ব্যাপারটা গ্রহণ করবে সে-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই। তাহলেও কোথাও-না-কোথাও কোন সূত্র থেকে যাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। বিজ্ঞজনেরা বলে গেছেন, ঘুমন্ত কুকুরকে বিরক্ত না করাই ভালো। খুবই দামী কথা।

ব্র্যাণ্ডির গ্লাসটা শেষ করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলাম। 'ব্যবসাটা বেশ বেশ ভালোই বেছে নিয়েছেন দেখছি! যথেষ্ট লাভজনক এবং প্রচুর উত্তেজনাপূর্ণ। আশা করি, ইতিমধ্যে আরও অনেক খুনীর সঙ্গে আপনার মোলাকাত হয়েছে?'

কথা বলতে বলতে হেনরির পোশাক-আশাকের দিকেও আমার নজর পড়ল। গায়ের কোটটা অনেক দিনের ব্যবহার করা, পুরনো, প্যাণ্টটাও ময়লা, রঙচটা।

হেনরি বোধ হয় আমার মনের কথা বুঝতে পারল। তাড়াতাড়ি সচেতন কণ্ঠে জবাব দিল, 'না না, আপনিই আমার প্রথম মক্কেল, মিঃ রীভস্, এর আগে আর কোন খুনীর সঙ্গেই আমার চাক্ষুষ আলাপ পরিচয় ঘটেনি।'

বোকা বোকা মুখ করে আবার মৃদু হাসল হেনরি। 'জেমস্ ব্যাডির মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটিত হবার পর স্বভাবতই আপনার প্রতি আমার কৌতূহল জাগে। তার ফলে আমার এই দিব্য-দৃষ্টির সাহায্যে আপনার বিষয়ে আরও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালাম। গত ৭ই জুন রাত প্রায় সাড়ে এগারটায় শ্রীমতী ইরভিন পেরি নামে এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা মাঝরাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে নিহত হন। আপনিই সেই গাড়ির চালক। হত্যার উদ্দেশ্যেই ইচ্ছাকৃতভাবে চাপা দিয়েছেন ভদ্রমহিলাকে। প্রথমে রাত এগারটার সময় আপনি ক্রাউন থিয়েটারের সামনে থেকে একটা পার্ক-করা কালো রঙের হিলম্যান চুরি করেন।'

মিসেস পেরি যে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মারা যায়, এ-খবর অনেক কাগজে বেরিয়েছে। কিন্তু এই অধমই যে সেই গাড়ির চালক, এটা কারও জানবার কথা নয়।

'আপনি পাম এভেনিউ ও এডেন রোডের সংযোগস্থল থেকে একশ গজ দূরে একটা অন্ধকার গাছের তলায় অপেক্ষা করতে থাকেন। মোটরের ইঞ্জিনটা তখন চালু ছিল। সেই সময় দমকলের একটা গাড়ি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে তীব্র গতিতে পাম এভেনিউ ধরে ছুটে যায়। দুটো মাল বোঝাই লরিও বিশ্রী রকম শব্দ করতে করতে আপনার পাশ দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। এর পাঁচ-সাত মিনিট বাদে শ্রীমতী পেরি এডেন রোডের একটা সাততলা ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে চৌমাথার সংযোগস্থলে এসে উপস্থিত হন। পথঘাট তখন প্রায় একেবারে ফাঁকা। তিনি যখন রাস্তা পার হতে যাবেন, এমন সময় পেছন দিক থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে এসে আপনি ভদ্রমহিলাকে ধাক্কা মারেন। তিনি অস্ফুট চিৎকার করে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে যান। তারপর আপনি তাঁর গায়ের ওপর দিয়েই সজোরে গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন। এরপর অনেক ঘুরে চোরাই গাড়িটাকে একটা

নির্জন জায়গায় ফেলে রেখে মনের আনন্দে শিস দিতে দিতে নিজের বাসায় ফিরে আসেন।

ভ্রূ কুঁচকে হেনরির দিকে তাকালাম। কোন্ সূত্রে এই সমস্ত অজ্ঞাত গোপন তথ্য ও সংগ্রহ করল, সেইটাই আমাকে বিরাট ধাঁধার মধ্যে ফেলেছে। নির্বোধ বুড়বাকের মতো মুখ করে থাকলেও মনে হল হেনরি যেন ভেতরে ভেতরে বেশ উপভোগ করছে সমস্ত ব্যাপারটা।

'গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রেজাল্ড রিচেল নামে এক কাঠের ব্যবসায়ী তাঁর পাঁচতলার ফ্ল্যাট থেকে পড়ে মারা যান। এটা আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা, পুলিস সে-বিষয়ে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। কিন্তু আমার দিব্য-দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম আপনিই তাঁকে জোর করে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন। ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটে যায়, এবং এই ঘটনায় ভদ্রলোক এতই হকচকিয়ে যান যে তিনি শেষ মুহূর্তে চিৎকার করে উঠতেও ভুলে গিয়েছিলেন।'

খালি গ্লাসটা এবার কড়া হুইস্কি দিয়ে ভর্তি করে নিলাম। আমার দু-চোখের দৃষ্টি তখন বিস্ময়ে বিস্ফারিত।

'পাঁচ-হাজার ডলার অবশ্য আপনার কাছে এমন কিছু বেশি নয়—একটা শাঁসালো মক্কেল ধরতে পারলেই আপনি অনায়াসে বিশ-পঞ্চাশ হাজার মেরে আনতে পারেন। আমি কিন্তু সামান্য পাঁচ হাজারেই এই সমস্ত ঝুট ঝামেলা ভুলে যেতে রাজি আছি।' হেনরি আশান্বিত চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। 'তবে এই মুহূর্তে নগদ এত টাকা ঘরে না থাকাই সম্ভব। সেই জন্যে আগামীকাল সন্ধ্যেবেলা আমি আবার আসব। ইতিমধ্যে আপনিও সমগ্র পরিস্থিতিটা ভালো করে ভেবে দেখবার সুযোগ পাবেন।'

ক্ষণিকের জন্যে আমার যেন মতিভ্রম ঘটল। মনে হল, হেনরির দিব্য-দৃষ্টি হয়তো সত্যি হলেও হতে পারে। কিন্তু পরমুহূর্তে এর অবাস্তবতার কথা চিন্তা করে সামলে নিলাম নিজেকে। অবশ্যই এর কোন দ্বিতীয় ব্যাখ্যা আছে। খানিকটা সময় নিয়ে তলিয়ে বুঝতে হবে ব্যাপারটা।

হেনরিকে সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেবার সময় ঠাট্টার সুরে বললাম, 'আপনার এই দিব্য-দৃষ্টির সাহায্যে তবে তো জ্যাক দ্য রিপারেরও হদিশ পাওয়া সম্ভব। কি নিখুঁত পদ্ধতিতে যে ইনি কাজ হাসিল করতেন ইতিহাসই তার একমাত্র সাক্ষী। এই মহাপুরুষটির সঠিক পরিচয় জানতে আমি এত আগ্রহী—'

হেনরি যেতে যেতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। 'ঠিক আছে, আজ রাতেই একবার চেষ্টা করে দেখব।'

●

দুই.

হেনরি বিদায় নেবার পর সদর দরজা বন্ধ করে বারান্দা পেরিয়ে ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার স্ত্রী ডায়না তার প্রিয় পিকনিজ কুকুরটার জন্যে একটা নতুন

ডিজাইনের মাফলার বুনছিল। আমি ঘরে ঢুকতেই মুখ তুলে প্রশ্ন করল, 'আগন্তুকটি কে ?'

'ও তো নিজেকে একজন উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক বলে জানাল।'

'তাই বুঝি ? চেহারা দেখে সেই রকমই ক্ষ্যাপাটে মনে হয়। নিশ্চয় ওর আবিষ্কৃত বস্তুটা তোমার কাছে বিক্রি করতে চাইছে ?'

'না, ঠিক তা নয়।' প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলাম আমি।

সাধারণভাবে ডায়নার রূপের কোন তুলনা হয় না। ওর আয়ত নীল পদ্মের মতো চোখ দুটো দেখলে যে-কোন পুরুষই প্রলুব্ধ হয়ে উঠবে। আর ও যে সুদর্শন যুবকদের বাহুর ফাঁদে মাঝে-মধ্যে ধরা দেয় এমন খবর আমার কানে কয়েকবার এসেছে। তবে ওর সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য ঠিক তিরিশ বছর। আমার বয়স বাহান্ন, ওর বাইশ। এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য আরও অনেক স্ত্রীদের চেয়ে ও এমন কিছু বেশি অবিশ্বাসিনী নয়। ডায়না যে কেবলমাত্র টাকার জন্যেই আমাকে বিয়ে করেছে, তা আমি জানি। তাতে আমারও কিছু যায় আসে না। শিল্পের সৌন্দর্য উপভোগ করতেও তো লোকে কত দিকে কত টাকা খরচ করে। ডায়নার সৌন্দর্যও যেন কোন শিল্পীরই সৃষ্টি। পিকাসো ভ্যানগগের ছবির মতোই মূল্যবান।

'কি এমন বস্তু ও আবিষ্কার করেছে ?'

'একটা টাইম মেশিন—যার সাহায্যে অতীতের সব ঘটনার কথা জানা যায়।'

'আহা ! এমন একটা যন্ত্র যদি আমাদের থাকত !'

ওর কথা শুনে খুবই বিরক্ত বোধ করলাম। আমি যে ভেতরে ভেতরে সবিশেষ বিব্রত হয়ে পড়েছি, এটা তারই অনিবার্য বহিঃপ্রকাশ। বললাম, 'ভদ্রলোকের আবিষ্কারটা কিন্তু সত্যি বলেই মনে হয়।'

ডায়না জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল। 'একজন ঠক-জোচ্চোরের হাতে পড়ে টাকা-পয়সা নষ্ট করবার মতো নিশ্চয় তোমার কোন ইচ্ছে নেই।'

আমার টাকা-পয়সার ওপর ওর দরদ অপরিসীম। তবে খরচটা নিজে একলা করতেই ভালোবাসে। তাই যতক্ষণ পাশে ডায়না আছে ততক্ষণ হেনরির পক্ষে আমাকে ঠকিয়ে নেবার সুযোগ কম।

হাতের বোনাটা একধারে সরিয়ে রেখে ডায়না টেবিল থেকে একটা ছবিওয়ালা সিনেমার পত্রিকা তুলে নিল। 'ও ছোকরা কি তোমায় মেশিনটা দেখে আসবার কথা কিছু বলেছে ?'

'না, তা ও বলেনি। আর বললেও আমি এত পাগল নই যে তার কথার সঙ্গে সঙ্গে সেটা দেখতে ছুটব।'

ডায়নার সামনে একথা বললেও আমার বুকের মধ্যে তখন হাজার প্রশ্ন তোলপাড় করছে। অকূল সমুদ্রে দিশেহারা নাবিকের মতো আমার অবস্থা। এই সমস্ত খুনের ব্যাপারে এত নিখুঁত খবর হেনরি জানল কি ক'রে। কোন একটা ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হলেও হতে পারে। দৈব-দুর্বিপাকে হয়ত তখন সেখানে ও হাজির হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু তিন তিনবার তা হতে পারে না। অথচ প্রতিটি ঘটনার এমন নির্ভুল বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে যে ওর কথা অবিশ্বাস করা শক্ত।

সত্যিই কি দিব্য-দৃষ্টি বলে কিছু আছে? না,—কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কোন মানুষই একথা বিশ্বাস করবে না। নিশ্চয় এর অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যাখ্যা বর্তমান, বিচার-বুদ্ধি দিয়ে যেটা স্বীকার করে নেওয়া যায়।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বেশ বেলা হয়ে গেছে। তখনকার মত ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে বাইরে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। ডায়নাকে বললাম, 'আমার একটু কাজ আছে। ফিরতে দু-এক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।'

তিন.

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে ডেলি মিরর-এর অফিসে হাজির হলাম। আমার ব্যবসার যাবতীয় কাজকারবার চিঠিপত্রের মাধ্যমেই চলে। সেইজন্যে এই সংবাদপত্র অফিসে একটা আলাদা বাক্স ভাড়া করা আছে। পকেট থেকে চাবি বের করে তার ডালা খুললাম। যে-চিঠিটার প্রত্যাশা করছিলাম, সেটা এসেছে। এই চিঠির মাধ্যমেই আমি মক্কেলদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তারা আমার নাম-ঠিকানা কিছুই জানে না। আমিও নিজে থেকে তাদের পরিচয় জানবার চেষ্টা করি না। এটাই আমার ব্যবসার রীতি।

যিনি চিঠি পাঠিয়েছেন তার নাম জ্যাসন স্পেঙার। কিছুদিন যাবত মিঃ স্পেঙারের সঙ্গে আমার পত্রালাপ চলছে। তার দূর সম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্র চার্লস উডের খুনের ব্যাপার নিয়ে আমাদের এই নিভৃত আলাপ-আলোচনা। এই কাজটার জন্যে আমি পঁচিশ হাজার ডলারের দাবি জানিয়েছিলাম। ভদ্রলোক যে ঝানু ব্যবসাদার তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমে দশ হাজারে রফা করতে চেষ্টা করলেন। অবশেষে অনেক দর কষাকষির পর সেটা পনের হাজারে দাঁড়িয়েছে। চিঠির সঙ্গে তিনি নির্দিষ্ট অঙ্কের চেকটাও খামে ভরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অগ্রিম সমস্ত পাওনা-গণ্ডা বুঝে না পেলে আমি কোন কাজে হাত দিই না। আমার কাজের সুবিধার্থে ভদ্রলোক তার ভাইপোর গতিবিধি সম্পর্কেও কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করেছেন চিঠিতে। আগামীকাল সন্ধ্যায় তার ভাইপো চার্লস এক বন্ধুর বাড়িতে ককটেল পার্টিতে যোগ দেবে। রাত বারটা সাড়ে বারটার আগে শ্রীমানের পক্ষে গৃহে ফেরা সম্ভব হবে না। আমার কাজ হাসিলের ব্যাপারে সেটাই না কি সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। বিশেষত ওই সময়ে নিজের নির্দোষিতার স্বপক্ষে তিনি বেশ কয়েকজন জোরালো সাক্ষীও মজুত করে রাখতে পারবেন।

সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা স্পিলারের অফিসে গেলাম। মিঃ ডেভিড স্পিলার একটা প্রাইভেট গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। আমার স্ত্রীর ওপর নজর রাখবার জন্যে আমি মাঝে-মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হই। অবশ্য সারা বছর ধরে ডায়নার পেছনে এদের নিযুক্ত রাখা যায় না। তাতে খরচ অনেক। আর তার তেমন কোন প্রয়োজনও হয় না। এতেই আমার বেশ কাজ চলে যায়।

বছর খানেক আগে স্পিলারের মাধ্যমেই আমি শ্রীমান টেরেন্স রীস-এর সন্ধান পাই। পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে, বয়স কম, দেখতে শুনতেও বেশ সুপুরুষ। একেবারে ডায়নার মনের মতো বলা চলে। ডায়নার সঙ্গে ওর অন্তরঙ্গতাও ক্রমশ বেশ জমাট বেঁধে উঠছিল।

এর জন্যে ডায়নাকে আমি কোন দোষ দিতে পারি না। যে বয়সের যা ধর্ম, তাকে সে অস্বীকার করবে কি ভাবে! বেচারি টেরেন্স! অন্ধ পতঙ্গের মতো দুচোখ বুজে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল! জানত না, আগুনেরও একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। সমস্ত কিছুকে সে গ্রাস করে নেয়। দু-চার দিন পরে টেরেন্সের আর-কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না পৃথিবীতে। এ-ব্যাপারে আমায় কেউ নিয়োগ করেনি। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কাজটা আমায় সমাধা করতে হল। ডায়না প্রথম কয়েক দিন বেশ খানিকটা মনমরা হয়ে পড়ল, তারপর ভাবল, টেরেন্স হয়তো নতুন কোন ফুলের লোভে অন্য কোথাও ছুটে গেছে। অবশেষে ধীরে ধীরে টেরেন্সকে সে ভুলে গেল।

স্পিলারের বয়স যদিও পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও তিনি যথেষ্ট শক্ত-সমর্থ সবল পুরুষ। ভদ্রলোক অফিসঘরে একলা বসেছিলেন। আমাকে ঢুকতে দেখে সামনের খালি চেয়ারটার দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারপর টেবিলের টানা থেকে একটা টাইপ-করা কাগজ বের করে আগাগোড়া পড়ে শোনালেন।

'আপনার স্ত্রী শ্রীমতী ডায়না রীভস্ গতকাল দু বার মাত্র বাসা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে ছিলেন। প্রথম বার সকাল সাড়ে দশটায় তিনি সেন্ট্রাল মার্কেটে একটা ছোট টুপির দোকানে যান। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নীল ও সাদা রঙের দুটো টুপি কেনেন। তারপর রাস্তা পেরিয়ে তিনি ড্রীমল্যাণ্ড রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক কাপ ব্ল্যাক ডায়মণ্ড আইসক্রীম খান।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে! অত বিস্তারিত বিবরণে আমার কোন প্রয়োজন নেই। মোটের ওপর ব্যাপারটা খুলে বললেই চলবে।'

মিঃ স্পিলার ঈষৎ বিরক্ত হলেন। ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। খুঁটিনাটি ঘটনাকে এতখানি তাচ্ছিল্যের চোখে দেখবেন না, মিঃ রীভস্। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে, এই সব তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই বহুক্ষেত্রে মহৎ সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে থাকে। কেবলমাত্র বিচারবুদ্ধিকে একটু সজাগ রাখতে হবে। দৃষ্টিশক্তিকে তীক্ষ্ণ করতে হবে। তা না হলে অনেক কিছুই অনায়াসে আপনার নজর এড়িয়ে যেতে পারে। তাছাড়া আমার প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যে নিখুঁতভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে এটাও আপনার জেনে রাখা দরকার।'

তিনি আবার টাইপ-করা কাগজটা তাঁর চোখের সামনে মেলে ধরলেন। 'এগারটা চল্লিশে মিসেস রীভস্ ড্রীমল্যাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।'

'ইতিমধ্যে বাইরের কোন লোকের সঙ্গে কি ডায়নার কথাবার্তা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, রবিনসনের টুপির দোকানের কর্মচারী আর ড্রীমল্যাণ্ডের বেয়ারার সঙ্গে।'

'এ ছাড়া অন্য কেউ ?'

'না, স্পিলার ঘাড় নাড়লেন। তবে আড়াইটে নাগাদ তিনি আবার নিজের ফ্ল্যাট ছেড়ে বাইরে বেরোন। ফারওয়েল অঞ্চলের এক নির্জন ছোট ককটেল বারে দুই ভদ্রমহিলা আপনার স্ত্রীর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তারা দুজনেই কুমারী। মিসেস রীভস্ বোধ হয় কোন সময় তাদের সঙ্গে এক কলেজেই পড়তেন। কারণ কলেজ-জীবনের পুরনো বন্ধুদের সম্বন্ধেই তারা কথাবার্তা বলছিলেন। তারা এখন কে কোথায় আছেন, এটাই ছিল তাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।'

'মিঃ স্পিলার একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন। 'তাদের বন্ধু ডায়না যে আপনার মতো এমন একজন শাঁসালো স্বামী পাকড়েছেন, একথাও তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন। অবশ্য কথার মধ্যে ঠাট্টার সুরই বেশি ছিল।'

'ডায়না শুনে কি বলল ?'

'তিনি এ-প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য করেননি। মুখ মুচকে মৃদু হেসে ছিলেন মাত্র।'

একটু থেমে একটা সিগারেট ধরালেন স্পিলার। 'এই দু-ঘণ্টা গল্পগুজবের ফাঁকে ফাঁকে আপনার স্ত্রী একপাত্র পিঙ্কলেডি আর একটা ম্যানহাটন নিয়েছিলেন।'

'আমার স্ত্রী কোন্ পানীয় পছন্দ করে, সে-বিষয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি জানতে চাই অন্য কারুর সঙ্গে কি ওর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেছে ?'

'না। তিনজনে একই সঙ্গে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। বন্ধু দুজন বিদায় নেবার পর তিনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা বাসায় ফিরে আসেন।'

মানুষের মন সত্যিই এক বিচিত্র বস্তু। এর অপার রহস্যের তুলনা পাওয়া ভার। স্পিলারের কথা শুনে আমি বেশ স্বস্তিবোধ করলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হতাশও হলাম কিছুটা।

'আমরা কি আগের মতোই তার ওপর নজর রেখে যাব ?' আশাব্যঞ্জক চোখ তুলে স্পিলার আমার দিকে তাকালেন।

হপ্তাখানেক হল আমি তাঁর গোয়েন্দা-প্রতিষ্ঠানকে ডায়নার ওপর নজর রাখার ভার দিয়েছিলাম। মাঝে-মধ্যে এই কাজের জন্যে আমি তাঁর সাহায্য গ্রহণ করি। কিন্তু এদের খাই বড় বেশি। দৈনিক একশ ডলার। এই প্রশ্নে রাজি হবার আগে তাই আমাকে আর একবার ভেবে দেখতে হল। হেনরির দিব্য-দৃষ্টিটা আমার হাতে থাকলে এই দুর্মূল্যের বাজারে অনেক বাজে খরচের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত।

'আরও দিন কয়েক নজর রাখুন।' আমি জবাব দিলাম। 'এ ছাড়াও আমার অন্য একটা কাজ আছে।'

'হ্যাঁ, বলুন।' টেবিলের টানা থেকে কাগজ পেন্সিল বের করলেন মিঃ স্পিলার।

'আগামীকাল সন্ধ্যেবেলা একজন ভদ্রলোক আমার বাসায় আসবেন। তার সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা বড় জোর দশ পনের মিনিটের। ভদ্রলোক আমার ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরুলেই আপনার লোক যেন তাকে অনুসরণ করে। তার নাম কি, কোথায় থাকেন, কি কাজ করেন—এইসব খবরগুলো পাওয়ামাত্রই আমাকে ফোনে জানিয়ে দেবেন। ভদ্রলোকের বয়স অবশ্য বেশি নয়, সাতাশ-আঠাশের মধ্যেই। তবে

সাবধান, তাকে যে অনুসরণ করা হচ্ছে এ বিষয়ে তিনি যেন কিছু জানতে না পারেন। তাহলে আমার সমস্ত পরিকল্পনা একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে।'

চার

পরের দিন দুপুরবেলা ব্যাঙ্ক থেকে নগদ পাঁচ হাজার ডলার তুলে আনলাম। সন্ধ্যে সাতটার শোয়ে ডায়না একটা ফরাসী ছবি দেখতে গেল। ওর দু-একজন বান্ধবীও হলে উপস্থিত থাকবে। আমাকে অন্তত সেই কথাই জানিয়ে গেল। মনে মনে দারুণ একচোট হেসে নিলাম। প্রকৃত ঘটনার নিখুঁত বিবরণ আমার কাছে যথা সময়েই পৌঁছবে।

কাঁটায় কাঁটায় রাত আটটায় হেনরি আমার ফ্ল্যাটে এসে হাজির হল। আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। ওকে সোজা ড্রয়িংরুমে ডেকে নিয়ে গেলাম।

চেয়ার টেনে বসতে বসতে হেনরি বলল, 'লোকটা ছিল সরকারী অফিসের কেরানী।'

'কোন্ লোকটা ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'আপনার জ্যাক দ্য রিপার। দেখতে শুনতে খুবই নিরীহ আর ভালোমানুষ। খুব সম্ভবত বিয়ে-থা কিছু করেনি। একটা ছোট ফ্ল্যাটে মাকে নিয়ে বাস করত।'

আমি মৃদু হাসলাম। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার! 'তা রিপারের আসল নামটা কি ?'

সেটা এখনও বের করতে পারিনি।' হেনরি ওর ব্যর্থতার কথা স্বীকার করল। 'কেউ-ই তার নিজের নাম গলায় ঝুলিয়ে রাখে না। সেই জন্যে সময় সময় সমস্যাটা এত জটিল হয়ে দাঁড়ায়—'

হেনরির বুদ্ধি আছে বলতে হবে। অনায়াসে যে-কোন একটা নাম বানিয়ে বলতে পারত, কিন্তু কেমন সুন্দরভাবে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল। এবং ওর যুক্তিটাই আরও স্বাভাবিক।

'আপনি নিশ্চয় টাকাটা ইতিমধ্যে কাছে এনে রাখতে পেরেছেন ?'

কোন কথা না বলে পাশের দেরাজ থেকে একটা প্যাকেট বের করে ওর হাতে তুলে দিলাম। হেনরি অবহেলাভরে সেটা তার কোটের পকেটে গুঁজে রাখতে রাখতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'আজ রাতে আমি ফ্রান্সের রানী মারি আঁতোয়ানেতের সঙ্গে প্যারির রাজপ্রাসাদে ঘুরে বেড়াব। দেশের বিদ্রোহী প্রজারা কিভাবে তাদের সুন্দরী রানীকে গিলোটিনের নিচে ফেলে খুন করল, সমস্ত আমি নিজের চোখে দেখতে চাই। আজীবন বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও ইতিহাস আমার খুব প্রিয় বিষয়। বিশেষ করে এই ধরনের লোমহর্ষক বিপ্লব-টিপ্লব তো খুবই চমকপ্রদ।'

হেনরিকে আমার কিছু বলার ছিল না। আমি শুধু মনে মনে আগামী সেই দিনের স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করলাম—ওকে যখন খুন করার সময় আসবে, আমি তখন তার প্রতিটি মুহূর্ত কি রকম ভাবে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করব।

হেনরি বিদায় নেবার পর অধীর আগ্রহে ফোনের ধারে বসে রইলাম। একটার

পর একটা সিগারেট পুড়ে নিঃশেষ হল, কিন্তু ফোন আর বাজে না। অবশেষে পৌনে দশটার সময় স্পিলারের কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'কি হল? সব খবর পেয়েছেন তো? ভদ্রলোকের পরিচয় কি? কোথায় থাকেন?'

প্রাণপণে চেষ্টা করেও গলার সুরে উত্তেজনার ভাব চেপে রাখতে পারলাম না।
আমি খুবই দুঃখিত, মিঃ রীভস্। স্পিলারের কণ্ঠে যুগপৎ লজ্জা ও দ্বিধার ভাব ফুটে ওঠে। 'আমার লোকেরা তাকে রাস্তার ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে। আপনার বাসা থেকে বেরিয়ে ভদ্রলোক একটার পর একটা বাস পাল্টাতে থাকেন। তারপর এক ফাঁকে ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে হাওয়া হয়ে গেলেন, তার আর-কোন হদিশ পাওয়া গেল না। মনে হয়, তাকে যে অনুসরণ করা হতে পারে এমন একটা আন্দাজ তিনি আগেই করে নিয়েছিলেন।'

'আপনি সত্যিই একেবারে অপদার্থ!' আমি রাগে প্রায় ফেটে পড়লাম। একটা সামান্য দায়িত্বও আপনাদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। এইসব গোবর-পোরা মাথা নিয়ে কি করে যে গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান চালান?'

'দেখুন মিঃ রীভস্'—'স্পিলারের কণ্ঠস্বর এবার বেশ ভারি আর গম্ভীর। অপমানটা বোধ হয় তাঁর আঁতে গিয়ে লেগেছে। 'আমাদের তরফ থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখা হয়নি। আপনার নির্দেশমতো আমি এই কাজে সবচেয়ে দক্ষ ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করেছিলাম। কিন্তু তাহলেও আমরা যে সর্বস্রষ্টা ঈশ্বর নই, সে আপনি জানেন। এতে যদি আপনার মনঃপুত না হয়—'

সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। এবারের মতো হেনরি আমার চোখে ধুলো ছিটিয়ে সরে পড়তে পেরেছে, কিন্তু ধৈর্য ধরে বসে থাকলে সুযোগ আবার আসবে। প্রকৃত ব্ল্যাকমেলারদের তৃষ্ণা কখনও মেটে না। একবার যখন নগদ টাকার গন্ধ পেয়েছে তখন হেনরিকে আবার আমার কাছে ফিরে আসতে হবে এ-বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বেশ রাত হয়ে গেছে। আমার এখনও আসল কাজটাই বাকি। মিনিট পনেরর মধ্যেই পোশাক বদলে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। কালো কোট, কালো প্যান্ট, কালো বুট। প্যান্টের পকেটে সাইলেন্সারযুক্ত পয়েন্ট থার্টি এইট রিভলবারটাও কালো রঙের। তারপর নিচের গ্যারেজ থেকে কালো রঙের মরিসটা বের করে স্পেণ্ডারের উদ্দেশে রওনা হলাম।

ভদ্রলোক চিঠিতে যে-বর্ণনা দিয়েছিলেন বাস্তবে তার সঙ্গে একবিন্দুও গরমিল নেই। অত রাত্রে কিংস এভেনিউ একেবারেই নির্জন। কদাচিৎ দু-একটা মোটর গাড়ি তীব্রগতিতে এদিক ওদিক ছুটে যাচ্ছে। উডের বাগানবাড়ি থেকে কিছুটা তফাতে একটু আড়াল দেখে গাড়ি লুকিয়ে রাখলাম। জায়গাটা আগে থেকেই নির্বাচিত করা ছিল। বাড়িটা পুরনো আমলের। অনেকটা এলাকা নিয়ে হাত পাঁচ-ছয় উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিল টপকে বাগানের ভেতরে গিয়ে পড়লাম। একপাশে টিনের সেড দেওয়া প্রমাণ সাইজের গ্যারেজ। এই জায়গাটা আমার বেশ পছন্দসই বলে

মনে হল। বেশ নিরাপদ আর নিরিবিলি। খুন-খারাপির পক্ষে খুবই উপযুক্ত। একটা লতানো ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম চুপচাপ। অদূরে তিনতলা বাড়িটাকে অন্ধকারে ভূতের মতন মনে হচ্ছে। ওপরের একটা ঘর থেকে টিমটিমে আলোর আভাস পাওয়া যায়। মনে হয় ওটা ভৃত্য-পরিচারিকাদের থাকবার ঘর। তবে এখন কারুর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্চয় সকলে গভীর ঘুমে অচেতন।

কিছু পরে চার্লস উডের বাদামী রঙের বড় ডজটা নিঃশব্দে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। সুরকি-বিছানো লাল মাটির পথ ধরে ধীরে ধীরে গ্যারেজের সামনে এসে থামল। চার্লস উড গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বন্ধ দরজার গ্যারেজ খুলতে যাবে, আমি লুকনো জায়গা ছেড়ে একবারে ওর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। আচমকা এমনভাবে আমার আবির্ভাবে ভদ্রলোক বেশ হকচকিয়ে গেল। ভয় ও বিস্ময় ভরা দু চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। এই মুহূর্তে ওর কি করণীয় যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। আমিও তাকে তেমন কোন সুযোগ দিলাম না। পকেট থেকে রিভলবার বের করে সোজাসুজি ওর কপালে গুলি চালালাম। কোন-কিছু বলার আগেই বিমূঢ় উড মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কাজটা ঠিকমতো সমাধা হল কিনা তাকিয়ে দেখলাম ভালো ক'রে। কেননা এ ধরনের কোন কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে দেওয়া আমার স্বভাবের বাইরে। তারপর সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে আগের মতোই পাঁচিল টপকে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আজকের ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে শেষ করা গেছে। কোন রকম অবাঞ্ছিত ঝুট-ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়নি। গত আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম বুকটা একটু শান্তি পেল। বাড়িতে ফিরে আধখানা ড্রাই জিনের বোতল শেষ করলাম। মনটা বেশ ফুরফুর করতে লাগল। পাশের ঘরে অনেকক্ষণ হল ডায়না ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ রাতে ওকে আর বিরক্ত করব না। সিনেমা থেকে ফিরে এখন বোধ হয় ওর শরীর খুবই ক্লান্ত। ডানলোপিলো গদির ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম টানটান হয়ে। দু চোখের পাতায় সবে একটু তন্দ্রার আমেজ এসে লেগেছে, এমন সময় ক্রিং ক্রিং শব্দ করে ফোনটা আবার বেজে উঠল।

এই মাঝরাতে কার কি এমন দরকার পড়ল! ডায়নার কোন পুরুষ বন্ধু নয় তো! হয়তো স্বপ্নে ডায়নাকে দেখে আর স্থির থাকতে পারেনি। মনে মনে বড়ই কাতর হয়ে উঠেছে বেচারা!

'আমি হেনরি কথা বলছি।' রিসিভারটা কানে তুলতেই অপর প্রান্ত থেকে হেনরির মিষ্টিগলা কানে ভেসে এল। 'মিঃ রীভস্, আজ রাতে আপনি আবার একজনকে খুন করেছেন?'

আমার হাতের তালু রীতিমতো ঘামতে শুরু করল। রিসিভারটা শক্ত করে ধরে রাখবার শক্তিটুকুও বোধ হয় শরীরে অবশিষ্ট নেই।

'ঘণ্টা খানেক আগে আমি যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন দিব্য-দৃষ্টির সাহায্যে আপনাকে ধরবার চেষ্টা করলাম। আপনার বাসা ছেড়ে বেরুবার পর আপনি

আমার পেছন লোক লাগিয়েছেন কিনা সেটা যাচাই করে নেওয়াই ছিল আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। বুঝতেই পারছেন, আমাকে সবদিক থেকে আটঘাট বেঁধে সজাগ হয়ে চলতে হচ্ছে। কেননা, একজন অভিজ্ঞ পেশাদার খুনীর সঙ্গে যখন কাজ-কারবার চালাতে হয়—'

আমি কোন মন্তব্য করলাম না। হেনরি-ই নিজের কথার খেই ধরে বলে চলল, 'আপনি অবশ্য আমাকে অনুসরণ করেননি, সেজন্যে অজস্র ধন্যবাদ। কিন্তু কিছু পরে যখন গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে বেরুলেন, তখন আপনার ভাবগতিক দেখে আমার মনের মধ্যে কেমন সন্দেহ হল। তারপর ক্রমে ক্রমে পুরো ঘটনাটা জানতে পারলাম।'

আবার সেই দিব্য-দৃষ্টির ভেল্কি বাজি! এও কি দুনিয়ায় সম্ভব!

'তবে একটা ব্যাপার আমায় বড় ভাবিয়ে তুলেছে, মিঃ রীভস্। আপনি দেখে-শুনে ঠিক লোককে খুন করেছেন তো? গাড়ির মধ্যে দুজন ছিল বলেই কথাটা জিজ্ঞেস করছি।'

'দুজন!'

'হ্যাঁ, দুজন। গ্যারেজের দরজা খোলবার জন্যে প্রথমে যিনি গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন আপনি তাকেই খুন করেন। অপর ব্যক্তি তখন গাড়ির মধ্যে বেহুঁশ অবস্থায় পড়েছিলেন। সমগ্র পরিস্থিতিটা বুঝে উঠতে স্বভাবতই তার কিছুটা সময় লাগে। মিনিট দু-তিন বাদে তিনি গাড়ি থেকে নেমে মাটিতে পড়ে-থাকা মৃত লোকটিকে 'ফ্রেড, মিঃ ফ্রেড' বলে ডাকাডাকি শুরু করেন। কিন্তু বাড়িটার প্রকৃত মালিক জনৈক মিঃ উড।'

'তিনি আমায় দেখেছেন?'

'না, আপনি তার আগেই পাঁচিল টপকে সরে পড়েছিলেন।'

অজানা একটা ভয়ে আমার প্রায় দম বন্ধ হবার উপক্রম। বুকের মধ্যে অস্থির উত্তেজনা তোলপাড় করছে। 'মিঃ হেনরি, আমি খুব তাড়াতাড়ি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

কেন? এর মধ্যে কি এমন জরুরী তাড়া পড়ল!'

'ফোনে সব ঘটনা খুলে বলা নিরাপদ নয়।'

হেনরির কণ্ঠস্বরে সন্দেহ আর অবিশ্বাস। 'এ বিষয়ে এখনই আমি কোন কথা দিতে পারছি না।'

'কিন্তু এতে আপনি প্রচুর লাভবান হবেন। এর সঙ্গে অনেক টাকার প্রশ্ন জড়িত আছে।'

কথাটা ভেবে দেখবার জন্যে কিছুটা সময় নিল হেনরি, তাই হয়ত উত্তর দিতে একটু দেরি হল। 'বেশ, আগামী কাল সকাল আটটায় আমি আপনার ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখা করব। তবে আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি, কোন রকম ধান্দাবাজির চেষ্টা করবেন না। আমি যদি যাই তবে সব দিক থেকে প্রস্তুত হয়েই যাব।

আমার কোন ক্ষতি হলে আপনারও নিস্তার পাবার কোন উপায় থাকবে না। কথাটা দয়া করে স্মরণ রাখবেন।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ হতাশভাবে বসে রইলাম। এতদিন নির্ভাবনায় পৃথিবীর বুকে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে এই দুষ্ট গ্রহের আবির্ভাব হল? আমার জীবনের পরিধি ক্রমেই যেন আরও সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। কালো কালো মেঘের পাল চারদিক থেকে ঘিরে ধরছে আমাকে। দুর ছাই! অতশত ভাবতে পারা যায় না! যা হবার, তা হবে। ধৈর্য ধরে দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত!

আধ-খাওয়া জিনের বোতলটাকে শেষ করলাম এক নিশ্বাসে। তাতেও শানাল না দেখে মদের আলমারি খুলে কড়া ডোজের হুইস্কি বের করলাম।

পাঁচ

সারা রাত এইভাবেই বসে বসে কেটে গেল। হেনরির সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই মনে মনে স্থির হতে পারছিলাম না। একটা অশান্ত উত্তেজনা দৈত্যের মতো রক্তের মধ্যে লাফালাফি করছে।

আটটা বাজবার মিনিট দশেক বাদে ও হাজির হল। সেই একই পোশাক। দু চোখের দৃষ্টিতে শান্ত গম্ভীর নীরবতা।

'মিঃ হেনরি, আমি আপনার দিব্য-দৃষ্টিটা কিনতে চাই। অবশ্য ওর মধ্যে যদি কোন ফাঁকি-জুকি না থাকে!'

আমি তখন পুরোদস্তুর মাতাল ছিলাম না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন একটা প্রস্তাব যে কি করে দিয়ে বসলাম, সে-প্রশ্নের আজও কোন জবাব খুঁজে পাইনি।

'আমার দিব্য-দৃষ্টির মধ্যে কোন ভাঁওতা নেই।' হেনরির কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার আভাস ফুটে ওঠে। বোধ হয় আমার কথা ওকে আঘাত করেছে। 'তাছাড়া ওটা বিক্রি করবার কোন ইচ্ছেও আমার নেই। আপনার প্রস্তাবে রাজি হতে পারলাম না বলে খুবই দুঃখিত, মিঃ রীভস্।'

'আমি এর জন্যে এক লক্ষ ডলার দিতে প্রস্তুত আছি।'

'না না, দিব্য-দৃষ্টি বিক্রির কোন প্রশ্নই ওঠে না। আপনি এই দুরাশা পরিত্যাগ করুন।' বিদায় নেবার ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হেনরি।

'দেড় লাখ, মিঃ হেনরি—'

'আপনি আমাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝছেন। এটা আমার আবিষ্কার, মিঃ রীভস্! আমার সারা জীবনের সাধনা! হেনরির কণ্ঠস্বর রীতিমতো উত্তেজিত। 'এটাকে আমার বুকের পাঁজরও বলতে পারেন। অর্থের আমার বিশেষ প্রয়োজন। সেইজন্যে আমি আপনাকে ব্ল্যাকমেল পর্যন্ত করেছি। এ ধরনের নোংরা কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হতে পারে বলে আগে কোনদিন ভাবিনি। কিন্তু তাই বলে আমি তো আর বুকের পাঁজরটা খসিয়ে দিতে পারি না!'

'একটা কথা কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন। টাকা থাকলে এমন যন্ত্র আবার তৈরি

করে নেওয়া যায়। এর সমস্ত রকম কলা-কৌশলও আপনার জানা।—তাই বলছি, আমার এই প্রস্তাবটা আর-একবার ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করে দেখুন!'

'হ্যা—তা অবশ্য পারি!' হেনরি সন্দেহভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। এদিকটা আগে বোধ হয় ওর খেয়াল হয়নি।

'আপনি কি মনে করেছেন, এই ধরনের আজব যন্ত্র আরও অনেক তৈরি করে বাজারে ছাড়বার জন্য আমি আপনারটা কিনতে চাই?'

মুখে কিছু না বললেও হেনরির ভাবভঙ্গিতে মনে হল ও সেই রকমই সন্দেহ করছে।

শান্তস্বরে ওকে পরিস্থিতিটা বোঝাবার চেষ্টা করলাম। বললাম, 'আপনার এই দিব্য-দৃষ্টি আমরা ছাড়া অন্য-কোন তৃতীয় ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়ুক তা কখনই আমার অভিপ্রেত হতে পারে না। কারণ খুন করা হচ্ছে আমার পেশা। আমার কীর্তি-কলাপ যাতে আর পাঁচজনে জানতে না পারে, সেদিক থেকে আমি অন্তত সব সময় সাবধানে থাকবার চেষ্টা করব।'

হেনরিও এ-যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারল না। 'হ্যা—তা ঠিক!' ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল ও। 'পরিস্থিতি অনুযায়ী আপনার এই ধরনের আচার-আচরণই যুক্তিসঙ্গত। নচেৎ খবরটা কেউ অযাচিতভাবে পুলিশের কানে তুলে দিতে পারে। দুনিয়ায় এমন উপকারী বন্ধুর অভাব নেই।'

'হেনরি, এর জন্যে আমি আড়াই লাখ ডলার পর্যন্ত দিতে রাজি আছি। এই আমার শেষ প্রস্তাব।'

হেনরির মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনের ভাবটা বোঝবার চেষ্টা করলাম। প্রকৃতপক্ষে টাকাটা এখানে কোন সমস্যাই নয়। ওই দিব্য-দৃষ্টির সাহায্যে আমি দু মাসে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার রোজগার করতে পারি। তবে যথার্থই এ-জাতীয় কোন যন্ত্র থাকা সম্ভব কিনা সে-বিষয়ে এখনও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ব্যাপারটা ভাঁওতা হবার সম্ভাবনাই ষোল আনা।

অবশেষে টোপ গিলল হেনরি। দেখলাম ওর দু চোখের তারায় লোভের আভা জলজল করছে। গলার স্বরেও সেই উত্তেজনার ছোঁয়া।

'নগদ পাঁচ লক্ষ হাতে পেলে আমি দিব্য-দৃষ্টি বিক্রির কথা ভেবে দেখতে পারি। এতে যদি আপনার সম্মতি থাকে—'

'আপনি কিন্তু প্যাঁচে ফেলে আমাকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়ছেন!' চোখে-মুখে কৃত্রিম ক্ষোভের ভাব ফুটিয়ে তুললাম। 'ঠিক আছে, পাঁচ লাখেই আমি রাজি। তবে তার আগে নিজের চোখে যন্ত্রটা একবার ভালোভাবে দেখে নিতে চাই। সে-ব্যাপারে কখন আপনার সুবিধে হবে বলুন?'

হেনরির চোখে-মুখে আবার চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে এল। কণ্ঠস্বর গম্ভীর, সংযত। 'এ-বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করব, মিঃ রিভস্। মনে হয় দু-চার দিনের মধ্যেই একটা বন্দোবস্ত করা যাবে।'

'অযথা সময় নষ্ট করে লাভ কি? আপত্তির কারণ না থাকলে এখনই আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি!'

'না, আপাতত সেটা সম্ভব নয়!' হেনরি দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে ঘাড় দোলাল।' মিঃ রীভস্, আপনি খুবই চতুর লোক। কোথায় কি ফাঁদ পেতে রেখেছেন বলা যায় না। সেই জন্যে আমি যথেষ্ট সাবধানে পা ফেলে এগোতে চাই। সব দিক থেকে প্রস্তুত হয়ে তবেই আপনাকে খবর দেব। এতে যদি আপনার না পোষায় তবে আমি নিরুপায়!'

অনেক বুঝিয়েও ওর মনের অহেতুক সন্দেহ দূর করা গেল না। ছোকরা বড়ই জেদী আর একগুঁয়ে। অগত্যা ওর কথাতেই রাজি হতে হল।

হেনরি বিদায় নেবার পর আমি দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় চোখ ডোবালাম। ও যা বলেছিল তা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। আমি যাকে খুন করেছি তার নাম জর্জ ফ্রেড। চার্লস উডের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিছুদিন হল মিঃ ফ্রেড জাপান থেকে দেশে ফিরেছেন। প্রথম শ্রেণীর টেনিস খেলোয়াড় হিসেবেও তার নামডাক আছে। কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে মিঃ ফ্রেডকে খুন করল, পুলিস কর্তৃপক্ষ সে-সম্পর্কে এখনও কিছু জানতে পারেননি। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জোর তদন্ত চলছে।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আরও একটা ছোট্ট খবর নজরে পড়ল। এক ভদ্রলোক পাঁচশ ডলারে একবাক্স মোহর কিনেছিলেন। পরে দেখা গেল সেগুলো মোহর নয়, টিনের চাকতির ওপর সোনালী রঙ করা। কিন্তু এই মোহর-বিক্রেতার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

লোকে সব জেনেশুনেও মাঝেমধ্যে কতখানি বোকা হয়ে যায়! বস্তুতপক্ষে, মানুষের সীমাহীন লোভই তাকে বোকা হতে বাধ্য করে। তা না হলে একবাক্স সোনার মোহর যার করায়ত্ত সে কেন সেটা পাঁচশ ডলারে বিক্রি করতে যাবে—এই সহজ সত্যটাও কি ভদ্রলোকের মনের মধ্যে একবারের জন্যে উদয় হল না!

দু পেয়ালা কড়া কফি খেয়ে রাতের জড়তা ছাড়ল। নিজেকে এখন অনেকটা ধাতস্থ বোধ করলাম। আমিও অসতর্ক মুহূর্তে নিজেকে বোকা বানাতে যাচ্ছিলাম। হেনরির ফাঁদে ধরা দিয়েছিলাম আর একটু হলে!

মনে মনে খুব একচোট হেসে নিলাম—দেখাই যাক না, আমার মত ঘুঘু ধরবার জন্যে হেনরি কি রকম ফাঁদের বন্দোবস্ত করে! সেটাও খুব কম মজা হবে না!

ছয়

দিন তিনেক বাদে সন্ধ্যেবেলা ড্রয়িংরুমে একলা বসে আছি। ডায়না বাড়ি নেই, এক বান্ধবীর সঙ্গে কোথায় যেন বেরিয়েছে। এমন সময় হেনরি এসে হাজির হল।

'কি সাংঘাতিক কাণ্ড কারখানা! কি বীভৎস—কি ভয়াবহ!'

'আপনি কোন্ ঘটনার কথা বলছেন, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

'অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিপ্লব।' হেনরি কোটের পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। 'ব্যাপারটা দেখব দেখব করেও নানান কাজের ঝামেলায় আর শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। গতকাল একটু অবসর মিলতে নথিপত্র সঙ্গে করে

দিব্য-দৃষ্টির শরণ নিলাম। এসব ব্যাপারে সাল তারিখের কোন গণ্ডগোল হলে সমস্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবার পর থেকে আমি আর দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি। কেবলই চোখের সমেনে রক্তমাখা বীভৎস মুখগুলো ভেসে ভেসে উঠছে। কত অজস্র রক্তপাতই যে পৃথিবীর বুকের ওপর ঘটে গেছে!'

ভেতর থেকে উপচে-ওঠা হাসির ফোয়ারাটাকে অনেক কষ্টে সংযত করে গম্ভীর ভাবে বসে রইলাম। অভিনয়টা দেখছি ও বেশ ভালোই জানে। থিয়েটারের কোন ছোকরা-টোকরা নয়তো!

'তাহলে আজ আপনার দিব্য-দৃষ্টি দেখতে যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ,—মোটের ওপর সমস্ত রকম বন্দোবস্ত আমি করে রেখেছি। ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে গিয়ে এখনই জিনিসটা দেখে আসতে পারেন।'

নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে মিনিট পাঁচেক সময় লাগল। তারপর গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে হেনরিকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম। ম্যাডোনা পার্কের ধারে এসে হেনরি আমায় গাড়ি থামাবার নির্দেশ দিল। এলাকাটা বেশ নির্জন। পথেঘাটে লোক চলাচলের সংখ্যাও অতি নগণ্য।

'আপনি এ অঞ্চলেই থাকেন নাকি?'

'না।' হেনরি ঘাড় নাড়ল। 'কিন্তু মিঃ রীভস্, এখন থেকে আমিই ড্রাইভ করে নিয়ে যাব। আপনাকে চোখ-বাঁধা অবস্থায় পেছনের সীটে চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে। আপনার হাত দুটোও আমি বেঁধে দেব। যদি একটু নড়াচড়া করেন বা বাঁধন খোলার চেষ্টা করেন তবে সেখানেই আমাদের চুক্তি শেষ। আমি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ব। তাছাড়া প্রথমে আমি আপনাকে ভালোভাবে তল্লাশ করে নেব। সঙ্গে কোন গুপ্ত অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছেন কিনা, সে-বিষয়েও নিঃসন্দেহ হওয়া প্রয়োজন। সাদা চোখে ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি ঠেকলেও আমার পক্ষে এর গুরুত্বটা নিশ্চয় আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন।'

ওর কথায় সম্মতি না জানিয়ে উপায় নেই। প্রথমে আমার সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। তারপর চোখ-বাঁধা অবস্থায় পেছনের সীটে হাত পা গুটিয়ে শুয়ে রইলাম।

হেনরি গাড়ি চালু করতে করতে বলল, 'আমি সামনের আয়না দিয়ে সারাক্ষণ আপনার ওপর নজর রাখব। যদি কিছু গণ্ডগোলের সূত্রপাত করেন—।'

চোখ-বাঁধা অবস্থায় শুয়ে শুয়ে স্বাভাবিকভাবেই আমি কান দুটোকে সজাগ রাখার চেষ্টা করলাম। গাড়িটা কোথায় কখন মোড় নিচ্ছে মনে মনে যদি তার হিসেব রেখে দেওয়া যায় তবে হয়তো পরে একটা হিল্লে হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা যে কোন মতেই সহজসাধ্য নয়, অল্প পরেই সেটা আমার মগজে ঢুকল। অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে সেই অসহায় অবস্থাতেই যতখানি আরাম করে শোওয়া যায় তার সুযোগ খুঁজলাম।

প্রায় পৌনে একঘণ্টা চলার পর গাড়িটা এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে দিয়ে হেনরিও নেমে গেল পাশের দরজা খুলে। যা আন্দাজ করেছিলাম তাই, সামনেই একটা গ্যারেজ খোলার শব্দ হল। হেনরি ফিরে এসে গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকল। সুইচ টিপে আলো জ্বালাবার শব্দ পেলাম। গ্যারেজের দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল। অবশেষে কাছে এসে একে একে হেনরি আমার বাঁধন খুলে দিল।

চারধারে তাকিয়ে দেখলাম আমি একটা বন্ধ গ্যারেজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। জানালাগুলো পেরেক ঠুকে বরাবরের মত বন্ধ করা। মাথার ওপর হলুদ রঙের টিমটিমে এক আলো জ্বলছে। সেই আলোতে সব-কিছু নজর দিয়ে পরীক্ষা করলাম। গ্যারেজটা আকারে প্রকারে নেহাত ছোট নয়। বাঁদিকের খানিকটা অংশ কাঠের পার্টিশান দিয়ে পৃথক করা। পার্টিশানের মাঝ-বরাবর একটা ছোট্ট মজবুত দরজা। দরজার গায়ে ভারী পেতলের তালা ঝুলছে।

হেনরি এবার ধীরে ধীরে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ক্ষুদ্র পিস্তল বের করল। পিস্তলটা ক্ষুদ্র হলেও তার কার্যকারিতা যে মোটেই তাচ্ছিল্যের বস্তু নয় এক পলকেই সেটা টের পাওয়া যায়।

আতঙ্কে আমার সর্বাঙ্গ নিথর হয়ে গেল। আমি কি ভীষণ মূর্খ! অগ্রপশ্চাৎ কোন-কিছু বিবেচনা না করেই নিজেকে এমন একটা খুনে পাগলের হাতে সঁপে দিয়েছি! এখন আমি সম্পূর্ণভাবে ওর আওতার মধ্যে। আমাকে মেরে ফেললেও কিছু করবার নেই।

আমার শঙ্কাতুর চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল হেনরি। 'ভয় পাবেন না, আমি আপনার মতো পেশাদার খুনে নই। এটা কেবল আত্মরক্ষার একটা অঙ্গ মাত্র। আমি যে সবদিক থেকেই যথেষ্ট সচেতন, সেই কথাটাই শুধু আপনাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চাই। যদি কিছু বদ মতলব মাথায় এঁটে থাকেন, তবে তাতে বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারবেন না।'

এমনিতেই আমি যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কোন রকম বদ মতলব ফাঁদবার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না।

হেনরি পকেট থেকে একটা চাবি বের করে বাঁ দিকের ছোট দরজাটা খুলতে খুলতে বলল, 'দুটো গাড়ি রাখবার জন্যে এই গ্যারেজটা তৈরি হয়েছিল। আমি এটাকে পার্টিশান দিয়ে দুভাগ করে নিয়েছি। আমার সাধের দিব্য-দৃষ্টি ভেতরের দিকে আছে।'

দরজা খুলে আলো জ্বালল হেনরি।

মানসচক্ষে যে-রকম কল্পনা করেছিলাম হেনরির যন্ত্রটা অনেকটা সেই ধরনের। ধাতুনির্মিত একটা লম্বাটে চেয়ার। বসবার আসনটা পুরু চামড়া দিয়ে ঢাকা। তার ঠিক সামনেই একটা কিম্ভূতকিমাকার আয়না। চেয়ারের গায়ে অজস্র কলকব্জা ফিট করা। কত রকমের সরু মোটা তার যে বিভিন্ন দিক থেকে চেয়ারের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

গ্যারেজের এদিকটায় কোন জানালাও নেই। বাতাস ঢোকার জন্যে দুটো মাত্র

ছোট ঘুলঘুলি। হেনরির ব্যবসার সাজসরঞ্জাম দেখে সেই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মনে মনে হেসে নিলাম খানিকটা।

'মিঃ হেনরি, আপনার এই দিব্য-দৃষ্টি অনেকটা সেণ্ট্রাল জেলের ইলেকট্রিক চেয়ারের মতো দেখতে!'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন।' হেনরি বোকার মতো মাথা নাড়ল। 'এটাকে দেখে প্রথমে সকলে সেই ধারণাই করবে।'

আমি অবাক চোখে ওর মসৃণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটা কি সত্যি সত্যি এতই আকাট যে সামান্য রসিকতাটুকুও উপলব্ধি করতে পারে না!

'আপনার এই দিব্য-দৃষ্টি কাজ করে কিভাবে?'

'এগিয়ে গিয়ে চেয়ারের ওপর বসুন। তারপর আমি এটাকে চালু করবার প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিচ্ছি।'

সন্দেহজনক দৃষ্টিতে একবার হেনরির মুখের দিকে, আর-একবার ওর কিম্ভূতকিমাকার চেয়ারটার দিকে ফিরে তাকালাম। ফাঁসির আসামীদের জন্যে আজকাল যে ধরনের বৈদ্যুতিক চেয়ার ব্যবহার করা হয়, তার সঙ্গে এর হুবহু সাদৃশ্য আছে। একটু কেশে পরিষ্কার করে নিলাম গলাটা। 'তার চেয়ে মিঃ হেনরি, আপনি-ই বরং চেয়ারে বসে আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন।'

হেনরি দু-চার মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করল। 'ঠিক আছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে এই ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।'

'তাই বুঝি!' আমার কণ্ঠে তরল পরিহাসের সুর কারুর কান এড়াবার নয়।

কিন্তু হেনরি সেদিকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করল না। নির্বিকার কণ্ঠে বলল, 'আমি যখন সুইচ টিপে দিব্য-দৃষ্টি চালু করব তখন আমার চারপাশের বায়ুমণ্ডলে একটা প্রচণ্ড রকম শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হবে, ভীষণ একটা ঘূর্ণিঝড় উঠবে। সেই কারণেই গ্যারেজের দেওয়ালগুলো এত পুরু করে তৈরি করতে হয়েছে। আলো-বাতাস ঢোকার জন্যে দুটো ছোট ঘুলঘুলি ছাড়া আর-কোন জানালা পর্যন্ত রাখিনি। সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে অন্য কেউ উপস্থিত থাকলে তার শরীরের মধ্যে কি রকম প্রতিক্রিয়া ঘটবে সে-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ।'

'সে তো নিশ্চয়!' হেনরির মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে আমি বললাম, 'এমন কি, আমি হয়তো মারাত্মক আঘাত পেতে পারি? হয়তো-বা মারাও পড়তে পারি বেমক্কা! এক্ষেত্রে কোন-কিছুই বিচিত্র নয়।'

'ঠিক সেই কারণেই দিব্য-দৃষ্টি চালু করবার সময় আমি আপনাকে ঘরের মধ্যে উপস্থিত থাকতে নিষেধ করছি। তবে কিছু সময় বাদে ঝড়ের গর্জন থেমে গেলে আপনি ভেতরে ঢুকে দেখতে পারেন। কিন্তু বেশিক্ষণ যেন এখানে থাকতে যাবেন না। কারণ আমি যখন উঠে আসব, তখন ঘরের মধ্যে সেই একই ধরনের আলোড়নের সৃষ্টি হবে।'

ওর কথামতো ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে দরজাটাকে ভেজিয়ে দিলাম। সমস্ত

ব্যাপারটার মধ্যে বেশ একটা মজার গন্ধ পাচ্ছি। দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করে আগুন ধরালাম।

এর পরের ঘটনাবলী কিন্তু আমার কাছে আর তেমন হাস্যকর ঠেকল না। মিনিট খানেক বাদে বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে একটা চাপা গুঞ্জন শুরু হল। ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল শব্দটা। কোন আবদ্ধ স্থানে উচ্চ শক্তির জেনারেটর চালালে যে ধরনের শব্দ হয়, অনেকটা সেই রকম। অবশেষে এমন অবস্থা হল যে ঘরদোর সব ভেঙে পড়বার উপক্রম। পায়ের তলায় মাটি পর্যন্ত থরথর করে কাঁপছে। তার সঙ্গে যুক্ত হল ক্রুদ্ধ ঝড়ের প্রবল গর্জন। সে এক অসহনীয় অবস্থা। কে যেন মাথার শিরাগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে খেতে আরম্ভ করেছে। দেহের স্নায়ুতন্ত্রীগুলো এলোমেলো, বিপর্যস্ত। মিনিট কয়েক বাদে সব-কিছু হঠাৎ আবার স্তব্ধ হয়ে গেল। চারদিকে এখন এক ঘন কঠিন নীরবতা। সমস্তই যেন কোন মায়াবী যাদুকরের ভেল্কি।

খেলটা অবশ্য হেনরি বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। তবে এই প্রদর্শনীর মূল্যটা অতিরিক্ত বেশি। এর জন্যে আমি ওকে নগদ পাঁচলক্ষ পাউণ্ড গুনে দেব, আমাকে এতটা ছেলেমানুষ ভাবা ওর পক্ষে উচিত হয়নি।

নিঃশব্দে ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। অবাক কাণ্ড! সারা ঘরটা বিলকুল ফাঁকা। হেনরি বা তার সেই বিদঘুটে চেয়ার—দুটোরই কোন পাত্তা নেই। ঘটনাটা কি হতে পারে, মনে মনে ভাববার চেষ্টা করলাম। কিন্তু অসম্ভব! এই একটিমাত্র ছোট দরজা ছাড়া বাইরে বেরুবার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। এই দরজা দিয়ে কোনরকমে একটা মানুষ যাতায়াত করতে পারলেও ওই চেয়ারাটা কিছুতে গলে যেতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা, আমি নিজেই তো এই দরজার সামনে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। বন্ধ ঘরের মৃদু সবুজ আলোয় সব-কিছু কেমন রহস্যময় বলে বোধ হতে লাগল। কিভাবে যে ঘটতে পারে ব্যাপারটা!

কিছু পরে আবার সেই মৃদু গুঞ্জন শুরু হল। তার সঙ্গে একটা দমকা বাতাস বইতে লাগল ঘরের মধ্যে। প্রবল হাওয়ার চাপে ঠিকমতো শ্বাস-প্রশ্বাস চালিয়ে যাওয়াই কষ্টকর। সভয়ে বাইরে বেরিয়ে সশব্দে ভেজিয়ে দিলাম দরজাটা। এই ভূতুড়ে ঘরে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

শব্দটা আবার আগের মতোই ক্রমশ তীব্র হতে শুরু করল। তার সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের মাতামাতি। কানের পর্দাটা প্রচণ্ড শব্দ-তরঙ্গের চাপে এবার বুঝি ফেটে যাবে। অকস্মাৎ সব-কিছু নীরব হয়ে গেল। পর মুহূর্তেই হেনরি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার চোখেমুখে এক অলৌকিক হাসির আভাস।

'হেলেনকে আপনারা যতটা সুন্দরী বলে মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ততটা সুন্দরী নন। ইতিহাসে এই ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে অনেক কিছু বাড়িয়ে বলা আছে। আসলে তার যা কিছু রূপলাবণ্য সে শুধু মহাকবির কল্পনায়।'

আমার বুকের ভেতরকার ধড়ফড়ানি তখনও কমেনি। 'কিন্তু, মিঃ হেনরি, আপনি তো মাত্র মিনিট তিন-চার ঘরের মধ্যে ছিলেন?'

হেনরি মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। 'পৃথিবীর সময়ের হিসেবে তাই হয়তো হবে। তবে আমি পুরো এক ঘণ্টা ট্রয়ের রাজপ্রাসাদে ঘুরে বেড়িয়েছি। আপনি আমার এই দিব্য-দৃষ্টির সাহায্যে অনায়াসে পাঁচ লক্ষ ডলার উশুল করে নিতে পারবেন।'

পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলাম। নিজের কণ্ঠস্বর আমার নিজের কানেই কেমন ভিন্ন রকম শোনাল।

'হপ্তা খানেকের মধ্যেই আমি ব্যাঙ্ক থেকে ধীরে ধীরে টাকা তুলে নেব। কিন্তু তার আগে নিজে চেয়ারে বসে একবার সব-কিছু যাচাই করে দেখে নিতে চাই।'

হেনরি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'এই বিষয়টা আমি আবার নতুন করে ভেবে দেখলাম। অল্পের জন্যে একটা মারাত্মক ভুলের হাত থেকে এযাত্রা বেঁচে গেছি! আমার সমস্ত আবিষ্কারটাই আপনি অনায়াসে চুরি করে নিয়ে যেতে পারতেন।'

'কি ভাবে?' ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলাম আমি।

'আপনি যদি আমার চেয়ারে বসে অতীত লোকে যাত্রা করতেন, তবে ফিরে আসবার সময় আপনার সুবিধেমতো পৃথিবীর যে-কোন স্থানে অবতরণ করতে পারতেন। হয়তো ডায়ালের কাঁটা ঘুরিয়ে ওখান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে কোন নির্জন দ্বীপের মধ্যে গিয়ে নামলেন। অতএব বুঝতেই পারছেন, দ্বিতীয়বার আমি আপনাকে ও ধরনের সুযোগ দিতে স্বভাবতই রাজি হব না।'

কথা বলতে বলতে আমরা আবার চেয়ারটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হেনরি একটা ছোট স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে চেয়ারের পেছন দিক থেকে কি-একটা খুলে নিয়ে নিজের পকেটে ভরল।

'ওটা কি পকেটে পুরলেন?'

'এটা হচ্ছে কণ্ট্রোলিং সেকশনের চাবিকাঠি। নিজের কাছে রেখে দিলাম। এরপর যদি কেউ আমার সাধের দিব্য-দৃষ্টি চুরি করে নিয়ে যায়, তবে তাতে তার কোন লাভ হবে না।'

হেনরির বাসা থেকে ফিরে আসবার সময়েও সেই একই রকম ভাবে আমার দু চোখ বেঁধে নিয়ে এল। ওর চালচলনে কোথাও একচুল ত্রুটি নেই। চারদিকে আটঘাট বেঁধে তবেই ও কাজে হাত দেয়।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিজের বাসায় ফিরে এলাম। ব্যাপারটা যে কি ঘটছে বুঝে ওঠা দুষ্কর। সমস্তটাই কি বিরাট একটা ধোঁকাবাজি! আমার চোখের সামনে দিয়ে যা কিছু ঘটে গেল তা কি শুধু অলীক মায়া বিভ্রম! এর মধ্যে এক বর্ণও সত্যি নেই!

গ্যারেজে গাড়ি রেখে বেরুতে যাব, হঠাৎ চালকের আসনের নিচে লালরঙের ছোট একটা নোট বই আমার নজরে পড়ল। হেনরি এখানে বসেই গাড়ি ড্রাইভ করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ধক করে উঠল বুকটা। তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে খাতাটা তুলে নিলাম। আমার ধারণা মিথ্যে নয়। এটা হেনরির-ই পকেট-বুক। কিন্তু কোন ঠিকানা দেওয়া নেই। ফোন নাম্বারের জায়গাটাও ফাঁকা। তবে গাড়ির নম্বর একটা দেওয়া আছে। হেনরি-ই হয়তো তার মালিক।

ড্রইং রুমের চেয়ারে বসে পকেট-ডায়েরিটা উল্টে-পাল্টে পরীক্ষা করলাম। কিন্তু বিশেষ কিছু জানা গেল না। বিভিন্ন পাতায় কতকগুলো দেখা করার তারিখ টোকা আছে। তবে কার সঙ্গে কি উদ্দেশ্যে দেখা করবে তার কোন উল্লেখ নেই। মাঝেমধ্যে দু-একটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির নাম।

রিসিভার তুলে সরাসরি স্পিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। 'আপনারা কি গাড়ির নাম্বার পেলে তার মালিকের নাম-ধাম খুঁজে বের করতে পারবেন?'

'হ্যাঁ—নিশ্চয়!' দরাজ গলায় ভরসা দিলেন স্পিলার। 'মক্কেলদের জন্যে অনেক রকম ব্যবস্থাই আমাদের রাখতে হয়।'

হেনরির নোট বইয়ে যে নম্বরটা লেখা ছিল স্পিলারকে সেটা ফোনে জানিয়ে দিলাম। 'আগামীকাল দুপুরের মধ্যেই খবরটা আমার কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন।'

ফোনটা নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু স্পিলার আবার নতুন করে কথা শুরু করলেন। 'মিঃ রীভস্, আপনার স্ত্রীর গতকালের গতিবিধির রিপোর্ট আমরা তৈরি করে রেখেছি। এখন কি সেটা শোনবার সময় হবে?'

নানান ঝামেলায় ডায়নার কথা আমি ভুলতে বসেছিলাম। বললাম, 'ঠিক আছে, বলুন!'

'আপনার স্ত্রী গতকাল সকাল সাড়ে দশটায় বাসা ছেড়ে প্রথম বাইরে বেরোয়। তিনি রয়েল পার্কের বিউটি স্পটে এসে একটা কমলা রঙের লিপস্টিক ও এক শিশি সৌখিন নেল-পালিশ কেনেন।'

রাগে আমার সর্বাঙ্গ রিরি করে জ্বলে উঠল। তীব্র ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞেস করলাম, 'নেল-পালিশটার নাম কি?'

'সামার রোজ।' স্পিলারের নির্বোধ কণ্ঠে গর্বের আমেজ। 'তারপর তিনি—'

'দেখুন, ওসব মেয়েলী ছেঁদো কথা কেঁদে বসে এখন আমার সময় নষ্ট করবেন না। আমি জানতে চাই, বাইরের কোন পুরুষের সঙ্গে কি ডায়নার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেছিল? তার সঙ্গে অন্য কারুর গোপন সম্পর্ক আছে?'

'না, তেমন কোন প্রমাণ আমরা এখনও পর্যন্ত পাইনি।'

শব্দ করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। তারপর উঠে গিয়ে আলমারি খুলে আস্ত একটা হুইস্কির বোতল বের করলাম।

সাধারণভাবে দিব্য-দৃষ্টির ধারণাটা অবিশ্বাস্য বলে বোধ হতে পারে, তাই বলে কি একেবারেই অসম্ভব! আজকের রকেটের যুগে কোন-কিছু অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না। মানুষের কত অসম্ভব স্বপ্নই তো একে একে সত্য হয়ে উঠছে। চাঁদের বুকে পায়ের ছাপ এঁকে দিয়ে এসেছে এই মানুষ। এখন তার লক্ষ্য আরও সুদূর বিস্তৃত। মহাকাশের বিচিত্র লীলাভাণ্ডারের চাবিকাঠির অন্বেষণে এখন সে হন্যে হয়ে ঘুরছে। কোন কল্পনাই আজ আর তার কাছে অলীক বা অবাস্তব নয়।

ধীর পায়ে ডায়না এসে ঘরে ঢুকল। 'তোমাকে আজ যেন বড় বেশি গম্ভীর ঠেকছে! কি এত ভাবছ বল তো?'

'আমি একটা গভীর সমস্যায় পড়েছি, ডায়না। তুমি ঠিক বুঝবে না—'

'ওই ভবঘুরে উড়নচণ্ডী ছোকরাটাই বোধ হয় যত নষ্টের মূল। তোমার কাছে আজগুবি আবিষ্কারের গল্প শোনাচ্ছে। কোত্থেকে যে আপদটা এসে জুটল!'

হুইস্কির গ্লাসে লম্বা করে চুমুক দিলাম। 'যদি ধরে নেওয়া যায় যে ওর এই আবিষ্কারটা সত্যি।'

ডায়না টেবিলের সামনে বসে হাতের নখে রঙ লাগাতে লাগল। 'তুমি নিশ্চয় তা মনে কর না?'

লক্ষ্য করে দেখলাম যে নেল-পালিশটা ও এখন ব্যবহার করছে তার নাম সামার রোজ। বললাম, 'দিব্য-দৃষ্টিকে তুমি অসম্ভব বলে একেবারে উড়িয়ে দিতে পার না।'

ডায়না গভীর চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল। 'তুমি তাহলে ছোকরার আষাঢ়ে গল্পটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করছ?'

নিজেকে খানিকটা বিড়ম্বিত বোধ করলাম।

আমার বিব্রত অবস্থা লক্ষ্য করে ডায়না মৃদু হাসল। 'লোকটা বোধ হয় তোমার কাছে টাকা চাইছে?'

'আচ্ছা, ওর আবিষ্কারটা যদি সত্যি হয় তাহলে কত দামে এটা কেনা যায় বল তো?'

ডায়না ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করল। 'এই ধরনের একটা খেলনার জন্যে বড় জোর হাজার খানেক ডলার খরচ করা যায়। খুব বেশি হলে দু হাজার। তবে জিনিসটা যে সত্যি সত্যিই খুব মজার হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'তুমি এটাকে খেলনা বলে মনে করছ!' ওর নির্বুদ্ধিতায় আমি হেসে উঠলাম। এটা দিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় গোপন খবর কত অনায়াসে তোমার হাঁতের মুঠোয় এসে যাবে। তার দাম যে কত হতে পারে সে-বিষয়ে তোমার কোন ধারণা আছে?'

চকিত দৃষ্টিতে ডায়না আমার দিকে তাকাল। 'তুমি সকলকে ব্ল্যাকমেল করে বেড়াবে নাকি? সেইজন্যেই কি যন্ত্রটা কিনতে চাইছ?'

মৃদু হেসে ওর কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। 'আরে—না, না! যন্ত্রটা পেলে কি কি করা যেতে পারে, সেইটাই কল্পনা করছি। সামান্য তুচ্ছ একটা ব্যাপারকেও তুমি এমন গভীর ভাবে নাও—'

ডায়না কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে গম্ভীর আত্মমগ্ন স্বরে বলল, 'দেখ, যেন বোকার মত হঠাৎ কিছু-একটা করে বসবে না।'

ওর সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু আমি জানি, জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনে আমার কতখানি চিন্তা ও সতর্কতা নিহিত থাকে।

সাত

পরের দিন পত্রিকা অফিসে গিয়ে স্পেণ্ডারের একটা চিঠি পেলাম। তাঁর ভাইপোর বদলে মিঃ ফ্রেড্ডকে খুন করেছি বলে তিনি আমার প্রতি খুবই কুপিত

হয়েছেন। বিশেষ করে মিঃ ফ্রেডের মৃত্যুতে একদিক থেকে তাঁর খুব ক্ষতি হয়ে গেছে। ফ্রেডের শ্বশুরের গোটা পাঁচেক রেসের ঘোড়া ছিল। সেই ঘোড়াগুলোর বাজী জেতার সম্ভাবনা থাকলে ফ্রেড মারফত স্পেণ্ডার আগেই সব খবর পেতেন। আমার মতো আহাম্মকের পাল্লায় পড়ে এখন থেকে সে-পথও বন্ধ হয়ে গেল। স্পেণ্ডার লিখেছেন, হয় আমি পূর্বের চুক্তিমতো কর্তব্য সম্পাদন করব, নাহলে এই কাজের দরুন তার কাছ থেকে যত টাকা অগ্রিম নিয়ে রেখেছি—তার সবটাই পত্রপাঠ ফেরত পাঠাব।

ছুপুর ছুটো নাগাদ ফোন এলো স্পিলারের। ওই গাড়ির বর্তমান মালিক হেনরি পিটার। বাসার ঠিকানা ২৩১৯ ওয়েস্ট হেডলি। মাস ছয়েক আগে নামমাত্র মূল্যে এই পুরনো গাড়িটা কিনেছেন।

রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত ঘরে বসে অপেক্ষা করলাম। তারপর ছু-চারটে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হ্যাণ্ড-ব্যাগের মধ্যে ভরে নিয়ে হেনরির বাসার উদ্দেশে রওনা হলাম।

ওয়েস্ট হেডলি অঞ্চলটা স্বভাবতই বেশ নির্জন। হেনরির বাসাটা বড় রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা ভেতরের দিকে। সেখানে লোকবসতি আরও কম। পাশাপাশি আর যে কয়েকটা ফ্ল্যাট আছে সেগুলোও এখন খালি বলে মনে হল। একতলায় বাড়ির পুবদিক-বরাবর লম্বা ধাঁচের একটা গ্যারেজ।

হেনরির বাসা থেকে শ খানেক ফুট দূরে ঝাঁকড়ামাথা একটা গাছের আড়ালে গাড়িটা দাঁড় করলাম। তারপর আরাম করে সীটের পেছনে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম।

সওয়া এগারটা নাগাদ হেনরির ড্রইং-রুমের আলো নিভল। এবং এর অব্যবহিত পরেই অন্য যে ঘরের আলো জ্বলে উঠল সেটা ওর শোবার ঘর বলেই মনে হয়। দশ মিনিটের মধ্যে সে আলোটাও নিভে গেল। আরও আধ ঘণ্টা নিঃশব্দে অপেক্ষা করবার পর ক্ষিপ্র পায়ে গ্যারেজের দিকে এগোলাম। নকল চাবির সাহায্যে গ্যারেজের দরজা খুলতে আমার বেশি সময় লাগল না। ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম আগের মতো। আলোর সুইচ কোথায় আছে প্রথম দিনই দেখে গিয়েছিলাম। সুইচ টিপতে ম্যাড়মেড়ে হলুদ আলোয় ঘরটা ভরে উঠল। চোখ বাঁধা অবস্থায় হেনরি যে আমাকে এখানেই নিয়ে এসেছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কাঠের পার্টিশানের মাঝখানে ছোট দরজাটার গায়ে আগের মতোই নতুন পেতলের তালা ঝুলছে। তালা খোলবার যন্ত্রপাতি ব্যাগের মধ্যেই ছিল। অল্প চেষ্টার পর বাধা দূর হল। সন্তর্পণে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম।

হেনরির দিব্য-দৃষ্টিও আগের মতো একই ভাবে রয়েছে।

বুকের মধ্যে লোভের আগুন জ্বলে উঠল। ভাবলাম, এই তো সুযোগ! অনায়াসে আমি এটাকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। প্রথমত ওই বিদঘুটে লম্বা চেয়ারটাকে কিছুতেই এই ছোট দরজা দিয়ে বাইরে আনা যাবে না। আর যদিও বা সেটা কোনরকমে সম্ভব হয়, এর আসল চাবিকাঠিটা তো হেনরির জিম্মাতেই রয়ে গেছে।

কিন্তু হেনরি সেদিন এই ঘরের মধ্যে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল কোন্ উপায়ে! চেয়ারটারও তখন কোন পাত্তা ছিল না। মূল রহস্যটা সম্পূর্ণভাবে তার ওপরই নির্ভর করছে। এর মধ্যে অন্য কোন গুপ্ত পথ নেই তো? থাকাই সম্ভব। আপাতত সেই বিষয়েই অনুসন্ধান করে দেখা যাক।

একটা ছোট হাতুড়ি দিয়ে তিন দিকের দেওয়ালের প্রতিটি অংশ ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করে দেখলাম। সমস্তটাই নিরেট সিমেন্টের তৈরি। কোথাও কোন ফাঁকি-জুকি নেই। মেঝেটাও নিখুঁত ভাবে পরীক্ষা করলাম। কোন ত্রুটি নজরে প'ড়ল না। তবে হেনরি অদৃশ্য হল কোন্ পথ দিয়ে। ছাতের দিকটা অবশ্য এখনও আমার দেখা হয়নি। ঘরটা বেশি উঁচু নয়। মাথা ছাড়িয়ে ফুট দুয়েক হবে। সেখানেও হতাশ হতে হল। ঢালাই সিমেন্টের ছাত। তার মধ্যে কোথাও একচুল আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত পড়েনি। ঘর থেকে বাইরে বেরুবার আর যে দ্বিতীয় কোন পথ নেই সে-বিষয়ে আমি এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

কথাটা মনে আসতেই সর্বাঙ্গ থরথর করে কাপতে শুরু করল। দিব্য-দৃষ্টি তাহলে কি সত্যি! হেনরি কি সেদিন ওই যন্ত্রের সাহায্যেই এ-ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল!

নিজেকে সংযত করতে বেশ কিছুটা সময় লাগল আমার। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে যেমন নিঃশব্দে এসেছিলাম, সেই ভাবেই ফিরে গেলাম ধীরে ধীরে।

আট

এর পরের দিন থেকে নগদ পাঁচ লক্ষ ডলারের সংস্থান করাই আমার সর্বপ্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। এর ফলে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টও শূন্য হয়ে এল ক্রমে ক্রমে। স্থাবর অস্থাবর অনেক বিষয়-সম্পত্তিও বিসর্জন দিতে হল।

বিকেলের দিকে স্পিলারের ফোন পেলাম। সেই একই পুরনো ছাঁদে বাঁধা গৎ। মিসেস রীভস্ গতকাল দুপুরে একটা ব্রিজ খেলার আসরে যোগ দিয়েছিলেন। আসরটা বসেছিল ডরিস ওয়েভার নামে এক বান্ধবীর বাসায়। অবশ্য সে আসরে কোন পুরুষ ছিল না। ঘণ্টা তিনেক সকলে মিলে তাস খেলে সময় কাটান। বাজীর দর ছিল পয়েন্ট প্রতি এক ডলার। আপনার স্ত্রী মিসেস রীভস্ সর্বমোট পঁয়ত্রিশ পয়েন্টে হেরে যান।'

'ওঃ, আপনি খুব দামী খবর সংগ্রহ করেছেন দেখছি!' অনেক চেষ্টা করেও কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের ঝাঁঝ চাপতে পারলাম না। বললাম 'শুনুন মিঃ স্পিলার, দয়া করে আগামী কাল আমার বিলটা পাঠিয়ে দেবেন। আপাতত ডায়নাকে অনুসরণ করবার আর-কোন প্রয়োজন নেই।'

'ধন্যবাদ, মিঃ রীভস্।' ঈষৎ বিব্রত ভঙ্গিতে জবাব দিলেন স্পিলার। 'আমাদের প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা তো আপনার জানাই আছে, প্রয়োজন হলে আবার খবর দেবেন। আপনাদের কাজে লাগবার জন্যে আমরা সর্বদা প্রস্তুত হয়েই থাকি। তাহলে আজকের মত বিদায় নিচ্ছি। আপনার সৌভাগ্যের জন্যে আমিও আনন্দিত।'

'আমার সৌভাগ্য ?'—

'হ্যাঁ, মানে শ্রীমতী রীভসের চারিত্রিক সততার কথাই বলছিলাম আর কি। তিনি যে এবারে আপনার প্রতি যথেষ্ট বিশ্বস্ত রয়েছেন—আপনার আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ অমূলক—' কথা না বাড়িয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

স্পিলারকে আর কোনদিনই আমার প্রয়োজন হবে না। দিব্য-দৃষ্টির সাহায্যে ডায়নার গতিবিধির যাবতীয় খবর এবার থেকে আমি নিজেই নখদর্পণে রাখতে পারব।

এই সঙ্গে হেনরির কথাও আমার মনে পড়ল। শয়তানটা যাতে কোনরকমে আর একটা দিব্য-দৃষ্টির জন্ম দিতে না পারে সেদিকেও বিশেষভাবে সজাগ থাকতে হবে। যন্ত্রটাকে একবার নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারলে হয়। তারপর তো সারা পৃথিবী আমার হাতের মুঠোয়। হেনরিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে খুব বেশি একটা অসুবিধের কারণ ঘটবে না। পৃথিবীতে দিব্য-দৃষ্টির অধিকার একমাত্র আমারই থাকবে। আর কেউ-ই তার ভাগীদার হতে পারবে না।

নির্দিষ্ট দিনের অনেক আগেই পুরো টাকাটা যোগাড় করে ফেললাম। উত্তেজনায় আমার আর ঘুম হচ্ছিল না। ভাবলাম, এখনই হেনরিকে ফোন করে আমার বাসায় আসতে বলি। কিন্তু আমি যে ওর ফোন নম্বর জানি হেনরি সে-কথা জানে না। তার ফলে ওর মনে হয়তো নতুন কোন সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। অযথা ঝামেলা বাড়িয়ে কি দরকার!

নির্দিষ্ট দিন সন্ধ্যেবেলা হেনরি আমার ড্রইং রুমে হাজির হল। ওকে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। যন্ত্রণাদায়ক দীর্ঘ প্রতীক্ষার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেল এতক্ষণে।

'আসুন—আসুন, মিঃ হেনরি,' তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার এগিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'চুক্তিমত সমস্ত টাকাটাই আমি ইতিমধ্যে যোগাড় করে রেখেছি, ইচ্ছে হলে আপনি নিজেও গুনে দেখতে পারেন।'

'টাকার কোন প্রশ্ন নয়।' চেয়ারে বসে আমতা আমতা করতে লাগল হেনরি। ডান হাত দিয়ে ঘাড় চুলকোতে শুরু করল অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে। 'আসল কথাটা হচ্ছে, দিব্য-দৃষ্টি বিক্রি করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। আপনি আমায় মাফ করবেন, মিঃ রীভস্।

'আপনি এখন আর চুক্তির খেলাপ করতে পারেন না!' আমি জলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, 'আমাদের মধ্যে পাকা কথা হয়ে গেছে! আপনি একজন ভদ্রলোক নিজ মুখে কথা দিয়েছেন।'

উঠে গিয়ে আলমারি থেকে কারেন্সির নোটে-ঠাসা ছোট স্যুটকেশটা বের করে আনলাম। 'এই দেখুন, কথা মতো পুরো পাঁচ লাখই আমি সংগ্রহ করে এনেছি। এর বেশি একটা ডলারও আর আমার দেবার ক্ষমতা নেই। প্যাঁচে ফেলে আর বেশি আদায় করে নেবার ফিকির খুঁজবেন না, মিঃ হেনরি। বিশ্বাস করুন, এখন আমি একেবারেই নিঃস্ব। তাছাড়া পাঁচলক্ষ ডলারের মূল্য যে কতখানি সে-সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে? এর দৌলতে আপনি এক ডজন দিব্য-দৃষ্টি তৈরি করে সেগুলো সোনা দিয়ে মুড়ে রাখতে পারবেন।'

হেনরি হতাশ মুখে উঠে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে, চলুন! কথা যখন দিয়ে ফেলেছি তখন আর উপায় কি! তবে কেবলই আমার কেমন বাধো বাধো ঠেকছে! আমি বোধ হয় মূর্খের মতো কিছু একটা করে বসছি—'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আর বেশি দেরি করা সমীচীন নয়। কখন আবার ওর মতিগতি পাল্টে যাবে তার ঠিক কি! 'তাহলে আমার গাড়িতেই রওনা হওয়া যাক। নিচের গ্যারেজে গিয়েই আপনি না হয় আমার চোখটোখ যা বাঁধবার বেঁধে তারপর নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে যাবেন গাড়িটাকে।'

'না, এখন আর তার কোন প্রয়োজন নেই। জিনিসটা যখন বরাবরের জন্যে আপনার হতে চলেছে; তখন এই দিব্য-দৃষ্টির সাহায্যে ইচ্ছে করলেই আপনি আমার বিষয় যাবতীয় খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারবেন। তবে আর অনর্থক এত কষ্ট করি কেন?'

তা ঠিক! সে দিক দিয়ে ও অন্তত খাঁটি কথাই বলেছে।

'কিন্তু আগের মত এবারেও আমি আপনাকে ভালো ভাবে তল্লাশ করে নেব। সেখানে কোনরকম চালাকি চলবে না'

অবশেষে ওয়েস্ট হেডলিতে হেনরির বাসার সামনে উপস্থিত হলাম। আমি-ই ড্রাইভ করে নিয়ে এলাম সারা রাস্তা। পকেট থেকে চাবি বের করে হেনরি গ্যারেজের দরজা খুলল। পার্টিশানের মাঝখানে ছোট দরজাটার গায়ে আগের মতোই নতুন তালা ঝুলছে। আমার আর তর সইছিল না। মনে হচ্ছিল ওর হাত থেকে চাবিটা কেড়ে নিয়ে আমি নিজেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকি।

ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালল হেনরি। মৃদু সবুজ আলো। তার মধ্যে ওই চেয়ারটা যেন এক মায়াবী পরিবেশ গড়ে তুলেছে। পৃথিবীর কত যে সীমাহীন রহস্য ওর বুকের মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে আছে! এটাই বোধ হয় মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল। দুনিয়ায় এর কোন জুড়ি নেই।

হেনরি পকেট থেকে কণ্ট্রোলিং সেকশনের অংশটুকু বের করে ঠিক জায়গায় জুড়ে দিল। তারপর এক টুকরো টাইপ-করা কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'প্রস্তুত হয়ে চেয়ারে বসবার আগে এই নির্দেশটা ভালো করে পড়ে নেবেন। —একেবারে মুখস্থ করে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। মাঝপথে যদি হঠাৎ কিছু একটা ভুলে যান তবে ফিরে আসবার সময় ফ্যাসাদ বাধতে পারে। তাই এ সম্পর্কে আগে থেকেই আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি।'

কাগজটা হাতে নিয়ে মন দিয়ে পড়তে শুরু করলাম।

'প্রথম দু-চারদিন আপনাকে হয়তো খানিকটা অসুবিধের সম্মুখীন হতে হবে।' হেনরি তার পুরনো কথার খেই ধরে বলে চলল। ঠিক যে জায়গায় উপস্থিত হতে চাইছেন, একবারের চেষ্টায় সেখানে হয়তো গিয়ে পৌঁছতে পারলেন না। তবে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই এ ধরনের যাবতীয় অসুবিধে দূর হয়ে যাবে। নতুন ড্রাইভ করতে শিখে প্রথম কয়েকদিন স্টিয়ারিং ধরতে যে রকম অস্বস্তি হয়, এও সেই রকম। তাছাড়া অতীত ইতিহাসের সাল তারিখের মধ্যেও অনেক গণ্ডগোল আছে। প্রামাণ্য

গ্রন্থে যে-সমস্ত ঘটনা ও তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায়, আসল ঘটনার সঙ্গে অনেক সময়েই তার কোন মিল খুঁজে পাবেন না।'

'ঠিক আছে—ঠিক আছে! এখন আপনার বকবকানি বন্ধ করে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ান তো!' আমার কণ্ঠস্বরে অধৈর্যের সুর গোপন রইল না। 'নির্দেশটা আমি পড়ে নিয়েছি, বোঝবার কোন অসুবিধে নেই। যে-কোন বাচ্চা ছেলেও এটা বুঝতে পারবে।'

হেনরি ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু কোন প্রতিবাদ না করে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

আমি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে চেয়ারে উঠে বসলাম। ব্যাপারটা খুবই সোজা। মনে রাখারও কোন অসুবিধে নেই। তা সত্ত্বেও হেনরির নির্দেশমতো আবার কাগজটা বের করে আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে নিলাম। বলা যায় না যদি উত্তেজনার বশে মাঝ পথে কোথাও কোন ভুল করে বসি!

প্রথমে কোথায় যাওয়া যায় সেটাই দেখছি আপাতত এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। নিজের অতীত জীবনে ফিরে যাবার কথা চিন্তা করলাম, সেখানে রোমাঞ্চকর ঘটনার অভাব নেই। কিন্তু গত বছর খ্রীস্টমাসের সময় ম্যাকফার্সনের বাগানবাড়িতে সদলবলে পিকনিক করতে গিয়ে ডায়না যে আমার পাশ থেকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, আজও তার সমাধান করে উঠতে পারিনি। ওকে অনেক বার প্রশ্ন করেও এর কোন সদুত্তর পাইনি। আজ সে রহস্যের অবসান হবে। এখন আর ডায়না আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না।

নব ঘুরিয়ে ডায়ালের কাঁটাটা যথাস্থানে স্থাপন করলাম। বুকের মধ্যে একটা ইতস্তত ভাব জেগে উঠল। একটা অজানা ভয়ের শিহরণ। তারপর সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূরে ঠেলে বাঁ দিকের নীল বোতামটা টিপে দিলাম।

শঙ্কিত চিত্তে দু-চার মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম, কিন্তু আশাপ্রদ কিছুই ঘটল না। বিরক্ত হয়ে আবার বোতাম টিপলাম। ফল সেই একই, যেমন ছিলাম তেমনই রয়ে গেলাম। কোথাও কোন পরিবর্তনের আভাস নেই।

আপনা থেকেই আমার ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে এল। তবে কি কোন ভুল করলাম! পকেট থেকে কাগজটা বের করে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে নির্দেশগুলো পুনরায় পড়ে নিলাম। না, সব ঠিকই আছে। তবে—

অকস্মাৎ আমার যেন জ্ঞানোদয় হল। সব জিনিসটাই বিরাট একটা ধোঁকাবাজি। আগাগোড়া সমস্ত কিছুই সাজানো।

মাথার মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করতে শুরু করল। লাফিয়ে চেয়ার থেকে নেমে দরজার দিকে ছুটে গেলাম।

শয়তান!

নিষ্ফল আক্রোশে গুমরে মরা ছাড়া তখন আর অন্য-কোন উপায় ছিল না। ওদিকে দরজার গায়ে হেনরি তখন তালা লাগিয়ে দিয়েছে। ছোট্ট ঘরটার ভেতর আমি এখন অসহায়ভাবে বন্দী।

প্রচণ্ড জোরে দরজার ওপর ঘুষি মারতে মারতে হেনরিকে চিৎকার করে ডাকলাম। ওর নাম ধরে অশ্লীল অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিতে শুরু করলাম। কারুর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

নিজের বোধবুদ্ধিও ফিরে পেলাম ধীরে ধীরে। এমনভাবে চিৎকার করে কোন ফল হবে না। প্রথমে এখান থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে হবে।

এদিকটা লোকালয় থেকে অনেক দূরে। তাই বাইরের কোন তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবার আশা নেই। হাজার চীৎকারেও কেউ শুনতে পাবে কিনা সন্দেহ। বর্তমানে যা কিছু করণীয় তা করবার দায়িত্ব শুধুমাত্র একা আমার।

চেয়ারের গা থেকে একটা মোটা লোহার ডাণ্ডা খুলে নিয়ে দরজার কড়ায় লাগিয়ে প্রাণপণে চাড় দিতে লাগলাম। প্রায় এক ঘণ্টা ধবস্তাধবস্তির পর মুক্তি পাওয়া গেল। যুদ্ধে আহত ক্লান্ত সৈনিকের মতো আমি ছোট ঘরটা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

দরজার ঠিক সামনেই একটা মুখবন্ধ খাম পড়েছিল। খামের ওপর পরিষ্কার অক্ষরে আমার নাম লেখা। ওটা যে শ্রীমান হেনরির কীর্তি সেটা বুঝে নিতে কোন অসুবিধে হল না। ক্রুদ্ধ আক্রোশে খামটা ছিঁড়ে পড়তে শুরু করলাম।

প্রিয় মিঃ রীভস্,

এতক্ষণে নিশ্চয় আপনি বুঝতে পেরেছেন দিব্য-দৃষ্টির সমগ্র পরিকল্পনাটাই বিরাট একটা ভাঁওতা। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আসলে দিব্য-দৃষ্টি বলে পৃথিবীতে কিছু নেই! ও শুধু আমার কল্পনামাত্র। অনেকটা তাসের প্রাসাদের মতো, বাস্তবে যা একান্তই অসম্ভব।

অবশ্য আপনাকে এ চিঠি লেখার গভীর কোন প্রয়োজন ছিল না, টাকাটা গায়েব করেই আমি নীরবে হাওয়া হয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে অহংভাবটা বড় বেশি প্রবল। বুদ্ধির খেলায় আমি আপনাকে পরাজিত করেছি, একেবারে ল্যাজে-গোবরে করে দিয়েছি বলা চলে। তাই এ কাহিনীর সবটুকু আপনার কাছে প্রকাশ না করে কিছুতেই মনের মধ্যে স্বস্তি পাচ্ছি না। আমার তুলনায় আপনি যে কতখানি নির্বোধ, সেইসঙ্গে তারও প্রমাণ পাওয়া যাবে। তবে শুধু আপনি কেন, আপনার চেয়ে আরও অনেক ঘোড়েল ব্যক্তি-ও যে আমার এই ফাঁদে পড়ে ঘায়েল হয়ে যেত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আপনার শেষ চারটে খুনের সম্বন্ধে আমি কিভাবে এত বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করলাম, সে-কথা ভেবে নিশ্চয় খুব ধাঁধায় পড়ে গেছেন। হ্যাঁ,—আমি সেইসব ঘটনার সময় অকুস্থলে উপস্থিত ছিলাম। তবে সেটা অবশ্য দিব্য-দৃষ্টির দৌলতে নয়। ভুলেও সে-চিন্তা মনে স্থান দেবেন না।

ডায়না যে শুধুমাত্র টাকার জন্যেই আপনাকে বিয়ে করেছে এটুকু সত্য উপলব্ধি করবার মতো বুদ্ধি নিশ্চয় আপনার আছে। আপনার রূপ, স্বাস্থ্য বা ব্যক্তিত্ব কিছুই ওর মন ভোলায়নি, ভুলিয়েছিল টাকা! এবং টাকা যে আপনার অঢেল, সেটা আপনার চলনে-বলনেই বোঝা যায়।

টাকা আপনার অজস্র, কিন্তু কোন্ পথে যে আপনি সংগ্রহ করেন, ডায়না তার কোন হদিশ খুঁজে পেত না। অথচ দিনের পর দিন বিভিন্ন ব্যাঙ্কের পাশ-বইয়ে জমার অঙ্ক কেবল বেড়েই চলেছে। অনেক চেষ্টা করেও আপনার কাছ থেকে ডায়না এর কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য সদুত্তর পায়নি। স্বভাবতই তার নারী-মন এ সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠল।

আমার ছোট বোন ডায়নার সঙ্গে এক কলেজে পড়ত। এদিক-ওদিক বেড়াতে যাবার সময় মাঝে-মধ্যে ওরা আমাকে দলে টেনে নিত। সেই সূত্রে আগেই আমাদের মধ্যে কিছুটা চেনা-পরিচয় ছিল। সাত-আট মাস আগে এক সিনেমা হলে ডায়নার সঙ্গে আবার আমার দেখা হয়ে গেল। তারপর থেকেই আমাদের পরিচয় এক নতুন পথে পা বাড়াল। আমরা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেললাম।

ওর মানসিক অবস্থাটা আমি পরে অনুভব করতে পেরেছিলাম। আসলে ও এক নিষ্প্রাণ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাস করতে করতে মনে মনে হতাশার অতলে ডুবে যাচ্ছিল। যে-কোন একটা সহায় অবলম্বন করে আবার ভেসে ওঠবার চেষ্টা করছিল প্রাণপণে। সেই সময় আমাকে সামনে পেয়ে দু-হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল।

আপনার প্রসঙ্গ আমাকে সব খুলে বলল ডায়না। শুনে আমার মনের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক হল। আমি ওকে মিঃ স্পিলারের গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দিলাম। এসব ব্যাপারে ওরা খুবই দক্ষ। ডায়না মিঃ স্পিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনার পেছনে লোক নিযুক্ত করল।

একদিক থেকে আপনার ভাগ্যটা খুবই ভালো বলতে হবে। কারণ সেই ক-দিনের মধ্যে আপনি কাউকে খুন করে বসেননি। তাহলে স্পিলারের লোকের হাতে ধরা পড়ে যেতেন। ওরা আপনাকে পুলিসের হাতে সঁপে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না।

মাত্র দিন সাতেকের জন্যে আপনার পেছনে লোক লাগানো হয়েছিল। স্পিলারের অফিসে গিয়ে আমি নিজে আপনার প্রাত্যহিক গতিবিধির নিখুঁত বিবরণ নিয়ে আসতাম। তার মধ্যে সন্দেহজনক এমন কিছু ছিল না। কিন্তু ওই রিপোর্টের মধ্যে প্রতিদিনই একটা ঘটনার উল্লেখ থাকত। আপনি প্রত্যহ দুপুর বেলা ডেলি মিরর পত্রিকা অফিসে যান। সেখানে আপনার নামে একটা বাক্সও ভাড়া করা আছে।

ব্যাপারটা আমাদের দুজনের কাছেই বেশ গোলমেলে মনে হল। সাধারণ চিঠিপত্র তো বাসার ঠিকানাতেই আসতে পারে। তবে অনর্থক গাঁটের কড়ি খরচ করে পোস্টবক্স ভাড়া করা কেন? তবে কি সেগুলো সাধারণ চিঠি নয়? তাদের মধ্যে কোন-কিছু অসাধারণত্ব লুকনো আছে?

ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার ড্রয়ার থেকে চাবি চুরি করে নরম মোমের ওপর তার ছাঁচ তুলে নেওয়া ডায়নার পক্ষে এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। ছাঁচের সাহায্যে আমি আপনার পোস্টবক্সের একটা নকল চাবি তৈরি করে নিলাম। দুপুরের দিকে আপনি ডেলি মিরর পত্রিকা অফিসে হানা দেন। আমি তার তিন-চার ঘণ্টা আগে

সকালের ডাক বিলি হয়ে যাবার পর নিয়মিত বাক্সটা খুলে দেখতে শুরু করলাম। কোন চিঠি পেলে আগে নিজের বাসায় নিয়ে এসে পড়ে নিতাম। তারপর খামের মুখ বন্ধ করে যথাস্থানে রেখে দিয়ে আসতাম। আপনি এর বিন্দু-বিসর্গ জানতে পারতেন না।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে আপনার বিষয়ে যাবতীয় তথ্য অবগত হলাম। কখন কোথায় খুন করতে হবে, চিঠিতে তারও নির্দেশ দেওয়া থাকত। আমি আগে গিয়ে কোন গোপন জায়গায় লুকিয়ে থেকে আপনার প্রতীক্ষা করতাম।

ডায়না আমার কাছে ওর পূর্ব-প্রণয়ীর কাহিনীও অকপটে ব্যক্ত করেছিল। ভদ্রলোকের আর-কোন হদিশ পাওয়া গেল না। পরিচিত পৃথিবী থেকে হঠাৎ একদিন কোথায় যেন উধাও হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা কি হতে পারে অনুমান করে নিলাম। তার ফলে আমরাও পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিলাম একেবারে। প্রয়োজন হলে ও সময়মতো আমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করত।

প্রথমে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করাই আমাদের ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ভেবে দেখলাম বেশিদিন সেটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাতে বিপদের ঝুঁকিও অনেক। তাই আপনাকে একেবারে সর্বস্বান্ত করবার মতলব আঁটলাম। আর আপনার টাকা তো সব পাপেরই টাকা! সে টাকায় আপনার কোন অধিকার থাকা উচিত নয়।

এ চিঠি যখন আপনি পড়বার সুযোগ পাবেন, তখন আমি এবং ডায়না ক্রমশই আপনার কাছ থেকে দূরে—অনেক দূরে সরে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। এবং মিঃ রীভস্, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সত্যিকারের কোন দিব্য-দৃষ্টির সাহায্য না পেলে আপনি আর কোনদিনই আমাদের নাগাল পাবেন না। কারণ আগামী দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা স্বদেশ ছেড়ে পৃথিবীর অন্য-কোন নির্জন দেশের উদ্দেশে যাত্রা করব। তাই এখন আপনাকে খোলাখুলি সব কথা জানিয়ে যেতে আমার কোন সঙ্কোচ নেই।

প্রথম দিন চোখ-বাঁধা অবস্থায় আপনাকে আমি যেখানে নিয়ে এসেছিলাম এবং আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আপনি দাঁতে দাঁত চেপে আমার চিঠি পড়ছেন, সে দুটো একই গ্যারেজ নয়। যদিও সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে দুটো একই গ্যারেজ বলে ভুল হবে। উভয়ের মধ্যে হুবহু সাদৃশ্য আছে। একটা ভাড়া করা অপরটা আমার নিজের।

আগের গ্যারেজের ভেতর একটা গুপ্ত দরজা তৈরি করে রেখেছিলাম। আপনি সেদিন ছোট ঘরটা থেকে বেরিয়ে যাবার পরই আমি আমার সাধের দিব্য-দৃষ্টি সমেত ওই গুপ্ত পথ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাই। তারপর ঘরে ঢুকে কিছু না দেখতে পেয়ে স্বভাবতই আপনি খুব অবাক হয়ে গেলেন। অবশ্য খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে আপনিও নিশ্চয় ওই গুপ্ত দরজার সন্ধান পেতেন, কিন্তু সে সুযোগ আপনাকে না দেবার জন্যেই আমাকে বাধ্য হয়ে ওই হাড়-কাঁপানো কৃত্রিম ঝড় ও শব্দের সৃষ্টি করতে হয়েছিল। আপনিও আঁতকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি গোপন-পথে ভেতরে ঢুকে ভাঁজ করা চেয়ারটা যথাস্থানে স্থাপন করলাম। তারপর সামনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আপনার মুখোমুখি হলাম।

আপনার গাড়ির সীটের নিচে আমার নোটবইটা ভুলে ফেলে আসাও যে পূর্ব-পরিকল্পিত এতক্ষণে সেটা নিশ্চয় আপনার মগজে ঢুকেছে। ওই নোটবইয়ে উল্লিখিত গাড়ির নম্বর থেকে আপনি অনায়াসে আমার বাড়ির ঠিকানা খুঁজে বের করতে পারবেন। এবং এখানে এসে যখন দেখবেন গ্যারেজের মধ্যে কোন কারচুপি নেই, তখন দিব্য-দৃষ্টি সম্পর্কে আপনার ধারণা আরও বদ্ধমূল হবে। এর পেছনে পাঁচ লক্ষ ডলার খরচ করতে আপনি কোন কার্পণ্য করবেন না।

আমার এই অদ্ভুত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে বিস্তর ঝুটঝামেলা পোহাতে হয়েছে, অনেক পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। অর্থব্যয়ও করতে হয়েছে বহুল পরিমাণে। তবে পাঁচ লক্ষ ডলারের মূল্য যে কম নয়, সে-কথা আপনাকে নতুন করে না বোঝালেও চলবে।

আর-একটা কথা, হেনরি আমার আসল নাম নয়। আপনাকে ঠকাবার মতলবেই ওই নকল নামে একটা পুরোনো ঝরঝরে গাড়ি কিনেছিলাম।

অজস্র শুভেচ্ছান্তে—
আপনার চির অনুগত
হেনরি পিটার

চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে টুকরো টুকরো করেও মনের ঝাল মিটল না। প্রচণ্ড আক্রোশে চেয়ারটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সেটাকে ভেঙে-চুরে একাকার করে দিতে লাগলাম। সেই মুহূর্তেও হঠাৎ আমার মনে হল, যদি এখন পৃথিবীর কোন লোক সত্যিকারের কোন দিব্য-দৃষ্টির সাহায্যে আমার বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, তবে তার কি দশা ঘটবে! হাসির চোটে দম আটকে হয়তো মারাই পড়বে বেচারা!

অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

হিলডা লরেন্স

কম্পোজিশন ফর ফোর হ্যাণ্ডস

(চার হাতের খেলা)

অনুবাদক

দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

র. উ. (১)—স. অ.—১

লেখক এবং রচনা প্রসঙ্গে

বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট মহিলা সাহিত্যিক হিলডেগ্রেড কনমিলার-এর ছদ্মনাম হিলডা লরেন্স। এই ছদ্মনামেই তিনি আজ আমেরিকায় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর বাল্টিমোরে নিজের বাড়িতে ফিরে এসে স্থায়িভাবে বাস করতে শুরু করেন এবং নিঃসঙ্গ সময় কাটাবার জন্যই প্রথম লেখার কথা ভাবেন। গোয়েন্দা গল্পের কাছে পাঠক অজস্র কিছু আশা করে না, সেহেতু রহস্য উপন্যাসের তুলনায় সামাজিক উপন্যাস অনেক বেশি সিরিয়াস, তাই তিনি রহস্য কাহিনী লেখার প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হন—সরল লঘু এবং আকর্ষণীয় কিছু লেখার উদ্দেশ্যে।

হিলডা লরেন্স-এর ছদ্মনামে ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম রহস্য উপন্যাস। নিউইয়র্কের বিখ্যাত একজন প্রকাশককে "ব্লাড আপ অন দি স্নো" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি পাঠানোর চব্বিশ ঘণ্টা পরেই তা বই আকারে বাজারে আত্মপ্রকাশ করে। সেই ঘটনার পর থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর অজস্র গল্প উপন্যাস। তাঁর কোন কাহিনীই ছকে বাঁধা চিরাচরিত কোনো ফর্মের ধার ধারেনি, বরাবরই তিনি রহস্যের সঙ্গে নিপুণভাবে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন অদ্ভুত অদ্ভুত সব মনস্তত্ত্বের, যেখানে দুর্বল মানসিকতার সুযোগ নিয়েছে বিরুদ্ধ পক্ষ। ফলে তাঁর প্রায় প্রতিটি কাহিনীতেই বীরত্বব্যঞ্জক বীভৎসতার পরিবর্তে স্বাদ পাওয়া যায় এক বিচিত্র রসের। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—'পুলিসি পদ্ধতিকে আমি বরাবরই সযত্নে এড়িয়ে গেছি, কেননা ওদের অনুসন্ধানের রীতি আমার ভালো লাগে না; ঠিক তেমনিভাবে প্রকাশ ভঙ্গির জন্যে আমি এড়িয়ে গেছি "হার্ড-বয়েল্ড স্কুল"-এর ধারাটাকেও।'

রহস্য গল্প ছাড়া তার প্রকাশিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'এ টাইম টু ডাই', 'দি প্যাভেলিয়ন', 'ডেথ অফ্ এ ডল' এবং 'ডুয়েট অফ ডেথ' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আমাদের যতটুকু জানা, সম্ভবত এটিই বাংলায় অনূদিত হিলডা লরেন্সের প্রথম পূর্ণাঙ্গ রহস্য উপন্যাস।

চাকা-লাগানো কুর্সিতে করে ওকে ওরা শোবার ঘরের বড় জানলাটার কাছে রেখে গেছে। তার আগে ওকে স্নান করিয়েছে, খাইয়ে দিয়েছে। বলেছে, আজকের বিকেলটা ভারি সুন্দর—এমন সুন্দর বিকেলে এমন চমৎকার একটা জানলার কাছে বসতে পারাটা কি সৌভাগ্যের কথা! তারপর ওকে রেখে ওরা চলে গেছে।

আজ শনিবার। ও জানে, আজ শনিবার। কারণ রাস্তার ওধারে ছোট্ট পার্কটাতে স্কুলের বাচ্চারা খেলাধুলো করছিল, ফুলওয়ালি সাপ্তাহিক গোলাপ ফুল দিতে এসেছিল ওকে। ওই ছোট্ট পার্কটার জন্যেই এ বাড়িটা কিনেছিল ও। একটা বাচ্চার পক্ষে খুব ভালো, ওই পার্ক আর এলোমেলো বিশাল বাগানটা—ওখানে দোলনা, খেলাঘর, কিংবা পরে টেনিস-কোর্টও করে দেওয়া যায়।

আজ শনিবার। ওর স্বামী র‍্যালফ ব্যাঙ্ক থেকে বাড়িতে ফিরে এসে, ওকে দুপুরবেলার খাবারটা খেতে সাহায্য করেছে। চামচ দিয়ে সযত্নে ওকে সুরুয়া খাওয়াতে খাওয়াতে 'ছোট্ট সোনা' বলে সম্বোধন করেছে—যদিও ওর সঙ্গে সরাসরি সে কোন কথা বলেনি, বলেছে নার্সটির সঙ্গে। বলেছে, 'মিস সিলস, এখন ও-ই আমার সব-কিছু। ও আমার ছোট্ট সোনা, আমার যথাসর্বস্ব।'

মিস সিলসকে দেখে মনে হচ্ছিল, ও বোধ হয় কেঁদে ফেলবে। র‍্যালফের সুন্দর সাদা চুলগুলো স্পর্শ করার বাসনাতেই যেন একখানা হাত উঠে এসেছিল ওর। বলেছিল, 'আপনি এত দুশ্চিন্তা করবেন না, মিঃ ম্যানসন। আপনার মানসিক অবস্থা যত খারাপই হোক না কেন, মিসেস ম্যানসনের কথা ভেবে আপনি নিজেকে হাসি-খুশি দেখাবেন। উনি ভীষণ স্পর্শকাতর, সব-কিছুই উনি অনুভব করতে পারেন।'

কিন্তু ও যে-সব কিছু শুনতেও পায়, মাঝেমাঝে ওরা সেটা ভুলে যায়। ওর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সময় ওরা গলা উঁচু করে হাত মুখ নেড়ে কথা বলে, যেন ও কানে শুনতে পায় না। কিন্তু নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় এমন ভাব করে, যেন ও আদৌ ওখানে নেই। হয়তো ওরা ভাবে, ওর মুখের কাছে মুখ এনে হাতটাত নাচিয়ে কথা না বললে ও শুনতে পাবে না। সেটা অবশ্য ভালোই, ও চায় ওরা নিজেদের মধ্যেই কথা বলুক। সে-ভাবে ওরা যত বেশি কথাবার্তা বলে, ততই মঙ্গল। ওরা ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময় ওরা কোথায় যাচ্ছে তা জানতে ইচ্ছে করে, সমস্ত দিনের প্রতিটি ঘণ্টায় কোথায় ছিল ওরা। এবং রাতের বেলাতেও।

ওকে রেখে ওরা চলে গেছে। হলঘর দিয়ে ওদের নিচের দিকে নেমে-যাওয়া পায়ের শব্দ শুনতে পেল ও। র‍্যালফ অতিথিদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা গোলাপ-ঘরের দিকে চলে গেল, আজকাল সে সেখানেই ঘুমোয়। ও শুনেছে, ডাক্তার তাকে সেখানেই ঘুমোতে বলেছেন—যাতে ডাক দিলেই সে শুনতে পায়। কার ডাক? ওর নয়, ও নিজে নিজের মুখ খুলতে পারে না। খুলতে পারে, কিন্তু কোন শব্দ করতে পারে না।—নার্সের ডাক। মিস সিলসের।

ওর বিশাল বিছানাটার পায়ের কাছেই মিস সিলসের হালকা একখানা খাট। রাত্রিবেলা র‍্যালফ মিস সিলসকে ডাকলে, হলঘর কিংবা বাড়ির চারদিকে ঘোরানো নিঝুম বারান্দাটা দিয়ে সে এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে এখানে এসে হাজির হতে পারে।

নিচের তলায় ওরা বোধহয় এখন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে—হয়তো বলছে, রাত্তিরেই আমি যেতে পারি—ভাবল ও। জানি না আমি হাসতে পারি কিনা—আমাকে ওরা কখনও কোন আরশি এনে দেয় না, আমার কুর্সিটা ওরা কোনদিনও কোন আয়নার কাছে নিয়ে রাখে না। কিন্তু যদি আমি হাসতে পারি, তাহলে ভেতরে ভেতরে আমি এখন তাই করছি—আমি হাসছি। সাবধান! সাবধান কিন্তু!

মিস সিলসের পায়ের শব্দ গোলাপ-ঘর পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হারিয়ে গেল নিচের তলায় হলঘরে বিছানো পুরু গালচেখানার গভীরে। বৈকালিক ব্যায়াম সেরে নিতে যাচ্ছে মিস সিলস। এখুনি সদর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে পাব আমি, তারপর বাগান থেকে ও হাত নাড়বে আমাকে। আমি দেখব, রাস্তা পেরিয়ে ছোট্ট পার্কটাতে ঢুকে ও দীর্ঘ সচ্ছন্দ পদক্ষেপে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটছে। সুন্দর! সুন্দর গতি-ভঙ্গি! আর খানিকক্ষণের মধ্যেই এমা ঘরে এসে বসবে—হাসবে, কলকল করে কথা বলবে। কথা, কথা আর কথা। কিন্তু এমার ব্যাপারে আমি অভ্যস্ত। এত দীর্ঘদিন ধরে ও আমার সঙ্গে রয়েছে যে এখন প্রায় সংসারের একজন সদস্যই হয়ে গেছে। ও আমাকে জিনিসপত্রের দরদাম সম্পর্কে কথা শোনাবে, এমন ভাব করবে যেন এখনও আমি ঘর-গেরস্থালি দেখাশুনা করি। মাংসওয়ালা, ফলওয়ালা, ফেরিওয়ালা—সব ক-টা ডাকাত—মানুষ কি করবে? তারপর এমা বলবে, 'বাঃ, আজকে তো দিব্যি সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে! গালে দেখছি রঙ ফুটেছে।'

রুজ। আসলে রঙটা রুজের, মিস সিলস মাখিয়ে দিয়েছে। রুজ মাখানো, চুল পরিপাটি-করা, নখ পালিশ-করা—সবই করেছে। ওকে থামানো যায় না। বলে কিনা, এ সবে আত্মবিশ্বাস জাগে। আত্মবিশ্বাস! হায় রে!

নিখুঁত পরিপাটি বৈকালিক পোশাকে নিচু কুর্সিটাতে বসে চা আর রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে কথা বলবে এমা। আর সেলাইয়ের সুতো দিয়ে হাতে হাতে গ্রন্থিল লেস তৈরি করবে। এখন এমা শুধু হাতে লেস তৈরি করে, আগে বুনত। কিন্তু বোনার কাঠিগুলোর জন্যে ওরা এমার বোনা বন্ধ করে দিয়েছে। কাঠিগুলো প্রায় সঠিক আকৃতির। ঠিক এমন কোন জিনিসে যদি হাত রাখা যেত—শুধু হাত দুটো—

হাত। এমার প্রাচীন হাতদুটো শীর্ণ আর কর্কশ, কারণ ওই হাত দুটো দিয়ে ওকে করে খেতে হয়। কিন্তু ও হাতে শক্তি আছে। বোনার কাঠিগুলো আঁকড়ে ধরতে, ছন্দময় ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করতে ওর কোন অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় না।—এমা নিশ্চয়ই দেখেছিল, কাঠিগুলোকে ও লক্ষ্য করছে। ওর চোখের দৃষ্টি

নিশ্চয়ই এমার নজর এড়ায়নি। কারণ এমা বলেছিল, 'না, না, মিস নোরা, অমন সাজ্ঘাতিক কথা আপনি চিন্তাও করবেন না।' আসলে ও কি চিন্তা করছিল, এমা হয়তো তা বুঝতে পারেনি। কারুর পক্ষেই তা বোঝা সম্ভব নয়। শুধু—না, তাও সম্ভব নয়। নাকি সম্ভব?

চিন্তা করতে করতে উদ্বিগ্ন আর অস্থির হয়ে উঠেছিল ও এবং তারপরেই আচমকা ওদের কথাবার্তাগুলো শুনতে পেল। ওরা ভেবেছিল, ও তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।—

মিস সিলস বলছিল, 'আজ উনি এমার বোনার কাঠিগুলো চাইছিলেন। এমা ওঁর চোখের দিকে তাকিয়েই কথাটা ধরে ফেলেছে। এটা কিন্তু আমার পছন্দ নয় ম্যানসন, একেবারেই পছন্দ নয়। কাঠিগুলো আমরা ওঁর হাতে গুঁজে দিলেও উনি সেগুলো ধরতে পারবেন না—এখন অব্দি একটা রুমালও উনি ধরতে পারেন না। কিন্তু তবু এ ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না। এ সমস্ত ক্ষেত্রে মাঝেমাঝে একটা আচমকা পরিবর্তন এসে পড়ে—অবশ্যি সেটা অস্থায়ী, অনেকটা মাংসপেশীর আক্ষেপের মতো ব্যাপার। ও ধরনের কোন ছুঁচলো জিনিস হঠাৎ ওর নিজের হাতে পড়লে উনি নিজেকে সাজ্ঘাতিক রকমের আহত করে ফেলতে পারেন। তাই এমাকে বোনা বন্ধ রেখে আমি অন্য কিছু করতে বলেছি। যেমন ধরুন, খালি হাতে লেস বানানো। সুতো জড়িয়ে রাখার ছোট্ট একটা সেলুলয়েডের কাটিম দিয়ে তো আর নিজেকে আঘাত করা চলে না!'

'নিজেকে আঘাত করবে? কি সাজ্ঘাতিক কথা!' র‍্যালফ বলেছিল, 'কিন্তু আমার আশঙ্কা, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি যখন ওষুধের তালিকাটা লিখছিলেন. তখন ও আপনার পেন্সিলটাকে লক্ষ্য করছিল। পেন্সিলটা ও চাইছিল, আকুল হয়ে চাইছিল। কিন্তু পেন্সিল দিয়ে কি করবে ও?'

'জানি না। আমরা তো আর ওঁর মনের মধ্যে ঢুকতে পারি না! কিন্তু সত্যি বলছি, মিঃ ম্যানসন, প্রতিটি মিনিট আমাদের সর্তক হয়ে থাকতে হবে। ওঁর একটা শারীরিক পরিবর্তনের জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। জানেন, কাঠিগুলো দিয়ে উনি—বলতেও আমার বিশ্রী লাগছে—মানে ইয়ে—উনি ওঁর নিজের চোখ দুটোকেও আঘাত করতে পারেন। উনি যে অবস্থায় রয়েছেন, মানে আমি ওঁর মানসিক অবস্থার কথাই বলতে চাইছি—তাতে নিজের অস্তিত্বকে উনি হয়তো অর্থহীন বলে মনে করছেন—মনে করছেন, আপনার পক্ষে উনি একটা বোঝা হয়ে উঠেছেন। কাজেই সে ক্ষেত্রে স্ব-আরোপিত আঘাত, মানে নিজেকে নিজেই,—ওহ্ কি ভয়ঙ্কর! বেচারী এখন হয়তো কিছু দেখতে পর্যন্ত চান না!'

'ওকে সামলে রাখুন মিস মিলস, কখনও কিছু হতে দেবেন না!' র‍্যালফের উষ্ণ বাহু দুটি ওকে ঘিরে ধরেছিল, 'ও আমার যথাসর্বস্ব! দেখেছেন, কি সুন্দর ওর চোখ দুটি? ওর মধ্যে শুধু ওই চোখ দুটোই বেঁচে আছে।'

এই কারণেই এমা আজকাল বোনা ছেড়ে লেস তৈরি করছে, যা ও বেন্না করত। এই কারণেই মিস সিলস আর এপ্রনের পকেটে পেন্সিল বা কলম গুঁজে রাখে না। নিজেকে নিজে আঘাত করা—স্ব-আরোপিত আঘাত!—হায়রে!

ওসব কথা ভেব না, নিজেকে বলল ও। তুমি ভাগ্যবতী। ভাগ্যবতী, তার কারণ ওদের অনুমান যথার্থ নয়। অন্য-কিছু চিন্তা কর তুমি। চিন্তা কর তোমার হাত, তোমার আঙুলগুলোর কথা—পেন্সিলের বদলী হতে পারে এমন কোন জিনিসের কথা। যে-কোন জিনিস, যা তোমার অকর্মণ্য আঙুলগুলোর মাঝখানে গড়াবে, ঘুরবে—ঘুরবে আর গড়াবে—আর শক্তি যোগাবে তোমার আঙুলগুলোকে। গোপন শক্তি—যা তোমাকে লুকিয়ে রাখতে হবে। তুমি যদি হাসপাতালে-থাকা কোন সৈনিক হতে, তাহলে ওরা তোমার হাতে একটা কোন জিনিস দিয়ে তোমাকে সাহায্য করত, যাতে তুমি সেটাকে ঘোরাতে বা নাড়াচড়া করতে পার। সে জন্যেই তুমি হাসপাতালে নেই, তুমি বাড়িতে রয়েছ। তুমি ওদের বলতে শুনেছ, 'নিজের বাড়িতে, নিজের প্রিয়জনের কাছে থাকতেই ওর বেশি ভালো লাগবে।'—স্ব-আরোপিত আঘাত—এ কথাটাও শুনেছ তুমি।—তুমি সত্যিই ভাগ্যবতী, কারণ তুমি হাসতে পার না। তুমি ভাগ্যবতী, আর কারণ একবার হাসতে শুরু করলে তুমি আর থামতে পারতে না।—স্ব-আরোপিত আঘাত—অথচ জীবনটাকে তুমি ধরে রাখতে চাও, হারাতে চাও না।—ধরে রাখ, যেমন আছে তেমনি করেই ধরে রাখ জীবনটাকে—যতদিন না—

একি, আমি কাঁদছি! আমার হাতে ওগুলো অশ্রুবিন্দু!—আমি তো জানতাম না, আমি কাঁদতে পারি!—অন্য-কিছুর কথা চিন্তা কর। জলদি—

চারটে পনেরোর ট্রেনে ক্রস আসবে। তুমি বরঞ্চ সে কথাটাই চিন্তা কর। প্রতিটি বিকেলে তার নত হয়ে তোমার মুখের দিকে তাকানো, তোমার হাতে চুমু দেওয়া, তোমাকে কত ভালো দেখাচ্ছে সে কথা বলা, ঠাট্টা করা, ভান দেখানো।

না না, বন্ধ কর—বন্ধ কর ও সব চিন্তা।

তোমার গরম কম্বলটার ঝালরগুলোর দিকে তাকাও। পুরনো, চমৎকার কম্বল। পুরু, মোটা ঝালর। প্রায় একটা পেন্সিলের মতোই মোটা! চেষ্টা কর, এখন যখন তুমি একা আছ তখন চেষ্টা করে দেখ—তাড়াতাড়ি, এমা আসার আগে। অন্য কেউ আসার আগে। ওদের বেড়ানো, ব্যায়াম আর স্টেশন থেকে ফিরে আসার আগে। এই তো, প্রায় পেরেছিলে! প্রায়। কিন্তু এখন এটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ো না, একদিন ঠিক পারবে। চেষ্টা কর, আবার চেষ্টা কর। তোমার বাঁ হাতের কব্জিতে মোটা একটা তারের বালা রয়েছে। দেখ, অন্য হাত দিয়ে সেটা তুমি স্পর্শ করতে পারো কি না—দেখ তুমি তোমার কব্জি, তোমার হাত নাড়াতে পারো কি না—চেষ্টা কর। না না, কেঁদ না। কেঁদে কোন লাভ নেই। চেষ্টা করে যাও, আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও তোমার মনটা ঠিক মতো কাজ করছে ব'লে। এই ব্যাপারটাতে ওরা ঠিক নিশ্চিত নয়—তোমার মনের ব্যাপারে। এখানেই তুমি ওদের চাইতে এগিয়ে রয়েছ এবং এজন্যেই শেষ অব্দি তুমি জিতবে। একদিন না একদিন তোমার একখানা হাত ঝালরটার কাছে গিয়ে পৌঁছবে, ঝালরটা হাতে নিয়ে তুমি আঙুলগুলো মুঠো করে ধরবে আর ঝুলবে। নরম মোটা ঝালরটাকে বেলনার মতো করে পাক খাওয়াবে তোমার

আঙুলের ফাঁকে—বারবার, অনেক বার, অনন্তবার—যতক্ষণ না পর্যন্ত আঙুলগুলো একটা পেন্সিল ধরবার মতো ক্ষমতা অর্জন করতে পারছে। পেন্সিল।—পেন্সিল তুমি আর কোনদিনও দেখতে পাবে না। তুমি তা জান। কিন্তু পেন্সিলের বদলে আর যা-ই পাওয়া যাক না কেন, তার জন্যে তোমার আঙুলগুলো প্রস্তুত হয়ে থাকবে। আর কোনদিনও যদি তুমি হাঁটতে না পার, কথা বলতে না পার—তাতে কিছু এসে যাবে না। তোমার প্রয়োজন শুধু দুটি আঙুলের। দুটো? না, একটা। একটাই যথেষ্ট হবে, একটা আঙুল দিয়েই নির্দেশ করে বোঝানো চলে। এক আঙুলে তুমি নির্বাক অভিনেত্রীর মতো লেখার ভান করতে পার। সঠিক মানুষটির সঙ্গে যদি তুমি কখনও একা হও, তাহলে সহজেই তাকে তুমি ওমনি করে পরিষ্কার এবং নির্ভুল ভাবে সব কিছু বুঝিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু সঠিক মানুষটি কে, তা আমি কেমন করে বুঝব? এখনও তো আমি সে-সম্পর্কে নিশ্চিত নই! কোন্ মানুষটা সঠিক এবং নিরাপদ দুই-ই, তা কেমন করে বুঝব আমি?—না, কেঁদ না। সামান্য যেটুকু শক্তি তোমার আছে, কাঁদলে সেটুকুও তুমি হারিয়ে ফেলবে। না, ছেলেমানুষী করে না! 'আমার ছোট্ট সোনা', বলেছিল সে।—ওই দেখ, এমা এসে গেছে।—

●

পার্কটা পেরিয়ে দ্রুতপায়ে লার্চভিল স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল মিলি সিলস। নিউইয়র্ক থেকে আসা চারটে-পনেরোর ট্রেনটা ঠিক তখনই স্টেশনে এসে ঢুকছিল। সমস্ত প্লাটফর্মটা পরিবার-পরিজন আর পোষা কুকুরে বোঝাই। টুপিটা কোনমতে ঠিক করে নিতেই মিলি দূর থেকে দেখতে পেল, জর্জ পেরি আর মিঃ ক্রস কোরি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছেন। জর্জ তার বাবা মার সঙ্গে ম্যানসনদের পাশের বাড়িতে থাকে, কিছুদিন হল মিলির সঙ্গে তার সখ্য গড়ে উঠেছে।

খানিকটা প্রতিকূলতার চোখেই মিঃ কোরিকে দেখল মিলি। কিন্তু ওকে স্বীকার করতেই হল, লোকটা একটা সুদর্শন শয়তান। কত বয়স লোকটার? পঞ্চাশ? সেদিন এমা ওকে বলছিল, আরেক জন মিঃ কোরি, মানে মিসেস ম্যানসনের প্রথম স্বামী, মিসেস ম্যানসনের চাইতে দশ বছরের বড়ো ছিলেন। মিসেস ম্যানসনের বয়েস এখন বিয়াল্লিশ এবং ক্রস কোরি আবার মিঃ কোরির যমজ ভাই। কাজেই বলা যায়, ক্রস কোরি বাহান্ন বছর বা এমনি কোন বয়সের এক সুদর্শন শয়তান। শরীরে এক আউন্সও চর্বি নেই। ওর কাছে জর্জকে ছোট্ট একটা কুকুর-ছানার মতো লাগছে।

'দ্যুৎ!' মিলি চাপা গলায় বলল, 'ক-দিন ধরেই মনে হচ্ছে, জর্জ আর আমি বুঝি পাঁচটা মিনিটের জন্যেও একটু একা হতে পারব না।' ওদের দিকে হাত

নাড়ল ও, জবাবে অন্যদের মাথার ওপর দিয়ে হাত নাড়ল ওরাও। সন্ধ্যাবেলার জন্যে দ্রুত পরিকল্পনা ছকে নিলো মিলি। সিনেমা কিংবা নাচ, অথবা ছুটোই। 'ওকে আমি রাজী করিয়ে নেব,' ঠিক করে ফেললো ও। 'ও মুখ গোমড়া করে থাকলেও, পরোয়া করব না। দুঃখী-দুঃখী বিষণ্ণ ভাবটা ওকে কাটিয়ে তুলতেই হবে। ওটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না। এমনিতেই ও জিনিসটা আমাকে বড্ড পেয়ে বসেছে।'

মিলি লক্ষ্য করল, ক্রস কোরির মধ্যে বিষাদের নাম-গন্ধও নেই। মুগ্ধ প্রশংসা আর পুরো অবিশ্বাসী দৃষ্টি নিয়ে লোকটার এগিয়ে আসার ভঙ্গি লক্ষ্য করল ও। লোকটা এমনভাবে হাঁটছে, যেন ওর শরীরের সমস্ত কল-কব্জাগুলোই তেল লাগান।

'আমার বিশ্বাস, আপনিই মিঃ পেরি', ওরা কাছে আসতেই জর্জকে বলল মিলি। তারপর জর্জের হাতে নিজের সস্নেহ হাতখানা গলিয়ে দিয়ে, টুক্ করে একটা চিমটি কেটে বসল। কিন্তু জর্জ যেন তা বুঝতেই পারল না। ক্রস কোরিকে এক চিলতে হাসি উপহার দিল মিলি, যে ধরনের হাসি ও রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের জন্যেই আলাদা করে রাখে।

'জান,' জর্জ বলল, 'ধূমপানের কামরায় মিঃ কোরির সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল।'

মিলির পায়ের সাদা কাপড়ের জুতো থেকে শুরু করে মাথার সাদা টুপি অব্দি অনুমোদনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে, ওর হাসির জবাব দিলেন ক্রস কোরি। ভদ্রলোকের দৃষ্টিটা ওর নিজের কাছে ভালো লেগেছে বলেই অনুভব করল মিলি। জর্জও এক ঝলক তাকিয়েছিল ওর দিকে, নেহাতই অতি দ্রুত এক পলকের তাকানো, তাতে কিছুই ছিল না, একেবারেই কিছু না।

'ট্যাক্সি, না হাঁটা?' প্লাটফর্ম ধরে এগুতে এগুতে প্রশ্ন করল জর্জ।

'হাঁটা,' বলল মিলি। 'আমি হাওয়া খেতে বেরিয়েছি।'

মুহূর্তের জন্যে খানিকটা উদ্বিগ্ন দেখাল মিঃ কোরিকে, 'আপনারা কি একটু আধটু আমোদ-ফূর্তি করছেন! নাকি অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক?'

কথার কি ছিরি! আমোদ-ফূর্তি করছেন! নিঃশব্দে ব্যঙ্গ করে মিলি। আমি তোমাদের চিনি বন্ধু, আজ অব্দি তুমি কোন ঝামেলা করনি বটে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তোমাদের জাতের একজন না একজন করে।

ক্রস কোরির দিকে তাকিয়ে সেই জাতের মানুষদের জন্যেই সংরক্ষিত করে রাখা এক ঝলক হাসি হাসে মিলি – যে হাসির অর্থ, 'মাঝরাতে স্নানের ঢিলে বর্হিবাস পরে আমি যখন নিচের তলায় যাই, তখন গরম কোকাকোলার জন্যেই যাই—বুঝেছ?' সরবে বলে, 'অবস্থা ভালোই।'

'আজ সকালে আমি চলে আসার পরে কিছু হয়েছে নাকি? কোন পরিবর্তন?'

'না, কোন পরিবর্তন নেই। এসব ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনকেই ভালো বলে ধরা হয় না। ক্ষতটা হয়েছে, আপাতত কিছুদিনের জন্যে আমরা তার চাইতে বেশি

কিছু চাইতে পারিনে। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া উনি ভালোই করেছেন, এটা ওঁর পক্ষে ভালো। তাছাড়া মনে হচ্ছে, উনি অন্য দিক দিয়েও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।'

'বাঃ! কি রকমের চেষ্টা?'

'মনে হচ্ছে, উনি সব-কিছু লক্ষ্য করছেন। মিঃ ম্যানসন ছাড়া আমি এ ব্যাপারে আর কাউকেই তেমন করে কিছু বলিনি, কিন্তু আমি নিজে রীতিমতো উৎসাহ অনুভব করছি। আমার ধারণা, উনি মনঃসংযোগ করতে চেষ্টা করছেন। উনি যেন বুঝতে পারছেন যে উনি অসহায়। আর ওর চোখ দুটো—

'ওর চোখদুটো—কি?' কোরির কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

'না না, মিঃ কোরি, তেমন কিছু নয়!' ক্রস কোরি ওঁকে ভালোবাসতেন, ভাবল মিলি। সবাই বাসত। ওঁর দিক দিয়ে এ বিষয়ে উনি সত্যিই ভাগ্যবতী। কোন মানুষের ভালোবাসার জন বলতে কেউই থাকে না। তাদের হাসপাতালে গিয়ে সারা দিন-রাত্তির বেঢপ পোশাক পরে কাটাতে হয়; কারণ সে-সব পোশাকে নোংরা কিংবা উপছে-পড়া খাবারের ময়লা দাগ—কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু মিসেস ম্যানসনের পোশাক-আশাক খাঁটি রেশম আর চমৎকার পশমে তৈরি। এমন একটি মিনিটও যায় না, যখন কেউ না কেউ ওঁর মনের কথা বুঝতে চেষ্টা না করে। অবশ্যি ওঁর চিন্তা করার ক্ষমতা আছে কিনা, সে বিষয়ে এখন অব্দি কেউই নিশ্চিত নয়।

'না, ওঁর দৃষ্টিশক্তিতে কোন গোলমাল হয়নি। আমি শুধু বলতে চাইছি যে, উনি এখন আরও নজর করে দেখছেন। আমরা যা-কিছু করি, তার সবই উনি লক্ষ্য করার চেষ্টা করছেন—যদিও এখন পর্যন্ত উনি মাথা ঘোরাতে পারেন না। তবে আমার সুনিশ্চিত ধারণা, খুব শীগগিরই উনি তা পারবেন। আমি মিঃ ম্যানসনকে এ কথা বলেছি।' যেহেতু মিঃ কোরিকে তখনও অসুখী আর অবিশ্বাসী বলে মনে হচ্ছিল, তাই মিলি ফের বলল, 'মনটা প্রফুল্ল করে তুলুন, মিঃ কোরি। ব্যাপারটা তো আরও খারাপ হতে পারত! বেচারী মিঃ ম্যানসনের মনের অবস্থাটা ভেবে দেখুন তো!'

কোরি ঘাড় নাড়লেন, 'আপনাকে পেয়েছি বলে আমরা সত্যিই ভাগ্যবান, মিস সিলস।'

নিঃশব্দে পথ চলতে থাকে ওরা।

আজ রাত আটটা থেকে বারোটা অব্দি মিলির ছুটি। সপ্তাহে একটা রাত অমনি ছুটি পায় ও তখন মাঝে-মধ্যে ও বাড়িতে যায়। শহর পেরিয়ে পনেরো মিনিটের হাঁটাপথে ওর বাড়ি। মা কাচবেন বলে একটা স্যুটকেসে পুরে নোংরা পোশাক-আশাক গুলো নিয়ে যায় ও। সেটা যে ওর পক্ষে প্রয়োজনীয় তা নয়। কিন্তু মা ওর ওই কাজটুকু করতে ভালোবাসেন। সদর দরজাতেই মার সঙ্গে সর্বদা দেখা হয় ওর, ও চুমু দেবার আগেই মা ওর হাত থেকে স্যুটকেসটা তুলে নেন। জামা-কাপড়গুলো উনি এমন ভাবে ধোবি-যন্ত্রে ঢুকিয়ে দেন যে মনে হয়, উনি বুঝি একটা সংক্রামক মহামারীর সঙ্গে সংগ্রাম করছেন। তারপর রান্নাঘরে রাখা দোল-কুর্সিটাতে দ্বিগুণ সতর্ক হয়ে বসে থাকেন, যাতে কেউ যন্ত্রটার গজখানেকের মধ্যেও এগুতে না পারে। কোন এক ক্রিসমাসে মাকে যন্ত্রটা উপহার দিয়েছিল মিলি, আর সেই সঙ্গে সক্ষম একটি বয়স্কা

পরিচালিকাও। কিন্তু মিসেস সিলস যন্ত্রটাকে তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার এবং পরিচালিকাটিকে একজন দুঃস্থ আত্মীয়া হিসেবেই ধরে নিয়েছিলেন।

আমার বোধ হয় বাড়িতেই যাওয়া উচিত, ভাবল মিলি। গত সপ্তাহে যাওয়া হয়নি। জর্জের দিকে তাকাল ও। তেমনি নির্লিপ্ত আর বিষণ্ণ অভিব্যক্তি। ঠিক যেন গ্রানাইটের মতো একখানা মুখ। আসলে হিংসে—আনন্দে চলকে ওঠে মিলি, আচমকা উষ্ণ হয়ে ওঠে হৃদয়ের অন্তঃপুর।

'আজ রাতে সিনেমায় যাবে, জর্জ?' প্রশ্ন করে মিলি।

'আজ না।'

'তোমার কি হয়েছে বল তো?'

'দাঁত ব্যথা।'

'ডাক্তার দেখিয়েছ নিশ্চয়ই?

'না।'

'দেখাবে তো?'

'দেখি।'

বোকা আর কাকে বলে, ভাবল মিলি। আমার অত মাথাব্যথায় কি কাজ? আমার ভারি বয়েই গেল! তোমার যা ইচ্ছে, তাই কর—সারা রাত্তির জেগে জেগে শুয়ে থাক আর যন্ত্রণায় ভোগ। আমার তাতে কিছু এসে যায় কি না।

পরে, এ কথাটাই যখন মিলির মনে পড়েছিল, তখন ওর মনে হয়েছিল, দুঃসাহসী হয়ে ভয়ঙ্কর একটা কুঠারের নিচেই গলা পেতে দিয়েছিল ও। কারণ জর্জ সত্যিই দাঁতের ডাক্তারের কাছে যায়নি, সারা রাত জেগে জেগেই শুয়েছিল। রাত তিনটের সময় খোলা জানলা দিয়ে দাঁতের পুলটিস ফেলতে উঠেছিল জর্জ। এবং মিলির তাতে অনেকটাই এসে গিয়েছিল।

কোরি কিছু একটা বলছিলেন, বিশদ আগ্রহ নিয়ে মিলি তার দিকে ফিরে তাকাল, 'মাফ করবেন মিঃ কোরি, আমি কথাটা ঠিকমতো শুনতে পাইনি।'

'ডাক্তার ব্যাবকক সম্পর্কে আপনার কি রকম ধারণা, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম,' অন্যমনস্কভাবে কোরি বললেন।

'ডাক্তার ব্যাবককের ওপরে আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে,' বাহুল্যবর্জিত জবাব দিল মিলি। 'মিঃ ম্যানসনেরও তাই।'

'তা আমি জানি। একমাত্র ব্যাবককই তো শেষ অব্দি টিকে গেছেন। শুনেছি, তাঁর সঙ্গে আপনি নাকি আগেও কাজ করেছেন?'

এটা একটা প্রশ্ন, বিবৃতি নয়। মিলি খুশি হয়ে উঠল। আমি নিশ্চয়ই ঠিকমতো কাজকর্ম করছি, ভাবলো ও। উনি তো জানেন না, আমার বয়েস কত কম! হয়তো ওরা কেউই জানেন না। 'হ্যাঁ, করেছি,' সংক্ষিপ্ত হলেও অহঙ্কারী উত্তর ওর।··· একটা টনসিলের রোগীর ক্ষেত্রে অবশ্য।

দু সপ্তাহের সামান্য কিছুদিন আগে যেদিন ডাক্তার ব্যাবকক রাত্তিরবেলা ওকে বিছানা থেকে টেনে তুলেছিলেন, সেদিনের কথা মনে পড়ল মিলির। রোগীর কি

অসুখ, সে কথা তিনি ওকে বলেন নি। কিন্তু মিলি তাঁকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কারণ ছ-সপ্তাহ ধরে সামান্য হাড় ভেঙে-যাওয়া বারো বছরের একটা বাচ্চার শুশ্রূষা করার কাজ থেকে ও তখন সবেমাত্র ছুটি পেয়েছে। বাচ্চাটা সারাদিন ধরে ঘুমোত, আর রাত্রিবেলা ছবির বই পড়ে শোনানোর জন্যে বায়না ধরত। মিলি বলেছিল, ওর নিজের এখন ঘুমোনো দরকার। কিন্তু ব্যাবকক জানালেন যে তিনি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছেন, কারণ তাঁর রোগিণী নিজের বর্তমান নার্সটির ওপরে সন্তুষ্ট নন। খুব খোলামেলা ভাবেই কথাবার্তা বলেছিলেন তিনি, স্বীকার করে নিয়েছিলেন, মহিলা একটু ঝঞ্ঝাটে চরিত্রের এবং সম্ভবত ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের ওপরেও তিনি সদয় হবেন না। তারপর বলেছিলেন, রোগিণীটি হচ্ছেন মিসেস ম্যানসন। এ কথা শুনে তখুনি ব্যাবককের সঙ্গে চলে এসেছিল ও, সেই রাত একটার সময়।

এ ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্তের জন্যে মিলি সেই থেকেই নিজের ওপরে খুশি—এবং জর্জদের বাড়িটা যে বলতে গেলে ম্যানসনদের বাড়ির ঠিক পেছন দিকেই, তার সঙ্গে ওর এ মনোভাবের কোন সম্পর্ক নেই। মিসেস ম্যানসন ওকে পছন্দ করেছেন, সেটা ওর চোখ দেখেই মিলি বুঝতে পারে। এর অর্থ ওর কাছে অনেকখানি। সত্যি কথা বলতে কি, এটাই ওর প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ। এখানে ভালো কাজকর্ম দেখাতে পারলে, ওকে আর বখে-যাওয়া ছেলেপুলে বা বুড়ো হাবড়াদের সামলাতে হবে না। নিজেকে ভালো বলে প্রমাণ করতে পারলে, এ ঘটনাটার সমাপ্তি পর্যন্ত ও হয়তো মিসেস ম্যানসনের সঙ্গেই থেকে যেতে পারে। সমাপ্তি? তার চাইতে বরং বলা যাক, এদিক বা ওদিকে কিছু একটা না-হওয়া পর্যন্ত। অথবা মিলি নিজে এ কাজটাতে ক্লান্ত না-হয়ে-ওঠা পর্যন্ত।

'ব্যাবকক আজ সকাল বেলায় কি বললেন?' কোরি ওর হাতে চাপ দিলেন।

'উনি আসেননি, আপনি বেরিয়ে যাবার ঠিক পরেই একটা ফোন করেছিলেন। বলেছিলেন, বিকেলবেলায় একবার আসবেন। ওঁর আসার সময় আমি বাড়িতে থাকব না, সেটা আমার পছন্দ নয় এমন কি মিঃ ম্যানসন আর এমা থাকলেও—না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ছুটির নিয়মিত সময়টাতে বাইরে না বেরুলে, আমার কেমন যেন মাতাল মাতাল লাগে—সেটা মিসেস ম্যানসনের পক্ষেও ভালো নয়।'

'আর একজন নার্স রাখলে কেমন হয়? এ ব্যাপারটা নিয়ে আমরা যে কেন চেষ্টা-চরিত্র করছি না, তা জানি না।'

'কোন লাভ নেই। প্রস্তাবটা আমি নিজেই দিয়েছিলাম। কিন্তু তখন মিসেস ম্যানসনের চোখ দুটো যদি আপনি দেখতেন!—মানুষজনে ওর ভীষণ ভয়—এমন কি পুরনো বন্ধু-বান্ধব, যাঁরা ওঁর খোঁজ খবর নিতে আসেন, তাদের সম্পর্কেও তাই। ও সব ব্যাপারগুলো আমাদের বন্ধ করাতে হবে। সাঙ্ঘাতিক রকমের সাবধানী হতে হবে আমাদের, এমন কি বাড়ির লোকজনের সম্পর্কেও। বাড়ির লোক বলতে যেমন ধরুন, রাঁধুনী হাটি। যতক্ষণ ও মুখ বুজে থাকে, ততক্ষণ বেশ। কিন্তু সেদিন ও হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মিসেস ম্যানসনের ছেলের সম্পর্কে কথা পেড়ে বসেছিল।'

'রবির সম্পর্কে?' মিলিকে ঘাড় নেড়ে সায় দিতে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিলেন কোরি। 'খুবই খারাপ ব্যাপার।'

'খারাপ মানে? এ তো একেবারে অপরাধ! জর্জও সেখানে ছিল, পুরো ঘটনাটাই সে দেখেছে। কিন্তু আমরা কাউকেই কিছু বলিনি। হাটিকে বকাবকি করেও কোন লাভ হত না। তাই ওকে আমরা শুধু ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলাম। ও আর কখনও অমন কাজ করবে না।'

'অন্তত আমাকে আপনি ঘটনাটা বলতে পারেন, তাই নয় কি? ভুলে যান, আমি রবির কাকা।'

'মিঃ কোরিকে আমরা অবশ্যই বলতে পারি, তাই না জর্জ?' উৎসুক আগ্রহে জর্জকে জোর করে আলোচনায় টেনে আনতে চায় মিলি। 'তুমিই না হয় বল, ঘটনার পটভূমিটা আমার চাইতে তুমিই বেশি ভালো করে জান। আসল কথাটা কি জানেন, মিঃ কোরি, রবির জন্মদিনটা যে কবে—সে বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না। কেমন করেই বা জানব, বলুন? যদি জানতাম তাহলে যে মুহূর্তে হাটি বকবক করতে শুরু করল, সেই মুহূর্তেই ওকে বের করে দিতাম।—তুমি বল, জর্জ।'

'ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়, তবে ভারি বিশ্রী,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে বলতে শুরু করে জর্জ। 'আপনি তো জানেন, আজকাল আমি যখন-তখন ও বাড়িতে যাই। আর এও জানেন যে, ছেলেবেলায় আমি বলতে গেলে ওখানেই থাকতাম। মিসেস ম্যানসন ঝোপের বেড়ার ফাঁকগুলো কোনদিনই ভরাট করতে দেননি।'

'হ্যাঁ, আমি জানি,' বললেন কোরি। তিনি জানতেন, ম্যানসনদের বাগানের ঠিক পেছনেই পেরিদের বাড়ি। বাচ্চা ছেলেদের তাড়াহুড়ো করে যাতায়াতের জন্যে ঝোপগুলোর ধারাবাহিকতায় যে বিচ্ছিন্নতা এসেছিল, তা এখনও ঠিক তেমনি রয়েছে। রবি ও জর্জের শিশুকালীন বন্ধুত্বের সমস্ত কথাই কোরি জানতেন। তিনি জানতেন, রবির চাইতে জর্জ কয়েক বছরের বড়ো। এবং ছেলেবেলাকার খেলাঘর আর দোলনা-দোলার দিনগুলো পেরিয়ে আসার পর থেকে তাদের মধ্যে আর বড়ো একটা দেখা-সাক্ষাৎ হত না।

'বড়ো হয়ে আমরা আলাদা আলাদা সঙ্গীদের সঙ্গে মেলামেশা করতাম,' বলল জর্জ। 'এই শেষ বছরটাতে ওর সঙ্গে আমার প্রায় দেখাই হয়নি। সেটা অবিশ্যি স্বাভাবিক এবং সেটা কেন হয়, তাও আপনি জানেন। ওর বয়েস একুশ আর আমার বয়েস ছাব্বিশ—দুটোর মধ্যে অনেক প্রভেদ। তা ছাড়া রবির অগাধ ঐশ্বর্যের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।' ইচ্ছে না থাকলেও টাকা-পয়সার কথাটাতে জোর দিল জর্জ।

'ও কথা ভুলে যাও', কোরি বললেন, 'তোমার কাহিনীটা বল।'

জর্জের বয়ান অনুযায়ী তার মা-ই বলেছিলেন যে, সে আবার ম্যানসনদের কাছে যাতায়াত করলে ভালো হবে। অপত্যস্নেহের ছোঁয়া, আর কি। এবং মিসেস ম্যানসনও যেন সেটা পছন্দ করতেন। অন্তত তারপর থেকে ওঁর ওপরে আর নতুন

করে রোগের আক্রমণ হয়নি—মানে, হাটির ঘটনাটা না-ঘটা পর্যন্ত। জর্জ বেশ কয়েক সপ্তাহ ও বাড়িতে যাবার পরেই ওই ঘটনাটা ঘটে। জর্জ মিসেস ম্যানসনের ঘরে বসে যা মাথায় আসে তাই নিয়েই বকবক করত, কিন্তু কখনও রবির কথা উল্লেখ করত না। সে ভালোমতোই জানত, মিসেস ম্যানসন তার অর্ধেক কথাও শুনছেন না। কিন্তু তার সঙ্গে একা থাকলে উনি কোন-কিছুতেই বিচলিত হতেন না। শুধু তাকিয়ে থাকতেন তার দিকে, মনে মনে তাকে যেন গ্রহণ করতেন—এবং ওঁর কাছে শুধু সেটুকু আশা করাই ছিল যথেষ্ট। তারপরেই রাঁধুনী হাটির ঘটনাটা ঘটল।

'একদিক দিয়ে ব্যাপারটা ছোট্ট,' জর্জ বলল, 'কিন্তু ওঁর সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে যান, তাদের নিয়ন্ত্রণ না করলে যে কতটা ঝুঁকি নেওয়া হয়, এটা তারই একটা চমৎকার উদাহরণ।'

জর্জ জানাল, সেদিন বিকেলেও সে যথারীতি মিসেস ম্যানসনের কাছে আবহাওয়া, সুন্দর আকাশ, পাতাগুলো কিভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে—এসব নিয়ে কথা বলছিল—ধন্যবাদ জানাচ্ছিল, সেদিন পুণ্যপার্বণ পয়লা নভেম্বরের আগের সন্ধ্যা—সেই সূত্রে—এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরেই একটা পিরিচে একখণ্ড ভেড়ার মাংস আর এক টুকরো মুরগীর মাংস নিয়ে হাটি এসে ঘরে ঢুকল। কাঁচা মাংস। এটা এ বাড়ির একটা রীতি, মিসেস ম্যানসনের মন ভোলাবার একটা পদ্ধতি। মতলবটা এমার। এখানে দুখণ্ড মাংস রয়েছে, রাতে খাবার জন্যে যে-কোন একটা আপনি বেছে নিতে পারেন। কোন্‌টা নেবেন? এমা দিব্যি কেটে বলে, ওতে কাজ হয়। বলে—হাটি মিসেস ম্যানসনের তাকানোর ভঙ্গি দেখেই বলে দিতে পারে, কোন্‌টা তিনি চাইছেন।

জর্জ বলল, সে যখন পার্বণের আগের সন্ধ্যা সম্পর্কে নিজস্ব ভঙ্গিতে বর্ণনায় মেতে উঠেছে—কুমড়ো-মুখো লণ্ঠন এবং আরও অন্যান্য সমস্ত কথা বলছে, ঠিক তখনই হাটি কান্নায় ডুকরে উঠে অনর্গল বকতে শুরু করে।

'আমার অবস্থা তখন কাহিল,' বলল জর্জ। 'রবির জন্মদিন যে ওসব কুমড়ো-টুমড়োর সঙ্গে বাঁধা, তা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু হাটি তা ভোলেনি। জন্মদিনে রবির ঘর যে কুমড়োর খোল দিয়ে তৈরি লণ্ঠনের আলোয় সাজানো হত, ও তখন সেই কথা টেনে এনেছে। রবির তিন থেকে আঠারো বছর বয়েস হওয়া অব্দি ওরা অমনি করেই ঘর সাজাত, তারপর রবি সে-সব বন্ধ করে দেয়। আপনি কি এ-কথা জানতেন?'

'হ্যাঁ' কোরি বললেন, 'ওরা সবাই ওকে ছেলেমানুষটি করে রাখত।'

'ঠিক তাই,' একমত হল জর্জ। 'যাই হোক, ঘটনাটা শুধু এই মাত্র। কিন্তু মিসেস ম্যানসন যেখান থেকে একটু ভালো হতে শুরু করেছিলেন, ঘটনাটা ওঁকে আবার সেখানেই ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। আর আমাকে করে দিয়েছে একটা বুড়ো মানুষ। হাটি এখনও সেই পিরিচে করে কাঁচামাংস নিয়ে ঘরে এসে হাজির হয়, কিন্তু কথা বলে না।'

সোজা এগিয়েই সামনে সেই ছোট্ট পার্কটা আর পার্কের পরেই বাগানের মাঝখানে ম্যানসনদের বিশাল বাড়ি। জানলার কাছে রেখে-আসা অনড় শরীরটার কথা ভাবল মিলি, গতি শ্লথ হয়ে এল ওর। আনমনাভাবে জর্জ আর কোরির আলোচনা শুনল খানিকক্ষণ। মিলিকে বাদ দিয়েই ওরা কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। মজুত করে রাখার বদলে সমস্ত খবরাখবর বলে দিচ্ছে জর্জ, এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন কোরি ওর সমপর্যায়ের মানুষ। এখন নরম গলায় একটি স্বপ্নিল শিশুর সম্পর্কে কিছু বলছে ও।—

'সব সময়েই ও অন্য একটা পৃথিবীতে বাস করত,' জর্জ বলল। 'রবির চেহারাটার আদল ছিল ওর মায়ের মতো, কিন্তু মায়ের আবেগ-উত্তেজনাটা ওর ছিল না। অবশ্যি ওর বাবাকে আমি কোনদিনও দেখিনি। কিন্তু আপনার ধাঁচকে আদর্শ হিসেবে নিয়ে বলতে পারি, রবি কোরিদের মতো ছিল না।'

স্পষ্টতই এটা প্রশংসার কথা এবং জর্জের কণ্ঠস্বরেও আন্তরিকতার ছোঁয়া। কোরি ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠলেন—শান্তগলায় বললেন, 'আমার ভাই মারা যাবার পরে আমি মনে প্রাণে চাইছিলাম, লোরা আবার বিয়ে করুক। তাই ও যখন ফের বিয়ে করল, আমি খুশিই হয়েছিলাম। না, রবি আমার ভাইয়ের মতো ছিল না। সে ছিল—তার নিজের মতো।'

'ওসব কথা আমার আর চিন্তা করতে ভালো লাগে না,' জর্জ বলল, 'এমন কি ও ব্যাপারে কিছু বলতেও ইচ্ছে করে না।'

কিন্তু দুধারে আগুন-রঙা ফুলের কেয়ারি আর হলুদ পাতায়-ছাওয়া মেপল-গাছগুলোর তলা দিয়ে পার্কটা পার হতে হতে মিলি শুধু ওই ঘটনাটার কথাই চিন্তা করছিল। সোনার মতো রঙ মেপল পাতাগুলোর, নতুন টাকার মতো সোনারঙ। অতগুলো টাকা নিয়ে ছেলেটা—

'আচ্ছা অত টাকা ও কি করল, তা কি ওরা কোনদিনও বের করতে পারবে বলে আপনার মনে হয়?' অনিশ্চিত স্বরে প্রশ্ন করল মিলি।

কোরি সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও কি ওর জানলার ধারেই রয়েছে?'

'সেখানেই তো থাকার কথা', বলল মিলি। 'আমি বেরিয়ে আসার ঠিক আগেই আমি আর মিঃ ম্যানসন, দুজনে মিলে ওঁকে জানলার কাছে রেখে এসে-ছিলাম। পার্কটা দেখতে উনি ভালোবাসেন, অন্তত আমার তাই মনে হয়।—এমাকে বলে রেখেছি, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ওঁকে যেন ছোঁয়া না হয়। এটা একটা অদ্ভুত—' নিজের কথার মোকাবিলা করতে গিয়ে আচমকা থেমে গেল মিলি।

'কোনটা অদ্ভুত?' কোরির মুখে স্মিত হাসির রেখা, 'জানলাটা? না কি এমা?'

'কোনটাই না', আস্তে করে জবাব দিল মিলি। 'আমি বলতে চাইছিলাম, ধরা-ছোঁয়া করতে গেলেই উনি কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভাব প্রকাশ করেন। ব্যাপারটা উনি পছন্দ করেন বলে আমার মনে হয় না—কিন্তু ওটা যে দৈহিক ব্যথা-বেদনার জন্য নয়, সে বিষয়ে আমরা একেবারে নিশ্চিত। অথচ আমি যখন বেড়িয়ে

টেড়িয়ে ওঁর ঘরে গিয়ে ঢুকি, তখন স্পষ্টই অনুভব করি, উনি যেন আমার জন্তেই অপেক্ষা করছিলেন—হ্যাঁ, আমার জন্তে, বলতে গেলে, একেবারে প্রায় উদ্‌গ্রীব হয়ে। কিন্তু এমন নয় যে আমরা দীর্ঘদিনের পুরনো বন্ধু, সবেমাত্র কয়েক দিন হয়েছে আমি এ কাজটা হাতে নিয়েছি। আমার ধারণা, এটা পোশাকের জাদু। মানুষ এমনিতেই যেন নার্সদের বেশি বিশ্বাস করে।'

●

তখনও জানলার কাছে বসে ছিল ও। লক্ষ্য করছিল, ওরা কথা বলতে বলতে পার্কটা পেরিয়ে আসছে।

এমাও দেখছিল ওদের। বলল, 'ওই তো ওরা এসে গেছে—মিঃ ক্রস আর জর্জ পেরি, সঙ্গে মিস মিলস—ওদের সঙ্গে দেখা করতে স্টেশনেই গিয়েছিল। আপনারও কি তাই মনে হচ্ছে না?'

মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল এমা, হাত নাড়ল ওদের দিকে। জবাবী হাসি আর হাত নাড়ার মতো কাউকে দেখতে পেয়েই ও যেন কত খুশি। আর খুশি হয় কথা বলায়। বেচারী এমা! কথা, কথা, আর কথা—অথচ ওর কথা কেউ শুনছে কিনা, সে বিষয়ে ও কোন সময়েই নিশ্চিত নয়।

'আপনার ভাগ্য ভালো,' এমা বলল, 'কথাটা আপনার মনে রাখা উচিত। মিস সিলসের মতো একটা লক্ষ্মী বাচ্চা মেয়েকে আপনি দেখাশোনা করানোর কাজে পেয়েছেন, নিজের মেয়েও ওর চাইতে বেশি কিছু করতে পারত না। আর মিঃ ক্রস কোরির কথাটাও ভেবে দেখুন। পুরনো দিনের কথা মনে করে উনি স্রেফ আপনাকে আনন্দ দেবার জন্তেই নিউইয়র্কের অমন সুন্দর ফ্ল্যাটটা ছেড়ে এখানে এসে রয়েছেন। শহরে কত আমোদ ফূর্তি! তাছাড়া আমরা সবাই জানি, দেশ-গাঁ ওঁর একেবারে পছন্দ নয়। শহরের লোকে ওঁকে ভালোও বাসে। প্রত্যেক দিন খবরের কাগজে চুটকি কথার কলমে ওঁর কথা ছাপা হয়, কিন্তু ভদ্র ভাষায়। সেরা সেরা লোকেদের সঙ্গে ওঁর মেলামেশা, ফালতু লোকেদের সঙ্গে নয়।'

এমার কথা শোনা বন্ধ করে অন্ত দিকে কান পাতে ও। শোনার মতো আরও অনেক শব্দ আছে।—

সামনের দরজাটা খুলে গেল, মেঝের নগ্ন অংশটুকুর ওপর দিয়ে হেঁটে এল ওরা। তারপর গালচের ওপর দিয়ে। ওদের কণ্ঠস্বর। র‍্যালফের গলা, নিচু গলায় ওদের প্রীতি সম্ভাষণ জানাচ্ছে র‍্যালফ। তারপর আর একটা দরজা। পাঠাগার। গালভরা হাসি নিয়ে একসঙ্গে এ ঘরে ঢোকার আগে এখন এক পাত্র করে পান করবে ওরা। তারপর 'বাঃ, কি চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে! এমনিভাবে চললে ক্রিসমাসেই তুমি বাইরে বেরোতে পারবে!'

বাইরে? বাইরে কোথায়?

বাইরে—রবির কাছে।

ডাক্তার ব্যাবকক ওদের ওই ধরনের কথা বলার জন্যে উৎসাহ দিয়েছেন। নিজের শক্ত-সমর্থ পা দুখানার ওপরে শরীরের ভর রেখে তিনিও সামনে পেছনে দুলে দুলে ওমনি করে কথা বলেন। ওরা সবাই ওমনি করে, ওমনি করে দোলে। ওরা ভাবে, ওমনি করলে মনে হবে ওরা কেউই অন্য কিছু ভাবছে না। কিন্তু সেদিন ব্যাবকক র‍্যালফের দিকে যে দৃষ্টিখানা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, ও তা দেখে ফেলেছে। নিজের চোখ দুটো ও তখন প্রায় বুজেই রেখেছিল—বাচ্চারা ঘুমোবার ভান করার সময় যেমন করে চোখ বুজে থাকে, ঠিক তেমনি করে পাতার ফাঁক দিয়ে দেখছিল সব-কিছু। র‍্যালফের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে ছিলেন ব্যাবকক—যে দৃষ্টির অর্থ, 'আশা নেই'। র‍্যালফের না-বলা প্রশ্নের জবাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভ্রূ-দুটো ওপরের দিকে তুলে ধরেছিলেন তিনি। সেই কাঁধ ঝাঁকুনি আর তুলে-ধরা ভ্রূ দুটো বলেছিল, 'নেহাত অলৌকিক কিছু না হলে কোন আশা নেই।'

সত্যি সত্যি অলৌকিক কিছু ঘটে কিনা, পরিবর্তনের কোন চিহ্ন দেখা যায় কিনা, সেদিকে ওরা সবাই লক্ষ্য রাখছে। ওদের চোখ মুখ আর কণ্ঠস্বরেই ও তা বুঝতে পারে। কিন্তু আসলে কিসের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, ওরা তা জানে। অলৌকিকত্বের অসম্ভাব্যতা নিয়ে ওরা এমনভাবে আলোচনা করে, যেন ও ইতিমধ্যেই মরে গেছে। ওদের মধ্যে একজন জানে, এ সব আলোচনার প্রভাব ওর কাছে কতখানি। সেই একজন শান্ত সতর্কতায় ওর ঘরে আসে,—ও যে তা বুঝতে পেরেছে, তার সঙ্কেত চিহ্ন ফুটে উঠবে বলে অপেক্ষা করে থাকে। সেই মানুষটির প্রার্থিত আকাঙ্ক্ষা নিজের চোখজোড়ার সাহায্যেই বুঝে ফেলেছে ও। কিন্তু সে বিষয়ে ও অনেক বেশি চালাক—ওর চোখ দুটো যাতে কিছুতেই কিছু বুঝতে না দেয়, সে-সম্পর্কে ও যথেষ্ট সতর্ক। ও জানে, অলৌকিক কিছু যদি ঘটে তবে ওকে লুকিয়ে রাখতেই হবে। মাংসপেশীর প্রথম সঙ্কোচন, একটা আঙুলের সামান্য একটুখানি প্রসারণ—ওমনি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে খবরটা। আর তাহলেই শেষ হয়ে যাবে ও। পথে-ঘাটে লোকজনেরা বলাবলি করবে, 'মিসেস ম্যানসনের খবরটা শুনেছ? ইস্, যখন সবেমাত্র উন্নতি হতে শুরু করেছে ঠিক তখনই!'

কিংবা হয়তো তার আগেই ঘটনাটা ঘটে যাবে—

আতঙ্কে, আচমকা এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কে—

কম্বলটার দিকে, হাঁটুর ওপরে আড়াআড়ি ভাবে এলিয়ে থাকা কম্বলের ঝালরটার দিকে তাকাল ও। তাকিয়ে রইল, যতক্ষণ পর্যন্ত না ওর চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে। 'এমা', নিঃশব্দে মিনতি জানাল ও, 'এমা—'

'অমন সুন্দর কম্বলটা আবার কি দোষ করল,' এমা প্রায় খিঁচিয়ে ওঠে। 'দেখে মনে হচ্ছে, আপনি ওটা একেবারে গিলে ফেলতে চাইছেন। ঠাণ্ডা লাগছে নাকি? না, মুখখানা তো দেখছি দিব্যি গরম। হাত দুটো দেখি। তাইতো, একেবারে যে হিম হয়ে গেছে! ঠিক আছে, এ দুটোকে আমরা ছোট্ট একটা পশমী বাসার মধ্যে গুঁজে রেখে দেব।—ব্যাস, এই তো—এবারে ঠিক আছে তো।'

হাত দুটো ঢাকা হল, এটাকেও ভাগ্য বলতে হয়। নাকি অন্য-কিছু। নাকি এমাকে দিয়ে ও যা চিন্তা করাতে চায়, নিজের চিন্তাশক্তিকে এগিয়ে দিয়ে এমাকে ও সেই চিন্তাটাই করাতে বাধ্য করছে। এমা মানুষটা ভারি ভালো, মনটা বড়ো সরল। নিজের মনের সাহায্যে এমাকে ও পরিচালিত করতে পারবে কি?—হয়তো পারবে। চেষ্টা কর—মনটাকে একাগ্র করে তোল। যদি তা পার, তাহলে শেষটায় কি হতে পারে তা কেউ জানে না। ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে তুমি যদি এমার এ ঘরে আসা-যাওয়াটা নিয়ন্ত্রণ করতে পার, তা হলে হয়তো একটা মিনিট তুমি একা থাকতে পারবে। এক মিনিটের নির্জনতা, যখন সেটা তোমার প্রয়োজন হবে। এক মিনিটের একাকীত্ব, যখন সঠিক সময় আসবে।—না না, এখন ও কথা চিন্তা কোর না—এখন এমা তোমাকে লক্ষ্য করছে। চোখদুটো বন্ধ করে রাখ। কে একজন যেন বলেছিল, চোখ হচ্ছে মনের জানলা। যদি তা সত্যি হয়, তাহলে এমন চোখ দুটো তুমি বন্ধ করেই রাখ—।

ওর দৃষ্টিসীমার অর্ধবৃত্তাকার পরিধির আড়ালে থাকা দরজাটা দিয়ে ওরা চারজনই ঘরে এসে ঢুকল। চারজন এবং আর একজন পঞ্চম ব্যক্তি। র‍্যালফ, ক্রুসি, জর্জ পেরি, মিস সিলস এবং অন্য একজন। একজন অপরিচিত ব্যক্তি।—এতক্ষণ নিজের মনে মনে এক আশ্চর্য ভ্রমণে ব্যস্ত ছিল ও, একটু একটু করে গুঁড়ি মেরে এগুচ্ছিল—এমন কি হাঁটা-চলাও করছিল ওর স্বপ্নের পৃথিবীতে। এবারে নিঃশব্দে মনের একটা দরজা বন্ধ করে দিল ও। ওরা যখন ঘরে ঢুকে ওর কুর্সির কাছে সারি বেঁধে দাঁড়াল, তখনই ও দেখতে পেল পঞ্চম ব্যক্তিটিকে। ডাক্তার ব্যাবকক। ব্যাবককের পায়ের দিকে তাকাল ও—এটুকু ও পারে, চোখে ব্যথাবোধ না হওয়া পর্যন্ত ঘোরাতে পারে অক্ষিগোলক দুটিকে। ব্যাবককের পায়ে উঁচু জুতো, সে জন্যেই তার পায়ের চাপা আওয়াজ ও চিনতে পারেনি। বৃষ্টি হচ্ছিল। হ্যাঁ, বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে, জানলার শার্শীতে বৃষ্টির ঝালর।

মিস সিলস ঝলমলে গলায় বলল, 'জর্জ আগুনের কুণ্ডটা জ্বাললেই আমরা এখানে একটা ছোটখাটো পানসভা শুরু করব। অথচ জর্জের কাণ্ডটা দেখুন। ও একপাত্র পানীয় চাইছে, কাজ না করলে আমরা কিন্তু ওকে তা দিচ্ছি না। আর এই যে আর একটি মানুষ—উনি আজকাল এখানেই বাস করেন বলে দাবি করছেন—আমার সঙ্গে স্টেশনে দেখা হল। ওঁকেও কি আমরা একপাত্র পানীয় দেব?'

মিস সিলস লাল হয়ে উঠেছে, খুশি খুশি দেখাচ্ছে ওকে। ওদের দুজনের মধ্যে একজনের সঙ্গে ও নির্ঘাৎ প্রেমে পড়েছে। কিন্তু কার সঙ্গে?

র‍্যালফের হাতে পানীয়ের গ্লাস ভর্তি একটা ট্রে। চা দেবার চাকা-লাগানো গাড়িটার ওপরে ট্রেটা রাখল ও। গাড়িটার ওপরে ওষুধ, মালিশের তেল, খাবার খাওয়াবার কাচের নল আর লিপস্টিকের ভিড়। তাপচুল্লির ঝাঁঝরিতে কয়লার শব্দ, তারপর একটা চাপা হাসির আওয়াজ। মিস সিলস আর জর্জ। জর্জকেই ভালবাসে মেয়েটা।

ক্রুস ওর গালে চুমু দেবার জন্যে নিচু হলেন। 'কেমন আছে আমাদের

খুকুমণিটা ?' কম্বলের তলা থেকে ওর হাতদুটো বের করে ক্রস আস্তে আস্তে টিপে দিতে লাগলেন। হাসিমাখা মুখে বললেন, 'আমরা নিচের তলাতেই পান করতে শুরু করেছিলাম। তারপর র‍্যালফের মাথায় ওপরে আসার মতলবটা এল। ব্যাবককও এসে প্রস্তাবটাতে সায় জানালেন।—তুমি এই গ্লাসের দুধটা দেখেছ ? দেখ, কি অদ্ভুত রঙ !' ট্রে থেকে গ্লাসটা এনে ওর কাছে তুলে ধরলেন ক্রস, 'দুধ আর দুধের সঙ্গে অন্য কিছু। অন্য কিছুটা হচ্ছে রাম। মেয়েদের পক্ষে খাসা জিনিস !'

ডাক্তার ব্যাবকক অন্যদের জন্যে আর অপেক্ষা করলেন না। নিজের গ্লাসটা সকলের উদ্দেশ্যে একবার তুলে ধরে, এক চুমুকে অর্ধেকটা খালি করে বললেন, 'ছেলেদের পক্ষেও।'

হেসে উঠল সকলে। এমন কি এমাও। এমা বলল, 'ডাক্তার বাবু, আপনি কক্ষনো আমাকে অমন ওষুধ দেন না !' ফের হাসল সকলে। পুরুষ কণ্ঠের গম্ভীর হাসি আর ডাক্তারদের জন্যে আলাদা করে-রাখা নার্সদের খিলখিল হাসিকে ছাপিয়ে উঠল এমার কর্কশ কলকলানি।

র‍্যালফ হাতে হাতে সবাইকে পানীয় তুলে দিচ্ছে। শিকারের দৃশ্য-আঁকা গ্লাসে স্কচ আর সোডা। ছ-সপ্তাহ আগে ওই গ্লাসগুলো টিফানি থেকে কিনেছিল ও। মাত্র ছ সপ্তাহ ? মাত্র ? হ্যাঁ সেদিনই—যেদিন রবির সঙ্গে প্লাজাতে ও দুপুরের খানা খেয়েছিল—যেদিন—

শক্তসমর্থ বাদামী হাতে ওর মুখের খুব কাছাকাছি দুধের গ্লাসটা তুলে ধরেছে র‍্যালফ। অন্যহাতে খাওয়ার নল। বলল, 'এখন স্বপ্ন দেখে না সোনা! দেখছ না এটা পানের আসর ! হ্যাঁ, তোমার জন্যেই তো এর আয়োজন ! নাও, লম্বা করে একটা চুমুক দাও তো—'

শক্ত করে ঠোঁটদুটো চেপে রইল ও।

'নাও, লক্ষ্মীটি।' র‍্যালফ ওকে ভোলাবার চেষ্টা করে, 'এটা ভালো জিনিস, ক্রস নিজের হাতে তৈরি করেছেন। আচ্ছা দাঁড়াও, আমিই প্রথম চুমুকটা দিচ্ছি।'

ক্রসের মুখে মিথ্যে বিরক্তির ছায়া। হাসিভরা কণ্ঠস্বর, 'কি ব্যাপার, বিষ চাখছ নাকি ?'

ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর এ সব কথা বলা, 'এ সব কথা উচ্চারণ করা, এ সব নিয়ে রসিকতা করা।

মিস সিলস দ্রুত পায়ে কুর্সির কাছে এগিয়ে এসে ওদের ও সমস্ত কথা বলতে নিষেধ করল। ঠিকই করেছে মিস সিলস। ভালো করে লক্ষ্য কর মিস সিলসকে, নিশ্চিত হও। মিস সিলসই যদি সেই সঠিক মানুষটি হয়, তাহলে—

ওরা দুজনে ওর দুখানা হাত তুলে নিল, র‍্যালফ আর ক্রসি।

'লক্ষ্মীটি, আমাদের ক্ষমা করে দাও।' র‍্যালফ বলল, 'আমরা নেহাতই বোকা। মাঝেমাঝে ভুলে যাই, এখন আমাদের সতর্ক হয়ে কথাবার্তা বলা উচিত।'

ক্রসি ওর হাতখানাতে চুমু দিয়ে সেটা কম্বলের ওপরে নামিয়ে রাখল। কম্বলের

তলায় নয়, ওপরে। 'দেখি, আমাকে দিন, র‍্যালফের হাত থেকে গ্লাসটা তুলে নিলেন উনি, তারপর খাওয়াবার নলটা ওর ঠোঁটের ভিতর গুঁজে দিলেন।

পানীয়টা ঠিকই ছিল। সুন্দর স্বাদ। রাম আর দুধ। আর কিছু নয়—স্রেফ দুধ, রাম আর সেই সঙ্গে সামান্য জায়ফলের গুঁড়ো। আর কিছু যে থাকবে না সেটা ওর আগেই বোঝা উচিত ছিল। এর সঙ্গে বিষ মেশানো নেহাতই নির্বুদ্ধিতা।

সেলাইয়ের ঝুড়িটা নিয়ে এমা ব্যস্তবাগীশের মতো উঠে দাঁড়াল, 'আমি যাই, গিয়ে দেখি টেবিলে সবকিছু ঠিকমতো সাজান হয়েছে কিনা। ডাক্তার ব্যাবকক আজ রাত্তিরের খানাটা আমাদের সঙ্গেই খেয়ে যাবেন। স্টীক হয়েছে শুনে উনি নিজেই যেচে নেমন্তন্নটা নিয়েছেন। আপনিও আজ স্টীক খাবেন, আমি নিজে আপনার জন্যে গোছগাছ করে নিয়ে আসব।—কিন্তু আপনি কি চাইছেন বলুন তো? আমি বুঝতে পারছি, আপনি কিছু চাইছেন। বলুন লক্ষ্মীটি—একটু বুঝিয়ে দিন আমাকে!'

মনটাকে একাগ্র করে তোল। চেষ্টা কর—আরও চেষ্টা।—কম্বলটা, কম্বলটা তোমার হাতের ওপরে রাখতে হবে। দুটো হাতেরই। কম্বলের ঝালরঠা তোমার প্রয়োজন।

ওরা সকলে লক্ষ্য করছিল, ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল ওর কুর্সির সামনে। ওর দিকে তাকাচ্ছে সবাই। তাকাচ্ছে এমার দিকে আর একে অন্যের দিকে।

'এমা', ডাক্তার ব্যাবকক বললেন, 'এমন করলে তোমাকে কিন্তু এ ঘর থেকে চলে যেতে হবে।'

'জানি', খিঁচিয়ে উঠল এমা। 'কি করতে হবে আর কি করতে হবে না, তা আমাকে বলতে আসবেন না? উনি ওঁর হাত দুটোর কথা বলতে চাইছেন। দেখুন, কিভাবে হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন উনি। উনি ওঁর হাত দুটোকে কম্বলটা দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইছেন। আজ বিকেলেই আমি বুঝতে পেরেছি। হাত দুটো কালিয়ে যায়। বলতে পারেন, নাড়াচাড়া করতে পারেন না বলেই অমন হয়। আমি ডাক্তার নই, কিন্তু আমার কথার পেছনে যুক্তি আছে—এটুকু বোঝার জন্যে কলেজে যাবার দরকার হয় না।—এই তো মামণি, এই যে ঢেকে দিলাম তোমার হাত দুটো। এবারে হয়েছে তো? লক্ষ্মী সোনা, মা আমার।'

চোখের পাতা বন্ধ করল ও, কারণ স্বস্তিটা প্রায় দুর্বহ। কাজ হচ্ছে,—ওকে দিয়ে আমি যা করতে চাই, তা করাতে পারি। ওর লুকনো আঙুলগুলোর মাঝখানে কম্বলের শক্ত পুরু ঝালর। ঘুমনোর ভান কর, এমন ভান কর যেন তুমি ঘুমোচ্ছ। তারপর একাগ্র করে তোল তোমার মনটাকে।

'ওঁর কুর্সিটাকে আগুনের কাছাকাছি নিয়ে যান, আর খানিকক্ষণ ওঁকে একটু একলা থাকতে দিন।' জয়ের উল্লাসে এমার কণ্ঠস্বর দৃঢ় ও উদ্ধত। 'আগুনের কাছাকাছি বসে থাকতে আর আপনারা সবাই ওঁর কাছাকাছি আছেন জেনে—ওঁর খুব ভালো লাগবে। মনে রাখবেন, উঁচু গলায় কথাবার্তা বলা বা হাসাহাসি করা একদম নয়। আপনাদের ওসব আজেবাজে রসিকতাও চলবে না।'

'এখানে নার্স কে?' মিস সিলস রসিকতা করল, 'আপনার পরিচয়পত্রটা আমাকে একটু দেখান তো, ম্যাডাম!'

মৃদু হাসি। ওঁর কুর্সিটা এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে, উষ্ণতা বাড়ছে। এমার পেছনে দরজাটা বন্ধ হল। কুর্সিগুলো সাজান হচ্ছে নতুন করে। তাপচুল্লিতে কয়লা ফাটার শব্দ, কাচের গ্লাসে বরফের টুকরোর ঠুং ঠাং। নিচু কণ্ঠস্বরগুলো ফুটবল সম্পর্কে আলোচনা করছে। কিন্তু এসব ওর শোনার কোন প্রয়োজন নেই। এ ঘর ছাড়িয়ে এখন দূরে, পেছনের দিকে চলে যেতে পারে ও—তুলে নিতে পারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সুতোর টুকরোগুলোকে। সুতোগুলো কারুকার্যময় পরদার কাপড় বুনে তুলবে, তাতে ফুটে উঠবে মানুষগুলোর ছবি।

শিকারের দৃশ্য আঁকা গ্লাসগুলো ও যেদিন কিনেছিল, সেদিন পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত রাস্তাগুলো ফিফথ এভিন্যুতে এসে এক হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ল, সেণ্ট প্যাট্রিকের পায়রাগুলোর জন্যে সেদিন ও হাত-ব্যাগের মধ্যে আর একটা ব্যাগে করে ছাতু নিয়ে গিয়েছিল আর গাড়িটা পাঠিয়ে দিয়েছিল গ্যারাজে, কারণ ওর হাঁটতে ইচ্ছে করছিল সেদিন। একবার একটা দোকানের জানলায় লাগানো আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে একটা বাচ্চা মেয়ের মতো গর্ব হয়েছিল ওর। 'দেখে মনে হচ্ছে আমার তিরিশ বছর বয়েস', নিজের মনেই বলেছিল ও। 'মনে হবে না-ই বা কেন? অন্য সমস্ত মেয়েমানুষদের সম্বল বলতে শুধুমাত্র প্রসাধনে-আঁকা মুখ আর প্রেমিকের দল। কিন্তু আমার আছে র‍্যালফ আর রবি।'

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া করার পক্ষে এখনও অনেকটা সময় বাকি। কিন্তু বেলা একটার আগে রবিরও সময় হবে না। এটা একটা অদ্ভুত হাস্যকর ব্যাপার এবং রবিকে ও সে কথাই বলেছিল, ব্যাঙ্কটা যখন বলতে গেলে একটা পারিবারিক ব্যবসা তখন ব্যাঙ্কের উচিত তরুণ মালিকটিকে খানিকটা সুযোগ-সুবিধে দেওয়া। কিন্তু রবি সে ভাবে কোন সুবিধেই নেবে না—বলেছিল, সে-জিনিসটাকে ও ঘৃণা করে। 'তোর বিবেকবোধ একেবারে ভয়ঙ্কর,' রবিকে বলেছিল ও। 'এটা তুই আমার কাছ থেকে পেয়েছিস। যাক গে, আমি তোকে পুষিয়ে দেব।'

ফিফথ এভিন্যু ধরে হাঁটতে হাঁটতে রবিকে অবাক করে দেবার মতো একটা মতলব আঁটল ও। রবিকে ও বলবে যে আসছে বছরের প্রথম থেকে তাকে আর ব্যাঙ্কে যেতে হবে না। ইতিমধ্যে র‍্যালফ এবং ক্রসও জেনে যাবে যে রবি অলস বা কুঁড়ে নয়। রবিকে ও বলবে, সাগর-পাড়ে গিয়ে সে মনের সুখে লিখতে পারে। এসব অল্পবয়সী সাহিত্য-যশোপ্রার্থীদের নিয়ে যে কি মুশকিল। ওরা যে ভুল করছে, তা বলে কোন লাভ নেই। ব্রুকলিনে একটা যেমন-তেমন কাঠের টেবিল আর একগাদা কাগজই যে একজন লেখকের পক্ষে যথেষ্ট, সে কথা বলতে যাওয়াও অর্থহীন।

ম্যাকক্যাচিয়ন। ডিনারের তোয়ালে। সুন্দর, কিন্তু বড্ড ভারি আর বড়ো। এগুলো ওর দরকার নেই, অনেক আছে। তাছাড়া আজকাল এধরনের তোয়ালে

কেউ তেমন একটা ব্যবহারও করে না। তার চাইতে মসলিনে জড়ানো বুঁটিদার তোয়ালেগুলো অনেক সুন্দর। শ-খানেক লোককে খাওয়াবার ইচ্ছে হলে এ ধরনের মোক্ষম জিনিস কেনাটাই ঠিক। তেমন ইচ্ছে তো তোমার হতেও পারে, নিজেকে বলল ও। যেমন ধর, একটা বিয়েটিয়ের ব্যাপারও থাকতে পারে।—আপাতত, দু-ডজন ওকে দেবার জন্যে নির্দেশ দিল ও।

টিফানি। শুধু দেখে বেড়ান—ব্যাস। এখানে সবাই তাই করে। মুসাফিরদের মতো দেখে বেড়াও, হীরেগুলোর দিকে এক-আধ বার শুধু মায়াভরা চোখে তাকাও, ভারি সুন্দর হীরেগুলি, অলঙ্কারে সযত্নে বসান। এমন একটা যদি থাকে তো—

দ্রুতপায়ে কাচের বাসনপত্রগুলোর দিকে এগিয়ে যায় ও, প্রাণপণে চেষ্টা করে মুখটা সামনের দিকে করে রাখার। তারপর শিকারের দৃশ্য-আঁকা তিন ডজন হাইবল গ্লাস দিতে বলে। শিকারে যাবার সময় প্রাতরাশ দিতে হলে ওগুলোর দরকার হবে। না, তখন শ্যাম্পেন দিতে হয়। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় কি? যায়। শ্যাম্পেনের গ্লাসও দেবার জন্যে বলল ও।

দ্য প্লাজা। টাট্টুঘোড়া, কোচোয়ান, কোটে ন্যাতানো অর্কিড আঁটা এক বৃদ্ধ।

প্রধান পরিচারক বলল, রবি ফোন করে জানিয়েছে যে তার আসতে একটু দেরি হবে, কিন্তু ও যেন সে জন্যে অপেক্ষা না করে।

পানীয় আনার নির্দেশ দিল ও।

একটা পনেরো, একটা বিশ।

তারপর ওর কুর্সির পেছনে এসে ওর ঘাড়ে চুমু দেবার জন্যে নিচু হবার আগেই ও বুঝতে পারল, রবি। রবির পক্ষে এমন ধারা ব্যবহারই স্বাভাবিক।

'রবি।' কেমন যেন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল রবিকে। 'রবি, নিজেকে নিয়ে কি করছিলি তুই?'

'জীবিকার জন্যে কাজ করছিলাম। কেন?' নিজের গালে একখানা হাত বুলিয়ে নিল রবি। 'দাড়ি কামাতে ভুলে গেছি বোধ হয়?'

'না, তা নয়। আমি যদি ঠিকভাবে না জানতাম যে দশটার সময় তুই নিজের বিছানাতেই ছিলি, তা হলে বলতাম সারাটা রাত তুই পাপ কাজ করে কাটিয়েছিস। আমাকে মিথ্যে বলিস নে রবি, সত্যি করে বল কি হয়েছে?'

রবি জানাল, সে বড়ো ক্লান্ত—আর কিছু নয়। তারপর তালিকাটা না দেখেই খাবার আনতে নির্দেশ দিল। ডিম আর কালো কফি। কোন পানীয়? না, পানীয়-টানীয় কিচ্ছু না।

রবিকে নতুন-কেনা তোয়ালে আর গ্লাসগুলোর কথা বলল ও। কিন্তু রবি কিছুই শুনছিল না। আসলে ও নিশ্চয়ই অসুস্থ, ভীষণ অসুস্থ। 'রবি, ছেলে-মানুষী করিসনে। নিশ্চয়ই তোর কোথাও কষ্ট হচ্ছে। কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে আমাকে বল, আমি জানতে চাই। অ্যাপেনডিক্সের ব্যথা নয়, কারণ সেটা কেটে বের করে দেওয়া হয়েছে। টনসিলও নয়, অ্যাপেন্ডিক্সও নয়—কষ্টটা আসলে তোর বুকের মধ্যে, তোর হৃৎপিণ্ডে।'

'সেটা এখনও বুকেই আছে,' ওকে আশ্বস্ত করে রবি হাসল। বড়ো উচ্চকিত আর তীক্ষ্ণ রবির হাসিটা। সমস্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে সে ওর কাপড়-জামা এবং কাচের বাসনপত্র সম্পর্কে দুর্বলতার কথা আলোচনা করতে লাগল। বলল, লার্চভিল থেকে ছাতু বয়ে না এনে, গির্জার কাছেই যে ছোটখাটো মানুষটা কাগজের থলেতে করে ছাতু বিক্রি করে, তার কাছ থেকেই কিনে নিতে পারত। শেষে হাল ছেড়ে দিল ও। কিন্তু ঠিক করল, রবি পছন্দ করুক বা না-করুক, রাত্রিবেলা রবির ঘরে গিয়ে ও তাকে ঠিক বাগে এনে ফেলবে—রবিকে দিয়েই বলিয়ে নেবে, কোথায় তার কষ্ট।

'রাত্রিবেলা বাড়িতে খাবি তো, রবি?'

'নিশ্চয়ই।'

ব্যাস, এই পর্যন্তই। তারপর ওর গাড়িটা আসার জন্যে ফোন করে দিয়েছিল রবি, অপেক্ষা করেছিল গাড়িটা এসে পৌঁছনো পর্যন্ত। তারপর রাস্তা পেরিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে সেণ্ট্রাল পার্কে গিয়ে ঢুকেছিল।

●

'নোরা আমরা রাতের খাবার খেতে নিচের তলায় যাচ্ছি,' র‍্যালফ বলল, 'তবে এমা না আসা পর্যন্ত মিস্ সিলস তোমার কাছে থাকবে।'

'ভয় নেই খুকুমণি, হলঘরে আমরা রোলার স্কেটিং করব না।' ক্রস বললেন, 'ওতে গালচে নষ্ট হয়ে যায়।'

'আপনি আজ অনেকটা ভালো আছেন, ম্যাডাম। আপনাকে দেখেই আমি তা বুঝতে পারছি।' ডাক্তার ব্যাবককের মুখে স্মিত হাসি, 'এ জন্যেই আমি এতোদিন অপেক্ষা করছিলাম। ভাবছি, মালিশ করানোর লোকটার সঙ্গে আমি একবার কথা বলব, যাতে মালিশ করার সময়টা আরও খানিকক্ষণ বাড়িয়ে দেওয়া যায়। তবে আপনার মতো মনের জোর আর এমন একখানা সুন্দর ঘর পেলে, আমি নিজেও একটু-আধটু অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকতে কিছু মনে করতুম না!'

'পানীয়ের জন্যে ধন্যবাদ, মিসেস ম্যানসন।' জর্জ পেরি বলল, 'তা হলে চলি, শুভরাত্রি।'

'আপনারা সকলে এ ঘর থেকে যাচ্ছেন বলে আপনাদেরও ধন্যবাদ। এবারে ঝটপট কেটে পড়ুন।' মিস সিলসের কণ্ঠস্বর।

দরজা বন্ধ হল। ওর কাঁধে সোহাগের হাত ছোঁয়াল মিস সিলস, 'আমি ভেবেছিলাম ওরা আসাতে আপনি খুশি হবেন, কিন্তু আপনাকে দেখে মোটেই খুশি-খুশি মনে হচ্ছে না। শুনলেন তো, অন্যদের সঙ্গে ব্যাবককেও আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললুম? ভয়ডর কাকে বলে, আমি জানিনা। উনি যদি রাগারাগি করে আমাকে এ কাজটা থেকে ছাড়িয়ে দেন, তাহলে আমি সোজা আবার এখানেই

ফিরে আসব। আইভি লতাটা বেয়ে ওপরে উঠে জানলা দিয়ে গুঁড়ি মেরে ভেতরে এসে ঢুকব। ওঁরা যতোই লক্ষ্মীসোণা খুকুমণি বলুন না কেন আসলে আপনি কার সোনামণি তা বুঝতে ভুল করবেন না যেন। আপনি আমার!'

মিস সিলসই সেই সঠিক মানুষটি যার জন্যে আমি এতোদিন পথ চেয়ে রয়েছি। নিশ্চয়ই তাই—হতেই হবে। সময় এলে মিস সিলস ঠিকই শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। ওর বয়েসটাও কম। কতো বয়েস ওর? চব্বিশ-পঁচিশ? কিন্তু ওর শরীরটা বেশ শক্তপোক্ত, চিন্তা আর কাজকর্মে দৃঢ়তা বজায় রাখার শিক্ষাও ও পেয়েছে। শক্ত হয়েই দাঁড়াবে ও। কোথায় দাঁড়াবে? বড়ো জানলাটার কাছে? না, সেখানে নয়। সে পথে সে আসবে না। আসবে অন্ধকারে, নিঃশব্দ পায়ে—যেমন আগেও এসেছিল। এসেছিল, যখন ও একা।— কিন্তু নষ্ট করার মতো এতটুকু সময় যদি তখন না থাকে, যদি প্রতিটিমিনিট, এমন কি প্রতিটি মুহূর্তই তেমন মূল্যবান হয়—তবে এতটুকু অপেক্ষা না করে, কোন সাবধানী সঙ্কেত না জানিয়েই সে আঘাত হানবে।—যদি সেভাবেই তার আগমন হয়, তাহলে মিস সিলসকেও মরতে হবে।—না না, মিস সিলসের মতো একটা কচি ফুরফুরে মেয়ে, যে কিচ্ছুটি করেনি—তার যেন অমনটি না হয়।—

'কম্বলটাতে এখন বেশি গরম লাগছে না? আমার তো মনে হচ্ছে, আগুনটা এতো দপদপিয়ে জ্বলছে যে কম্বলটা তাতে বড্ড বেশি গরম হয়ে উঠেছে। দাঁড়ান, আমি এটা সরিয়ে দিচ্ছি—আপনি গরমে একেবারে সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। জানেন মিসেস ম্যানসন, আপনাকে ঠিক একটা ছোট্ট লালরঙা বিটের মতো দেখাচ্ছে!'

কম্বলটা সরিয়ে দেবে? সরিয়ে দেবে ঝালর বসানো পাড়টা? না! না!—

'কি হল, মিসেস ম্যানসন? আমি কি কোন অন্যায় কথা বলে ফেলেছি? ওহো, 'ছোট্ট লাল রঙা বিট' নামটা আপনার পছন্দ নয় বুঝি? তাহলে? মনে হচ্ছে, আপনি কিছু একটা চাইছেন। তাই না? ইস্, আমি যদি বুঝতে পারতাম। আচ্ছা, কম্বলটার কথা কিছু বলছেন কি? এমা বলছিল, ইদানীং হঠাৎ কম্বলটা আপনার বেশি করে ভালো লাগতে শুরু করেছে। ঠিক ধরেছি, তাই না? হ্যাঁ ঠিক তাই! আচ্ছা বাবা, আচ্ছা—এই নিন আপনার কম্বল। আমি শুধু আপনার কুর্সিটা আগুনের কাছ থেকে একটু দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। কি, এবারে আগের চাইতে ভালো লাগছে না? একটা কথা কি জানেন, মিসেস ম্যানসন? আমি জানি শীঘ্রই একদিন আপনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসবেন—সেদিনটার জন্যেই আমি অপেক্ষা করে রয়েছি।'

মিস সিলস—লক্ষ্মী সোনা মিলি—তুমি একটু সাবধান হও সোনা। আমার ওপরে তুমি বেশি সদয় হোয়ো না—অতো ভালোবেস না আমাকে।

●

সেদিন রাত নটার সময় এলিস পেরি ছেলের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। জর্জ বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল। মাকে ঘরে ঢুকতে দেখে একবার চোখ তুলে তাকাল মাত্র, কোন কথা বলল না।

'মন খারাপ করছিস না কি, জর্জ?

এলিস পেরির চুলগুলো পেঁজা তুলোর মতো। গোল মুখখানা সতেজ ও দৃঢ়। কণ্ঠস্বরেও দৃঢ়তার ছায়া।

'না, দাঁত ব্যথা।'

'ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলি?'

'না। সেরে যাবে'খন।'

'মাঝে মাঝে তুই একেবারে ছেলেমানুষের মতো কাণ্ড করিস, জর্জ। শোন, ওষুধের আলমারিতে কতকগুলো ছোটছোটো পুলটিস রয়েছে। আজ রাত্তিরে ওরই একটা লাগিয়ে রাখ, তারপর কাল সকালে দাঁতের ডাক্তারকে দেখাতে যাস। আচ্ছা, এগুলোও কি আমাকে বলে করাতে হবে?' ছোট্ট ঘরটাতে ঘুরে ঘুরে কুর্সিগুলোকে নতুন করে সাজিয়ে রাখলেন এলিস পেরি, তাকের ওপরে রাখা বইগুলোকে একটু গোছগাছ করলেন। তারপর ফুলদানিতে রাখা কতকগুলো চন্দ্রমল্লিকা দেখে ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এগুলো এখানে কে এনেছে? তুই?'

'হ্যাঁ, ওই রঙটা আমার ভালো লাগে। কেন, কোন অন্যায় হয়েছে নাকি?'

'না, তা নিশ্চয়ই হয়নি। কিন্তু তুই ভারি বিশ্রী করে ফুল সাজাস। তাছাড়া এ ফুলদানিটাও ফুলগুলোর সঙ্গে মানাচ্ছে না। যাকগে, কাল আমি ঠিক করে সাজিয়ে দেব খন।—আচ্ছা জর্জ—'

'বল মা,' বইটা এক পাশে নামিয়ে রাখল জর্জ।

'তুই বাড়িতে আসার আগে ওখানে গিয়েছিলি, তাই না?'

মা যে খোলা জানলা দিয়ে ম্যানসনদের বাগানের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, জর্জ তা আর দেখার প্রয়োজন বোধ করল না, 'হ্যাঁ, সামান্য একটু সময়ের জন্যে গিয়েছিলাম?'

'ও কেমন আছে?'

'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। পরিষ্কার মনে পড়ে, একদিন আমি 'ও' বলেছিলাম বলে তুমি আমাকে কি বকুনিটাই না দিয়েছিলে! বলেছিলে: 'তুমি যদি মিসেস ম্যানসনের কথা বলতে চাও, তা হলে নাম করে বল' খোশ মেজাজে এক রাশ হাসি ছড়াল জর্জ। হ্যাঁ, মিসেস ম্যানসন সেই একই রকম আছেন।'

'তেমনি অসহায়? মানে, এখনও সেই আগের মতোই অন্যের ওপরে পুরোপুরি নির্ভর করে থাকতে হয়?' এলিস ছোট্ট করে যোগ করলেন, 'আহা বেচারী।'

'হ্যাঁ, এখনও সেই একই অবস্থা। কথাবার্তা নেই, নড়াচড়াও নেই।'

'আমি প্রতিদিন টেলিফোন করে, নয়তো নিজে গিয়ে খবর নিই। কিন্তু র‍্যালফ ম্যানসন আমাকে কিছুই বলেন না। ক্রস কোরিও ঠিক তেমনি।—নোরা ম্যানসন নোরা কোরি ছিল, তখন আমি ওকে চিনতুম। ওরা যখন এ বাড়িতে এল, তখন আমি তোকে সঙ্গে নিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলুম। রবি তখন এই ছোট্টটি, টলমল করে সবে হাঁটতে শুরু করেছে—তুইও তেমন কিছু বড়ো হোসনি। র‍্যালফ আর ক্রস নিজেদের নাম যেমন করে জানেন, এ সব কথাও ঠিক তেমনি করে ততোখানিই জানেন তবু মাঝে মধ্যে মনে হয়, ওঁরা চান না আমি ও বাড়িতে যাই।'

'না', জর্জ সতর্ক হয়ে জবাব দেয়, 'ব্যাপারটাকে তোমার ব্যক্তিগত দিক দিয়ে নেওয়া উচিত নয়। আমার ধারণা, ওঁরা মনে করেন যে পরিবারের বাইরের কারুর সঙ্গে ওঁর দেখা না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। উনি যদি ওঁর বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেন—এবং ওঁদের ধারণা, সেটা হচ্ছে—তা হলে সেক্ষেত্রে—'

'সে ক্ষেত্রে কি জর্জ?' এলিস হেসে ফেললেন, 'দেখেছিস, তুই নিজেই নিজের কথার জালে জড়িয়ে পড়েছিস। কেন, তুই তো ওকে দেখতে গিয়েছিলি—দেখিসনি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ভাগ্যক্রমে ওদের পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অন্য রকমের। ওদের কাছে আমি হলঘরে জড়ো করে রাখা সাইকেল, পিয়ানোর চাবির ওপরে রাখা চিনেবাদাম বা ওই জাতীয় কোন জিনিসের মতো।'

'আর আমি কিসের মতো, বলত হাঁদারাম,' এলিস পেরি জর্জের চুলগুলো এলোমেলো করে দিলেন।

'একটু মাথা খাটাতে চেষ্টা কর, মা। তুমিও একজন মহিলা, স্বাস্থ্যবতী এবং তোমার কোন সমস্যা নেই। তাছাড়া সব চাইতে বড়ো কথা, ওই দিনটিতে তুমি ওখানে ছিলে। কাজেই তোমাকে দেখলে উনি বিচলিত হয়ে উঠতে বাধ্য। ওঁরা তা চান না। ওঁরা চান, উনি যেমন ভাবে রয়েছেন, তেমনি ভাবেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকুন। কারণ যদি কোনদিনও উনি ভালো হয়ে ওঠেন, তাহলে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখার মতো যথেষ্ট সময়ও উনি তখন পাবেন। পেছনের দিকে ফিরে তাকাবার মতো ওঁর তখন সারাটা জীবনই পড়ে থাকবে—কিন্তু সুখের ছবি উনি দেখতে পাবেন না। আপাতত উনি এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই থাকুন। যদি সুস্থ হয়ে উনি এই বিচ্ছিন্ন অবস্থাটার কথা চিন্তা করেন, তবে এটাকে ওঁর স্বর্গের মতো সুন্দর বলেই মনে হবে।'

'জর্জ, দিনের পর দিন তুই ঠিক তোর বাবার মতো হয়ে উঠছিস। আমার সঙ্গে আজকাল এমন ব্যবহার করিস, যেন আমার মধ্যে বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিছুই নেই।—আমার তো মনে হয় না, নোরা আর কোনদিনও সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'কেন?'

'কারণ শহর থেকে তো কতো বিশেষজ্ঞই এলেন আর গেলেন। ওঁরা যদি আশা করার মতো কিছু দেখতে পেতেন, তা হলে আমরা নিশ্চয়ই কিছু শুনতে পেতাম। কিন্তু তেমন কোন কথাই শোনা যায়নি—অন্তত 'কথা' বলতে আমি যা বুঝি, তা

কখনই শুনিনি। এখন বাকি রয়েছেন শুধু ব্যাবকক।—আচ্ছা, ও ওর চিন্তা-শক্তিটাই হারিয়ে ফেলেছে তাই নয় কি ?'

বইটা তুলে নিয়ে একটা পৃষ্ঠায় খসখস শব্দ করতে লাগল জর্জ। এটা যদি চলে যাবার ইঙ্গিতও হয়, এলিস পেরি কিন্তু তাতে আদৌ মন দিলেন না। বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে স্মিত মুখে বললেন, 'কিরে, কথা বলছিস না যে বড়ো ? জিভে কিছু হল না কি ?'

'না, দাঁতে ব্যথা।—না মা, উনি চিন্তাশক্তি হারাননি !'

'তা হলে ওর এ অবস্থাটাকে কি বলে ?'

'আঘাত এবং পক্ষাঘাত, একটা অন্যটার সঙ্গে জড়িত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ রোগ সারানোও হয়েছে।'

'তাই নাকি ? শুনে খুশি হলুম।' জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে ছিট কাপড়ের পর্দাটা পরীক্ষা করে খুশি হলেন এলিস পেরি, 'জিনিসটা ভালোই কিনেছিলুম। কেনাকাটা আমি ভালোই করি।' কাচের শার্সিতে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছিল। ছোট ছোট ধপধপে আঙুলে শার্সিতে টোকা মারতে মারতে উনি বললেন, 'তোর বাবা এই বৃষ্টি বাদলার রাতে সিনেমায় গেছে—খ্যাপা আর কাকে বলে! হয় খেপেছে আর নয়তো একঘেঁয়েমিতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, কোনটা ঠিক। তাইতে সে এমন ভাবে তাকাল, যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না কি জবাব দেবে। অদ্ভুত লোক, সত্যি !'

'বাবা বৃষ্টি ভালোবাসে, বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে বেড়াতে ভালোবাসে।'

'বৃষ্টিতে সব ভিজে যাচ্ছে,' গুণগুনিয়ে একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বৃষ্টি-ঝরা অন্ধকার বাগানের দিকে তাকালেন এলিস পেরি। তারপরেই বললেন, 'দেখ জর্জ, ওর ঘরে আলো জ্বলছে। এতো রাতে ও ঘরে আলো জ্বলছে কেন ?'

'মালিশ করার লোকটা এই সময়েই আসে। তারপরে উনি ঘুমোন।'

'ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিশ্চয়ই ?'

'হ্যাঁ।' আচমকা জানলার পর্দায় লাগান ঝুমঝুমির শব্দে চোখ তুলে তাকাল জর্জ। বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি হল, পর্দাটা টেনে দিলে কেন ? ওটা খোলা রাখতেই আমার ভালো লাগে—বাইরের দিকে দেখা যায়।'

'কিচ্ছু দেখার নেই।'

'আলবৎ আছে। বৃষ্টি হচ্ছে—বাবার মতো আমিও বৃষ্টি ভালোবাসি।'

'আমার বিশ্রী লাগে। তাছাড়া দমকা বাতাস বইছে।—ওঃ, জানলাগুলোও হয়েছে তেমনি—কিছুতেই ঠিকমতো লাগান যায় না। আসলে বাড়িটাই তো পুরনো ! কিন্তু আমারই বা কি করার আছে ? যতক্ষণ ছাদ চুঁইয়ে বিছানায় জল না পড়ছে, ততক্ষণ তোর বাবা এই বাড়ি নিয়েই খুশি।—জানিস জর্জ, ওই মেয়েটা খানিকক্ষণ আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে—আমি রান্নাঘরের জানলা দিয়ে দেখেছি। আমার ধারণা, সে-ও আমাকে দেখেছে। বাড়িটা ঘুরে এসে মেয়েটা একবার এদিকে তাকাল, তারপর তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেল।'

'ওর নাম সিলস, মা। মিস সিলস আর নয়তো মিলি—যে কোন একটা বেছে নাও।'

'অমন ঠাণ্ডা চোখে তাকানোর কোন দরকার নেই জর্জ। আমি কি বলতে চাই, তা তুই জানিস। ও···ও তোর উপযুক্ত নয়। সত্যি বলছি, তুই যদি অমন একটা সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করিস, তা হলে ··তা হলে আমি বোধহয় আর বাঁচব না।'

'অমন করে না, মা!' জর্জকে অনুতপ্ত দেখাল। 'শোন, আমার দাঁতে যন্ত্রণা হচ্ছে, কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। এবারে লক্ষ্মী মেয়ের মতো যাও তো—'

'ও সব লক্ষ্মী-টক্ষ্মী বলে আমাকে এড়াতে পারবি, তা ভাবিস নে।···তুইও কি খানিকক্ষণ বাদে টুক করে বেরিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করবি নাকি?'

'কথাটা এতোক্ষণ ভাবিনি, কিন্তু তুমি যখন মনে করিয়েই দিলে—'

'ওহ্ জর্জ। আমি তো ভাবতেই পারিনে, ওভাবে একটা মেয়ে রাত্তিরবেলা কোথায় যেতে পারে! মেয়েটা যখন বেরোয়, তখন প্রায় সাড়ে-আটটা বেজে গেছে। বলতেই হয়, সেটা ভীষণ দৃষ্টিকটু ব্যাপার।'

'আজকের রাত্তিরটা ওর ছুটি, ছুটি হলে ও সাধারণত ওর মা'র সঙ্গে দেখা করতে যায়। মা বলতে মেয়েটা একেবারে পাগল। ওর বাবা নেই, তিনি ছিলেন একজন সৎ শিক্ষিত মানুষ।—এখন তো তুমি সবই জেনে গেলে। এবারে বল, ওকে যদি একদিন বিকেলে এখানে নিয়ে আসি, তো কেমন হয়? বিকেলেও ওর ছুটি আছে।'

'ওঃ জর্জ!'

এলিস পেরি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সশব্দে দরজাটা টেনে দেওয়ায় খুশি হল জর্জ। লম্বা লম্বা পা দুটো ছড়িয়ে খানিকক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে বসে রইল সে, হতাশ আঙুলে খোঁচাতে লাগল যন্ত্রণাকাতর চোয়ালটাকে। তারপর হলঘর পেরিয়ে কলঘরে রাখা ওষুধের আলমারিটার খোঁজে উঠে পড়ল।

পুলটিসগুলো যথাস্থানেই ছিল—যেখানে যে জিনিস থাকবে বলে এলিস পেরি বলেন, সেগুলো সর্বদা সেখানেই থাকে। একটা পুলটিস দাঁতের গোড়ায় লাগিয়ে আরশিতে নিজের দিকে তাকিয়ে হাসল জর্জ। তারপর নিজের ঘরে ফিরে এসে, পর্দা সরিয়ে জানলার পাল্লা তুলে তাকিয়ে রইল বাইরের অন্ধকার সিক্ত রাত্তিরের দিকে। দূরে ম্যানসনস স্ট্রীটের বাগান-বাতিগুলো একসার নিষ্প্রভ হলুদ আলোর দীপ্তি ছড়াচ্ছে। যানবাহন প্রায় নেই বললেই চলে, মাঝে মাঝে দু একখানা গাড়ি অ্যাসফল্ট বেছানো ভিজে রাস্তায় সতর্ক ভাবে যেতে যেতে বৃষ্টি, গাছ-গাছালি আর পার্কের ওধারে দোকান-পসারের আলোর মাঝে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। জর্জের মুখের সামনে বৃষ্টিটা যেন একটা পর্দার মতো হয়ে ঝুলে রয়েছে। জর্জের মনে হচ্ছিল, দুহাত দিয়ে ওই আবরণটাকে সরিয়ে দিয়ে, যা এখন আড়ালে রয়েছে তার সব কিছুই সে দেখে নিতে পারে।···

সঙ্কীর্ণ দৃশ্য-সীমার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় মিসেস ম্যানসনের ঘুমঘুম নিঃঝুম বারান্দাটা। উনি বলেছিলেন, জর্জ আর রবি খেলা করার সময় ওদের দিকে যাতে

নজর রাখতে পারেন, সেজন্যই উনি বারান্দাটা তৈরি করেছেন। মিসেস ম্যানসনের ঘরে এখন অনেক উজ্জ্বল আলো। কিন্তু জর্জ তাকিয়ে থাকতে থাকতেই একটা বাদে সবকটা আলো একে একে নিভে গেল। ঘরটাকে জর্জ এতো ভালো করে চেনে যে আলোগুলো ঘরের কোন কোন জায়গায় রয়েছে, কোন আলোটাকে কি রকম দেখতে—তা সবই সে বলে দিতে পারে। সে জানে, যে আলোটা জ্বলছে, সেটা বারান্দার দিকে মুখ করা কাচের দরজাটার কাছে ছোট্ট একটা টেবিলের ওপরে রয়েছে। ইচ্ছে করেই একটা কম শক্তির বালব ওই বাতিদানটাতে লাগান হয়েছে। ওটা শুধু নির্ঘুম চোখকে স্বস্তি দেবার জন্যে, তার বেশি কিছু নয়।

কাচের দরজাটার সামনে দুটো মানুষ এসে দাঁড়াল—কালো পোশাক পরা ছোট্টখাট্টো একটি মহিলা আর সাদা পোশাক পরা একটা গাট্টাগোট্টা লোক। ছায়া-ছায়া শরীরদুটোকে দেখেই ওদের চিনতে পারল জর্জ। এমা আর মালিশ করার লোকটা। শেষ মুহূর্তের কথাবার্তা, ফিসফিসে খোশগল্প, একই গৃহস্থের কাজে নিযুক্ত দুটি মানুষের সৌজন্যসূচক অভিবাদন দেওয়া-নেয়ার পালা। লোকটার হাবভাব দেখে মনে হয়, যেন মানুষের ছদ্মবেশে একটা শিম্পাঞ্জী অথবা শিম্পাঞ্জীর ছদ্মবেশে একটা মানুষ। কিন্তু মিলি বলেছে লোকটা ভালো—পেশাগত যোগ্যতায় সবার চাইতে সেরা।

জর্জ লক্ষ্য করল, শেষ পর্যন্ত লোকটা বিদায় নিল। এখন নির্দিষ্ট সময় সীমা হিসেব করে ওপরের হলঘর, সিঁড়ি এবং নিচের হলঘর পেরিয়ে আসার পথে লোকটার প্রতিটি অদৃশ্য পদক্ষেপ সে মনে মনে গুণতে পারে। নিয়ম মাফিক টুপি-কোট পরতে এতক্ষণ, সদর দরজা অব্দি হেঁটে যেতে এতক্ষণ, রাস্তা পার হয়ে স্টেশনে যাবার জন্যে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে পার্কের দিকে আসতে এতক্ষণ—তারপরেই লোকটাকে দেখতে পাবে সে।

জর্জের নগ্ন কনুইদুটো জানলায় তাকে শক্ত ভাবে চেপে থাকে, হিমেল হাওয়ার ঝাপটায় তীব্র হয়ে ওঠে দাঁতের যন্ত্রণাটা। তবু লোকটাকে ফের দেখতে পাবার প্রত্যাশায় উদগ্রীব হয়ে থাকে সে।—শেষে নিজেরই দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চমক ভাঙে জর্জের। এ আমি কি করছি? কেনই বা করছি? নিজেকেই ভালোভাবে জিজ্ঞেস করে সে।

ব্রিটম্যান নামে ওই লোকটা ততোক্ষণ জর্জের দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এসেছে। দেহকাণ্ডটা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে, মাথাটা নিচু করে, হাত দুটো লম্বা করে দোলাতে দোলাতে ঠিক স্টেশনের দিকেই এগিয়ে চলেছে সে। লোকটির দিকে নজর রেখে আমার লাভটা কি? ফের নিজেকে প্রশ্ন করল জর্জ। লোকটা তো ম্যানসন আর কোরির সঙ্গে এক পাত্র চড়িয়ে নেবার জন্যে খানিকটা দেরিও করতে পারত—এবং মাঝে মাঝে তা করেও। তাহলে?—ফের কাচের দরজাটার দিকে দৃষ্টি ফিরে যায় জর্জের। যে একটি মাত্র আলো জ্বলছিল, সেটাকেও এখন পেছন দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আলোটা আকাশে প্রতিবিম্বিত দূর-শহরের সুপ্ত আলোর মতো ক্ষীণ। কিন্তু ছায়ামূর্তির মতো এমার বারবার আসা-যাওয়া-করা ছোট্টখাট্টো শরীরটা

দেখার পক্ষে ওই আলোটুকুই যথেষ্ট। কাচের দরজাটা আড়াল করে রাখা পর্দাটা একবার তুলে ধরে, আবার নামিয়ে দিল এমা। তারপর আবার সেটা তুলে রেখে, দরজাটা সামান্য একটু খুলে রাখল। একটু পরেই দুটো কাঠের পায়ার সঙ্গে লাগানো ছবি আঁকা একটা পর্দা টানতে টানতে নিয়ে এসে দরজার খোলা অংশটার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখল। জর্জ সামান্য হাসল। কারণ সে জানে, এমা এখন মুখ বিকৃত করে নিজেই নিজের সঙ্গে কথা বলছে। এমা যখন কোন কাজের ভার নেয় তখন ও মনে করে, বাড়ির মধ্যে একমাত্র ও-ই মিস নোরার সুখ-সুবিধের দিকে নজর রাখে। পর্দাটা টেনে আনা এমার কাজ নয়—ম্যানসন অথবা, কোরি এমনকি মিলিও সেটা করতে পারে। কিন্তু এমা সুযোগ পেলেই আগে ভাগে কাজটা করে রাখে। দু-একবার ও বাড়িতে থাকার সময় জর্জ নিজেও কাজটাতে হাত লাগাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বাছা বাছা কয়েকটি শব্দ প্রয়োগ করে ওকে সরিয়ে দিয়েছে এমা।

গালটা স্পর্শ করেই যন্ত্রণায় মুখটা কুঁচকে উঠবে বলে প্রস্তুত হল জর্জ। কিন্তু দাঁতের অবস্থা এখন আর অতোটা খারাপ নয়-সত্যি কথা বলতে কি, অনেকটা ভালোই। বিছানার কাছে ফিরে এসে বই নিয়ে ফের বালিশে মাথা রাখল জর্জ।

খোলা জানলা দিয়ে ভিজে বাতাস এসে এলিস পেরির 'চমৎকার সওদা' পর্দাগুলোকে উড়িয়ে দিচ্ছিল। তা দিক গে।—শূন্য ঘরে মানুষের চাইতে চিন্তাকে সঙ্গী করা অনেক ভালো। ওপর তলায় টেলিফোনের সংযোজন মৃদুশব্দে বাজছে। মা-র ঘরের বাইরে, হলঘরের একেবারে শেষ সীমানায় রয়েছে ওটা। কতোবার কতোক্ষণ ধরে ওটা বেজেছে, জর্জ তা খেয়াল করেনি। তার মন তখন অনেক দূরে—অন্ধকার, ভিজে বাগান আর পার্কের বৃষ্টি ঝরান গাছগুলোকে পেরিয়ে মিলি সিলসের বাড়ির কাছে। ফের যখন ফোনটা ধরার কথা তার মনে হল, তখন বাজনা থেমে গেছে। সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ নিঝুম।

●

একটা নিচু কুর্সি আর একটা ছোট বালিশ পর্দাটার সঙ্গে লাগিয়ে রাখল এমা—কোমরে হাত রেখে ভেবে দেখল, হাওয়ার দাপটে পর্দাটার উলটে পড়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। তারপর বিশ্রামের উপযোগী অন্ধকার করে-তোলা দিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। তাপচুল্লিতে ছাইগুলো ঢিবি করে রাখা হয়েছে, জানলার তাকে গোলাপগুচ্ছ, কুর্সিগুলো পরিপাটি করে সাজান, টেবিলগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—সবই ওর হাতের কাজ। খাটের পাশে টেবিলটার ওপার একটা বায়ুশূন্য পাত্রে গরম দুধ রাখা হয়েছে, তার পাশেই ঘুমের ওষুধ-ভরা একটা শিশি। দুধটা অবশ্যি হাটি রেখেছে। কিন্তু প্রয়োজন মতো সব কিছুতেই এমাকে হাত লাগাতে হয়। তবে এখন দুধ আর ঘুমের বড়ির কোন দরকার নেই। উনি এখন

একটা দেবদূতীর মতো ঘুমোচ্ছেন, শ্বাস-প্রশ্বাস সুন্দর, নিয়মিত। এভাবে ঘুমোলে মিস সিলস ওঁকে আর ঘুমের বড়ি খাওয়াতে চান না। মিস সিলস বলেছেন, ওঁকে ঘুমের বড়ি খাওয়াবার দরকার আছে কি না তা একমাত্র উনিই ঠিক করবেন—উনি ছাড়া আর কেউই ওই শিশিটা ধরবে না। উনি বলেছেন, তা না হলে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে এবং কখনও কখনও ঘটেছেও। 'আমি কাছে থাকতে হবে না,' ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল এমা।

তাপচুল্লির তাকে রাখা ঘড়িটাতে রাত নটা বেজে তিরিশ মিনিট। মিস সিলসের ফিরে আসার জন্যে এখনও বেশ খানিকটা সময় অপেক্ষা করতে হবে, এমা ভাবল, যদি না বৃষ্টির দাপট ওকে তাড়াতাড়ি করে বাড়িতে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু সেটাও হবে বলে মনে হয় না, 'অল্প বয়সী ছোঁড়াছুঁড়িগুলো যেন বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ঝরে পড়ার ফাঁকে ফাঁকেই পথ চলতে পারে।

হিংস্র আক্রোশে নিজের চোখদুটো ঘষে নেয় এমা। ওর ঘুমঘুম লাগছিল, পুরু লেপ-তোষকের প্রাচুর্য আর সাদা নরম বালিশের অন্তরঙ্গ উষ্ণতায় ভরা নিজের বিছানাটার জন্যে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করছিল ও—কিন্তু সচেষ্ট ভাবে সে চিন্তাটাকে সরিয়ে রাখছিল নিজের মন থেকে। ঠাণ্ডা জল দিয়ে চোখ-মুখ ধুয়ে আসি গে, এমা ভাবল, তাহলে জেগে থাকতে পারব। এক ছুটে হলঘরের পাশের কলঘরটাতে যাব আর আসব, কয়েক মিনিটের বেশি সময় লাগবে না।

এ ঘরের লাগোয়া একটা স্নানঘর আছে বটে, কিন্তু জেদের বশে এমা এ ব্যাপারে মিস সিলসের নির্দেশই মেনে নিয়েছে। মিস সিলস বলেছেন, এটা মিস নোরার ব্যক্তিগত স্নানঘর, সর্বসাধারণের জন্যে নয়। নাক কুঁচকে স্নানঘরের ঝকঝকে মেঝে আর নিষ্কলঙ্ক বেসিনটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল এমা। ঠিক যেন একটা হাসপাতাল, ওর মধ্যে অপারেশনও করা চলবে! হুঁঃ!

বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষটার দিকে শেষবারের মতো দ্রুত এক পলক তাকিয়ে নেয় এমা। কি সূক্ষ্ম, ক্ষীণ আর নিস্পন্দ ওর দেহটা! চোখের দীর্ঘ পল্লবগুলি ছায়া ফেলেছে ওর ফ্যাকাশে গালদুটিতে, কালো-চুলগুলো বালিশের ওপরে ছড়ান। উত্তর সাগরের হাঁসের পালকে ভরা নরম লেপের ওপরে সেই পুরনো কম্বলটা। কম্বলটা বড্ড গরম, কিন্তু ওটা উনি গায়ে দিয়ে রাখতে চান। থাকগে, মিস সিলস পরে সরিয়ে নেবেন খন।—মালিশটা ওর পক্ষে শাস্তি বিশেষ। ওই সরু সরু হাত-পা মনে হয় বুঝি দু টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে।

নিঃশব্দে হলঘর পেরিয়ে এসে সিঁড়ির বেষ্টনী ধরে একবার নিচের দিকে ঝুঁকে তাকাল এমা। বৃষ্টি এবং জানলার শার্সিতে লতানো গাছগুলোর আছাড়-পিছাড়ির শব্দকে ছাপিয়ে ওর প্রাচীন কানদুটো একটা অস্পষ্ট সুর লহরী পরিষ্কার ভাবে শুনতে পেল। হলঘরটাতে মিটমিটে আলো জ্বলছে। একেবারে শেষ প্রান্তে মিঃ র‍্যালফের ছোট্ট পড়ার ঘরটাতে বসে ওঁরা রেডিও বাজাচ্ছেন। নিচু পর্দায় বাজছে রেডিওটা, দরজাটাও বন্ধ। মালিশ করার লোকটা নিশ্চয়ই কোন আশা জাগানোর মতো কথা বলে গেছে, নয়তো ওরা রেডিও চালাতেন না। খারাপ খবর থাকলে

ওরা বারবার মিস নোরার ঘরে আসা-যাওয়া করতেন, ওকে কত ভালো দেখাচ্ছে, আর মাস খানেকের মধ্যে উনি কিভাবে গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়াতে পারবেন—এই সমস্ত কথা বলে ওকে জাগিয়ে রাখতেন। শুধু হাসি আর কথা, কথা আর হাসি—খবর খারাপ থাকলে ওরা তেমনি করেই অভিনয় করে থাকেন। একটা শিশুও সেটা বুঝতে পারে—আর আমি তো শিশু নই, ওরা আমাকে শিশু বলে মনে করলেই বা কি এসে যায়! আমি ওদের সকলকে একখানা পুঁথির মতো পড়ে ফেলতে পারি। ব্রিটম্যানকেও—তা সে আমাকে যা-ই বোঝাতে চেষ্টা করুক না কেন। পরের বার ব্রিটম্যানের সঙ্গে দেখা হলেই আমি কথাটা ওকে বলব, ভাবল এমা।

এক টুকরো প্রশ্রয়ের হাসি আধো অন্ধকারে ভরা সিঁড়ির পথ ধরে নিচের দিকে পাঠিয়ে দিল এমা, তারপর ছোট ছোট সতর্ক পায়ে এক ছুটে হলঘরের শেষ প্রান্তে কলঘরটাতে গিয়ে ঢুকল। বিকেল-বেলাকার তোয়ালেটা পালটে দেওয়া হয়নি। বেসিনটার ওপরে কে যেন এক-টিউব দাঁত মাজার পেস্ট ফেলে গেছে। নির্ঘাত মিস সিলস! এই মার্কার পেস্ট ওরই, তাছাড়া ঢাকনাটাও খোলা রয়েছে। প্রায় এক মিনিট ধরে টিউবটা লক্ষ্য করল এমা, তারপর মাঝখানটা সজোরে চেপে ধরে সেটাকে মুহূর্তের মধ্যে দুমড়ে ফেলল। কিন্তু হাতের কাজের প্রশংসা করতে গিয়ে হঠাৎ কেমন যেন অস্বস্তি হল ওর। কাজটাতে সুচিন্তিত বিদ্বেষের ফল এত স্পষ্ট যে, শেষ পর্যন্ত টিউবটাকে ও ফের সোজা করার চেষ্টা করতে লাগল! কিন্তু টিউবটা তাতে দু টুকরো হয়ে ভেঙে গিয়ে এমার সারা হাতে পেস্ট লেগে গেল। জিনিসটা তোয়ালে রাখার ঝুড়িতে লুকিয়ে রাখল এমা—বাজে-কাগজের ঝুড়িতে ফেললে সহজেই ধরা পড়ে যাবে।

এত সব কাণ্ডের পরে এমার চোখ থেকে ঘুমটুম সব কিছু উবে গেছে। চোখে-মুখে আর ঠাণ্ডা জল ছিটোবার দরকার নেই মনে করে ফের ঘরের দিকে চলতে শুরু করল সে।

কলঘরের ওধারে নির্জন কোণটাতে নিঃসঙ্গ এক বন্ধ দরজা। প্রতিদিন দরজাটার দিকে তাকিয়ে নিজের মনে মনে প্রার্থনা জানায় এমা। এখনও দরজাটার দিকে তাকিয়ে ওর চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। হলঘরের আলোটা আলতো হয়ে মোম-পালিশ করা মসৃণ দরজাটার গায়ে লুটিয়ে পড়েছে। কিন্তু শত মাজাঘষা আর পালিশও নিচের দিকের সেই টোল পড়ার দাগ কিংবা গা-তালার চারপাশ জুড়ে কাটাকুটির নতুন হিজিবিজি দাগগুলোকে মুছে ফেলতে পারেনি। সেই তালাটাও নতুন ছিল, এত নতুন যে সোনার মতো চকচক করত।

বহুদিন আগে চিলেকোঠায় যাবার ওই দরজাটা দিয়ে ঢোকার জন্যে ছোটখাট কিন্তু শক্তপোক্ত জুতোর আঘাতে নিচের দিকের ওই টোলপড়া দাগগুলো ধরেছিল। ক্রিসমাসের এক সপ্তাহ আগে থেকে ক্রিসমাস ইভের গভীর রাত্রি পর্যন্ত সর্বদা বন্ধই থাকত দরজাটা। যত সাবধানতাই নেওয়া হোক না কেন, উপহারের বড়সড়ো প্যাকেট-গুলো পেছনের সিঁড়ি দিয়ে চুপিচুপি ওপরে নিয়ে এসে পেছন দিয়ে চিলেকোঠায় যাবার ওই দরজাটা দিয়ে ঢুকতে গেলেই, ছোট্ট রবি ঠিক টের পেয়ে ছুটতে ছুটতে

এসে হাজির হত। সেই প্রথম বারে যখন দোল খাবার মতো কাঠের ঘোড়াটা কেনা হল, যখন রবি আছাড় না খেয়ে ছুটতে পারে না—সেই সেবার থেকেই হয়ে আসছিল ঘটনাটা। ঘোড়ার পরে স্কুটার, তারপর তিন চাকার সাইকেল, তারপর সাইকেল, স্লেজ—ক্রমে আরও কত কিছু। দামী দামী সমস্ত খেলনা।···হ্যাঁ, এরাই ছেলেটার মাথা খেয়েছিলেন, হয়তো এঁদেরই জন্যেই বখে গিয়েছিল ছেলেটা। পরে যা-কিছু হয়েছিল, সেসব কিছুর দোষ নিশ্চয়ই এঁদের। বাচ্চাদের যেমন শিক্ষা দেওয়া হয়, তারা তেমনি করেই বড়ো হয়ে ওঠে। কিন্তু তাহলেও···

গা-তালাটার দিকে চোখ তুলে তাকাল এমা। দাগগুলো বেশ গভীর। এমা যেন ফের দেখতে পেল, সেলারে রাখা বাক্সটাতে যা কিছু যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে তাই নিয়েই উন্মাদের মতো উত্তেজিত কতকগুলো হাত সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছে। শুনতে পেল, অনভ্যস্ত কাজে বেদম হয়ে ওঠা মানুষগুলোর দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ··· ঘর্মাক্ত আঙুল থেকে পিছলে যাওয়া একটা স্ক্রু-ড্রাইভারের অসহায় ঠিকরে পড়ার আওয়াজ···তারপর সব-কিছুকে ছাপিয়ে সদর দরজার ঘণ্টিটার সেই শব্দ বেজে ওঠা···

সে-সব কতদিন আগেকার কথা!—কতদিন?

ছ সপ্তাহ।—

হ্যাঁ, ছ সপ্তাহ আগে।

দরজাটার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে এল এমা। ঘুম না থাকলেও এখন ও ভীষণ ক্লান্ত। আসলে বয়েস হয়েছে, শরীর ভেঙে গেছে—এমা তা জানে। ছাই-চাপা আগুনের কাছাকাছি একটা কুর্সি নিয়ে বসল ও। —জেলে রাখা একমাত্র আলোটার আভা খাটের কাছে টেবিলের ওপরে রাখা গোলাপী রঙের দুধের পাত্র আর ওষুধের শিশিটার গায়ে ছড়িয়ে রয়েছে। চোখ বন্ধ করার আগে কম্বলের নিচে শুয়ে থাকা মানুষটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে করুণার চোখে তাকিয়ে রইল এমা। নিস্পন্দ অনড় একটা শরীর। কিন্তু ওঁর লুকিয়ে রাখা হাত দুটোর জায়গায় কম্বলের গায়ে যেন সামান্য একটু আলোড়ন—যা আলো-আঁধারির খেলাও হতে পারে। ওটা নিশ্চয়ই কাচের দরজার বাইরে বাতাসে কেঁপে-ওঠা আইভি লতার ছায়া—নিজেকে বুঝিয়ে নিশ্চিত হল এমা।

কুর্সির গভীরে সোজা হয়ে বসে, পরিপাটি কালোরঙা বহির্বাসের ওপরে হাতদুটো ভাঁজ করে রেখে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ল এমা। ঘুমের মধ্যেই এক সময় নড়েচড়ে উঠল ও, কারণ প্রচণ্ড আতঙ্কে ও তখন ছুটে পালাচ্ছিল। ছুটে যাচ্ছিল চিলে-কোঠার সিঁড়ি দিয়ে—ওকে অনুসরণ করছিল নিষ্ঠুর এক ঘণ্টির তীক্ষ্ণ আওয়াজ আর অনেকগুলো কণ্ঠস্বর। সারাক্ষণই ও বুঝতে পারছিল ও ভুল পথে ছুটছে, কিন্তু কিছুতেই আর ফিরে আসতে পারছিল না।

ঘুমের মধ্যে শ্রান্ত ক্লান্ত জন্তুর চাপা গোঙানির মতো এমার অস্পষ্ট বিলাপধ্বনি শুনতে পেল ও। শব্দটা একটা আশ্চর্য সুখ-স্বপ্ন থেকে টেনে তুলল ওকে। ও

স্বপ্ন দেখছিল, অবশেষে ওর আঙুলগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছে, শক্তি সঞ্চয় করে জড়িয়ে ধরেছে কম্বলের ঝালরটাকে। প্রাণপণে স্বপ্নটাকে আঁকড়ে থাকতে চাইছিল ও। আজ অব্দি এত মধুর স্বপ্ন ও আর একটাও দেখেনি। নিজেকে ও প্রায় বুঝিয়ে ফেলেছিল যে ওর হাত দুটো—

কিন্তু কোন লাভ নেই! এখন ও সম্পূর্ণ জেগে উঠেছে। আসলে ওটা স্বপ্ন নয়, সচেষ্ট চিন্তামাত্র—নেহাতই ছেলেমানুষি। ছেলেমানুষি করা ওকে মানায় না।

চোখদুটো খুলে এমার দিকে তাকাল ও। ছায়ার মাঝখানে বসে রয়েছে এমা। তাপচুল্লিটা অন্ধকার। ঘরের কোণগুলোতে অন্ধকার আরও ঘন। তাকের ওপরে রাখা ঘড়িটা ও দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু এমার উপস্থিতি, পর্দা, টেবিলে রাখা দুধের পাত্র এবং ঘুমের ওষুধের শিশি—সব-কিছু মিলে ওকে বলে দিল, মিস সিলসের ফিরতে এখনও অনেক দেরি। পর্দাটা অমন করে কুর্সি আর বালিশের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখাটা নিঃসন্দেহে এমার কাজ। মিস সিলস কিছুর সঙ্গে ঠেস না দিয়েই ওটাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে।

ওষুধের শিশিটাতে ঠিক চারটে বড়ি বাকি রয়েছে। একেবারে নিচের দিকে পড়ে রয়েছে বড়িগুলো—গুনে ফেলা খুবই সহজ। ঠিকই আছে সংখ্যাটা। প্রতি রাতে বড়িগুলো ও গুনে দেখে। প্রতিরাতে ওর একটা করে বড়ি খাওয়ার কথা, এক গ্লাস গরম দুধের সঙ্গে একটা করে ঘুমের বড়ি। শিশিটা দেখতে না পেলে, কিংবা শিশিতে রাখা বড়িগুলোর সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে, ও কিছুতেই দুধ মুখে নেয় না। কারণ দুধের পাত্রটার মধ্যে অতিরিক্ত বড়িগুলো ফেলে দেবার অজস্র সুযোগ রয়েছে। রান্নাঘর থেকে এক একদিন এক এক জন নিয়ে আসে পাত্রটা—আসার পথে কারুর কথার জবাব দিতে হলে বা টেলিফোন ধরতে হলে, থামতেও হয়। তাছাড়া কোন কোন সময় ওর ঘরেও একসঙ্গে জনা ছয়েক করে লোক জড়ো হয়—সবাই কথা বলে, ঘুরে বেড়ায় ইতস্তত। আর প্রায়ই ও নিজেও জানলার কাছে, বাইরের দিকে মুখ করে কুর্সিতে বসে থাকে, টেবিলটা থাকে ওর পেছনে।

চারটে বড়ি। আজকের রাতের হিসেবে ঠিকই আছে সংখ্যাটা, যদি না ইতিমধ্যে ফের একটা নতুন ব্যবস্থাপত্র এসে গিয়ে থাকে আর—

না না, ওসব কথা এখন নয়। ওসব ভেবে নিজের আবেগ আর কল্পনাশক্তিকে মিছিমিছি নষ্ট করো না। তার চাইতে বরং কান পেতে ছাদ আর বাগানে ঝরে পড়া বৃষ্টির শব্দ শোন। মৃদু অথচ স্পষ্ট, নিয়মিত মাপা ছন্দে বৃষ্টির টুপটাপ আওয়াজ ঠিক যেন দূরের কোন ঘরে, বন্ধ দরজার আড়ালে, কতকগুলো চঞ্চল আঙুল সুনিয়ন্ত্রিত ছন্দে টাইপরাইটারের চাবিগুলোর ওপরে চাপ দিচ্ছে একটা একটা করে। চিন্তা কর—চেষ্টা কর ভাবতে। বৃষ্টির শব্দ দিয়েই চিন্তা করতে শুরু কর আবার।

বৃষ্টির সঙ্গে সেদিনের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু তবু যেন আছে। হয়তো বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে টাইপ করার শব্দের একটা মিল আছে বলেই মনে হচ্ছে কথাটা।—না,

সেদিন বৃষ্টি হয়নি। সেদিনটা ছিল ঝলমলে সূর্য, সেণ্ট প্যাট্রিক আর ম্যাকক্যাচিয়নের, টিফানি আর প্লাজার—

প্লাজা থেকে বেরিয়ে সেদিন ও সোজা বাড়িতে ফেরেনি। আরও ঘণ্টাখানেক কিছু কেনাকাটা করে গাড়ি চালিয়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে হাজির হয়েছিল। ভেবেছিল, হয়তো রবিই ওকে গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসবে। হয়তো র‍্যালফও আসবে। এমন কি, হয়তো ক্রসও। ডিনারের নাম শুনলে পার্থিব কোন কারণই ক্রসকে বেঁধে রাখতে পারে না। ক্রসকে ও ডিনারের কথাই বলবে। আর তখন রবির সম্পর্কে ক্রসের অভিমত জানতে চাইবে। বলবে, শহরের প্রতি ক্রসের যখন এত টান, তখন খাওয়া-দাওয়ার পরে তাড়াতাড়ি করেই সে ফিরে আসতে পারে। টানটা সম্ভবত কোন মেয়ের জন্যে, অল্প বয়সী কোন মেয়ে। ও যখনই জিজ্ঞেস করে, সন্ধ্যেগুলোতে ক্রস কি করে তখনই কেমন যেন বোকা দেখায় মানুষটাকে। নিশ্চয়ই কোন মেয়ে ঘটিত ব্যাপার—ভ্রূ আঁকা, নেহাতই বাচ্চা কোন মেয়ে। ক্রসের মতো লোকেরা শেষ পর্যন্ত মেয়ের বয়সী মোহিনীদের ফাঁদেই ধরা পড়ে।

ব্যাঙ্কের সামনে গাড়ি থামিয়ে নতুন একটা ফন্দী এঁটে নিল ও। ঠিক করল ক্রসকে বলবে, কতদিন ওরা একসঙ্গে বেড়াতে বেরোয় না, গাড়িতে চড়ে না! আর বলবে, ক্রসের দাদা ওর কাছে যতখানি প্রিয় ছিল, ক্রসও ওর কাছে প্রায় ততখানি। পরক্ষণেই ভাবল, নাঃ, সেটা ঠিক উচিত হবে না। ওতে মনে হবে—

নোরা অনুভব করল, ওর গালে লালের স্পর্শ লেগেছে। ছি ছি, কি যে সমস্ত আবোল-তাবোল ভাবনা! নিজেকে শাসন করল ও। তারপর ব্যাঙ্কে ঢুকে দ্রুত পায়ে পেছনের দিকে এগুতে এগুতে ভাবল, ক্রসকে শুধু বলব যে আমি রবির সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। রবির চোখ-মুখের অবস্থা আমার ভালো ঠেকছে না এবং সে নিজেও হয়তো তা লক্ষ্য করেছে। ক্রসকে মনে করিয়ে দেব যে, সে রবির একমাত্র স্বজন। যদিও র‍্যালফ তার জন্যে যথাসাধ্য করে, কিন্তু তাহলেও সেটা ঠিক যথেষ্ট নয়।—তারপর বলব, আজ রাত্তিরে আমরা একটু বিশেষ ভাবে খাওয়া-দাওয়া করব। শুধু আমরা চারজনে, আমি আর আমার তিনটি প্রিয় মানুষ। খুব আনন্দ হবে! একটা নতুন পোশাক পরব আমি। আর সেই সাংঘাতিক রঙের রুজটা মাখব, যেটা আজ অব্দি আমি মেখে দেখতে ভরসা পাইনি।—

র‍্যালফের অফিস-ঘরে যখন ও ঢুকল, তখন ওর মুখখানা আনন্দে ঝলমল করছে। র‍্যালফ ঘরে ছিল না। ওর একান্ত সচিব মিস হার্পার একমনে বসে নখ পালিশ করছিল। আচমকা ওকে দেখে মেয়েটি বিব্রত হয়ে বলল, 'মিঃ ম্যানসন তো ঘণ্টাখানেক আগে চলে গেছেন। আমি আপনার জন্যে কিছু করতে পারি কি?'

'নাঃ।' সামান্য ইতস্তত করে ও জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, উনি কোথায় গেছেন, বলতে পারেন? বাড়িতে, নাকি ক্লাবে, না অন্য কোথাও?'

'উনি কিছু বলে যাননি, মিসেস ম্যানসন। তবে আমার ধারণা উনি বাড়িতেই

গেছেন। কারণ যাবার সময় উনি ওঁর ব্রিফকেসটাতে কাগজ-পত্র ভরে নিয়ে ছিলেন, আর যখনই উনি কাগজ পত্র নিয়ে—'

'জানি। র‍্যালফ ও তার বাড়ির কাজ। অদ্ভুত! কাজে-কর্মে কোরিদের মতো একজন হবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে বেচারী। আর আমার ছেলে? আপনার কি মনে হয়, ওকে আমি সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে গেলে ব্যাঙ্কটা একেবারে অচল হয়ে যাবে? হ্যাঁ, আমি গাড়ি নিয়েই এসেছি।'

'লাঞ্চের পরে মিঃ রবি আর অফিসে ফেরেননি। আমার বিশ্বাস উনি—মানে, আমি মিঃ ম্যানসন আর মিঃ কোরিকে ওই ব্যাপারে আলোচনা করতে শুনেছিলাম।'

মিস হার্পারের বিব্রত ভঙ্গিমা খানিকটা রহস্যময় হয়ে ওঠে। কোন্‌দিকে তাকাবে, তা যেন বুঝে উঠতে পারত না মেয়েটি।

'কোন ধরনের আলোচনা? আপনি কি বলতে চাইছেন যে ওঁরা মিঃ রবিকে খুঁজছিলেন, কিন্তু খুঁজে পাননি? ওঁরা জানতেন, রবি আমার সঙ্গেই ছিল!'

'না না, আমি ও ব্যাপারে কিছু জানি না, মিসেস ম্যানসন। কেউ আমাকে কিছু বলেনি। মানে, আমি শুধু শুনেছিলাম যে মিঃ কোরি জিজ্ঞেস করছেন, মিঃ রবি কোথায়। আর মিঃ ম্যানসন যেন চিন্তা করছিলেন যে—আমি সত্যিই ও ব্যাপারে কিচ্ছুটি জানিনে, মিসেস ম্যানসন।'

মেয়েটাকে তোতলা, বুদ্ধিহীন আর তোষামুদে বলে মনে হল ওর। বলতে ইচ্ছে হল, রবি তার নিজের বাপ-ঠাকুর্দার ব্যাঙ্কে যখন খুশি আসতে-যেতে পারে। কিন্তু মুখে বলল, 'ঠিক আছে। আপনাকে ধন্যবাদ, মিস হার্পার। আমি মিঃ কোরির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। হয়তো উনি আমার গাড়িতেই বাড়িতে ফিরবেন।'

ক্রুসের সম্পর্কে কিছু বলতে শুরু করেই আচমকা সশব্দে পাগলের মতো টেবিল আর দেরাজ হাতড়াতে শুরু করল মিস হার্পার। 'আমার ব্যাগ আর দস্তানা জোড়া যে কোথায় রেখেছি!'—জিনিসগুলো পেয়ে আপাতত যেন রেহাই মিলল ওর, 'আমি জানি, আপনি আমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন, মিসেস ম্যানসন। আসলে আমার বড্ড তাড়া রয়েছে।—মানে, দেখা করার কথা আছে কিনা—তাই—চলি, কেমন?' মুখে মিথ্যে হাসির আড়াল টেনে ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মেয়েটা।

আকস্মিক এবং অজানিত এক হতাশা সম্পর্কে সচেতন হয়ে আস্তে আস্তে মিস হার্পারকে অনুসরণ করল ও। ক্রুসের ঘরের দরজাটা বন্ধ। টোকা দেওয়া সত্ত্বেও কোন সাড়া না পেয়ে, ভেতরে গিয়ে ঢুকল ও। শূন্য ঘর। খোলা দরজাটার সামনে হতচকিত দৃষ্টিতে থমকে-দাঁড়ানো কেরানীটির দিকে সামান্য মাথা দুলিয়ে, অফিস থেকে বেরিয়ে এল ও।

ফেরার পথে ওর শুধু মনে হচ্ছিল, সকাল বেলায় মনটা বড্ড বেশি খুশি ছিল। অমন হলে, বিকেলে নির্ঘাত দুঃখ পেতে হয়। যত হাসি, তত কান্না। অথচ তার কোন সত্যিকারের কারণ নেই, আদপেই কোন কারণ নেই। তবু ফের ডিনারের পরিকল্পনাটা ভাবতে লাগল ও। কেন যেন মন বলছিল, বাড়িতে ফিরে ও দেখবে ওরা তিনজনেই সেখানে উপস্থিত। র‍্যালফ, রবি, এমন কি ক্রুসও।

ওকে আনন্দের চমক উপহার দেবার জন্যে অন্য দুজনের সঙ্গে ক্রসও হাজির থাকবে সেখানে। কিন্তু এত দিন পরে কেন এ আনন্দ চমক, ক্রস? তবে কি আজ কোন বার্ষিকী-টার্ষিকীর দিন? তবে কি জীবনের একটা বড়ো অক্ষরে লেখা দিনের কথা ও ভুলেই ছিল এতক্ষণ? না, তা ও ভোলেনি।—তা নয়।

নোরা দেখল, ছোট্ট পার্কটার স্টেশনের দিকের অংশ দিয়ে এলিস পেরি মাথা নিচু করে হেঁটে চলেছে। কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে এলিসকে, ওর মধ্যে সেই স্বভাবসিদ্ধ চটপটে ভঙ্গিমাটা নেই। বেচারী এলিস। বড্ড বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ওর, স্বামী আর ছেলে—দুই জনের কাছেই ওর প্রত্যাশাটা বড়ো বেশি। জীবনের ছোটখাটো আনন্দ আর স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে ও কোনদিনই খুশি নয়।

হাত তুলে এলিসকে ডাকতে গিয়েই র‍্যালফের কথাটা মনে পড়ল ওর। তখন র‍্যালফের সঙ্গে একমত না হলেও, এখন ও হাতটা নামিয়েই রাখল। র‍্যালফ বলেছিল, 'বিনা পক্ষপাতিত্বে গাড়িতে করে পৌঁছে দেওয়াটা খুবই ভালো কথা। কিন্তু অবস্থার হেরফেরে সেটা কিন্তু করুণার প্রকাশ বলেই মনে হয়। বিশেষ করে এলিস পেরির মতো মানুষদের পক্ষে কথাটা ষোল-আনা খাটি। ও ধরেই নেবে যে তুমি তোমার সুন্দর গাড়িটা ওকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছ।'

'জর্জ আর রবির ছেলেবেলা থেকে আমি এলিস পেরিকে চিনি,' নোরা রাগে ফুঁসে উঠেছিল। 'ওকে আমার ভালো লাগে। তুমি স্রেফ পাগলের মতো আজেবাজে বকছ।'

'বেশ, আমি না হয় পাগল। কিন্তু এলিস তোমাকে পছন্দ করে না, সেটাও সত্যি। তোমার যা কিছু আছে, ও-ও তা পেতে চায়।'

নোরা হেসে ফেলেছিল। হয়তো ওর যা আছে, এলিসও তার সব কিছু পেতে চায়। কিন্তু সে শুধু এলিসের জন্মগত অতৃপ্তির জন্যে, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত অসূয়ার কোন সম্পর্ক নেই। যে-সব মেয়েদের বাচ্চারা একসঙ্গে খেলাধুলো করে, তাদের মধ্যে এক ধরনের সখ্য গড়ে ওঠে। এলিস আর নোরার মধ্যেও সেই ধরনের বন্ধুত্ব।—

না-দেখার ভান করে অবসন্ন ভঙ্গিমায় এগিয়ে-চলা এলিস পেরির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল নোরা। এখন ওর সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, নিজেকেই বলল ও। 'কারুর সঙ্গেই কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। এখন আমি যত শীগগির সম্ভব বাড়িতে ফিরতে চাই।—'

এমাই দরজা খুলে দিল। এমার মাথায় টুপি—দোকানে গিয়েছিল ও, সবেমাত্র ফিরেছে। না, মিঃ র‍্যালফ কিংবা মিঃ রবি বাড়িতে ফিরেছেন কিনা, তা ও জানে না, তবে কোট রাখার আলমারিটা দেখে এসে এক মিনিটের মধ্যেই জানিয়ে দিতে পারে।

'থাকগে, ও নিয়ে তুমি ব্যস্ত হয়ো না। তোমাকে দিয়ে আমার কাজ আছে।' এমাকে ও বলল, 'মিঃ ক্রসকে আমি রাত্তির বেলা এখান থেকে খেয়ে যাবার কথা বলছি। একটু বিশেষ ধরনের খাওয়া-দাওয়া হবে, কারণ আমার সেরকমই

ইচ্ছে। আমি চাই তুমি হাটির সঙ্গে একটু হাত লাগাবে। বাড়িতে খাবার-দাবার যা কিছু মজুত করে রেখেছ, সব বের করো—সব কটা ডিম, কাভিয়ার—তা ছাড়া আরও কিছু নিয়ে এসো গে। মাংস-ওয়ালার কাছে কটা পাখি-টাখি পাওয়া যায় কিনা, দেখ। তবে আমাকে আর এ ব্যাপারে কিছু বলতে এস না—আমিও সব কিছু দেখে অবাক হতে চাই।'

নিজের ঘরে ঢুকে বাইরের পোশাকেই দস্তানা-পরা আঙুলে টেলিফোনে ক্রুসের ফ্ল্যাটের নম্বর ঘোরাল ও। কেন আমি এমন করছি, যাতে মনে হচ্ছে এটা একেবারে জীবন-মরণের প্রশ্ন? নিজেকেই জিজ্ঞেস করল ও। কিন্তু ক্রুসের ফ্ল্যাট থেকে সাড়া পাওয়া গেল না। ক্লাবে চেষ্টা করল। হ্যাঁ, ব্রিজ খেলার জন্যে মিঃ ক্রুসের ক্লাবে আসার কথা আছে। নোরা জানাল, সে ওখানে গিয়েই যেন ওকে একটা ফোন করে।

ওপরের হলঘরটা নিস্তব্ধ। সব ক-টা দরজা বন্ধ। ওরা কেউ বাড়িতে নেই। বাড়িতে কেউ থাকলে ঘরের দেয়াল আর দরজার ওধার থেকেও সাড়া পাওয়া যায়।—স্নানঘরে ঢুকে নতুন পোশাকটা মেলে রাখল ও। এর সঙ্গে কোন্ অলঙ্কার দিয়ে ও নিজেকে সাজাবে? হীরে? না। স্রেফ সোনা? ধ্যাৎ! তবে কি নীলা? হ্যাঁ, নীলাই ভালো—কারণ ওর চোখদুটো—

স্নানঘর থেকে শব্দ শুনে ও বুঝল, কেউ ওর ঘরে এসে ঢুকেছে।

'র‍্যালফ?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আমি ক্রুস। তুমি স্নানঘর থেকে বেরিয়ে আসা অব্দি আমি অপেক্ষা করব।'

'কি মজা! তুমি কি মনের ডাক শুনতে পাও, না কি? আমি সেই থেকে তোমাকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলাম। শোন, আজ রাত্তিরে তুমি এখানে খাবে।'

'আমি সেজন্যেই এসেছি। কিন্তু তাই বলে তুমি তাড়াহুড়ো করে স্নানঘরের কাজ শেষ করো না, ইচ্ছেমতো সময় নাও।'

'তোমার গলায় কি হল? ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি?'

'নাঃ—কি জানি, লেগেছে হয়তো।'

'আমি ওষুধ জানি, ঠিক করে দেব খন। আচ্ছা, র‍্যালফ বা রবি তোমার সঙ্গে আছে নাকি?'

'না, আমি একাই এসেছি।'

'জান ক্রুসি, আজ আমি ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম।···আচ্ছা, আমি কি খুব বেশি চিৎকার করে কথা বলছি নাকি? ··যাই হোক, রবির সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়ার পর আজ আমি ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। রবিকে নিয়ে আমি খুব চিন্তিত। কিন্তু তোমরা সবাই তখন ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে। শুধু ওই পাগলাটে মিস হার্পার··· র‍্যালফ ওকে কি করে সুহ্য করে, জানি না।···আচ্ছা রবিকে আশেপাশে কোথাও দেখেছ?'

'খুঁজিনি।—যাক সে কথা—তুমি কেমন আছ, নোরা? অনেক দিন হয়ে গেল... ।'

'সে দোষ তোমার।' স্নানাধার থেকে নেমে এসে ঢিলে বহির্বাসটা পরে নিল নোরা। 'আর এক মিনিটের মধ্যেই আমি আসছি ততক্ষণে তোমার কিছু পান করার ইচ্ছে হলে, ঘণ্টি বাজিয়ে এমাকে ডাক।—আজ এখানে একটা দারুন ভোজসভা হবে।'

ঘরে ঢুকে ও দেখল, ক্রস তাপচুল্লিটার কাছে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর দিকে যখন সে ফিরে তাকাল, তখন তার সারামুখ শক্ত আর সাদা।

'তোমাকে তো অসুস্থ লাগছে!' ছুটে গিয়ে ক্রসের গালটা ছুঁয়ে দেখল ও, 'ঠিক তাই! ভালোই হয়েছে। আজকের রাত্তিরটা তোমাকে এখানেই রেখে দেব, সেবা যত্ন করব।—সত্যি বলছি ক্রসি, তুমি যদি কোন অল্পবয়সী মেয়েকে বিয়ে করতে চাও, তো তা-ই কর। এভাবে···'

ক্রসকে ঘাড় ফেরাতে দেখে ও-ও ফিরে তাকাল। র‍্যালফ ঘরে এসে ঢুকছিল। র‍্যালফ কথা বলছিল না, বলার কোন প্রয়োজনও ছিল না।

ওরা দুজনেই তো আর অসুস্থ হতে পারে না! নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। নিশ্চয়ই কোন খারাপ খবর আছে. ওরা আমাকে তাই বলতে এসেছে। ব্যাঙ্ক—না, রবি! —হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি জানতাম—সারাটা দিন ধরেই আমার মন বলছিল—

ঢিলে অঙ্গবাসটা শরীরের সঙ্গে চেপে ধরল নোরা। ওর শীত করছিল—চতুর্দিক থেকে রাশ রাশ হিমপ্রবাহ ছুটে এসে কাঁপিয়ে তুলছিল ওর সর্বাঙ্গ। 'বেশ, তাহলে আর সময় নষ্ট করো না—বল, কি হয়েছে।' তাপচুল্লির কাছে একখানা কুর্সিতে সোজা হয়ে বসল ও, 'সে পালিয়ে গেছে, তাই না? মরেনি—মরতে পারে না।'

'মরবে?' র‍্যালফের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের সুর, 'এ কথা তোমার মনে হল কেন? ক্রস, তুমিই কি তাহলে সব বলবে?'

'হ্যাঁ', ক্রস বলল। 'আচ্ছা নোরা, তোমরা দুজনে মিলে লাঞ্চ খাবার পর থেকে, তুমি আর রবিকে দেখনি—তাই না?'

'না, তোমরা তো জান!'

'সে কি তোমাকে কিছু বলেছিল? মানে, আমাদের সম্পর্কে বা ব্যাঙ্কের সম্পর্কে?'

'না, না! কিন্তু তাকে কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। তুমি বল—'

ক্রস তখন ওকে সব কিছু বলল। র‍্যালফ দাঁড়িয়েছিল জানালার কাছে, ঘরের দিকে পেছন ফিরে। আর নোরার মনে হচ্ছিল, দুজনের মধ্যে ক্রসের পক্ষেই ওকে এ কথাগুলো বলা উচিত হয়েছে। ক্রস আর রবির শরীরে একই রক্ত।

ক্রস বলল, 'গত দু বছর ধরে ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় দুশো হাজার ডলার চুরি গেছে এবং কাজটা এতই সতর্কতার সঙ্গে করা হয়েছে যে গতকালের আগে পর্যন্ত কেউই ও ব্যাপারে কিছু জানতে পারেনি। কাজটা যে রবির, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহই

নেই—ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। ক্রস এবং র‍্যালফ তাঁদের কাছে কয়েক দিনের সময় প্রার্থনা করেছে। রবির সঙ্গে কথা বলার জন্তে ওরা তুজনেই অফিসে রবির ঘরে গিয়েছিল। কিন্তু লাঞ্চের পরে রবি আর অফিসে ফিরে যায়নি এবং সেইজন্তেই ওঁরা খানিকটা ভয় পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় ওকে খোঁজাখুঁজি করে বেড়িয়েছে।

'রবি ওর পুরনো কোন আড্ডাখানাতেই নেই,' ক্রস বলল। 'তাই আমি এখানে এসেছি। কারণ আমি ঠিক জানি, শুধুমাত্র তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্তে হলেও, সে নিশ্চয়ই এখানে আসবে। আমার মনে হয় না যে সে পালিয়েছে।'

নোরা প্রায় কোন কথাই শুনতে পায়নি, শুধু শুনেছিল সেই ভয়ঙ্কর কথাটা। কাজটা যে রবির, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই—ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছেন।

'আমি বিশ্বাস করি না,' বলল ও।

'আমার পক্ষেও বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু—আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় রবি প্রথম যে দিন ব্যাঙ্কে যায়, সেদিন থেকেই ঘটনাটার শুরু হয়েছিল।—আমরা ওকে সব রকমের সুযোগই দেব।'

'রবি ও কাজ করেনি।'

'আমিও সে-কথা বিশ্বাস করতে চাই—শীগগির আমরা সব কিছু জানতে পারব। নোরা, রবি নিজেই আমাদের সব কিছু বলবে—সে মিথ্যেবাদী নয়।'

'সে ও কাজ করেনি। ওসব কাজ কি করে করতে হয়, তা-ও সে জানে না। খুঁজে বের কর ওকে—তোমরা তুজনেই গিয়ে খোঁজ। কতক্ষণ হয়েছে তোমরা এ বাড়িতে এসেছ? এতক্ষণ কি করেছ তোমরা?'

ক্রস জানাল, তিনটের ট্রেনে সে একাই ফিরে এসেছে। তার কাছে এ বাড়ির যে চাবিটা সর্বদা থাকে, সেটা দিয়েই সে দরজা খুলে ভেতরে এসে ঢুকেছিল এবং বাড়িতে তখন কাউকেই দেখতে পায়নি। তারপরে ক্রস একটু বেড়াতে বেরিয়েছিল, এইমাত্র ফিরে এসেছে।

র‍্যালফ বলল, পরের ট্রেনে সে বাড়িতে এসে দেখতে পায়, রবির ঘর শূন্য—কেউ কোথাও নেই। সে তখন একটু স্থির হয়ে চিন্তা করার জন্তে নিজের ঘরে গিয়ে চাবি বন্ধ করে দেয়।

'ঘণ্টি বাজিয়ে এমাকে ডাক,' ও বলল।

এমা আসে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েই হাতের খাদ্য-তালিকাটা দেখে পড়তে শুরু করে, 'প্রথমে কাছিমের সুরুয়া। শেরির সঙ্গে কাছিমের সুরুয়া—এরপরে যে খাবারগুলো পরিবেশন করা হবে, সেগুলোর পক্ষে এটা খুব একটা ভারী জিনিসও হবে না, আবার হিম-হিম সন্ধ্যায় খেতেও ভালো লাগবে। তারপরে আসবে অল্প করে টাটকা স্যামন মাছ—'

নোরার দিকে তাকিয়ে আচমকা থেমে যায় এমা, 'ওঁরা আপনাকে কি বলছিলেন, মিস নোরা? কি হয়েছে?'

'তুমি রবিকে দেখেছ ?'

'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, লাঞ্চের পর থেকে আমি বাইরে ছিলুম—ফিরে এসে একটি প্রাণীকেও দেখতে পাইনি। তবে যদি জানতে চান যে সে বাড়িতে আছে কি না তাহলে বলব, আমার ধারণা সে বাড়িতেই আছে। কিংবা ছিল। হাটি বলেছে, একটু আগে অব্দি ও টাইপ করার আওয়াজ পেয়েছে। ওপরের চিলে-কোঠায়।'

'চিলেকোঠায় ?' দ্রুত প্রশ্ন ছোঁড়ে ক্রস।

'তাছাড়া আবার কোথায় ? হতভাগা বাঁদরটা তো সেখানেই টাইপের যন্ত্রটাকে রেখেছে, সেখানে বসেই সে লেখাজোঁকার কাজ করে। মাঝে মধ্যে যখনই তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ফেরে, তখনই টুক করে ওখানে গিয়ে উঠে বসে।'

'ঠিক আছে, এমা—তুমি যাও।' র‍্যালফ বলে ওঠে, 'আমি এখুনি ওখানে গিয়ে দেখে আসছি।'

'তা হচ্ছে না,' এমা যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। 'এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা জানার অধিকার আমার আছে।'

চিলেকোঠার দরজার কাছে একত্রে জমায়েত হয়ে দাঁড়াল ওরা। র‍্যালফ দরজার হাতলে হাত লাগাল। কিন্তু দরজাটাতে চাবি লাগানো ছিল।

'চাবিটা ও নিয়ে গেছে,' ঘাড় ফিরিয়ে বলল র‍্যালফ। কণ্ঠস্বরে মনে হল, সে যেন একটা আর্ত চিৎকারকে কোনমতে চেপে রাখল।

'চিৎকার কর,' নোরা চেঁচিয়ে উঠল, 'জোরে চিৎকার করে ডাক—নয়ত আমিই চেঁচাবো। খুলে ফেল দরজাটা !'

সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে ছুটে গেল ক্রস। যেন একজন্মের মত যাওয়া—যার মধ্যে গর্ভ সঞ্চার, রবির জন্ম, ওকে স্নান করানো, খাওয়ানো, সন্ধ্যার সময় ওকে নিয়ে ঘুমপাড়ানিয়া সুরে গুঞ্জন তোলা, ভোরের আলোয় ওর খেলা করা—সবকিছু চোখের সামনে ভেসে ওঠে নোরার।···সেলার থেকে ক্রস যন্ত্রপাতির বাক্সটা নিয়ে ফিরে এল। আর ঠিক তখনই সদর দরজার ঘন্টিটা বেজে উঠল কর্কশ স্বরে—সমস্ত বাড়ির আনাচেকানাচে তীক্ষ্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল আওয়াজটা।—

'আমি মিটিয়ে দেব—আমি মিটিয়ে দেব সবকিছু,' নোরা নিজেকে বলতে শুনল, 'রবি ও কাজ করেনি। কিন্তু তাহলেও আমি ওদের সমস্ত পাওনা চুকিয়ে দেব।'

'ওসব কথা বন্ধ কর,' ক্রস বলল। 'সদর দরজায় মিসেস পেরি দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ একজন নিচে গিয়ে মহিলাটিকে বিদেয় করে এস।'

ক্রসের আঙুল থেকে পিছলে গিয়ে ভারি একটা ধাতব জিনিস ঠনঠন শব্দে মেঝের ওপরে আছড়ে পড়ে। বন্ধ দরজার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে নোরা।—ওরা সকলে, এমন কি এমাও তখন হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে—যন্ত্রপাতি দিয়ে ঘা মারছে দরজাটার গায়ে, ফুঁটো করছে, উঁকিঝুঁকি মারার চেষ্টা করছে ভেতরের দিকে আর ডাকছে রবির নাম ধরে।

●

নোরা বুঝতে পারছিল, ওর ঠোঁটদুটো তার নামটা উচ্চারণ করার চেষ্টা করছে। ঠোঁটদুটো এঁটে রাখার চেষ্টা করতে থাকে ও। বৃথা। আবার সচেষ্ট হয় ও। এবারে অনেকটা হয়েছে। এখন নিচের ঠোঁটটাকে ও শক্ত করে দাঁত দিয়ে চেপে রেখেছে। মুখের মাংসপেশীগুলো কঠিন, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের অধীন।

গতকাল কি আমি এমনটি পারতাম? ভাবল ও। কিংবা তার কয়েকদিন আগে? আমি কি শক্তি ফিরে পাচ্ছি, নাকি স্বপ্ন দেখছি আবার? না, স্বপ্ন দেখ না··· দেখ না। সময় এলে তুমি ঠিকই বুঝতে পারবে। তার চাইতে বরং বাস্তবের দিকে, যে সমস্ত জিনিসের আকৃতি আছে তার দিকে মনোযোগ দাও। যদি তা না কর, তা হলে তুমি চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলবে। মনোযোগ দেবার মতো কত কিছুই তো রয়েছে ঘরে। বিছানা, বাতিদান, দুধের পাত্র, ওষুধের শিশি। না, শুনতে না-পারলে কখনো তুমি ও ওষুধটা খেও না—আর শুধু মিস সিলসের হাত থেকে খেও। আচ্ছা, তুমি যদি কথা বলতে পার তাহলে সব চাইতে প্রথমে কোন্ কথাটা বলবে? হাঁটতে পারলে কোন্‌দিকে আগে যাবে?···না না, এসবও নয়। বাস্তব কোন-কিছুর কথা ভাব।

এ ঘরটা বাস্তব, এর বস্তুগত আয়তন আছে। দুধের পাত্র, ওষুধের শিশি, ছবি আঁকা ওই কাঠের পর্দা—সবকিছুই বাস্তব। পর্দার ছবিতে ধূসর-মেঘ, কালো রঙের কতকগুলো পাখি আর ইতস্তত অনেক শ্যামল-সবুজের স্নিগ্ধ সমারোহ। নিচের দিকে সবুজের মাঝখানে একটা ছোট্ট পাখি বাসায় বসে রয়েছে। খুঁজে বের কর ওই ছোট্ট পাখিটাকে। তুমি তো জান, কোথায় রয়েছে পাখিটা—বাঁ ধারে নিচের দিকে, মেঝের কাছাকাছি দেখ, খোঁজ···

—পর্দার ঠিক নিচেই মেঝের ওপরে দস্তানা-পরা একটা হাত। ঝলমলে হলুদ রঙ —আঙুলগুলো মোটা মোটা, ছড়ানো। আরও একটা হাত গুড়ি মেরে প্রথমটার কাছাকাছি এগিয়ে এল। প্রথমে ডান দিকে তারপরে বাঁ দিকে এগুতে লাগল হাতদুটো, যেন অতি ভোজনের পরে দুটো দৃষ্টিহীন পদার্থ হাতড়ে হাতড়ে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।···

দাঁতের বাঁধন থেকে কুঁকড়ে নেমে এল নোরার ঠোঁটটা!···

পর্দার শেষ প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়াল হাতদুটো। সেই মুহূর্তে তৃতীয় একটা হাত উঠে এল পর্দার কাঠামোটার গায়ে, জড়িয়ে ধরল কাঠামোটা, পরক্ষণেই যেন পিছলে নেমে এল মেঝের ওপরে।···তারপর আরও একটা। একেবারে কাছাকাছি মোট চারটে হলদে রঙের অস্বাভাবিক মোটা মোটা হাত—ইঙ্গিতে ডাকতে লাগল ওকে।

●

'সময় শেষ হবার আগেই তুই যে কেন চলে যেতে চাইছিস, বুঝি না বাপু,' মিসেস সিলস মেয়েকে বললেন। 'এখনও তো সাড়ে দশটাই বাজেনি! আমি তাহলে

কেকটা কাটলাম কেন, বল দেখি? আমার জন্যে তো আর নয়—বাসি কেকই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কেকটা বানিয়েছিলাম আমার একমাত্র বাছার জন্যে, আমি কাচব বলে সে তার নোংরা পোশাক-আশাকগুলোকে বোঁচকা বেঁধে নিয়ে আসে, আর বলে, রাতটা এমন বিশ্রী যে এর মধ্যেই তার বরং বেরিয়ে পড়া ভালো। কিন্তু তুই যাচ্ছিসটা কোথায়?'

'আর কেকের কথা শুনিয়ো না মা,' মিলি বলল। 'তোমার ভালো না লাগলে, পোশাকগুলোকে আমি না হয় ধোবিখানায় দিয়ে দেব। বৃষ্টি আমার বিচ্ছিরি লাগে, তুমি তো তা জান। ওদিকে জর্জের আবার দাঁতে ব্যথা।'

'এবার আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি!' মিসেস সিলস বললেন, 'জর্জের দাঁতে ব্যথা, মিসেস পেরি তাকে বাইরে বেরুতে দেবেন না। তাই বুড়ি মায়ের কাছে আসা ছাড়া তোরও যাবার মতো কোন জায়গা নেই! তোর মতো বয়সে আমি চার-পাঁচটা ছোঁড়াকে দড়ি বেঁধে নাচাতুম। তা তুই কি জর্জকেই বিয়ে করবি নাকি?'

মিলি কোন জবাব দেয় না।

'অমন কাজ করিস না! যদ্দিন নিজেদের আলাদা জায়গায় থাকার মতো সামর্থ্য না হয়, যদ্দিন সে তোকে ভরণ-পোষণ করতে না পারে—তদ্দিন অন্তত করিস না। বিয়ে করলেই তোর কাজকর্ম-করা বন্ধ রাখতে হবে। পুরুষ মানুষগুলো তখনই ক্ষেপে ওঠে। কারণ তখন তাদের হাতে বাড়তি পয়সাটা আসে না, কিন্তু সে কথাটা তারা স্বীকারও করে না।—আর একটা কথা—সস্তার আসবাবপত্র কিনে পয়সার সাশ্রয় করতে যাস না। আমার টাকা-পয়সার অর্ধেকটা আমি তোকেই দেব।—আচ্ছা, একটু আগে জর্জকেই তুই ফোন করছিলি নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'তুই গলা নামিয়ে কথা বলছিলি বলে আমি কিছুই শুনতে পাইনি। একটা পুরুষ মানুষকে এমন কি যে বলার থাকতে পারে যা নিজের মা জানতে পারবে না, বুঝিনে বাপু।'

'ও কিছু বলেনি বলেই তুমি কিছু শুনতে পাওনি, মা। ও বাড়িতে ছিল না—আর নয়তো ফোন ধরেনি।'

'দাঁত-ব্যথা তো!'

'আমি চলি মা, শুভরাত্রি,' দরজার দিকে এগোল মিলি।

'আমি কি কিছু অন্যায় কথা বলে ফেলেছি?' মিসেস সিলসের কণ্ঠস্বরে চিন্তার সুর।

'মোটেই না', মাকে চুমু দিয়ে জড়িয়ে ধরে মিলি। 'যাবার পথে মার্জের ওখানে গিয়ে লাইব্রেরির বইটা ফেরত দিয়ে যাব। আর কোথাও একটুও দেরি করব না। যদি পারি, কাল বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে একবার আসব।—ভালো থেক, কেমন?'

সদর দরজা বন্ধ করে রাস্তায় নেমে এল মিলি। বৃষ্টি ঝরছে অঝোর ধারায়। মোড়ের আলোকিত রেস্তোরাঁটা পেরিয়ে এসে একটু দূরে মার্জ ফস্টারের দোকানের দিকে ছুট লাগাল ও।

'এই মার্জ', বে-দম হয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক করে হাঁক দিল মিলি।

টেবিলের ওপরে একরাশ কার্ড গুছিয়ে রাখছিল মার্জ। চোখ তুলে বলল, 'আমাকে জলে ডোবাবার আগে তোর ছাতাটাকে ওই কোণে রেখে আয়। এই বিচ্ছিরি আবহাওয়ায় বেরিয়েছিস কেন?'

'ইতিমধ্যেই চব্বিশ সেণ্ট খেসারত জমে গেছে', একটা বই টেবিলে নামিয়ে রাখল মিলি। 'এই রইল পঁচিশ, খুচরোটা দে এবারে।'

'জ্বালিয়ে খেলি তুই', মার্জ হাসল। 'বস—কেমন আছিস, বল।'

'চলে যাচ্ছে এক রকম', মিলি একটা কুর্সি টেনে নেয়। মালিকান আর মিলি ছাড়া মিস ফস্টারের লাইব্রেরি তথা দোকানঘরটা এখন একেবারে ফাঁকা। 'জানিস, আমার ওজন বাড়ছে! ওঁরা আমাকে খাইয়ে খাইয়ে মোটা করে দিচ্ছেন। অথচ কোন কোন জায়গায় আবার বাড়ির কুকুরটার সঙ্গে খাবার ভাগাভাগি করে খেতে হয়।'

'তোর কপাল ভালো, দেখাচ্ছেও খুব চমৎকার!' বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে-ওঠা জানালাগুলোর দিকে দ্রুত এক পলক তাকিয়ে নেয় মার্জ। 'আজ আর ব্যবসা-পত্তর করতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে, স্কুলের পুরনো বান্ধবীটির সঙ্গেই একটু গল্প করি। তুই পা-দুটো তুলে আরাম করে বস না!' দরজায় চাবি লাগিয়ে ফিরে এল ও। 'অথচ সবাই কি না আমাকে পয়সা-পাগল বলে!'

'আমার কিন্তু এখানে বসাটা ঠিক হচ্ছে না রে,' একটা বইয়ের তাকে পা-দুটো তুলে রাখল মিলি। 'অবশ্যি বারটার আগে আমার ফেরার কথা নয়, কিন্তু মিসেস ম্যানসন আজ যেন কেমন করছিলেন।—তোর কাছে একটা সিগারেট হবে?'

'এই তো,' টেবিলের ওধারে সিগারেটের বাক্সটা ঠেলে দেয় মার্জ। 'শোন মিলি, তুই তো জানিস আমি একেবারে ঘর-বাড়ির মতো নিরাপদ। তুই আমাকে কিছু বললে, আমি কারুর কাছেই তা নিয়ে মুখ খুলব না।'

'আমার কিছুই বলার নেই। দেশলাই কোথায়? ধন্যবাদ। কি ব্যাপার? দেখে মনে হচ্ছে তুই যেন আমার কথা বিশ্বাস করছিস না!'

'করেছি বৈকি। জানিস, আজ বিকেলে জর্জ পেরির মা এসে একটা প্রেমের উপন্যাসের খোঁজ করছিলেন—তবে আধুনিক কিছু হলে চলবে না। তা সারাটা সময় মহিলা গলা ফাটিয়ে যা বলে গেলেন তার মোদ্দা কথা হচ্ছে, ওঁর ছেলে মিসেস ম্যানসনের চোখের মণি। সত্যি নাকি রে?'

'মোটেই না। ও যতক্ষণ কাছে থাকে, মিসেস ম্যানসন তার অর্ধেক সময় ওর দিকে তাকানই না!—কিন্তু তোকে আমি যতটুকু জানি তাতে মনে হচ্ছে, মিসেস পেরি আরও কিছু বলেছেন—যেটা আমাকে বলাই তোর আসল উদ্দেশ্য। কথাটা কি?'

'কথা প্রসঙ্গে উনি জানতে চাইছিলেন, তুই কেমন মেয়ে। বললেন, 'মিসেস ম্যানসনের নার্সটির সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আছে না কি? আমার ধারণা, মিসেস ম্যানসন ওকে বেশ ভালোবাসেন।—তবে ভাই আমার ধারণা, ওই মহিলাটি কিন্তু তোকে বিশেষ পছন্দ করেন না।'

'আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয়ই নেই। আস্তেসুস্থে চেনা-পরিচয়টা করে নেব।—আর কি বললেন?'

'ওঁর ধারণা, ক্রস কোরি বড্ড বেশি সুদর্শন। এমন ইঙ্গিতও দিলেন যে, ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার অনেক আগে থেকেই ক্রস কোরি মিসেস ম্যানসনকে খুব বেশি করে পছন্দ করত। তা এখন ওঁর অসুস্থতার ওজুহাতে ক্রস কোরি আবার ওঁর কাছে কাছে ঘুরঘুর করতে শুরু করেছেন।—আচ্ছা মিলি, মিসেস ম্যানসন কি সত্যি সত্যিই মরতে চলেছেন?'

'আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব ওঁকে বাঁচিয়ে রাখার।' মুখ ঘুরিয়ে বৃষ্টি-ঝরা জানলাগুলোর দিকে তাকাল মিলি সিলস। সার্শীর বাইরে অচেনা এক রহস্যময় নতুন পৃথিবী। রাস্তার আলোটা বাতাসে কেঁপে কেঁপে-ওঠা গাছের ডালে আড়াল হয়ে যাওয়ায় কাচের সার্শীতে আলো-আঁধারের লুকোচুরি চলেছে অবিরাম। 'প্রাণপণ চেষ্টা করব,' ফের বলল মিলি। 'আমি জানি, আমি একজন ভালো নার্স। ব্যবকও নিশ্চয়ই তা মনে করেন, নয়তো মিসেস ম্যানসনের মতো একজন রোগীর জন্যে তিনি আমাকে নির্বাচন করতেন না।' মিলির কণ্ঠস্বর নরম হয়ে আসে, 'মিসেস ম্যানসন এত ভালো—এত মিষ্টি! সব সময় ওঁকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা। আমি চাই উনি ভালো হয়ে উঠুন, অন্তত কিছুটা ভালো হোন। ওঁর কিছুটা উন্নতির নিশ্চিত কোন ইঙ্গিত দেখতে পেলেই ওঁরা ওঁকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবেন—মানে পরিবেশের পরিবর্তন আর কি। যে-কোন ধরনের পরিবর্তনেই কিছুটা কাজ হওয়ার কথা। কিন্তু সেদিন আমি ওঁকে ওঁর আংটি, হার, ব্রেসলেট এ সব পরিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলাম—এমন সমস্ত গয়না যা দেখলে তোর চোখ ঠিকরে যাবে। অথচ উনি সেটা পছন্দ করেননি, এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাই ফের ওগুলো খুলে, জায়গা মতো চাবি বন্ধ করে রেখে দিতে হল। এমা বলল, রবি যেদিন মারা যায় সেদিন উনি ওগুলো পরবেন বলে সাজগোছ করার টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখেছিলেন। হয়তো সে জন্যেই—'

'তুই যে ভাবে 'মারা যায়' কথাটা বললি, সেটা আমার ঠিক মনের মতো। ঠিক আছে, বাবা ঠিক আছে, তাই বলে আমার দিকে অমন করে তাকাতে হবে না।—আচ্ছা, এমা তোর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে? বইটইতে পড়েছি, ঝি-চাকররা নাকি নার্সদের একেবারে দেখতে পারে না।'

'না, এমার ব্যবহার ভালোই। তাছাড়া এমা ঠিক ঝি-চাকরদের মতো নয়। ও অনেক বছর ধরে ওঁদের সঙ্গে রয়েছে, সংসারটা ওই চালায়।—সেদিন মিসেস ম্যানসনকে ওই অবস্থায় যারা দেখতে পায়, এমাও তাদের মধ্যে একজন।'

'জানি,' চশমাটা খুলে ভালো করে মুছে নেয় মার্জ। 'হ্যাঁ, এর মধ্যে অন্য একটা কথা এসে পড়ছে। গত কাল একজন তোর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন।'

'কে?'

'আমি চিনি না। এক মহিলা।—চেনা চেনা লাগছিল, কিন্তু ঠিকমতো খেয়াল করতে পারলাম না। আসলে এ দোকানটা একটা রেল-স্টেশনের মতো,

অচেনা মানুষ বছরে হয়তো মোটে একবার কি দুবার এখানে আসে। যেমন ধর নিউইয়র্ক থেকে গাড়িতে করে এসে, উপহার দেবার জন্যে কেউ হয়তো একটা বই কিনে নিল। ওই মহিলাও হয়তো তেমনি কেউ—যার মুখটা আমি আগে হয়তো মাত্র একবারই দেখেছি। যাই হোক, উনি তোকে চেনেন না, তোর নামটাও জানেন না। আমার কাছে 'উনি জানতে চাইছিলেন, মিসেস ম্যানসনের নার্সের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে কি না।'

'হয়তো ম্যানসনদের সঙ্গে ওঁর পরিচয় ছিল, কিন্তু বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নিতে চান না। বুঝতেই পারিস, অমন একটা দুঃখজনক ঘটনা—'

'হতে পারে। ম্যানসনরাই তো মোটে ক-বছর আগে নিউইয়র্ক থেকে এখানে এলেন।—কিন্তু আমার ধারণা, মহিলার আগ্রহ তোর সম্পর্কেই।'

'আমার সম্পর্কে? মজার ব্যাপার তো! না না, আমার চেনাজানা সবাইকে তো তুই চিনিস। তা উনি কি বললেন?'

'বেশি কিছু নয়। প্রথমে দোকানে ঘুরে ঘুরে খ্রিস্টমাস উপলক্ষে প্রিয়জনকে পাঠাবার জন্যে গোটা কতক কার্ড কিনলেন, তারপর একগাল হেসে ভাব-জমানোর চেষ্টায় এটা-সেটা নানান কথা। প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন, মিসেস ম্যানসনের কিছু উন্নতি হচ্ছে কি না। তা এ-কথাটা আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করে—তার কারণ, তারা জানে তুই আমার বন্ধু কিংবা তোকে তারা এখানে দেখেছে। তারপর জানতে চাইলেন, তুই কোথায় থাকিস।'

'যাচ্চলে! আমার তাহলে নামডাক হচ্ছে, বল?'

'তাই ভাবছিস বুঝি? দাঁড়া না! উনি বললেন, আচ্ছা মেয়েটি কি লার্চভিলেই থাকে, না কি ওঁরা ওকে নিউইয়র্ক থেকে নিয়ে এসেছেন? আমি বললাম লার্চ-ভিলে। তারপর জানতে চাইলাম, কেন উনি এ কথা জিজ্ঞেস করছেন—অবশ্যি খুব সুন্দরভাবেই জানতে চাইলাম কথাটা। উনি বললেন, ওঁর ধারণা তোকে উনি চেনেন—তাই এ সম্পর্কে উনি নিশ্চিত হতে চাইছেন। তারপর অনেক খেজুরে আলাপের পরে বললেন, ওঁর মনে হচ্ছে ওঁর খুড়তুতো বোন যে হাসপাতাল থেকে নার্স হয়েছে, সম্ভবত তুইও সেখান থেকেই নার্স হয়েছিস। আরও বললেন, ওঁর সেই বোন যেখান থেকে নার্স হয়েছে, সেখান থেকে পাশ করে বেরুনো নার্সদের সম্পর্কে উনি খুবই আগ্রহী।'

'অদ্ভুত কথা! এর তো কোন অর্থই হয় না! কে ওঁর খুড়তুতো বোন?'

'উনি খুবই সতর্কভাবে সেটা চেপে গেছেন, এমন কি আমি জিজ্ঞেস করার পরেও বলেননি।' মার্জ একটা সিগারেট ধরায়, 'আমার কি মনে হয়, অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোই মহিলার স্বভাব। যে-সমস্ত মহিলা অন্যদের দুর্বলতার খবর যোগাড় করে ব্রিজ ক্লাবের আসরে সে-সমস্ত হাঁড়ির খবর ফাঁস করে দিয়ে সবজান্তার মতো বড়াই করেন, উনি তাদের মতোই একজন। মুখটাতে ধূর্তভাব, দেখেই মনে হবে প্রতি বিকেলে উনি ব্রিজ খেলেন। তাই যখন বললেন যে তোর নামটা উনি ভুলে

গেছেন—জনসন কিংবা অমনি কি একটা নাম—তখুনি আমি শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিলাম।'

'ঠিক করেছিস। ধন্যবাদ।'

'জানিস মিলি, এর পেছনে অন্য কোন ব্যাপারও থাকতে পারে।' মার্জকে চিন্তিত দেখায়। 'এমনও হতে পারে যে মহিলা হয়তো কোরিদেরই একজন আত্মীয়া—কোরির রেখে-যাওয়া পয়সা-কড়ি নিয়ে ম্যানসনকে বিয়ে করার ব্যাপারটা উনি হয়তো এখনও সহ্য করতে পারছেন না। অথবা উনি হয়তো কোরিরই এক পুরনো বান্ধবী—মানে আমি মিসেস ম্যানসনের প্রথম স্বামীর কথা বলছি।'

'কোরিদের যে ধরনের বান্ধবী থাকার কথা, মহিলাকে দেখে কি সে-ধরনের বলে মনে হয়? সকলে বলে, ক্রস কোরি নাকি তাঁর ভাইয়ের একেবারে জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তাহলে বল, ক্রস কোরির মতো একটা মানুষ যে-ধরনের মহিলার দিকে ফিরে তাকাবেন—এই মহিলাটি কি সে-ধরনের?

'আমি তাঁকে যতটুকু দেখেছি তাতে তা মনে হয় না, তবে তার খুব কাছাকাছি। পোশাক-টোশাক আমার চাইতে তেমন কিছু ভালো নয়। এমনিতে ঠিকই আছে। কিন্তু একজন কোরি বা ম্যানসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মহিলার কাছ থেকে তুই যেমন আদব-কায়দা আশা করবি, ওঁর মধ্যে তা নেই। তবে কিনা কোরি বা ম্যানসনদের মতো পুরুষ মানুষের কথা তো আর সব সময় ঠিক করে বলা চলে না।'

'কি দারুন বুদ্ধি তোর!' বইয়ের তাক থেকে পা তুলে নেয় মিলি। 'এগারটা বেজে গেছে। এবারে আমার রওনা হওয়া উচিত।'

'আরে দাঁড়া, হটপ্লেটে কফি রয়েছে। নিয়ে আসছি।'

...মার্জ যখন বাইরে এসে দোকানের দরজায় চাবি লাগাল, তখন বারটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। আলাদা হবার আগে সামনের মোড় অব্দি একসঙ্গে হেঁটে এল ওরা। তারপর শান-বাঁধানো পাশপথে দাঁড়িয়ে মার্জ দেখল, নির্জন রাস্তাটা পার হয়ে পার্কের দিকে এগিয়ে চলেছে মিলি। একটু পরেই ওর বর্ষাতি-পরা ছোটখাট শরীর আর বিশাল ছাতাটাকে গাঢ় কুয়াশা একেবারে গ্রাস করে ফেলল। বৃষ্টি তখন ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে।

বাড়িতে ফিরে মিলির সম্পর্কে আগ্রহী সেই মহিলাটিকে আগে কোথায় দেখেছে, মনে করার চেষ্টা করতে থাকে মার্জ। ইতিমধ্যে ক্রমেই মহিলাটি ওর মন জুড়ে বসতে শুরু করেছিলেন। নিশ্চয়ই একবার-দেখা কোন আলটপকা খদ্দের নয়, এ বিষয়ে নিশ্চিত হয় ও। হয়তো উনি মাত্র কিছুদিন হল লার্চভিলে এসেছেন, হয়তো মুদির দোকানে ওর পরেই দাঁড়িয়েছিল মার্জ। হতে পারে। সবুজ কোট আর টুপি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এ বছরে যে-কোন জানালা থেকে একটা ঢেলা ছুঁড়লেই তা ঠিক ওই একই রকমের সবুজ কোট-পরা কোন মেয়ের গায়ে লাগবে।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মিলি। হলঘরে একটি মাত্র আলো জ্বলছিল। ও বাড়ির বাইরে থাকলে ওই আলোটা সব সময়েই জ্বলে। এর অর্থ—অন্য সবাই বাড়িতে রয়েছে, তাই দরজার শেকলটা ওকেই লাগাতে হবে। শেকল লাগিয়ে আলোটা নেভাল মিলি, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ওপরের দিকে।

ওপরের হলঘরের দুধারে সব ক-টা দরজাই বন্ধ। শুধু মিসেস ম্যানসনের দোরগড়া দিয়ে অন্ধকার ছিঁড়ে ছুটে-চলা পথের মতো এক টুকরো মৃদু আলোর রেখা হলঘরের গালচেটার ওপরে লুটিয়ে রয়েছে।

কলঘরে ঢুকে মিলি নিজের টুথপেস্টটা খুঁজে পেল না। অগত্যা শুধু জল দিয়েই দাঁতগুলো ব্রাশ করে নিল একটু। ওর টুপি-লাগানো কোট আর ছাতাটা দিয়ে জল ঝরছিল, তাই ও-দুটোকে কলঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রাখল।

সরে-আসা আগুনের কাছাকাছি একটা কুর্সিতে বসে ঘুমোচ্ছিল এমা, কিন্তু ঘুমোবার আগে যথারীতি কাচের দরজাটা একটু খুলে মধ্যের পর্দাটা ঠিক জায়গা-মতো টেনে রেখেছে। কুর্সি আর বালিশে ঠেস দিয়ে নোঙর করে-রাখা পর্দাটার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল মিলি। শীগগিরই একদিন রাতে এমা হয়ত লেখার টেবিলটাকেও এ কাজে ব্যবহার করে বসবে।

বিছানার কাছে এগিয়ে আসে মিলি। মিসেস ম্যানসন জেগে রয়েছেন, একেবারে সম্পূর্ণ সজাগ। মুখখানা সাদা, চোখদুটো চকচক করছে। 'কি ব্যাপার?' মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে মিলি। তারপরেই হলঘরে যাবার দরজাটা খোলা রয়েছে মনে পড়াতে, সেটা বন্ধ করার জন্যে ফিরে যায়। আমরা এখন একটু গোপন কথাবার্তা বলতে যাচ্ছি, ভাবল ও, কিন্তু তাই বলে সারা বাড়ির লোকজনকে তার মধ্যে টেনে আনার কোন দরকার নেই।

'কি ব্যাপার?' ফের জিজ্ঞেস করে মিলি। 'আজ রাত্তিরে এত খারাপ মেয়ে হবার কারণটা কি, শুনি?'

মিসেস ম্যানসনের চোখদুটো ওর চোখের দিকে স্থির হয়।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' মিলি বলে, 'একসঙ্গে সব-কিছু নয়—এক-এক করে এক-একটা জিনিস। আপনি কিছু একটা পছন্দ করছেন না, আমি সেটা বুঝতে পারছি, বেশ তো, যে-জিনিসই হোক-না-কেন সেটা আমরা ছুঁড়ে ফেলে দেব—তাহলেই তো হল! কিন্তু প্রথমে নাড়িটা দেখি।'

কম্বলের তলা থেকে ওর ঠাণ্ডা হাত দুটো বের করে একখানা নিস্তেজ কব্জি নিজের মুঠোয় চেপে ধরে মিলি। ওর চোখদুটিতে মেঘ ঘনায়, তারপরেই আবার দ্যুতি ফিরে আসে। ফাঁদের কবলে আটকে-পড়া একটা জন্তুর চোখের মতো চকচক করে ওঠে ওর চোখদুটো। মিলি দেখেছিল একবার একটা কাঠবেরালি—

নাড়ির গতি বড্ড চঞ্চল। 'আপনি ভয় পেয়েছেন,' ওর ঠাণ্ডা হাতদুটো নিজের

মুঠোয় জড়িয়ে রাখে মিলি, 'আমি তা জানি। কিন্তু এখন তো আর-কিছু নেই, এই তো মিলি এসে পড়েছে এখানে! কিন্তু আপনার হাতদুটো কেন এমন জমে উঠেছে, সেটা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না। ঘরের তাপ তো ঠিকই আছে, আর আপনার গায়ে কম্বলও আছে অনেক। তা হলে? কোন কারণে আপনার স্নায়ুগুলো কি কাতর হয়ে উঠেছে? না, আপনি তো লক্ষ্মীসোনা—দয়া করে স্নায়ুকাতর হবেন না।' বিছানার ধারে বসে নরম গলায় নোরাকে ভোলাতে চেষ্টা করে মিলি, 'আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, কি হয়েছে। নির্ঘাত আপনি কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছেন—আর যেহেতু আপনি অসুস্থ, খানিকটা অসহায়—তাই কিছুতেই সেটাকে মন থেকে ছুঁড়ে ফেলতে পারছেন না। আমি তো দুঃস্বপ্ন দেখলে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে, চিৎকার করে জেগে উঠি। সাংঘাতিক কাণ্ড, তাই না? কিন্তু মাঝেমধ্যে সকলেরই তো অমন হয়, বন্ধু—মানে মিসেস ম্যানসন—মানে আপনি তো এ ব্যাপারে একা নন!'

নাঃ, অনুমানটা ঠিক হয়নি। মিসেস ম্যানসনের চোখ বলছে, স্বপ্ন নয়। কিছু একটা দেখেছে চোখদুটো—কথা বলার মতো স্পষ্টই জানিয়ে দিচ্ছে সে-কথা।—মিলির শিরদাঁড়াটা শিরশির করে ওঠে। আস্তে আস্তে নোরার হাতদুটো মালিশ করতে থাকে ও। বরফের মতো ঠাণ্ডা হাত নোরার, অথচ কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।—ব্যাপারটা কি হতে পারে তলিয়ে দেখ—নিজেকে নির্দেশ দেয় মিলি—কিন্তু তুমি যে চিন্তিত হয়েছ, সে-কথা বুঝতে দিয়ো না। সম্ভবত উনি তেমন কিছু দেখেননি, কারণ দেখার মতো কিছুই নেই। হয়ত উনি শুনেছেন—

'আমি এমাকে ঘুম থেকে তুলে, ওকে বিছানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। এমা হয়ত বলতে পারবে, আপনি কি চাইছেন।' এগিয়ে গিয়ে এমার কাঁধে হাত ছোঁয়ায় মিলি। বুড়ি একেবারে অঘোরে ঘুমোয়। ঘুম ভাঙানোর জন্যে ওকে রীতিমতো ঝাঁকুনি দিতে হল মিলির।

'এর মধ্যে আপনার সময় হয়ে গেছে?' ঘুম ভেঙে অবাক হয় এমা। 'আমি নিশ্চয়ই একটুখানি ঝিমোচ্ছিলাম।'

'তুমি নির্ঘাত মিসেস ম্যানসনের ওষুধের শিশি থেকে একটা বড়ি খেয়েছ। আমি যখন বাইরে ছিলাম, তখন এখানে কি হয়েছিল?'

'কিছুই হয়নি?' এমা রেগে ওঠে, 'আমার দিকে অমন করে তাকাবার কিছু হয়নি, মিস সিলস। আপনার কথামতো এখানে কোন গোলমালই হয়নি। আমরা দুটিতে ছেলেমানুষের মতো ঘুমোচ্ছিলুম।' বিছানার দিকে তাকায় এমা, 'উনি তো ঠিকই আছেন—দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

'তুমি একেবারে বাদুড়ের মতো কাণা,' মিলি ফিসফিসিয়ে বলে। 'উনি মোটেই ঠিক নেই। না এমা, এখন ওখানে যেও না। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আপনি যে কি বলতে চাইছেন আমি তা কিছুই বুঝতে পারছিনে, মিস সিলস!' কুর্সি ছেড়ে কোনক্রমে উঠে দাঁড়ায় এমা, 'আমি যেমন দেখতে পাই, আপনিও তেমনি দেখতে পান—আর আমি বলছি, উনি ভালো আছেন।'

'দয়া করে গলা নামিয়ে কথা বল, এমা। আজ রাত্তিরে এ ঘরে কে এসেছিল।'

'কেউ না! আমাকে আপনি কি ভাবেন, বলুন তো? এ ঘরে আমি একটি জনপ্রাণীকেও ঢুকতে দেব না। তবে হ্যাঁ, মালিকের লোকটা আসার আগে মিঃ ম্যানসন আর মিঃ কোরি দু-এক মিনিটের জন্যে এসেছিলেন বটে। কিন্তু সে-কথা তো আমি যেমন জানি, আপনিও জানেন। তা ছাড়া আর কেউই আসেনি।'

মিলি চিন্তা করে দেখল, এমা যতক্ষণ 'একটুখানি ঝিমোচ্ছিল,' ততক্ষণে লার্চভিলবাসী সব লোক কুচকাওয়াজ করে এ ঘরে ঢুকে আবার চলে যেতে পারত। প্রকাশ্যে বলল, 'ব্রিটম্যান এঘরে বসে কিছু বলেছিল না কি? মানে, ওঁর অবস্থা সম্পর্কে?'

'একটি কথাও বলেনি, কোনদিনই বলে না। ও ব্যাপারে সে ভীষণ মুখচাপা। তবে রোজ আমরা যেমন কথাবার্তা বলি, তেমনি বলেছি বৈকি, কিন্তু তার চাইতে বেশি কিছু নয়। মিস সিলস, আমি—' মিলির তরুণ মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া দেখে এমা উতলা হয়ে ওঠে, 'খারাপ কিছু হয়েছে না কি, মিস সিলস? মানে আমি যখন—কি হয়েছে?'

'মিসেস ম্যানসন ভয় পেয়েছেন। কেন ভয় পেয়েছেন, আমি তার কারণটা জানতে চাই। প্রথমে ভেবেছিলাম, উনি কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু এখন সে ব্যাপারে আর নিশ্চিত হতে পারছি না। এমনও হতে পারে, হয়ত সব কথা উনি আবার মনে করছিলেন।—রাত্রিবেলা একা থাকার ওই এক দোষ, তার ওপরে অসুস্থ হলে তো আর কথা নেই! আচ্ছা, ব্রিটম্যান ঠিক কি বলেছিল, বল তো?'

'কিছু না, ওর সম্পর্কে কিছুই বলেনি। এমন কি ওর নামটা পর্যন্ত সে একবারও উচ্চারণ করেনি।—আমরা আবহাওয়া নিয়ে কথা বলছিলাম। সে বলছিল, নিউ-ইয়র্ক থেকে এই শহরতলিতে এসে তার বেশ ভালোই লাগছে। ব্যস, আর কিছু নয়।'

'এমন কিছু কি বলেনি, যা উনি ভুল বুঝতে পারেন? কোন নাম, যে-কোন নামের কথা?'

'না, মিস সিলস। নেহাতই সাধারণ কথাবার্তা হয়েছে, যা আমরা সব সময়েই বলে থাকি।—সে চলে যাবার পরে আমি ওর হাত-মুখ ধুইয়ে, গায়ে ভালো করে চাপা দিয়ে দিয়েছিলাম। তখন ভারি সুন্দর লাগছিল ওকে, মনে হচ্ছিল এখুনি বুঝি ঘুমিয়ে পড়বেন। আমি ভাবছিলুম, আজ রাত্তিরে ওর আর ঘুমের বড়ির দরকার হবে না—এটা বরঞ্চ একটা ভালো লক্ষণ।' চাদরের ভাঁজে এমার হাতদুটি নিস্তেজ হয়ে লুটিয়ে থাকে, 'আজকের রাত্তিরটা আমি এ ঘরেই থাকতে চাই, মিস সিলস। আমি কুর্সিতে বসেই ঘুমোতে পারব। ওর কোন অসুবিধে হলে, ওর কাছেই আমার থাকার জায়গা।'

'না', মিলির কণ্ঠস্বর নরম হয়ে ওঠে, 'জায়গামতো গিয়ে ঘুমোও। তবে কথা দিচ্ছি, কোন কিছুর দরকার হলেই আমি তোমাকে ডাকব।'

'মি. ম্যানসন ?'

'তাঁকেও ডাকব, তবে এখন নয়। এখানে লোকজন যত কম থাকে, ততই ভালো।—যাও এমা, ওকে শুভরাত্রি জানাওগে। তবে একটু তাড়াতাড়ি কাজটা সের, আর মুখে খুশির ভাব রেখ।'

তবু এমা ইতস্তত করে, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ওই দেয়ালে লাগানো দু-নম্বর বোতামটা টিপলে আমার ঘরে ঘন্টি বেজে ওঠে, তাই না? ওটা আমার ঘরের ঘন্টি, রান্নাঘরের নয়। ঠিক আমার বিছানার ওপরেই বেশ জোরে বাজে ঘন্টিটা। আপনি যদি—'

'বাজাব।' এমাকে নোরার বিছানার দিকে এগিয়ে দেয় মিলি। লক্ষ্য করে, ওর প্রাচীন হাতদুটো নোরার অপেক্ষাকৃত তরুণ হাতদুটিকে সযত্নে কম্বলের নিচে ভাঁজ করে রেখে দেয়।

এমা যখন বালিশের ওপরে এলিয়ে-থাকা অসহায় মুখখানার দিকে তাকাল, তখন ও স্পষ্টতই নিজের কণ্ঠস্বরের ওপরে আস্থা রাখতে পারছিল না। নিজের হাতে আস্তে করে নোরার তাকিয়ে-থাকা চোখ দুটিকে বুজিয়ে দিল ও, যেন জেগে-থাকা একটা শিশুকে জানিয়ে দিল যে এখন ঘুমোবার সময়।

এমার পেছনে দরজা বন্ধ করে বিছানার কাছে ফিরে এল মিলি। এমা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা যেন আরও অন্ধকার হয়ে উঠেছে। আরও অন্ধকার, আরও নিস্তব্ধ। এমন কি একটু যেন বড়ও লাগছে। অদ্ভুত যত ভাবনা, নিজেকে বোঝাল মিলি। নার্সিং স্কুলে ওঁরা এই ধরনের মানসিক অবস্থার কথাই বারবার করে বলেছেন। বলেছেন যে, হাসপাতাল অথবা বাড়িতে রাত্রিবেলা একা একা রোগীর কাছে থাকার সময় মাঝেমাঝে এমন এক একটা সময় আসে যখন মনে হয়, কেউ বুঝি তোমাকে লক্ষ্য করছে। রোগী নয়—অন্য কেউ। ওঁরা বলেছেন, এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার এবং এতে ভয় পাবার কিছু নেই। কোন কোন প্রবীণা নার্স—যাঁরা অনেক যুদ্ধের ঘাগু ঘোড়া—তাঁরা এ-কথাও বলেছেন যে, আসলে স্বয়ং মৃত্যু তখন তোমাকে লক্ষ্য করে—অপেক্ষা করে, কখন তুমি রোগীর দিক থেকে পেছনে ফিরবে।

আস্তে আস্তে ঘরের প্রতিটি কোণে চোখ বুলিয়ে নেয় মিলি, কান পেতে থাকে কিছু শোনার প্রত্যাশায়। কিন্তু বিলাস-বৈভব আর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই ওর চোখে পড়ে না, নৈঃশব্দ্য ছাড়া কোন-কিছুই শ্রুতির দুয়ারে আঘাত হানে না। প্রশিক্ষণের সময় ওরা বলতেন, তুমি স্নায়ুকাতর হলেও রোগীকে কখনো তা বুঝতে দেবে না।

বিছানার দিকে ঝুঁকে মুখে হাসি ফোটায় মিলি, 'এবারে ঘুমোবার সময়। দেখি, আমিও হয়ত আপনার সঙ্গী হব।' ওষুধের শিশিটা তুলে নিয়ে দুধের ফ্লাস্কটার দিকে হাত বাড়ায় ও, 'স্নানঘর থেকে আমার জন্যে একটা গ্লাস নিয়ে আসব, আমিও আপনার সঙ্গে একটু দুধ খাব। দেখছেন তো, আমি কেমন শুকিয়ে গেছি! আসলে আজকে আমাদের অনেক লোকের ঝামেলা সইতে হয়েছে।—তবে আপনার

অবস্থা হয়ত আমার চাইতেও খারাপ। কারণ আমি তবু সবাইকে মুখ বন্ধ করার কথা বলতে পারি, আপনি তো তাও পারেন না।'

ফ্লাস্কের মুখ খুলে পেয়ালায় দুধ ভরতে ভরতে মিলি বুঝতে পারছিল, মিসেস ম্যানসন ওর হাতের দিকে নজর রাখছেন। ফ্লাস্কটা যথাস্থানে রেখে, শিশি থেকে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে একটা বড়ি হাতে ঢেলে নিল ও।

'কাল রোদ উঠলে আমি আপনাকে বারান্দায় বসিয়ে দেব। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে কাল রোববার। জজ কাল সারা দিন বাড়িতেই থাকবে। বেচারীর নাকি দাঁতে ব্যথা হয়েছে। হয়ত রবারের পুতুলের মতো ফুলো গাল নিয়ে ও জানলায় এসে দাঁড়াবে আর আমরা ওকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করব—কিন্তু ও তা জানতেও পারবে না।—নিন, এবারে বড় করে হাঁ করুন তো!'

একটা কঠিন রেখার মতো ঠোঁটদুটো চেপে রইলেন মিসেস ম্যানসন, দুচোখে আগুন। গলার মাংসপেশীগুলো টান হয়ে উঠল পাক খাওয়া দড়ির মতো।

দুধের পেয়ালা সুদ্ধ হাতটা কেঁপে উঠল মিলির, আনন্দে বিস্ফারিত হয়ে উঠল ওর চোখদুটো। মিসেস ম্যানসনের গলার ওই পেশীগুলোর মতো এত সুন্দর দৃশ্য ও আর কোনদিনও দেখেনি। স্বয়ংক্রিয়, নিয়ন্ত্রণাধীন—এবং এতদিনে এই প্রথম।

'আরে! আপনি তো দেখছি অনেকটা ভালো হয়ে গেছেন!' মিলি উচ্ছল হয়ে ওঠে, এক সপ্তাহ আগেও আপনি মুখটাকে অমন বিকৃত করতে পারতেন না—এমন কি আজ সকালেও না! ইস, আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে! অথচ তবু আপনার ধারণা, আমি আপনাকে ভালোবাসি না।'

প্রত্যুত্তরে মিসেস ম্যানসনের ঠোঁটে কিন্তু হাসির রেখা ফুটল না, যা মিলি সব চাইতে বেশি করে চাইছিল। একটু হাসি অথবা অন্য যা হোক কিছু। যাতে ওর মেঘমেদুর মনের প্রশ্নটা সমাধান হয়ে যায়, যাতে বোঝা যায় ওর অনুভূতি আর চিন্তাশক্তি এখনও অটুট।

'একটু হাসুন মিসেস ম্যানসন, শুধু একটি বার। তাহলে আমরা ঘুমের প্রসঙ্গটা একেবারে শিকেয় তুলে রাখব। প্লিজ!'

কিন্তু ওর চোখের নিদারুণ যন্ত্রণা অসহ্য ঠেকল মিলির। মিসেস ম্যানসন প্রাণপণে এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। অথচ—

'ঠিক আছে, থাক! ভুলে যান ও কথা।' করতলে ওষুধের বড়িটা হালকাভাবে গড়িয়ে নেয় মিলি। ছোট্ট একটা ক্যাপসুল, সহজেই গড়িয়ে যায় হাতের তাড়ায়। এখন আমি কি করব? মিলি ভাবল, ওকে আমি জোর করতে পারি না। কিন্তু ওকে আমার বোঝাতে হবে যে আমি ওর পক্ষের মানুষ, আমি ওকে যা করতে বলি তা ওর ভালোর জন্যেই। উনি কেন ভয় পেয়েছিলেন, তা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। সারাটা রাত উনি এভাবে কাটাতে পারেন না, আমিও না। ওকে যদি দুধটা খাওয়াতে চেষ্টা করি, যদি আমার কথা বলে—

'দয়া করে দুধটা খেয়ে নিন, মিসেস ম্যানসন।' মিলি বলল, 'ওষুধ খাওয়া নিয়ে আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না। আমি জানি ওষুধটাকে আপনি ঘেন্না

করেন, যদিও এটা খাওয়া আপনার পক্ষে ভালো। কিন্তু দয়া করে দুধটা অন্তত খেয়ে নিন। এটা আমার কাজ, মিসেস ম্যানসন—আপনাকে দুধ খাওয়ানোটা আমার প্রয়োজন। ডাক্তার ব্যাবকক যদি জানতে পারেন যে আমি আপনাকে দুধ খেতে রাজি করাতে পারিনি, তাহলে—তাহলে উনি হয়ত আমাকে এখান থেকে বিদেয় করে দেবেন। কিন্তু আমি এখান থেকে যেতে চাইনে, মিসেস ম্যানসন! অন্তত আমার মুখ চেয়ে একটুখানি দুধ আপনি খেয়ে নিন!'

নোরার চোখদুটো জলে ভরে ওঠে। ঝিলমিলে অশ্রুবিন্দু জমে ওঠে অক্ষিপক্ষ্মের দীর্ঘ ঝালরে। তারপর গাল বেয়ে নেমে আসে একটু একটু করে।

দুধের পেয়ালা টেবিলে রেখে ওষুধের বড়িটা ফের শিশিতে ভরে রাখে মিলি। অসহায় স্বরে বলে, 'আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই, কিন্তু আমি নিজেই একটা অপদার্থ। কি যে করি, আমি তা কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না! আচ্ছা, আপনি আমাকে কোন রকমের ইঙ্গিত দিতে পারেন না? ঘরের মধ্যে এমন কিছুর দিকে তাকাতে পারেন না, যেটা আমাকে একটা সূত্রের সন্ধান দেবে?'

আশার আলোয় মিসেস ম্যানসনের চোখদুটো ঝলসে ওঠে। একটা শিশুও এ দৃষ্টির অর্থ পড়ে ফেলতে পারে। মিলির চোখে স্থির হয় চোখদুটো, যেন একটা হাত এগিয়ে এসে তুলে নেয় আর একখানা হাত। তারপর নির্দেশ করে বিছানার কাছে রাখা টেবিলটার দিকে। তার ওপরে শুধু দুধের ফ্লাস্ক, জুড়িয়ে-যাওয়া এক পেয়ালা দুধ, ওষুধের শিশি আর পরিপাটি করে ভাঁজ করে রাখা দুটো লিনেনের রুমাল। রোজ রাত্তিরেও ওগুলো ওখানে থাকে।—রুমালদুটো ওরই। একরাশ ফুলের বৃন্তের মাঝখানে ওর নামের আদ্যক্ষর এন. এম. লেখা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শূন্য, সুগন্ধি রুমাল। ওগুলো ভয়ের কারণ হতে পারে না। তবে কি ওষুধের বড়িগুলো?

'বড়িগুলোকে দেখে আপনি ভয় পেতে পারেন না—রোজ রাত্তিরেই তো আপনি একটা করে বড়ি খান। সেই একই বড়ি, আমরা তো ওগুলোকে পালটাইনি!' শিশিটাকে আঙুলের ফাঁকে রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায় মিলি, দেখেছেন? সেই একই কোম্পানী, একই জিনিস। আর চার রাত্তিরের জন্যে চারটে বড়ি রয়েছে। এবারে হয়েছে তো? ঠিক ধরিনি আমি?'

মিসেস ম্যানসনের দৃষ্টিটা পালটে গেছে। আগ্রহ আর আতঙ্কেভরা আকুল আর অসহায় দৃষ্টি। ঠিক যেন কথা বলছে—সাবধান করে দিচ্ছে, মিনতি জানাচ্ছে। আচমকা ওষুধের প্রতি কেন এ নিবিড় আতঙ্ক, ভেবে অবাক হয় মিলি। 'বেশ, এখুনি এর একটা ব্যবস্থা করছি।' নিজের হাত-ব্যাগের মধ্যে শিশিটা রেখে ব্যাগটা তুলে ধরে ও, 'এবারে হয়েছে? এখানে রাখা আর ফেলে দেওয়া তো একই কথা! কাল আমি ব্যবককে বলে দেব যে এগুলোকে আপনি বিষ বলে মনে করেন।'

বিষ! বিকেলে, এ ঘরে সকলে মিলে পান করার সময়, ওরা বিষ নিয়ে রসিকতা করছিলেন। হয়ত সেই থেকেই শুরু। তারপর থেকে আধো ঘুম, আধো জাগরণ, একা একা শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শোনা আর পেছনের কথা চিন্তা করা এবং তার ফলস্বরূপ—

'এবারে সব ঠিক আছে তো?' ফের প্রশ্ন করে মিলি।

না, মিস ম্যানসন ঠিক নেই। এখনও ওর দৃষ্টি টেবিলের ওপরে। যেন কথা কইছে ওর চোখদুটো। শুকনো অনড় ঠোঁট দুটো প্রাণপণে একটা শব্দকে রূপ দেবার চেষ্টা করে চলেছে অবিরাম। মিসেস ম্যানসন এমন একটা কিছু দেখছেন, যা উনি একাই দেখতে পাচ্ছেন এবং সেই বিষয়েই কিছু বলার চেষ্টা করছেন উনি। উনি জানেন, সে-চেষ্টা অর্থহীন—তবু চেষ্টার বিরাম নেই।

আচমকা মিলি দিশেহারা হয়ে ওঠে, নিজেকে পরাজিত বলে মনে হয় ওর। এটা মৃগীরোগ—অথবা এমন কিছু, যার মোকাবিলা করা ওর একার পক্ষে সম্ভব নয়। ম্যানসনকে ডাকলে কেমন হয়? অথবা কোরিকে? না কি জর্জকে?—কাচের দরজা আর বারান্দার ওধারে, বাগানটা পেরিয়ে, নিজেদের বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছে জর্জ।—ওকে অনুসরণ করছে যে আতঙ্কিত চোখদুটো তার কথা ভুলে গিয়ে মাঝখানকার পর্দাটা ঘুরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় মিলি।—বিষাদময় হিমেল বাতাসে বারান্দাটা শীতল। গাছগাছালি আর আইভি লতায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাতাস ভেজা আঙুলের স্পর্শ বুলিয়ে দেয় মিলির নগ্নমুখে।

জর্জের ঘরটা অন্ধকার, ওদের পুরো বাড়িটাই তাই। বাঁ ধারের প্রশস্ত টানা-বারান্দাটার দিকে তাকায় মিলি। ঝুঁকে-পড়া গাছ আর দ্রাক্ষা-লতা নিবিড় ছায়া ফেলেছে নিঝুম বারান্দাটাতে। ওখানেই মিঃ ম্যানসনের ঘরের দরজা। ক্রস কোরিরও। কিন্তু তাঁদের ঘরগুলোও অন্ধকার। কোন ঘরেই এতটুকু আলোর অস্তিত্ব চোখে পড়ে না।

ওরা যখন শুতে যান, মিসেস ম্যানসন তখন নিশ্চয়ই ভালো ছিলেন, মিলি ভাবল। নয়ত ওরা ওকে ছেড়ে যেতেন না। হয় মিলির জন্যে অপেক্ষা করতেন, আর না হয় ব্যাবককে ডেকে পাঠাতেন।—কথাটা মনে হতেই মনস্থির করে ফেলে মিলি। ব্যাবককে ডাকতে হবে। এখন রাত পৌনে একটা। বেশি রাতে ডাক পেতে উনি অভ্যস্ত, কাজেই এ জন্যে উনি কিছু মনে করবেন না। তাছাড়া মিলির বাড়িতে এসে ব্যাবক যখন ওকে এ কাজটা নিতে বলেছিলেন, তখন এর চাইতেও বেশি রাত ছিল।

মুখে সহজ হাসির আবরণ টেনে ঘরে ফিরে এল মিলি, 'আমি নিচের তলা থেকে আপনার জন্যে এক গ্লাস জল নিয়ে আসছি। ঠাণ্ডা জল। এই সামান্য সময়টুকুর জন্যে আপনাকে একা রেখে যাচ্ছি বলে আপনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না, তাই না?'

মিসেস ম্যানসনের চোখ থেকে জবাবী দৃষ্টি দেখবে বলে মিলি আর অপেক্ষা করল না। এ ঘর থেকে ও যথাশীঘ্র সম্ভব চলে যেতে চাইছিল, শুনতে চাইছিল ডাক্তার ব্যাবকের আশ্বাসে-ভরা কণ্ঠস্বর আর প্রাণ-খোলা হাসির আওয়াজ। তিনি ওকে বলবেন যে, এসমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে অলীক কিছু দেখতে পাওয়াটা খুবই সাধারণ ঘটনা। বলবেন যে, উনি এখুনি চলে আসছেন।

নিঃশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিল মিলি। তারপর আলো না জেলে, সিঁড়ির বেস্টনী ধরে ধরে নেমে এল নিচের তলায়। নেহাত প্রয়োজন না হলে অন্য কাউকেও জাগাতে চাইছিল না। হলঘরের শেষ প্রান্তে এসে হাতড়ে রান্নাঘরের দরজা

খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগল না ওর। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে, আলোর বোতামটা টিপে দিতেই বিদ্যুতের জোরালো আলোয় রান্নাঘরে রাখা টেলিফোনটা অপরূপ দৃশ্যের মতো চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে জেগে উঠল।

বেশ খানিকক্ষণ দেরি করার পর ডাক্তার ব্যাবককের বাড়ির তত্ত্বাবধায়িকা সাড়া দিলেন। মহিলাকে সামান্য চিনলেও, মিলি ওকে নিজের পরিচয় জানাল না।

'ডাক্তার ব্যাবককে একটু দিন না—'

'উনি তো এখানে নেই!'

'কোথায় আছেন, আপনি জানেন?' খানিকটা দমে যায় মিলি, 'মানে দরকারটা খুবই জরুরী।'

'কোথায় আছেন, তা তো আমি জানি না। দশটা নাগাদ ওর একটা ডাক এসেছিল, তারপর এখনও ফিরে আসেননি। উনি এলে কিছু জানাতে হবে কি?'

'না, ধন্যবাদ। আচ্ছা, ওর ফিরতে কতক্ষণ দেরি হবে—কিছু বলে গিয়েছিলেন কি?'

'বলেছিলেন, উনি কিছুই বলতে পারছেন না। হয়ত অনেক দেরিও হতে পারে, আমি যেন দরজায় চাবি লাগিয়ে দিই।'

'আচ্ছা শুনুন, উনি যদি ঘন্টাখানেকের মধ্যে ফেরেন,' মানসচক্ষে মিলি দেখতে পেল, ডাক্তার ব্যাবকক সদর দরজার ঘন্টি বাজাচ্ছেন। বাড়ি সুদ্ধ সকলে জেগে উঠেছে। এমা, হাটি, মিঃ ম্যানসন, কোরি—সবাই। এমা আর হাটি দরজার পেছন থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। ঢলে অঙ্গবাস পরা অবস্থায় মিঃ ম্যানসন আর কোরি এলোমেলো পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন।—

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে মিলি। ওরা হয়ত ভাববেন, ওদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই আগ বাড়িয়ে ডাক্তারকে খবর দেওয়াটা স্রেফ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া হয়েছে। তারপর এত কাণ্ডের পরে ওপরে গিয়ে হয়ত দেখা গেল, মিসেস ম্যানসন নির্বিকার ভাবে ঘুমোচ্ছেন। হয়ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও—কল্পনা করে করে ক্লান্ত হয়েই—উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং মাঝেমধ্যে সত্যিই অমন হয়। কিন্তু ওরা তখন ভাববেন, আসলে মিলিরই মাথা খারাপ।

'হ্যাঁ, বলুন'—মহিলার কণ্ঠস্বর অধীর হয়ে ওঠে, 'কি করতে হবে আমাকে?'

'দুঃখিত—না, কিছু নয়—ধন্যবাদ আপনাকে। আমি বরং কাল সকালেই ডাক্তার ব্যাবককের সঙ্গে দেখা করব।'

টেলিফোন রেখে দেয় মিলি। প্রয়োজন হলে একঘণ্টা বাদে ফের ও ফোন করতে পারবে—মানে মিসেস ম্যানসন যদি তখনও জেগে থাকেন।

হিম-আলমারিতে রাখা জলের বোতল থেকে একটা গ্লাস ভর্তি করে, যে-পথে এসেছিল সে-পথ ধরেই ফিরে যায় মিলি।

মিস সিলসের ফিরে আসার অপেক্ষায় দরজার দিকে লক্ষ্য রাখছিল ও। এক গ্লাস জল আনার জন্তে যতটা সময় লাগার কথা, মিস সিলস তার চাইতে বেশি

সময় নিচ্ছে। রান্নাঘরে গিয়ে একটা কোকাকোলা পান করার জন্যে যদি এই বেশি সময়টুকু লেগে থাকে, তাহলে এক বিষয়ে সেটা ভালো।—মাঝেমধ্যে ও তা করে থাকে। যদি আজও তাই হয়, যদি এখন ও নিচে গিয়ে একটা কোকা খেয়ে নেয়—তাহলে আপাতত ওর আর তেষ্টা পাবে না—ফ্লাস্কের অবশিষ্ট দুধটুকু তাহলে ও আর খাবে না।—মাঝেমাঝে ফ্লাস্কের বাকি দুধটুকু ও-ই খেয়ে নেয়, সবাই তা জানে। সে নিজে তা সবাইকে বলেছে আর হেসেছে। কিন্তু আজ রাত্তিরে ও যদি ওই দুধ খায়—

হাতগুলো যখন এসে হাজির হয়েছিল, তখন ও প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠার চেষ্টা করেছিল, নিঃশব্দে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চিৎকার করেছিল ও, আর এমা তখন ঘুমোচ্ছিল আগুনের পাশে বসে। অপলক চোখে ও দেখেছিল, হলদে রঙের মোটা হাতগুলো টেনে টেনে আকৃতিহীন সেই বস্তুপিণ্ডটা পর্দাটার পেছন থেকে মেঝের ওপর দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। হাত—অথচ সেখানে পা থাকার কথা। নিজে থেকেই উঠে দাঁড়াবার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল তার—অথচ সেটা উঠছিল আর পড়ে যাচ্ছিল শক্ত জেলির মতো, আওয়াজ তুলছিল হাসির আওয়াজের মতো। তারপর আবার চলে গিয়েছিল এক সময়।

তাপচুল্লির তাকের ওপরে ঘড়িটা চলছিল টিকটিক করে। না-গোনা অসংখ্য মুহূর্ত কেটে যাচ্ছিল একের পরে এক। অথচ পর্দার দিকে ও তবু নির্বাক চোখদুটো মেলে রেখেছিল নির্নিমেষে। তারপর এক সময় ওর ঘরের দরজাটা খুলে গিয়েছিল নিঃশব্দে। অসহায় আশার নিদারুণ যন্ত্রণা নিয়ে এমার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল ও।

এমা, এমা—আমি তোমাকে ডাকছি—তুমি আমার ডাক শোনার চেষ্টা কর, এমা।—

নরম গালিচার ওপরে সেই নিঃশব্দ পদ সঞ্চার, দুটো ক্যাপসুলের দু-আধখানা আলাদা করে নিয়ে ভেতরের ওষুধগুলোকে ফ্লাস্কের দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া, তারপর ক্যাপসুলগুলোতে পাউডার পুরে, দু-আধখানাগুলোকে এক করে ওষুধের শিশিতে ফের রেখে দেওয়া—সব কিছুই লক্ষ্য করেছিল ও। কিন্তু ওকে তখন এমন ভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল, যেন ওর অস্তিত্বই নেই ওখানে।—

'আপনি বুঝি ভাবছিলেন, আমি পালিয়ে গেছি?' জলের গ্লাসটা মিসেস ম্যানসনের ঠোঁটের সামনে তুলে ধরল মিলি, 'এই নিন, সদ্য সদ্য একেবারে বরফের বাক্স থেকে নিয়ে এসেছি। এবারে আমরা দুজনে মিলে ঘুমোব—ইচ্ছে না করলেও ঘুমোব। আলোটা আর নেভাব না। বিছানাতেও শোব না। কুর্সিতে বসেই ঘুমোব—যেখান থেকে আমিও আপনাকে দেখতে পাব, আপনিও আমাকে দেখতে পাবেন। না না, তাই বলে আমার দিকে অমন করে তাকাবেন না! কুর্সিতে বসে তো আমি এর আগেও কতবার ঘুমেয়েছি—আপনি জানতে পারেননি।'

এমার কুর্সিটা বিছানার মুখোমুখি টেনে আনে মিলি। মিসেস ম্যানসনের পায়ের দিকটা কুর্সির বেশি কাছে। পেছনে সেই পর্দাটা। থিতু হবার আগে বারান্দার দিকের দরজার দুটো পাল্লাই খুলে দেয় ও। জর্জের ঘরটা এখনও অন্ধকার। বাগান

পেরিয়ে এক টুকরো হাসি তার উদ্দেশে পাঠিয়ে দিয়ে কুসির কাছে ফিরে আসে ও।—খুব একটা খারাপ যে লাগছিল, তা নয়—পরিস্থিতিটা ওর পক্ষে প্রায় বিছানায় শোবার মতোই আরামের।

পরমুহূর্তেই ফের উঠে পড়ল মিলি। ওর তেষ্টা পাচ্ছিল এবং ও জানত ফ্লাস্কের মধ্যে আরও এক পেয়ালার মতো দুধ রয়ে গেছে। জলের শূন্য গ্লাসটা দুধ পূর্ণ করে, সেটা পান করার আগে মিসেস ম্যানসনকে অভিবাদন করে নিল ও।

মিস সিলস ঘাড় নাড়ছে। শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়বে ও। একেবারে গভীর নিদ্রা। সকাল বেলা ওর মাথা ধরে থাকবে।

সকালে আমি মরে থাকব।

কিন্তু কি করে তা হবে? আজকের রাতের জন্যেই এ পরিকল্পনাটা তো ছকে রাখা সম্ভব ছিল না—বাকি দুধটুকু যে মিস সিলস খেয়ে নেবে, তা কেউই জানত না। এটা নেহাতই ভাগ্যের খেলা। ভাগ্যের ওপরে ভরসা করেই আজ পথ তৈরি করা হয়েছিল এবং ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হয়েছে আজই। অথচ এর কোন প্রয়োজন ছিল না, আদপেই কোন প্রয়োজন ছিল না। এটা নেহাতই একটা অতিরিক্ত সাবধানতার ব্যাপার, এক ধরনের কুটিল সংরক্ষিত অস্ত্রবিশেষ।

আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমাকে?

বেশিক্ষণ নয়। এমন চমৎকার সুযোগ নষ্ট হবার জন্যে নয়।—পুরো ব্যাপারটাই এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, সমস্ত পরিকল্পনাটাই আমার জানা।—যতক্ষণ ব্যাপারটা ক্লান্তিকর হয়ে না ওঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে ভয় দেখিয়ে যাওয়া হবে। তারপর যখন সেটাতে উত্তেজনা বলতে আর-কিছু থাকবে না, যখন সঠিক সময় হবে, যখন আমি একা থাকব কিংবা শুধুমাত্র এমার সঙ্গে থাকব—তখনই আমাকে খুন করে ফেলা হবে। কিন্তু কি ভাবে? হয়তো নিশ্বাস বন্ধ করে খুন করাটাই সহজ হবে।

আজকের রাতের মতো এমা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। তখন সময় ছিল অনেক—যখন পর্দার আড়ালে আগুনের পাশে কুসিতে বসে এমা ঘুমোচ্ছিল। অনেকটা সময়। কিন্তু প্রথমটাতে আমাকে ভয় দেখাতে হবে, কারণ সেটা উত্তেজনার খোরাক। রাতের পর রাত হয়ত এই ভয় দেখানোর পালাই চলত, যতদিন না সেটা একঘেয়ে হয়ে ওঠে। কিংবা একটা নিটোল সুযোগ না আসে। সে সুযোগ হারানো চলে না। যেমন আজকের রাত্তিরের মতো।

আচ্ছা, মিস সিলস আর আমাকে কি লক্ষ্য করা হচ্ছে? হ্যাঁ, অবশ্যই তাই। কিন্তু এখন তাতে আর কি-ই বা এসে যায়?

খানিকক্ষণের মধ্যেই হাতগুলো আবার ফিরে আসবে, পর্দাটার ধার ঘেঁষে এগিয়ে আসবে আমার কাছাকাছি। কৃষ্ণবর্ণ আকৃতিটা মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াবে, একটা হাত খুলে দেবে তার মুখের আড়াল এবং দেখতে পাব মুখটাকে।

একটা নাটকীয় দৃশ্যের জন্যে ঢেকে রাখা হয়েছে মুখটাকে। ঠিক একটা রোমাঞ্চকর নাটকের পরিসমাপ্তির মতো কোন দৃশ্য, যখন দর্শকমণ্ডলীর বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু আমার উপকারের জন্যে সে-দৃশ্য অভিনীত হবে না। কারণ মুখটার

পরিচয় এখন আমি জানি। কাজেই সে দৃশ্যের অভিনয় হবে শুধুমাত্র অভিনেতাকেই উত্তেজনা দেবার জন্যে।

হাতগুলোর সম্পর্কেও আমি জানি। আমি জানি, ওগুলো কি। পর্দার নিচে মেঝের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলা একেবারে কাছাকাছি চার চারটে হাত—ঠিক যেন একটা জন্তুর হাত কিংবা পা।

মিস সিলস ঘুমিয়ে পড়েছে, মাথাটা নুয়ে পড়েছে ওর। একটা বাচ্চা মেয়ের মতো ঘুমোচ্ছে মিস সিলস।

কাল সকালে আমাকে দেখে সবাই কি এ কথাই বলবে যে, ঘুমের মধ্যে উলটে গিয়ে আমি নিজেই নিজেকে শ্বাসবন্ধ করে মেরে ফেলেছি? 'হ্যাঁ, ঘুমের মধ্যে ও উলটে গিয়েছিল, তারপর বালিশে মুখটা চাপা পড়ার দরুন—। আমরা অলৌকিক কিছু ঘটার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু আমরা জানতাম না, ভাবতেও পারিনি যে—'

পুলিস কি তা বিশ্বাস করবে?

একটা বাচ্চা মেয়ের মতো ঘুমোচ্ছে মিস সিলস।

আচ্ছা, ওরা কি মিস সিলসের কোন ক্ষতি করতে পারে? কর্তব্যে অবহেলার জন্যে অভিযুক্ত করতে পারে ওকে? কিংবা এমন কোন সম্ভাবনার কথা কি তুলতে পারে যে, ও যাকে ভালোবাসে তার নাম—

ওহ্, প্রতীক্ষা কি ভয়ঙ্কর। কেন এত বেশি সময় নিচ্ছে সে? অবশেষে—

'মিস সিলস। মিস সিলস।—মিস সি-ল-স।—'

●

চিৎকারটা করেছিল হাটি। সবটুকু নৈঃশব্দ্যকে তছনছ করে দিয়ে চিৎকারটার উৎস কোথায় তা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল এমা, কিন্তু চিৎকারের পরবর্তী স্তব্ধতাটা বড় বেশি ব্যাপক আর আতঙ্কজনক। আমার মনে হল, সবাই বুঝি মরে গেছে—সমস্ত বাড়িটাতে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অস্তিত্ব বলতে আর-কিছু নেই।—বিছানায় উঠে বসে আলো জ্বালল এমা। যদিও ও বুঝতে পারছিল সময় জানার আর-কোন প্রয়োজন নেই, তবু ঘড়িটা দেখতে চাইছিল ও।

রাত তিনটে। পাছে চিৎকার বেরিয়ে আসে, সেই ভয়ে শীর্ণ একখানা গ্রন্থিল হাত তুলে নিজের মুখে চাপা দিল এমা। ঘরের বাইরে অজস্র শব্দের এক বিচিত্র লহরী। একের পর এক দরজা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে, ওপরের তলায় আর সিঁড়ির পথে পায়ের শব্দ। শব্দ রান্নাঘরের মেঝেতে। একটা কুর্সি উলটে পড়ল। অনেকগুলো কণ্ঠস্বর। রান্নাঘরের দরজায় কে যেন আঘাত করছে।—'এমা?' মিঃ কোরির কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ, স্যর'—কোনক্রমে জবাব দিল এমা।

'বাইরে এস।'

দরজা খুলল ও। 'মিস নোরা—মানে, মিসেস ম্যানসন—'

'লাইব্রেরিতে এস,' বললেন উনি।

আস্তে সুস্থে বহির্বাসটা গায়ে জড়িয়ে চটিটা পায়ে গলিয়ে নিল এমা। তারপর কাঁটা দিয়ে আটকে নিল এক চিলতে বিনুনীটাকে। ইচ্ছে করেই খানিকটা বেশি সময় লাগাচ্ছিল ও—কারণ এর পরেই ওকে যা শুনতে হবে, তা ও শুনতে চায় না।

লাইব্রেরিতে গিয়ে এমা দেখল, গায়ে কম্বল জড়িয়ে জলজ্যান্ত হার্টি সেখানেই বসে রয়েছে। মিঃ কোরি দাঁড়িয়ে আছেন তাপচুল্লির কাছে। মিঃ ম্যানসন ফোন করছেন। কিন্তু মিস সিলস অনুপস্থিত।

'মিস নোরার কি খবর?' এমা স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে। 'আর মিস সিলস?'

'মিস সিলস ভালোই আছেন। সবই ভালো, শুধু মিসেস ম্যানসন ছাড়া।'

'না—'

'আমরা ডাক্তার ব্যাবককের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করছি। মিসেস ম্যানসন অজ্ঞান হয়ে গেছেন, মিস সিলস সঠিক কারণেই কোন দায়িত্ব রাখতে চাইছেন না। কিন্তু একটু দেখ তো, হার্টির কথা কিছু বুঝতে পার কি না। ও যা বলছে, তার তো কোন অর্থই হয় না।'

হার্টির দিকে ফিরে তাকাল এমা। হার্টির তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠস্বর ফোনের আলোচনা ছাপিয়ে উঠলেও ওরা স্পষ্ট বুঝতে পারল, ডাক্তার ব্যাবকক বাড়িতে নেই।

হার্টি জানাল, ওর ভালোমতো ঘুম হচ্ছিল না—আইভি লতাটা সারা রাত ধরে ওকে জাগিয়ে রেখেছিল। বাতাসের ঝাপটায় লতাটা জানালার কাঠের পাল্লায় আঁচড় কাটার মতো শব্দ তুলছিল বারবার। শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করা সম্ভব নয় মনে করে ও আলো না জ্বেলেই বিছানা থেকে নেমে এসে ওর ঝাঁপি থেকে কাঁচিটা বের করে নেয়।

'লতাটাকে আমি কেটে ফেলতে যাচ্ছিলাম,' হার্টি বলল। 'দেখলাম, অন্ধকারের মধ্যে ওই বিশ্রী লম্বা লতাটা বারবার সামনে পেছনে দোল খাচ্ছে। ঠিক যেন একটা সাপ।—সবে কাটতে যাব, ঠিক তখনই—' ম্যানসন ফোন রেখে দিতেই থেমে যায় হার্টি।

'প্লেডেলকে ধরতে চাইছিলাম,' ম্যানসন বললেন। 'আমার যেমন পছন্দ, লোকটা তার চাইতে অল্প বয়সী। কিন্তু ওর চাইতে ভালো ডাক্তার আর কাউকে পেলাম না। —হ্যাঁ, তুমি কি বলছিলে বলো, হার্টি।'

'হ্যাঁ, স্যর। লতাটা আমি সবেমাত্র কাটতে যাচ্ছিলাম—আমার শরীরের অর্ধেকটা জানলার বাইরে, এক হাতে লতাটাকে ধরে রেখেছি, ঠিক তখনই হাতটা ওপর থেকে নেমে এল।'

কোরি ম্যানসনের দিকে তাকালেন। ওদের দুজনের মুখই সাদা, কিন্তু দুজনেই হাসছিলেন আর কাঁধে ঝাঁকুনি দিচ্ছিলেন।

'ফের ওই আষাঢ়ে গল্প শোনার কোন অর্থ হয় না।' কোরি ম্যানসনকে বললেন, 'তার চাইতে আপনি বরং সদর দরজায় গিয়ে প্লেডেলের জন্যে অপেক্ষা করুন না! ওকে তো খুব একটা দূরে থেকে আসতে হচ্ছে না। এমা আর আমি না হয়—'

ম্যানসন কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে বিদায় নিলেন।

'এ গল্পের বাকিটা আমি আর শুনতে চাইনে।' এমা বলল, 'হাটির মাথা খারাপ হয়েছে। আমি বরং ওপরে গিয়ে মিস নোরাকে একটু দেখে আসি।'

'না,' কোরি বললেন। 'এই বিদঘুটে ব্যাপারটাকে আমাদের এখুনি শেষ করে ফেলা দরকার। তোমার জানালাটা হাটির জানালা থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে। তুমি, এমা হয়ত বোঝাতে পারবে যে—'

'কেউ আমাকে কিছু বোঝাতে পারবে না।' হাটি চিৎকার করে বলে, 'এখন কেন, কোনদিনই পারবে না। আমি বলছি, আমি একটা হাত দেখেছি—লম্বা একটা হাত—ছ-ফুট কিংবা আরও কয়েক ইঞ্চি বেশি লম্বা। ওটা আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারত—মারতও। নেহাত আমি ওটাকে ভয় পাইয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, তাই রক্ষা!'

'কোথায় তাড়িয়ে দিলে?' কোরির কণ্ঠস্বর নরম।

'তা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। চলে গেছে, তাই যথেষ্ট। তবে আমার ধারণা, ওটা ওপরে উঠে গেছে।'

'ওপরে কোথায়?'

'তা আমি কি করে জানব।' একটু ভেবে নেয় হাটি, 'নিচে নামলে, হাতটা ওর শরীরের কাছে এসে নামত। আর শরীরটরীর কিছু থাকলে, আমি আলবত সেটা দেখতে পেতাম—কারণ মাটিতে দাঁড়াতে হলে, সেটাকে ঠিক আমার মুখোমুখিই দাঁড়াতে হত। কিন্তু শরীর বলতে কোন পদার্থই তখন ওখানে ছিল না। তবু হাতটা—আইভিলতার মতো শুধু ওই হাতটাই ঠিক আমার মুখের সামনে ঝুলছিল। ছ-ফুট কিংবা আরও কয়েক ইঞ্চি বেশি লম্বা, তাতে একটা হলদে রঙের দস্তানা পরা।'

'হলদে রঙের দস্তানা! শোন হাটি, তখন অন্ধকার—'

'মিঃ কোরি, আমি বলছি হলদে রঙের দস্তানা। ওখানে তখনও খানিকটা আলো ছিল, রাস্তার থাম থেকে ঠিকরে-আসা আলো। এখন আমি আপনাকে যেমন দেখছি, দস্তানাটাও ঠিক তেমনি দেখেছিলাম। জোর দুলছিল ওটা—ঠিক যেন মুঠো করে চেপে ধরা যায়, এমন একটা কিছু খুঁজছিল। তারপরেই আমার মুখে এসে লাগল।' চোখদুটো গোল গোল করে নিজের গালে আঙুল ছোঁয়াল হাটি, 'খুব একটা জোরে অবশ্য লাগেনি। আমি যে ওখানে রয়েছি, হাতের মালিক সেটা যেন ঠিক বুঝতে পারেনি—তাই হঠাৎ করে লেগে গেছে।'

'শুনে মনে হচ্ছে না, কোন বদমাশ ছেলে-ছোকরার কাণ্ড।' এমার দিকে তাকালেন কোরি।

'রাত তিনটের সময় কেউ অমনধারা বাঁদরামো করতে আসবে না, এটা ভদ্রপাড়া।' এমা বলল, 'হাটি নির্ঘাত কোন নেশার জিনিস খেয়েছিল।—যাও, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো হাটি। আমি পরে একবার তোমার সঙ্গে দেখা করে আসব খন।'

কম্বল লোটাতে লোটাতে হাটি চলে যেতেই এমা ভালো করে দেখে নিল, দরজাটা

বন্ধ আছে কিনা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ওপর তলায় কি হয়েছে, মিঃ ক্রস? মিসেস নোরার কি এমন হল? হাটির চিৎকারের জন্যেই কিছু হয়েছে নাকি?'

'নিশ্চয়ই তাই।'

'কিন্তু চিৎকারটা উনি শুনলেন কি করে? রাত্তির বেলা ওর দরজা তো চিরদিনই বন্ধ থাকে।'

'বারান্দার দরজাটা খোলা ছিল, আর তার ঠিক নিচেই হাটির জানালা। আমার মনে হয়, ওটা ওই চিৎকারেরই ফল বলে আমরা ধরে নিতে পারি।'

'কিন্তু তাই বলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন! উনি কোনদিন জ্ঞান হারিয়েছেন বলে আমি জন্মেও শুনিনি! এমন কি রবি যখন—কিন্তু সে কথা তো আপনিও জানেন।'

'কিন্তু এখন ও অসুস্থ, এমা।'

'তবে আর একটা ব্যাপারও আছে,' এমার ভ্রূদুটো কুঁচকে ওঠে। 'রাত্রিবেলা যে কোন কারণেই হোক, উনি ভয় পেয়েছিলেন। মিস সিলস বলছিলেন, হয়ত উনি কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছেন।' মাঝরাতে মিস সিলসের বাড়িতে ফেরার পরের ঘটনাগুলো কোরিকে জানাল এমা। 'এমন কি মিস সিলস আমাকে পর্যন্ত বকাবকি করেছেন, যেন আমিই কিছু করেছি। হায় ভগবান! মরে গেলেও আমি কখ্খনো তেমন কিছু করব না, আপনি তো তা জানেন।'

'পেরির বাড়িতে আলো জ্বলছে', একটা জানালার কাছে এগিয়ে গেলেন ক্রস কোরি। 'কিন্তু ও যে ভয় পেয়েছে, তা বুঝলে কি করে? ও কথা বলতে পারে না, নড়াচড়া করতে পারে না—'

'ওকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, একেবারে ভয়াবহ লাগছিল ওকে।—হয়ত সেটা দুঃস্বপ্নেরই ফল, উনি জেগে-ওঠার পরেও হয়ত তার রেশটা ওর মন থেকে যায়নি—উনি মন থেকে সেটা ঝেড়ে ফেলতে পারছিলেন না। যাই হোক, তারপর মিস সিলস আমাকে নিচের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, উনি বরঞ্চ একাই ওকে ভালো সামলাতে পারবেন। অবশ্যি উনি কি করেছেন, তা আমি জানি না।'

'তখন মাঝরাত্রি?'

'হ্যাঁ, বারটা কিংবা তার চাইতে সামান্য বেশি। আচ্ছা, মিঃ ক্রস, মিস সিলস কি বলছেন?'

'অন্য সকলে যা জানে, মিস সিলস তা-ও জানেন না। উনি হাটির চিৎকারও শুনতে পাননি। আমি ওকে ঘুম থেকে না তোলা পর্যন্ত উনি জানতেই পারেননি কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার হয়ে গেছে। তা ছাড়া ওর ঘুমও খুব সহজে ভাঙানো যায়নি। আর নোরা—'

ক্রস কোরি কি যেন খোঁজাখুঁজি করছিলেন। এমা বলল, 'আপনি কি সিগারেট খুঁজছেন? তাহলে দয়া করে বসুন, আমি দিচ্ছি।' একটা দেরাজের ভেতর দেশলাই আর সিগারেট খুঁজে পেল ও, 'এই নিন। আচ্ছা, হাটির চিৎকারটা আপনি নিজের কানেই শুনেছিলেন—তাই না?'

'অবশ্যই! আমার ঘরের দরজা খোলা ছিল, আর পেছনের সিঁড়িটা—আমি তখুনি মিসেস ম্যানসনের ঘরে ছুটে গেলাম।'

'আমি তো ভেবেছিলাম, চিৎকারটা যেখান থেকে এল আপনি সেখানেই প্রথমে গেছেন।'

'তেমন ভাবনা আমার মনেই আসেনি। আমি যা করেছি, তুমি হলেও ঠিক তাই করতে।—কিন্তু তুমি কি শুনেছ, বল তো?'

'ঘন্টি না বাজিয়ে কে যেন সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে। ডাক্তারবাবু কি এত শীগগির আসবেন?'

এমা লাইব্রেরি ঘরের দরজা খুলতেই কার যেন কণ্ঠ শোনা গেল। এমা বলল, 'জর্জ পেরি এসেছে, নতুন ডাক্তারবাবুটিও। আমি ওপরে যাচ্ছি, আমাকে দরকার হতে পারে।' ক্রস কোরি কিছু বলার আগেই ও সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

জর্জের পরনে পাজামার ওপরে বর্ষাতি। শ্বাস-প্রশ্বাস দেখে মনে হয় যেন ছুটতে ছুটতে এসেছে। ক্রস কোরিকে সে বলল, 'আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম, দেখলাম এ বাড়ির আলোগুলো একটা একটা করে জ্বলে উঠল।—আপনি যদি বাইরের দিকটা খোঁজাখুঁজি করতে চান তো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। সেজন্যেই আমি এসেছি।'

'তুমি কি বিষয়ে কথা বলছ, তা জান?' নরম গলায় প্রশ্ন করলেন কোরি।

'বড্ড হাঁপিয়ে গেছি, একটু বরং বসে নিই।' জর্জ বলল, 'হ্যাঁ, জানি বৈকি। আপনি যদি ব্যাপারটা গোপন করার চেষ্টা করেন, তো ভাগ্য খারাপ বলতে হবে। বারান্দায় প্রেডেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে এবং উনি আমাকে সবই বলেছেন। কিন্তু তারও কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি নিজের চোখেই সবকিছু দেখেছি এবং মিসেস ম্যানসন যদি মারা গিয়ে থাকেন, আমি তাতেও অবাক হব না।'

জর্জের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন কোরি, 'ঠিক কি দেখেছ বলে তুমি মনে কর?'

'তা জানি না,' জর্জ লাল হয়ে উঠল। 'শুনুন, যারা প্রতিবেশীদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে জানালা দিয়ে ঝুঁকে থাকে, আমি আদৌ তাদের মতো নই। কিন্তু—'

জর্জ জানাল, সে দাঁতের পুলটিস ফেলার জন্যে জানালার কাছে গিয়েছিল এবং কথাটা বলার সময় অদ্ভুত ছেলেমানুষের মতো মনে হল ওকে। বলল, 'মাঠ পেরিয়ে আমি তখন ভালো করে এ বাড়ির দিকে তাকালাম, কারণ ঝুল বারান্দাটার নিচে কি একটা জিনিস যেন নড়াচড়া করছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম, একটা বড়সড় কুকুর বোধ হয়। কিন্তু তেমন কোন বড় কুকুর এ তল্লাটে নেই, তাই আমি তাকিয়েই রইলাম।' জর্জ আরও বলল, 'কুকুরটার রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছিল, ঠিক যেন শিকার খুঁজছে। সেটা বিচিত্র কিছু নয়, কারণ জায়গাটা ছুঁচো এবং ওই ধরনের জীবে ভর্তি; কিন্তু তারপরেই সেটা বেমালুম উধাও হয়ে যায়।' ততক্ষণে জর্জ সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছিল এবং তখন সে সিগরেট আনতে ঘরে গিয়ে ঢোকে। ফের জানালার সামনে এসে সে দেখতে পায়, কুকুরটা দোতলার বারান্দায় গিয়ে

উঠছে। 'অমন একটা বিশাল কুকুর আবছা অন্ধকারে বারান্দা দিয়ে হেঁটে গিয়ে মিসেস ম্যানসনের ঘরে ঢুকলে, উনি যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন তাতে অবাক হবার মতো কিছু নেই।'

'একটা কুকুর কিভাবে বেয়ে বেয়ে দোতলার বারান্দায় গিয়ে উঠতে পারে, সে সম্পর্কে তোমার কোন নিজস্ব মতবাদ আছে কি?'

'আমি সেটাকে উঠতে দেখিনি, কিন্তু নেমে আসতে দেখেছি। ঠিক যেন একটা বাঁদরের মতো নেমে এল। আসলে হয়ত বাঁদরই। দেখলাম, রেলিঙ টপকে সেটা লতানে গাছটার ওপরে গিয়ে ঝুলে পড়ল। কথাটা বুঝে দেখুন, ওটাকে কিন্তু আমি ঠিকভাবে মাটিতে নেমে আসতেও দেখিনি। আমি তখন ঘরে গিয়ে পাগলের মতো নিজের জুতো জোড়া খুঁজছি। হয়ত ওটা বাঁদর কিংবা হয়ত ব্যাস্কারভিলের শিকারী কুকুর। কিন্তু সে যা-ই হোক না, তা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই। তবে অমন একটা জীবকে খুঁজে বের করে গুলি করা উচিত—এই হচ্ছে আমার মত।—ভালো কথা, মিস সিলস কেমন আছে?'

'মিস সিলসের কোন ক্ষতি হয়নি।'

'শুনে খুশি হলাম.' জর্জের গলায় সামান্য ব্যঙ্গের সুর। 'কিন্তু ব্যাবককের বদলে প্লেডেল এলেন কেন? অবশ্যি প্লেডেলকে আমি ডাক্তার হিসেবে খারাপ বলে মনে করি না। একবার আমার মাকে উনি দেখেছিলেন এবং খুব সহজেই রোগটা ধরে ফেলেছিলেন। তবে কি না আমি ভেবেছিলাম, ব্যাবককই এ বাড়ির ডাক্তার।'

'ব্যাবকক রোগী দেখতে বেরিয়েছেন'।'

'প্লেডেল বললেন, হাটি এমন চিৎকার করেছে যে তাতে নাকি মরা মানুষ পর্যন্ত জেগে ওঠে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু জর্জ, এ সমস্ত কথা আমি ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে তুমি আলোচনা করো না। এর আগেই পত্রিকায় আমাদের নিয়ে দিব্যি ফলাও করে লেখালেখি হয়েছে। লোক জানাজানি হলে এবারেও তার অন্যথা হবে না। প্রতিবেশীদের মনোবল ভেঙে যাবার ব্যাপারটা না হয় ছেড়েই দিলাম। তাছাড়া আমাদের হাটি যে কি বস্তু, তা তো তুমি জান।'

'জানি বৈকি। আমি ওকে ফাঁদ পেতে ইঁদুর ধরতে সাহায্য করতাম—অথচ ইঁদুরের কোন অস্তিত্বই তখন সেখানে ছিল না। প্লেডেলের কথা অনুযায়ী, এবারেও নাকি ছ-ফুট লম্বা একটা হাত দেখেছে।'

'প্লেডেল বড্ড বেশি বকেন। ম্যানসনও তাই।'

'ঠাট্টা নয়, আমার মাও কিন্তু তাই। মায়ের কানে এ ঘটনাটা ওঠা অব্দি অপেক্ষা করুন, তাহলেই সেটা বুঝতে পারবেন।—খোঁজাখুঁজি করার জন্য আপনারা যদি আমার সাহায্য চান, সে জন্যে আমি কোথায় যাচ্ছি তা একটা কাগজে লিখে, সেটা মায়ের দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে এসেছি।'

'শোনো জর্জ—'

'ধরুন আমরা যদি কোন থাবার দাগ দেখতে পাই—মাটিতে বৃষ্টির জল বসে নরম

হয়েছে, কাজেই দাগ থাকতেই পারে। কিংবা কোন ঝরা পাতা, ভাঙা ডাল বা ওই জাতীয় অন্য কিছু। অথবা ধরুন, পায়ের ছাপ। কাণ্ডটা কোন গুণ্ডা বেড়ালেরও হতে পারে। অথবা কুকুর না হয়ে মানুষও হতে পারে—উদ্দেশ্য, মিসেস ম্যানসনের গয়নাগাঁটিগুলো সরানো।'

'গয়নাগাঁটি সবই বীমা করা।'

'কিন্তু বীমার অঙ্কটা নিশ্চয়ই এত বিরাট নয় যে, ভয়ে প্রাণ বেরিয়ে গেলে তারও ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে। আমার মনে হয়, আপনাতে আর আমাতে মিলে বাইরেটা একবার দেখলে ভালো হয়। অন্তত নিজেদের সন্দেহটা তাতে মিটিয়ে নেওয়া যায়।'

'ওসব আজগুবি কথা ছাড়, এখন আর আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ হইনি,' জর্জের গলায় অভিযোগের সুর। 'একটু আগেই আমি হাটির জানালা দিয়ে দেখলাম, বারান্দায় আইভি লতার খানিকটা অংশ আলগা ভাবে ঝুলছে। বিকেলে কিন্তু অমন ছিল না।'

'ও সব লক্ষ্য করার পক্ষে এখন কিন্তু বেশ অন্ধকার এবং তুমি নিজেও তা জান।'

'এটা জ্বাললে অন্ধকার থাকে না,' পকেট থেকে টর্চ বের করে ঘরের চতুর্দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলতে থাকে জর্জ। 'বাগান পেরিয়ে আসার সময় আমি এটা ব্যবহার করেছিলাম। আমি যা দেখেছি, ঠিকই দেখেছি।'

'ওটা বন্ধ কর, আর-একটু বড় হয়ে ওঠ দেখি।'

'মা-ও সব সময় ওই কথা বলে—বড় হও, বড় হও।'

সদর দরজার ঘণ্টাটা একবার বেজে উঠল। কোরি ফিরে এসে বললেন, 'ব্যাবকক এসে গেছেন। শেষ পর্যন্ত তাহলে বাড়িতে ফিরে, ম্যানসনের ফোনের খবরটা উনি পেয়েছিলেন।'

জর্জ আপনমনে ঘরে পায়চারি করছিল। লালমুখো অল্পবয়সী প্রেন্ডেস যখন দরজার কাছে এসে তাঁকে হাটির কাছে নিয়ে যাবার কথা বললেন, তখন সামান্য আগ্রহ দেখাল সে। কোরিই ওঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপরেই জর্জের ভ্রাম্যমাণ পদযুগল তাকে জানালার কাছে নিয়ে এল। বাইরের দিকে তাকিয়ে শিস দিয়ে উঠল জর্জ। তার বাবা আর মা তখন টর্চ নিয়ে ভেজা ঘাস পেরিয়ে এ-বাড়ির সদর দরজায় আসার রাস্তাটার দিকে এগোচ্ছিলেন।—ফের কুশিতে বসে ঘন্টির বাজনা শোনার জন্যে অপেক্ষা করে রইল জর্জ।

●

মিলি জানাল, ওর কিছুরই প্রয়োজন নেই। মিঃ ম্যানসন বললেন, 'অবশ্যই আছে। আপনি নিচে এসে এক পাত্র পানীয় খেয়ে যান।' তারপরেই ঘন্টি শুনে তিনি দরজা খুলে দিতে গেলেন।

করুণভাবে ঘুমোচ্ছিলেন মিসেস ম্যানসন। ওঁর বিছানার কাছে মিলি, এমা আর ডাক্তার ব্যাবকক। মিলি বলল, 'আমি কিছুই শুনিনি, শুনলেও ভয় পেতাম

না। ছাটিকে অমন চিৎকার করতে আমি আগেও শুনেছি। একটা জুজুবুড়ি দেখেছে ভেবেই ও চিৎকার করে। কিন্তু বেচারী মিসেস ম্যানসন—'

'ঠিক তাই', ব্যাবকক বললেন। 'যাক, যা হবার হয়ে গেছে।'

মিসেস ম্যানসনের বন্ধ চোখদুটির দিকে তাকাল মিলি। চমৎকার কাজ দেখিয়েছেন ডাক্তার প্লেডেল। মিসেস ম্যানসনের জ্ঞান ফিরিয়ে এনে ওর সঙ্গে তিনি এমনভাবে কথাবার্তা বলেছেন যাতে বোঝা যায়, মিসেস ম্যানসনকে উনি বিচক্ষণ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক বলেই মনে করেন। ছাটি যে দুঃস্বপ্নটা দেখেছে সেটা উনি এমনভাবে বর্ণনা করলেন, যেন স্বপ্নটা উনিই দেখেছেন। তাঁর সঙ্গে এমাও কথাটা শুনে হেসে ফেলেছিল। মিসেস ম্যানসন সব-কিছু শুনছিলেন, এক মুহূর্তের জন্যেও প্লেডেলের তরুণ মুখখানার দিক থেকে উনি ওঁর দৃষ্টি সরিয়ে নেননি। তারপর প্লেডেল ওঁকে একটা ঘুমের বড়ি দিয়েছিলেন কিন্তু টেবিলে রাখা শিশিটা থেকে নয়। শিশিটার দিকে তিনি হাত বাড়িয়েছিলেন বটে, কিন্তু মিসেস ম্যানসনের চাউনি মাঝপথেই তাঁর হাতটাকে থামিয়ে দেয়। তখন নিজের আনকোরা নতুন ব্যাগ থেকে একটা শিশি বের করে, ওঁকে দেখাবার জন্যে তুলে ধরেছিলেন প্লেডেল। তা সত্ত্বেও রাজি হননি মিসেস ম্যানসন—এমনভাবে এমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, যেন এমার সঙ্গে উনি কথা বলছেন। তখন এমা বলে, 'আমি এখানেই থাকব, আপনার সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমোব। আর এটা যে এই প্রথম বার হচ্ছে, তা তো নয়।' তারপর সব-কিছুই ঠিক হয়ে গেল। এখন মিসেস ম্যানসন ঘুমোচ্ছেন আর এমা বিছানায় বসে হাই তুলতে তুলতে সবাইকে এ ঘর থেকে চলে যেতে বলছে।

'আসুন মিস মিলস', ব্যাবকক মিলির বাহু স্পর্শ করলেন। 'এখানে আপনার আর-কিছু করার নেই। মিঃ ম্যানসন আপনাকে কি বললেন, শুনেছেন তো? তাজা হয়ে ওঠার জন্যে এখন একপাত্র পানীয়ের ভীষণ প্রয়োজন—আপনারও, আমারও।—সারাটা দিন আজ বড্ড খাটুনি গেছে, রাতেও কিছু কমতি নেই।'

মিলি স্বস্তি পায়। ওর ভয় ছিল, ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে ব্যাবকক হয়ত ওকে দোষারোপ করবেন। কিন্তু উনি অবুঝ নন। ভারি চমৎকার মানুষ এই দুজন—প্লেডেল আর ব্যাবকক। মিলির ভাগ্য ভাল।

হলঘরের দুধারে সব ক'টা দরজা বন্ধ, শুধু দুটো দরজা বাদে। ডান দিকে মিসেস ম্যানসনের স্নানঘরের লাগোয়া গোলাপ-ঘর, যেটা মিঃ ম্যানসন আজকাল ব্যবহার করেন। ঘরের মধ্যে গোলাপী কম্বলগুলো এলোমেলো, বিছানার গোলাপী চাদর মেঝেতে লুটাচ্ছে, বারান্দার দিকের দরজাটা খোলা, পর্দাগুলোও টেনে দেওয়া হয়নি। খুব তাড়াহুড়ো করে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন মিঃ ম্যানসন।

বাঁ ধারে রবির ঘর। তালা বন্ধ। সব সময়েই ঘরটা তালা-বন্ধ থাকে। ভেতরে তাকালে দেখা যাবে, ঘরটা অন্ধকার আর ধূলিধূসর। রবির বিছানায় কি এখনও চাদর পাতা রয়েছে? ওর শরীরের চাপে কুঁচকে-ওঠা সাদা চাদর আর ওর মাথার চাপে টোল-ধরা সাদা বালিশ? না, বিছানাটা মসৃণই থাকবে। কারণ রবি ওখানে ঘুমোয়নি।

রবির পরের ঘরটা ক্রস কোরি ব্যবহার করেন। বাদামী রঙের ইংরেজী কেতা-দুরস্ত ঘর, ইংরেজী ছায়াছবিতে যেমনটি দেখা যায়। ভেতরে সাদাসিধে ঘন রঙকরা আসবাব, ভারি এবং সুন্দর। সব-কিছুই মহার্ঘ্য। একজন স্কাউটের মতোই বিছানা ছেড়ে উঠেছিলেন ক্রস কোরি। চাদরগুলো নিখুঁতভাবে ভাঁজ করা, ঘন বাদামী কম্বলগুলো পরিপাটি করে সাজানো। এ ঘরের ঠিক পাশেই একটা কলঘর। তারপরেই সিঁড়ি, যেটা সোজা রান্নাঘরে গিয়ে নেমেছে।

ক্রস কোরির ঘরের উলটো দিকে, হলঘরটা পেরিয়ে, মিঃ ম্যানসনের স্যুইট—যেটা মিঃ ম্যানসন এখন ব্যবহার করেন না। কিন্তু কেউ একজন এ ঘরে এসেছিল। স্নানঘর এবং পোশাক পরার ঘরে আলো জ্বলছে। পোশাকের আলমারির দেরাজগুলো খোলা। ঠিক মনে হয়, তাড়াহুড়ো করে কেউ যেন কিছু খুঁজছিল। রুমালগুলো মেঝেতে পড়ে রয়েছে, গলায় বাঁধার লম্বা একটা রুমাল ঝুলে রয়েছে খোলা দেরাজ থেকে।—কি খোঁজা হয়েছিল অত তাড়াহুড়ো করে? রুমালের দেরাজে রাখা রিভলবার? হতে পারে হয়ত। রাত্রিবেলা অমন একটা চিৎকার—

দ্বিতীয় বন্ধ দরজাটা মিঃ ম্যানসনের স্যুইটের ঠিক পরেই। চিলেকোঠার দরজা।

ডাক্তার ব্যাবককের হাতখানা মিলির বাহু চেপে ধরল। নিশ্চয়ই আমার হাত কাঁপছিল, ভাবল মিলি, যেমন কাঁপছে হাঁটুদুটো। মাথাটাও ধরেছে। কৃতজ্ঞতা বোঝানোর জন্যে ডাক্তার ব্যাবককের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল ও। সামনেই একতলায় নামবার প্রশস্ত সিঁড়ি।

'কাল সব-কিছু স্বাভাবিকভাবে নেবেন,' ব্যাবকক বললেন। 'আপনার রোগীটির সম্পর্কে কোন চিন্তা করবেন না, উনি ভালোই আছেন।—রোজ আপনি বেশ খানিকটা করে হাঁটবেন আর ভালো ভালো জিনিসের কথা ভাববেন, বুঝেছেন? আপনাকে আমরা অসুস্থ হতে দিতে পারি না।'

নিচে নেমে এল ওরা।

জর্জের বাবাকে মিলি আগেও দেখেছে। বাগানে ফুলের কেয়ারিগুলোকে উনি নিয়মিত পরিচর্যা করেন। দেখে মনে হয়, ঠিক যেন বুড়িয়ে-যাওয়া জর্জের প্রতিরূপ। পাজামার ওপরে ওঁর পুরনো ট্যুইডের কোটটা ভিজে এবং কোঁচকানো। তাপচুল্লির আগুনের সামনে হুমড়ি খেয়ে থাকা ভদ্রলোককে দেখে মনে হয়, উনি শীতার্ত এবং অখুশি। এলিস পেরিও মিলির পরিচিতা এবং সে-পরিচয়ও শুধুমাত্র দূর থেকে দেখে চেনার পরিচয়। এলিস পেরি কিন্তু পুরোদস্তুর সেজেগুজেই এসেছেন।—কেউই মিলির সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিল না।

আলোর বৃত্তের বাইরে জানালার কাছাকাছি একটা কুর্সি নিয়ে বসল মিলি। ওকে একপাত্র পানীয় এনে দিল। দূরের দিকে একটা বিশাল কুর্সিতে বসে-থাকা প্রেণ্ডেলকে নিতান্তই ছোটখাট লাগছে। আর জর্জকে দেখে মনে হচ্ছে, একটা এক নম্বরের বুদ্ধু। সুযোগ পেলেই কথাটা ও জর্জকে জানিয়ে দেবে। আবার মিটিমিটি হাসা হচ্ছে! অত হাসির কিছু হয়নি।

এলিস পেরিও হাসছিলেন। সুদক্ষ পরিশীলিত মজলিসী হাসি। 'সাধারণত

আমি একটা শিশুর মতো ঘুমোই,' উনি জানালেন। 'কিন্তু আজ রাত্তিরে কিছুতেই ঠিক মতো স্বস্তি পাচ্ছিলুম না। জর্জের হাঁটা-চলার আওয়াজ আমি অবশ্যই শুনেছি, কিন্তু ভেবেছিলুম দাঁত-ব্যথার দৌরাত্ম্যে ঘুমোতে পারছে না বেচারা। তারপর শুনলুম, আমাদের বড় জর্জ, মানে জর্জের বাবাও উঠে পায়চা রি করছেন।' বুঝুন, কি মানুষ এরা! যাই হোক, তারপর বিছানা ছেড়ে উঠেই ছোট জর্জের ওই অদ্ভুত চিঠিটা পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে আমরা একেবারে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়েছি—মানে প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের যা করা উচিত।—আমার বাড়ি হলে আমি নির্ঘাত হাটির মাইনে কেটে নিতুম।'

সবাই হেসে উঠলেন।

'আসল দুর্বৃত্ত হচ্ছে বাতাস,' কোরি বললেন। 'জর্জ বলেছে, আইভি লতাটা নাকি ঝুলে পড়েছে। হাটি আসলে ওই লতাটাকেই দেখেছিল।'

'সত্যি, যা বিচ্ছিরি বাতাস!' এলিস পেরি সায় দিলেন। 'আমাদের চন্দ্রমল্লিকা গাছগুলোকে একেবারে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে। আসার সময় আমি তো তোমাকে দেখালুম, তাই না?'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন মিঃ পেরি।

'শহরেও ভীষণ বিশ্রী বাতাস বইছিল,' ব্যাবকক বললেন, 'আমার সেটা মোটেই ভালো লাগেনি।'

'বাতাস, ওগো বাতাস,' আচমকা সুরেলা ছন্দে মুখর হয়ে ওঠে জর্জ। হাতের টর্চটা নিয়ে ইচ্ছেমতো খেলা করছিল, একবার জ্বালছিল আবার নেভাচ্ছিল।

'টর্চটা রাখ,' এলিস পেরি বললেন। 'ভীষণ বোকা বোকা লাগছে তোমাকে। তা ছাড়া তোমার হাতদুটোও পরিষ্কার নয়।'

'বাতাস, ওগো বাতাস,' ফের বলল জর্জ। নীল আর সোনালী রঙের ছোট্ট একটা বইয়ের কথা মনে করতে বাধ্য হচ্ছি আমি। বইটার নাম, 'শিশু কাব্য-উদ্যান'। রবির আর আমার—দুজনেরই একটা করে ওই বই ছিল। কিছু কিছু কবিতা আমরা মুখস্থও করেছিলাম। বলছি, শুনুন। কবিতার নাম—বাতাস, ওগো বাতাস। 'চারধারে শুনি/বয়ে যাও তুমি,/স্কার্ট যেন যায়/ঘাসবন চুমি'।—আমি কি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠছি নাকি?'

সকলে হেসে উঠলেন, যেমন হাসি উঠেছিল হাটির প্রসঙ্গে। আকস্মিক ক্রোধে জর্জের দিকে ফিরে তাকাল মিলি, জর্জ রাঙা হয়ে উঠল। সব সময় কেন আমি বোকাদের সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠি? নিজেকে প্রশ্ন করল মিলি। কেন জর্জ ওর বাবা মায়ের সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দেয় না? আমিই বা কেন বোকার মতো এখানে বসে রয়েছি? কারণ, আমি বোকা ব'লে।

'মাপ করবেন,' মিলি উঠে দাঁড়াল। 'আমার ওপরে থাকার কথা, আমি যাচ্ছি।'

নতুন আর-এক দমক হাসির মুখে ঘরের দরজা টেনে দিল মিলি। জর্জ ফের ওঁদের হাসির খোরাক হয়েছে। ওর বুদ্ধিবৃত্তির পরিমাপ বড় জোর ছয়।—

মিলি যখন সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠে এসেছে, তখন জর্জও ওর পেছন পেছন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল। কাছাকাছি এসেও জর্জ কোন কথা বলল না, শুধু দুহাত বাড়িয়ে ওকে ঘনিষ্ঠ করে কাছে টেনে নিল। আঙুলে আঙটি পরানোর চাইতেও এটা অনেক সুন্দর। এই প্রথম মানুষটা এমন একটা কাজ করল। এখন ওর বুদ্ধিবৃত্তির পরিমাপ একেবারে স্বর্গের উচ্চতায় উঠে এসেছে—ঠিক স্বর্গের সমান সমান উচ্চতায়।

●

ওই আলোটা সূর্যের। রোব-বার সকালের সূর্য। ওখানে—ওটা এমা। স্নানঘর থেকে দুধের ফ্লাস্ক, পেয়ালা আর গ্লাস নিয়ে ঘরে আসছে। সব ক-টাই ধুয়ে-মুছে ঝকঝকে করে তোলা হয়েছে। সব-কিছু ধুয়ে গেছে। আর-কোন চিহ্ন নেই। একটুও না।

দু-চোখের ফাঁক দিয়ে এমাকে লক্ষ্য কর। সেই পুরনো কৌশলটা কাজে লাগাও আবার।

গালচের ভেজা জায়গাগুলো এমা ঘষে ঘষে সাফ করছে, মুছে ফেলছে চারটে হাতের দাগ। মেঝে থেকে শুকনো পাতাগুলো ঝাঁট দিয়ে ফেলছে ও, বকবক করছে বাতাসের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে। একটু পরে কালকে রাতের কোন চিহ্নই এ ঘরে অবশিষ্ট থাকবে না।

বাতিদানটায় একটা চিড় খাওয়ার দাগ। এমা কি ওটা লক্ষ্য করবে? নতুন চিড় খাওয়ার দাগ। দেখতে পেলে এমা নিশ্চয়ই খুশি হবে না, রেগে উঠবে, বকবক করবে। এমা কিংবা মিস সিলস যে-কোন একজন দেখলেই কাজ হবে। বলবে, 'কি লজ্জার কথা! বাতিদানটা ওর এত প্রিয়—সেটার এমন দশা কি করে হল।'

দুটো মোটা মোটা হলদে হাত তাড়াহুড়োয় আমার ঐ সুন্দর বাতিটাকে মেঝেতে ফেলে দিয়েছিল। তারপর ঘরে আর যথেষ্ট আলো ছিল না। যতটুকু ছিল তাতে নজর করে কিছু দেখা চলে না, নিশ্চিন্তে খুন করা চলে না। বাতিদানটার আছড়ে পড়ার শব্দ আর দুটি মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া ঘরে তখন আর অন্য-কোন শব্দের অস্তিত্ব ছিল না। না, আমার নিশ্বাসের কোন আওয়াজ ছিল না। অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে রাখার মতো করে আমি তখন দম বন্ধ করে রেখেছিলাম। শুধু দুটি মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ—কুর্সিতে বসে-থাকা মিস সিলসের, আর খাটের শিয়রে দাঁড়ানো অন্য আর একজনের। সিলসের টানাটানা বিলম্বিত শ্বাস, অন্যজনের দ্রুত ও আতঙ্কিত। মিস সিলস যদি জেগে উঠে, সেই আশায় ও তখন অপেক্ষা করছিল। বাতিদানটার আছড়ে পড়ার আওয়াজ একটা শুনেছিল, অথবা অনুভব করেছিল। ঘুমের মধ্যে নড়েচড়ে উঠে চাপা গলায় একটা অস্ফুট কাতরোক্তি করে উঠেছিল ও। হাত চারটে তখন মেঝের ওপর দিয়ে ঘষটে ঘষটে পর্দাটার কাছে চলে গিয়েছিল। ভয় পেয়েই পালিয়েছিল, কিন্তু অভিনয়ের অংশটুকু শেষ ক'রে। জেগে উঠলে মিস সিলস তখন চার হাতের ওপরে ওই অদ্ভুত বস্তুপিণ্ডটাকে দেখতে পেত, চিৎকার করে উঠত—হাটি যেমন চিৎকার

করেছিল। তারপর ওকে বলা হত, 'মিস সিলস, আপনার বড্ড পরিশ্রম যাচ্ছে। সপ্তাহ খানেকের বিশ্রাম—' ব্যস, তারপর মিস সিলসকে আর এখানে দেখা যেত না। আচ্ছা, সঠিক কোন মানুষ বাতিদানটার ওই চিড়-খাওয়া দাগ লক্ষ্য করার আগেই কি ওটা সরিয়ে ফেলা হবে! যদি তাই হয়, তাহলে তার জন্যে কি কৈফিয়ত দেওয়া হবে তখন। যাই হোক না কেন, তুমি জান বাতিদানটা এখান থেকে সরে যাবে। কাজেই ও কথা এখন ভুলে যাও, মনে করতে চেষ্টা কর পরের অংশটুকুর কথা। হয়ত আরও কিছু আছে, ছোটখাট নগণ্য কিছু টুকরো অংশ।

হাটি। সেটা কত পরের ঘটনা। এক মিনিট, দু-মিনিট। অমন অন্ধকারে সময়ের কথা আর কে চিন্তা করে! র‍্যালফের ডেকে-আনা নতুন ডাক্তারটি বড্ড ছেলেমানুষ আর ভীষণ অনভিজ্ঞ। কিন্তু সহজাত বুদ্ধি বলতে যা বোঝায়, ভদ্রলোকের তা আছে। একবারেই উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, টেবিলে-রাখা শিশি থেকে ওকে ওষুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু কেন, তা উনি জানার চেষ্টা করেননি। ওর নিজের শিশিটা একেবারে নতুনই ছিল, ওকে দেখিয়েই উনি শিশিটা খুলেছিলেন। নতুন শিশির ওষুধ—সেটা অনেক নিরাপদ। তাছাড়া সারারাত এমা ঘরে থাকবে, মিস সিলসও।—যথেষ্ট।

নতুন ডাক্তার বলেছেন, হাটি দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে উঠেছিল। কিন্তু মিস সিলস বলেছে, জানালার বাইরে আইভি লতাটা দেখে হাটি ভয় পেয়েছিল। ওরা যে যা বলেছে, তাই বিশ্বাস করেছে—সেগুলোই ওদের বলা হয়েছে। কিন্তু ওই লতার প্রতিটি পাতা, প্রতিটি গ্রন্থি আকর্ষ হাটির চেনা। হাটি যা দেখেছে তা হচ্ছে, চারটে হাতের সঙ্গে একটা কৃষ্ণ বর্ণ আকৃতি। কিন্তু হাটির সে-কথা উড়িয়ে দেওয়া হবে। একমাত্র হাটি যদি সর্বত্র সকলের কাছে কথাটা বলে বেড়ায়। এমন কি দোকানীদের কাছেও। দোকানীদের মাধ্যমে যে-কোন কথাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সত্যি সত্যি হাটি যদি হাতগুলোর কথা বলে বেড়ায় এবং সেটা যদি সঠিক ব্যক্তির কানে গিয়ে পৌঁছোয়—

কিন্তু কে সেই সঠিক ব্যক্তি? কে জানে, হাতগুলোর কথা?

কে জানে? তুমি জান। তুমি তাকে ওগুলো তৈরি করতে দেখেছিলে। ব্যাপারটা ছিল গোপনীয়। উদ্দেশ্য, মজা করা। সে বলেছিল, ওগুলো সে উপহার দেবার জন্যে তৈরি করছে। বলেছিল, 'কে সর্বদা দুজোড়া হাত চায়, বল তো?' কথাটা বলে হেসেছিল সে।

ভাব, চিন্তা কর। আরও একজন কথাটা জানে, যে ঘরে ঢুকে জিনিসটা দেখেছিল। কে সে? কে ঘরে ঢুকেছিল?—নাঃ, ফের তুমি ভুল পথে চলেছ। তোমার মনটাকে তুমি অসংলগ্ন আর বিপথগামী করে তুলছ। তুমি তার মুখ দেখতে পাচ্ছ, কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছ। এটা তোমার পক্ষে খারাপ। এক মিনিট থমকে থেকে অন্য-কিছুর চিন্তা কর। মিস সিলস আদর করে তোমাকে যা বলে ডাকে, তুমি তাই বলে ডাক নিজেকে। নেহাতই বোকার মতো কাজ, তবু তাই করো। সোনা, লক্ষ্মী বল নিজেকে—বল, আমি লক্ষ্মী মেয়ে—আমি ছোট্ট সোনা।

এবারে ফিরে চল কালকের রাতে। হয়ত কোন কিছু তোমার নজর এড়িয়ে গেছে, যা তোমার হয়ে কথা বলবে, তোমার হয়ে আঙুল তুলে দেখাবে। ভাব, চিন্তা কর। জলদি।

বাতিদানটা মেঝেতে আছড়ে পড়ল। অন্ধকার। প্রতীক্ষা। চিৎকার। তারপর? তারপর আর-কিছু নেই। কিছু না, কিছু না। থাক, চেষ্টা করা ছেড়ে দাও তাহলে।

'আপনার ঘুম ভেঙেছে, ভালোই হয়েছে।' এমা বলল, 'মিস সিলস আপনার জন্যে সকালের জলখাবার নিয়ে আসছেন। একটা দেবদূতীর মতো ঘুমোচ্ছিলেন আপনি। অবশ্যি আমি আপনার পাশে আছি জেনেই অমন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছেন।'

চামচ আর কাচের নলের সাহায্যে ওকে খাওয়াতে খাওয়াতে অজস্র অবান্তর কথা বলতে লাগল এমা। সব কথাই যেন ভীষণ জরুরী। 'সকাল থেকে পাগলের মতো টেলিফোন বাজছে। আপনি ভয় পেয়েছিলেন শুনে সবাই আপনার খবরাখবর নিচ্ছে। মোটে দশটা বাজে, অথচ এর মধ্যেই লোকজন আসতে শুরু করে দিয়েছে। ডাক্তার ব্যাবকক, পেরিরা সবাই, এমন কি ছোকরামতো সেই নতুন ডাক্তারটাও এসেছেন—অবশ্যি তিনি আবার চলেও গেছেন। মিসেস পেরি আপনার জন্যে চমৎকার একটা জেলি আর-এক বোতল পেরি নিয়ে এসেছেন। এবারে ডিমটা খেয়ে নিন, তারপর আমি ওঁদের এ ঘরে নিয়ে আসব।'

'বারান্দায় বড্ড ঠাণ্ডা, আমরা বরং জানালার কাছেই বসব।' কুর্সি সাজাতে সাজাতে মিস সিলস বলল, 'কি সুন্দর রোদ ঝলমলে জানালা! এখানে বসে আপনি ছোট্ট একটা পুষির মতো দিব্যি ঝিমোতে পারবেন। এখন আপনার আরও অনেক ঘুমোনো দরকার। – দেখ এমা, দেখ—উনি আবার ওর পুরনো কম্বলটা চাইছেন। ঠিক আছে, আমরা সবাই ঠিক হয়ে বসি, তারপরে পাবেন।—নাঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না! দাঁড়ান না, আসছে সপ্তাহ থেকে আমি নিয়ম-শৃঙ্খলা চালু করতে শুরু করব।'

চাকা লাগানো কুর্সিতে বসিয়ে ওকে ওরা জানালার কাছে নিয়ে এল। বাইরে পায়ের শব্দ। সতর্ক পায়ে এগোচ্ছে সবাই। সবাই জানে, রাতটা ওর খারাপ কেটেছে।

'দেখি, আপনাদের সকলের পাগুলো দেখান।' এমা বলল, 'আপনারা বাগান মাড়িয়ে এসেছেন, আমি দেখেছি। ঘরের পরিষ্কার মেঝেটা আমি নোংরা হতে দেব না।'

'নোংরা?' জর্জ পেরির গলা।

'হ্যাঁ, নোংরা—কাদা, গাছের পাতা। কাল রাতে আপনারা বাইরে গেছেন আর ঘরে এসে ঢুকেছেন। আমাকে হাঁটু মুড়ে বসে সেগুলো সাফ করতে হয়েছে।'

ওর কুর্সিটা ঘিরে সবাই হাসছে, কথা বলছে, প্রশংসার বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। ও সাহসী, কাল রাতে একজন সৈনিকের মতো সাহস দেখিয়েছে ও। দিনের পর দিন

ও যে ক্রমাগত ভালো হয়ে উঠছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ও বেশ ভালো আছে আজ। ও চোখ বুজল, কারণ ওদের মুখগুলো ও দেখতে চাইছিল না। ওদের কণ্ঠস্বরই বলে দিচ্ছে, ওরা কোথায় কোথায় দাঁড়িয়ে বা বসে আছে।

জানালার তাকে-বসা মিস সিলস কাকে যেন বলল, 'না কম্বলটা সরিয়ে নেবেন না। আমি জানি গরম লাগছে, কিন্তু ওটা উনি রাখতে চান।'

'উনি কি ঘুমোচ্ছেন, মিস সিলস ?'

'না, আয়েস করছেন। এটা কিন্তু ভালো লক্ষণ। আপনারা ঘরে এলে উনি সর্বদাই এমন করেন। না, কথা বলা বন্ধ করবেন না—চালিয়ে যান। ওকে ঘিরে কথাবার্তা চলা, উনি পছন্দ করেন। তাই নয় কি, ডাক্তার ব্যাবকক ?'

'ঠিক, একদম ঠিক কথা। কিন্তু সদাশয় প্রতিবেশীটির নিয়ে-আসা শেরিটার ভবিষ্যৎ কি হবে, সে-বিষয়ে আমি প্রশ্ন করতে পারি কি ?'

'আমার বোধহয় ওটা—' র‍্যালফ সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত।

'এখন বেলা এগারটা', ব্যাবকক বললেন। 'সারাটা রাত আমাদের খুব বিশ্রী ভাবে কেটেছে। কাজেই—'

'বলি কেমন মানুষ আপনারা—অ্যাঁ ? ওটা মিসেস ম্যানসনের জন্যে নিয়ে আসা বিশেষ বোতল, তা আপনারা ভুলে গেছেন ?'

'আচ্ছা এমা, তোমার কি মনে হয় আমরা তাহলে—'

আলোচনার বিষয়বস্তু সামাজিক প্রসঙ্গে বাঁক নেওয়ায় এমা খুশি মনে গজগজ করতে করতে খাবার ঘর থেকে বাড়ির শেরিটা নিয়ে আসে। গ্লাসে গ্লাসে ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ ওঠে। গুঞ্জন চলতে থাকে। এমা বলে, 'এবারে আমি বসলাম, পা দুটো বড্ড ধরে গেছে। আসলে আমি যে বুড়ি হয়েছি, সে কথাটা কেউ ভেবে দেখে না। এখানে কাজ করতে হলে এক এক জনের দুজোড়া করে হাত থাকা দরকার।'

শোন! তোমরা শোন! সবাই মিলে শোন তোমরা! এমা একজনের কথার উদ্ধৃতি দিচ্ছে, এমা ঠাট্টা করছে—তোমরা কি তা শুনতে পাচ্ছ না ? এমার চোখদুটো লক্ষ্য কর—দেখ, এমা কোন্‌দিকে তাকাচ্ছে।—আবার বল, এমা। এমা, তুমি আবার বল কথাটা !—

'যখন তখন আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করে,' এমা বলল।

'তোমার মন যা চায়, তুমি তা-ই করতে পার এমা। এ বাড়ি তো তোমারই।'

'কথাটা শুনে খুশি হলাম, কারণ এই মুহূর্তেই আমি একটা জিনিস চাইব।' তারপরেই সেই কথাটা উঠল।

এমা বলল, 'বিছানার কাছে-রাখা ওই বাতিদানটাকে বিদেয় করার জন্যে আমি অনুমতি চাইছি।'

'কেন, ওটা কি দোষ করেছে ?'

'ওটা এখানে মানায় না। ঢাকনাটা বড্ড বড়, যেতে আসতে অসুবিধে হয়।'

এমা, বাতিদানটার দিকে তাকাও—তাকিয়ে দেখ একবার।

ভয় কি এমা—না, চোখ খুলো না। ওরা সারা ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ

একজন তোমার কুর্সির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সাবধান। কেউ একজন সাগ্রহে অপেক্ষা করছে, লক্ষ্য করছে—তুমি—

আমার গলা থেকে তোমার হাত সরিয়ে নাও। অন্ধকার হওয়া অব্দি কি তুমি অপেক্ষা করতে পার না?

'এই! বলি, হচ্ছেটা কি?' মিস সিলস ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। 'অমন করে কাঁপার কি হল? শরীরটা তো দেখ্‌ছি সেঁকা রুটির মতো গরম! তা হলে? স্বাভাবিক হয়ে উঠুন, লক্ষ্মীটি।'

'আলোর কথায় একটা কথা মনে পড়ে গেল,' জর্জ বলল। 'কিন্তু তার আগে বলুন, কালকের রাত্তিরের কথা আলোচনা করাটা এখন ঠিক হবে তো?'

'কেন হবে না?' ডাক্তার ব্যাবকক জানালেন, 'কালকের রাত্রি ইতিমধ্যেই বিস্মৃতি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আলোর প্রসঙ্গে কি বলছিলেন আপনি?'

'ওই আলোটা এমা পছন্দ করে না। আমি জানালা দিয়ে এদিকে তাকিয়েছিলাম, হঠাৎ দেখি ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। প্রায় দু-তিন মিনিট ওমনিই রইল। তারপর আবার জ্বলে উঠল।'

'তোমার মাথাটা খারাপ হয়েছে,' বলল মিস সিলস। 'আমি যখন ঘুমোই, তখন ওই আলোটা জ্বলছিল। আর মিঃ কোরি যখন আমাকে ডেকে তোলেন, তখনও ওটা জ্বলছিল। তাই নয় কি, মিঃ কোরি—না কি আমিই পাগল হয়ে গেছি?'

'কেউই পাগল নয়। জর্জ ঠিকই বলেছে। আমি যখন ঘরে এসে ঢুকি, বাতিদানটা তখন মেঝের ওপরে পড়ে ছিল। ওটাতে হোঁচট খেয়ে আমিও উলটে পড়ি।' কোরির কণ্ঠস্বরে বিষাদ মাখানো। 'কিন্তু আমি ওটা টেবিলে তুলে রাখতেই, ওটা ফের জ্বলে ওঠে।'

'মেঝেতে?' জর্জ বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে।

'মেঝেতে পড়ে ছিল?' মিস সিলস পুনরাবৃত্তি করে। 'আমি কিন্তু ওটা পড়ে যাবার শব্দ শুনিনি!—আমি শুধু জানি, আমাকে জাগানোর চেষ্টায় মিঃ কোরি আমাকে অ্যায়সা ঝাঁকুনি দিচ্ছিলেন যে আর-একটু হলে আমার দাঁতগুলো সুদ্ধ নড়ে যেত—আর মিঃ ম্যানসন তখন চক্রাকারে ছোটাছুটি করছিলেন। মাফ করবেন মিঃ ম্যানসন, আমার কথায় কিছু মনে করবেন না যেন।'

'এটা কিন্তু রীতিমতো মানহানিকর কথা, মিস সিলস! আমি সোজাভাবেই ছুটছিলাম, কিন্তু ভুল পথে। হাটির প্রবল চিৎকারটা চিনতে পেরে আমি সোজা পেছনের সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু অর্ধেকটা নেমেই শুনতে পেলাম, কোরি গলা ফাটিয়ে আপনাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন।'

'সাংঘাতিক, ভয়ঙ্কর কাণ্ড!' হাসি ও হতাশার দোটানায় ব্যাবককের অবস্থা নিতান্তই করুণ। বললেন, 'তবে এর মধ্যে মজার ব্যাপার নেই, তা-ও নয়।'

'অথচ আমি কিছুই জানি না,' মিস সিলস ফের বলল। 'আমাকে রীতিমতো বকুনি লাগানো উচিত, কিন্তু দয়া করে তা করবেন না।'

'আপনার আরও একটু শেরি নেওয়া উচিত,' মিস সিলসের দিকে এগিয়ে

গেলেন ক্রস কোরি। 'এই নিন, সব ভালো যার শেষ ভালো। হ্যাঁ, হাটির কথায় একটা কথা মনে পড়ল। এখানে উপস্থিত ভদ্র মহোদয় এবং মহোদয়াগণ কি কখনও চমরী গাইয়ের নাম শুনেছেন?'

হাটি একটা মজার চরিত্র। হাটির নাম উঠতেই হাসিতে ফেটে পড়ল সকলে।—হাটি একটা চমরী গাই। ওকে দেখতে চমরী গাইয়ের মতো। একটা জঙ্গলও আছে না ওর? নাকের ওপরে কি? ওহ্, এবারে থাম বাপু—এক বছরের মধ্যেও আমি এত হাসিনি! মিসেস ম্যানসন শুনলে খুব মজা পেতেন, উনি ভালো হয়ে উঠলেই আমরা কথাটা ওকে বলব। হাটি একটা জঙ্গলওয়ালা চমরী গাই!—হাটি—

'আরে, এ দিকে দেখুন!' ঘরের ও-ধার থেকে খুশিয়াল সুরে চেঁচিয়ে উঠল মিস সিলস। 'বাতিদানটা ফেটে গেছে। ওটা এখন আর ব্যবহারের যোগ্য নয়, নিরাপদও নয়। বাতিদানটা এবারে নিলামে চড়তে হোয়াইট এলিফ্যাণ্ট সেল-এ যাচ্ছে।'

'চমৎকার!' মিসেস পেরি বললেন, 'মিঃ ম্যানসন, ওটা আপনি বরং আমাদের কাছেই ছেড়ে দিন। হোয়াইট এলিফ্যাণ্ট সেল-এ এ বছর আমিই চেয়ারম্যান। আজকাল নিলামে তোলার জন্যে কেউ আর তেমন কিছু জিনিসপত্র দিচ্ছে না, এটা আমাদের পক্ষে রীতিমতো উদ্বেগজনক।'

'বেশ তো, না দেবার তো কোন কারণ দেখছি না।'

'ধন্যবাদ। আমি যে কতটা কৃতজ্ঞ হলাম, তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। জর্জ, লক্ষ্মীটি—তুই ওটা একটু বয়ে···ওহ্, জর্জ, শিস দেওয়া বন্ধ কর। মিসেস ম্যানসন অসুস্থ, আর তুই এখানে—ছি ছি!'

'বেশ তো, বন্ধ করলাম।' জর্জ বলল, 'কিন্তু অমন একটা ভারী বাতিদান কি করে উলটে পড়ল বলে তোমরা মনে করছ? এটাও কি সেই বাতাসের কাজ?'

'নিঃসন্দেহে তাই। মিসেস ম্যানসনের পক্ষে তো ওটা ফেলে দেওয়া সম্ভব নয়।'

'বাতাসের যন্ত্রণায় আমার অবস্থা কাহিল। শুকনো ডাল, পাতা কত কিছুই যে উড়ে আসে—ধুলো ময়লার কথা না হয় বাদই দিলাম।' এমা সিদ্ধান্ত জানায়, 'এবার থেকে বারান্দার দরজাটা আমাদের বন্ধ করে রাখতে হবে।'

'যেমন করেই হোক, সেটা বন্ধ রেখ।' বলল জর্জ।

'জর্জ, তুই বিড়বিড় করে কি বকছিস বল তো?' এলিস পেরি শুধোলেন।

'নিজের মনে কবিতা বলছি। আমার সেই নীল সোনালী ছোট্ট বইয়ের কবিতা।'

'থামা বাপু তোর কবিতা বলা। কারুরই ওতে আগ্রহ নেই।'

'আমার আছে। এ সেই বাতাসের কবিতা যে-বাতাস বারান্দা থেকে আইভি লতা ছিঁড়ে ফেলে, পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের একটা বাতিদান উলটে ফেলে দেয়। শোন 'কত কাজ কর—চোখে পড়ে তাই—আড়ালেতে থাক খুঁজে নাহি পাই'।—নাঃ, এবারে আমার বাড়ি যাওয়া উচিত।'

সঙ্গে সঙ্গে কুর্সিগুলো নড়েচড়ে ওঠে। হাতের গ্লাসগুলো নেমে আসে টেবিলের

ওপরে আর তাপচুল্লির তাকে। কণ্ঠস্বরগুলো একটা অন্যটার সঙ্গে মিশে যায়। মিঃ পেরি, আপনি কিন্তু একটা কথাও বলেননি।—জর্জ, আর শেরি খাসনে বাবা।—বাতিদানটা, মিসেস পেরি, ওটা নিতে ভুলবেন না যেন।—হ্যাঁ, ধন্যবাদ।—মিস সিলস চলি তাহলে। না না, আমরা যাচ্ছি এখন আপনি অতটা খুশি খুশি ভাব দেখাবেন না।—এরকমের ছোটখাট শেরির আসর আমাদের সকলের পক্ষেই ভালো।—জর্জ, তোমার সঙ্গে আমি আর কখনও কথা বলব না—

চলে গেছে। সবাই চলে গেছে।

এমা গ্লাসগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। বাতিদানটাকে ও বিদেয় করে দিয়েছে। সবাই দেখেছে, এটা ফেটে গেছে—চিড় খাওয়ার দাগ ধরেছে। সবাই বলেছে, ওটা বাতাসের শয়তানী—শুধু জর্জ ছাড়া। জর্জের কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা সুর ছিল তখন, তাই নয় কি? জর্জ জানে, ওটা বাতাসের কাজ নয়—ওটা উলটে ফেলার মতো বাতাস তখন ছিল না।—

জর্জ, তুমি বাতাসের কথায় কি যেন একটা রসিকতা করেছিলে। কিন্তু তুমি জানতে, সেটা রসিকতা নয়। তাই না, জর্জ? চিন্তা কর—মনে করার চেষ্টা কর কবিতার সেই ছোট্ট বইখানার কথা। বইটা আমিই তোমাকে দিয়েছিলাম। তোমাকে একটা আর রবিকে একটা। রবি আর জর্জ, জর্জ আর রবি। সব সময় একসঙ্গে থাকত দুটিতে।

জর্জ। হ্যাঁ, জর্জ হাতগুলোর কথা জানে। ওগুলো তৈরি করার সময় জর্জই ওগুলো দেখেছিল। জর্জের কথাই আমি মনে করতে চেষ্টা করছিলাম। জর্জই আমার কাঙ্ক্ষিত সঠিক ব্যক্তি, নিরাপদ মানুষ।

এমা হাতের সম্পর্কে প্রবাদের মতো একটা উক্তি করেছিল। 'দু-জোড়া হাতের দরকার' কিন্তু আর কিছু ওর জানা নেই।—

নাঃ, বড্ড তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে। অত শীগগির নয়, আস্তে—একটু আস্তেসুস্থে এগোও। বরং বাজারের ফর্দ করার মতো মনে মনে একটা তালিকা বাজিয়ে নাও। কি কি দরকার তোমার?

তোমার দরকার—হাটি যেন হাতগুলোকে দেখে, সেগুলোকে নিয়ে বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। তুমি চাও, এমা যেন সেই প্রবাদটাকে ফের ব্যবহার করে। তুমি চাও, জর্জ তা শুনুক। তুমি চাও—তুমি চাও, জর্জ মনে করুক—

কিন্তু হাটি যদি—

আমার গলায় সেই হাত। মনে হচ্ছিল, আমার হৃৎপিণ্ডটা বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে।

'আপনি যাবার পথে রান্নাঘরে গ্লাসগুলো একটু রেখে যাবেন?' মিস সিলসকে বলল এমা। 'কিন্তু দেখবেন, বিদায় জানাবার জন্যে মিসেস ম্যানসনের মুখটা আবার ভাঙিয়ে দেবেন না যেন। আমি সর্বক্ষণ ওঁর কাছটিতেই বসে থাকব। এর মধ্যে ওঁর যদি ঘুম ভাঙে, যদি মনে হয় ওর খিদে পেয়েছে তা হলে আমি ওর খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেব খন—সে জন্যে আপনাকে তাড়াহুড়ো করে ফিরতে হবে না।'

'যো হুকুম—'

মিস সিলস বেড়াতে যাচ্ছে। ওর গায়ে ওর লাল কোটটা। ওকে লক্ষ্য কর, চোখ খুলে লক্ষ্য কর মিস সিলসকে। ও যে দিকেই যাক না কেন, লাল কোটটা তোমার চোখে পড়বেই।—আঃ, এমা—কথা বলো না—চুপ কর একটু। কিন্তু—

কিন্তু ওই মহিলাটি কে, এমা? ওই যে সবুজ কোট আর টুপি পরা মহিলা?

'তাহলে আপনি ঠিক করেছেন, জেগে জেগে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকবেন—তাই না? বেশ, আমিও তবে কুর্সি নিয়ে আপনার কাছটিতে বসে থাকব।—আমি জানি, অন্য সবাই যখন এ ঘরে ছিল তখন আপনি ঘুমের ভান করে চোখ বুজে পড়েছিলেন। আর যেই দেখেছেন ঘরে শুধু এই বুড়িটা রয়েছে, ওমনি দিব্যি চোখ খুলে জেগে উঠলেন।—ওই দেখুন, মিস সিলস যাচ্ছে—আশা করি ওর মায়ের সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছে।—হে ভগবান, কম্বলটার এ কি অবস্থা! কেমন করে এটার এমন দশা হল জানিনে বাপু! ইস, হাতটা দেখছি ঝালরের সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িয়ে গেছে। কেউ দেখলে ভাববে, আপনি নিজেই—কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। দেখি—হ্যাঁ, এইবারে ঠিক হয়েছে। আহারে, হাতটাতে কি বিচ্ছিরি লাল লাল দাগ পড়ে গেছে। এবারে আর ব্যথা লাগবে না সোনা মা।—কিন্তু আপনি তো আমার কথা কানেই তুলছেন না। কি দেখছেন আপনি? বাইরে আবার কি হল? ওখানে তো প্রতিদিনকার সেই পুরনো জিনিসগুলোই রয়েছে—অবশ্যি মিস সিলস বাদে। —ঠিক ধরেছি, তাই না? সত্যি, মিস সিলস এমনভাবে হাঁটছেন, যেন আমাদের অন্য সকলের মতো ওকে কাজ করে খেতে হয় না।'

মিস সিলস নয় এমা, মিস বির্ড—মিস সিলসের আগে যে আমার নার্স ছিল। যেদিন ও শেষবারের মতো এ বাড়ি থেকে চলে যায়, সেদিনও ওর গায়ে ওই সবুজ কোটটা ছিল।—ও ফিরে এসেছে, এমা—মিস বির্ড আবার ফিরে এসেছে। ও বুঝতে পেরেছিল, এখানে কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার রয়ে গেছে—কিন্তু ও সেটা লুকিয়ে রাখতে পারেনি। ও জানতে পেরে গিয়েছিল, অথবা অনুমান করেছিল। প্রত্যেককে ও লক্ষ্য করত, কিন্তু নিজে স্বাভাবিক হতে পারত না। ও যেভাবে সব-কিছু লক্ষ্য করত শুনত—তাতে ওর ভেতরকার অস্বস্তিটা প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল। তাই শেষ পর্যন্ত ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।—'রোগী আপনার ওপরে খুশি নন, মিস বির্ড। তাই আমাদের বাধ্য হয়েই অন্য লোকের বন্দোবস্ত করতে হবে। বুঝতেই পারছেন, এটা আপনার কাজকর্মের প্রতি কোন রকমের কটাক্ষপাত নয়। আপনার কোন সমালোচনা আমরা করছি না আর আপনার বিরুদ্ধে বলার মতোও কিছু নেই। কিন্তু বুঝতেই পারছেন রোগী নিজে যখন সন্তুষ্ট নন, তখন আমাদের তো আর-কিছু করার নেই। আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। মিঃ ম্যানসন বলছিলেন, আপনাকে যদি আমরা অতিরিক্ত কিছু দিতে—' মিস বির্ডকে তখন বিস্মিত বলে মনে হয়নি। মৃদু হাসির আভাস যেন ওর ঠোঁটের কোণে ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, ও যেন এমন কিছু হবে বলেই আশা করেছিল। মিস বির্ড। মিস বির্ডকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করত, কারণ ওকে দেখতে নাকি বাজপাখির মতো।

মিস বির্ড—মিস বির্ড, এই যে আমি এখানে—আমার জানালার কাছে বসে রয়েছি। শোন, ওই টুকটুকে লাল কোট পরা মেয়েটি আমার নতুন নার্স। ওকে থামাও মিস বির্ড, কিছু বল ওকে—যা হোক কিছু। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নাও। ওর নাম সিলস, মিলি সিলস। ভারি ভালো মেয়ে। ওর সঙ্গে কথা বল—তুমি যা জান, তা ওকে বল। কিন্তু—তুমি কি জান, মিস বির্ড। তুমি কি দেখেছিলে, কি শুনেছিলে?—ওই তো, তোমার কাছাকাছি এসে পড়েছে মিস সিলস। একেবারে কাছাকাছি! গায়ে টুকটুকে লাল কোট, মাথায় টুপি নেই। এই তোমার সামনে—মুখোমুখি! ওকে সুপ্রভাত জানাও—বলো, আজকের দিনটা ভারি সুন্দর, পার্কটার নাম জিজ্ঞেস কর। কিংবা—কিংবা যা হোক একটা কিছু জিজ্ঞেস কর, মিস বির্ড—দোহাই তোমার, ওকে তুমি থামাও! মি-স বি-র্ড!!

না, কাঁদে না। আবার চোখের পাতা দুটো বন্ধ করে দাও।—কেঁদ না। তুমি তো লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়ে, ছোট্ট সোনা। কেঁদ না, সোনা!

বাতিটা চলে গেছে। মুছে গেছে মেঝের দাগ—এগিয়ে আসবে সমস্ত চিহ্ন। মিস বির্ড—না, ভুলে যাও মিস বির্ডের কথা। তোমার হাতে এখন আরও একটা দিন, আজকের দিন। আজকের দিনের আর কতটুকু সময় বাকি আছে তোমার? ছ-ঘণ্টা? হ্যাঁ, অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আরও ছ-ঘণ্টা বাকি। এই ছ-টি ঘণ্টার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি কাটিয়ে দাও—আশায় নয়, আতঙ্কেও নয়। কাটাও রাত্রির প্রস্তুতিতে। আজ রাতে তুমি চলে যাবে—

এখনই তো আবার চিলেকোঠার সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময়। ওঠ, যেমন উঠেছিলে সেই আগের বার। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে উঁচু করে তোলা তোমার মাথাটাকে, ঠিক সেবারের মতো। সেটাও এক ধরনের প্রস্তুতি। ওঠ।...

●

বাতিদানটা হাতে নিয়ে নিজের বৈঠকখানা ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এলিস পেরি, মনে মনে হিসেব করে দেখছিলেন কোন টেবিলে ওটা ভালো-মতো সাজাবে।

'আলোর ঢাকনাটায় মদনদেবের ছবি আঁকা। নোরা ম্যানসন ছাড়া এ বয়সে এ জিনিস আর কেউই নিজের ঘরে রাখবে না। একটা অল্পবয়সী মেয়ের ঘরে এ জিনিস মানায়, ভালোই লাগে। তাই বলে নোরা ম্যানসন! ছ্যা ছ্যা!'

'ওটা নাম-করা ছবি, মা,' জর্জ নরম গলায় বলল। 'গত ক্রিসমাসে ক্রস কোরি ওটা মিসেস ম্যানসনকে দিয়েছিলেন। মিসেস ম্যানসন সেজন্যে খুব বকাবকি করেছিলেন ওকে। সাংঘাতিক দাম জিনিসটার।' জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকাল জর্জ, 'অন্য লোকের জিনিসপত্রের ব্যাপারে এমার হাত খুব দরাজ—বিশেষ করে জিনিসটা যার, তিনি যখন কথা বলতে পারেন না। এটা দেওয়া-নেওয়ার কথা যখন চলছিল, তখন তুমি কোরির মুখটা লক্ষ্য করেছিলে?'

'না। দেখ জর্জ, এটা ঠিকমতো সাজিয়ে রাখতে পারলে ফাটা দাগটা কিন্তু দেখা যাবে না! হাল্কা ধূসর রঙের দেয়ালের কাছে রাখলে এটা বরং সুন্দরই

দেখাবে। কেউ কিছু মনে না করলে আমিই এটাকে—আচ্ছা জর্জ, আমি এটা রেখে দিলে খুব খারাপ দেখাবে কি?'

'মোটেই না,' বলল জর্জ। 'শুধু হোয়াইট এলিফ্যান্ট সেল-এ কিছু টাকা-কড়ি দিয়ে ওদের জানিয়ে দিয়ো যে একটা পুরনো লুঝ্‌রে মার্কা জিনিসের হাত থেকে তুমি ওদের রক্ষা করেছ।'

বাতিদানটা কোলে নিয়ে কুর্সিতে বসে বসে, জর্জের দিকে একরাশ ঝলমলে হাসি ছড়ালেন এলিস পেরি, 'তোর বাবা কোথায় রে?'

'ওপরতলায় শুয়ে আছে। ভাবছি, দুপুরের খাওয়া-দাওয়া না হওয়া অব্দি আমিও একটু গড়াগড়ি দিয়ে নেব।'

'তোর কি হয়েছে বল তো? ও রকম দেখাচ্ছে কেন তোকে?' ফের হাসলেন এলিস পেরি, 'দাঁতব্যথা, না অতগুলো শেরি গেলার ফল? তুই নোরা ম্যানসনের প্রেমে পড়েছিস?'

'থামলে কেন?' এলিসের মুখোমুখি একটা কুর্সি নিয়ে বসলো জর্জ, 'বলে যাও।'

'ক্রুস কোরি নোরাকে ভালোবাসে। চিরদিনই আমার মনে এ সন্দেহটা ছিল। তাই ভেবেছিলুম, আজ সকাল বেলায় ক্রুসকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করব। র‍্যালফ ম্যানসন নির্ঘাত অন্ধ। উনি যদি ওঁর স্ত্রী এবং স্ত্রীর দেওরটির দিকে সামান্য একটুও মনোযোগ দিতেন, তাহলে আমি যা লক্ষ্য করেছি উনিও তা লক্ষ্য করতে পারতেন।'

'কি দেখলে তুমি?'

'সে আছে—তুই বুঝবি না।

'হয়ত বুঝব।'

'না। চিরদিনই নোরা ম্যানসনকে তুই একেবারে 'দেবী'র মতো দেখে আসছিস। অনেক সময় মনে হয়েছে, আমার চাইতে ওর কথাই তুই বেশি করে চিন্তা করিস। কিন্তু আমি কোনদিনই তাতে বাধা দিইনি।'

'কি যে পাগলের মতো বকতে শুরু করেছ, তার ঠিক নেই। গত কয়েক বছরে আমি ও বাড়িতে মাত্র কয়েকবার গেছি। অন্তত যেদিন রবি—'

'কিন্তু আমি অন্যায়টা কি বলেছি?' জর্জকে আচমকা থামতে দেখে এলিস দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'হ্যাঁরে, তুই কি নিজের মায়ের সঙ্গে একটুও কথাবার্তা বলতে চাস না?'

'চাই মা, কিন্তু রবির কথাটা উঠতেই সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল।—একটা কথা আমি অনেক দিন থেকেই তোমাকে জিজ্ঞেস করব বলে ভেবেছি। আচ্ছা, সেই শেষদিন তুমি কি রবিকে দেখেছিলে?'

'আমি? মোটেই না।'

'কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে সেদিন বিকেলেই তুমি প্রথম আবার ওদের বাড়িতে গিয়েছিলে। সদর দরজাটা অব্দি যাবার পর ওরা তোমাকে থামিয়ে দিয়েছিল। আমি শুধু ভাবি, ওই বিশেষ দিনটার ওই সময়টাই তুমি কি করে বেছে নিয়েছিলে!'

'বোকা ছেলে কোথাকার! আমি কোন দিন-ক্ষণও ঠিক করিনি, আমাকে কেউ থামায়ওনি। স্রেফ নোরাকে দেখতে ইচ্ছে করেছিল বলেই আমি গিয়েছিলুম। কিন্তু ওরা জানাল যে, দেখা করার অসুবিধে আছে—তাই ফিরে এসেছিলুম।'

'যদিও বেশিদূর অব্দি আসনি।'

'মানে?'

'তুমি যখন ও বাড়ির বারান্দা থেকে নেমে এলে, তখন আমি স্টেশন থেকে ফিরছি। বাড়িটার ধারের দিকে এগিয়ে গিয়ে তুমি তখন চিলেকোঠার জানালাটার দিকে মুখ তুলে তাকালে।'

'হ্যাঁ, তাকিয়েছিলুম। ওরা দরজা খুলতেই শুনতে পেলুম, নোরা কাঁদছে। তাই আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলুম।—যদিও দূরে দূরে বড় হয়েছি, কিন্তু আমরা দুজনেই যে সন্তানের মা—সে কথাটা আমি একবারের জন্যেও নিজেকে ভুলতে দিইনি।'

'বাড়ির মধ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে, সে-বিষয়ে তোমার কোন আগ্রহই ছিল না। তুমি কিছুই দেখনি? স্রেফ মায়ের প্রতি মায়ের দরদের জন্যেই ওদের চিলেকোঠার জানালার দিকে মুখ উঁচু করে তাকালে?'

'মায়ের মন তুই বুঝবি বলে আমি আশা করিনে। আগে নিজের একটা বাচ্চা কাচ্চা, হোক, তারপরে বুঝবি।—কিন্তু সেদিন আমি কি করছিলুম, তা আমি নিজেই ঠিকমতো জানিনে। এখন ঠিকমতো মনেও পড়ছে না।'

'আমি সে-বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।—চিলেকোঠার জানালার দিকে তাকিয়ে, তুমি হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়েছিলে—ঘাসের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে কি যেন খুঁজছিলে।'

'এ-কথাটা তুই আগে তুলিসনি কেন?'

'আগে কখনও এ প্রসঙ্গ ওঠেনি ব'লে।'

'বেশ, কিন্তু ওভাবে তাকাসনে।' জর্জের দিক থেকে জানালার দিকে চোখ ফেরালেন এলিস, 'হ্যাঁ, সেদিন রবিকে আমি দেখেছিলুম। আমি জানালার তাকে বসেছিলুম, দেখলুম রবি বাড়ির রাস্তা ধরে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে। ভাবলুম, ছেলেটা তাড়াতাড়ি ফিরল অথচ আজই নোরা বাড়িতে নেই! সকালেই দেখেছিলুম, নোরা শহরে যাবার মতো সাজগোছ করে গাড়ি নিয়ে বেরুচ্ছে। যাই হোক, তারপরে আমি বেড়াতে বেরুব বলে পোশাক পালটানোর জন্যে ছোট ঘরটাতে গেছি, হঠাৎ জানালায় চোখ পড়তে দেখি ওদের চিলেকোঠার জানালাটা খোলা। মনে মনে ভাবলুম, নির্ঘাত রবি। ছেলেটা কোথায় একটু রোদ্দুরে বসবে তা নয়, গিয়ে কাজকর্ম করতে বসেছে। আর তারপরেই একটা সব চাইতে অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। দেখলুম, চিলেকোঠার জানালা দিয়ে কি যেন একটা উড়ে এসে ঘাসের ওপরে পড়ল। জিনিসটা বেশ চকচকে।'

'ওটা চাবি।'

'কি ?'

'চিলেকোঠার চাবি। রবি নিজেকে ও-ঘরে তালাবন্ধ করে চাবিটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।'

'ওটা আমাকে তুই কুড়িয়ে নিতে দেখিসনি।'

'না। আমি দেখলাম তুমি মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসলে, তারপর উঠে বাড়িতে চলে গেলে।—কিন্তু কেন আমরা এ সমস্ত কথা আলোচনা করছি, মা ? এ সব তো পুরনো ইতিহাস—রবির মতো এগুলোও তো একেবারে শেষ হয়ে গেছে।'

'তুই-ই তো এসব শুরু করলি।'

'হয়ত তাই।—জান, ওই চাবিটা আজ অব্দি কেউ খুঁজে পায়নি। ম্যানসনকে ও-ঘরের দরজায় একটা নতুন তালা লাগাতে হয়েছে।'

'আজ সকালেই দেখেছি।—আমার কাণ্ডটা দেখ, এমন করে বসে আছি যেন আমার কোন কাজকর্ম নেই। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে, অথচ কিছুই ইচ্ছে করছে না। আমার হাতদুটোর কি হাল হয়েছে, দেখেছিস ? ইস, কি বিচ্ছিরি! বাসন-পত্তর মাজা ধোয়া করার ফল। ভেবে পাই না, অন্যেরা কি করে ঝি রাখে আর আমিই বা কেন রাখতে পারিনে। আমি যেমন করে চারদিক সামলেসুমলে সংসার চালাই, লার্চভিলে তেমনটি আর কেউ পারে না, অথচ আজ পর্যন্ত কোনদিন একটা পয়সা জমাতে পারলুম না!'

'টাকা-পয়সার কথা তুমি বড্ড বেশি চিন্তা কর।'

'কেন করব না, বল ? তোর বাবাকে দেখ আর ওদিকে র‍্যালফ ম্যানসনকে দেখ। আমাদের বাড়িটার দিকে তাকা আর ওদের বাড়িটার দিকেও তাকা। র‍্যালফ ম্যানসন যখন ব্যাঙ্কের সামান্য একটা কেরানী ছিলেন, আমি তখন থেকেই ওঁকে চিনি। আর আজ বলতে গেলে, তিনিই ব্যাঙ্কটার মালিক। পৃথিবীতে এগিয়ে যেতে হলে দরকার শুধু একটু উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সামান্য একটু সাধারণ বুদ্ধি। যেমন—

'যেমন ?'

'যেমন, কপর্দকশূন্য কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেমে না পড়া। আমি কি বলতে চাইছি, বুঝতে পারছিস নিশ্চয়ই ? নোরা যদি মারা যায়, তাহলে উনি আরও ধনী হয়ে উঠবেন।'

'না।' সহজ গলায় জর্জ বলল, মিসেস ম্যানসন মারা গেলে ক্রস কোরি আরও বড় লোক হবেন। তার ওপরে রবিও যখন নেই—'

'নাঃ, এবারে খাওয়া-দাওয়ার দিকটা একটু দেখা দরকার,' এলিস পেরি অস্থির হয়ে ওঠেন। 'আচ্ছা জর্জ, ক্রস কোরি কতটা বড়লোক ?'

'অনেকটা।'

'র‍্যালফ ম্যানসনের চাইতেও ?'

'ম্যানসন মোটা মাইনে পান। তাছাড়া টাকাওয়ালা লোকদের সঙ্গেই ওর কারবার, ওতেও অনেক কাজ হয়।'

'আমারও তাই ধারণা।—তুই বাইরের দিকে অমন করে কি দেখছিস, বল তো?'

'মিলির লাল কোট,' বাগানের দিকে চোখ রেখে জবাব দিল জর্জ। 'বেড়াতে যাচ্ছে। সাধারণত এ-সময় ও বেরোয় না।'

'ওরা সবাই মিলে মেয়েটাকে কেমন মাথায় তুলছিল, দেখিসনি? বিশ্রাম নেওয়া দরকার, এটা খাও, নিজের দিকে নজর দাও—আরও কত কি! ম্যানসন, কোরি, ব্যাবকক—কেউ বাদ নেই। পুরুষ মানুষদের আদিখ্যেতা দেখলে গা জলে যায়!'

'মিলির সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, মা?'

'সে যখন ভাববার সময় হবে, ভাবব।—তুই কি সত্যি সত্যি ঠিক করেই ফেলেছিস যে তুই—'

হ্যাঁ, একদম ঠিক।'

●

দুপায়ের মাঝখানে গড়িয়ে-আসা সোনালী আর লাল-রঙা বলটাকে তুলে নিয়ে, আস্তে করে সেটা বাচ্চাটার দিকে ছুঁড়ে দিল মিলি। অবিলম্বে ফিরে এল বলটা—এবারে ওর পেটের সমান উঁচু হয়ে। 'তুমি একটা লক্ষ্মী সোনা,' বলটা আবার ফিরিয়ে দিয়ে মিলি বলল, 'আজকের মতো এই শেষবার কিন্তু!'

পার্কটার শেষপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল মিলি। এখানে আর-কোন বেঞ্চি নেই। কিন্তু রাস্তার ওপারে যেখানে বাসগুলো থামে, সেখানে লার্চভিল মহিলা-সমিতি একটা ডালপালা ছড়ানো মেপলের গাছের চারদিকটা বসার জন্যে সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিয়েছে।—আর কয়েক মিনিট হাঁটলেই বাড়িতে পৌঁছন যায়। বাড়িতে গেলেই ঝলসানো মুরগী, গোটা কতক চকলেট-ক্রিম আর কিছু কথাবার্তা। কিন্তু এখন মিলির খিদে নেই. কথাবার্তা বলতেও ওর ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া মুশকিল হচ্ছে, ও কোন কথাই লুকোতে পারবে না—কোনদিনই পারে না। অথচ সব শুনলে মা চিন্তিত হয়ে উঠবে, চেষ্টা করবে যাতে মিলি এ কাজটা ছেড়ে দেয়।

নাঃ, বাড়ি যাব না—ঠিক করে ফেলল মিলি।

হাটিটা নেহাতই ছিটেল, একেবারে ছিটেস ও। শেরির গ্লাসগুলো ধুতে ধুতে শোবার ঘরের দিকে গোল চোখে তাকিয়ে ও বলেছিল, 'আইভি লতাটা এখনও ওখানে ঝুলছে। আপনি নিজে গিয়ে দেখে আসতে পারেন, মিস সিলস—ওটা নতুন হয়েছে। সাপের মতো লম্বা লিকলিকে লতা, হাতের সঙ্গে কোন মিল নেই। হাতটা হাতই, লতা নয়।'

'হাতের ব্যাপারটা কি, বল তো?' বিশ্বাস না হলেও প্রশ্ন করছিল মিলি।

হাটি তখন রাতের ঘটনাটা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলে একটু যেন স্বস্তি পেল। ছ ফুট লম্বা একখানা হাত, তার সঙ্গে হলদে রঙের করপুট। অথবা ওই ধরনেরই হালকা কোন রঙ। আঙুলগুলো মোটামোটা, ছড়ানো। ঠিক কাচের চৌবাচ্চায় রাখা তারা মাছের মতো দেখতে। 'হাতটা নিচে নেমে এসে আমার মুখের সামনে খানিকক্ষণ দুলল, তারপর আবার ওপরে উঠে গেল।'

'ওপরে ?'

'হ্যাঁ, যেখান থেকে নেমে এসেছিল। ঠিক কোন্ জায়গাটায় তা জানি না, তবে ওপরেই গিয়েছিল—এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমি তখন ঘুমোচ্ছিলাম না, মিস মিলস, স্বপ্নও দেখিনি। তাছাড়া মাথার ওপরে আমি পায়ের শব্দও শুনেছিলাম কিন্তু কেউই আমার কথা কানে তুলছেন না, ডাক্তার বাবুরাও না। উলটে বলছেন, 'তোমার ওসব অদ্ভুত কথাবার্তা মিসেস ম্যানসন যেন শুনতে না পান। তাহলে কিন্তু তোমাকে তেতো ওষুধ দেওয়া হবে। তখন আমি জেগে না উঠলে বাড়ির সব কিছুই বোধহয় চুরি হয়ে যেত।'

'কে চুরি করত ? হলদে রঙের তারামাছের মতো দেখতে একটা হাত ?'

'ভাগ্যি ভালো, তাই এখন হাসতে পারছেন,' বলেছিল হাটি।

গাছের তলায় বাঁধানো জায়গাটায় গিয়ে বসল মিলি। মা হাটির কথাগুলো শুনলে কি করবে, ভাবতেও শিউরে উঠল ও। নাঃ, অমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তার চাইতে বরং খানিকক্ষণ এখানে বসে বিশ্রাম নিয়ে আবার মিসেস ম্যানসনের কাছেই ফিরে যাওয়া ভালো।

'আপনার মনটা ভারি ভালো', ওর পাশ থেকে কে যেন বলল।

গায়ে সবুজ কোট আর মাথায় টুপি-পরা একটি মহিলা ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন 'আশা করি আমি এখানে বসলে আপনি কিছু মনে করবেন না, তাই না ?—পার্কে আপনাকে আমি লক্ষ্য করছিলাম। বাচ্চাদের সঙ্গে আপনার ব্যবহার ভারি সুন্দর—তাই বলছিলাম কথাটা।

'ধন্যবাদ,' মিলি লাল হয়ে ওঠে।

মহিলাকে কেমন যেন পরিচিত বলে মনে হয়। তীক্ষ্ণ পাতলা মুখে পুরু করে পাউডার মাখা, তার ওপরে বুটিদার ওড়নার স্বচ্ছ আবরণ। রুজ আর পাউডারের আস্তরণে মুখটাকে মনে হয় যেন একটা মুখোশ।

'আপনি মিসেস ম্যানসনের নার্স, তাই নয় কি ?'

'হ্যাঁ,' মহিলার দিকে ফের তাকায় মিলি। স্নায়ুকাতর হাত, চঞ্চল দুটি চোখ। নার্সদের সম্পর্কে অযথা ভীতি আছে নাকি মহিলার ? নাঃ, এর পর থেকে বেরোবার সময় পোশাকটা ও পালটে বেরোবে।—এখন কোটের নিচ থেকে ওর উর্দিটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, পায়েও সাদা জুতো।—

'আমি পার্কে বসেছিলাম, দেখলাম আপনি ও বাড়ি থেকে বেরোলেন।—মিসেস ম্যানসনকে আমি সামান্য চিনতাম। কেমন আছেন উনি ?'

'অনেকটা ভালো,' বলল মিলি। মনে মনে ভাবল, এবারে পালাতে হচ্ছে—মনে হচ্ছে আমি যেন একটা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রয়েছি।

'শুনেছিলাম উনি নাকি নতুন করে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কথাটা সত্যি নয় জেনে খুশি হলাম।' শান্ত গলায় মহিলা বললেন, 'আমি ওদের সবাইকেই চিনি। মিঃ ও মিসেস ম্যানসন, ক্লস কোরি, পাশের বাড়ির পেরিরা, ডাক্তার ব্যাবকক—সবাই আমার পরিচিত।'

মিলির অস্বস্তি লাগছিল। মহিলার শান্ত কণ্ঠস্বরের আড়ালে যেন অনেকখানি আবেগ লুকনো রয়েছে। উনি কি আমাকে কিছু বলতে চাইছেন? না কি চাইছেন আমি ওকে কিছু বলি? মার্জের দোকানে ওর সম্পর্কে খোঁজ নিতে-যাওয়া মহিলার কথা আচমকা মনে পড়ল মিলির। যত শীগগির আর যত শোভনভাবে সম্ভব এ ব্যাপারটা শেষ করে দাও, নিজেকে বলল মিলি।

'আপনার নামটা আমি জানি না,' মহিলার মুখে কষ্টকল্পিত হাসি। 'নাম না জেনে কথা বলতে কেমন যেন বিচ্ছিরি লাগে। আমার নাম বির্ড। মিস বির্ড। নিউ ইয়র্কে থাকি, কিন্তু এ জায়গাটা এত সুন্দর বলে প্রায়ই এখানে আসি।'

মিলি মৃদু হাসল, কিছু বলল না।

'এমা ভালো আছে তো। এমাকেও আমি চিনি।'

'হ্যাঁ, ভালোই আছে।'

একটা বাস ক্লান্তভাবে এসে দাঁড়াতেই ঘড়ির দিকে তাকাল মিলি। গ্রেনভেলের বাস—বাঁচা গেছে, ভাবল ও, এবারে আমাকে ছুট লাগাতে হবে।

মিলি উঠে দাঁড়াতেই মিস বির্ড ওর বাহু চেপে ধরলেন, 'আপনি যদি—মানে আমি বলতে চাইছি কি, মিস—মিস—মানে আপনি যদি আমাকে শুধু একটা মিনিট সময় দিতেন!'

'আমি ভীষণ দুঃখিত মিস বির্ড, কিন্তু আমাকে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। পরে আবার এক সময় আপনার সঙ্গে কথা হবে খন।'

বাসের দিকে এগিয়ে-যাওয়া জনস্রোতের সঙ্গে মিশে রাস্তা পার হয় মিলি। তার-পর দ্রুতপায়ে বাড়ির বিপরীত দিকে হাঁটতে শুরু করে।—কয়েকটা বাড়ির পরেই মার্জের ফ্ল্যাট।—সদরের ঘণ্টি বাজাল মিলি, কোন সাড়া নেই। অনির্দিষ্টভাবে জনশূন্য পাশপথ ধরে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে একটা বাজেমার্কা দোকান থেকে নিজের জন্যে একটা চকলেট আর এক টিউব টুথপেস্ট কিনল ও। দোকানটা একেবারে যাচ্ছেতাই, ভেতরে কেরোসিনের গন্ধ।—

মুখটুখ ধুলে মিস বির্ডকে হয়তো খানিকটা মানুষের মতো লাগবে, ভাবল মিলি। অবশ্যি নাও লাগতে পারে। হয়ত—

মিস বির্ডের সম্পর্কে আর-কোন ভাবনা-চিন্তা করবে না বলে ঠিক করল মিলি। কিন্তু কেন আমি এমন অনর্থক ঘুরে ঘুরে সময় নষ্ট করছি। মিলি ভাবল, কেন আমি জায়গামতো ফিরে যাচ্ছি না।

ওঠ, সিঁড়ি বেয়ে ওঠ। উঠতে তোমাকে হবেই।

চিলেকোঠায় ওঠার সিঁড়ির দরজাটা খোলা।

ওর হাতদুটো ব্যথা করছিল, নিজের সম্পর্কে তখন শুধু ওইটুকু অনুভূতিই ছিল ওর।

'আমার হাত ব্যথা করছে,' ও বলল। 'আমার হাত ধর, র‍্যালফ। প্লিজ, আমাকে ছেড়ে যেও না!'

'এই যে সোনা', র‍্যালফ হাত বাড়াল, 'কিন্তু তুমি না এলেই—'

'এখন ওর পক্ষে আর থামা সম্ভব নয়,' জবাবটা ক্রুসের।

চিলেকোঠার সিঁড়ি দিয়ে আচমকা একরাশ উদাসী বাতাস বয়ে যায়। ওর কপালে লুটিয়ে থাকা গুঁড়োগুঁড়ো চুলগুলো উড়তে থাকে ইচ্ছেমতো। আমরা ভুল করছি, ভাবল ও। আসলে সে ওই ঘরে বসে লেখার কাজ করছে—পাছে কেউ বিরক্ত করে, তাই দরজায় চাবি লাগিয়ে দিয়েছে। রবির নাম ধরে ডাকল। ও হাসতে হাসতেই ডাকল—কিন্তু ওর মুখ থেকে কোন শব্দ বেরুল না।

'একটা জানলা নিশ্চয়ই খোলা আছে,' র‍্যালফ বলল।

'হ্যাঁ,' ক্রুসের জবাব, 'আমি রাস্তা থেকে দেখেছি।'

সিঁড়িটা যেন অন্তহীন, এতগুলো ধাপ যেন আগে ছিল না। ওর পেছন পেছন হাঁপাতে হাঁপাতে উঠছে এমা। এমার পক্ষে কাজটা কঠিন, এমার বয়েস হয়েছে।

আসলে রবি ওখানে গেছে ঘুমোবার জন্যে—দশে এক, নিঃশব্দে বাজি ধরল ও। ব্যাঙ্কে রবিকে ওরা বড্ড খাটায়, সংখ্যাতত্ত্বের কাজ রবির জঘন্য লাগে। তাই ক্লান্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে, সেই পুরনো সোফাটায় শুয়ে ঘুমোবার জন্যে সে ওই ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছে। পুরনো সেই সোফাটা রবি ওকে কিছুতেই ফেলতে দেয় না—দশে এক বাজি। কিন্তু বাজির কথা উঠছে কেন? উঠছে—তার কারণ, তুমি ভাবতে চাও না। ভাব, চিন্তা কর—ওরা যা বলেছে তা শোনার জন্যেও তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। রীতিমতো জঘন্য কাহিনী। শুধু কি জঘন্য? অমন কথা বলাও অপরাধ। অমন কথা বলার জন্যেও ওদের সকলের বিরুদ্ধে তুমি আইনগত অভিযোগ তুলতে পার। বাজি, দশে এক।'

'ক্রুস, তুমি বড্ড তাড়াতাড়ি উঠছ।'

'আমরা তো গুঁড়ি মেরে উঠছি, নোরা! তুমি আমাদের পেছনে টেনে রাখছ।'

'না, না! র‍্যালফ, ক্রুস. তোমরা আমার হাত ধরে থাক!'

চিলেকোঠার মেঝেটা এখন ওদের চোখের সঙ্গে এক সমতলে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে ছুটে-আসা সোনারঙে সমস্ত জায়গাটা মাখামাখি। চোখ তুলে তাকাল ও।

'কি করছে হতভাগা ছোঁড়াটা?' এমা ওর পাশে এসে দাঁড়াল। 'রবি যা করছ তা বন্ধ রেখে সোজা এখানে নেমে এস বলছি!'

রবির জুতোজোড়া—রোদ-ঝলমলে মেঝে থেকে খানিকটা ওপরে রবির জুতোজোড়া শূন্যে দোল খাচ্ছে। রবির বাদামী রঙের জুতো—রবি—রবি—

বাকি পথটুকু একা একা এগিয়ে গিয়ে রবির কাছাকাছি দাঁড়াল ও। রবির মুখ দেখার জন্যে মাথা তুলে ওকে ওপরের দিকে তাকাতে হল—কারণ ছাদের ঢালু বরগার সঙ্গে রবি তখন ঝুলছিল।

'এসব আপনার নিয়ে আসার কোন দরকার ছিল না, আমি ঘণ্টি বাজিয়ে

অন্তদের দিয়ে যেতে বলতাম,' খাবারের ট্রের মৃদু আওয়াজ শুনে চোখ তুলে তাকায় এমা। 'আপনি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছেন।'

'একঘেয়ে লাগছিল', টেবিলের ওপরে ট্রে-টা নামিয়ে রাখে মিলি।

'দেখে তো ভালো বলেই মনে হচ্ছে', খাবারদাবারের দিকে নজর দেয় এমা। 'জেলিটা দেখতেও ভালো হয়েছে। মিসেস পেরি রান্নাবান্নার কাজটা ভালোই করেন।'

'তোমার সেলাইয়ের ঝাঁপিটা সরাও, এমা—নয়ত ঝোলের মধ্যে সুতো পড়বে। ধন্যবাদ।' ধন্যবাদ।' গায়ের কোট খুলে ঢাকা লাগানো কুর্সিটার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায় মিলি, 'এই যে, শুনছেন? আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না?'

'হে ভগবান? উনি উঠে পড়েছেন? নিশ্চয়ই এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে।' মিলির পাশাপাশি গিয়ে দাঁড়ায় এমা, দুজনের মুখেই স্মিত হাসি। 'দেখুন, একটুখানি ঘুমিয়ে আপনাকে কি সুন্দর ঝরঝরে দেখাচ্ছে? এবারে তাহলে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিন, একটুও যেন পড়ে না থাকে। আমি বরং গিয়ে একটা আলোর বন্দোবস্ত করে ফেলি, রাত্তির বেলা লাগবে।' দরজার কাছে গিয়ে সামান্য ইতস্তত করে এমা, 'মিস সিলস, আপনি কি মায়ের কাছ থেকে খেয়ে এসেছেন?'

'আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমার খিদে নেই,' মিলি জবাব দেয়। 'তুমি তাড়াতাড়ি যাব—আর পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসবে।'

ভাঁজ খুলে ভারী তোয়ালেটা সযত্নে বিছিয়ে দেয় মিলি। কম্বলের নিচে রাখা নোরার নিশ্চল শীর্ণ হাতদুটিতে সোহাগের চাপড় মারে ও, 'আসুন, এবারে হাটি যেগুলো পাঠিয়েছে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করে ফেলা যাক।—এই দেখুন, এটা হচ্ছে গোমাংসের সুরুয়া আর এটা হচ্ছে মিষ্টি রুটি।—দেখেছেন কাণ্ড? আমি এমনভাবে বলছি, যেন আপনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না।—জেলিটা দেখেছেন? আচ্ছা, উলটো দিক দিয়ে খাওয়া শুরু করলে কেমন হয়। ধরুন, মিষ্টি দিয়ে যদি শুরু করা যায়। বেশ মজা হবে কিন্তু।'

মিসেস ম্যানসনের দৃষ্টি ওর চোখের দিকে স্থির হয়ে থাকে। মিষ্টির চামচটা ফের ট্রের ওপরে নামিয়ে রাখে মিলি—অনর্থক এলোমেলো কথাবার্তা বলা ভুলে যায় ও, মুখ থেকে মুছে যায় পেশাদারী হাসির উজ্জ্বল রেখা। মিসেস ম্যানসনের দৃষ্টি ওকে হতাশায় ভরিয়ে তোলে। উনি যেন কবরের নিচ থেকে তাকিয়ে রয়েছেন মিলির দিকে।

'মিসেস ম্যানসন, শান্তস্বরে মিলি বলল, আমি বুঝতে পারছি, আপনি যা চাইছেন আমি আপনাকে তা দিতে পারছি না। আমি চেষ্টা করেছি—কিন্তু অন্য কেউ হলে যেটুকু করতে পারত, আমি শুধু সেটুকুই করেছি। কিন্তু আপনার আরও কিছুর দরকার, দিনের পর দিন আপনার প্রত্যাশা যেন বেড়ে চলেছে। আপনি অসুস্থ আর অসুখী বলেই যে এমন হচ্ছে, তা কিন্তু নয়। আমার বয়েস বেশি নয়, মিসেস ম্যানসন। কিন্তু আমি অনেক অসুস্থ মানুষ দেখেছি। এমন সমস্ত মানুষ নিয়ে

আমাকে কাজ করতে হয়, যাদের সচরাচর রাস্তাঘাটে দেখা যায় না—আপনি স্বপ্নেও তেমন লোকের কথা ভাবতে পারবেন না। কিন্তু গত কয়েক দিন ধরে আমি তাদের সঙ্গে আপনার একটা দুঃখজনক মিল খুঁজে পাচ্ছি। ইচ্ছে না থাকলেও কথাটা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, মিসেস ম্যানসন।—আপনি আর আমি দুজন দুজনের বন্ধু, আমরা দুজন দুজনকে জানি। বন্ধুরা একে অন্যকে সত্যি কথা বলে। আজকাল সারা দিন-রাত্তির আপনি যেন মৃত্যুর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকেন – অপেক্ষা করেন, কখন সে আপনাকে ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিত জানাবে। এটা ঠিক নয়, মিসেস ম্যানসন। আপনাকে মৃত্যুর আশঙ্কা করতে হবে না, ডাক্তারী শাস্ত্রে তেমন কিছু ঘটার মতো কোন কারণ নেই। অন্তত আপনি তা না চাইলে তো নয়ই। আপনি যদি তাই চান, তবে অবশ্য আমি আপনাকে থামাতে পারব না। কিন্তু আপনি যদি সুস্থ হয়ে উঠতে চান, তবে তা পারবেন। আপনি যেমনটি ছিলেন, এখন তার চাইতে অনেক ভালো আছেন – এ ব্যাপারে সবাই আপনাকে বাজে কথা বলে, এ কথা মনে করবেন না। আর আপনি তো আমাকে জানেন, আমি কখনও আপনাকে বাজে কথা বলব না—ওরা আমাকে ঘুষ দিলেও বলব না। আপনি আমার বন্ধু, মিসেস ম্যানসন। আপনি যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন, তবে আমি কিছুতেই আপনাকে মরতে দেব না।'

মিসেস ম্যানসনের চোখদুটো বন্ধ হয়ে আসে, বুকটা ওঠা নামা করতে থাকে দ্রুতলয়ে—যেন উনি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছেন।

'কাঁদুন, কাঁদলে অনেক হালকা হবেন।' মিলি বলল, 'আমি যখন এ ঘরে এসে ঢুকলাম, তখনও আপনি কাঁদছিলেন। কিন্তু এমার সামনে আমি ও ব্যাপারে কিছু বলতে চাইনি। জানেন মিসেস ম্যানসন, আপনার কোন পুরনো বন্ধু—ধরুন তিনি আপনার সঙ্গে একত্রে স্কুলে যেতেন—এমন কারুর সঙ্গে আমার ভীষণ আলাপ করার ইচ্ছে। তিনি আমাকে বলতে পারতেন, আপনার মনটা কি রকমের—সঠিক কাজ না হলে, আপনি কিভাবে তা প্রকাশ করতেন। আমার কেমন যেন মনে হয়, আপনি সর্বদা সঠিক পথে চলেন। সেজন্যেই আমার ভারি ভয় হয়। তার কারণ, যেটা আপনি ভুল বলে মনে করেন সেটা সাংঘাতিক রকমের ভুল।'

মিস সিলস—মিস সিলস, কেউ যেন একথা শুনতে না পায়। অন্তত আজকের দিন আর রাত্তিরটা বাদ দিয়ে। কাল তুমি নিরাপদ হয়ে যাবে, কিন্তু আজ দিনে রাতে তুমি নিরাপদ নও। কালকের আগে কাউকে কিছু বলো না। কাল ওরা তোমার সঙ্গে কথা বলবে, তখন বলো। কাল—কাল সকালে—মিস মিলস—মিস সিলস পার্কে একটি মহিলা ছিল। আমার বিশ্বাস, সে আমাদের দুজনকেই সাহায্য করতে পারত। কিন্তু সে কথা বলেনি—আমি লক্ষ্য করেছি, সে তোমার সঙ্গে কথা বলেনি—তুমি তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেছ।

'খুব হয়েছে, কালকের আগে আর দুঃখের কথাবার্তা নয়।' মিলি জিজ্ঞেস করল, কোন্‌টা আগে খাবেন, বলুন। জেলি না সুরুয়া। সুরুয়া। বেশ, তবে তাই।'

এমা একটা বাটিদান নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। ওর চোখেমুখে একটা

ছেলেমানুষী ভাব—যেন সকলের অযাচিত জিনিস দিয়ে ও একটা সুন্দর জিনিস তৈরি করে ফেলেছে।

'ওটা এদিকে নিয়ে এস, এমা,' মিলি উচ্ছল হয়ে ওঠে। 'মিসেস ম্যানসনকে ওটা দেখাও। ভাগ্যিস, আগেরটাকে ওরা হোয়াইট এলিফ্যান্ট সেল-এ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাই তো এমন একটা জিনিস দেখা গেল! হোয়াইট এলিফ্যান্টে আমি যদি কখনও পুঁতি দিয়ে তৈরি কোন সাদা হাতির—'

'এটা আমার সম্পত্তি,' এমার কণ্ঠস্বরে অবজ্ঞার ছোঁয়া লাগে। 'পুঁতির জিনিস আমার ভালো লাগে। কত বছর ধরে এটাকে আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি!'

'কোথায় পেয়েছিলে এটা?'

'হোয়াইট—সে যেখানেই পাই না কেন, তাতে কি এসে যায়? এটা বেশ সুন্দর নরম আলো ছড়ায়, চোখে লাগে না।—তা এদিকের কি খবর।'

'ভালোই।'

'আপনি কি আজ সন্ধ্যাবেলায় ফের বেরুচ্ছেন? ডাক্তার ব্যাবকক বলছিলেন, আপনি নাকি বেরুতে পারেন।'

'অত ভণিতা কেন, এমা? ব্যাপারখানা কি, বল তো?'

'ভাবছিলাম আপনি যদি বাড়িতে থাকেন, তাহলে আমি খানিকক্ষণের জন্যে একটু বেরুব। আমার বোনঝির এই সবেমাত্র প্রথম বাচ্চা হয়েছে, অত ঝামেলার পরে মোটে পাঁচ পাউণ্ডের একটা ছানা! তাহলেও আমার বোনটি তো বড়াই করতে ছাড়বে না—ভাবছিলাম, তাই একটু শুনে আসব।'

'যেও, আমার আর বেরুবার ইচ্ছে নেই। আর পাঁচ পাউণ্ড ওজন ঠিকই আছে, কাজেই বড়াই করতেই দিও।'

'ওই, কত কিছুই বোঝেন আপনি, অথচ এখন অব্দি তো বিয়েও হয়নি!' এমার কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের আভাস। 'ভালো কথা, আজ সকাল বেলায় আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, কি করেছেন—তা কিছুই কিন্তু আমাকে বলেননি।'

'কিছুই করিনি, স্রেফ হেঁটে বেড়িয়েছি আর একটা বাচ্চার সঙ্গে বল ছোঁড়াছুড়ি করেছি। হ্যাঁ, একজন আমার পিছুও নিয়েছিল।'

'তাহলে আপনি তাকে সেটা করার সুযোগ দিয়েছিলেন, বলুন।'

'মোটেই না, অন্তত এ ক্ষেত্রে তা নয়। ইনি একজন মহিলা। বললেন, উনি নাকি এঁদের সকলকেই—একি, মিসেস ম্যানসন—না না, অমন করে না, লক্ষীটি।'

'চামচটা বোধহয় বড্ড বেশি ভর্তি হয়েছে। আমার কাছেই বেশি বেশি ঠেকছে।'

'ওহ, তুমি আমার কাজে বিরক্ত করো না তো!—হ্যাঁ, মহিলাটি বললেন, উনি নাকি তোমাকেও চেনেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছ।'

মিস সিলস! এমা!—

এমা, মিস সিলসের কথা মন দিয়ে শোন। আমি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তো এই কামনাই করছিলাম!—শোন এমা, ওই মহিলাটি মিস বির্ড—আমি জানি, ও

মিস বির্ড ছাড়া আর কেউ নয়।—এমা, মিস সিলসকে তুমি প্রশ্ন কর, জিজ্ঞেস কর, জানতে চাও।

'এ শহরের সবাইকে আমি চিনি, আমাকেও সবাই চেনে।' এমা ঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'সবাই জানে, আমি কেমন আছি।—মহিলাটিকে দেখতে কেমন, বলুন তো?'

'নেহাতই সাধারণ, শুধু মুখটা বাদে। মুখে বড্ড বেশি প্রসাধন।'

'চিনি না।'

'গায়ে সবুজ কোট আর মাথায় টুপি।'

'সবুজ কোট আর টুপি ব্যবহার করেন, এমন সাতজন মহিলাকে আমি চিনি। তাছাড়া আমি কেমন আছি, আমার সব বন্ধুবান্ধবরাই তা জানে।—না, জেলিটা আপনি বরং রেখে দিন, মিস সিলস। দেখছেন না, উনি ওটা খেতে চাইছেন না? ওটা আমি হ্যাটিকে দিয়ে দেব খন।—হ্যাঁ, ভালো কথা—হ্যাটিকে আমি কথা দিয়েছিলাম, ও যখন বিশ্রাম করবে আমি তখন সদর দরজাটা সামলাব আর দরকার মতো ফোনটা ধরব। আমাকে দরকার হলে ঘণ্টি বাজিয়ে ডাকবেন, কেমন?'

ঘর থেকে চলে যাবার সময় ট্রে-টা নিয়ে গেল এমা। মিলি নিজের কুর্সিটা মিসেস ম্যানসনের কুর্সির পাশাপাশি টেনে এনে বসল। মিসেস ম্যানসন ফের চোখদুটো বন্ধ করে রেখেছেন। মিলির পেছনে হলঘরে যাবার দরজাটা খোলা। সমস্ত বাড়িটা এ ঘরের মতই নিস্তব্ধ নিঝুম।—টেবিলে রাখা গোলাপ ফুলগুলোর পাপড়িগুলি নেতিয়ে পড়েছে। ফুলগুলো বেশি দিন টেঁকে না—একটা দিন কাটতে না কাটতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।—মিলির কুর্সিটা নিচু। কুর্সিতে বসেই আকাশের নীলাভ পটভূমিকায় বিবর্ণ হয়ে-আসা হলদেটে গাছগুলোকে দেখতে পাচ্ছিল ও। মাঝেমাঝে একটা পাতা ঝরে পড়ছিল শ্লথ গতিতে—পাতাগুলো যেন জেনে গেছে, সূর্যের দিক থেকে নিচের দিকে নেমে-আসা ওদের এই প্রথম যাত্রাই অন্তিম যাত্রা।—

ঘরে বসে বসে শীতে কাঁপাটা নিতান্তই বোকামি। মিলি ইচ্ছে করলেই তাপচুল্লিটা জ্বেলে নিতে পারে। কিন্তু সেটুকুও যেন রীতিমতো শ্রমসাধ্য কাজ। আমি ক্লান্ত, ভাবল মিলি। কিন্তু ক্লান্ত হব না-ই বা কেন? একটু ঘুমোলে পারি। অন্তত চেষ্টা করতে পারি।—

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিলি, মাথাটা বুকের দিকে ঝুয়ে এল ওর।

পাশাপাশি চোখ বুজে বসে রইল দুজনে, কিন্তু ঘুমোল একজন। তাপচুল্লির তাকে ঘড়িটা টিকটিক শব্দে বেজে চলল অবিরাম, কিন্তু তার হিসেব রাখল শুধু একজনই।

ডাক্তার ব্যাবকক যখন ঘরে এসে ঢুকলেন, তখন চারটে বেজে গেছে। ঘুম ভেঙে মিলি দেখল, উনি ওর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছেন। ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল মিলি, 'আমি দুঃখিত, ডাক্তার ব্যাবকক। কিন্তু মিসেস ম্যানসন বিশ্রাম নিচ্ছেন বলে মনে হয়েছিল, তাই আমি—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' মিলির ক্ষমাপ্রার্থনা হাত নেড়ে থামিয়ে দেন ডাক্তার। 'কোন ক্ষতি হয়নি। বরং আমি এসে একটা সুন্দর ছবি দেখতে পেলাম।' মিসেস ম্যানসনের একখানা শীর্ণ হাত তুলে নিলেন উনি, 'কোন পরিবর্তন হয়েছে না কি? আমার আশঙ্কা,আমরা একটা হতাশাজনক অবস্থার মধ্যে রয়েছি।'

মিসেস ম্যানসনের কুর্সির পেছনে দাঁড়িয়ে ঘাড় নাড়ল মিলি। মিসেস ম্যানসন যখন শুনতে পান, তখন ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাবককের পক্ষে এ জাতীয় কথাবার্তা বলাটা নেহাতই বোকামি।

'তবে এমনটি হবে বলে আমরা আগেই আশঙ্কা করেছিলাম।' ডাক্তার ব্যাবকক বলতে থাকেন. 'এমা বলেছিল, ইদানীং উনি নাকি খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও বিরূপ হয়ে উঠছেন।'

'আমি কিন্তু তা বলি না।' মিলি প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, কাল যদি একটু গরম পড়ে, তাহলে আমি কি ওকে কুর্সিতে বসিয়ে বাইরের বারান্দাটায় নিয়ে যেতে পারি?'

প্রস্তাবটা একটু বিবেচনা করে নিলেন ডাক্তার ব্যাবকক, 'না, এখুনি তা করাটা ঠিক হবে না, মিস সিলস।—এ ঘরখানা তো দিব্যি সুন্দর। চার দেয়ালের মাঝখানে অপরূপ এক নিভৃত আবাস—এখানে থাকতেই ওর বেশি ভালো লাগবে। ঘরের বাইরেটা মাঝেমাঝে আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে কিনা।'

কবে থেকে। মিলি ভাবল, আমি তো শুনেছিলাম রোগীরা বসে থাকবার মতো অবস্থায় পৌঁছলেই তাদের বাইরের রোদ হাওয়ায় নিয়ে যেতে হয়।

মিসেস ম্যানসনের কাছ থেকে সরে গিয়ে সারা ঘরময় পায়চারি করছিলেন ডাক্তার ব্যাবকক, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছিলেন ঘরের প্রতিটি জিনিস। এমন কি এমার সেলাইয়ের ঝাঁপিতেও উঁকি মেরে দেখা হল। মিসেস ম্যানসনের গায়ে কম্বলটা ভালো করে মেলে দিতে দিতে মিলি ফিসফিসিয়ে বলল, 'উনি যেভাবে সব কিছু নজর করে দেখছেন তাতে মনে হচ্ছে, উনি বোধ হয় আমাদেরও নিলামে তুলতে যাচ্ছেন।'

ঘরের বিপরীত দিক থেকে ফের মোড় নিয়ে ম্যানসনের কুর্সির পেছনে এসে দাঁড়ালেন ব্যাবকক।

'মিস সিলস, আপনার সম্পর্কে আমি হতাশ হয়ে উঠেছি। আপনার ওপরে এখন আমি আর সন্তুষ্ট নই, মোটেই সন্তুষ্ট নই। আপনার মধ্যে ক্লান্তির ছবি ফুটে উঠতে শুরু করেছে। এটা যে আপনার দক্ষতার প্রতি কটাক্ষ নয়, আশা করি আপনি তা বুঝতে পারবেন। কিন্তু আমার সত্যিকারের বিশ্বাস, এখন আপনার একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন। আরও ভালো হয়, আপনি যদি সামান্য কিছুদিনের জন্যে একটু বিশ্রাম নেন।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু আমি ক্লান্ত নই—আমার বিশ্রামেরও কোন প্রয়োজন নেই।' মিলি বলল, 'আর-কোন নার্সের সাহায্যও আমাদের দরকার হবে না।—আমরা দুজন দুজনকে সুন্দর ভাবে বুঝতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা দিব্যি কথাবার্তাও

চালাতে পারি।—মিসেস ম্যানসন, আপনি কি অন্য কাউকে চান। দেখুন, উনি 'না' বলছেন। ওর ওই চাউনির অর্থ হচ্ছে 'না'। উনি বলছেন, আপনার অশেষ করুণা, ডাক্তার ব্যাবকক—কিন্তু মিলি সিলস আমার একমাত্র স্বপ্নের মেয়ে একমাত্র ওকেই আমি চাই।' একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে অনুতাপ হয় মিলির। প্রতিটি অসংলগ্ন কথা বলে অনুতাপ হয় মিলির। প্রতিটি অসংলগ্ন কথা বলার অর্থ, বাড়িতে মায়ের কাছে এক এক পা করে এগিয়ে যাওয়া আর সারাদিন ধরে টেলিফোনের কাছে বসে টনসিল রোগগ্রস্ত বালখিল্যদের পরিচর্যা করার ডাকের জন্যে অপেক্ষা করা।

'আপনি যাই বলুন না কেন ডাক্তার ব্যাবকক, আমি শুধু বলতে চাইছি যে—'

'আর কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন নেই, আমি বুঝতে পেরেছি।' ডাক্তার ব্যাবককের সারামুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে, 'ঠিক আছে, দেখা যাক কি হয়। হ্যাঁ, এমার সম্পর্কে একটা কথা বলার আছে। আমি ওকে বলেছি, আজ যেন ও নিজের বিছানাতেই ঘুমোয়। মিসেস ম্যানসন ওর ওপরে খুব বেশি করে নির্ভর করবেন, আমি তা চাই না। ওর অতীতের সঙ্গে সম্পর্কহীন আপনার মতো একজন অপরিচিত কি যেন, স্বপ্নের মেয়ে—তাই বললেন না আপনি? হ্যাঁ, একটা স্বপ্নের মেয়েকেই আমাদের প্রয়োজন।'

ব্যাবককের দিলখোলা হাসিতে সারা ঘর ভরে ওঠে।

'আমাকে কোন নির্দেশ দিয়ে যাবেন কি।' প্রশ্ন করে মিলি।

'না, সব-কিছুই যথারীতি আগের মতো থাকবে।'

ডাক্তার ব্যাবকক বিদায় নেবার পর ফের মিসেস ম্যানসনের পাশে নিজের কুর্সিতে ফিরে আসে মিলি। একবার মিসেস ম্যানসনের পাণ্ডুর মুখখানার দিকে তাকিয়ে, নিজের চোখ দুটো বন্ধ করে ও। এবং এমা ঘরে না আসা পর্যন্ত তেমনিভাবেই বসে থাকে একটানা বেলা সাড়ে চারটে পর্যন্ত।

এমা তাপচুল্লিটা জেলে আগুনের কাছাকাছি গিয়ে বসে, মিলিও ওর পাশে নিজের কুর্সিটা নিয়ে যায়। মিসেস ম্যানসন আগুনের প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি, একবার তাপচুল্লিটার দিকে তাকিয়ে ফের চোখের পাতা বন্ধ করে দিয়েছেন।

'উনি ওখানেই থাকুন,' নিচু গলায় এমাকে বলল মিলি। নিজেকে নিয়ে ওমনি বুঁদ হয়ে থাকাটাই ওর একমাত্র গোপনতা। অল্প কিছুক্ষণ ওভাবে থাকলে কোন ক্ষতি হবে না।'

'আমি কিছুতেই মন থেকে রবির কথাটা তাড়াতে পারছি না,' আগুনের তাপ লাগাবার জন্যে হাতদুটো সামনের দিকে এগিয়ে দেয় এমা। 'সারাটা দিন সে আমার পেছন পেছন লেগে রয়েছে।'

'কেন, আজ কি বিশেষ কোন দিন।'

'না, আজ রোববার—তাই। প্রতি রোববার সে সারাদিন বাড়িময় ঘুরে বেড়াত, ওপর-নিচ করত, দুমদাম করে দরজা বন্ধ করত। হাটি বলছিল, কাল রাত্তিরে ও রবির গলা শুনতে পেয়েছে।'

'ধ্যাৎ। হাটির মাথায় গণ্ডগোল আছে—তুমি নিজেও তা বলেছ।'

'বলেছি। কিন্তু—'

মিলি পেছন দিকে ফিরে তাকাল, 'মিসেস ম্যানসন, আপনি কি জেগে আছেন?' পরক্ষণেই এমার দিকে মুখ ফেরাল ও, 'নাঃ, এবারে উনি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছেন। উনি কখনও আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্ট করেন না—উনি জানেন, উনি তা পারবেন না।—কাজেই এবারে আমরা একটু সাবধান হয়ে কথাবার্তা বললে রবির সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।—রবির সম্পর্কে আমি তেমন করে কিছুই জানি না। ওর কথা উঠলেই, জর্জ অন্য কথা তোলে। পত্রিকাগুলোও আগে যা লিখেছে তার চাইতে বেশি কিছু লেখে না।'

'টাকা-পয়সা, ব্যাঙ্ক আর নামজাদা মানুষদের ব্যাপার হলে ওরা চিরদিনই তাই করে। কিন্তু 'উনি' প্রতিটি পাই-পয়সার হিসেবও মিটিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের জন্যে কারুরই কোন ক্ষতি হয়নি। কাজেই এখন রবির ব্যাপারটা আপনাকে না জানাবার কোন কারণ নেই।'

ঘটনাটা ওর এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, এমা জানাল। বলল, 'আমরা জানতাম, রবি বখে গেছে। কিন্তু অতগুলো টাকা—যা ওর দরকার ছিল না, যা ও খরচ পর্যন্ত করেনি—তা ও চুরি করবে কেন? ওর যা নিয়মিত রোজগার, তার চাইতে ও একটি আধলাও বেশি খরচ করেছে বলে কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। তাহলে ও কেনই বা চুরি করবে আর টাকাগুলো যাবেই বা কোথায়? চুরি যাওয়া টাকাগুলোর মধ্যে আজ অব্দি একটা পয়সারও হদিশ মেলেনি।'

তার চাইতেও বড় কথা, এমা জানল, রবিকে কুসংসর্গে মিশতে দেখেছে—এমন একটি মানুষকেও ওরা খুঁজে পায়নি। জুয়া নয়, ঘোড়দৌড় নয়, বদ মেয়েমানুষ নয়—কোন নেশাই ছিল না রবির। কাজেই এর কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না—বিশেষ করে তারপর রবি যে কাণ্ডটা করল।

শেষ দিনের কথাটাও মিলিকে বলল এমা। 'রবি যখন বাড়িতে আসে, আমি তখন কেনাকাটা করতে বেরিয়ে ছিলাম। আমি যদি বাড়িতে থাকতাম তাহলে ওকে দেখেই বুঝতে পারতাম, কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। কিন্তু আমি ছিলাম দোকানে। ওদিকে হাটিও রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ করে রেখেছিল বলে কোন শব্দটব্দ শুনতে পায়নি।—তারপর বাড়িতে ফিরে এসেই আমি আবার কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। মিস নোরা খাওয়া দাওয়ার জন্যে একটু বিশেষ বন্দোবস্ত করতে বলেছিলেন, মিঃ ক্রস আসবেন বলে অপেক্ষা করছিলেন উনি। আমিও মনে মনে ঠিক করেছিলাম, একটা দারুণ বন্দোবস্ত করে ওদের একেবারে চমকে দেব।'

তারপর? ফিসফিসে কণ্ঠস্বরে এমা বাকি ঘটনাগুলো দ্রুত বর্ণনা করে চলে।—হলঘর জুড়ে শুধু ছোটাছুটি, চিলেকোঠায় ওঠার দরজার কাছে গুঁড়ি মেরে বসা, যন্ত্রপাতি রাখার ধুলোভর্তি বাক্সটা মেঝের ওপরে খালি করে ফেলা, তারপর সবকিছুকে ছাপিয়ে সদরের ঘণ্টিটার সেই তীক্ষ্ণ সুরে বেজে ওঠা।—

'মিসেস পেরি তখন ঘণ্টিটা বাজাচ্ছিলেন', এমা বলল। 'যে-লোকটা পাখির

মাংস বিক্রি করে, সে-ও তখন সদরে এসেছিল—কারণ হাটি পেছন দিকের দরজাটা খুলতে ভয় পেত।—হ্যাঁ, রবি একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল। ওর টাইপ করা যন্ত্রটার মধ্যেই ছিল চিঠিটা। লিখেছিল, 'আমি কোনদিনই কোন কাজের নই, কিন্তু তুমি তা বিশ্বাস করতে না।'···ভালোবাসাটাসা কিচ্ছু জানায়নি। আমাদের আগেই মিস নোরা চিঠিটা দেখতে পেয়ে যান, তখন আমাদের আর-কিছু করার ছিল না। আমরা তখন চেষ্টা করছিলাম—মানে বুঝতেই পারেন, দড়িটা না কেটে তো আর ওকে—অথচ ছেলেটাকে জীবনে প্রথমবার আমিই চান করিয়ে দিয়েছিলাম!'

'থাক, আর বলতে হবে না।' এমার হাত ধরার জন্যে নিজের হাত এগিয়ে দিয়ে মিলি ফিসফিসিয়ে বলে, 'তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি।'

'আপনি বুঝতে পারছেন? লক্ষ কোটি বছরেও বুঝতে পারবেন না। তাছাড়া রবিকে ওই অবস্থায় দেখাটাই তো শেষ কথা নয়। মিসেস নোরাকেও একদিন সেই ভয়ঙ্কর অবস্থায় আমাকে দেখতে হয়েছিল—আমার পায়ের কাছে পড়ে ছিলেন উনি—প্রায় মরা মানুষের মতো। মিঃ র‍্যালফ আর মিঃ ক্রুস তখন কি করবেন, কিছু দিশে করতে পারছেন না। ডাক্তার ব্যাবকক যদি সেদিন ওই মুহূর্তে না আসতেন, তাহলে তখনই উনি মারা যেতেন।—জানি না আমরা কি এমন অন্যায় করেছি, কিন্তু এ তো একেবারে শাস্তি বিশেষ।'

তাপচুল্লিতে কয়লা ফাটার শব্দ শোনা যায়। ওদের দুজনের মুখে আগুনের রক্তিম আভা। ঘরের অন্যদিকে এক চিলতে নিস্তেজ রোদ্দুর জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে, একটা কুর্সিতে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে।

পাঁচটা পনেরর সময় একটা পিরিচে দু টুকরো কাঁচা মাংস নিয়ে ঘরে ঢোকে হাটি। এক টুকরো ভেড়ার মাংস, অন্যটা পাখির। হাটির ঠোঁটদুটো একটা কঠিন রেখায় এক হয়ে মিশে আছে। ওকে মুখ বন্ধ করে রাখার জন্যে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'ভেড়ার মাংসটা সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।' হাটির হাত থেকে পিরিচটা নিয়ে সেটা মিসেস ম্যানসনের দিকে এগিয়ে ধরল এমা, 'চোখ খুলুন, মিসেস নোরা। দেখুন, রাত্তিরে খাবার জন্যে কোন্ মাংসটা আপনার পছন্দ। তবে আমার মতো চাইলে বলব, আপনি বরং পাখির মাংসটাই নিন।'

পিরিচের দিকে তাকালেন মিসেস ম্যানসন। এই প্রথম খেলায় অংশ গ্রহণ করতে ওঁকে অনিচ্ছুক বলে মনে হল।

'তুমি বরং দুটোই রান্না করো, হাটি,' মিলি বলল, 'আমার খাবারটাও এ ঘরে দিয়ে যেও। খেতে বসে আমরা ঠিক করব, কোন্‌টা খাওয়া যায়।—আমি এ ঘরে খেলে কোন আপত্তি নেই তো, এমা?'

'আপত্তি করার কোনই কারণ নেই।' দরজার দিকে এগিয়ে গেল এমা, 'চল হে, কথার জাহাজ হাটি।—আমি বরং শেরিটা নিয়ে আসছি, মিস মিলস। আগুনের পাশে বসে দু-এক ঢোক গিলতে দারুণ লাগবে।'

সূর্য দিগন্ত রেখায় লীন। ঘরের মধ্যে দীর্ঘদেহী ছায়ারা কখন যেন নিঃশব্দে

চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। অন্যমনস্কের মতো জানালা থেকে বারান্দার দরজা, দরজা থেকে বিছানা হয়ে তাপচুল্লির কাছ-বরাবর পায়চারি করতে থাকে মিলি। ধীরে ধীরে গোধূলির অন্ধকারে ঘরটা অস্পষ্ট হয়ে আসে, তবু আলো জ্বালে না ও। আগুনের পাশে বসে ভেবে দেখে, রেডিওটা আস্তে করে চালালে মিসেস ম্যানসনের কোন অসুবিধে হবে কিনা। একটা রেডিও হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছে। হাতটা বাড়িয়েও সঙ্গে সঙ্গে সেটা নামিয়ে আনে মিলি। সত্যিকারের করার মতো কোন কাজই ও খুঁজে পায় না।

শরৎকাল আমার ভালো লাগত, ভাবল মিলি। কিন্তু এ বছর ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে উঠেছে। আগেকার শরৎকালগুলো যেন অনেক প্রতিশ্রুতি বয়ে আনত। কিন্তু এবারে মনে হচ্ছে, আমি যেন বুড়ো হয়ে গেছি—অথচ আমি বুড়ো নই। আজ রাত্তিরে নিজের বয়েসটাকে এত বেশি বলে মনে হচ্ছে যে আমি আর সামনের দিকে তাকাতে পারছি না। আমি কি চাই, তা আমি নিজেই ভেবে উঠতে পারছি না। চিরদিনই আমি কিছু না কিছু চেয়ে এসেছি। কিন্তু এখন আর-কিছুই চাই না। কারণ চেয়ে কি লাভ?

গোধূলির অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘিরে-থাকা মিসেস ম্যানসনের নিস্পন্দ শরীরটার দিকে তাকায় মিলি।—ঘুমোন, মিসেস ম্যানসন—আপনি ঘুমোন। জেগে থাকলে আপনি বড্ড বেশি চিন্তা করেন, আমি জানি।—তার চাইতে বরং ঘুমিয়ে থাকুন—শান্তিতে, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোন।

মিস সিলস—মিস সিলস—তুমি বাড়ি যাও, মিস সিলস। অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। তোমার মা আছেন, বাড়ি আছে—তুমি চলে যাও সেখানে। সমস্ত দিন ধরে আমি লক্ষ্য করেছি, রাতটা কিভাবে একটু একটু করে প্রস্তুত হচ্ছে। রাতটাকে যারা সরিয়ে রাখতে পারত--সেই হার্টি, মিস বির্ড অথবা সেই বাতিদানটা —তারা সবাই চলে গেছে। তুমিও চলে যাও, মিস সিলস—আমার ছোট্ট সোনা বন্ধু। তুমি তো জান না, এ বাড়ির সব কথা—

একে একে সকলে ঘরে এসে ঢুকলেন—মিঃ ম্যানসন, ক্রস কোরি আর জর্জ। এখন কেউই হৈ-হট্টরোল করছেন না। সবাই যেন অনুভব করছেন, এটা হাসি-ঠাট্টা করার সময় বা জায়গা নয়।—

মিলি ওদের কুর্সিতে বসার জন্যে অনুরোধ জানায়, ওরা বসেন না। কে যেন রেডিয়োর চাবিটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন—নিগ্রো ঐকতান সঙ্গীতের আকুল আহ্বান আবছা অন্ধকারময় ঘরটাকে ভরিয়ে তোলে: 'রহো আমার সাথে ওগো। ঘনিয়ে আসে আঁধার'। এই অন্ধকার আর ওই আপ্লুত কণ্ঠস্বর, দুইই এখন অসহ্য।—

'ওটা বন্ধ করে দিন,' নিজেকে বলতে শোনে মিলি, 'ভালো লাগছে না।' নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে ওঠে ও—ঠিক যেন চাবুকের শনশনানি। 'বড্ড দুঃখের সুর,' আত্মপক্ষ সমর্থনে কৈফিয়ত দেখায়। অথচ নিজেই বুঝতে পারে, সেটা অর্থহীন অপচেষ্টা মাত্র।

গান থেমে যায়। এগিয়ে গিয়ে ঘরের আলো জেলে দেয় জর্জ।

'আমি দুঃখিত, মিস সিলস,' ক্রণ কোরি বললেন।

কেন আমি অমন করলাম? ভাবল মিলি।

মিস সিলস, এটা আপনার দক্ষতার প্রতি কটাক্ষ নয়—আপনার মধ্যে ক্লান্তির ছবি ফুটে উঠতে শুরু করেছে—

'খারাপ কিছু হয়েছে নাকি, মিস সিলস?' মিঃ ম্যানসনের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ঝরে পড়ে।

'না, মিঃ ম্যানসন। তবে আমরা দুজনেই বোধহয় ক্লান্ত—এই যা।'

'আমরা তবে চলি।—ডাক্তার ব্যাবকক এসেছিলেন কি?'

'হ্যাঁ, এসেছিলেন। তবে বিশেষ করে কিছু বলেননি। সামান্য কিছুক্ষণ ছিলেন।'

'আমি আর কোরি ঘণ্টাখানেকের জন্যে শহরে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে করছিল—নাঃ, থাক। আপনারা বিশ্রাম করুন, আমরা চলি। আচ্ছা মিস সিলস, আপনার কোন-কিছুর প্রয়োজন আছে কি? আপনার দাবি বড়ো কম। কিছু চাইলে খুশি হতাম।'

'না, স্যর—আমি কিছুই চাইনে।'

ওরা চলে গেলেন। ম্যানসন আর কোরি।

কিন্তু জর্জ রইল। ফিসফিসিয়ে বলল, 'বারান্দায় এস—কথা আছে।'

●

বাগানটা অন্ধকার। শরতের ঘাসবন আর ঝরাপাতা পেরিয়ে ওধারে পেরিদের বাড়ির আলোগুলো গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে ঝিলমিল করে জ্বলছে। মিঃ পেরি একটা নুয়ে-পড়া ঝোপ সযত্নে সোজা করে দিচ্ছিলেন। হলদে আলোর পটভূমিকায় ওর আবছা শরীরটা আশ্চর্য রকমের নিঃসঙ্গ।

'এদিকে এস,' বারান্দার দূর প্রান্তের দিকে এগিয়ে যায় জর্জ। মিলি জানে, জর্জ যেখানে গিয়ে দাঁড়াল তার ঠিক নিচেই হাটির ঘর।

'আমি বাতাসের কথা ভাবছিলাম।'

'ফের সেই বাতাস।' মিলি বিরক্ত হয়, 'ও কথা শোনার জন্যে আমি এখানে আসিনি।'

'মিলি, শোন। আমি ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছি না। কালরাতে তেমন করে বাতাস ওঠেনি। ও ঘরের আলোটা বাতাসে উলটে পড়েনি, পড়তে পারে না। ওটা কারুর ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছিল—হয় তুমি ফেলেছিলে, নয়তো এমা, কিংবা অন্য কেউ। তবে তার মধ্যে আমি মিসেস ম্যানসনের কথা ধরছি না। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় এমা ওটা উলটে ফেলেছিল?'

'না, আমিও ফেলিনি। তুমি যে কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলছ।'

'শোন, ঠিক ভোরবেলায় আলো ফোটার সময়টাতে আমি এখানে এসেছিলাম। দেখছিলাম, কোন পায়ের ছাপ দেখা যায় কি না। গত রাতে আমি যেটা দেখেছিলাম সেটা সত্যি সত্যি কুকুর কিনা, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। চার পায়েই সেটা দৌড়োচ্ছিল বটে, কিন্তু আকারটা বড্ড বড়। ওটা যদি কুকুর হয়, তাহলে আমাদের পুলিসে খবর দেওয়া উচিত। কারণ যে কুকুর দোতলায় শোবার

ঘরে গিয়ে ঢোকে, পনের পাউণ্ড ওজনের একটা ভারি বাতিদান ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় —সেটাকে হয় বেঁধে রাখা উচিত, নয়ত গুলি করা উচিত।'

বারান্দার বেষ্টনীতে হাত রেখে নিচে আইভি লতার অন্ধকার জটলার দিকে চোখ নামাল মিলি। হাটির জানলায় আলো জ্বলছে। আইভি লতার কিছুটা অংশ সত্ত সত্ত ছিঁড়েছে—দেখেই বোঝা যায়।

'ওই ছড়াটা আমিও জানি,' অস্ফুটে বলল মিলি, 'অন্ত ক-টা লাইন মুখস্থ বলতে পারি।'

'আমাকে বলতে দাও, আমি আরও সুন্দর করে বলতে পারব।—তাহলে কি তুমি / জন্তু গাছের / অথবা ছোট্ট / জোয়ান কাছের ?' ভীষণ মনে পড়ছে লাইন-গুলো।'

ওরা ঘন হয়ে দাঁড়ায়। জর্জের হাত মিলির কাঁধে, মিলির মুখ জর্জের মুখের একেবারে কাছাকাছি।

'জর্জ,' মিলি ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কাল রাত সাড়ে-দশটার সময় তুমি কোথায় ছিলে ?'

'বিছানায়। কেন ?'

'বাড়ি থেকে আমি তোমাকে ফোন করেছিলাম, কিন্তু কেউ সাড়া দেয়নি।'

'ফোনটা বাজছে, আমি শুনেছিলাম—ধরিনি।—কি হল, মিলি ? কাঁপছ কেন ? আমি তো জড়িয়ে রেখেছি তোমাকে।'

'কে কাঁপছে ? কিন্তু জর্জ, তুমি কোন ছাপ দেখেছিলে কিনা—তা আমাকে বলনি।'

দেখেছিলাম। জুতোর দাগ—পুরুষ মানুষের জুতো। সকালবেলা ব্যাবককে নিয়ে ম্যানসন আর কোরি ওখানে ঘোরাঘুরি করেছিলেন। এখন সমস্তটা জায়গায় শুধু ওদের পায়ের ছাপ, মানে জুতোর ছাপ রয়েছে।'

'কিন্তু প্রথম বার মানে ভোরের আলো ফোটার সময় তুমি কি অন্য-কিছুই দেখনি ?'

জবাব দেবার আগে বেশ খানিকক্ষণ সময় নেয় জর্জ। ওর হাতটা মিলির কাঁধ ছেড়ে গালের সঙ্গে লেগে থাকে। 'আমি ফার্ডি প্রেসের সঙ্গে কথা বলতে ছাউনিতে যাচ্ছি। গত কাল রাতে এখানে কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। সে বিষয়ে কি করা দরকার, তা ফার্ডিই ভালো বুঝবে।'

'জর্জ, তুমি তখন নিশ্চয়ই কিছু দেখেছিলে। কি দেখেছিলে ?'

'আইভি লতাটা বেয়ে ওঠার আগে বা পরে, হাটির জানালার কাছে ফুলের কেয়ারিটার ওপরে কিছু একটা দাঁড়িয়েছিল। সেটাই মিসেস ম্যানসনের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল—তারপর আমার ধারণা, বাতিটা উলটে পড়ার জন্যে সেটা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। পালিয়ে কোথায় গিয়েছিল, তা আমি জানি না। তবে রাত্রিবেলা কোন একটা সময়ে সেটা বারান্দা ধরে ছুটে গিয়েছিল, রেলিঙ টপকে আইভি লতাটা ছিঁড়ে দিয়েছিল, ভিজে মাটিতে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল।—প্রসকে আমি যে-সব কথা বলব, এটা তার মধ্যে থাকবে।'

'আর? আর কি বলবে?'

'নরম মাটিতে যে-ছাপগুলো পড়েছিল, সেগুলো কোন জন্তুরও নয়—মানুষেরও নয়। দুটো ছাপের মধ্যে যে ব্যবধান, তা ঠিক জন্তুর মতো—স্পষ্ট সামনের আর পেছনের ছাপ। কিন্তু ভীষণ বড়। হয়ত আমার হাসা উচিত, কিন্তু হাসি পাচ্ছে না। কারণ সেগুলো পায়ের ছাপ নয়, থাবার ছাপও নয়। ছাপগুলো হাতের।'

'হাত?' অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে মিলি।

'হ্যাঁ।' জর্জ মৃদু স্বরে আবৃত্তি করে, 'তাহলে কি তুমি / জন্তু গাছের / অথবা ছোট্ট / জোয়ান কাছের?'—কেউ যদি এই নিয়ে বাস্তবে রসিকতা করে থাকে, তা হলে আমি আর ফার্ডিও তার যোগ্য জবাব দিতে পারব। অবশ্যি ছাপগুলো এখন আর নেই, আজ সকালে ওগুলোর ওপরে অন্য পায়ের ছাপ পড়েছে। তাই ফার্ডি হয়ত আমাকে পাগল-টাগল বলারও চেষ্টা করবে, কিন্তু আমি পাগল নই।'

জর্জ, ছাপগুলো দেখতে কেমন? তারামাছের মতো কি?'

'তুমি তা কি করে জানলে?'

'হাটি বলেছে। কিন্তু ও বলছিল একটা—'

'হতে পারে। সেটা হয়ত নিচের দিকে নেমে এসে কিছু একটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় ছিল, অথবা দাঁড়াবার মতো জায়গা খুঁজছিল। তারপর হাটির চিৎকার শুনে ফের ওপরে উঠে যায়। হাটি যখন জানালার কাছ থেকে সরে এল, তখন সেটা হয়ত ফুলের কেয়ারিটার ওপরে নেমে এসে পালিয়ে যায়। কোথায় পালাল বা কি করে পালাল, সে-কথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। আমি শুধু এক সারি ছাপ দেখেছিলাম—কাজেই হয়ত সেটা উড়েই পালিয়েছে!'

'আমি ভয় পাইনি,' বলল মিলি।

'ভয় পাবার কোন কারণও নেই। তবে দরজাটাতে চাবি দিয়ে রেখ।' সংক্ষেপে মিলিকে চুমু দেয় জর্জ, 'বেশিক্ষণ আনন্দ করার মতো সময় নেই, সোনা। আমাকে এখন ফার্ডির সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে।—হয়ত সেই আজব চিহ্নটিকে দেখতে পেয়ে কেউ ইতিমধ্যেই খবরটা যথাস্থানে জানিয়ে দিয়েছে। আজ রাতে ফার্ডি হয়ত নজর রাখার জন্যে এদিকটাই থাকবে।' ফের ওকে চুমু দেয় জর্জ, 'হয়ত আমিও থাকব।'

বেড়ার ওধারে গিয়েই আচমকা একটা কথা মনে পড়াতে এই মাত্র বেরিয়ে আসা বাড়িটার দিকে পেছন ফিরে তাকাল জর্জ।

'এ বাড়িতে কাজ করতে হলে দুজোড়া হাতের দরকার।'

কে বলেছিল কথাটা? কখন? হাটি বলেছিল কি?—

না, এমা বলেছিল, আজ সকালে এমাই বলেছিল কথাটা।—কথাটা সত্যি, কিন্তু তাই বলে যথেষ্ট নয়। আসল জিনিসটা তার চাইতে অনেক দিন আগেকার।—

দু জোড়া হাত। কিন্তু—

এলিস পেরি বৈঠকখানায় বসে বোনার কাজ করছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে, কিছু বলবি?'

'রাত্তিরে আমার জন্যে খাওয়ার বন্দোবস্ত করো না,' জর্জ বলল। 'একটা কুকুরের ব্যাপারে আমাকে একজনের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে।'

'তোকে যদ্দুর জানি তাতে সন্দেহ হচ্ছে, নিশ্চয়ই কোন নোংরা ব্যাপার।' এলিস পেরিকে চিন্তিত দেখাল।

●

একটা বড় ট্রে-তে করে এমা যখন দুজনের মতো খাবার বয়ে নিয়ে এল, তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছ-টা। অনুরোধ উপরোধের প্রতিযোগিতায় এমা আর হাটি একজন অন্যজনকে ছাপিয়ে গেলেও, মিসেস ম্যানসন কিছুই খেলেন না। মিলির স্তোকবাক্য, অনুনয়-বিনয়, ভয় দেখানো—সব রকমের চেষ্টা সত্ত্বেও উনি মুখ খুলতে রাজি হলেন না। এমন কি শেরি, যা সাধারণত উনি পছন্দ করেন—তাতেও কোন সাড়া মিলল না। অবশেষে যখন বোঝা গেল কিছুতেই কিছু হবার নয়, তখন ওরা ওঁকে বিছানায় শুইয়ে দিল। তাতেও উনি রীতিমতো বাধা দিয়েছিলেন, বিদ্রোহের আগুন ফুটে উঠেছিল ওঁর দু চোখের দৃষ্টিতে। আগের রাতে দুধ আর ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে মিলি ওঁর চোখে ঠিক এই ধরনের দৃষ্টিই দেখতে পেয়েছিল।

'তুমি যাও, এমা,' মিলি বলল। 'হয়ত আমাকে খেতে দেখলে ওঁর মত পালটাবে।'

'আপনার কিছুর দরকার হলে ঘন্টি বাজিয়ে হাটিকে ডাকবেন। হাটি আমার বোনের টেলিফোন নম্বর জানে, তেমন দরকার পড়লে আমাকেও ফোন করতে পারেন।' দরজার কাছ থেকে এমা বলল, 'তবে আশা করি তেমন কোন দরকার হবে না।'

যেন খুব ভালো লাগছে, এমনি একটা মিথ্যে ভান দেখিয়ে আস্তেসুস্থে খাওয়া শেষ করল মিলি। তারপর এক গ্লাস শেরি। অভিব্যক্তিহীন মুখে সব-কিছু লক্ষ্য করলেন মিসেস ম্যানসন। ট্রে-টা হলঘরে রেখে, তাপচুল্লির আগুনটা ঠিকঠাক করে দেবার পর করার মতো আর-কিছুই বাকি রইল না। এমার বাতিদানটা থেকে এক টুকরো অস্পষ্ট আলোর আভা বিছানা আর কম্বলটার ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে। বারান্দার দিকের দরজাটা বন্ধ, হলঘরে যাবার দরজাটাও তাই। ঘরটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে, কিন্তু মিসেস ম্যানসনের এটাই পছন্দ। অন্তত সকলেরই সেই ধারণা। শুধু ধারণা, ধারণা আর ধারণা! কিন্তু সত্যি সত্যি উনি কি চান, তা সঠিকভাবে বোঝার মতো সময় কি কখনও আসবে?

জানালার কাছে রাখা কুর্সির ওপরে দু-হাতে নিজের হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে একটা বাচ্চার মতো গুটিসুটি হয়ে বসল মিলি। পার্কের ওধারের আলোগুলো এখান থেকে মনে হয় যেন কত দূরে।

এমা চলে গেছে। মিস সিলসও ঘুমিয়ে পড়েছে। নিজের হাতে, মাথা রেখে ছোট্ট একটা পুষির মতো কুঁকড়ে শুয়ে আছে মেয়েটা। কতক্ষণ পরে ঘুম ভাঙবে ওর? কতক্ষণে এমা বাড়িতে ফিরবে? এক ঘণ্টা? দু ঘণ্টা?

এমা। আচ্ছা, এমা বাড়ির বাইরে থাকায় বিশেষ কিছু এসে যায় কি? এর মধ্যে কি গূঢ় কোন অর্থ থাকতে পারে? প্রতিবারই এমা বাড়ির বাইরে ছিল। প্রতিবারই হাটি ছাড়া সমস্ত বাড়িটা শূন্য ছিল এবং হাটিও ছিল রান্নাঘরে বন্ধ দরজার ওধারে। শুধু হাটি আর আমি আর—

আচ্ছা, শেষবারে আমি ওপরে গিয়েছিলাম কেন? যদি না যেতাম, তাহলে আগামী কালও আমি বেঁচে থাকতাম। আমি হাঁটতাম, গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়াতাম, ইচ্ছেমতো থিয়েটারে যেতাম। মনটা অবশ্যি শূন্য হয়েই থাকত, কিন্তু বেঁচে থাকতাম। আমি যা জেনেছি, সময় হলে একদিন না একদিন কেউ না কেউ হয়ত সেটাও জানতে পারত—কারণ এ সত্য চিরদিন লুকিয়ে রাখা যায় না।

কেন ওপরে গিয়েছিলাম?

কেন গিয়েছিলে, তার কারণটা তুমিও জান। গিয়েছিলে তার কারণ—যতবারই তুমি ওখান দিয়ে যাতায়াত করতে, ততবারই ওই বিশেষ দরজার হাতলটা ধরে ঘোরাতে। ঘোরাতে আস্তে আস্তে, নিঃশব্দে। তুমি জানতে দরজাটা তালা-বন্ধই থাকবে, তবু হাতলটা একবার না ঘুরিয়ে থাকতে পারতে না। কিন্তু সেদিন হাতল ঘোরাতেই দরজাটা খুলে গিয়েছিল।

এবং তুমি তখন নিজেই নিজেকে বলেছিলে, বাড়িতে তুমি একা!

বেশ, ঠিক আছে—তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে—এটাও এক ধরনের প্রস্তুতি।

ওঠ, আবার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠ—

হাতলটা নিঃশব্দে ঘুরে যাবার পর দরজাটা সহজেই খুলে গিয়েছিল। ঘোরানো সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েওপরের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল ও, ওপর থেকে মৃদু পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। অন্য আর-একজনও তাহলে হদিশ পেয়েছে যে দরজাটাতে চাবি লাগানো ছিল না।

হাটি? না, হাটি রান্নাঘর অথবা নিজের ঘরে রয়েছে। তবে কি এমা? না, এমা বাজারে গেছে। এমাকে ও মাছ নিয়ে দরাদরি করতে দেখে এসেছে, এখন দশ মিনিট হয়নি। র‍্যালফ? রুস? রুস তাড়াতাড়ি ফিরবে বলে ওকে কথা দিয়েছিল। কিন্তু তাই বলে এত তাড়াতাড়ি ওরা কেউই আসবে না। ওরা এখন শহরে—ব্যাঙ্কে।

ওদের দৈনন্দিন কাজের তালিকা জানে, এমন কেউ তাহলে সকলের অজান্তে বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। মোরারও এখন মহিলা-সমিতির জমায়েতে হাজির থাকার

কথা ছিল, কিন্তু অন্ত মহিলাদের মুখে ফুটে-ওঠা করুণার অভিব্যক্তি ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছে।—

আতঙ্কে নয়, রাগে কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করে নোরা। ওটা রবির চিলেকোঠা, রবির নিজস্ব জায়গা, পৃথিবীতে ওর শেষ সময়টুকুর আশ্রয়।—

নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙে ওঠার পথে মাত্র একবার একমুহূর্তের জন্তে সামান্ত ইতস্তত করল ও—নিজেকে জিজ্ঞেস করে নিল, ওপরে উঠে ও কি করবে অথবা বলবে। পুলিসে খবর দেওয়া উচিত, ভাবল ও, কিন্তু আমি তা করব না। কারণ খবরের কাগজে কাহিনীটা বেরোক, আমি তা চাই না। ওরা তাহলে আবার নতুন করে সেই ছবিগুলো ছেপে দেবে, ওরা—

আচ্ছা, আগে আমি নিজের ঘরে গিয়ে দেখি না কেন, লোকটা ইতিমধ্যেই কোন জিনিস সরিয়েছে কিনা? যদি সরিয়ে থাকে তাহলে আমি তাকে বলব, সে স্বচ্ছন্দে সেগুলো নিয়ে যেতে পারে। আমি তার নামে আইনগত কোন অভিযোগ আনব না, শুধু যুক্তি দিয়ে বোঝাব। তাকে আমি তাড়াতাড়ি করে চলে যেতে বলব, বুঝিয়ে বলব চিলেকোঠার সম্পর্কে আমার কোমল অনুভূতির কথা।

কিন্তু লোকটা যদি ইতিমধ্যেই আমার গয়নাগাটিগুলো নিয়ে থাকে, তাহলে আবার চিলেকোঠায় গিয়ে উঠবে কেন?

হাটি, নিশ্চয়ই হাটি বাড়তি কম্বলগুলোর খোঁজ করছে।—হতেই হবে।—

তারপরেই হাসির শব্দটা শুনতে পেল ও। নিচু গলায় খুশির হাসি, এবং পরিচিত।

নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে ফের ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করে ও।

সিঁড়ির মাথায় উঠে একটা কাঠের পর্দার পেছনে আত্মগোপন করে থাকে নোরা। চিলেকোঠার মেঝেতে সেদিনের মতো সেই সোনা-রঙ রোদ। ভাঙাচোরা খেলনা ভর্তি রবির পুরনো ট্রাঙ্কটা কোণের দিক থেকে টেনে আনা হয়েছে। ট্রাঙ্কের ডালাটা খোলা। এক জোড়া হাত ট্রাঙ্কটার ভেতর থেকে প্যাকেটগুলো একটা একটা করে বাইরে এনে রাখছে। লোকটার মুখে আবিষ্কারের বিস্ময় নেই। মুখটা যার, সে লোলুপ চোখে ওগুলো দেখার জন্তেই এখানে ফিরে এসেছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল নোরা।

'চোর,' শান্ত গলায় বলল ও।

'মন্তব্যটা দুর্ভাগ্যজনক,' উত্তরদাতার কণ্ঠস্বর ওর মতোই শান্ত আর সংযত।

কেউ এতটুকুও নড়ে না। খোলা ট্রাঙ্কের দুধার থেকে দুজনে তাকিয়ে থাকে দুজনের দিকে। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে দুজনের মাঝখানে তির্যকভাবে লুটিয়ে-পড়া সোনালী রোদের টুকরোটা যেন একটা বেষ্টনীর মতো মানুষটাকে সভ্যতার করুণা আর নিরাপত্তা থেকে আলাদা করে রেখেছে বলে মনে হয় ওর।

জোর করে দৃষ্টিটা ফের নিচের দিকে নামিয়ে এনে নোরার মনে হয়, ট্রাঙ্কের ভেতরে রাখা টাকাগুলো যেন আশ্চর্যরকমের সবুজ। ওগুলোর পাশে একদা উজ্জ্বল

ট্রেন, ট্রাক, কাঠের জন্তু-জানোয়ার—সবই জীর্ণ, মলিন, অতীতের প্রেত। টাকাগুলোই শুধু বাস্তব।

'আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম,' নোরা বলল। 'এ ধরনের একটা কাজ করার মতো মন যে তোমার থাকতে পারে, আমি তা জানতাম না। আমার মনে হয়েছিল, তুমি বিশ্বাসযোগ্য আর দক্ষ। এমন কি একথাও ভেবেছিলাম যে তোমার মধ্যে কল্পনাশক্তির অভাব রয়েছে। কিন্তু তুমি যে এমন একটা মতলব এঁটে সেটাকে বাস্তব করে তুলতে পার, আমি সত্যিই তা ভাবিনি। কাজটা কি তুমি একাই করেছিলে, না কেউ তোমায় সাহায্য করেছিল? এমন একটা কাজ যে তুমি কি করে একা একা করলে, আমি সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না।'

'কল্পনাশক্তি নেই, তাই না? হ্যাঁ, সবাই তাই মনে করে। ভাবে, আমি নির্বোধ আর আত্মম্ভরী।—হ্যাঁ, কাজটা আমি একাই করেছি। অথচ চিরদিনই আমার সত্যিকারের যোগ্যতাকে খাটো করে দেখা হয়েছে।'

'কিন্তু কেন তুমি এ কাজ করলে?'

'কারণ আমি টাকা-পয়সা ভালোবাসি, উত্তরাধিকারসূত্রে বড়লোক হওয়া ভালোবাসি. উত্তরাধিকারসূত্রে বড়লোক-হওয়া মহিলাদের ভালোবাসি না। কারণ নিজের চেষ্টায় আমি কিছুতেই যথেষ্ট অর্থ রোজগার করতে পারিনি।'

আমি কি স্বপ্ন দেখছি? নোরা ভাবল, কেন আমি জেগে উঠছি না? কেন কেউ জাগিয়ে দিচ্ছে না আমাকে? মানুষটার মুখের দিক থেকে আবার ট্রাঙ্কের দিকে চোখ নামিয়ে আনল ও। নিষ্কলঙ্ক সবুজ আর ফ্যাকাশে নীল ও লাল রঙের মাঝখানে খানিকটা ঝকঝকে হলুদের সোনা রঙ।

'রবি ওগুলো বানিয়েছিল—বোধ হয় ক্রিসমাসে একটু মজা করার জন্যেই বানিয়েছিল।' হলুদ জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়েই নোরা বলতে থাকে, 'এখন ওগুলো তোমার মজাদার বলেই মনে হচ্ছে, তাই নয় কি? আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। আমি—' দুহাতে নিজের মাথটা চেপে ধরে ও, 'আমি একটা নির্বোধ। কিন্তু তা ছাড়া অন্য-কিছু হওয়ার প্রয়োজন আমার কোনদিনই ছিল না। কোনদিন কোন-কিছুর জন্যে আমাকে এতটুকু চিন্তা করতে হয়নি, বা বেঁচে থাকার জন্যে কোন কাজও করতে হয়নি। চিরদিনই কেউ-না-কেউ আমার দিকে নজর রেখেছে, আমার হয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছে। কিন্তু এবারে আমি নিজেই নিজের জন্যে চিন্তা করতে চাই।'

'করো না।'

'কিন্তু আমি জানতে চাই, কেমন করে তুমি কাজটা হাসিল করলে?'

'সেটা তেমন কিছু কঠিন ছিল না। আমি দক্ষ এবং বিশ্বস্ত—তুমি নিজের মুখেই তা বলেছ।'

'কিন্তু তা ছাড়াও তুমি—ওকে খুন করেছ।'

'করেছি।'

'কিন্তু কেন? এমন আর কেউ কি ছিল না, যাকে তুমি নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারতে?'

'হয়ত ছিল, কিন্তু আমি তেমন করে খোঁজাখুঁজি করিনি। কারণ ও ছিল ঠিক হাতের সামনে। সেভাবেই শুরু হয়েছিল ব্যাপারটা। তারপর ওর এতদূর ধৃষ্টতা হল যে আমাকেই কিনা সন্দেহ করে বসল—যাকে সন্দেহ করার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। তাই আমার আর অন্য-কিছু করার রইল না। ওর শরীরে কোরি বংশের রক্ত—অনুসন্ধিৎসু, ধূর্ত। ভাগ্য ভালো, তাই ওর মনোভাবটা ও লুকিয়ে রাখতে পারেনি। এবং আমিও তাই যথাস্থানে কথাটা তুলে ফেললাম।'

'সেই জন্যেই লাঞ্চের সময় ওকে অমন বিধ্বস্ত লাগছিল। কিন্তু তখন ও আমায় কিছু বলতে চায়নি। তাড়াতাড়ি করে বাড়িতে ফিরে এসেছিল, এসেছিল আমাকে আসল ঘটনাটা জানাবে বলে।—ব্যাঙ্কে খোলাখুলিভাবে ওকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু ও জানত—

'ওসব খুঁটিনাটি দিয়ে নিজেকে মিথ্যে ভারাক্রান্ত করে তুল না, ওতে কিছু এসে যায় না।'

কথাটা নিজের মনে নেড়েচেড়ে দেখে নোরা।—ওতে কিছু এসে যায় না। খুঁটিনাটিতে কিছুই এসে যায় না। কেন? কেন কিছু এসে যাবে না?—আমি জানি?—আমি জানি, আমি জানি, কেন। কারণ সেগুলো আমি কাজে লাগাতে পারব না। রবির মতো আমাকেও নিজেকে খুন করতে হবে। লজ্জা আর অপমান আমাকে আমার ছেলের পথ অনুসরণ করতে বাধ্য করবে। লোকে বলাবলি করবে, লার্চভিলের মিসেস র‍্যালফ ম্যানসন—যার ছেলে—

'তুমি আমাকে চেন না,' বলল নোরা।

'তাই নাকি?' নিচু গলায় সেই অস্পষ্ট হাসির শব্দ উঠল আবার।

হাসিটা না-শোনার ভান করে নোরা। এক পা পেছিয়ে আসে ও—ছোট্ট একটা পদক্ষেপ, যা প্রায় লক্ষ্য করা যায় না। তারপর প্রশ্ন করে, 'আর শুধু একটা কথা বল। সে—সে কি নিজের পক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টাই করেনি?'

'হ্যাঁ, করেছিল এবং স্বীকার করতে বাধা নেই—সেটা আমাকে অবশ্যই অবাক করে দিয়েছিল। আমি চিরদিনই ওকে বীর্যহীন একটা বখাটে ছোড়া বলে মনে করতাম। কিন্তু আর যাই হোক, সে কাপুরুষ ছিল না।'

'ধন্যবাদ। তাহলে দেখতে পাচ্ছ, খুঁটিনাটি জিনিসগুলোতেও কিছু-না-কিছু এসে যায়।—আর ওই খোলা জানালাটা? আমি তো এখন ভেবেই পাচ্ছি না, কেন তুমি ওটা বন্ধ করনি। সেটা কি তোমার পক্ষে বিপজ্জনক ছিল না? সে জানালাটা দিয়ে চিৎকার করতে পারত?'

'ফের তুমি আমাকে খাটো করে দেখছ। জানালাটা আমি পরে খুলে দিয়েছিলাম। মানুষের শরীর গরম থাকে। এমন একটা জায়গায় ওর শরীরটাও বেশ খানিকটা অস্বস্তিকর সময় ধরে গরম থাকত—মানে আমার পক্ষে সেটা অস্বস্তিকর হত। তাই জানালাটা আমি খুলে দিয়েছিলাম, যাতে—বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি।—তুমি কি সদর দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিলে?'

'অবশ্যই। ঝি-চাকরদের সুবিধের জন্যে তুমিই দরজা খুলে রেখেছিলে।' অবশ্য

কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে না, সে-বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই আমি ভেতরে ঢুকেছিলাম।'

'শুধু বিকেল বেলাতেই দরজাটা খোলা থাকে।' নোরা সাবধানে ব্যাখ্যা করে, 'কারণ আমার মনে হয়, এমন একটা জায়গায় বিকেল বেলায় যদি কেউ'-কিন্তু থাক সে-কথা। চিঠিটা যে তুমিই টাইপ করেছিলে, সেজন্যে আমি খুশি।'

'আমার ধারণা, ওই পরিস্থিতিতে চিঠিটা বেশ ভালোই মুসাবিদা করা হয়েছিল। আমি খুব একটা ভালো লিখতে টিখতে পারি না। কাজটা আমার চাইতে ও ই হয়ত বেশি ভালোভাবে করতে পারত, কিন্তু তার আর সময় ছিল না।—সময়ের কথাটা উঠেছে বলেই বলি, এখন কিন্তু আর খুব একটা সময় আমাদের হাতে নেই।'

'না,' নোরা একমত হয়, 'এমা এখুনি এসে পড়বে। বাজারে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে, ও জানে আমি এখন বাড়িতে।'

'তার অর্থ, এমা জানে বাড়িতে তুমি একা। কিন্তু সেটা ঠিক কিভাবে তোমাকে সাহায্য করবে বলে তুমি মনে করছ?'

'আমাকে সাহায্য করবে? এমা?—আমি যা করতে যাচ্ছি, তার জন্যে এমাকে আমার কোনই প্রয়োজন হবে না'

'দাঁড়াও। তুমি কি করতে যাচ্ছ বলে তোমার ধারণা?'

'আমি পুলিসে যাচ্ছি। তোমাকে আমি বরগার চাইতেও অনেক উঁচু থেকে ঝোলাব।'

তারপর বাতাস মথিত হয়ে ওঠে। সূর্য আর ওর মাঝখানে দাঁড়িয়ে-থাকা একটা মানুষের শরীর জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো সবেগে ছুটে আসে ওর দিকে। আঘাত অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ বন্ধ করে ও।

মাঝনদীতে আটকে-থাকা কাঠের গুঁড়ির মতো ওর শরীরটা যখন সিঁড়ির বাঁকের কাছে থেমে গেল তখন ওর মনে হয়েছিল, আর বেশিক্ষণ ওকে অপেক্ষা করতে হবে না। কঠিন দুটো হাত তখন ওর শরীরটাকে ঘুরিয়ে এনে, বাকি পথটুকু সহজেই আবার নিচের দিকে গড়িয়ে দিয়েছিল। এক সীমাহীন শূন্যতার মধ্যে চোখ খুলেছিল ও। তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর যেন অন্য এক দুনিয়ার একটা জলন্ত পর্দায় ভেসে উঠেছিল। দেখতে দেখতে সে আলোটাই পরিচিত হয়ে ওঠে। ওর নিজের বাতিদানের আলো। নিজের বিছানায় শুয়ে রয়েছে।

তাহলে আমি এখনও বেঁচে রয়েছি, নিজেকে বলল ও। কিন্তু কেন?

পুরনো রেকর্ডে বেজে-ওঠা কণ্ঠস্বরের মতো কিছু কিছু কথা এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল বিষণ্ণ অন্ধকারে। ক্ষীণ স্বর—অথচ কোন শরীরের উপস্থিতি নেই। কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ বিরামহীন চেষ্টার পর শরীরগুলো দেখতে পেল ও। বিছানায় পায়ের দিকে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা।

'বাড়িতে ঢুকে শব্দটা শুনেই আমি ছুটে গেলাম। বুঝতে পেরেছিলাম শব্দটা কোত্থেকে এসেছে। তারপরেই দেখি, আমার পায়ের কাছে, মেঝের ওপরে অচৈতন্য হয়ে উনি পড়ে রয়েছেন। ভাবলাম, উনি বোধহয় আর নেই!'

'আমাদের ভাগ্য ভালো, তাই আমরা—'

'যেভাবে উনি পড়েছেন, তাতে ওঁর মরে যাবারই কথা। কি করে যে বেঁচে রইলেন, সেটাই তো আমি বুঝতে পাচ্ছি না।'

'আমার তো ভয় হয়েছিল যে—'

ও যেন চোখের সামনে দেখতে পেল, ও চিলেকোঠার সিঁড়ির নিচে পড়ে রয়েছে, এমা চিৎকার করছে নিচের হলঘর থেকে আর তাকিয়ে দেখছে ওপর দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষটাকে।—কিন্তু ও-সব এখন ভুলে যাও, নিজেকে বলল ও, তার চাইতে ওদের কথাবার্তা শোন—মন দিয়ে লক্ষ্য কর প্রতিটি শব্দ। ওদের মধ্যে একজন কেউ বলবে, তোমার কি করা উচিত।

'আঘাত এবং তার ফলে পক্ষাঘাত। মাপ করবেন, আপনি যেন কি বলছিলেন?'

'ও আমাকে টেলিফোন করে বলেছিল, আমি যত শীগগির পারি যেন চলে আসি। ভেবেছিলাম, হয়ত ও অসুস্থ। কিন্তু আমি আসার পরেই ও আমাকে অপেক্ষা করতে বলে, ওপরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে আমিও ওর পেছন পেছন গেলাম।—আমি তখন ভীষণ বিক্ষিপ্ত, মনটা চঞ্চল—'

কে বলল কথাটা? কে? শোন, মন দিয়ে শোন।

'চিলেকোঠায় ওঠার দরজাটা খোলা ছিল। বোঝাই যাচ্ছে, চাবিটা ও যেখান থেকেই হোক খুঁজে পেয়েছিল।—একই ভাবে ও তখন নিজের জীবনটাকে শেষ করে দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। আমি প্রাণপণে ওকে বাধা দিলাম। কিন্তু ও তখন পাগলের মতো খেপে উঠেছে।—তারপরেই সিঁড়ি দিয়ে ছিটকে পড়ে গেল।—এমা আর আমাদের সকলের সাড়া পেয়ে, তারপরে আমি—'

মিথ্যেবাদী! চোর, খুনে! খাবারের থলের মতো তুমিই আমাকে ছুঁড়ে ফেলেছিলে, কিন্তু সবাই এসে পড়ায় কাজটা শেষ করতে পারনি। দাঁড়াও, কথাটা আমি ওদের না বলা অব্দি অপেক্ষা কর।

'ওহ্!' মিঃ র‍্যালফ, মেঝের ওপরে কেমন করে পড়েছিলেন উনি! জানেন মিঃ ব্রুস, একেবারে আমার পায়ের কাছে।'

'শান্ত হও, এমা।—মিস বির্ড!'

'বলুন, ডাক্তার ব্যাবকক।'

'পরবর্তী পাঁচঘণ্টা খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখবেন। আর সামান্য কোন পরিবর্তন দেখতে পেলেই, আমাকে ফোন করবেন।'

'আমরা সবাই লক্ষ্য রাখব, ডাক্তার ব্যাবকক। আপনার সদয় তত্ত্বাবধান—'

'না, না, ও কথা বলবেন না। তবে আমি আপনাদের আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি, রাত জেগে সবাই মিলে পাহারা দেওয়াটা কোন কাজেই আসবে না। হয়ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা উনি এভাবেই বেঁচে থাকবেন।'

'যদি তেমন খারাপ কিছু হয়, তাহলে তার আগে ও কথা বলতে পারবে তো?'

'কথাও বলতে পারবেন না, নড়াচড়াও করতে পারবেন না।'

'একেবারেই কথা বলতে পারবেন না?'

'এ ব্যাপারে আমরা অবশ্যই অন্য কোন ডাক্তারের মতামত নিয়ে দেখব, সেটাই উচিত। তার কারণ বুঝতেই পারছেন, আমরা—'

'হ্যাঁ, আমি নিজেও ঐ ধরনের একটা প্রস্তাব রাখতে যাচ্ছিলাম।—মিঃ কোরি, দয়া করে ওর অত কাছাকাছি যাবেন না। মানে, জ্ঞান ফিরলে উনি যেন অপরিচিত কাউকে না দেখেন।'

'অপরিচিত? আমি? ও কিন্তু জ্ঞান ফিরলে, আমাকে দেখতে পাবে বলে আশা করবে। ও জানে, আমি এখানে রয়েছি।—ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—'

কণ্ঠস্বরগুলো অস্পষ্ট হয়ে ওঠে—মানুষগুলো মিলিয়ে যায় একটু একটু করে।—

পুরনো কাহিনীটা মনে করে গলার কাছে ঠিকরে-ওঠা এক টুকরো তিক্ত হাসির অস্তিত্ব অনুভব করে নোরা—দাঁড়াও সব কথা আমি বলে দেব। যতদিন না বলি, ততদিন শুধু অপেক্ষা করে থাক। এখন নয়, আর সামান্য কিছুক্ষণ পরে। যে আমার কথা বিশ্বাস করবে, তার সঙ্গে একা হলেই আমি সব বলব।—

কিন্তু আমার শরীরে আমি কোন ব্যথা অনুভব করি না কেন? হাড়গুলোই বা কেন ভাঙেনি? হয়ত আমি জোরাজুরি করিনি—তাই। ওরা বলেছে, যেমন করে আমি পড়ে গিয়েছিলাম তাতে আমার মরে যাওয়া উচিত ছিল। হ্যাঁ, মরেই যেতাম। যদি সবাই তখন এসে না পড়ত, তাহলে আমার আর বেঁচে থাকা হত না। বেঁচে থাকব না, যদি না সব কথা বলতে পারি। ওরা বলছে আমি কথা বলতে পারব না, নড়াচড়াও করতে পারব না। কিন্তু তা সত্যি নয়।—

আমি কথা বলতে পারি, নড়াচড়াও করতে পারি।

●

এবার বাতিদানের আলোয় রাত-টেবিলে আবছা আলোর রোশনাই। টেবিলে ওষুধের শিশিতে চারটে বড়ি, দুধের ফ্লাস্ক, ভাঁজকরা একটা পরিষ্কার রুমাল আর পাউডারের কৌটো। সব-কিছুই আগের মতো রয়েছে। আমি যখন কুর্সিতে বসেছিলাম, তখন কেউ তাহলে আসেনি—ভাবল ও। দরজাটা বন্ধ আছে কি?

অন্ধকার জানালার পটভূমিকায় মিস সিমসের টুপিটা বড্ড বেশি সাদা। ওর পরনে সাদা স্কার্ট, পায়ে চৌকো-মুখো সাদা জুতো। ঠিক গ্রীষ্মদিনের রোববারের সকালে পায়ে দেবার সেই ছোট্ট জুতোগুলোর মতো।

সাদা কালি দিয়ে জুতো জোড়া সাফ করে নাও, সোনা—এ কাজটা তো তুমি নিজেই করতে পার! এবারে জুতোর ধারগুলো মুছে নাও—না না, স্পঞ্জ দিয়ে না—স্পঞ্জে অনেকটা পালিশ রয়ে গেছে। ন্যাকড়াটা কাজে লাগাও. ওই জন্যেই তো ওটা রয়েছে! ঠিক আছে, এবারে জানালায় তাকে সাজিয়ে রাখ—দেখতে দেখতে শুকিয়ে যাবে।

না, যতদূর সম্ভব আমি তাকে সুশিক্ষা দিয়েছি। কোনদিন কোন বাচ্চাকে আমি নষ্ট করিনি।—

হলঘরে যাবার দরজাটা বন্ধ, বারান্দার দরজাটাও তাই। বন্ধ ঘরে আমি আর মিস সিলস। বাইরে থেকেও দরজাগুলোতে চাবি লাগানো যায়, আমাদের বন্ধ করে রাখা যায় ঘরের ভেতরে। হলঘরে যাবার দরজাটা—

দরজাটা খুলে যায়।

ছায়ার আড়াল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে-আসা সাদা মূর্তিটাকে লক্ষ্য করতে থাকে ও। মূর্তিটার মুখ নেই, মুখের জায়গাটা একটা সাদা আবরণ। দুটো হাত আস্তে আস্তে নেমে আসে ওর দিকে।

মিস সিলস!

'কে?' মিস সিলস বলল, 'ও, আপনি! কি ব্যাপার, এমন পা টিপে টিপে বেড়ালের মতো আসা কেন? আর ওই ছদ্মবেশটাই বা কি জন্যে?'

মুখোশের আড়াল থেকে কি যেন বলল, 'আসলে সদ্য সদ্য ঘুম-ভাঙা চোখে আমি আপনাকে চিনতেই পারিনি, নইলে আপনাকে দেখে চিৎকার করার কোন উদ্দেশ্যই আমার ছিল না।' বিছানার কাছে নিচু হয়ে গায়ের ঢাকাটা সরিয়ে দিল মিস সিলস, 'উনি আপনাকেও ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন, তাই না?—দেখুন তো, ওকেও আপনি ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। এবারে মুখ থেকে ওটা খুলে ফেলুন।—এই দেখুন, মিসেস ম্যানসন—উনি ব্রিটম্যান। দেখেছেন তো? হ্যাঁ, ব্রিটম্যান!'

হ্যাঁ, ব্রিটম্যানই বটে।

'কাল রাতে এখান থেকে যাবার সময় ওর ঠাণ্ডা লাগে। পাছে ওর থেকে আপনার মধ্যেও রোগ-সংক্রমণ হয়, তাই আপনার জন্যেই উনি সাবধান হয়েছেন।'

কাজ করতে করতে মিস সিলসের সঙ্গে কথা বলছে ব্রিটম্যান। সব কথা নোরা শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু মিস সিলস লোকটার কথা শুনতে শুনতে হাসছে। ওর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে মিস সিলস—মাথার টুপিটা সরে গেছে একধারে, হাত দিয়ে হাঁটুদুটো জড়িয়ে রাখার জন্যে স্কার্টে কোঁচকানোর দাগ। ব্রিটম্যানের হাতে হাতঘড়ি। ঘড়িতে রাত আটটা বেজে তিরিশ মিনিট।

কাজ শেষ করে আগুনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ব্রিটম্যান। শেরির বোতলটা তাপচুল্লির তাকের ওপরেই ছিল। মিস সিলস একটা গ্লাসে শেরি ঢেলে ব্রিটম্যানের দিকে এগিয়ে দিল। পান করার সময় মুখোশটা নিচের দিকে নামিয়ে নিল ব্রিটম্যান। মিস সিলস হেসে উঠল আবার। ব্রিটম্যান ওর চেনা লোক, এর আগেও একসঙ্গে কাজ করেছে ওরা। অঙ্গ-সংবাহনের পেশায় ব্রিটম্যান সব চাইতে সেরা, বলেছে মিস সিলস।

যাবার সময় ব্রিটম্যানকে দরজা অব্দি এগিয়ে দিল মিস সিলস। ব্রিটম্যানকে যেতে দিতে ওর মন উঠছিল না। মিস সিলস বড় একা, কিন্তু ও লোকজন ভালোবাসে, জীবনে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে চায়।

ব্রিটম্যান বিদায় নেবার পর হলঘরের শেষ প্রান্তে গিয়ে, বড় সিঁড়ির মুখ থেকে নিচের দিকে তাকাল মিলি। নিচের হলঘরে আবছা আলোর অন্ধকার। —রান্নাঘরে নামবার সিঁড়িটা পেরিয়ে এল ও। এদিকটাতেও আলো বা কোন সাড়াশব্দ নেই। হাটি শুয়ে পড়েছে, ভাবল মিলি, কিংবা বাইরে বেরিয়েছে। সাধারণত রোববার রাত্রিবেলা হাটি ঘরের দরজা খোলা রেখে গুনগুন করে প্রার্থনার গান গায়।

সবাই বড্ড বেশি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, নিজেকে অভিযোগ জানায় মিলি। কোথায় বাইরে যাবার সময় বলে যাবে—জিজ্ঞেস করে যাবে, আমার কিছুর দরকার আছে কিনা—তা নয়। ঘরে ফিরে ব্রিটম্যানের এঁটো গ্লাসটা সাফ করে আরও কাজ খুঁজতে থাকে মিলি। এমার সেলাইয়ের ঝাঁপিতে করার মতো কোন কাজ বাকি পড়ে নেই। ওদিকে মিসেস ম্যানসন বোধহয় মনে মনে অন্য আর-এক পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যেন অনেক দূরের অনেক উঁচু কোন জিনিস দেখছেন উনি। হয়ত কোন পাহাড়ের চূড়া। তামাম ইউরোপে অনেক ঘুরেছেন মিসেস ম্যানসন।—আর যাই হোক, এখন ওর চোখদুটিতে শান্তি রয়েছে এটুকু অন্তত বলা যায়। অন্তত আতঙ্কের কোন চিহ্ন নেই।

বারান্দার দরজার কাছে গিয়ে হিমেল সার্সীতে কপাল ছোঁয়ায় মিলি। পেরিদের বাড়িতে কোন আলো নেই। ন-টা বেজে গেছে। কিন্তু এর মধ্যেই ওরা নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েননি। হয়ত সিনেমায় গেছেন। মিঃ পেরি সিনেমা দেখতে ভালোবাসেন। আর জর্জ হয়ত পুলিসের দপ্তরে ফার্ডি প্রসের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। জর্জ আর ফার্ডি একসঙ্গে হাইস্কুলে পড়ত।—কিন্তু জর্জ ওর সন্দেহের কথাটা নিয়ে ম্যানসন আর কোরির সঙ্গে আলোচনা করছে না কেন? হয়ত করেছে। হয়ত এই মুহূর্তে ওরা ওই ব্যাপারেই কিছু করছে।

সহসা খানিকটা স্বস্তি পায় মিলি। তাহলে এই জন্তেই ওরা বেরিয়েছেন, স্থির করে ও। তাই আমাকে কিছু বলে যাননি। আসলে ওরা যে উদ্বিগ্ন, তা আমাকে জানতে দিতে চাননি। নিশ্চয়ই তাই।

তাপচুল্লির কাছে এগিয়ে যায় মিলি। আগুনটা নিজেকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে ফেলেছে।—রাত প্রায় দশটা। শোবার সময় অব্দি—মানে এমা ফিরে না আসা অব্দি আগুনটা থাকবে।

এমার কুর্সিতে বসে জর্জের মায়ের বিরুদ্ধে বসন্তকালীন আক্রমণটা সম্পর্কে মতলব ভাঁজতে থাকে মিলি। মিলিদের বাড়ির পেছনের বাগানটাতেই পুরো ব্যাপারটার বন্দোবস্ত করা হবে। বাগানটা যথেষ্ট বড়, দুটো ডগউড-গাছও আছে ওখানে। ধরে রাখা যাক, মে মাসের এক তারিখেই কাজটা চুকিয়ে ফেলা হবে। তবে ওড়নায় আমি মুখ ঢাকব না, মিলি ভাবল নার্সের টুপি খুলে ওড়না জড়ালে নিজেকে আমার বড্ড বোকা বোকা মনে হবে। হাতে ফুলের তোড়া নয়, শুধু প্রার্থনার বইখানা থাকবে। পায়ে থাকবে উঁচু গোড়ালির জুতো—তার জন্তে মুখ থুবড়ে পড়লেও কুছ পরোয়া নেই।—আর গাছের তলায় মিসেস ম্যানসন নিজের কুর্সিটাতে বসে থাকবেন। আমার পাশে পাশে থাকবেন উনি। কিন্তু—কি মুশকিল! শোন মা, মায়ের

জন্মে মেয়ের যা-কিছু করা উচিত আমি তা সবই করেছি। এ ধরনের কথা বলতে আমার বিশ্রী লাগে, কিন্তু তুমি আমাকে বলতে বাধ্য করছ। তা ছাড়া আজকের এই শুভদিনে তোমার একটু বিচার-বিবেচনা করে চলা উচিত ছিল, তাই নয় কি ?—

এগারটা নাগাদ এমা ঘরে এসে ঢোকাতে মন একটু ক্ষুন্নই হল মিলির। ততক্ষণে মুরগির স্যালাড হবে কি না—তা বাদে আর সব-কিছুই ও ঠিকঠাক করে ফেলেছে। আর-একটা সমস্যা হচ্ছে, বাছুরের মাংস হবে কি হবে না—তাই নিয়ে।

'কি, সময়টা ভালো কেটেছে তো ?' জিজ্ঞেস করল মিলি।

'বাইরে ঝড় বইছে। চারদিকে বিচ্ছিরি স্যাঁতসেঁতে কুয়াশা। জঘন্য লাগে আমার। আপনি তো দিব্যি মজাসে গুটিসুটি হয়ে বসে রয়েছেন!—যাক গে, আমি শুতে চললাম। আপনি কি গরম দুধ আমার জন্মে নিচে আসছেন, না কি ?'

'জানি না,' বিছানার দিকে তাকাল ওরা। মিসেস ম্যানসনের চোখদুটি বন্ধ। 'তবে এভাবে থাকলে, ওকে একটুও বিরক্ত করব না।'

'নিচে গেলে সদর দরজায় চাবি লাগাবেন না। ওরা এখনও বাইরে রয়েছেন। —এখানে কোন গোলমাল হয়নি তো ?'

'ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে মনে করে ব্রিটম্যান মুখে একটা মুখোশ পরে এসেছিল। তাই দেখে মিসেস ম্যানসন প্রথমটাতে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া আর সব-কিছুই ঠিকমতো চলেছে।'

'জর্জ এসেছিল নাকি ?'

'না, একটি প্রাণীকেও দেখিনি।'

'ভালো কথা', হাতব্যাগ খুলে একটা খাম বের করল এমা, 'আপনার মা একখানা চিঠি পাঠিয়েছেন।'

'আমার মা ? কিন্তু মা কি করে জানবে যে—'

'চিঠিটা আমার বোনের বাড়িতে এসেছে। না না, অত ব্যস্ত হবেন না—চিঠিটা তো আপনি পেয়েছেন, তাই নয় কি ? যাক, আমি শুতে যাচ্ছি। দরকার হলে ঘন্টি বাজিয়ে ডাকবেন কিন্তু।'

কথা বলতে বলতেই দরজা বন্ধ করে চলে যায় এমা। মিলি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে খামের দিকে। ঠিকানার জায়গায় পেন্সিলে লেখা : 'নার্সকে—এমার সৌজন্যে। ব্যক্তিগত।'

বিছানার পাশে-রাখা আলোর কাছে চিঠিটা নিয়ে যায় মিলি। মিসেস ম্যানসন লক্ষ্য করছিলেন ওকে।

'আপনিও কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন ?' মিলি বলল, 'তেমন কিছুই আপনার চোখ এড়ায় না, তাই না ?' খামটা মিসেস ম্যানসনের চোখের সামনে তুলে ধরে ও, 'এটা যে আমার মায়ের কাছ থেকে আসেনি তা আমি যেমন জানি, আপনিও জানেন। কিন্তু এটার মধ্যে কি আছে, বলুন তো ? মনে হচ্ছে যেন পয়সা-কড়ি রয়েছে।' খাম খুলে একটা চাবি বের করল মিলি, 'কি কাণ্ড, দেখুন!' চাবিটা

ভালো করে দেখে রাত-টেবিলের ওপরে রাখল ও। 'দাঁড়ান, আগে আমি পড়ি—তারপরে আপনাকে বলছি।'

চিঠিটাও পেন্সিলে লেখা। প্রথম পাতার ওপরের দিকে বড় ছাঁদের অক্ষরে লেখা: 'একা না থাকলে এ চিঠি পড়বেন না।' মিসেস ম্যানসনের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল মিলি, 'দারুণ ব্যাপার মনে হচ্ছে! দাঁড়ান, দেখি।'

চিঠি পড়তে পড়তে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে উঠল মিলি, ভুলে গেল মিসেস ম্যানসনের কথা, ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল ওর।

'এ চিঠিতে আমি নিজের নাম উল্লেখ করব না, কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন, কে আমি—বলেছিলাম, আপনার মনটা ভারি ভালো—

'ওই বাড়িটাতে কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা এমন নয়, যা আমি পুলিসকে জানাতে পারি। কারণ কোন-কিছুরই প্রমাণ আমার হাতে নেই। তবে বলতে পারেন, সেটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাছাড়া পুলিসের কাছে গেলে, আমার নামটা তাদের জানাতে হবে। তারপর তদন্ত করে তারা যদি কিছু না পায় এবং আমার নামটা যদি ফাঁস হয়ে যায়, তবে সে-ক্ষেত্রে আমাকে আর বেঁচে থাকতে হবে না। এমন কি আমার ধারণা, এই পর্যায়েও কেউ বা কারা রাত্রিবেলা আমার ফ্ল্যাটের দিকে নজর রাখে।—

'এক সময় আমি একটি মহিলাকে চিনতাম, যিনি নিজের জীবনহানির আশঙ্কায় প্রচণ্ড রকমের আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সবাই মনে করত, সেটা মহিলাটির কল্পনাবিলাস। এমন কি পুলিসও তা-ই মনে করেছিল। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়েছিল, মহিলার আশঙ্কা অমূলক নয়।—আপনার রোগীর চাউনি ঠিক সেই মহিলাটির চোখের দৃষ্টির মতো। এবং সেটাই আমি আপনাকে বোঝাতে চাইছি।

'আপনাকে আমি কোন রকমের বিপদ বা ঝামেলায় জড়াতে চাই না। কিন্তু আপনি ছাড়া আমার আর এমন কোন পরিচিত জন নেই, যাকে আমি এসব কথা বলতে পারি।—আপনার নামটা আমি জানতে পারিনি। কারণ আমার ভয় ছিল, সে-বিষয়ে আমার আগ্রহ হয়ত বেঠিক মানুষের নজরে পড়ে যাবে। আর বেঠিক মানুষটি যে কে, সে ব্যাপারে আমি আজও নিশ্চিত নই।

'চিঠির সঙ্গে পাঠানো চাবিটা ও বাড়ির চিলেকোঠার। ওটা একটা ছাপ থেকে তৈরি করা হয়েছে। আমি ওটা কি করে পেলাম, তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তার চাইতে বরং কেন আমি ওটা আপনাকে পাঠালাম, তাই বলি।—

'মাঝেমাঝেই ও বাড়ির চিলেকোঠায় পায়চারি করার শব্দ শোনা যায়। এবং শব্দটা যখন হয়, তখন বাড়িতে মিসেস ম্যানসন আর তার নার্স ছাড়া বড়জোর রান্নাঘরে রাঁধুনীটি থাকে। শব্দটা শুনেছি, এমন কি খুব আস্তে করে হাঁটলেও সে-শব্দ আমার কান এড়ায়নি। কারণ আমার শ্রবণশক্তি ভীষণ তীক্ষ্ণ। কখন দিনের বেলায় আবার কখন বা রাত্তিরেও শুনেছি। মিসেস ম্যানসনও শুনেছেন।

ঘটনাটার কারণ উনি জানেন, কিন্তু বলতে পারেন না। আর তখনই ওঁর চোখের দৃষ্টি সেই মহিলাটির মতো হয়ে ওঠে, যার কথা আমি আপনাকে আগেই বলেছি।—

'চাবিটা আমি নিজে কোন কাজে লাগাতে পারিনি, তেমন কোন সুযোগই আমি পাইনি। সুযোগ পাইনি তার কারণ—ধরে নিন, বড় দেরিতে ওটা আমার হাতে এসেছিল।—আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন কেউ থাকলে, দয়া করে তাঁকে বা তাঁদের চাবিটা আপনি দিয়ে দেবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদের সাবধান হতেও বলবেন। বলবেন—ওঁরা যেন সবাইকে লক্ষ্য করেন, কাউকে যেন বিশ্বাস না করেন—কিন্তু চিলেকোঠায় যেন যান।

'হয়ত আবার কোন-একদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে। হয়ত আমাকে আপনি খুব একটা গুরুত্ব দেননি, কিন্তু সেজন্যে আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আমার মাথার কোন ঠিক নেই—ভীষণ স্নায়ুকাতর হয়ে উঠেছি। তবে তার কারণ আপনি পরে বুঝতে পারবেন।

'ইতি—আপনার বন্ধু।'

চিঠিটা ভাঁজ করে নিজের পকেটে রাখল মিলি। 'আচ্ছা, মিসেস ম্যানসন আমি যদি—' আস্তে আস্তে মিসেস ম্যানসনের দিকে ফিরে তাকাল ও, 'মিসেস ম্যানসন!'

নোরা তখন ওর কথা শুনছিল না।—

ওর একখানা হাতে তখন কোন আবরণ নেই। হাতটা শূন্য পথে একটু একটু করে এগুচ্ছে। শীর্ণ আঙুলগুলো খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে, বারবার মুঠোয় করে রাশ রাশ বাতাস আঁকড়ে ধরে আবার ছেড়ে দিচ্ছে পরমুহূর্তেই। রাত-টেবিলটা অব্দি এগিয়ে এসে পাউডারের কৌটোর ওপরে আছড়ে পড়ল হাতটা। কৌটোর ঢাকনাটা টেবিলের কিনারা অব্দি গড়িয়ে এসে নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ল গালচের ওপরে। টেবিলের ওপরে কাত হয়ে পড়ল পাউডারের কৌটোটা।

'মিসেস ম্যানসন!' ফিসফিস গলায় বলল মিলি।

মিসেস ম্যানসনের করপুট চাবিটাকে ঢেকে রাখে। মুখখানা কুঁচকে উঠে, আবার শিথিল হয়ে যায় পলকের মধ্যে। চোখের দৃষ্টি মিলিত হয় মিলির চোখের সঙ্গে।—আমি কথা বলতে পারি না, কিন্তু আমার এই হাসিটুকুর জন্যেই তুমি এত দিন অপেক্ষা করেছিল—মিসেস ম্যানসনের চোখদুটো ঝিলমিলিয়ে যেন কথা বলে ওঠে।

'না, থাক—আপনি চেষ্টা করবেন না, মিসেস ম্যানসন!' মিলি বলল, 'আমাকে চেষ্টা করতে দিন।—আচ্ছা চাবিটা কে পাঠিয়েছে, তা কি আপনি জানেন? আগের নার্সটি, তাই না?'

হ্যাঁ, তাই।

'উনি কি বলতে চেয়েছেন, তা কি আপনি জানেন? উনি বলেছেন, এটা চিলেকোঠার চাবি। সেটা অবশ্যি আমিও জানি, কারণ আপনি নিজেই সেটা প্রমাণ করে দিয়েছেন। কিন্তু আসলে মহিলাটির উদ্দেশ্য কি, তা কি আপনি

জানেন? ওঁর ইচ্ছে, কেউ ওপরে যাক। উনি এ কথাও জানিয়েছেন যে, আপনি—'

আর-কিছুর প্রয়োজন নেই। কথাগুলোর নির্ভুলতা বোঝাতে মিসেস ম্যানসনের চোখদুটো ঝকঝক করে উঠেছে। উনি 'হ্যাঁ' বলতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু ওঁর ভেতরে আতঙ্ক আর করুণার সঙ্গে বিহ্বল আশার প্রাণপণ সংগ্রাম চলেছে। ওঁর মনের আতঙ্ক করুণা আর আশা একেবারে ছাপার অক্ষরের মতো স্পষ্ট, মুখের কথার চাইতে বেশি পরিষ্কার।

'বাড়িতে এখন কেউ নেই, এটাই নিরাপদ সময়।' মিলি ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমারই ওখানটাতে যাওয়া ভালো এবং তা এখুনি। জর্জকে ডাকা অব্দি যদি অপেক্ষা আমরা করি—না, মিসেস ম্যানসন—আমি এখন ওখানে না গেলে, আমাদের কারুর চোখেই ঘুম আসবে না। তাছাড়া অপেক্ষা করলে আর-একটা সুযোগ হয়ত আমরা না-ও পেতে পারি।—কিন্তু ওখানে গিয়ে আমি যে কি দেখব বা খুঁজব, তা কিছুই জানি না। ওখানে যে কি আছে, তা-ও আমার জানা নেই। আমি—'

মিসেস ম্যানসনের দৃষ্টি মিলিকে টেবিলটার দিকে তাকাতে ইঙ্গিত করে। টেবিলে ছড়িয়ে যাওয়া পাউডারের ওপরে ওঁর হাতখানা চাবিটাকে ঢেকে রেখেছে।

'মিসেস ম্যানসন! আপনি একটা আঙুল একটু নাড়াতে পারবেন? পাউডারের ওপরে লিখে দেখাতে পারবেন কিছু? অন্তত একটা শব্দ?'

নিজেদের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ওদের কানে বজ্রের মতো বেজে ওঠে। একটু আস্তে আস্তে নড়তে থাকে আঙুলটা। একটা শব্দ, একটা। একটু একটু করে একটা একটা অক্ষর দিয়ে ক্রমশ গড়ে উঠতে থাকে শব্দটা।—

শব্দটা 'ট্রাঙ্ক'।

চাবিটা তুলে নেয় মিলি। টেবিলের দেরাজে একটা টর্চ ছিল, সেটাও। তারপর হলঘরের দরজার কাছে গিয়ে বাইরের তালাটার দিকে তাকায়।

'এখানে কোন চাবি নেই। তাই আপনাকে আমি তালা এঁটে যেতে পারছি না। কিন্তু কথা দিচ্ছি, তাড়াতাড়ি আসব।' টেবিলের কাছে ফিরে এসে পাউডারে লেখা শব্দটা নিজের হাতে মুছে দেয় মিলি। সামান্য একটু হেসে বলে, 'এবারে আপনার হাতটাও আমি জায়গা মতো রেখে দেব।—আর এই রইল আমার ঘড়ি, ঠিক এখানটাতে—একেবারে আলোর নিচে। কাজেই এবারে আপনি বুঝতে পারবেন, আমি কত চটপটে।'

সমস্ত বাড়িটা এখনও নিস্তব্ধ নিঝুম। চিলেকোঠার চাবিটা তালার মধ্যে খানিকটা আঁটো হচ্ছিল—সব নতুন চাবির ক্ষেত্রেই যেমনটি হয়—কিন্তু তারপর নিঃশব্দেই খুলে গেল দরজাটা। পেছন দিকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে টর্চের আলোয় সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল মিলি।

ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্ক। কিন্তু কোন্ ট্রাঙ্ক? সমস্ত চিলেকোঠাটাই তো ট্রাঙ্কে ভর্তি। কোন্‌টা, তা আমি কি করে বুঝব? আর খুঁজবই বা কি? দেখতে পেলেও কি করে বুঝব যে সেটাই আমি খুঁজছি?

ঘরের চারদিকে টর্চের আলো ফেলতে থাকে মিলি। একটা টেবিলের ওপরে ঢাকনা পরানো একটা টাইপযন্ত্র। চামড়ায় মোড়া ভাঙা স্প্রিঙের একটা সোফা। পিজবোর্ডের বাক্স, দোলনা, বাতিল মালপত্র। ধুলো-ভর্তি একটা কাঠের ঘোড়া—যাতে বসে দোল খাওয়া যায়—আর তিনটে সাইকেল, যেগুলো দেখে বোঝা যায় একটা ছেলে কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে। উঁচু ডালার একটা ট্রাঙ্কের গায়ে বড় ছাঁদের আঁকাবাঁকা লাল অক্ষরে কি যেন লেখা। রবি—

●

কম্বলের আশ্রয় থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে, হাতটা ফের টেবিলের দিকে কষ্টকর যাত্রা শুরু করে।—

তেমন কিছু যেন না হয়, মনে মনে প্রার্থনা জানায় ও। ওগো ঈশ্বর, আমি হাঁটু মুড়ে মিনতি করছি—আমার জন্যে ওর যেন কোন ক্ষতি না হয়।—

আরও একবার আঙুলগুলো কুঁকড়ে ওঠে ওর। যন্ত্রণায় কালো হয়ে ওঠে মুখখানা।—

এবারের শব্দটা আগেরটার চাইতে আরও বড় হবে।—

●

ট্রাঙ্কের ভেতর দিকে তাকাল মিলি।—

ভেতরে বাণ্ডিল বাণ্ডিল কাগজে টাকা—নকল, খেলার জিনিস। তা ছাড়া ভাঙাচোরা ট্রাক, ট্রেন, গাড়ি—আরও কত কি।—একটা বাণ্ডিল হাতে তুলে নিতেই ভুল ভাঙল ওর।

টাকাগুলো সত্যিকারের টাকা।

চোখ তুলে দস্তানা চারটের দিকে তাকাল মিলি। ঝলমলে হলুদ রঙ-করা সুতির বড় বড় দস্তানা, কব্জির কাছে রক্ত-ঝরা হৃৎপিণ্ড আর তীরের ছবি আঁকা। একটা দস্তানা হাতে তুলে নিল ও। রঙটা চটে গেছে, নোংরাও লেগেছে। তবে খুব বেশি দিন আগে যে নতুন ছিল, তা নয়। ওর মা যাকে 'চুল্লির দস্তানা' বলে, এক সময় এগুলো তাই ছিল। ছাই তোলার কাজে এ সব দস্তানা ব্যবহার করা হয়। ভেতরের দিকে গদি লাগানো।—চারটের মধ্যে দুটো দস্তানায় হাত গলানোর মতো যথেষ্ট জায়গা রয়েছে—শক্ত, আঙুলগুলো ছড়ানো—কিন্তু হাতে পরা যায়। অন্য দুটোর ভেতরে এক জোড়া পুরনো জুতো ঢুকিয়ে, বেঁধে রাখা হয়েছে। দেখে মনে হয় হাত, কিন্তু জুতোর সঙ্গে বাঁধা। ঠিক তারামাছের মতো।—

অন্ধকারের মধ্যে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল মিলি। হলঘরে পৌঁছে উৎকর্ণ হয়ে শুনল, সদর দরজাটা আস্তে করে খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল।—

ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে, একটা কুশি হাতলটার সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখল ও। ওর হাতদুটো কুশির গায়ে ভিজে ছাপ ফেলে রাখল, কিন্তু মিলি তা জানতে পারল না।

'কুর্সিটা ওভাবে রাখলাম বলে দুশ্চিন্তা করবেন না যেন,' বিছানার কাছে এসে মিলি বলল, 'একটু সাবধানতা নেওয়া হল, তা ছাড়া আর-কিছু নয়।'

মিসেস ম্যানসনের দৃষ্টি তবু প্রশ্ন করে চলে।

'হ্যাঁ, আমি দেখেছি মিসেস ম্যানসন।' মিলি বলল, 'এ ঘরের ফোনটা আমি ব্যবহার করতে পারব না, কারণ এটার সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে।' আপনি তো তা জানেন, তাই নয় কি? আমি এ বাড়িতে কাজ নেবার আগেই ওটা কেটে দেওয়া হয়েছিল।—আর অন্যগুলো ঠিক নিরাপদ নয়। আমি আপনাকে মিথ্যে বলব না, মিসেস ম্যানসন—কিন্তু আপনি ভয় পাবেন না। আপনি যা আমাকে দেখাতে চেয়েছিলেন, আমি তার সব-কিছুই দেখেছি। আপনিও তো দেখেছেন, তাই না? আপনি ওপরে গিয়ে ওগুলো দেখেন এবং তখনই পড়ে যান। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি নিজে থেকে পড়ে যাননি—যানে ওরা যেমনটি বলেছেন ঠিক তা নয়। ভয় পাবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। কোন-একটা মতলব আমি ভেবে বের করবই।'

বিছানার কাছ থেকে বারান্দার দরজার কাছে এগিয়ে গেল মিলি। দরজাটা ও খুলল না, শুধু ছিটকিনিটা খাঁজের মধ্যে ফেলে রাখল। নেহাতই খোলা ছিটকিনি ফেলে একটা শিশুরও ভেতরে আসা আটকানো যাবে না। স্রেফ একটা চুলের কাঁটা দিয়ে—

পেরিদের বাড়িটা এখনও অন্ধকার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এখনও ওরা বাড়ির বাইরে রয়েছেন। হয়ত ওর বাড়িতেই আছেন, শুয়ে পড়েছেন হয়ত।

রাস্তার বাতিটা বাগানের ধার ঘেঁষে এক টুকরো বিষণ্ণ আলো ছড়িয়ে, প্রবল কুয়াশার সঙ্গে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যাচ্ছে। কেউ নেই ওখানে। ঝোপের ধার ঘেঁষে বা গাছের তলা দিয়ে কেউ এদিকে এগিয়ে আসছে না। ফেডি প্রেস পাহারা দেবার জন্যে রাজি হলেও, এখন পর্যন্ত এখানে আসেনি। তবে ঘড়ির কাঁটা বারটার ঘর পেরিয়ে খুব একটা বেশি দূরেও যায়নি। ফার্ডি হয়ত ভেবেছে, এ তো তাড়াতাড়ি পাহারা দিতে যাবার কোন অর্থ হয় না।

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।' ফের বিছনায় বসে মিলি ফিসফিসিয়ে বলল, 'আলোটা আমি নিভিয়ে দেব। আমি যদি আপনার হাত ধরে থাকি, তাহলে অন্ধকারে আপনি ভয় পাবেন না তো?—আসলে আমি কি ভাবছি, জানেন? কাল রাত্তিরে জর্জ দেখেছিল, এ ঘরের আলোটা নিভে গেছে। আজও যদি সে এদিকে লক্ষ্য রেখে থাকে, তাহলে আলোটা নিভিয়ে দিলে নিশ্চয়ই সেটা তার নজর পড়বে। আর তাহলে হয়ত—'

আলোটা নেভাবার জন্যে হাত বাড়াতেই, টেবিলের ওপরে পাউডারের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা নতুন শব্দটা দেখতে পেল মিলি। পালিশ-করা কাঠে চকচক করছে শব্দটা।

লেখা রয়েছে: 'হত্যাকারী।'

'আমি অনুমান করেছিলাম,' উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠে মিলি। 'মিসেস ম্যানসন তার নামটা আপনি লিখতে পারবেন?'

বাবা-মা শুতে চলে গেছেন। তাঁদের ঘরের দরজা বন্ধ। নিঃশব্দে নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে, আলো না জেলেই জানালার কাছে এগিয়ে গেল জর্জ। মিসেস ম্যানসনের ঘরে এখনও আলো জলছে। এখন অব্দি সবই তাহলে ঠিক আছে।—

টেবিল থেকে একটা সিগারেট নিয়ে, বিছানার ধারে বসে ধূমপান করতে লাগল জর্জ।—না, ফাডি প্রস ওর কথা শুনে হাসেনি। গোড়ার দিকে মনে হয়েছিল ফাডির হাসি পাচ্ছে, কিন্তু সে-অবস্থাটা বেশিক্ষণ থাকেনি। কফি খেতে খেতে সে জর্জের সব কথা শুনেছে, প্রশ্ন করেছে এবং কথা দিয়েছে বাড়িটার দিকে নজর রাখবে। বলেছে, 'খানিকক্ষণ আমি নিজেই পাহারা দেব, তারপর অন্য একজনকে রেখে যাব। তারপর বলেছে, 'নেহাত তুই বলে তাই—অন্য কেউ এসব কথা বললে, তাকে মাতলামোর জন্যে শাস্তি পেতে হত।'

'তুই তো জানিস ফাডি, আমি মাতাল নই,' জবাব দিয়েছিল জর্জ।

'ব্যাপারটার সম্পর্কে তোর কি ধারণা?'

'ভাবিনি, অন্তত এখন অব্দি ভেবে দেখিনি।'

ফের জানালার কাছে এগিয়ে যায় জর্জ, সার্সি তুলে ঝুঁকে তাকায় বাইরের দিকে।—যতদূর চোখ যায়, কারুর কোন চিহ্ন নেই। মাটির কাছাকাছি অজস্র ধোঁয়াটে কুয়াশার আনাগোনা। দূরে রাস্তার আলোগুলো অস্পষ্ট ম্লান। কিন্তু জর্জ জানে, ফাডি এলে তাকে সে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে। ফাডি বলেছিল, 'আমাকে আধ ঘণ্টাটাক সময় দাও, তার মধ্যেই আমি ঘুরে আসছি।'

হয়ত বৃথাই আমি মাড় ব্যথা করছি, ভাবল জর্জ। হয়ত কোন বাঁদর ছেলেপিলে—। না না, ওটা বাচ্চাদের কাজ নয়। তবে কি বয়স্ক কোন বদমাশ? থাম, মনের চোখ বন্ধ করে ওভাবে চিন্তা করো না। তার চাইতে সরাসরি নিষিদ্ধ অঞ্চলে গিয়ে ঢোক, দেখ, কোন পথ খুঁজে পাও কিনা। এবারে ধর, রবি যদি—

না না, এক মিনিট অপেক্ষা কর। অত তাড়াহুড়ো করে 'না' বলো না। আজ সারাদিন ধরে নিজেকে তুমি শুধু 'না, না' বলেছ। কাকে ধোঁকা দিচ্ছ তুমি? অন্তত মুখ পালটাবার জন্যে একবার 'হ্যাঁ' বল, তারপর দেখ কি পাও। ধর রবি যদি—। শীতে কেঁপে উঠে ফের একটা সিগারেটের জন্যে টেবিলের কাছে আসে জর্জ। তারপর আবার যখন জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, রাস্তাটা তখনও জনশূন্য। বাগানেও কেউ নেই। মিসেস ম্যানসনের ঘরের আলোটা—

জর্জের চোখের সামনেই মিসেস ম্যানসনের ঘরের আলোটা নিভে গেল। নিভল আর জলল। আবার নিভল, আবার জলল।—নিভে গেল।

ততক্ষণে জর্জ প্রায় জেনে গেছে, তার প্রশ্নের জবাব—'হ্যাঁ'।

হলঘর থেকে টেলিফোনে ছাউনির নম্বর ঘোরাল জর্জ। 'প্রস?'

'প্রস বেরিয়ে গেছে,' একটা শান্ত কণ্ঠস্বর জানাল।

'কোথায় যাচ্ছে, তা জানিয়ে গেছে কি ?'

'না, কিছুই বলে যায়নি। তবে বেরুবার আগে অনেকগুলো ফোন করে বেরিয়েছে। গলা শুনে মনে হচ্ছিল, সে ভীষণ উত্তেজিত।'

আরও কতকগুলো ফোন করার কথা মনে হচ্ছিল জর্জের, কিন্তু সময় নষ্ট করতে ভয় করছিল তার। অথচ সেই মুহূর্তে এলিস পেরিকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেশ কিছুটা সময় নিয়ে জুয়ো খেলল সে।

'শোন মা,' জর্জ বলল, 'আমার কথাটা যেমন শোনাবে, আসলে সেটা কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশী দরকারি। সেদিন বিকেলে রবি যখন তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে আসে, তখন তুমি অন্য কাউকে দেখেছিলে কি ? অন্য যে-কোন লোক ?'

'তুই কি এই জন্যেই আমার ঘুম ভাঙালি ? শুধু এই কথা বলার জন্যেই তোর বাবার সঙ্গে আমাকে একলা রেখে, সারাটা রাত বাইরে কাটিয়ে এলি ?'

'লক্ষ্মী মামণি, তাড়াতাড়ি বল—আর কাউকে তুমি দেখনি ?'

কৌতূহল আর ক্রোধে দোলায়িত এলিস পেরি প্রশ্নটার জবাব দিয়ে বললেন, 'কিন্তু সেটাতে দোষের কি আছে ? উঃ জর্জ, তুই আমার কাঁধে ব্যথা দিচ্ছিস !'

'দুঃখিত, মা।—আচ্ছা, সেটা রবির বাড়িতে আসার আগে, না পরে ?'

'কয়েক মিনিট পরে। কিন্তু সেজন্যে আমাকে যে তুই আধমরা করে ফেলছিস !'

●

আগুনটা প্রায় মরে এসেছে। শুধু আলোর একটা আভা ফুটে রয়েছে তাপচুল্লীতে। কিন্তু সেটাতেও আলো বলতে প্রায় কিছুই নেই, শুধু আভা মাত্র।

অন্ধকারে মিসেস ম্যানসনের হাতের দিকে হাত বাড়ায় মিলি, 'আলোটা দিয়ে যা করলাম, সেটা একটা সঙ্কেত।' তারপর নরম গলায় মিথ্যে করে বলে, 'জর্জকে আমি বলে রেখেছিলাম, ওকে দরকার হলে আমি ওমনি করব। আপনার মুখটা আমার দেখতে ইচ্ছে করছে, মিসেস ম্যানসন। ইচ্ছে করছে, আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলি, আপনার সম্পর্কে আমার কি ধারণা। কালকে বলব,—কেমন ?'

মিলি জানত, ওরা দুজনেই কান পেতে রয়েছে। বারান্দার দরজাটা খুললে, দরজার ধার ঘেঁষে হলঘর থেকে আলো পড়বে। যদি না আলোটা—

'আমার বিয়ের কথা শুনবেন ?' মিলি ফিসফিসিয়ে বলল, 'আসছে বসন্তে আমার বিয়ে। আপনি আমার বিয়েতে থাকবেন, মানে আপনি যদি থাকতে চান। আমি মনে মনে সমস্ত পরিকল্পনাটা ছকে রেখেছি।—আমরা সমস্ত শহরে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠব। আমরা—' বারান্দার দরজায় ছিটকিনির আওয়াজ পেল মিলি। কালো মতো কি একটা যেন কাচের দরজায় চাপ দিচ্ছে।—

'মিসেস ম্যানসন,' মিলি ওর ঠোঁট দুটো মিসেস ম্যানসনের কানের কাছে নিয়ে এল, 'আমি আপনাকে কোলে তুলে জানালার কাছে রাখা কুর্সিটাতে বসিয়ে দেব।

ওখানেই আপনি ঠিক থাকবেন।—মিনিট খানেকের মধ্যে জর্জ এসে পড়বে না মিসেস ম্যানসন, এখন কাঁদে না—লক্ষীটি !'

বারান্দার দরজাটা খুলে যায়। জানালার কুর্সিটাকে পেছনে রেখে নিজের শরীর আর দুদিকে ছড়ানো হাত দিয়ে দেয়ালের মতো একটা আড়াল গড়ে তোলে মিলি।

মেঝের ওপরে দুজোড়া হাত। আলোটা জ্বালানো থাকলে দেখতে কেমন লাগত, মিলি তা জানে। পুরু গালচের ওপর দিয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে আসার সময় তারামাছের মতো চারটে হাতের গদি-মোড়া আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল ও।—মনে মনে ওটাকে ও খুন করে ফেলতে চাইল।—জানোয়ার, পশু—আমি আমার ইচ্ছেশক্তি দিয়ে মেরে ফেলছি তোকে—খুন করছি।—শরীরটা ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাটসুদ্ধ বিছানাটা দুলে ওঠার শব্দ শুনতে পেল মিলি।

●

আলোয় ফেটে পড়ল সমস্ত ঘরটা। ছাদ থেকে, হলঘর থেকে, বারান্দা থেকে রাশ রাশ আলোর বন্যা ছুটে এসে ভাসিয়ে দিল ঘরটাকে।

আলোয় দুচোখ অন্ধ হয়ে যায় ওর। শব্দগুলো চুরচুর হয়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে বারবার। প্রচণ্ড গোলযোগ ছাপিয়ে জর্জের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। জর্জ চিৎকার করে ডাকে, 'ফার্ডি !' ফার্ডিও সাড়া দেয় যেন কোথা থেকে।

তারপর একটু একটু করে দেখতে পায় ও। মেঝের ওপরে জড়াজড়ি করে হুটোপুটি খেতে-থাকা দেহগুলো ধীরে ধীরে রূপ পেতে শুরু করে। পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে মিসেস ম্যানসনের চোখ দুটো ঢেকে দেয় ও।

জর্জ আর ফার্ডি প্রস দুজনেই বিধ্বস্ত ও রক্তাক্ত।—উনি ব্যাবকক না ? হ্যাঁ, ব্যাবকক আর ছোকরা ডাক্তার প্রেভেলও রয়েছেন। কিন্তু প্রেভেল কি ক'রে—

তালগোল-পাকানো একটা আন্দোলিত পিণ্ডের মতো ওরা ওঠা-নামা করছে, বিযুক্ত করে নিচ্ছে নিজেদের, তারপর আবার একত্র হচ্ছে—কয়েকটা মানুষের একটা ফুঁসে-ওঠা সমুদ্র—কিন্তু উদ্দেশ্য একটাই।

কোরি—কোরির হাতে একটা আগ্নেয়াস্ত্র। জর্জ ঝাঁপিয়ে পড়ে কোরিকে লক্ষ্য ক'রে।

'না জর্জ, না !' শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে মিলি।

কালো মূর্তিটাকে সবাই মিলে যখন মেঝে থেকে টেনে তোলে, তখনই অন্তিম সময় এসে যায়। হাতাবিহীন যে কোটটার সাহায্যে সে মুখোশের মতো নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল, সেটাকে খুলে সকলে তাকে নিঃসঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে রাখে—যাতে তার মুখটা দেখা যায়।

ঘুরে দাঁড়িয়ে মিসেস ম্যানসনের বুকে মুখ লুকোয় মিলি। চোখ না তুলেও বুঝতে পারে, জর্জ ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হাত দেখেই জর্জকে চিনতে পেরেছে ও—জর্জের আঙুলে হাইস্কুলে পড়ার সময়কার সেই আঙটি, যেটা সবসময় পরে থাকে বলে মিলি ওকে কত খেপিয়েছে, ঠাট্টা করেছে। জর্জের হাতে আর একটুও

পাউডার লেগে নেই, কোটে মুছে নিয়েছে হাতটা। মিলি বুঝতে পারে, র‍্যালফ ম্যানসনের নাম এবং কীর্তিকাহিনী এখন আর টেবিলের পাউডারে লেখা নেই।

কে একজন নরম গলায় ওর নাম ধরে ডাকল, 'মিস সিমস—' একটা নতুন কণ্ঠস্বর।—বিশ্বাস করতে ভয় হচ্ছিল মিলির। তবু ও মুখ তুলে তাকাল। তারপর এমন করে কেঁদে উঠল, যেন এর আগে ও আর কোনদিনও অমন করে কাঁদেনি।

●

জানালার কাছে নিজের কুর্সিতে বসে ভোরের জন্যে অপেক্ষা করছিল নোরা।

প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। ওকে এখানে রেখে ওরা আবার চলে গেছে, কিন্তু তাই বলে সবাই যায়নি। ও যাদের ভালোবাসে, তারা ওর কাছেই রয়েছে।

ওরা বলেছে, এখন ওর আর-কোন বাধা নেই। বলেছে, এখন ওর যা খুশি তাই চিন্তা করতে পারে—ইচ্ছে করলে সারা দিন-রাত্তির ধরেই ভাবনা চিন্তা চালিয়ে যেতে পারে।—

অল্প বয়সী ওই পুলিসের লোকটিই ব্যাবকক আর প্রেন্ডেসকে ফোন করে ডেকে এনেছিল। ওর ব্যক্তিগত ধারণাটা তাদের জানিয়ে সে জিজ্ঞেস করেছিল, ব্যাপারটা সম্ভব হতে পারে কি না। ডাক্তারী শাস্ত্রের দিক থেকে সেটা সম্ভব, ব্যাবকক জবাব দিয়েছিলেন, তিনিও বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করে প্রায় ওই একই সিদ্ধান্তে এসেছেন।

ক্রসও ব্যাবককের মতো চিন্তা করেছিলেন। প্রথম রাতে প্রত্যেকের বিবৃতির মধ্যে সময়ের কোন সঙ্গতি ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের অনুমানকে মিথ্যে বলে প্রমাণ করার জন্যে ক্রস মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। বারবার তিনি একটা সম্ভাব্য পথের কথা চিন্তা করে সময়ের হিসেব মেলাতে চেষ্টা করেছেন—বারান্দার দরজাটাকে প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ ধরে নিয়ে গোলাপ-ঘর থেকে যাওয়া বাগানে পালানো এবং ফিরে আসা—সবই তাঁর হিসেবের সঙ্গে মিলে গেছে। তারপর নৈশভোজের সময় সবাইকে তিনি বলেছেন যে তিনি শহরে যাচ্ছেন। কিন্তু আসলে তিনি রবির ঘরে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অপেক্ষা করছিলেন—কেননা সেটাই সঠিক জায়গা।

'কিছু চাই তোমার?' জিজ্ঞেস করলেন ক্রস। ও শুধু মাথা নাড়ল। ওর চোখের দৃষ্টি ক্রস কোরিকে বলে দিল, সব-কিছুই ও পেয়েছে। এখনও কথা বলা ওর পক্ষে কষ্টকর।

মিলি সিমসের সঙ্গে জর্জ বারান্দা থেকে ঘরে এসে ঢুকল। সাময়িকভাবে খাড়া হয়ে-থাকা চুলগুলো—জর্জের বিভ্রান্ত দৃষ্টির কোনই উন্নতি হয়নি। কুর্সির কাছে নিচু হয়ে সে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, কোন মেয়ে যখন বলে 'বাছুর চলবে না', তখন আসলে সে কি বলতে চায়?'

মরিস লেবলাঁ

স্ত্যাভোভ বাই ডেথ

(উদ্যত মৃত্যু)

অনুবাদক

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

ফরাসী গোয়েন্দাগল্পের জগতে লেখক মরিস লেবলাঁ এবং তাঁর সৃষ্টি লুপিন সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এই ছোট গল্পটিতে লেবলাঁর রচনাকৌশল এবং লুপিনের প্রতিভার নিদর্শন মিলছে।

উদ্যত মৃত্যু

●

বাড়ির চারধারের দেয়ালটা খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করে ঠিক যে-জায়গা থেকে শুরু করেছিলেন আবার সেখানে ফিরে এলেন আরসেন লুপিন। না, দেয়ালের কোথাও ভাঙা নেই। এই শাতো দ্য মোপারতিয়াসের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঢোকবার একটি মাত্রই নিচু ছোট দরজা আছে। দরজাটা ভিতর থেকে খিল-লাগানো। আর তা না হলে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে। বাড়ি থেকে ফটকের উপর নজর রাখা যায়। 'আমাকে বাড়ি ঢুকতে হলে দেখছি একটু দৈহিক কসরত করতে হবে'—মনে মনে ভাবলেন লুপিন।

দেয়াল-লাগোয়া বেশ একটু জঙ্গলের মতো আছে। নানারকম ঝোপঝাড়। মোটর বাইকটা ঐ ঝোপে লুকিয়ে রেখেছেন। বাইকের ক্যারিয়ারের বাক্সে দড়ি আছে। দড়িটা বের করে নিলেন লুপিন। চারদিকটা একবার প্রদক্ষিণ করার সময় একটা জায়গা দেখে এসেছেন—যেখানটায় কয়েকটা বড় বড় গাছ আছে বাড়ির পিছনের বাগানে। গাছগুলোর ডাল দেয়াল ছাড়িয়ে বাইরের দিকে এসে পড়েছে। জায়গাটা সদর রাস্তা থেকে বেশ কিছু দূরে, আর এখানটায় জঙ্গলও বেশ ঘন।

দড়িটার এক প্রান্তে পাথর বেঁধে ছুড়ে দিলেন একটা বাইরে-আসা ডাল লক্ষ্য ক'রে। ডালের উপর দিয়ে দড়ির প্রান্তটা নিচে নেমে এলে সেই দড়ি দিয়ে ডালটা শক্ত করে বেঁধে ফেললেন। তারপর ডালটা টেনে নামিয়ে আলগা দিতেই সেটা স্বস্থানে ফিরে গেল, আর তাকেও সঙ্গে করে তুলে আনল মাটি থেকে। এই ভাবে দেয়ালে উঠে গাছ বেয়ে ভিতরের ঘাসের উপর লাফিয়ে নামলেন লুপিন।

শীতকাল। গাছপালা পত্রবিরল। দেয়ালের সংলগ্ন এই জায়গাটা একটু এবড়ো-খেবড়ো। প্রাঙ্গণটা যেখানে এসে শেষ হয়েছে সেখানেই ছোট্ট শাতো দ্য মোপারতিয়াস। কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে নিজেকে ফার-গাছের আড়ালে লুকিয়ে রাখলেন। সেখান থেকে তিনি দূরবীন দিয়ে খামারবাড়িটার সামনের দিকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। কেমন একটা অন্ধকার-অন্ধকার বিষণ্ণ পরিবেশ। গা ছমছম করে। বাড়িটার সব ক-টি জানালাই বন্ধ। ভারী খড়খড়িগুলোও নামানো। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে বাড়িটা পরিত্যক্ত। কোন লোকজন বাস করে না এখানে। আশ্চর্য, কোথাও একটু আনন্দের আভাস পর্যন্ত নেই।

ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। নিচের তলার একটা দরজা খুলে গেল। খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। বাদামী রঙের আলখাল্লার মতো একটা গাউন পরনে একটি তন্বী কিশোরী। কিশোরীটি কয়েক মিনিট পাক খেল উঠোনে। আর সঙ্গে সঙ্গে পাখির ঝাঁক ঘিরে ধরল তাকে। সে তাদের রুটির টুকরো ছড়িয়ে দিল। তারপর সে পাথরের সিঁড়ি টপকে উঠোনের প্রায় মাঝামাঝি চলে এল। সেখান থেকে ডান ধারের পথ ধরে হাঁটতে লাগল।

দূরবীন দিয়ে লুপিন স্পষ্টই দেখতে পেলেন, মেয়েটি তার দিকেই এগিয়ে আসছে। বেশ লম্বা। মাথা-ভর্তি চুল। কচি বয়স হলেও বেশ অভিজাত চেহারা। যেন একটা নাচের ভঙ্গিতে ছন্দোময় গতিতে হেঁটে চলেছে সে। ডিসেম্বরের ফ্যাকাশে সূর্যের দিকে তাকাল। পথের দুপাশে যে ছোট-ছোট ঝোপঝাড় পড়ছে তা থেকে মরা ডালপালা ভাঙছিল। একটু চঞ্চল প্রকৃতির মেয়েটি। লুপিনের কাছ থেকে তার দূরত্বের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ চলে এসেছে সে।

হঠাৎ একটা কুকুরের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। বিরাট এক ডেনিশ বোর-হাউণ্ড কুকুরের ঘর থেকে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল। চেন বাঁধা থাকায় চেনের দূরত্বে এসে আটকে গেল। মেয়েটি এক পাশে একটু সরে কুকুরের ঘর ছাড়িয়ে চলে এল। কুকুরটার দিকে কোন মনোযোগ দিল না। এরকম রোজই হয়। এইভাবে বাধা পেয়ে কুকুরটা আরো খেপে গেল। পিছনের দুপায়ের উপর ভর দিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠে চেন ছেঁড়ার জন্য টানাটানি করতে লাগল। এমন কি, গলার বকলসে এত জোর টান পড়ছিল যে শ্বাসরোধ হবার উপক্রম। ত্রিশ থেকে চল্লিশ পা গিয়ে মেয়েটির হঠাৎ কি খেয়াল হল পিছন ফিরে হাত নাড়তে লাগল কুকুরটার দিকে।

আবার নতুন করে শুরু হল দাপাদাপি-ঝাঁপাঝাঁপি। অসহ্য ক্রোধে ফুঁসতে লাগল কুকুরটা। ঘরের কোণের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল আবার ছিটকে বের হয়ে এল। এক ঝটকানিতে শেকল ছিঁড়ে গেল। তা দেখে মেয়েটি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ভয়ে চিৎকার করে উঠল। বিরাট হাঁ করে কুকুরটা ছুটে আসছে তার দিকে। ছেঁড়া চেনটা ঝুলছে গলায়। মেয়েটি পায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুটছে আর সাহায্যের জন্য আর্ত চিৎকার করছে। কিন্তু কয়েকটা লাফেই কুকুরটা তার নাগাল পেয়ে গেল। মেয়েটি হোঁচট খেয়ে অবসন্নের মতো পড়ে গেল মাটিতে। কুকুরটা প্রায় তার উপর এসে পড়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গুলির শব্দ হল। কুকুরটা একটা ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়ে গেল মাটিতে। আবার উঠে দাঁড়াল। ধারালো নখে মাটি ছিটকে উঠল, কিন্তু পর মুহূর্তেই পড়ে গেল মাটিতে। আর উঠতে পারল না। কয়েকটা নিষ্ফল গর্জন—যা শেষ পর্যন্ত করুণ আর্তনাদে, একটা অস্ফুট ঘড়ঘড়ানি আর পায়ের ও শরীরের আক্ষেপে পর্যবসিত হল। এক সময় সব শেষ।

'যাক, মরে গেছে'—লুপিন ছুটে এল অকুস্থলে। হাতে রিভলবার। দরকার হলে দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়বেন। মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখ মড়ার মতো ফ্যাকাশে। এখনও কাঁপছে থরথর করে। ভয়ার্ত বিস্মিত চোখ মেলে সে তাকাল লুপিনের দিকে—যে তার জীবন রক্ষা করেছে। ফিসফিস করে বলল শুধু—'অশেষ ধন্যবাদ—এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আপনি ঠিক সময়মতো এসে পড়েছিলেন—ধন্যবাদ।'

লুপিন মাথার টুপি খুলে বললেন—'আমার নাম ক্রুই। আর-কিছু কৈফিয়ত দেবার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন—'

তিনি উবু হয়ে মৃত কুকুরটাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। শেকলটা যে-জায়গায় ছিঁড়েছে সে-জায়গাটা দেখলেন। যা ভেবেছেন তাই। দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন—

'এই রকমটাই আমি সন্দেহ করেছিলাম। খুব জোর কদমে এগিয়ে চলেছে ঘটনা-প্রবাহ। আরও আগেই আসা উচিত ছিল আমার।'

তাড়াতাড়ি মেয়েটির পাশে এসে ঝটপট কয়েকটা প্রশ্ন করলেন—'মাদমোয়াজেল, একটি মুহূর্তও নষ্ট করার সময় নেই। এখানে আমার উপস্থিতি অন্যায়—অনভিপ্রেতও বটে। আমাকে এখানে কেউ দেখে ফেলুক, চাই না। কারণটা তোমার জন্তই। গুলির শব্দ বাড়ি থেকে কেউ শুনতে পেয়েছে?'

এতক্ষণে মেয়েটি একটু প্রকৃতিস্থ হতে পেরেছে। ফিরে পেয়েছে সাহস ও আত্মকর্তৃত্ব। বেশ নিরুত্তেজিত কণ্ঠেই বলল—'মনে হয় না।'

'তোমার বাবা এখন বাড়িতে আছেন?'

'বাবা অসুস্থ। কয়েক মাস যাবৎ অসুখে শয্যাশায়ী। বাবা বাড়ির সামনের দিকে একটা ঘরে থাকেন। এটা বাড়ির পিছন দিক।'

'চাকরবাকররা?'

'তাদের ঘর ও রান্নাঘর বাড়ির সামনের দিকে। সচরাচর এদিকে কেউ আসে না। আমি একাই বেড়াই এদিকটাতে।'

'সম্ভবত আমাকেও কেউ দেখতে পায়নি—আর বিশেষ করে গাছের আড়ালে রয়েছি আমরা।'

'তা সম্ভব।'

'তাহলে সহজভাবে কথা বলাও যেতে পারে। জানাজানি হবার আশঙ্কা নেই।'

'কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ক্রমশ বুঝতে পারবে। সংক্ষেপে বলছি। চারদিন আগে মাদমোয়াজেল জাঁন্ অরসিয়্য—'

'ওটা আমার নাম।' মেয়েটির মুখে হাসি দেখা দিল।

'জাঁন্ অরসিয়্য তার এক বান্ধবী মারসেলিনকে একখানা চিঠি লিখেছিল। সে ভার্সাইতে থাকে—'

'আপনি এত সব কথা জানলেন কি ক'রে?' মেয়েটির মুখে বিস্ময়—'চিঠিটা শেষ না করেই আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।'

'তুমি চিঠিখানা বাড়ি থেকে ভেঁজো যাবার পথের বাঁকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে।'

'ঠিক। আমি বেড়াতে বের হয়েছিলাম—'

'সেই চিঠির টুকরোগুলো কেউ কুড়িয়ে নেয় এবং পরদিন আমার হাতে এসে পৌছোয়।'

'আপনি তাহলে পড়েছেন চিঠিটা?' পরের চিঠি লুকিয়ে পড়ায় কিছুটা বিরক্তি ও ঔষ্মা প্রকাশ পেল তার কথায়।

'অন্যায় স্বীকার করতে বাধা নেই—পড়েছি। আর তার জন্ত আদৌ দুঃখিত নই। আর পড়েছিলাম বলেই আজ তোমার প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছি।'

'প্রাণ বাঁচাতে পেরেছেন ? কিসের থেকে ?'

'সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে—'

স্পষ্ট উচ্চারণে এই ছোট্ট কথা কয়টি বললেন লুপিন। বেশ জোরের সঙ্গেই। এ কথা শুনে কেঁপে উঠল মেয়েটি। বলল—'আমায় তো কেউ খুনের ভয় দেখায়নি। আমাকে খুন করার কি কারণ থাকতে পারে ?'

'কারণ নিশ্চয়ই আছে। অক্টোবরের শেষাশেষি ছাদে একটি বেঞ্চিতে বসে পড়ছিলে—যেখানে তুমি একই সময় রোজ বসে পড়। তখন হঠাৎ কার্নিসের একটা অংশ ভেঙ্গে পড়ে। তোমার মাথার ওপরই ভেঙ্গে পড়ার কথা. কিন্তু কয়েক ইঞ্চির জন্য বেঁচে যাও।'

'সেটা একটা দুর্ঘটনা—'

'নভেম্বরের এক সন্ধ্যায় রান্নাঘরের পেছনে বাগানে জ্যোৎস্নায় যখন ঘুরছিলে, একটা গুলি তোমার কানের পাশ দিয়ে চলে যায়—'

'আমার তো তাই মনে হয়েছিল।'

'এই সেদিন—বোধ হয় এক সপ্তাহ হয়নি—জলপ্রপাতের কাছ থেকে মাত্র চার হাত দূরে বাগানের ভেতর দিয়ে যে-নদীটা বয়ে গিয়েছে, তার উপর একটা সাঁকো আছে। তুমি যেই সাঁকোর ওপর উঠেছিলে সাঁকোটা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়েছিল। একটা গাছের শেকড় ধরে আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যাও তুমি।'

জাঁন্ হাসতে চেষ্টা করল। 'সে যাই হোক, আমি মারসেলিনকে লিখেছিলাম, সবই দৈব-দুর্ঘটনা—কাকতালীয় ব্যাপার আর কি !'

'না মাদমোয়াজেল। ঠিক তা নয়। দুর্ঘটনা একবারই ঘটতে পারে—হয়ত দুবার। কিন্তু তাহলেও পরপর তিনবার এই রকম দুর্ঘটনা ঘটল,—এটাকে নিছক কাকতালীয় ব্যাপার বলে একেবারে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই আমার মনে হয়েছে হয়ত আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা যদি গোপন রাখতে চেষ্টা না কর, আমার চেষ্টা নিষ্ফল হতে বাধ্য। আর এই জন্যই আমি সরাসরি সদর দরজা দিয়ে না ঢুকে এইভাবে এখানে আসতে চেষ্টাও করতাম না। ঠিক সময়ে এসেছিলাম এটা তুমিই বলেছ। তোমার শত্রু আর-একবার তোমার উপর আক্রমণ চালিয়েছিল।'

'কি বললেন ? আপনার ধারণা—না না, এ অসম্ভব। আমার একটুও বিশ্বাস হচ্ছে না—'

লুপিন শেকলটা তুলে ধরে দেখাল তাকে। 'এই জায়গাটা দেখ—উখা দিয়ে ঘষে ঘষে সরু করা হয়েছে। তা না হলে এমন শক্ত শেকল কিছুতেই ছিঁড়ে যেতে পারে না। এই যে উখা ঘষার চিহ্নও রয়েছে এখানে।'

একথা শুনে জাঁনের মুখ শুকিয়ে গেল। তার সুন্দর দেহ কাঁপতে লাগল।

'কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কার এমন আক্রোশ থাকতে পারে ?' ও যেন ভয়ে খাবি খেতে লাগল—'ভীষণ ব্যাপার—আমি তো কারুর ক্ষতি করিনি।—আপনার কথাই

ঠিক মনে হচ্ছে—কিন্তু তাহলে—' গলাটা একটু নিচু করে বলল—'কে জানে বাবার জীবনেরও ভয় আছে কিনা। তাঁরও তো বিপদ হতে পারে?'

'তাঁর ওপর কি কখনও আক্রমণ হয়েছে?'

'না। তিনি তো কখনও ঘর থেকেই বের হন না। তাঁর এক অদ্ভুত রহস্যময় অসুখ করেছে। শরীরে শক্তির লেশমাত্র নেই।—তিনি হাঁটতেই পারেন না। তাছাড়া মাঝেমাঝে কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। শ্বাসপ্রশ্বাসের এমন কষ্ট হয়—মনে হয় এই বুঝি দম আটকে প্রাণটা বের হয়ে যাবে। সে যে কি ভীষণ ব্যাপার—'

এরকম মুহূর্তে পরিবেশের উপর কর্তৃত্ব বিস্তারের বিশেষ ক্ষমতা আছে লুপিনের। সেই রকম আস্থা নিয়েই বললেন তিনি, 'ভয় নেই। অন্ধের মতো আমার কথা মেনে চললেই আমি আমার অনুসন্ধানে সফল হব।'

'না না, নিশ্চয়ই আপনার নির্দেশ মেনে চলব। কিন্তু কি ভয়াবহ ব্যাপার, বলুন তো?'

'আমার ওপর আস্থা রাখ। আমি যা যা বলব অক্ষরে অক্ষরে মেনে চল। আমি আরও কয়েকটা বিশেষ খবর জানতে চাই।'

তিনি পরপর অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন। আর জ্যাঁনও তার উত্তর দিল।

'কুকুরটাকে কখনও ছেড়ে রাখা হত?'

'না।'

'কে তাকে খাওয়াত?'

'বাড়ির দারোয়ান। প্রত্যেক দিন বিকেলে সে তাকে খাবার পৌঁছে দিত।'

'সেই বোধ হয় একমাত্র লোক যে কুকুরটার কাছে ঘেঁষতে পারত। যাকে কুকুরটা কামড়াত না।'

'হ্যাঁ। কুকুরটা ভীষণ দুর্দান্ত আর হিংস্র।'

'ওকে সন্দেহ হয়?'

'না না। দারোয়ান—হতেই পারে না!'

'আর কাউকে সন্দেহ হয়?'

'না না। চাকরবাকরেরা আমার খুব অনুগত। সবাই ভালোবাসে আমাকে।'

'তোমার কোন বন্ধুবান্ধব এ-বাড়িতে থাকে?'

'না।'

'কোন ভাইটাই?'

'না।'

'তাহলে তোমার বাবাই তোমার একমাত্র অভিভাবক?'

'হ্যাঁ। আর তাঁর অবস্থাও তো আপনাকে বলেছি।'

'তোমাকে হত্যা করার নানা চেষ্টার কথা বলেছ তাঁকে?'

'হ্যাঁ। সে-কথা তাঁকে বলা আমার অন্যায় হয়েছে। ডাক্তারবাবু আমাকে নিষেধ করেছেন।—'তাঁকে যেন এমন কথা বলা না হয় যা তাঁকে উত্তেজিত করতে পারে, বা তাঁর উত্তেজনার কারণ ঘটাতে পারে।'

'তোমার মা?'

'তাঁর কথা মনেই নেই। ষোল বছর আগে মারা গেছেন তিনি।—ঠিক ষোল বছর আগে।'

'তখন তোমার বয়স কত ছিল?'

'পাঁচ বছর।'

'তোমরা এখানেই থাকতে বরাবর?'

'আমরা প্যারিসে ছিলাম। গেল বছর বাবা এই বাড়িটা কেনেন।'

লুপিন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। কি যেন ভাবতে লাগলেন। পরে বললেন—'মাদমোয়াজেল বর্তমানের পক্ষে এই খবরটুকুই যথেষ্ট। তাছাড়া বেশিক্ষণ আমাদের একসঙ্গে থাকাও নিরাপদ নয়।'

'কিন্তু দারোয়ান তো কিছুক্ষণের মধ্যেই কুকুরের অবস্থা জানতে পারবে,' বলল সে। 'জিজ্ঞেস করবে—কে তাকে খুন করেছে?'

'বলবে, নিজেকে বাঁচাতে তুমিই তাকে গুলি করেছ।'

'আমার কাছে তো পিস্তল থাকে না!'

'থাকে আমার ধারণা', হাসতে হাসতে বললেন লুপিন—'কারণ তুমিই খুন করেছ কুকুরটাকে। তুমি ছাড়া তো আর কেউ কুকুরটাকে খুন করতে পারে না। যার যা ইচ্ছে ভাবতে দাও। আসল কথা, আমি যখন পরে সদর দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকব কেউ যেন আমাকে সন্দেহ না করে।'

'আপনি আসছেন? তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তবে কিভাবে আসব এখনও ঠিক করিনি। কিন্তু আসব ঠিকই।—আজ বিকেলের মধ্যেই—কোন চিন্তার কারণ নেই। সব-কিছুর জন্য আমিই দায়ী রইলাম।'

জাঁন্ মুখ তুলে তাকাল লুপিনের দিকে। তাঁর আত্মবিশ্বাসে ও অভিভূত হয়ে গেল। শুধু বলল—'না, আমার কোন ভয় নেই।'

'তাহলেই সব ঠিক ঠিক চলবে। আজ বিকেল পর্যন্ত।'

'আজ বিকেল পর্যন্ত!'

মেয়েটি চলে গেল। যতক্ষণ না সে বাড়ির কোণে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হল, লুপিন তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। মনে মনে বলল—'ভারি মিষ্টি মেয়েটি। এর যদি কোন ক্ষতি হয় সেটা খুবই আপসোসের হবে। যাই হোক, লুপিনের সদাজাগ্রত চোখ তোমায় তীক্ষ্ণ নজরে রাখছে!'

কেউ যাতে তাকে দেখতে না পায় সে-দিকে দৃষ্টি রেখে এবং প্রতিটি শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে লুপিন মাটি পরীক্ষা করতে লাগলেন—প্রতিটি আনাচ কানাচ। যে ছোট্ট দরজাটা বাইরে থেকে লক্ষ্য করছিলেন, সেটা শাকসবজির বাগানে ঢোকবার পিছন দরজা। দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা পকেটে রেখে দিলেন। তারপর যেখান দিয়ে দেয়াল টপকে এদিকে এসেছিলেন সেখানে এসে সেই গাছটার কাছে দাঁড়ালেন। দুমিনিট পরে দেখা গেল লুপিন তার মোটর-বাইকে চড়ে চলে যাচ্ছেন। মোপ্যুরতিয়াস গ্রামটি এই বাড়িটির সংলগ্ন। লুপিন খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন

ডঃ গেরুল্ গির্ঁার পাশের বাড়িতেই থাকেন। ডাক্তারের বাড়িতে এসে কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে গেল। তাকে রোগীদের বসবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি নিজেকে পল ব্রক্ুই বলে পরিচয় দিলেন। প্যারিসের রু ডু সুর‍্যানে থাকেন। তার সঙ্গে যে সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের যোগ আছে সে-কথাও জানাতে ভুললেন না। তাদের এই আলোচনা গোপন রাখতে অনুরোধ করলেন। একটি চিঠির মারফত জানতে পেরেছেন মাদমোয়াজেল দ্যরসিয়োর জীবন-সংশয়ের যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। তাকে রক্ষা করতে কৃতসঙ্কল্প তিনি। এসব নিয়ে গভীর ও গোপন আলোচনা হল দুজনের মধ্যে। ডাক্তার বুড়ো গ্রাম্য চিকিৎসক। ঘটনার বিবরণ ও লুপিনের বিশ্লেষণে তাঁর দৃঢ় ধারণা হল আজকের ঘটনাও হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা। তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্রের ফল। প্রমাণও অকাট্য। গভীর দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে তিনি লুপিনকে ডিনারে আমন্ত্রণ করলেন।

দুজনের মধ্যে এ-ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলল। বিকেলের দিকে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে খামারবাড়ির দিকে গেলেন। রোগী দোতলার একটি ঘরে থাকেন। ডাক্তার তার সঙ্গে রোগীর পরিচয় করিয়ে দিলেন—তাঁর ভাবী উত্তরাধিকারী ও সহকর্মী। তিনি অবসর নিলে এর হাতেই চিকিৎসার সমস্ত দায়দায়িত্ব অর্পণ করা হবে।

লুপিন ঘরে ঢুকে দেখেন জ্যঁান্ বাবার বিছানার পাশে বসে আছে। লুপিনকে দেখে সে বিস্ময়ে হকচকিয়ে গেল। অতিকষ্টে মনের ভাব গোপন রাখতে হল তাকে। ডাক্তারের ইশারায় সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

লুপিনের উপস্থিতিতেই কথাবার্তা হল। মঁসিয় দ্যরসিয়োর মুখে যন্ত্রণার সুস্পষ্ট ছাপ। চোখ দুটো জ্বরে লাল। বিশেষ করে আজকে সে বুকের ব্যথায় বড়ই কষ্ট পাচ্ছে। বুক পরীক্ষার পর সে ডাক্তারকে তার দুশ্চিন্তার কথা জানাল। ডাক্তারের জবাবে কিছুটা স্বস্তি বোধ করল। জ্যঁানের সম্বন্ধেও কথা হল। তাঁরা তার কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য গোপন করে যাচ্ছেন, অনুযোগ করল সে। পরপর অনেকগুলো দুর্ঘটনা থেকে মেয়ে তার বেঁচে গেছে। ডাক্তারের প্রবোধ-বাক্য শুনেও তার মনের অস্বস্তি কাটছে না। তার মনে সব সময় একটা দুশ্চিন্তা কাঁটার মত বিঁধে আছে। তার ইচ্ছা পুলিসকে খবর দেওয়া হোক—অনুসন্ধান চলুক।

কিন্তু এই মানসিক উত্তেজনা তাকে বেশ ক্লান্ত করে ফেলল। ক্রমশ সে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল।

বারান্দায় এসে লুপিন ডাক্তারের কাছে প্রশ্ন রাখলেন গুটিকতক।

'আপনার সঠিক ধারণার একটা মূল্যায়ন করতে চাই আমি। দ্যরসিয়োর অসুস্থতা কি কোন বাইরের কারণ ঘটিত?'

'এ-কথার অর্থ?'

'ধরুন একই শত্রু পিতাপুত্রীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার মতলবে আছে।'

এই উক্তিতে ডাক্তার বেশ একটু ভাবনায় পড়লেন।

'আপনার প্রশ্নের কিছুটা সারবত্তা আছে বলে মনে হচ্ছে।—বাপের অসুখটা

মাঝেমাঝে এমন অস্বাভাবিক মোড় নেয়—। যেমন ধরুন, পায়ের পক্ষাঘাত প্রায় সম্পূর্ণ—এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত—'

ডাক্তার মনে মনে কিছুক্ষণ কি ভেবে বললেন অপেক্ষাকৃত নিচু গলায়—'বিষক্রিয়ার কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। লক্ষণ অবশ্যই থাকা উচিত, আরে আপনি ও কি করছেন? কি হল—?'

একতলার একটা ঘরের বাইরে ওরা তখন কথা বলছিলেন। ডাক্তার যখন রোগীকে পরীক্ষা করছিলেন সেই সুযোগে জঁান্ তার রাতের খাবার খেয়ে নিচ্ছিল। খোলা জানালা দিয়ে লুপিন নজর রেখেছিল তার উপর। একটা পেয়ালা মুখের কাছে নিয়ে দু-এক চুমুক কি যেন খেল সে।

হঠাৎ লুপিন ছুটে গেল মেয়েটার কাছে।

'কি খাচ্ছ?'

'কেন, চা!' একটু যেন হকচকিয়ে গেছে সে।

'তবে মুখটা অমন বিকৃত করলে কেন?'

'জানি না।—ভাবলাম—'

'কি ভাবলে?'

'ভাবলাম এত তেতো লাগল কেন? হয়ত যে ওষুধটা চায়ের সঙ্গে মিশিয়েছি তার জন্মেই এরকম ঘটে থাকবে।'

'কি ওষুধ?'

'রোজ খাওয়ার সময় কয়েক ফোঁটা করে খাই। ডাক্তারবাবুই তো সে-ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন।'

'হ্যাঁ, আমার নির্দেশমতোই,' বললেন ডাক্তার—'কিন্তু ওষুধটার তো কোন স্বাদ নেই। তুমি তো তা জান, জঁান্—পনের দিন ধরে এই ওষুধ খাচ্ছ তুমি। এই প্রথম তুমি—'

'তা ঠিক। কিন্তু আজকেই প্রথম যেন কেমন বিস্বাদ লাগল। উঃ, আমার ঠোঁট যেন পুড়ে যাচ্ছে।'

ডাক্তার নিজেই পেয়ালা থেকে এক চুমুক খেলেন। সঙ্গে সঙ্গে থু থু করে ফেলে দিলেন। বললেন,—'যাচ্ছেতাই। কোন সন্দেহ নেই—'

লুপিন তখন ওষুধের বোতলটা পরীক্ষা করছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—বোতলটা কোথায় থাকে?'

কিন্তু জঁান্ কোন উত্তর দিতে পারল না। বুকে হাত চেপে ধরে বসে পড়ল। গভীর যন্ত্রণায় মুখটা তার ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখের মণি দুটো যেন ঠেলে বের হয়ে আসতে চাইছে চোখের কোটর থেকে।

'বড় ব্যথা। বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে,' তোতলাতে তোতলাতে বলল সে।

তাঁরা দুজনে তখুনি তাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

'বাড়িতে বমি করার ওষুধ নেই—যা খেলে বমি হতে পারে?' জানতে চাইলেন লুপিন।

'খাবারের আলমারিটা খুলুন। একটা ওষুধের বাক্স দেখতে পাবেন'—বললেন ডাক্তার। 'পেয়েছেন তো? হ্যাঁ ঐটে—ঐ ছোট্ট টিউবটা দিন তো। একটু গরম জল চাই—অন্য ঘরটায় চায়ের ট্রেতে গরম জলের কেতলি দেখতে পাবেন।'

কলিংবেলের শব্দ শুনতে পেয়ে জ্যঁানের খাস দাসী ছুটে এসেছে। লুপিন বললেন তাকে, কোন কারণে দিদিমণি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

ছোট্ট একটা খাবারঘরে এলেন লুপিন। খাবার আলমারি পরীক্ষা করলেন। তারপর রান্নাঘরে গেলেন। ভাব দেখালেন যেন ডাক্তারের নির্দেশেই এসেছেন জ্যঁান্ কি কি খেয়েছে সে-সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে। কিন্তু তা না করে তিনি ঠাকুর চাকর আর দারোয়ান—যে বাড়ির দেখাশোনা করে, তাদের নানা জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। তারপর ফিরে এলেন ডাক্তারের কাছে। 'কি খবর?'

'ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটি।'

'কোন আশঙ্কার কারণ নেই তো?'

'না। ভাগ্যিস, মাত্র দু-তিন চুমুক খেয়েছে। আজ আপনি দ্বিতীয়বার ওর জীবনরক্ষা করলেন। এই বোতলের ওষুধ পরীক্ষা করলেই ধরা পড়বে।'

'পরীক্ষা করা অনাবশ্যক। বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল এ-বিষয়ে দ্বিমত নেই।'

'কিন্তু কে করল? হত্যাকারী কে?'

'বলতে পারব না। যে-শয়তানটা এই পরিকল্পনার রূপকার সে এই বাড়ির প্রতিটি খুঁটিনাটির খবর রাখে। বাড়ির প্রতিটি আঁধিসন্ধি তার নখদর্পণে। ইচ্ছামতো যায়-আসে, বাগানে ঘুরে বেড়ায়—উখা দিয়ে কুকুরের শেকল ঘষে রাখে। চায়ে বিষ মেশায়—সবার অলক্ষ্যে। এক কথায় জ্যঁান্ বা যাকে সে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে চায়, তার নাড়িনক্ষত্রের বিষয়েও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ওয়াকিফহাল—যেন তাদের পরিবারেরই একজন।'

'মঁসিয় দ্যরসিয়োরও সে-রকম ভয় আছে না কি?'

'আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

'তাহলে ষড়যন্ত্রকারীরা চাকরবাকরদেরই একজন কেউ হবে। কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। সে অসম্ভব। আপনি কি মনে করেন—'

'আমি কিছুই মনে করি না। আমি কিছুই জানি না। শুধু এটুকু মাত্র বলতে পারি ব্যাপারটা খুবই ঘোরালো, দুঃখজনক। যে-কোন চরম পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের। মৃত্যুর ছায়া পড়েছে এ-বাড়িতে। খুনী প্রত্যেককে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। আক্রমণের প্রকৃত লক্ষ্য যে, ঠিক তার ওপর চরম আঘাত হানবে। সেই সুযোগের জন্য ওত পেতে আছে।'

'এখন কি করা যাবে?'

'সতর্ক নজর রাখতে হবে। ভান করতে হবে বাড়ির মনিবের স্বাস্থ্যের জন্য আমরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। যে-কোন মুহূর্তে একটা অঘটন কিছু ঘটে যেতে পারে।

সেজন্য রাতে আমাদের এখানেই থাকতে হবে। বাপ মেয়ের শোবার ঘর পাশাপাশি। কোন কিছু ঘটলে শুনতে পাব।'

ঘরে একটা ইজিচেয়ার আছে। তারা পালা করে সেটায় শোবে এবং রাতে পাহারা দেবে। বস্তুত, লুপিন মাত্র দু-তিন ঘণ্টা ঘুমোলেন। মাঝরাতে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গীকে জাগালেন না। খুব সতর্কভাবে সারা বাড়িটা পরীক্ষা করে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

* * *

সকাল ন-টায় মোটর-বাইকে চেপে প্যারিস। রাস্তা থেকে যে-দুজন বন্ধুকে ফোন করেছিলেন তাদের সঙ্গে দেখা করলেন। লুপিন যে-পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন সেইমতো তিনজনে বিস্তৃত অনুসন্ধান চালালেন।

ছ-টার সময় আবার তড়িঘড়ি ফিরে এলেন। গেটের বাইরে এসে লুপিন লাফিয়ে নেমে পড়লেন মোটর-বাইক থেকে। গেটটা তখনও খোলাই ছিল। তিনি ছুটে ঢুকে পড়লেন বাড়ির মধ্যে। কয়েক লাফেই একতলায় পৌঁছে গেলেন। ছোট্ট খাবারঘরে কেউ ছিল না।

একটুও ইতস্তত না করে, টোকা না দিয়েই দরজা ঠেলে মেয়েটির ঘরে ঢুকে গেলেন তিনি।

'তুমি এখানে?' বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল যেন। গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন তিনি।

জঁান্ ও ডাক্তার তখন পাশাপাশি বসে গল্প করছিল।

'কি, খবর কি?' প্রশ্ন করলেন ডাক্তার। লুপিনকে এমন উত্তেজিত অবস্থায় দেখে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন তিনি।

'না, কোন খবর নেই,' বললেন লুপিন—'এখানকার খবর কি?'

'এখানেও কোন খবর নেই। এইমাত্র রোগীর ঘর থেকে আসছি। আজকের দিনটা রোগীর বেশ ভালোই কেটেছে। আহারেও রুচি ছিল। আর জঁানের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন, তার মুখের স্বাভাবিক রঙ ফিরে এসেছে।'

'তাহলেও তাকে এখান থেকে যেতেই হবে।'

'চলে যাব? অসম্ভব—সে-প্রশ্ন ওঠেই না'—প্রতিবাদ করল মেয়েটি।

'তোমাকে যেতেই হবে। অবশ্যই যাবে'—মাটিতে পা ঠুকে বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন লুপিন।

কিন্তু মুহূর্তে নিজের উপর কর্তৃত্ব ফিরে এল। হঠাৎ কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এই অশোভন আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন। কয়েক মিনিট নৈঃশব্দ্যের অতলে ডুবে রইলেন। ডাক্তার বা মেয়েটি তার এ-নৈঃশব্দ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে সাহস পেলেন না। অবশেষে শান্ত গলায় তিনি বললেন মেয়েটিকে।

'মাদমোয়াজেল, আগামীকাল সকালেই তোমাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে। মাত্র দু-এক সপ্তাহের জন্য। তোমাকে যেতে হবে ভার্সাইতে তোমার বান্ধবীর কাছে—যাকে তুমি চিঠি লিখেছিলে। আমিই পৌঁছে দেব তোমাকে। আমার একান্ত

অনুরোধ আজ রাতের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিও। কাউকে কিছু গোপন করতে হবে না—কোন লুকোচুরির ব্যাপার নেই। চাকরবাকররা জানুক—তুমি চলে যাচ্ছ। আর ডাক্তার তোমার বাবাকে বোঝাবার ভার নেবেন—এই বিদেশে যাওয়া তোমার নিরাপত্তার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। সবরকম সতর্কতা নেওয়া হবে। অবস্থার উন্নতি হলে তোমার বাবাও তোমার সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন। এই ঠিক রইল, কেমন?'

'বেশ'—রাজি হল মেয়েটি। লুপিনের মৃদু অথচ প্রভুত্বব্যঞ্জক কথার প্রতিবাদ করতে পারল না—এত অভিভূত হয়ে পড়েছে সে।

'তাহলে যত তাড়াতাড়ি পার তৈরি হয়ে নাও। ঘর থেকে এক পা-ও নড়বে না।'

'কিন্তু'—একথা শোনামাত্র একটা ভয়ের শিহরণ খেলে গেল জ্যাঁনের সারা দেহে —'কিন্তু রাতে কি আমাকে একলা থাকতে হবে?'

'ভয় পেয়ো না। ভয়ের যদি বিন্দুমাত্র কারণ ঘটে, আমি ও ডাক্তারবাবু সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসব। যতক্ষণ না দরজায় তিনবার মৃদু টোকার শব্দ শুনছ ততক্ষণ দরজা খুলবে না।'

জ্যাঁন্ তখুনি তার পরিচারিকাকে ডেকে পাঠাল। ডাক্তার গেলেন দ্যরসিয়োর কাছে আর লুপিন ছোট্ট খাবারঘরে গিয়ে রাতের খাবার খেতে বসলেন।

'দ্যরসিয়্যকে সব বলা হয়ে গেছে। কোন অসুবিধা হয়নি। কোন ওজর-আপত্তি করেননি তিনি। বরং তিনি বললেন—জ্যাঁন্‌কে এখান থেকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তারও তাই অভিমত।'

দুজনেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন। চলে গেলেন এ বাড়ি ছেড়ে।

দারোয়ানের ঘরে এসে লুপিন বললেন তাকে, 'সদর দরজাটা এবার বন্ধ করে দাও। দ্যরসিয়্য আমাদের খোঁজ করলে তখুনি খবর দেবে।'

গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ। আর মাঝেমাঝে সেই মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো তীরের মতো এসে পড়ছে পৃথিবীতে। মানুষ দুটি প্রায় ঘাট থেকে সত্তর গজ হেঁটে ফেলেছে। গ্রামের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে তারা। হঠাৎ লুপিন সঙ্গীর হাত চেপে ধরলেন। 'দাঁড়ান।'

'কি ব্যাপার?' বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন ডাক্তার।

'ব্যাপার হল,' তাঁর হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন লুপিন, 'আমার ধারণা যদি নির্ভুল হয়—শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে তার যদি সঠিক বিশ্লেষণ করতে পেরে থাকি—রাত শেষ হবার আগে মাদমোয়াজেল খুন হবে।'

'এ্যাঁ! তাই নাকি?' ডাক্তার হাঁপাতে লাগলেন। তাঁর মুখে কথা আটকে আসছে। তিনি ভীতি-বিহ্বল গলায় বললেন—'তাহলে বাড়ি ফেরার দরকার কি?'

'উদ্দেশ্য বা দরকার একটাই। খুনী অন্ধকার কোণ থেকে আমাদের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। সে যেন তার খুন বন্ধ করতে না পারে এবং তার পরিকল্পিত নির্ধারিত সময়েই খুন করতে পারে, তার সুযোগ করে দেওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি যে-সময় নির্দিষ্ট করেছি ঠিক সেই সময়ই তাকে বেছে নিতে হবে।'

'আমরা তাহলে খামারবাড়ির দিকে ফিরে যাব?'

'কোন ভুল নেই, কিন্তু যাব আলাদা আলাদা পথে।'

'তাহলে এখনই যাওয়া যাক।'

'আমার কথা শুনুন, ডাক্তার,' বললেন লুপিন সংযত কণ্ঠে—সুস্পষ্ট প্রত্যয়ের সঙ্গে। অযথা কথা বলে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। প্রথমত আমাদের গতিবিধির ওপর নজর-রাখার ব্যাপারটা ভণ্ডুল করতে হবে। কাজেই সোজা বাড়ি চলে যান।' যখন স্পষ্ট বুঝবেন কেউ আপনাকে অনুসরণ করছে না, তখুনি আবার ফিরে আসবেন। বাঁ ধার ঘেঁষে দেয়ালের পাশ দিয়ে রান্নাঘরের পিছনে শাকসবজির বাগানটার কাছে এসে পেঁছবেন। দেয়ালের গায়ে ছোট একটা দরজা আছে। এই নিন তার চাবি। গির্জার ঘড়িতে রাত এগারটা বাজলে দরজা খুলে বাড়ির পিছনের চাতালের কাছে চলে আসবেন। পাঁচ নম্বর জানালাটা বন্ধ হয় না। আপনাকে মাত্র ঝুল বারান্দায় উঠতে হবে। ভেতরে ঢুকে সোজা চলে আসবেন মাদমোয়াজেলের ঘরে। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবেন আর বেরুবেন না। যাই ঘটুক, দুজনের কারুরই কিন্তু বাইরে আসা চলবে না। মাদমোয়াজেল তার সাজঘরের জানালাটা খোলা রাখে—আমি লক্ষ্য করে দেখেছি। তাই না?'

'জানালাটা আমি খুলে রাখতে নির্দেশ দিয়েছি।'

'ঐ পথেই আসবে খুনী।'

'আর আপনি?'

'আমিও আসব ঐ পথে।'

'খুনী কে জানতে পেরেছেন?'

লুপিন একটু ইতস্তত করতে লাগলেন। তারপর বললেন—'না, আমি জানি না—তবে এইভাবেই জানতে পারব। আমার একান্ত অনুরোধ, মাথা খুব ঠাণ্ডা রাখবেন। যাই ঘটুক, একটুও নড়াচড়া নয়—টু শব্দটি পর্যন্ত নয়।'

'আমি কথা দিলাম।'

'আমি আরও কিছু চাই—আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।'

'আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।'

চলে গেলেন ডাক্তার। লুপিন তখুনি কাছাকাছি একটা উঁচু ঢিবির উপর উঠে দাঁড়ালেন। সেখান থেকে বাড়িটার দোতলা ও তিনতলার জানালাগুলো দেখতে পাওয়া যায়। কতকগুলো জানালায় তখনও আলো জ্বলছে।

একে একে আলোগুলো নিভে যেতে লাগল। ডাক্তার যেদিকে গেছেন ঠিক উলটো পথে হাঁটতে লাগলেন লুপিন। কিছুদূর গিয়ে ডানপাশে মোড় নিলেন—দেয়াল ঘেঁষে এগুতে লাগলেন। তারপর সেই গাছগুলোর জটলার কাছে এসে উপস্থিত হলেন—যার কাছাকাছি মোটর-বাইকটা লুকিয়ে রেখেছিলেন।

এগারটা বাজল। রান্নাঘরের পিছনের সবজি-বাগান দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে কত সময় লাগতে পারে মনে মনে হিসেব করতে লাগলেন লুপিন।

'একটা কাজ হলো,' বললেন তিনি, 'ওদিক থেকে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। এবার লুপিনের উদ্ধারের কাজ। খুনী তার শেষ তুরুপের তাস ফেলতে

আর দেরি করবে না বোধ হয়—আমাকে ঠিক সময় সেখানে পেঁছুতেই হবে।'

প্রথম দিনের মতোই ডাল টেনে নামিয়ে দেয়ালের উপর উঠে এলেন। সেখান থেকে গাছের বড় ডাল হাতের নাগালের মধ্যেই। হঠাৎ লুপিনের কান খাড়া হয়ে উঠল। ঝরা পাতায় খস খস আওয়াজের শব্দ। ত্রিশ গজ দূরে একটা ছায়ামূর্তিকে নড়াচড়া করতে দেখা গেল।'দূর ছাই', নিজের মনেই বললেন তিনি, 'গোল্লায় যাক! ধরা তো পড়েই গেছি। এবার আমার খেল খতম।'

এমন সময় ছেঁড়া মেঘের মধ্য দিয়ে চাঁদের আলোর একটা তির্যক রেখা এসে পড়ল। লুপিন স্পষ্ট দেখতে পেলেন লোকটা তার দিকে নিশানা ঠিক করছে। তিনি মাথাটা সরিয়ে নিলেন। মাটিতে লাফিয়ে পড়তে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কি যেন ছুটে এসে বুকে ঝাপটা মারল—একটা গুলির আওয়াজ। ঠিক মৃতদেহের মতো ডালে ডালে ধাক্কা খেতে খেতে নিচে মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি।

এদিকে ডাক্তার লুপিনের নির্দেশমতো পঞ্চম জানালার কার্নিস ধরে গুটিগুটি দোতলায় এসে পৌঁছুলেন। জাঁনের ঘরের কাছে এসে তিনবার দরজায় মৃদু টোকা দিতেই দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলেন।

'শীগগির শুয়ে পড়,' ফিসফিস করে বললেন ডাক্তার। 'তোমাকে শুয়ে থাকার ভান করতে হবে। উঃ,বড্ড কনকনে ঠাণ্ডা এঘরে। তোমার সাজঘরের জানালা খোলা?'

'খোলা আছে। বন্ধ করে দেব কি?'

'না, খোলাই থাক। তারা আসছে।'

'তারা আসছে?' ভয়ার্ত গলায় পুনরাবৃত্তি করল জাঁন্।

'কোন সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু কে? কাকে আপনার সন্দেহ হয়?'

'কে আমি জানি না—আমার ধারণা খুনী এই বাড়িতেই লুকিয়ে আছে। অথবা বাগানের কোথাও।'

'বড্ড ভয় করছে আমার।'

'ভয় পাবার কিছু নেই। যে-খেলোয়াড় তোমার ওপর নজর রেখেছে সে খুব নিরাপদ খেলা খেলতে অভ্যস্ত। সে এখন উঠোনে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে—আমার ধারণা।'

ডাক্তার রাতের আলো নিভিয়ে জানালার কাছে এসে পর্দা সরিয়ে দিলেন। দোতলার চারপাশ ঘিরে কার্নিস থাকায় উঠোনের দূরের অংশটাই শুধু নজরে পড়ল। তিনি ফিরে এসে আবার বিছানার পাশে বসলেন।

কয়েকটা শঙ্কাকুল বেদনাদায়ক মুহূর্ত। মুহূর্তগুলো যেন সীমাহীন দীর্ঘ মনে হতে লাগল। গ্রামে কারুর বাড়িতে ঢং ঢং করে ঘড়ি বেজে উঠল। রাতের প্রতিটি ছোট ছোট শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে তারা—কাজেই ঘড়ির শব্দ কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করল না মনে। ওরা কান পেতে আছে এক বিশেষ শব্দের জন্য। শরীরের প্রতিটি লোমকূপ উন্মুখ হয়ে আছে।

'শুনতে পাচ্ছ ?' ফিসফিস করে বললেন ডাক্তার।

'হ্যাঁ —হ্যাঁ'—জাঁন্ উঠে বসল বিছানায়।

'না, না। শুয়ে পড়। শুয়ে পড়'—সঙ্গে সঙ্গে বললেন ডাক্তার।

বাইরে কার্নিসের গায়ে টক্ টক্ শব্দ হচ্ছে। তারপর—এক ঝাঁক অস্ফুট আওয়াজ যার কোন অর্থই বোধগম্য হল না ওদের। কিন্তু কেমন যেন অনুভূতি হল সাজঘরের জানালাটা কে যেন হাট করে খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে এক ঝলক হিমেল বাতাস হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল।

হঠাৎ এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে পাশের ঘরে কেউ এসেছে। ডাক্তারের হাত কাঁপছিল। তিনি জোরে রিভলবার চেপে ধরলেন, কিন্তু একটুও নড়লেন না। তিনি যে-নির্দেশের অধীন, সে-নির্দেশ অমান্য করতে ভয় পেলেন।

ঘরের মধ্যে নিশ্ছিদ্র, নিরেট অন্ধকার। আততায়ী কোথায়—দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারছিলেন। তার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে কার্পেটের উপর। সে-শব্দ মনকে আতঙ্কে কণ্টকিত করে তুলছে। আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না—লোকটা ও-ঘরের মেঝে অতিক্রম করে চলে এসেছে। এবার থামল আততায়ী। এ সম্বন্ধে ওরা স্থির নিশ্চিত। খাটের কাছ থেকে ছ-পা দূরে এসে দাঁড়িয়েছে। গতি-হীন। দৃষ্টির ছুরি দিয়ে যেন সে দুর্ভেদ্য অন্ধকারের জাল ছিন্ন করার চেষ্টা করছে।

ডাক্তারের হাতে জাঁনের বরফ-শীতল হাত কাঁপছে থরথর ক'রে। আর এক হাত দিয়ে ডাক্তার রিভলবার চেপে ধরে আছেন। একটা আঙুল রিভলবারের ঘোড়ার উপর। প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও একটুও ইতস্তত করবেন না—খুনী শয্যা স্পর্শ করলেই গুলি ছুঁড়বেন তিনি।

খুনী আর এক পা এগিয়ে এসে থামল। এই দুর্ভর নৈঃশব্দ্য অত্যন্ত ভয়াবহ। বুকের উপর যেন জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো দুজনে দুজনের দিকে ইস্পাত-কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

এই কালির মতো অন্ধকারে ও কার প্রতিচ্ছায়া ? কে লোকটা ? এই নিরীহ মেয়েটার বিরুদ্ধে কি সুতীব্র নিষ্ঠুর শত্রুতা মনে মনে পোষণ করে ও! কি জঘন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাইছে ! কিন্তু কেন—?

ডাক্তার ও জাঁন্ অত্যন্ত ভীতত্রস্ত হলেও দুজনের মনেই একটি মাত্র চিন্তা,— দেখতে হবে, জানতে হবে প্রকৃত সত্য—আততায়ীর মুখটা দেখতে হবে।

আরও এক পা এগিয়ে এসে আবার থামল সে। ওদের মনে হচ্ছে, ছায়াটা যেন আরও গভীর ঘন হয়ে জমাট বাঁধল অন্ধকারের পটভূমিতে। তার হাত যেন ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হচ্ছে। উঠছে—উঠছে—উপরে।

একটা মিনিট কেটে গেল। আরও একটা মিনিট। হঠাৎ লোকটার পিছনে ডানদিকে একটা তীক্ষ্ণ ক্লিক শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে গেল। আলোটা লোকটার মুখে এসে ঝাপটা মারল।

জাঁন্ চীৎকার করে উঠল। তার বাবা হাতে শানিত ছোরা নিয়ে তার দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে।—তার বাবা—!

ঠিক সেই মুহূর্তে চকিতে আলোটা নিভে গেল। একটা গুলির আওয়াজ হল। ডাক্তারের রিভলবার গর্জে উঠেছে।

'অস্ত্র ফেলে দাও। গুলি ছুঁড়ো না'—হেঁকে উঠলেন লুপিন। তিনি ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রায় শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললেন ডাক্তার—'দেখছ না?—শোন! লোকটা যে পালিয়ে যাচ্ছে!'

'পালিয়ে যেতে দিন। এটাই সর্বোত্তম—যা ঘটতে পারে।'

আবার লুপিন তার বৈদ্যুতিক লণ্ঠনের স্প্রিং টিপলেন। ছুটে গেলেন সাজঘরের দিকে লোকটার পলায়ন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে ফিরে এসে আবার ঘরের বাতি জ্বেলে দিলেন। জঁান্ মূর্ছা গেছে। মুখে মৃত্যুর বিবর্ণতা। ডাক্তার তাঁর চেয়ারে জড়সড় হয়ে বসে। অস্ফুটে কি বিড়বিড় করছেন।

হাসতে হাসতে বললেন লুপিন, 'এবার সহজ হন। আর উত্তেজনার কোন কারণ নেই। সব শেষ—'

'খুনী শেষ পর্যন্ত মেয়েটার বাবা—মেয়েটার বাবা!' ডাক্তারের কণ্ঠস্বর যেন কান্নার মতো শোনাল—'উঃ, ভাবা যায় না!'

'ডাক্তার, মেয়েটিকে একটু দেখুন। ও মূর্ছা গেছে।'

আর কোন কথা না বলে লুপিন সাজ-ঘরে ঢুকলেন। জানালা গলে কার্নিসে এসে দাঁড়ালেন। কার্নিসের সঙ্গে একটা মই লাগানো। মই বেয়ে তিনি দ্রুত নিচে নেমে এলেন। দেয়ালকে পাশে রেখে কুড়ি পা এগুতেই একটা দড়িতে জড়িয়ে পড়ে গেলেন। দড়ির মই। সেই দড়ির মই বেয়ে তিনি মঁসিয় দ্যরসিয়োর ঘরে এলেন। ঘর শূন্য। পাখি উড়ে পালিয়েছে।

'যা ভেবেছিলাম। ভদ্রলোক আর অসুস্থতার মুখোশ পরে শুয়ে নেই। পালিয়ে গেছে। শুভ হোক তার চলার পথ'—বললেন লুপিন। 'দরজা খিল-লাগানো ভেতর থেকে। ঠিক যেমন থাকে। রোগী এইভাবে শ্রদ্ধেয় ডাক্তারকে ধোঁকা দিয়েছে। রোজ রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে অন্ধকারের নিরাপত্তার সুযোগ নিয়ে জানালার সঙ্গে দড়ির মই লাগিয়ে নিচে নেমে আসে—তারপর চলে তার গোপন খেলা। একটুও নির্বোধ নয় লোকটা।' লুপিন দরজা জানালায় খিল লাগিয়ে জঁানের ঘরে এলেন। ডাক্তার সেই মুহূর্তে মেয়েটির ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। লুপিনকে নিয়ে তিনি ছোট্ট খাবারঘরে ঢুকলেন।

'মেয়েটি ঘুমোচ্ছে। ওকে এখন আর বিরক্ত করে লাভ নেই। বড্ড আঘাত পেয়েছে মনে। সুস্থ হতে সময় লাগবে।'

লুপিন এক গ্লাস জল ঢেলে নিয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে ফেললেন। একটা চেয়ার টেনে বসে গম্ভীর গলায় বললেন—'হু! আসছে কালই ভালো হয়ে উঠবে।'

'কি বললেন?'

'আমার মতে আগামীকালই মেয়েটি সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'কেন?'

'প্রথমত মেয়েটা যে তার বাপকে এত ভালোবাসে এটা আমার মাথাতেই আসেনি।'

'সে যাক! একবার ভাবুন তো! বাপ মেয়েকে খুন করতে চায়! এক মাসের ওপর ধরে বাপ চার-পাঁচবার এই পৈশাচিক চেষ্টা চালিয়েছে। এক আধবার নয়, ছয় সাত বার। জাঁনের চেয়েও কম অনুভূতিসম্পন্ন মেয়ের পক্ষেও কি এটা একটা মারাত্মক ঘটনা নয়? উঃ, কি বিশ্রী ঘেন্নার স্মৃতি!'

'সব ভুলে যাবে একদিন।'

'এরকম ঘটনা সহজে ভোলা যায় না।'

'মেয়েটি ভুলে যাবে, ডাক্তার। তার কারণও সহজ সরল।'

'খুলে বলুন।'

'জাঁন্ ঐ লোকটার নিজের মেয়ে নয়।'

'তাই নাকি!'

'আবারও বলছি ঐ শয়তানটার নিজের মেয়ে নয়।'

'কি বলতে চান?'

'মঁসিয় দ্যরসিয়্য মেয়েটির সৎ-বাবা। ওর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ওর আসল বাবা মারা যান। এর পর ওর মা মৃত স্বামীর এক খুড়তুতো ভাইকে আবার বিয়ে করেন। তারও ঐ এক নাম। দ্বিতীয় বিয়ের এক বছরের মধ্যে মেয়েটির মা-ও মারা যান। মরার আগে তিনি মেয়েটিকে মঁসিয় দ্যরসিয়্যের হাতে তুলে দিয়ে যান। মেয়েটিকে নিয়ে সে কিছুদিন বাইরে ছিল—তারপর এই গ্রামের বাড়িটি কেনে এখানে। কেউ-ই তাকে চেনে না। মেয়েটি যে তার নিজের মেয়ে নয়, সৎ-মেয়ে—পড়শীরা তা জানত না। আর লোকটা যে তার প্রকৃত বাবা নয় মেয়েটিও জানত না সে-কথা।'

ডাক্তার হতবুদ্ধির মতো বসে রইলেন। এক সময় শুধু প্রশ্ন করলেন 'আপনার তথ্যে ভুল নেই তো?'

'একেবারে নির্ভুল। আমি প্যারিসের মিউনিসিপ্যালিটিগুলোতে কাল সারাদিন কাটিয়েছি। জন্ম-রেজিস্টারগুলোও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। দুজন অ্যাটর্নির সঙ্গেও দেখা করেছি। সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে একটি একটি ক'রে। আর সন্দেহের লেশমাত্র কারণ নেই।'

'তবুও এর থেকেই তো তার অপরাধের স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করা যায় না। পরপর এই হত্যার চেষ্টা—!'

'হ্যাঁ, যায়। প্রবল যুক্তি আছে।' বললেন লুপিন, 'গোড়া থেকে অর্থাৎ যখন থেকে আমি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি, মাদমোয়াজেল এমন কতকগুলো কথা আমায় বলেছিল যার থেকে আমি আমার অনুসন্ধানের নির্দেশিকা পেয়ে যাই। সে বলেছিল—মা যখন মারা যান তখন তার বয়স পাঁচের বেশি হবে না। সে প্রায় ষোল বছর আগেকার ঘটনা। অর্থাৎ এখন তার বয়স প্রায় একুশ অর্থাৎ সাবালিকা হতে যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে। এটা একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। তখনই এই সূত্রটা আমার মাথায় বিদ্যুৎ-চমকের মতো খেলে গেল। যেদিন সাবালিকা হবে সে, সেদিন সমস্ত সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী হবে। তার মায়ের সম্পত্তির পরিমাণটা কত? মায়ের সম্পত্তির সে-ই একমাত্র উত্তরাধিকারিণী—বাপের কথা একবারও আমার

মাথায় আসেনি। কাজ শুরু করার পক্ষে এরকম ঘটনা মনে না আসাই স্বাভাবিক। আর এরপর থেকেই শুরু হয়ে গেল মসিয়ঁ দ্যরসিয়্যের ভাঁওতার অভিযান—অসহায় চিররুগ্ন শয্যাশায়ী। পরমুখাপেক্ষী।'

'না না, সত্যিই অসুস্থ'—বাধা দিয়ে বললেন ডাক্তার।

'আর সেই জন্যই তার প্রতি সন্দেহ হয়নি। আর গোড়ায় আমিও ভেবেছিলাম সে-ও বুঝি খুনীর লক্ষ্য। কিন্তু সবচেয়ে মজার কথাটা হল, এদের পরিবারে এমন কেউ নেই যার ওদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার স্বার্থ বা কোন দুরভিসন্ধি থাকতে পারে। প্যারিসে গিয়ে অনুসন্ধানের ফলে আমার সন্দেহ আরও ঘনীভূত, আরও দৃঢ়মূল হল। মাদমোয়াজেল তার মায়ের বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী—যার আয় থেকে এদের সংসার চলে। অর্থাৎ সৎ-বাবা সেই আয়ের ওপর নির্ভরশীল। আগামী মাসেই অ্যাটর্নি ওদের প্যারিসে ডেকে সব-কিছুর ব্যবস্থা পাকা করে ফেলতেন। তখন আসল ঘটনাও প্রকাশ হয়ে পড়ত। আর এর ফলে মঁসিয় দ্যরসিয়্যের মহা সর্বনাশ।'

'লোকটার জমানো টাকাকাকা কিছু নেই?'

'না। তাছাড়া শেয়ার মার্কেটের জুয়োয় অনেক টাকা খেসারতও দিতে হয়েছে।'

'কিন্তু মেয়ে হয়ত সৎ-বাপের হাত থেকে সম্পত্তি পরিচালনার দায়-দায়িত্ব নাও কেড়ে নিতে পারত!'

'একটা বিষয়ে আপনার ভুল হচ্ছে—যা আপনি জানেন না। যেটা আমি জেনেছিলাম ঐ ছেঁড়া চিঠি পড়ে। মাদমোয়াজেল তার ভার্সাইয়ের বান্ধবীর ভাইয়ের প্রেমে পড়েছে। ওর বাবার এই বিয়েতে আপত্তি। এইবার কারণটা বুঝতে পারছেন—কারণটা জলবৎ তরলং। মেয়েটি সাবালিকা হবার অপেক্ষায় আছে। সাবালিকা হলেই বিয়ে করবে।'

'আপনার অনুমান ঠিক। আর এই বিয়ে হওয়ার অর্থই ওর সর্বনাশ।'

'মহা সর্বনাশ! বাঁচার একটি মাত্র পথ খোলা আছে—তা হচ্ছে, এই সৎ-মেয়ের মৃত্যু। তার মৃত্যুতে সেই হবে সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।'

'নিশ্চয়। এমনভাবে মৃত্যু ঘটাতে হবে যাতে তার ওপর সন্দেহের রেখামাত্র না পড়ে।'

'সে তো অতি সত্যি! সেই জন্যই এই নানা দুর্ঘটনার ষড়যন্ত্র এবং মৃত্যু ঘটলে কারুর মনে কোন সন্দেহ হত না। আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বলেই ভাবত সবাই।

'আমিও আমার তরফ থেকে দ্রুত ঘটনার নিষ্পত্তি চাইছিলাম। সেইজন্যেই আমি লোকটাকে তার মেয়ের এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলাম। একথা শোনার পর সেই মুহূর্ত থেকেই অন্ধকার বারান্দায় ঘুরে ঘুরে সুযোগমতো অসুস্থ লোকটি মাথা খাটিয়ে খুনের পরিকল্পনা করেছে। আর অবসরই বা কোথায়? আজ রাতের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে তাকে। একটি মাত্র পথই খোলা ছিল—অন্ধকারে বীভৎস ভাবে ছুরি চালিয়ে তাকে হত্যা করা। এছাড়া গত্যন্তর

নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই রকম একটা কিছু ঘটবেই। আর সে-ও তাই করেছিল।'

'ও কাউকে সন্দেহ করেনি ?'

'করেছিল—আমাকে। সেইজন্য আমি যেখান দিয়ে দেয়াল টপকে ছিলাম সেখানে সে নজর রেখেছিল।'

'তারপর ?'

'তারপর,' হাসতে হাসতে বললেন লুপিন 'বুলেটের গুলি খেয়েছিলাম আমি। বুকে অর্থাৎ আমার পকেট বইটা গুলি খেয়েছিল।—এই পকেট বইটার গর্তটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। গুলি খেয়ে আমি মরা মানুষের মতোই গাছ থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম। প্রতিদ্বন্দ্বী নিহত হয়েছে ভেবে সে ফিরে যায় নিজের ঘরে। দু-ঘণ্টা ও ঘুরে বেড়িয়েছে খ্যাপা কুকুরের মতো। তারপর মনস্থির করে। গাড়ির-আস্তানা থেকে একটা মই নিয়ে এসে জানালায় লাগায়। আমিও ওকে অনুসরণ করতে থাকি।'

ডাক্তার একটু ভেবে বললেন—'ইচ্ছা করলে আপনি ওকে আগেই ধরতে পারতেন। ওকে এতদূর এগুতে দিলেন কেন ? মেয়েটার পক্ষে সেটাই ভালো হত। এর কোন দরকার ছিল না।'

'ঠিক উলটো। অবশ্যই দরকার ছিল। মেয়েটি তাহলে কখনই আমাদের কথা অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নিত না। খুনীকে চোখে দেখুক। তার পক্ষে এটা একান্ত প্রয়োজন ছিল। জেগে উঠলে ওকে সব কথা খুলে বলবেন। শীগগিরই ভালো হয়ে উঠবে ও।'

'কিন্তু—মঁসিয় দ্যরসিয়্য ?'

'তার অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা যেমন খুশি ব্যাখ্যা করতে পারেন। সব থেকে ভালো হয় বলা—হঠাৎ কাজে অন্যত্র গেছেন—হঠাৎ মাথা খারাপও হতে পারে—খুব কম লোকই এ নিয়ে মাথা ঘামাবে বা খোঁজ-খবর করবে—তারপর একদিন জলে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাবে সব-কিছু। লোকটারও আর-কোনদিন টিকি দেখা যাবে না।'

ডাক্তার মাথা নাড়লেন। '—হ্যাঁ—ঠিক বটে—তাই—আপনিই ঠিক। আপনি অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। মেয়েটা তার জীবনের জন্য আপনার কাছে সম্পূর্ণ ঋণী।—নিজের মুখেই সে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবে। আমাকে কি আর আপনার কোন প্রয়োজন আছে ? আমাকে দিয়ে যদি আপনার কোন উপকার-টুপকার হয়। আপনি বলেছিলেন গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে। যদি আপনার সাহস ও দক্ষতার প্রশংসা করে ওপরওয়ালার কাছে চিঠি দিই !'

লুপিন হাসতে লাগলেন।